

জাতীয় শাস্ত্রপ্রচার :-

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় :-

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত

ডঃ পদ্মনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ হইতে পুনঃ-মুদ্রিত



দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

চৈতন্যচন্দ ৪৩৭

মূল্য ১৥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা, ১৯৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বহুমতী ইলেক্ট্রিক্স “মোসিন যন্ত্রে”
ঐপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

ভূমিকা ।

ভক্তমাল গ্রন্থের নূতন বিত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পরমভক্ত শ্রীমৎ নাতাজ্ঞ প্রথম হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ তাতার টাকা-রচয়িতা। সেই মূল গ্রন্থ এবং তাহার হিন্দী টাকা এই দুইখানি গ্রন্থ অবলম্বন পূর্বক তাহার আভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বাবাজী বজ্রভাষায় এই ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও হিন্দী গ্রন্থের অবলম্বনে ও অনুসরণে ইহা বিরচিত, তথাপি কৃতবিদগণকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বাবাজী ভক্তমালরচনার কৃষ্ণদাস বাবাজীর কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ-পরিচয় প্রদত্ত হইরাছে।

বস্তুতঃ এই ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে ভগবদ্ভক্তির অস্তঃকরণ আগ্রত হয় এবং কর্ণকুহরে বেন অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে। সাধুসকল যেমন সংসারসাগর উত্তরণের তরঙ্গী বাসিনা প্রসিদ্ধ, এই ভক্তমাল গ্রন্থও বজ্রপ সন্দেহ নাই। কারণ, এই পবিত্র গ্রন্থে অনেকগুলি সাধুর ভক্তিপূর্ণ চরিত সন্নিবেশিত হইরাছে। ভক্তগণের পবিত্র-চরিতরূপ অসংখ্য মালা একত্র গ্রহণ করিয়াই এই ভক্তমাল গ্রন্থ বিরচিত। যদিও অস্ত্রাত বৈষ্ণবগ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থখানি আধুনিক, যদিও অনুমান দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহার রচনা ও প্রচার নিঃশেষ করা যায়, তথাপি বৈষ্ণবগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে ভক্তমাল যে একখানি অতুলনীয় পবিত্র গ্রন্থ, তাহা সৰ্ব্বকালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হইবে। বস্তুতঃ এই মালা গৃহীমাজেরই কঠোর হারস্বরূপ ও যোগিজনের কণ্ঠবিভূষণ; বিশেষতঃ বৈষ্ণবকুণ্ডলকগণের হৃদয়ের শোভাবিন্দন অমূল্য মণিস্বরূপ।

আমাদিগের দেশে প্রাচীনকালের জীবনচরিত নাই বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না, কিহু এই ভক্তমাল গ্রন্থ জীবনচরিতের আদিশ্রবণ অধিকার করিবার যোগ্য। ইহাতে নাতাজ্ঞ, গোপালভট্ট, চন্দ্রহাস, কটায়, বিভীষণ, হনুমান্দী, বায়ীক, কৃষ্ণানন্দ, অপরীকী, রত্নদেব, অরদেব, বিদ্যদেব, বাকা-রাঁকা, শুক্লদাস, নামদেব, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তের মহিমা, চরিত্র, কীর্তি ও অলৌকিক শক্তির বর্ণনা আছে। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে বিস্মিত, বিমোহিত, অভিহিত ও চমকিত হইতে হয়; হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বাসিনা বলবতী হইয়া উঠে এবং সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া মন বৈরাগ্যপথের অনুসরণে প্রধাবিত হয়। বস্তুতঃ যদি ইচ্ছাশ্রমিনী নিকা করিতে হয়, সংসারে মান-অপমান তুলা জ্ঞান করিবার বাসনা থাকে, অর্থসম্পদ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্তগণ কি কারণে বৈরাগ্যপথের পথিক হইরাছিলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা যদি অন্তরমন্দিরে সমুদিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অটল ভক্তির সহিত এই ভক্তমাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ পূর্বক মিরস্তর এই পবিত্র মালা কণ্ঠভূষণ করিয়া যথাই কৃতবিদ, বিবেকী ও মুমুকুগণের একমাত্র কর্তব্য সন্দেহ নাই।

আমরা করখানি হস্তলিখিত পুথি এবং অধুনামুদ্রিত করখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, পদম্পন্ন পাঠসামগ্রস্ত মিলাইয়া সাধানত যত্নে এই গ্রন্থের বিত্তমতাসম্পাদনে যত্নের ক্রটি করি নাই। এক্ষণে সাধুগণ কৃপাকটাক্ষে গ্রহণ ও এই ভক্তিমাল্য গলদেশে ধারণ করিলেই আমরা সৰ্বসম্মত হইব, কিমিধিকমিতি।

সুচিপত্র ।

খণ্ড	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১ম	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...	১
২য়	চৈতন্যপার্বদগুণবর্ণন ...	৭
৩য়	গৌরাঙ্গপার্বদগুণবর্ণন ...	২০
৪র্থ	ষাটশমহাভাগবতাদিচরিত্রবর্ণন ...	৩২
৫ম	কুন্তী-আদিভক্তমহিমা কথন ...	৪৫
৬ষ্ঠ	পুরু-ইক্ষাকু-আদিগুণকথন এবং ভক্তসেবা . অঙ্গ ও ভক্তিদেবীগুণকীর্তন	৫৭
৭ম	প্রজ্ঞানভক্তরাজগুণকথন .	৮০
৮ম	অজ্ঞানভক্তগুণচরিত্রবর্ণন .	৯২
৯ম	শ্রীমদ্ভক্তপরিচয়গুণনাম গুণবর্ণন ..	৯৮
১০ম	চতুঃসমুদায় আচার্য্য গুণবর্ণন ..	১১৭
১১ম	শ্রীশ্রীভক্ত আদিভক্তগুণবর্ণন	১২২
১২ম	শ্রীভগবদেব-আদি-ভক্তগুণবর্ণন	১৩২
১৩ম	শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৪৩
১৪ম	শ্রীশিলাপিল্লাসেবিরাজ কস্তাদিচরিত্রবর্ণন	১৫৪
১৫ম	ছোটবিগ্রহবিগ্রহ আদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৬৫
১৬ম	শ্রীকৃষ্ণদাস আদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৭৭
১৭ম	গোবিন্দকবিরাজ-আদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৮৫
১৮ম	শ্রীরাধাকবীজনারায়ণরায়ের চরিত্রবর্ণন	১৯৩
১৯ম	শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-আদিগুণবর্ণন	২০৯
২০ম	শ্রীপুরাণদাস-আদি-ভক্তগুণবর্ণন	২২১
২১ম	বাক্য-রাক্ষস-আদিভক্তগুণবর্ণন .	২৩৩
২২ম	নরসিং-ভক্ত-আদিগুণকথন .	২৪৩
২৩ম	নিবাহিগ্রামীর-সাধু-আদিভক্তগুণবর্ণন	২৫৪
২৪ম	মাধবসিংহরাজরানী-আদিভক্তগুণবর্ণন	২৬৫
২৫ম	কৃষ্ণদাস-সোণার-আদিভক্তগুণবর্ণন	২৭৬
২৬ম	শ্রীকৃষ্ণলীলা সহ শ্রীকৃষ্ণাবনমহিমা বর্ণন	২৯৮
২৭ম	গ্রন্থসূচক	৩৩১
	ফলশ্রুতি ও উপসংহার	৩৩৫
	শ্রীরাধাকৃষ্ণসঙ্গীত	৩৩৬

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে জয়তি ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

প্রথম মালা

—*—

গুৰ্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ ।

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীমুতপদ-
কমলং শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশচ,
শ্রীকৃপং সাগ্ৰজাতং সহগণ-
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম ।
সাদৈতং সাবধুতং পরিজন-
সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যাদেবং,
* রাধাকৃষ্ণপাদানু সহগণ
ললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশচ ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি ;
অগ্রজসম্বন্ধিত শ্রীকৃপা, সঙ্গিগণসহ শ্রীরঘুনাথ এবং
শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব-গুরুদিগকে বন্দনা
করিতেছি । অদৈতসহিত এবং অবধুতবৃন্দ ও পরি-
জন-সহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাদেবকে এবং ললিতা-বিশাখা-
সহগণ সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণদ্বয়কে আমি বন্দনা
করিতেছি ।

শ্রবণমনসকীর্তনাদিভক্ত্য মুদারৈর্যদি,
পরমপূমর্ষং সাধয়েৎ কোহপি ভজম্ ।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযুষসিক্তোঃ,
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো নমস্তম্ ॥

যদি কেহ শ্রীহরির শ্রবণ-মনন-সংকীর্তন ও ভক্তি-
দ্বারা পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ কল্যাণ-সাধন করিতে
পারেন, তাহা হইলে অপার প্রেমসুধা-সিক্ত রস-
রহস্যরূপ শ্রীগৌরাক্ষধাম আমার কি পরম নমস্যা ।
আমার অশেষ নমস্যা) ।

দৈশং ভজন্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা,
দাসা ভবন্ত চ বিধায় হরেকৃপাসাম্ ।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহং তু,
চৈতন্যঃশ্রবণং শরণং করোমি ॥

ধর্ম্যার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-লাভকারী
ব্যক্তির জগদীশ্বরের ভজনা করুন এবং শ্রীহরির
উপাসনা করিয়া তাঁহার দাস হউন ; কিঞ্চিদ্রহস্য-
পদ-লোভিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আমি শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করিব ।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ ।
হর্কৃত্তা বা স্মৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥

হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনাম-নিষ্ঠ হর্কৃত্ত বা
স্মৃত্ত সকলকেই আমি বার বার নমস্কার করিতেছি ।

ভগবন্তুপাদানুপাদ্ধকাত্যো নমোহন্ত মে ।
যৎসকমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যাঞ্চাখিলসত্তমম্ ॥

যাহার সাধন ও সজ-চেতু অখিলের কল্যাণ
সাধিত হয়, ভগবন্তুপাদানুপাদ্ধকাত্যো সেই
পাদ্ধকাকেও আমি নমস্কার করিতেছি ।

শ্রীগুরুচরণ বন্দন অভয় পরমহানন্দ
ভক্তি-মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিদাতা ।
আলম্বন উদ্দীপন, ত্রিজগৎ-রসায়ন,
স্বরং কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা ॥ *

* “স্বরং হন কৃষ্ণ ‘প্রেমদাতা’—গাঠান্দর

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

দ্বাদশগুণের অবাধা, সিন্ধুমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ,
 উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ।
 দ্বাদশ-মধ্যে শ্রেষ্ঠধন, প্রেমভক্তি বিতরণ,
 করিয়া করয়ে আত্মসম ॥
 পঞ্চপুরুষার্থ সনে, চতুর্ভুজ চেড়ীগণে,
 আর সাধা জ্ঞানযোগ আদি ।
 বেড়ি বেন বিজরাতে, তার্না অগর্ভন সাজে, •
 মণিহার-মধ্যে পদ্মনিধি ॥
 তত্ত্ববেশ অবতারণী, চৈতন্যরূপে অবতরি,
 করে জীবগণের নিস্তার ।
 প্রেমভক্তি দান করি, সাক্ষাৎ চৈতন্য হরি,
 করুণাময় দয়াব সাগর ॥
 মোরে কৃপাবান্ হও, শ্রীচরণ শিরে দাও,
 করুণা-কটাক্ষ দৃষ্টি করি ।
 বহুদুখে তোমা ধন, পাইলু যে করি পণ,
 দেখ প্রভু অন্তরে বিচারি ॥
 লোকদুর্গ অভিলাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ,
 ছাড়িয়া পাইয়া কদর্ঘনা ।
 তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অতিরাম,
 আচলে বাঁধিয়া দিলা সোনা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ।
 কলিযুগপাবন অদ্বৈত সুচরিত ॥
 শরণ্য শরণাগতবৎসল দয়াময় ।
 তিন রূপ এক আত্মা সর্বগুণালয় ॥
 অঞ্জলি মস্তকে ধরি দস্তে তৃণ করি ।
 একান্ত ভাবেতে বন্দে চরণ-মাধুরী ॥
 হে নাথ দীনবন্ধো করুণা-সাগর ।
 পূরাও মনের আশা শরণ তোমার ॥
 তুনি মালীরূপে প্রেমফল বিলাইলে ।
 আমার জঠর জলে মোরে কি করিলে ॥
 জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে ।
 আমার উপায় প্রভু তবে কি করিলে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিলে ত্রিভুবনের নিস্তার ।
 তবে কেন ওহে নাথ হুর্গতি আমার ॥
 সত্য সঙ্গর তব সাধুলোক গায় ।
 আমার হৃদেই তাহা কিছু না কুলায় ॥
 ওহে নাথ ওহে প্রভো অগতির গতি ।
 একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন প্রতি ॥

যে ফল বিলাসিলে জগতে 'মানী হঞ' ।
 সেই ফল কিছু নেহ মোর মুখ চাঞ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসনাতন ভক্তদ্বন্দ্ব ॥
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দ্বাসবদ্বন্দ্ব ॥
 এই ছয় গোসাঁজির করের। চরণ বন্দন ।
 যাহা হইতে বিশ্বনাথ অভীষ্টপূরণ ॥
 শ্রীগৌরাক্ষ প্রেরিত যে জগতে আচার্য্য ।
 বৈষ্ণব-আখ্যান-পথে সকলের আর্ষ্য ॥
 প্রেমভক্তি-রসের যে পথ-প্রদর্শক ।
 সর্বশাস্ত্র যথি শুদ্ধ বাধূর্য্য-স্থাপক ॥
 নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত-স্থাপিনা ।
 যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইলা ॥
 সে সব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র সাগরের নীরে ।
 অবগাহি জগতেব জুড়ায় শরীরে ॥
 স্বরূপ-দামোদর আদি অগ্রবন্দনীয় ।
 প্রভুসঙ্গে সদা স্থিতি অতি রমণীয় ॥
 গৌরাক্ষভক্ত বন্দে, অনন্ত অপার ।
 বিশেষ শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার ॥
 তাঁর পদদ্বয় বন্দো লুটাকা ধরণী ।
 চৈতন্যের আবেশাবতারে যারে গণি ॥
 যমুনার জলক্ৰীড়ার কুণ্ডল পড়িলা ।
 যেই খুঁজি পারীজীর কর্ণে পরাইলা ॥
 অনেক তারিলা তেঁহ কহিতে না জানি ।
 যার পরিবাব প্রিয়দাস গুণধনি ॥
 বন্দো শ্রী অগরদাস যার শিষ্য নাতা ।
 তেঁহো কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা ॥
 চারি যুগেব ভাগবতগণের চরিত্র ।
 ভক্তমালগ্রন্থ কৈল পবন পবিত্র ॥
 যাহার শ্রবণে উপজয় কৃষ্ণ রতি ।
 বৈষ্ণবচরণরঞ্জে হয় দৃঢ়মতি ॥
 মহা-তমোমতি অতি নিম্নুক বা হয় ।
 অবশ্য শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয় ॥
 চারি যুগের ভক্তগণেব অপূর্ব চরিতে ।
 প্রিয়দাসে আজ্ঞা দিলা টাকা বিস্তারিতে ॥
 বৃন্দাবনবাসী প্রিয়দাস মহামতি ।
 বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিমতরতি ॥
 অল্লাহেরে বহু অর্থ অল্পপ্রাস যমক ।
 ভক্তগণেও রীতি বর্ণে সন্ধান পূর্বক ॥
 তাঁহার চরণ বন্দো অভীষ্ট লাগিয়া ।
 গ্রন্থ প্রকাশিলা যিনি টাকা বিস্তারিয়া ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল প্রব্ধ ।

এহু হই অজ্ঞানতা সবে বুঝে নাহি ।
সে হেতু গৌড়ীর বাক্যে শ্রেনীমত কহি ॥
রচনাপূর্ব্বক কহিবারে নাহি ভূমি ।
যথাক্রমে যোড়বাড়ি মিলাইয়া ভনি ॥
উপহাস কেহ নাহি করিহঁ ইহাতে ।
বৈষ্ণবের গুণগান করি যে কোনমতে ॥
অভেদ টীকার অর্থ বুঝি সাধ্যমতে ।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে ॥
যথা তথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে অতি ।
বর্ণিলা তা প্রবেশয় সাধারণমতি ॥
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কি ।
বিস্তার করিয়া কহি তাঁর পাছু পাছু ।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার ।
সমাপন করি ইহ বাসনা আমার ॥
সকল বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি ।
কৃষ্ণদাস করে পরিহার নতি স্তুতি ॥

অথ মঙ্গলাচরণ

(দৌহা—মূল হিন্দী)

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনোহর জুকে
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে ।

অন্তার্থঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ ।
বদনেতে গাঙ হৃদে ধরহঁ অরূপ ॥

ভক্তিরূপ ।

(টীকা হিন্দী)

শ্রদ্ধাই ফুলের ওর উবটনো প্রবণ কথা
মইল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে ।
মনন সুনীর অরুবার অঁগুছায় দয়া ।
নবনি বসন প্রণসেঁ। বোলে লগাইয়ে ॥
আভরণ নাথ হরি সাধুসেবা কর্ণফুল
মানসী সুনথ সঙ্গ অনঙ্গ বনাইয়ে ।
ভক্তি মহারাণীকে। শিকার চাক্র বীড়ি চাহ
রক্ত জো নেহারি লহে লাল পারী গাইয়ে ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্তি মহারাণীর যে শিকার সেবন ।
স্বয়ংকৃত রাধ যত্নে করহ প্রবণ ॥

শ্রদ্ধা সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ মর্দনে ।
কর্ণজানময়্য ছুটাও প্রবণ উবটনে ॥
মনন-নীরে স্নান দয়া আকোচার মোছন ।
নিষ্ঠা সুবস্ত্র হরিসেবা আভরণ ॥
সাধুসেবা কর্ণফুল স্রবণ সুনথ ।
সংসঙ্গ অঙ্গন অমুরাগ বীড়ি কত ॥
এইমত ভক্তিদেবীর সেবন করিয়া ।
লাল পারীরসে রং মগন হইয়া ॥

অথ ভক্তির পঞ্চরস বর্ণন ।

(দৌহা—মূল হিন্দী)

শান্তি দান্ত সখা বাৎসল্য ওর শৃঙ্গার চাক
পাঁচো রস সার বিস্তার নীকে গায় হৈ ।
টীকাকো চিমৎকার জানোণে বিচারি মন
ইন্কে স্বরূপমে অরূপ লে দিখায় হৈ ॥
কিন্কে ন অশ্রুপাত পুণকিত গাত কত
তিন্হকো ভাবসিন্ধু বেরোসি ছকার হৈ ।
জেলোঁ রহে দূরি রহে বিমুখতা পূরি হিরো
হোই চুর চুর নেক প্রবণ লাগায় হৈ ॥
পঞ্চ রস সোই পঞ্চরস ফুল থকে নীকে
পীরকে পৈরারবেকো রচিকে বনায় হৈ ।
বৈজয়ন্তী দান ভাববতী অলি নাভা নাম
লই অভিরাম শ্রামমতি ললচাই হৈ ॥
ধারী উর প্যাবী কোঁ হ করত ন ন্যারী অহো
দেখো গতি নারী চরি পারনিকো আই হৈ ।
ভক্তি ছবিভার তাতে নমিত শৃঙ্গার হোত
হোত রস লখে জোই আতে জানি পাই হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

পঞ্চরস ভক্তি মিলি বৈজয়ন্তীমালা ।
প্রেম-মকরন্দ তাহে সুগন্ধি রসমালা ॥
ভাববতী অলি নাভা অভিরাম মতি ।
লালসার উর দিয়া পিরে মধু মাতি ॥
অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারি ।
ভক্তি শ্রাম ছবি হেরি বহে প্রেমবারি ॥

অথ সংসঙ্গ-প্রভাব

(টীকা হিন্দী)

ভক্তিতরু পৌষা তাহি বিয়হর ছেরিছকো
বারদে বিচারবারি সিঁচো সংসঙ্গলো ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

নাগোই বড়ম গোদা চহঁ দিশি কচনসো
চচন আকাশ কস কৈলো বহুদসো ॥
মস্তক আলবালশোভিত বিশাল ছায়া
জীৱ জীব জাল তাপ গয়ে যো প্রসঙ্গসো ।
দৈখা বচবার জাহি আজাহকী শকাহতী
তাহো পেড় বন্ধে বুটৈ হাখী জীত জঙ্গসো ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সংসঙ্গসিঞ্চে ।
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥
বিচার যে বাড় দেহ বক্ষার কারণে ।
অসংসঙ্গ গো-ছাগল না করে ডকপে ॥
তবে যেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা হইয়া ।
আকাশে উঠরে নানাবন্ধে বেয়াপিয়া ॥
হৃদি আলবালে শোভি কবি স্নিগ্ধছায়া ।
সর্বজীবে হবে দুঃখ পাপ তাপ যায় ॥
যবে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান্ হয় ।
ছুটঙ্গ-করী হৈতে বিয় না জন্মায় ॥

অথ শ্রীনাভাজীব বর্ণন ।

(টীকা হিন্দী)

যাকো যো স্বরূপ সো অনুপ লে দেখাই দিয়ো
কিরো যো কবিত্ত পট মিহি মধি লাল হৈ ।
গুণপৈ অপার সাধু কহে অঙ্ক চাবিহীমে
অর্থ বিসতার কবিরাজ টঙ্কাল হৈ ।
সুনি সন্তসভা যুগি রহী অলিশ্রৌণী মানো
যুমিরহী কহে য়হ কহাধোঁ রসাল হৈ ।
গুটৈ হৈ অগব অব জানেগৈ অগরসহী
চোবা ভএ নাভা ও স্নগন্ধ ভক্তমাল হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্তগণ যাব সেই স্বরূপ কখন ।
অপূর্ব কবিত্ত স্নগন্ধ রক্তিম বসন ॥
নাভাজীব গুণ আর অপার মহিমা ।
কবিত্ত টাঁকঢ়াল অর্থ কত নাহি সোমা ॥
পরম রসাল গুনি সাধুগণ বুঝে ।
কমলের গন্ধে ঘেন অলিকুল ভ্রমে ॥
অগুরু চন্দনময় নাভাজীব-স্বরূপ ।
তার গন্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ অপরূপ ॥

অথ ভক্তমালস্বরূপ ।

(টীকা হিন্দী)

বড়ে ভক্তিমান নিশিকিন গুণগান করে
হবে জগপাপ জাপ হিন্দো পরিপূর হৈ ।
জানি সুখ মানি হরি সন্তসনমান সচে
বচেউ জগত রীতি প্রীতি জানি মূর হৈ ॥
তেউ ছরারাদ কোউ কৈসেটৈ আরাধিতৈক
সমঝো ন জাত মন কম্প ভয়ো চুর হৈ ।
শোভিত তিলক ভাল মাল উর বাঁজৈ জপৈ
বিনা ভক্তমাল ভক্তিরূপ অতিদূর হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

অহো ভক্তিমান কবে দিবানিশি গান ।
স্বতঃসিদ্ধ-ভক্তিযয় ভক্ত অভিমান ॥
জগতের পাপ তাপ হায়ে আনন্দে ।
হরে সারসঙ্গান উপদেশে মূঢ় মন্দে ॥
দগতের বোত দেখে বোহ মন্দমতি ।
ছরারাদ্য তাহে সিদ্ধবস্ত্র নহে প্রাপ্তি ॥
ভাবিতে জগতগতি যনে হৈত দুঃখ ।
স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব ভাবিতে উন্মুখ ॥
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুঙ্গসীর মাল ।
হবিগুণগানে মত্ত স্বভাবদয়াল ॥
ভক্তমাল ভক্তিযয় ভক্তিদানে শুর ।
ভক্তমাল বিনা ভক্তিরূপ অতি দূর ॥

(অর্থ মজলাচরণ)

(দোহা—মূল হিন্দী)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুৰ নাম বপু এক ।
ইন্কে পদ বন্দন কবৈ নাঠৈ বিধন অনেক ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্ত আর ভক্তি গুরু আর ভগবান্ ।
এক বপু চারি নাম চাবি মাত্র ভাগ ॥
যার পদবন্দনাতে সর্ববিষ নাশে ।
সাধ্য বস্ত্র সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে ॥

অথ ভক্তনিশেষলক্ষণ ।

(টীকা হিন্দী)

হরিগুরুদাসনিসেঁ। সাঁচো সোই ভক্ত সহী
গহী এক টে ক ফিরি উরতে না টরী হৈ ।

তৃত্বীতকমান গ্রন্থ ।

ভক্তিরসরূপকো স্বরূপ যাই ছবিসাব,
চারু হরিনাম লেত অশ্রবনি যবী হৈ ॥
যহী ভগবন্ত সন্ততীত্বিকো বিচার করে
ধরৈ দূরি ঈশ তাহ পাণ্ডোনীসেঁ করী হৈ ।
গুরু গুরুভাইকী সচাই লে দিখাই জাহি
গাই শ্রীপ হরিকৃকী রীতি রতভরী হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

হবি গুরু ভুক্ত য়েই এক কবি জানি ।
ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি ।
ভক্তির স্বরূপ নাম সর্বানর্থ নাশে ।
সর্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিস্তিত আভাষে ॥
ভগবানে ভক্তে আর গুরু চরণে ।
প্রেম ভাব কেহ দিতে নারে তেই বিনে ॥
স্বয়ং ভগবান্ তন আপনি মহাস্ত ।
ভুয়ং গুরুদেব তন স্বয়ং ভক্তিমন্ত ॥
রাধাকৃষ্ণ বসবঙ্গ স্ত কৃষ্ণ নাম ।
অতএব যত্ন হৃদে রাখ অবিবাম ॥
নিজ স্বার্থ তাজি য়েই এ সকল স্মৃত্তে ।
আনন্দকৌতুকে যে পিরীতিভাবে বর্ত্তে ॥
সেই ধম্ম শ্রেষ্ঠমধ্যে তাহার গণনা ॥
নতুবা বর্ণিব কাবে নহে অন্য জনা ॥ *
মূলের তাৎপর্যা অর্থ প্রিয়াজী কহিলা ।
নাভাজীর মনোবৃত্তি যে জন জানিলা ॥

অথ আজ্ঞাদান ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

মঙ্গল আদি বিচারি হই বস্ত্র ন ঔব অনুপ ।
হরিকৃককে যশ গায়তে চবিজন মঙ্গলরূপ ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো মধি পুরাণ ইতিহাস ।
ভক্তবেকো দোই সুধর কৈ হবি কৈ হরিদাস ॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দই ভক্তনকো যশ গাব ।
ভবসাগরকে তবণকো নাহিন আন উপায় ॥

অন্তার্থঃ ।

সর্ববিচারেব পাব, সর্বমঙ্গলের সার,
সারাংসার বস্ত্র চমৎকার ।
হরিকৃকনের গুণগান, হরিরস আশ্বাদন,
নিভাস্ত সিদ্ধান্তপারাবার ॥

ভক্ত কৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ ।

মধিরা শ্রুতি পুরাণ, ইতিহাস দরশন,
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন ॥
শ্রীগুরু অগ্রদাস, গাইতে ভক্তের হৃদ,
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিলা ।
অপার সংসারপার, উপায় নাহিক আর,
নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা ॥

আজ্ঞাসময়ের প্রসঙ্গ ।

(টীকা হিন্দী)

মানসী স্বরূপমে লগেই অগ্রদাসজুয়ে
করত বস্ত্রার নাভা মধুর সঁভারসেঁ ।
চটো হৈ জাহাজ পৈ জু শিবা এক আপদামে
কবো ধান থিচো মন ছুটয়ে' রূপসরসেঁ ॥
কহত সমর্থ গরো বো'হিত বহুত দুবি
আরও ছবি পুরি ফিবি চরে' তা'হ তারসেঁ ।
লোচন উবারবকৈ নিহাবি কা'ও বো'লো' কোন
বহী জোন পালো' নীথ পৈদৈ স্কুমারসেঁ ॥

প্রভু ভব ।

(টীকা হিন্দী)

আচবজ দরো নরো ইহ'লো প্রবেশ ভরো
মন সুখ ছরো জা'লো সন্তনপ্রভাবকো ।
আজ্ঞা তব দই য়েই ভই তোপে সাধু-কৃপা
উন'হীকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো ॥
বোলোকর জোরি য়াকো পাবত ন ওর ছোর
গাউ রামকৃষ্ণ নহি পাউ ভক্তনাবকো ।
কহি সমুসাই বেই হৃদৈ আর কহে সব
জিন লে দিখাই দিরো সাগবমে নাবকো ॥

অন্তার্থঃ ।

অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন ।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিছেন ॥
জাহাজে চড়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক ।
কোথার বাণিজ্যে যাইতে লাগি গেল ঠেক ॥
আপদে পড়িয়া গুরু-স্মরণ করিল ।
অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অতুল হৈল ॥
জাহাজে চলিল গোসাঞি দয়ানান্ হৈলো ।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিলো ॥

* "নতুবা বর্ণিবৃত্তি করে অন্য জনা"—পাঠান্তর ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

পারু হৈতে নাভাজীউ বলে যুহুধরে ।
আহাঙ্ক ছুটিগ এবে আইস নিজ ঘরে ॥
ইহা শুনি আঁধি মেলি কহে কেটা তুমি ।
নাভা কহে বুঁটাধোর সেই হই আমি ॥
তৌহ কহে বৈষ্ণবের সেবার শক্তি ।
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি ॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন ।
যতন পূর্বক তুমি কবহ গ্রন্থন ॥
নাভা কহে ভক্তরীত জানিব কেমতে ।
সাগরে নারের কথা জানিলে যেমতে ॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা ।

(টীকা হিন্দী)

হনুমান্বংশহী মৈ জনম প্রসিদ্ধ জাকো ।
ভরো দৃগহীন সো নবোন বাত ধারিয়ে ।
উমর বরস পাঁচ মানিকৈ অকাল আঁচ
মাতু বন ছোরি গই বিপতি বিচারিতৈ ॥
কীল্হ ঔর অগর তাহি ডগর দরশ দিরো
লিরো যো অনাথ জানি পুঁছি সো উচারিতৈ ।
বড়ে সিদ্ধ জল লে কমণ্ডলুসেঁ । সৌঁচ নৈন
চৈন ভরে খুলে চক্ষু জোড়াকো নিহারিতৈ ॥
পার পরি আনু আর কৃপা করি সজ ব্যার
কীল্হ আজা পার মর অগর শুনার হৈ ।
গলটৈ প্রগট সাধুসেবা সো বিরাজমান
জান অজ্ঞমান তাহি টলহ লাগারো হৈ ॥
চরণ প্রকাল সন্ত নীতসেঁ । আনন্দ প্রীতি
জানি রসরীতি তাতে হুঁদৈ রজ ছারা হৈ ।
ভই বড়বার তাকো পাবে কোন পারাবার
জৈসো ভক্তরূপসো অনুপ গিরা গারো হৈ ।

অস্যার্থঃ ।

হনুমান্বংশে জন্ম অক্ষ দুটি নেত্র ।
কোটা আঁধি তার দেহ বেই হরিভূতা ॥
পঞ্চবর্ষ বয়ঃ নাভা আকাল সময় ।
উমরের দাঁহে মাতা বনে ছাড়ি যায় ॥
কীল্হ অগর হুই তাই দয়ার নিধান ।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ ॥
কমণ্ডলুর জল-ছিটা চক্ষেতে মারিলা ।
ভক্তরূপে হুই চক্ষু প্রকাশ পাইলা ॥

ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত কুঁড়িয়ান্ ধোঁৱ ।
দৌহার চরণে পড়ে চক্ষে বচে নীর ॥
কীল্হকী-সাজার অগর সেবক করিলা ।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবসেবার বাধিলা ॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ।
করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন ।
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি তাপো যার ফলে ।
ব্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে ॥
সাধুতপা হৈতে যদে কি রজ ছাটিল ।
ভক্তি শক্তি অপার সাগর উধলিল ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দৌহার চবিত ।
অপরূপ চমৎকাব অমৃত-নির্মিত ॥ *
বর্ণিয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তারিলা ।
বৈষ্ণব মঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিলা ॥

চাক্ষুণ অবতার বর্ণন ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

জয় জয় মীন বরাহ কমঠ নরহরি বলি বামন ।
পবনরাম রঘুবীর কৃষ্ণ কীর্ত্ত অগপাবন ॥
বুদ্ধ কঙ্কা ব্যাস পৃথু হরি হংস মনন্তর ।
যজ্ঞ ঋষভ হরগ্রীব ঋষ বরদৈন ধনন্তর ॥
বদ্রীপতিদত্ত কপিলদেব সনকাদিক করুণা করো
চৌবীশ রূপ লীলা রূচির অগ্রনাসউব পদ ধরো ।
যেতে অবতার সুখসাগর ন পারাবার ।
কটৈ বিসতার লীলা জীবনি উধারকো ॥
বাহি রূপমাহি মন লটৈ যাকো পপে তিহি
জটৈ হিরে ভাব বহী পাবে কোঁ ন পারকো ।
সবহী হৈ নিত ধ্যান করত একাটৈ চিত্ত
জৈসে রক্ত পাটৈ বিভ জো পৈ জটৈ সারকো ॥
কৈশনি কুটিলতাই এসে মীন সুখদাই
অগর সুরীতি ভাই রনো উর হারকো ॥

অস্যার্থঃ ।

জয় জয় জয় মীন বরাহ শ্রীকমঠ ।
জয় জয় নরহরি বামন উডট ॥
জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কঙ্কা ।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মনন্তর বধি ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

যজ্ঞ কবচ শ্রীধর্মস্বরী হরগ্রীব ।
 বৃন্দীপতি বনকাদি শ্রীকপিলদেব ॥
 আর দত্ত এই যে চক্ৰিশ অবতার ।
 অবতরী কৃষ্ণচন্দ্র সর্বরূপ ধার ॥
 করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয় ।
 ধব ধব অস্তর সুন্দর পদধর ॥
 যত অবতার সব সুখপারাবার ।
 লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার ॥
 যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দৃঢ় করি ।
 তার চিত্তে জাগে সদা দিবসপর্যন্ত ॥
 তারমধ্যে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের রীতি । *
 দরিদ্রের ধন হেন সভার পিরীতি ।
 রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ভোবে ।
 প্রাকৃত বস্তুতে নাহি তার মন কোভে ॥
 চক্ৰিশ যেকূপ চৌদ ভুবন-মন্দিরে ।
 বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে ॥

অথ চরণচিহ্ন বর্ণন ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা ।
 অক্ষুণ্ণ অক্ষর কুলিশ কমল জব ধবজা বৈষ্ণবদ ॥
 শঙ্খ চক্ৰ স্বস্তীক জম্বুফল কলশ সুধাহর
 অষ্টচক্ৰ ষট্‌কোণ মৌন বিন্দু উরধরেখা ।
 অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইক্সধনু পুরুষ বিশেষা ॥
 সীতাপতিপদ নিত বসত এতে মঙ্গলদায়কা ।
 চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা ॥

(ঢাকা হিন্দী)

সন্তনিসহায়কায় ধারে নৃপরাজ রাম-
 চরণসরোজনমে চিহ্ন সুখদাইয়ে ॥
 মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আয়ে নাহি ।
 তাকে লিয়ে অক্ষুণ্ণ লে ধাতোয়া হিয়ে ধাইয়ে ॥
 ঐসেহী কুলিশ পাপপর্কতকে কোরিবেকো ।
 ভক্তিनिधि জোরিবেকো কজ মন ল্যাইয়ে ॥
 জোটেই বৃন্দবন্ত রসবন্ত গুণ সম্পত্তিইম
 কবুলে বিচার সব নিশি দিন গাইয়ে ॥

অসার্থঃ ।

রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণকমলে ।
 ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্নহলে ।
 সুন্দর সুখদ শিখ মনোজ মাধুর্য্য ।
 ভক্তের হৃদয়ানন্দ তদিতর বর্জ্য ॥
 মন মাতঙ্গ মত নিবারণ কাজে ।
 অক্ষুণ্ণ-ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে ॥
 তথা যে কুলিশ পাপ-চূর্ণের কারণে ।
 বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ-বিতরণে ॥
 ভক্তিनिधिপ্রাপ্তি হেতু পদ্মনিধি ধরে ।
 ইত্যাদি ধারণে রিপু নাশি সুখী করে ॥
 সেই বুদ্ধিমন্ত শান্ত ধন্য তার জন্ম ।
 উনবিংশ বাবাস্রয় সেই জানে মর্ম্ম ॥
 শ্রব শ্রব শ্রব তাই দিবানিশি গতি ।
 শ্রীচরণসুধারসসিদ্ধ অবগতি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীকৃষ্ণদিবন্দনং মঙ্গলাচরণ
 প্রথম-মালা

দ্বিতীয় মালা ।

চৈতন্যপার্বদগুণবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈবতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 গুর্জাদি-বন্দন-আদি মঙ্গলাচরণ ।
 করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন ॥
 প্রথমে গাইব গুণ গৌরানন্দপার্বদ ।
 যাহার প্রসাদে যুগে অক্ষয়-বিবাহ ॥
 শ্রীলান গানন্দ প্রভু আনন্দ-চন্দ্র ।
 শ্রীচরণ-আশ্বাদিত যত ভক্তবৃন্দ ॥
 তা সভার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া ।
 গাইব শ্রীগৌরাজের পিরীতি লাগিয়া ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তারী
 গোড়দেশ পাখণ্ডমে টিকিয়ে ভজনপরায়ণ ।
 করুণাসিদ্ধ কৃতজ্ঞ ভরে অগতিন গতিদায়ন ॥

* "শ্রীকৃষ্ণকীর্তি"—পাঠ্যগ্রন্থ ।

দশদা রস আক্রান্ত মহতজনচরণ উপাসে ।
নাম লৈতে হিন্দুপাপ ছরিত তিহি নরকে নাশে ॥
সবতার বিদিত পুরব মণী উভে মহাদেহী ধরী ।
শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তারী ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ।

(টীকা হিন্দী)

গোপিনকে অহুরাগ আগে আপ হারে শ্রম
জানো। যহ লাল রস কৈসে আবে চনমে ।
এতো সব গৌর তন নথ শিখ বনী ঠনী
খুলো। ঘো। সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমে ॥
শ্রামতাই মাঝ সো ললাইছ সমাই জাহি,
তাসে মেবো জান ফিবি আই যহ মনমে ।
যশোমতীসুত সোই শচীসুত গোব ভয়
নরে নরে নেহ চোজ নাচে নিজগণমে ॥
অবৈ কছু প্রেম হেম পিণ্ডবত তন হোত
কছু সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গ বটি জাত হৈ ।
ঔর এক নাবী রীতি অঙ্গ পিচকাবী মানো
উভে লাল প্যারী ভাবসাগর সমাত হৈ ।
ইশতা বখানি কহা করো সো প্রমাণকো ।
অগম্যথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাত হৈ ।
চতুর্ভুজ ষট্ভুজ রূপ লৈ দিখায় দিয়ো
দিয়ো। গো অনুপহিত বাত পাত পাত হৈ ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগন প্রগট ভয়ো
অতি অভিযাম লে মহন্ত দেহি করী হৈ ।
জিতো গৌড়দেশ ভক্তি লেশহ ন জানে কোউ
সোউ প্রেমসাগরমে বোরো কহি হরি হৈ ॥
ভয়ে শির মোর এক এক জগ তারিবেকো
ধারিবেকো কোন সখি পেখিনমে ধরি হৈ ।
কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে ছুটত পৈ
এসেহ মগন কিয়ে ভক্তি ভূমি ভরী হৈ ॥

মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ।

(টীকা হিন্দী)

আপ বলদেব সদা বাকগী। মত্ত রহৈ
চহৈ মন মানো প্রেম মত্ততাই চাহিয়ে ।
সোই নিত্যানন্দ প্রভু মহন্তক দেহ ধরি
ভরি সব আনি তউ পুনি অভিলাষিয়ে ॥
ভুরা বোঝ তারি কোহ জাত ন সম্ভারী অব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঝ ধরি রাখিয়ে ।

কহত কহত ঔ। সুনত সুনত জাকে
ভয়ে মত্তবারে কহ গ্রহ তাকী সাধিয়ে ॥

অন্তর্ভাষ্যঃ ।

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে ।
দশদিক নিস্তাবিয়া অমঙ্গল নাশে ॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড ।
দলন করিল দিয়া ভক্তি-ভীষ্মদণ্ড ॥
সর্বাই ভজনপবারণমতি হৈল ।
করা। সাগর অগতির গতি ভেদ ॥
দশরসভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে ।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-ববিষণে ॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে ।
মুক্ত হৈল সবো ভবহর্গতি হইতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভূবি অবতবি ।
মহী উদ্ধাবিল। দোহে ভক্তরূপ ধবি ॥
ব্রজে বলদেব মত্ত বাকগী-পানেতে ।
এবে নিত্যানন্দরূপে মত্ত প্রেমবীতে ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি জগৎ তারিলা ।
ধরি ধাবি হবিনাম সবে লগ্নয়াইলা ॥
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়াব ।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রহ আর ॥

আনন মাধুবা, চমকিত হেরি,
রাধাব পরাণ নাথ ।
এ হেন মাধুবী, রাধিকা সুনন্দ্রী,
আস্থানে সখিসাথ ॥
কত সুখে ভাসে, না জানি কি রসে,
প্রেমের সাগরমাঝ ।
এতক ভাবিতে, উছলিল চিতে,
কণে না সহে বাজ ॥
রাধা-ভাবামৃত, আস্থাদিতে চিতে,
আইলা গটড়মাঝ ।
নবদীপসিদ্ধ, কুমুদিনীবন্ধু,
উদয় যে দ্বিজবাজ ॥
রাধারূপরস, চিস্তিয়া উন্মাদ,
ভাবিতে ভাবিতে মনে ।
আনন্দে ভুলিল, সেই রূপ ভেল,
গউর হেমবরণে ॥

গৌরাজী কাগিরা, মিশাল হইয়া, গৌরাজীভক্ত, পারিষদ বড়,
 গৌরাজী সরস ভেল । এক জন এক নিধি ।
 কালিরা ঢাকিরা, ব্যাপক হইয়া, অপার মহিমা, করিবারে সীমা,
 নিজ রূপ প্রকাশিল ॥ কে আছে এমন সুধী ॥
 নবদীপে আসি, গৌরা রূপরাশি, গৌর গুণধাম, পূরাইতে কাম,
 গণের সহিতে নাচে । হেন কি জগতে আছে ।
 সে রূপ-রতনে, যে দেখে নয়নে, দয়ার সাগর, তারিতে পাশর,
 সে কি পরাণেতে বাঁচে ॥ কত নাহি আগে পাছে ॥
 সে নৃত্য সে প্রেম, সে ববুণ হেম, কোটি অশ্রুধারা, সম দুটীয়ে,
 সে সব সজিয়া সনে । অগাই মাধাই ছিল ।
 দেখিল নয়নে, তখন যে জনে, তাহা হই জনে, কৃপাকলোকে,
 সে আনন্দ সেই জানে ॥ অনায়াসে ত বাইল ॥
 কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার, গৌরাজী রূপা, অমৃত স্বরূপা,
 নাহি লোক বোদ শুনি । বাপিত দেখে ভুবনে ।
 কতু হেমতলু, মল্লিপুষ্প জল, অধম চণ্ডাল, অতিমন্দ ভাল,
 কতু পদব্যাগ যনি । একা কৃষ্ণদাস বিনে ॥
 কতু হেমপিণ্ড, কতু খণ্ড খণ্ড এ হেন গৌরাজ গুণনিধি পারিষদ ।
 অস্থিসন্ধি ছুটি যায় । গুণগান কবির মনেতে বড় সাধ ॥
 কতু লোমকূপে, রক্তধারা বাপে, গৌরাজের প্রেম-গুণ-আশ্বাদ লাগিয়া ।
 অশ্রু পিচকারিপ্রায় ॥ তাঁর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া ॥
 বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস, তীর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া ॥
 উপছি বহিয়া যায় ।
 মণিমুক্তা যথা, অমূল্য তথা, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ।
 সুভগ সোণার গায় ॥ (দোহা—মূল হিন্দী)
 প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের ধুর্য্য, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গরুড় জ্যো
 দেখায় ভক্তগণেবে ।
 কতু চতুর্ভুজ, কতু ষড়ভুজ, সিংহ পৌরি ঠাড়ে রহে ॥
 কি নাম রূপ ধরে ॥ শীতকাল সকলাত বিদিত
 কতু রাধা সহ, নীলকান্তি দেহ, পুরুষোত্তম দীনী ॥ ইত্যাদি ।
 মুরলীবদন রূপে ।
 সংকীর্তন-মাঝে, কীর্তনে বিবাজে, (টীকা হিন্দী)
 কতু বহুরূপে ব্যাপে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাধন, অতি অমূল্য ধর-সম্পত্তিসো রহো পাণ্ডি
 প্রকট করি জগতে । তাহ করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ ।
 উদ্ধারিল লোক, গেল রোগ-শোক, ধন্যকো পঠাবে পিতা ভৌপে নহি ভাবে কহ
 মগ্ন হৈল প্রেমাম্বিতে ॥ দেখয়ো সুহৃদে মহাপ্রভুজ্যকো পাশ্বে ॥
 গৌড়দেশ ধন্য, যাহা অবতীর্ণ, অন্ত্যার্থঃ ।
 গৌরাজ পরশমণি ।
 কন্ঠী জানী বড়, ছিল যথায়, মূল লিখিবার বহু পুস্তক বাচয় ।
 সবে ভেল প্রেমাদীনী ॥ অতএব অল্পমাত্র লিখিয়ে আশয় ॥

এ হেন গৌরাজ গুণনিধি পারিষদ ।
 গুণগান কবির মনেতে বড় সাধ ॥
 গৌরাজের প্রেম-গুণ-আশ্বাদ লাগিয়া ।
 তাঁর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া ॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গরুড় জ্যো
 সিংহ পৌরি ঠাড়ে রহে ॥
 শীতকাল সকলাত বিদিত
 পুরুষোত্তম দীনী ॥ ইত্যাদি ।

(টীকা হিন্দী)

অতি অমূল্য ধর-সম্পত্তিসো রহো পাণ্ডি
 তাহ করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ ।
 ধন্যকো পঠাবে পিতা ভৌপে নহি ভাবে কহ
 দেখয়ো সুহৃদে মহাপ্রভুজ্যকো পাশ্বে ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

মূল লিখিবার বহু পুস্তক বাচয় ।
 অতএব অল্পমাত্র লিখিয়ে আশয় ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস বে.গোস্বামী ।
 প্রচণ্ড বৈরাগ্য যার মহাভক্ত প্রেমী ॥
 অহুয়াগ-পরাকারী শ্রীরাধা-গোবিন্দে ।
 দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে ॥
 শ্রীগৌরাজ-কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল ।
 পিতার যে রাজ্যাম্পদ তাতে যুগা হৈল ॥
 স্নানরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত ।
 বিষতুল্য মানে তাহা হেবিয়া কম্পিত ॥
 সর্বত্যাগ কবিয়া শ্রীগৌরাজ-চরণে ।
 বাইরা প্রসন্ন হইবাবে হৈল মনে ॥
 নিকষিয়া যার পুনঃ পুন ধরি আনে ।
 পিতা-মাতা কাতর লদাই দুঃখ মনে ॥
 নবলঙ্কার রাজ্যাম্পদ সঁপিল তাহাবে ।
 অঙ্গরীর তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে ॥
 তখাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অহুবাগে ।
 সে সকল তুচ্ছ বিষয়ে সদা ভয় লাগে ॥
 অনেক পহরা চৌকী বাধিয়া হারিল ।
 শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল ॥
 রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাজ বলিয়া ।
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সাধু ভ্রমেতে পড়িয়া ।
 কেহ শিষ্ট লোক বলে অশুচিত ইহ ।
 নির্বোধ ভোমরা কেহ বুঝিতে নারহ ॥
 এ হেন ঐশ্বর্য্য আব এ যুবতী নারী ।
 হেন রজ্জু ছিঁড়িয়াছে তারে পরিহারি ॥
 পট্টরজ্জু দিয়া কি বাধিয়া বাধা যার ।
 হেনু বৃথা বাকু খুলি দেহ হার হার ॥
 এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজজন ।
 অনেক বুঝার সবে করিয়া ক্রন্দন ॥
 উঁহে হেঁটমাথেরে রহে কিছু নাহি কহে ।
 গৌরাজ হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে ॥
 লোক চৌকী রাখি সবে সতর্কে রহিল ।
 রাজ্যযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল ॥
 অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্নতের প্রায় ।
 দিক্-বিদিক্ ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায় ॥
 জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শরকরা ।
 নাহি মানে ধায় মাত্র বাতুলের পারা ॥
 বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপূর্ব্বোত্তম ।
 তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম ॥
 পূর্ব্বোত্তম গিয়া শ্রীমান্ চৈতন্য-চরণে ।
 পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে ॥

শড়া মহাপ্রসাদ যাতা কুণ্ডে ডায়রে
 ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে ॥
 তাহাট্ট আহার মাত্র প্রাণ রক্ষাকাজে ।
 বিষয়সুখে লেশমাত্র নাহি স্নেহে ॥
 প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হিয়া ।
 প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া ॥
 প্রভুব আজ্ঞায় দাস গোসাঞি মহান্ ।
 কথোদিনে কৈল বৃন্দাবনতে গমন ॥
 শ্রীবাধাকুণ্ডেব তীবে করিলেন বাস ।
 দিবানিশি সদা বাধাকৃষ্ণ প্রমোদ্যাস ॥
 বাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত ।
 সদা হাহাকার ক্ষণে স্থি বনহে চিত্ত ॥
 হে হে বৃন্দাবনেশ্বরী তে বঙ্গনাগব ।
 দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ বাধ মোব ॥
 নিদ্রা হবি নাহি সদা কনয়ে ফুৎকার ।
 বাহ্যশুষ্টি নাহি সদা যেন মাতোয়াব ॥
 দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বাপব যত লীলা ।
 কহিতে নাবিয়ে কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা ॥
 পতিতপাবন দাসগোস্বামীচরণ ।
 তাহা সভাব পবন উপায় অতি ধন ॥
 তে শ্রীগোস্বামী প্রভু রূপাদৃষ্ট কব ।
 কৃষ্ণদাস-মন্তকে চরণপদ্ম ধব ॥

শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী

(দোহা - মূল হিন্দী)

শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল ।
 শ্রীজীব গোস্বামী সর গভীর ।
 বেলা ভজন সুপক কষায়ন কবছ নালাগি ।
 বৃন্দাবন দূতবাস যুগল চরণনি অহুয়াগী ।
 পুথি লেখনি পানি অঘট অক্ষয় চিত দীনো
 সদগ্রন্থকো সাব সর্বৈ হস্তামল কীনো ।

অস্যার্থঃ ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী ।
 হরিভক্তিমূর্ত্তির প্রকট নব-ভূষি ॥
 প্রেমাকারাকারবৃত্তি অষ্ট যে সাত্বিকী ।
 তরঙ্গ বহয়ে সদা চরকি চরকি ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

সর্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ ।
 সিদ্ধান্ত স্থাপিতা অসম্ভাষ্য * করি বাদ ॥
 • সুনীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শাস্ত ।
 প্রিয়বদ পর-উপকারেতে একান্ত ॥
 সর্বগুণাকর গুণ कहেনে না যায় ।
 ত্রৈলোক্যপাবন মহা-মহাস্ত-আশয় ॥
 নানাগ্রীষু কৈল সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ।
 প্রাকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত ॥
 পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া ।
 কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব পায় জগত ভরিয়া ॥
 কৰ্মজ্ঞানে লোক লব জড়িত আছিল ।
 শুদ্ধভক্তি অমৃতের স্বাদ আন্বাদিল ॥
 এ হেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল ।
 জীবজাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল ॥
 গুণ কে कहিতে পারে যাহার সদৃশে ।
 বশীভূত শ্রীগোবিন্দ আপন বাখানে ॥
 বৃন্দাবন হৈতে বাদ আইসে কোন জন ।
 তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন ॥
 কেমনে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন ।
 কেমনে আছয়ে মোর রূপ-সনাতন ॥
 সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর ।
 পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার ॥
 মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান্ পাণ্ডিত্য ।
 মহাশক্তি তেজস্বী মহাগুণবান্ নিত্য ॥
 শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর ।
 উজীর আছিল দোহে গোড়িয়া পাংশাব ॥
 দবীরধাস নাম আর সাকর মল্লিক ।
 খেতাব দোহার সর্বখেতাবে অধিক ॥
 বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত ।
 অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত ॥
 ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়ার গোবিন্দ ।
 পূর্ণ কৃপা করে যাতে কৈল সর্ববন্ধ ॥ †
 প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন গমন উত্তমে ।
 প্রভু কানাইর নাটশালা নামে গ্রামে ॥
 আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন ।
 রাজ্যযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ ॥

বহু স্তুতি নতি করি চরণে পাড়ি ।।
 আত্মসমর্পণ কৈলা কাতর হইয়া ॥
 প্রভু বড় কৃপা কৈলা দয়াজ হইয়া ।
 সংক্ষেপে कहিলা কিছু উপদেশ দিয়া ॥
 বিষয় তেজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস ।
 পশ্চাৎ মিলিব মুক্তি कहিল বিশেষ ॥
 প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে ।
 সঙ্গ নাহি ছাড়ি চলে ঘেরি চারিপাশে ॥
 সনাতন কহে প্রভু লোক লক্ষ কোটি ।
 সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পরিপাটি ॥
 সনাতনবাক্যে প্রভু আনন্দিত হিয়া ।
 অতি গ্রাহ কৈলা সেই বাক্য প্রশংসিয়া ॥
 রূপ-সনাতন নাম দোহাকারে দিয়া ।
 পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া ।
 প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অমুরাগ ।
 জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ্য ॥
 প্রথমে শ্রীরূপ গেলা বিষয় ছাড়িয়া ।
 কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া ॥
 শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন ।
 বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন ॥
 রাজকর্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি ।
 শাস্ত্র অমূল্যলন করেন দিবানিশি ॥
 পাতশা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে ।
 কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে ॥
 পীড়া শুনি পুন রাজা বৈষ্ণ পাঠাইলা ।
 বৈষ্ণ আসি পরখিয়া স্নহ দেখি গেলা ॥
 স্নহ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া ।
 আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া ।
 আন্তে-বাস্তে সনাতন সম্মান করিয়া ।
 বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া ॥
 রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা ।
 কার্য্য নাহি:যাহ নাহি বুঝি কি করিবা ॥
 এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা ।
 তুমিও তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা ॥
 তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম ।
 আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম ॥
 তত্ত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে ।
 কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে ॥
 দৈবাৎ চলিলা রাজা দক্ষিণদেশেতে ।
 • কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ করিতে ॥

* পাঠান্তর—“অসং ভাষা ।”

† পাঠান্তর—“পূর্ণ কৃপা কৈলা যাতে ছুটে সর্বসঙ্গ ।”

ফেঁসা বন্দিখানার যে প্রধান যবন ।
 তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন ॥
 আমি তব আজ্ঞায় যে উপকার কৈলু ।
 তার প্রত্যাশকার মোব কর কিছু ভুল ॥
 মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ ।
 গোসাঞি তরাবে তব বাপনাদা সহ ॥
 আর পাঁচহাজার যে মুদ্রা আগে লহ ।
 ধর্ম অর্থ লাভ হবে সদ্যপি করহ ॥
 জমাদার কহরে যে আজ্ঞা কর পারি ।
 কিন্তু যে তঙ্কির হৈলে প্রাণে পাছে মরি ॥
 তেঁহ কহে ভয় কি যুক্তি আছে ভাল ।
 রাজারে কহিবে তেঁহ জলে প্রবেশিল ॥
 গঙ্গাতে লইয়া গেহু স্নান কবাইতে ।
 আপ দিয়া ডুবিয়া মবিল বিবেকেতে ॥
 এ দেশে না রব মুঞি হৈয়া দরবেশ ।
 দেশান্তর যাব বাজা না পাবে উদ্দেশ ॥
 তথাচ যবন-মন প্রশন্ন নহিল ।
 তবে আর মনে কিছু যুক্তি কবিল ॥
 সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনেব আগে ।
 ধরিলা যবন সেই মুদ্রা-অনুরাগে ॥
 খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা ।
 ঈশান নামেতে ভূত সহিত চলিলা ॥
 লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান ।
 পথের সম্মুখ হেতু বান্ধি লইলেন ॥
 বনপথে চলে গোসাঞি নগব ছাটিয়া ।
 ফল মূল জল মাত্র আহা করিয়া ॥
 কথোক-দিবসে গেলা পাতড়া-পর্কতে ।
 তথা এক দম্ভা হয় কুটুম্ব-সহিতে ॥
 ভূঞা বলি খাত হয় হাত-গণনাতে ।
 যার স্থানে যেই দ্রব্য-পারয়ে কহিতে ॥
 উত্তরিলো অপরাহ্ন-সময় যাইয়া ।
 হাত গাণ নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা ॥
 গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা ।
 রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা ॥
 এই ব্যক্তি বিনে পরিচরে কেনে মোরে ।
 যথোচিত্ত প্রণয় আদর ভক্তি করে ॥
 বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে ।
 সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে ॥
 ঈশান কহেন আছে পনের মোহর ।
 গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর ॥

কেন আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন ।
 তাগ'কব এখনই যাইবে জীবন ॥
 "এত কহি মোহর ঈশান-স্থান হৈতে ।
 মাগিয়া লইলা সুদী দত্ত সমর্পিতে ॥
 একটি ঈশানে দিয়া চৌদটী লইয়া ।
 ভূঞাব হস্তেতে দিল। বিনয় কবিয়া ॥
 হাসিয়া কহয়ে ভূঞা সুবুদ্ধি যে তুমি ।
 ইহা হেতু রাত্রে তোমার মারিতাম আমি ॥
 চৌদটী মোহর দিলে আর এক হয় ।
 ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয় ॥
 ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন ইচ্ছায় ।
 তুষ্ট হৈলু নাহি লব দিব যে তোমায় ॥
 এত বলি মোহর ফিরিয়া পুন দিল ।
 গোসাঞি একান্তে তাহা লৈতে না চাহিল ॥
 তথাচ যতন করি তাঁব হস্তে দিল ।
 গোসাঞি লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল ॥
 তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও ।
 মোব লঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও ॥
 বোদন কবিয়া তেঁহো গৃহে চলি গেলা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোসাঞি চলিলা একেলা ॥
 চলিতে চলিতে হাজিপুর গ্রামে গিয়া ।
 রাত্রে এক বাগিচাতে বহিলা পড়িয়া ॥
 তাঁর ভগ্নিপতি ঘোড়া-খরিদ-কারণ ।
 আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসস্থান ॥
 হাওয়াখানা টুঙ্গি উপবে বসিয়াছে ।
 নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে ॥
 স্বর শুনি মনে কিছু সন্দেহ হইয়া ।
 নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া ॥
 দেখে গিয়া বসি বাজমন্ত্রী সনাতন ।
 চমৎকার হৈল মুখে না সবে বচন ॥
 হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি ।
 কহয়ে খেদোক্তি করি চক্রে বহে বারি ॥
 এ কি দশা আহা যেন রাজ্যপদ ছাড়ি ।
 মলিন বসন কেনে ভূমে গড়াগড়ি ॥
 এ হেন সুখের দেহে এতক কেলেশ ।
 কেমনে সহিব এ দুঃখের নাহি শেষ ॥
 বৈরাগ্য না কব গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ ।
 আইস আইস গৃহে মলিন বস্ত্র ত্যজ ॥
 সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ ।
 মোর ভাগ্যে গাছ আছে তুমি বরে বাহ ॥

উৎকট বুঝিয়া তেঁহ পুন না কহিল ।
 শীতনিবারণ হেতু শাল আনি দিল ॥
 'গোসাঞি হাসিয়া তাহা দূরে তেয়াগিল ।
 তাহা দেখি পুন এক বনাত আনিল ॥
 উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল ।
 তবে তেঁহ মনে কিছু বিচার করিল ॥
 বুঝিয়া আশর এক ভোট যে কহিল ।
 আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল ॥
 তাহাট লইয়া অঙ্গে উঠিল গোসাঞি ।
 চলিল পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই ॥
 শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া ।
 উত্তরিল সাধুতম কানীপুরে গিয়া ॥
 শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারেবার ।
 গদগদভাবে বহে গলদশ্রদ্ধাব ॥
 যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর ।
 কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণেব সাগর ॥
 উন্নতবে প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায় ।
 চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয় ॥
 দ্বারে গিয়া ভাবে সাধু ভিতবে যাবাব ।
 নীচ অধম আমি নাহি অধিকাব ।
 এত ভাবি বাহিব-দুরাবে বসি আছে ।
 সর্বজ্ঞের শিবোমনি তাহা জানিয়াছে ॥
 ঘব হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে ।
 দেখ ত বাহিব কেহ বৈষ্ণব ওখানে ॥
 বসিয়া থাকরে যদি বোলাইয়া আন ।
 তেঁহ দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুন ॥
 বৈষ্ণব না হয় এক কান্দাল আছয় ।
 প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয় ॥
 যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল ।
 প্রভু সর্বশনে সাধু আনন্দে ভাসিল ॥

হুই গোছা তৃণ করে, এক গোছা দস্তে ধরে,
 পড়িলা গৌরাঙ্গ-বাক্য-পায় ।
 ছনমনে শতধারা, রাজদণ্ডিজন-পারা,
 অপরাধী আপনা মানয় ॥
 তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
 সংসার-ভ্রমণে সদা কিবি ।
 শিখা বিষয়ভোগ, কামাদি বড়জ রোগ,
 তাহে ত্রিষি সুখবুদ্ধি করি ॥

নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-বাবহারে মতি,
 নীচকর্মে সদাই উল্লাস ॥
 এ হেন দুর্ভাগ্য পাইয়ে কি কৈছ কর্ম,
 'ল উপহাস ॥
 শরণ লইছ প্রভু, হে নাথ গৌরাক্ষ বিতু
 করণ মোরে কর ।
 ও রাক্ষা চরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি
 এ অধম জনারে বিচার ॥
 সনাতনের আর্তনাদ, শুনিয়া দৈন্ত-বিষাদ,
 চলছল প্রভুর নয়ন ।
 আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন গিছে ধায়,
 কহে মোরে না কর স্পর্শন ॥
 তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহি কভু,
 ঘৃণাস্পদময় এই দেহ ।
 পাপময় স্রুতদর্যা, সাধুর সত্যর বর্জ্যা,
 মোবে স্পর্শ কভু না কবহ ॥
 প্রভু কহে সনাতন, দৈন্ত কর সংবরণ,
 তোম নৈশ্চৈ ফাটে মোর বুক ।
 কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ নী গণয়,
 হইল যে তোমার সম্মুখ ॥
 কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি, যতেক কহিতে নারি
 উদ্ধারিলা বিষয় কূপেতে ।
 নিস্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
 তোমা স্পর্শ পবিত্র হইতে ॥
 সনাতন-হাতে ধরি, বসাইয়া গৌরহরি,
 আগমন শুভবার্তা পুছে ।
 ভোট-কছল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
 বিষয়ের শেষ কিছু আছে ॥
 অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়,
 সনাতন তৎকণে বুঝিলা ।
 কণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া আহবীর তটে,
 মনে কিছু যুক্তি করিলা ॥
 ভোট কছলখানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
 তাঁরে দিয়া তাঁর কাছাখানি ।
 পবিবর্ত করি লৈল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
 গোসাঞি লৈল শ্রাব্য মর্চনি ॥
 সেই কাছা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
 দণ্ডবত করিয়া পড়িলা ।
 প্রভু গলে কাছা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
 উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা ॥

প্রভু কহে সনাতন,
কৃষ্ণ যে রতনধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয় ।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর, *
সর্ব আশা যদি তেয়াগয় ॥

তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈলা ।
শক্তি সঞ্চারিরা নিজ তত্ত্ব জানাইলা ॥
সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী ।
মূৰ্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি ॥
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া ।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
যতেক কহিল মুঞি এইমত সার ।
সিদ্ধান্ত যে এই হর শাস্ত্র অমুসার ॥
মহিষী-হরণ আদি লোকে না বুঝিয়া ।
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মৰ্ম্ম না জানিয়া ॥
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া ।
অশেষ বিরুদ্ধমত নিরাশ করিয়া ॥
নানাগ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে ।
কৃষ্ণ-কৃপা তোমায়ে হইবে অচিরিতে ॥
সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার ।
মূৰ্খ হইয়া কে মতে কহিব মুঞি ছার ॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞার বেদ শাস্ত্র যত ।
কদরে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত ॥
এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন ।
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন ॥
গুরু রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি ।
যুগ যুগে অবতার করেন যে হরি ॥
তিনযুগে যে যে অবতার তা কহিলে ।
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে ॥
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড় ।
এই বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দড় ॥
সংক্ষেপে কহিলু প্রভু সহিত মিলন ।
তবে চলি গেলা গোসাঁঞি শ্রীবৃন্দাবন ॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঁঞির প্রেম ।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম ॥
মুর্তিমান মহাতেজ সমুদ্র গভীর ।
সাগরাজ্ঞ পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর ॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস ।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥

বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থাহুশীলন ।
অসংখ্য করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥
এক লীলা গোসাঁঞির শুন চমৎকার ।
যাত্রার অবশ্যে হরভক্তি নিধি পার ॥
একদিন গোসাঁঞি স্নান করিতে যমুনা ।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা ॥
মনে ভাবে কোন দান দরিদ্র দেখিয়া ।
তাবে দিব এখন কোথাও রাখি লৈয়া ॥
স্পর্শ না কবিয়া থাপবাতে ধবি লঞা ।
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া ॥
দৈবযোগে গোড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ ।
বর্জমান দক্ষিণেতে মান করিতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব ।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশাপুরেতে যাইয়া ।
অর্থাকাজ্ঞা হইল বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব আবাদনা কৈল তীব্র তপ করি । *
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম ।
সাধুব নিকটে গিয়া পূর্ববেক কাম ॥
বহুধন পাবে তথা পাবে দরিদ্রতা ।
লোকেতে দুর্লভ বাহা সর্বদুঃখহস্তা ॥
কিবা দয়ময় দেখ দেবদেববর ।
গরল চাহিতে দিলা সমুদ্রসাগর ।
শিবের আজ্ঞাতে ব্রহ্ম নেনব আশাতে ।
বৃন্দাবনধাম তবে চলি হবিত্তে ॥
বিপ্রের সংসার-ক্ষয় উন্মুখ সময় ।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয় ॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখীজনে ।
গুণলি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে ॥
কথোদিনে বৃন্দাবনধামে সনাতন ।
নিকট হইল গিয়া স্মৃতি ব্রাহ্মণ ॥
গোসাঁঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি ।
আনন্দ-আবেশে রহে করঘোড় করি ॥
গোসাঁঞি প্রণাম করি করি ঘোড় কর ।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্টবাক্য প্রিয়কর ॥
কে তুমি ঠাকুরমহাশয় কিবা অর্থে ।
আগমন করি কৃপা হৈল মোর মাথে ॥

গোসাঁঞিৰ নমুতাসুমিষ্ট বাক্য শুনি ।
 দ্রবিল বিপ্ৰেৰ চিত্ত চমৎকার গনি ॥
 বিপ্ৰ কহে মহাশয় আমি স্তব্ধরিদ্র ।
 অৰ্থ লাগি বহুকাল ভজিলাম ক্রুদ্র ॥
 কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা ।
 তোমার চরণে মোবে আসিতে কহিলা ॥
 বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঁঞিৰ স্থান ।
 যাউলে পাইবে অৰ্থ ইথে নাহি আন ॥
 গোসাঁঞি কহেন মুঞি অৰ্থ কোথা পাব ।
 মহাদেব মোব স্থানে কি হেতু পাঠাব ॥
 ভিক্ষাজীবী মুঞি মোব অৰ্থ কোথা হয় ।
 ইহা শুনি ব্রাহ্মণেব বিদবে হৃদয় ॥
 হা হা মোব ভাগো কি ঈশ্বৰ প্রচারিলা ।
 কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রদাপ দেখিলা ॥
 ব্রাহ্মণ কাতর দেখি বলেন গোসাঁঞি ।
 অকাল পাতাল ভাবি কুল নাহি পাই ॥
 দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত ।
 আশ্বাস কবিয়া ব্রাহ্মণেব কবে শান্ত ॥
 হয় হয় ঠাকুর মোর শ্রবণ হইল ।
 মিথ্যা নহে শ্রীমদমহাদেব যে কহিল ॥
 স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়া দিউ ।
 বিস্মৃত হইলু তে কাবণে কহি নাই ॥
 রাখিবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি কবে ।
 স্পর্শেব থাকুক কাজ ঘুণায় না হেবে ॥
 আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি ।
 তপ করি ঈশ্বরসেবনে অলুবাগী ॥
 ছি ছি মোবে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু ।
 যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ ॥
 ব্রাহ্মণেব লঞা যমুনাৰ তীবে গিয়া ।
 বামহস্ত-তর্জনী-অঙ্গুলী হেলাইয়া ॥
 কহে এইখানে দেখ যুগ্মিকা খুদিয়া ।
 ব্রাহ্মণ খুদিয়া বুলে না পাই খুঁজিয়া ॥
 গোসাঁঞিৰে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া ।
 তেঁহ কহে না স্পর্শিব সিনান কবিয়া ॥
 পুন তল্লাসিতে বিপ্ৰ মণি যে পাইল ।
 গোসাঁঞিবে দণ্ডবৎ কবিয়া চলিল ॥
 পথে চলি যায় বিপ্ৰ ভাবে মনে মনে ।
 এ হেন পদার্থ গোসাঁঞি দিলা কি কারণে ।
 এতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া ।
 গোসাঁঞিৰ চরণে শরণ লব গিয়া ॥

তেঁহ যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল ।
 তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥
 তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব ।
 বিনিময়ে তাঁর পায় বিক্রীত হইব ॥
 এতক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কবিয়া ।
 বটেস্বর-গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া ॥
 গোসাঁঞিৰ পদে গিয়া পড়ি বিশ্ববর ।
 নিজ অভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর ॥
 এ তুচ্ছ বস্তুনে মোব নাহি কিছু কাম ।
 কৃপা কবি প্রভু মোরে কর আশ্বাস ॥
 শরণ লইলু তব অভয় চরণে ।
 কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥
 গোসাঁঞি কহেন তুমি তাহা না পাবিবে ।
 যবে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে ॥
 তেঁহ কহে নাহি যাব তোমার চরণে ।
 শরণ লইলু কৃপা কর মুঢ়জনে ॥
 গোসাঁঞি কহেন তবে পাব যোগ্য হৈতে ।
 স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে ॥
 এত শুনি বিপ্ৰ স্পর্শমণি লৈয়া করে ।
 টান মাৰি ফেলি দিল যমুনামাঝাবে ॥
 গোসাঁঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হৈয়া ।
 ব্রাহ্মণেবে ধবি গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
 প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা দিবা ।
 কৃতার্থ কবিলা কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিয়া ॥
 অতএব শ্রীমান্ সনাতন স্পর্শমণি ।
 যাব পদ দৃষ্ট-স্পর্শ-মাত্র হৈল ধনী ॥
 প্রাকৃতিক তুচ্ছধনে বিবস্ত্রিত হইল ।
 গবমরতন কৃষ্ণপ্রেমধন পাইল ॥
 সর্বদুঃখ দূবে গেল ধনাঢ্য হইল ।
 ত্রিভুগতে যন্ত যান্ত পূজাতম ভেল ॥
 তাঁহার নন্দন শ্রী ভাগবত নামে ।
 তাঁহার সম্মান কাঁটামারগাঁয়ে গ্রামে ॥
 অতাপিহ আছেন গোসাঁঞি বলি খ্যাত ।
 পূর্ব মানকর এবে মাঁড়াগা বসত ॥
 বিপ্ৰ যবে স্পর্শমণি যমুনাৰ ডারিল ।
 এককর পাংশা পবস্পরায শুনিল ॥
 মণি উঠাইতে বহু যতন করিল ।
 হস্তিপদে জিজির বাকিয়া নাড়াইল ॥
 যমুনার জলে ইতি-উতি কিবাইতে ।
 শিকল সুবর্ণ হৈল ঠেকিয়া মণিতে ॥

যদি না পাইল নানা উপায় স্থজিয়া ।
 দীক্ষার কৃপা বিনে কে পার খুঁজিয়া ॥
 গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার ।
 পরমপবিত্র পদে পদে চমৎকার ॥
 সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল ।
 আরো কিছু কহিবারে উৎসাহ বাড়িল ।
 মন-মোহনিয়া শ্রীমদ মদনমোহন ।
 শ্রীমতী কুব্জা মহাবীর প্রকাশন ।
 মধুরাচৌবের নারী করেন সেবন ।
 নিতি মাধুকুরি হেতু যান সনাতন ॥
 ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রে- হয় ।
 কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায় ॥
 আচার করিয়া সেবিবারে সনাতন ।
 ক্রমত কহি দিলা করিয়া যতন ॥
 চৌবের ধরনী তাহা নাহি সমুঝিলা ।
 নিজমত প্রেমভাবে সেবিতো লাগিলা ॥
 আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল ।
 চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল ॥
 চৌবের বালক সহ মদনমোহন ।
 একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন ॥
 আচার বিচার কিছু না করে গণন ।
 ভক্তবাহা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
 গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মুচ্ছা হয় ।
 চৌবের ধরনী প্রতি স্তবন করয় ॥
 গোসাঞি যে আপনারে অপরাধী মানি ।
 বিনয় করয়ে তাঁরে করি যোড় পাণি ॥
 মাতা তুমি যেমত আচারে কর সেবা ।
 সেইমত সেব অকৃত্যমত না করিবা ॥
 তেঁহ কহে ভাল ভাল তাহাই করিব ।
 দিন চলি যায় আচার করিতে নারিব ॥
 গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি ।
 আজি যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি ॥
 তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ ।
 বাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ ॥
 তাহি উঠাইয়া মাতা গোসাঞিরে দিলা ।
 গোসাঞি পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিলা ॥
 সাক্ষাতে দেখিলা মদনমোহনে থাইতে ।
 মদনমোহন দেখাইলা তারে জানাইতে ॥
 প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বল ।
 মদনটেরেতে বাস যথা অর্কলোল ॥

যাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন ।
 শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীরে কহেন ॥
 তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি ।
 সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি ॥
 হেথা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে করি ।
 সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি ॥
 প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা গিয়া ।
 ঠাকুরাণী প্রতি কহে বিনয় করিয়া ॥
 মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে ।
 মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে ॥
 ঠাকুরাণী কহে হবে সত্য হয় বটে ।
 শঠের বিস্তার পারগ বটে বটে ॥
 আমারেও কহিল যাইব অন্তস্তরে ।
 পূর্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে ॥
 টিয়া পক্ষী যথা প্রতিপালন করয় ।
 শিকল কাটিয়া পাখি উড়িয়া পলায় ॥
 শ্রীমতি যশোদা প্রাণপণেতে পালিলা ।
 কণমাত্র বৃকে শেল হানি পলাইলা ॥
 যার যে স্বভাব হয় তাহা কোথা যাবে ।
 যার যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে ॥
 যতপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি ।
 বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি ॥
 মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কখন ।
 শুদ্ধবাৎসল্য তাহে প্রেমের ভৎসন ॥
 শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের সাগরে ।
 ভাসিয়া আনন্দধারা বহে গলঙ্কারে ॥
 মাতা আর্জনাৎ করি শ্রীলসনাতনে ।
 মদনমোহন দিয়া পড়ে অচেতনে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায় ।
 যশোদা মাতার দশা যথা পূর্বে হয় ॥
 সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া ।
 আপন আশ্রমে আনে অতি হৃষ্ট হিয়া ॥
 দরিদ্র যেমন নিধি পাইয়া আহ্লাদ ।
 হস্তেতে পাইলা যথা আকাশের চাঁদ ॥
 সূর্য্যঘাট-নিকট সুরম্য টিলা পরি ।
 ঝোপড়া বান্ধিলা এক তৃণ জড় করি ॥
 চুটকি মাজিয়া আনি আঙা কড়ি করি ।
 হরিষবিবাদে সুকুমার-আগে ধরি ॥
 মদনমোহন কহে লবণবিহনে ।
 থাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে ॥

সনাতন কহে যদি খাইতে নারিব ।
 স্বৰ্ণ নিতানি তবে মুঞি কোথা পাব ॥
 আর দিন লবণ মা'জিয়া আনি দিল ।
 পুন কহে রুখ আঙা খাইতে নারিল ॥
 তেঁহ কহে যুত শর্করা কোথা পাব ।
 বিষরীর স্থানে মুঞি মা'জিতে নারিব ॥
 ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ ।
 আমা হৈতে নাহি লবে চাহ করি লহ ॥
 দৈবযোগে ঐক মহাজন দ্রব্য লৈয়া ।
 মধুবার যার সেই জুতায়ে চড়িয়া ॥
 আটকিয়া গেল তরী চড়ায় লাগিয়া ।
 মহাজন সর্বনাশ হইল গণিয়া ॥
 হাহাকার কবি নানা উপায় চিন্তয় ।
 রাজিযোগে দেখে তবে এক মহাশয় ॥
 গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে ।
 এক শ্রীবিগ্ৰহ তথা তেজ বন বাপে ॥
 অতি আর্তি হই মহাজন কান্দি কহে ।
 শবণ লইলু প্রভু বক্ষা কর মোহে ॥
 রূপা কবি সঙ্কট এবার কব বন্ধে ।
 প্রতিজ্ঞা কবিলু মুঞি কায়মনোবাক্যে ॥
 এবার বাণিজ্য যত উপসত্ত্ব হব ।
 সমুদায় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব ॥
 মন্দিরনির্মাণ কবি সেবার শৃঙ্খলা ।
 কবি দিয়া পশ্চাৎ করিব গৃহে মেলা ।
 স্নাতক প্রার্থনা কবি মহাজন গিয়া ।
 জাহাজে চড়িবামাত্র চলিল খাইয়া ॥
 মধুবা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ ।
 জানিল করিল ইহা মদনমোহন ॥
 যত লাভ হৈল ত্যজি অন্তর সঙ্কোচ ।
 মদনমোহন-অর্থে কবিলা খবচ ॥
 বৃহৎ মন্দির তাব নাটশালা আদি ।
 বিহাবেব স্থান নানা আর বস্তুবেশী ॥
 সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগবাগ ।
 বন্ধান বনান তৈল কবি অমুরাখ ॥
 শ্রীল সনাতন তাতে অতি হুই মন ।
 বসাইয়া সেবে তাতে মদনমোহন ॥
 অতাপিত সেই যে মন্দির বর্তমান ।
 গোবামি-পাদেব সেই বসিবার স্থান ॥
 কৃষ্ণদাস অভাগিয়া তাঁহার চরণ ।
 পরম উপায় জানি গইল শরণ ॥

শ্রীমদ্রূপগোবামীর অপার মহিমা ।
 যথা সনাতন তথা মহিমাব সীমা ॥
 রূপ-সনাতন বলি জগত'বখ্যাত ।
 শ্রীগৌরাজ'প্রসন্নতম গৌর যার নাথ ॥
 অতএব রূপগোবামীর কিছু শুণ ।
 গাইব আপন মতি শোধন কারণ ॥
 • অনন্ত অপার লীলা শ্রীরূপের হয় ।
 কিঞ্চৎ কহিব সব কথা নাহি যায় ॥
 একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বসিয়া ।
 অনাগারে বহে কৃষ্ণে মানস কবিয়া ॥
 • অনাহার জামি কৃষ্ণ দয়াদ্র' হইয়া ॥
 গ্রাম্যবালকের রূপ ধারণ কবিয়া ॥
 একভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবাবে দিল ।
 দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুন গেল ॥
 শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নাবিলা ।
 দুগ্ধ লইয়া পান করিতে লাগিলা ॥
 দুগ্ধের আশ্বাদ নহে আলৌকিক স্বাদ ।
 কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ ॥
 খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব ।
 অপ্রাকৃত বস্তু তার এমতি স্বভাব ॥
 দুগ্ধ পান কবি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র ।
 আপনি চলিয়া গেল অপ্রাকৃত পাত্র ॥
 শ্রীমৎ সনাতন শুনি এ স' বারতা ।
 চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা ॥
 অমুযোগ কৈল বহু আর্তনাদ কবি ।
 কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনর্থন করি ॥
 মাধুক্যের 'ভক্ষা করি উদব ভবহ ।
 সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ ॥
 আর অপকৃপ শুন গোবিন্দ প্রকটে ।
 হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপীঠে ॥
 শ্রী-গোবিন্দ আজ্ঞা দিলা শ্রীমদ্রূপেবে ।
 যোগপীঠে হই মুঞি মৃত্যুক' ভিতরে ॥
 এক গাভী নিতি আসি দাণ্ডায় যথায় ।
 শুন হৈতে দুগ্ধ ক্ষরে আমার মাথায় ॥
 মোবে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খুঁদিয়া
 উঠ ও আমাবে সেব তথায় স্থাপিয়া ॥
 এত শুনি শ্রীরূপগোসাঞি হুইমনে ।
 উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিলা সিংহাসনে ॥
 অভিষেক আদি কবি আনন্দকৌতুকে ।
 সেবন করয়ে সদা থাকে প্রেমসুখে ॥

হে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী কর দয়া ।
কৃষ্ণদাস শিরে ধব শ্রীচরণ ছায়া ॥

শ্রীজীবগোস্বামী হন তৎতুলা মহাস্ত ।
প্রেমে পরাক্রান্তা যে গুণের নাহি অন্ত ॥
ক্রমসন্দর্ভ আর ঘটসন্দর্ভ আদি ।
নানাগ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিবাসিলা বাদী ॥
শ্রীকপের ভাতৃপুত্র মন্ত্রশিষ্য হন ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র পার্শ্বক প্রধান ॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায় ।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয় ॥
ঘটসন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা ।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা ॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি কিস্তিলে ।
যত শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বোলে ॥
পণ্ডিত অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া ।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গী প্রকাশিয়া ॥
ঘটসন্দর্ভ একব ব যে করে শ্রবণ ।
অন্য কণকলে তাব নাহি ফিরে মন ॥
যেই জন ঘটসন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল ।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল ॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোস্বামীর বিনে ।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে ॥
দিগ্‌বিজয়ী এক সর্বত্র জিনিয়া ।
ব্রজ রূপ-সনাতনপণ্ডিত জানিয়া ॥
বিচার করিতে আইল গোস্বামীর স্থানে ।
নির্ম্মলসর অহঙ্কারশূন্য দুই জনে ॥
বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা ।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে গেলা ॥
যমুনার শ্রীজীবগোস্বামীর স্নান করে ।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্‌বিজয়ী গিয়া তীরে ॥
কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে ।
জয়পত্র লিখি দোহে দিগা যে আমারে ॥
তুমিহ বিচার কর নহে লিখি দেহ ।
গোস্বামীর শুনিয়া কিছু হইল অসহ ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী ।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি ॥
পরাক্রম হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব ।
তাঁহার উচিত আজি করিব সে খর্ব্ব ॥

ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ-সনাতনে ।
বিনে শাস্ত্র প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে ॥
সে যা হউ তাঁহা সন্ধ্যা সূহিত বিচারে ।
তুমি ত না হও যোগা তেঁহ থাকু দূরে ॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য অভিমানী ।
মোরে পবাক্রম কর তবে তোমা জানি ॥
এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল ।
দিগ্‌বিজয়ী বিচারে হারি দর্প-খর্ব্ব হৈল ॥
এ কথা শুনিয়া রূপগোস্বামীর কুপিয়া ।
জীবগোস্বামীর কহে ভুৎসন করিয়া ॥
তুমি ত বৈবাগী হাবি-জিত তেজি হৈলে ।
তবে কেন জিতবারে আগ্রহ করিলে ॥
সেই ব্যক্তি হারি নিত অভিমানময় ।
তাঁহার ক্ষুদ্রয়ে হন জয়-পবাক্রম ॥
তুমি কেনে পবাক্রম আপনি হইয়া ।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া ? ॥
তেঁহ কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন ।
বিধি অনুসারে তাব কবিল শাসন ॥
জীবগোস্বামীর কভু অভিমান নাই ।
তাঁহাও বুঝিয়াছেন শ্রীকপগোস্বামীর ॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গী করি ।
লোক শিখাবাব তেঁহ তাঁহার উপরি ॥
কহে আজি হৈতে তব না হেবির মুখ ।
বজ্রতুলা বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক ॥
কাতব হইয়া বহু স্বতি নতি কৈলা ।
যদ্যপি গোস্বামীর তাহে প্রশ্ন নহিলা ॥
অন্নজল তৈর্যাগিতে যমুনার তীরে ।
গোস্বামীর পদমাত্র ধ্যান অন্তরে ॥
পড়িয়া বহিলা দুনয়নে ধারা বহে ।
বিশীর্ণ হই 'দেহ প্রাণ যাত্রা' রহে ॥
কথোক দিবস ব্যাজে বিশেষ কথন ।
শুনিলো খেদিও হৈলা শ্রী সনাতন ॥
শ্রীকপের নিকটে যাঁঠিয়া ধীরে ধীরে ।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে ॥
সদাচার যতেক তাঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
কিবা শ্রব ক'রখাছ সকলের ইষ্ট ॥
শ্রীকপ ক'রন প্রভু যোর বিবেচনে ।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে ॥
গোস্বামীর কহেন তবে কেনে নাহি হয় ।
বাক্যের শ্রবণে তেঁহ বুঝিলা কখন ॥

যে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি ।
আলিঙ্গন করি মিলে ছলছল আঁখি ॥
• শ্রীজীবগোসাঞি ক'রুতার্থ মানিয়া ।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া ॥
তাঁহার স্বভাব গুণ গান্ধীয়া প্রভাব ।
কহিবারে পারে যেই সেই অমৃতভাব ॥
মুঞি মুখ নির্যোধ অধম ছরাচার ।
সে সব কথনে মোর নাহি অধিকার ॥
তবে যে করিতে চাহি তাঁহার বর্ণন ।
অন্ধ যেন শিল্প রচনার করে মন ॥
অতএব মোটামোটি চাছাচাছা করি ।
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ অরি ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট ।

(দোহ—মূল।হন্দা)

শ্রীবৃন্দাবনকা মাধুরী ইনামাল আশ্বাদন কিয়ে
সর্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগব ॥
শ্রীমান্ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চারিত্র ।
ভুবনমঙ্গল কথা পরমমহত্ত্ব ॥
অবগমঙ্গল ভববন্ধা বমোচন ।
কৃষ্ণ-প্রেমবসমধ ভ কুর জনন ॥
ভট্ট-গোস্বামী মহাপ্রভু 'প্রিয়পাত্র ।
প্রীত হইয়া দিলা হবিনাম মন্ত্র ॥
যার-প্রেম-অনুরোধে শ্রীরাধারমণ ।
শালগ্রাম হইতে হৈলা মূর্খলীবদন ॥
তাঁহার গুণের কথা কে কহিতে পারে ।
কিছু গান করি মতি শোধনের তরে ॥
তঁহ মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি ।
জন্মে জন্মে রহে যেন এই মোর গতি ॥
শ্রীমুখমহাপ্রভু যবে তাঁর ভ্রমে গেলা ।
ভট্টমারি গ্রামে চাতুর্মাস্যাস্থিতি কৈলা ॥
শ্রীমান্ বেকট-ভট্ট নামে মহাশয় ।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয় ॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট নাম ।
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবা কাম ॥
প্রভু তাঁরে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিলা ।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা ॥

রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্য শুদ্ধ প্রেমভক্তি দিলা ।
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব আদি জানাইলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা ।
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার ।
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহি আর ॥
এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি ।
প্রেমানন্দ * মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞি ॥
অন্ত অন্ত মহাস্তরের বিগ্রহসেবনে ।
এই ধনী আসি সব করি দরশন ॥
শ্রদ্ধাক্রমে সর্ববিগ্রহের সেবায়োগা ।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগা ॥
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে ।
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে ॥
অপূর্ব গহনা বস্ত্র বেধিয়া গোসাঞি ।
উদ্যাপন হইয়া পড়িলা মূরছাই ॥
পুন উঠি ভাবে মনে হেন প'রচ্ছদ ।
ঠাকুবে পরান'-হেতু মনে হয় বেদ ॥
শালগ্রাম আমার যে যত্নপি ইহার ।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ-কর ॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত ।
কি শোভা হইত তবে কি আনন্দ হৈত ॥
মনোরথ কারি গোসাঞি নিশি পোহাইলা ।
রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম কৃপা প্রকাশিলা ॥
ভক্তাধীন নিজ প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায় ।
নানারূপ হৈল পূর্বের প্রসিদ্ধ যে হয় ॥
তাঁহে নিজ-স্বরূপ-ধারণে কি আশ্চর্য্য ।
যাতে শ্রীগোপালভট্ট ভক্তমধ্যে আর্ষ্য ॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গমা রূপ মূর্খলীবদন ।
সুচিকণ অঙ্গ রূপে ভুবনমোহন ॥
গোসাঞি হেবিয়া শুভ আনন্দে ভাসিল ।
দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হৈল ॥
শ্রীরাধারমণ নাম বলিয়া রাখিল ।
ঐকান্তিক মনোবধ সকল হইল ॥
নিজশিষ্য শ্রীল-ভক্তদাস পুজারিরে ।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেলা নিজপুত্র ॥
তাঁহার সন্তান তাঁর দোহিত্র সন্তান ।
অত্যাঁপ করেন সেবা শ্রীরাধারমণ ॥

অন্তাবধি সেই রাধাবমণ বিরাজে ।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনমাবে ॥
ননীর পুতলী যেন দেখিতে কোমল ।
সৎ-চিৎ-আনন্দময় অঙ্গ অঙ্গমল ॥
বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্য্য কথন ।
রাধাবমণব দেহ কিসেতে গঠন ॥
অঙ্গ যে বিগ্রহ পূর্ব পাষণে নির্মাণ ।
নির্মাণ হইলে তেঁহ অপ্রাকৃত হন ॥
শ্রীরাধাবমণ পূর্বে নাম শিলা মণি ।
অতএব পূর্ব হৈতে চিত্তানন্দ মানি ॥
গোপীগণ সহ নিজ প্রকাশ-স্বরূপ ।
শ্রীরাসমণ্ডলে যৈছে হৈলা বহুরূপ ॥
ভট্টেশ্বরীয়া গুণ কত কথা যায় ।
প্রেমভক্তি পাণ্ডিত্যাদি তুসনা না হয় ॥
লোকেব হিত্য লাগি অপূর্ব সংগহ ।
হরিভক্তিবিলাস করিয়া শুভবহ ॥
হরিপরিকর নিত্য ব্রজপুত্র হৈত ।
প্রভুসহ আইলা যৈহ লোক নিস্তাবিতে ॥
পরম-আশ্চর্য্য-রূপে উপদেশ দিল ।
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগত ছ ইল ॥
অগত-উদ্ধার ধ্যান ধারণা করিলা ।
ইহা শুনি কৃষ্ণদাস শরণ লইলা ॥

শ্রীমধুপাণ্ডিত ঠাকুর ।

শ্রীলোকনাথ ভূগর্ত গোসাঞি কৃষ্ণদাস ।
আদি করি নাজাজুউ বর্ণে সবা-বশ ॥
এতোকৈ সভার গুণ বর্ণিতে নাবিল ।
কহি কিছু যাতে গোপীনাথ প্রকটিল ॥
শ্রীল মধুপাণ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমী ।
বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রমি ভ্রমি ॥
বৃন্দাবন যাইয়া চৌদিকে নেহাবয় ।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ করে দেখিতে না পায় ॥
কুংকার করয়ে ধারা বহে ছনয়নে ।
দরশন নাঃপাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে ॥
প্রতি বনে বনে লতাকুঞ্জে কুঞ্জে চুঁড়ে ।
বিরহে কাতর কভু ভ্রমিতলে পড়ে ॥
যমুনার তীরে বংশীবটের তলায় ।
অনাহার ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয় ॥

হেনকালে শ্রীমদ্বংশীবটের সমীপে ।
দেখে নবধন তিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে ॥
গোপীনাথ স্বয়ং অঙ্গি প্রতিমারূপেতে ।
দরশন দিলা প্রিয়জ্ঞের পীরিতে ॥
পণ্ডিত চমকি উঠি কঁপিতর গিরা ।
উঠাইয়া লইল যে পাখালি করিয়া ॥
ছুটিয়া পলায় যথা তঙ্করের ঝায় ।
রতন পাইয়া যেন ষয় আশঙ্কায় ॥
রাখিবার স্থান চুঁড়ি হাঁথ উঁথি ধায় ।
মহানিধি কেহ যেন পাছে কাড়ি লয় ॥
যমুনাব তীরে কেশীবটের নিকটে ।
সেবার শৃঙ্খলা কৈলা প্রেমের সম্পূটে ॥
কালে কোন্ ভাগাবান্ পুৰী শ্রীমন্দর ।
নির্মাণ করিয়া দিলা পরম সুধীর ॥
অতএব শ্রীমধুপাণ্ডিত মহাশয় ।
তাঁহার মহিমা গুণ কণ নাহি যায় ॥
তাঁহার চরণে মাত বহুক আশ্রয় ।
মো-সম দুর্ভাগ্য আর যতক সভার ॥
তবে সবে মোল তার এ দুঃখ সংসারে ॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাসি সুখেব সাগরে ।
যতক প্রভুব গণ সবে নিত্যসিদ্ধ ॥
আগে তার কহিব বিস্তার যে প্রসিদ্ধ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চৈতন্যপার্বণ গুণবর্ণনঃ
দ্বিতীয় মালা ॥ ২ ॥

তৃতীয় মালা ।

—*—

গৌরাঙ্গ-পার্বদস্বরূপবর্ণন ।

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভূমি পুরা সচ্চিদানন্দসাক্ষো
গৌরাঙ্গাভিঃ স শকাচভিঃ শ্রামধামা ননর্ত ।
তাসাং শব্দদুর্ভৱপরীরন্তসম্ভৱতঃ কিং
গৌবাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥

সেই সচ্চিদানন্দ বনশ্রাঘ শ্রীকৃষ্ণ—ধিনি পূর্বে
শ্রীবৃন্দাবনধামে সমানরূপসম্পন্ন গৌরাঙ্গী গোপ-
রমণীগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন , তিনিই কি

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

নিরন্তর সেই গৌরাদীগণের দৃঢ়তর আলিঙ্গন-
সন্মিলন-অন্ত গৌরকান্তি প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে অব-
তীর্ণ হইয়া জন্ম যুক্ত হইয়াছেন ?

নমস্ত্রায়োহৈশ্চৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ,
প্রভোরদৈতাদানপি ভগদঘৌষকরকৃতঃ ।
সমানপ্রেমাণঃ সম গুণগুণাস্তল্যকরণাঃ,
স্বরূপাভা যেহমী সরসমধুবাস্তানপি স্ময়ঃ ॥

সেই ভগৎ-পাপ-নাশী, বৎসল-প্রাণ, প্রভুব প্রিয়
পরিজন অদৈতাদি প্রভুদিগকেও নমস্কার করি,
আর সেই তুল্য-প্রেমপূর্ণ, তুল্য-গুণগণযুক্ত, তুল্য-
করণাপরায়ণ, সরসমধুরহরর শ্রীস্বরূপ আদিকেও
প্রণাম করি ।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতাবং ভক্তাখ্যং নমাষি ভক্তশক্তিকম্ ॥

সেই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত-
নামধেয়, ভক্তশক্তিকারক, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে
আমি প্রণাম করি । *

জয় শ্রীচৈতন্যহারি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমান্ দয়াল গৌরাজ ।
জীবেব নিস্তার লাগি কৈলা লীলারঙ্গ ॥
কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা ।
স্ময়ং যে ছল্গভ তাহা লোকে দেখাইলা ॥
ছল্গভ যে প্রেমরত্ন সাধারণলোকে ।
বিলাইয়া নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদি বালকে ॥
হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া ।
যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হিয়া ॥
পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব বিলাইয়া ।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আশ্বাদিয়া ॥
পঞ্চতত্ত্বেব অর্থ শুনহ চমৎকার ।
পরোপর বস্ত্র যাহা লোকবোঁসার ॥
ভক্তরূপ গৌবচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন ।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমদনিত্যানন্দ রাম ॥

ভক্তাবতার শ্রীম অদ্বৈত আচার্য্য ।
মহাবিশুৎ বৈহ ধাতে শিবের সাযুজ্য ॥
ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস আদি ভক্তরূপ ।
শ্রীম-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি যে অরূপ ॥
শ্রীমদ্বিশ্বস্তবাঈদেহ শ্রীমান্ নিত্যানন্দ ।
শ্রীম প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসুখানন্দ ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
ছই প্রভুর প্রেমাস্পদ বৈহ অগ্রগণ্য ॥
পার্বদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত ।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত ॥
তাব মধ্যে বাহ যেই প্রভুর অংশাংশ ।
অনেক হয়েন অস্ত ভক্ত অবতংস ॥
শ্রীম্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল ।
ব্রজে গোপ শিশু সখা যত পিতৃপাল ॥
এংশস্বক্কে অন্য উপগোপাল সত্তম ।
নালাচল আশ্রয়ে মহত্তর এই নাম ॥
দক্ষিণদেশীয়-আদি যতেক মহান্ত ।
প্রভুব দর্শনে হেন সযোগ্য তাবন্ত ॥
যতেক মহান্ত সবে নিজ নিজ মতে ।
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে কহে নানা রীতে ॥
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম ।
কে কহে শ্রীমান্ গোলক অভিরাম ॥
কেহ কহে শ্বেতদ্বীপ কেহ পরবোঁস ।
কেহ অঘোঁষাদি কহে নিজ ভাবসম ॥
অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্বধামের অধিপ ॥
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা ।
সর্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণরূপ যথা ॥
তথাই সে সর্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি ।
বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহতি ॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব-অবতার ।
শ্রীম নবদ্বীপ সর্বধামময় সার ॥
পূর্বব্রহ্মসনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু ।
শ্রীমন্নবদ্বীপব্রহ্ম সনাতন বিভু ॥

মন্মাহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে ।
সর্বপারিষদগণ আসিয়া প্রকাশে ॥
তাহা সভাব পূর্বাপব নাম-রূপ লীলা ।
কহিব বিশেষ বৈহ যেরূপ হইলা ॥
শ্রীচৈতন্য অবতাবে অপরূপ লীলা ।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা ॥

* শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত'চার্য্য, শ্রীবাসাদি ও
শ্রীগদাধরাদি যথাক্রমে ভক্ত, ভক্তস্বরূপ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে
অভিহিত হন ।

চারি যুগে চারি যুগ-অবতার হয় ।
সত্যে শুক্লবর্ণ শুক্ল নামেতে উদয় ॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ পুষ্টিগর্ভ নাম ।
দ্বাপরে বরুণ শ্যাম নাম হয় শ্যাম ॥
কলিযুগে কৃষ্ণ-বর্ণ-নাম অবতার ।
পূর্বে কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধর ॥
কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম ।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম ॥

পাঠ্যে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুক্লো নিত্যমুক্তোহভিন্নহান্নামনামিনোঃ ॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যরস
বিগ্রহ, পূর্ণ, শুক্ল ও নিত্যমুক্ত, নাম ও নামী অভিন্ন
অর্থাৎ ভগবানে ও তাঁহার নামে কোনই পার্থক্য
নাই ।

কলি আর দ্বাপরের যুগ অবতার ।
কৃষ্ণ আর গোবাক্ষ যবে হয়েন প্রচার ॥
দৌহা রূপে দৌহারূপ একত্রে মি লয়া ।
গূঢ়রূপে যুগধর্ম সাধে প্রকটয়া ॥
সর্ব-অবতার-রূপ সর্ব অবতারি ।
দয়াল চৈতন্যপ্রভু ক্রিতি অবতারি ॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা ।
পরমরহস্য ভ ক্রপথ দেখাইলা ॥
অতএব কলিযুগে চৈতন্যপৌসাই ।
পরম উপায় হেন আব কেহ নাই ॥
মাধ্বী-সম্প্রদায় আদি সর্বশিরোমণি ।
এবে সম্প্রদায় শিষ্য হইলা আপনি ॥
লোকে ধর্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি ।
করিলা অপূর্ব লীলা আশ্চর্য্য-মাধুরী ॥
রাধাভাব মধুপান মূল যে কাষণ ।
গন্ধর্বনর্তনে তার হয় বিবরণ ॥
সম্প্রদায়প্রমাণ পদ্যপুবাণে বিদিত ।
জগতে এদিক চারি সম্প্রদায় উদিত ॥

তথাহি পাঠ্যে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
শ্রী-ব্রহ্ম-কৃষ্ণ সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্রিতিপাবনাঃ ॥

অতএব কলিযুগে শ্রী কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও সনকনামক
ধরণীপবিত্রকারী চারিটা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব
হইবে ।

মাধ্বী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালী পাবন ।
এসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্তন ॥

যথ'—

পরব্রাহ্মেশ্বরস্তাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতি ॥
তস্ত শিষ্যা নাবদোহভূত্ব্যাসস্তস্তাপি শিষ্যতাম্ ॥

বিশ্বপতি ব্রহ্মা পরব্রাহ্মেশ্বর নারায়ণের শিষ্য
ছিলেন । নারদ ব্রহ্মার শিষ্য হইল এবং ব্যাসদেব নারদ-
দেবের শিষ্য হইল কথিত ছিলেন ।

শুকো ব্যাসস্ত শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ ।
তস্ত শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ ।

ব্যাসদেবের জ্ঞান অবরোধ-জন্য, শুকদেবে তদীয়
শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার
বহু শিষ্য প্রশিষ্য আছেন ।

ব্যাসাল্লক্কৃষ্ণলীকো মধ্ব চার্ঘ্যো মহাশয়াঃ ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদ্বয়ীম্ ॥
নিগুণাৎ ব্রহ্মণা যত্র সত্ত্বগুণস্ত পারিক্রিয়া ।

মহাশয়শ্চ মধ্বাচার্য্য, ব্যাসদেবের সমীপে কৃষ্ণ
মন্ত্র লাভ করেন, শতদ্বয়ী সংহিতা প্রণয়নে তিনি
বেদসমূহকে বিভাগ করিয়াছেন এবং এহাতে নিগুণ
ব্রহ্ম অপেক্ষা সত্ত্বা ব্রহ্মর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত
কবেন ।

তস্ত শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্যো মহাশয়ঃ ।
তস্ত শিষ্যা নবহবিস্তুচ্ছি য্যা যাবো দ্বিজঃ ॥
অকোভস্তস্ত শিষ্যোহভূত্ব্যচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ ।
তস্ত শিষ্যো জ্ঞানসিদ্ধস্তস্ত শিষ্যো মহানিধিঃ ॥

মহাশেতা পদ্মনাভাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের শিষ্য হন ।
পদ্মনাভাচার্য্যের শিষ্য নবহরি ও নরহরির শিষ্য
দ্বিজমাধব । মাধবেব শিষ্য অকোভ ও অকোভের
শিষ্য জয়তীর্থক । তাঁহার শিষ্য জ্ঞানসিদ্ধ এবং
জ্ঞানসিদ্ধের শিষ্য মহানিধি ।

বিজ্ঞানিধিস্তস্তশিষ্যো রাভেজ্জন্তু সেবকঃ ।
জয়ধর্মমুনিস্তস্ত শিষ্যো বঙ্গগমধ্যতঃ ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুত্রী যন্ত ভক্তিবত্নাবলীকৃতিঃ ॥
জয়ধর্মস্ত শিষ্যোহভূৎ ব্রহ্মণাঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বাসন্তীর্থস্তস্ত শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্ ॥

মহানিধির শিষ্য বিজ্ঞানিধি, বাজেন্দ্র বিদ্যানিধিব
সেবক । রাভেজ্জের শিষ্য জয়ধর্ম মুনি । জয়ধর্মের
শিষ্য ভক্তিবত্নাবলীকৃতি শ্রীমদ্বিষ্ণুপুত্রী এবং
ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমেব শিষ্য বিষ্ণুসংহিতা
বচয়িতা ব্যাসতীর্থ ।

শ্রীমাদলক্ষ্মীপতিস্তস্ত শিষ্যো ভক্তিরসাত্মকঃ ।
তস্ত শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ব্যস্মোহয়ং প্রবর্তিতঃ ॥

বাসন্তীর্থের শিষ্য ভক্তিরসাত্মকী শ্রীমৎলক্ষ্মীপতি
এবং লক্ষ্মীপতির শিষ্য এই বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ।

কল্পবৃক্ষস্তাবতানো ব্রজধর্মনি তিষ্ঠতঃ ।
শ্রীতা প্রয়োবৎসলতোজ্জলাখ্যফলধাবিণঃ ॥

ব্রজধর্মে যে শ্রীতি প্রেম-বৎসল-উজ্জল-আখ্যা-
ধাবী ফলবান কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তিনি
(মাধবেন্দ্র পুরী) তাহারই অবতার ।

তস্য শিষ্যোহভবচ্ছীমানীশ্ববাখ্যাপুত্রী যতিঃ ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গাবফলাশ্রুকঃ ॥

যতি শ্রীমান্ ঈশ্বরপুত্রী ঐ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ।
শৃঙ্গাবফলাশ্রুক কল্পবৃক্ষ শৃঙ্গাবরসেব তিনি প্রাধান্ত
বিস্তার করিয়া গিয়াছেন ।

অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্তনখো ফলে উভে ।
শ্রীমান বঙ্গপুত্রী হেম বৎসলো যঃ সমাপ্তিতঃ ॥

অদ্বৈত গোস্বামী দাস ও সখা কলয়ামের
প্রাধান্ত বিস্তার করেন, বাৎসল্যের সমাপ্তিরে শ্রীমৎ
বঙ্গপুত্রী প্রথিত ।

ঈশ্ববাখ্যাপুত্রীং গোব উবরীকৃত্য গোববে ।
অগদাপ্রাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥

শ্রীগোবিন্দদেব সগোববে ঈশ্বরপুত্রীকে গুরুত্ব
বরণ করিয়া প্রাকৃতাত্মক এই অগৎক (প্রেমবক্তার)
প্রাণিত করিয়াছেন ।

স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তিঃ পূর্বসুহৃদরে ।
অন্তর্বহী-রসান্তোদিঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোহপি সন্ ॥

ইনিই সেই অন্তর্বাহ রসসমুদ্রের শ্রীনন্দতনয়
শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বের সুহৃদর শ্রীরাধার ভাবকান্তি অধুনা
স্বীকার করিয়াছেন ।

আন্তবাহ্যোহপি চৈতন্যমবিশদ্যঃ পুরে পুরা ।
বিচক্ষোভ মনো যন্ত দৃষ্টো গন্ধর্বনর্তনম্ ॥

সেই আন্তবাহ নাবায়ণ,—পূর্বে যিনি গন্ধর্বদিগের
নৃত্যদর্শনে বিম্বকমনে প্রথমো অবস্থান করেন,—
তিনিও এই শ্রীচৈতন্যস্বরূপে প্রবেশ করিয়াছেন ।

দ্বাবকাস্তোহপি ভগবানবিশং শ্রীশচীশ্রুতম্ ।
নানাবতারঃ স্মৃতবামেককালপ্রভাবতঃ ॥

সেই দ্বাবকাপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই শচীনন্দন
শ্রীগোবিন্দেব দেহে অবস্থিতি করিতেছেন । স্মৃতবাং
সর্গদেবতাব প্রভাব বিদ্যমান হেতু শ্রীচৈতন্যদেব
নানা অবতারের স্বরূপ ।

যথা শ্রীমায়াবিশং কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্ ।
যোগমায়াবলাদেত তিষ্ঠন্তোহন্যত্র যদ্যপি ।
তথাপি প্রাবিশন্ গোরেহচিন্তালক্ষণলক্ষিতাঃ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতো পূর্বে যেমন শ্রীমা
(বাম) অবতার বিদ্যমান ছিলেন, এবং যোগমায়া-
শক্তিপ্রভাবে যদিও অন্যান্য অবতার সমূহ অন্তত
অবস্থিত, তথাপি অচিন্তালক্ষণযুক্ত শ্রীশ্রীরাধেও
তাঁহারা (সেই বিবিধ অবতার) সন্নিবিষ্ট ।

যথোক্তং প্রভাসথণ্ডে—

অচিন্তাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ইতি
প্রভাসথণ্ডেও একপ উক্ত আছে যে:—
যাহা অচিন্তাতত্ত্ব, তদ্বিসরে কখন তর্কের যোজন
ক'বিও না ।

রঘুনাথং প্রবিশ্যপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ ।
এবং শ্রীনারদমুখান্তিষ্ঠন্ত্যণ্যোষু ধামসু ।
তথৈব প্রভূণা সার্কং দীব্যস্তি ক্রতিদহবৎ ॥

ভার্গব যেমন শ্রীবাচস্পতি-মধ্যেও প্রবেশ করিয়া
বিদ্যমান এবং শ্রীনারদ প্রভৃতি যেমন অন্যান্য ধামে
অবস্থিত, সেইরূপ শ্রুতি বা বেদ প্রভুর সহিত দেহবৎ
বিরাজিত ।

কিন্তু যদ্যন্তঃকরণ' যদ্যন্তঃকরণবিলাসিনঃ ॥
তত্তত্তাবাহুসারেণ ব্রজে তেষামভূতগতিঃ ॥

যে যে ভক্তবৃন্দ যে যে ভানের বিলাসী, তত্তৎ
ভাবাহুসারেই ব্রজধামে তাহারা গতি লাভ ক'রে
গৌরচন্দ্রোদয়েই তৎপ্রতি গৌরবচো যথা—
দাস্তে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ক এবোভয়ে,
রাধামাধবৈর্নিষ্ঠকাঃ কতিপয় শ্রীধারকাধীশিতুঃ
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে,
মর্য্যাবদ্ধদোহধিলান্ বিতনতৈ বৃন্দাবনা সঙ্গিনঃ ॥

এতদ্বিষয়ে গৌরচন্দ্রোদয়ে অদ্বৈত প্রতি গৌরা-
ঙ্গের উক্তি, যথা—

কেহ দাস্তভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বা এই
উভয়ভাবে অমুরক্ত, কাহারও বা রাধামাধবের
প্রতি, কাহারও বা দ্বাবকানাথের প্রতি নিষ্ঠা,
কাহারও বা (বৃন্দাবননাথ ও দ্বারকাধিপতি) উভ-
য়ের প্রতি প্রীতি, কেহ বা আমার অন্যান্য অবতারে
আসক্ত ; আমি অধিলের সকলের মন একত্র করিয়া
আমাতে আবদ্ধ করিব এবং বৃন্দাবনাসক্তির ভাব
সকলকেই প্রদান করিব ।

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে ।
তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা প্রেমভাবে ॥
নারদেব শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব ।
গন্ধর্ব্বী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব ॥
নারদেব কৃপাশক্তি সঞ্চার-প্রভাবে ।
যথা অমুকরণ করয়ে সেই ভাবে ॥
একদিন দ্বাবকাতে কৃষ্ণের সমীপে ।
আইলা ধর্ম্মিয়া তারা রাধাকৃষ্ণরূপে ॥

অতিচমৎকার যথা অভেদ-স্বরূপ ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অমুরূপ ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমমানন্দ ॥
আপনি আপন রূপ দেখি চমকিত ।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত ॥
হেন রূপ বস আশ্বাদে শ্রীবাধিকা ।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা ॥
রাধিকা উচিত প্রেমরস আশ্বাদিব ।
আমুখক কলির জীব নিস্তার করিব ॥

এত ভাব রাধা-ভাক-কান্তি অঙ্গীকারি ।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরিঞ
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপুর রূপসনাতন
আদি করি অন্ত যে পারিষদগণ ॥
তঁহা সভার একেক শক্তিতে বুঝহ ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ ভেজঃপুঞ্জ-দেহ ॥
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার ।
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবিধিগার ॥
তঁেহ সব সাক্ষাৎ দেখিয়া যে কঁহিল ।
সেই বাক্য সপ্রমাণ শতবেদতুলা ॥

তথা হি শ্লোকঃ—

যে তাক্তগর্ব্ববিষয়ঃ সুধিয়ো মহান্তঃ,
শাস্ত্রান্তর্গাঃ পর্ব্বতভায় কৃতপ্রবন্ধাঃ ।
তেষাং বচো যদি ন সশংসহারি তৎ তে,
দুর্ভাগমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্ ।

যাঁহারা অধিলবিষয়-পরিভাক্ত, শাস্ত্রানুসারী,
সুধী ও মহান্ত, যাঁহারা জগতেব হিতার্থ জন্য প্রবন্ধ
(শাস্ত্রগ্রন্থ বচনা কবিয়াছেন, তঁহাদিগের বাক্যও
যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তবে আর তোমার
দ্রাস্ত বাবণা কে দূর কাঁতে সক্ষম ?

তাহাতে প্রতিতি নেই মূঢ় না জন্মায় ।
তার ভ্রান্তি দূর কবিবারে কে পারয় ॥
অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুকহ দুর্গম ।
তর্কেতে যোজনা না হ' করে শিষ্টতম ॥
ব্রজপরিকর আব অন্য অন্য ধামে ।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে ॥
সেই সেই ধামে পবিকর সেই রূপে ।
ধাকিয়া প্রকাশরূপে আইলা নবদ্বীপ ॥
ভার্গব প্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ ।
শ্রীতগণ যথ ব্রজে গোপীদেহে রত ॥
অদ্বৈত প্রভুবে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা ।
যাঁহা শুনি ভক্তসবে আনন্দিত হৈলা ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে ॥
অন্য অবতার ভক্ত কিংবা দ্বারকাভে ॥
মোরে যে ভক্তরে মোতে প্রসন্ন হইয়া ।
তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া ॥

কোন্ পারদ কোন্ রূপে অবতার ।
 কোন্ মহাশয় কোন্ রসে অধিকার ॥
 এবে কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হৈয়া ।
 শ্রীল-কবিকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া ॥
 শ্রীমদ্বৈভবপুত্রী ধর্মপ্রবর্তক ।
 কল্পবৃক্ষসম সর্বরস প্রযোজক ॥
 তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুত্রী যতি ॥
 যদুবরসাক্ষর সেই প্রেমানন্দমতি ॥
 শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ।
 দাস্যসখ্যরসপ্রযোজক মহাবিভু ।
 শ্রীঅদ্বৈত নিহ্যানন্দ সকলে সমর্থ ।
 তথাপিহ দাস্য লগ্নো কিছু বিশেষত্ব ॥
 শ্রীমান্ বঙ্গপুত্রী হন বাৎসল্য-আশ্রিত ।
 শ্রীগৌরাক্ষ ঈশ্বরপুত্রীতে অঙ্গীকৃত ।
 শ্রীবাধাব ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি ॥
 জগত প্লাবিত কৈলা প্রেমের লহরী ॥
 আত্মবাহু শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন ।
 সর্বধামনায়ক সর্ব-অবত বচন ॥
 সর্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ ।
 গৌবান্ধলীলায় হয় সভার গমন ॥
 পর্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ পিতামহ ।
 শ্রীহট্টে জন্মিয়া আসি পঞ্চপুত্র সহ ॥
 তাঁহার মহিষী নামে গোপী ববীষসী ।
 কৃষ্ণ-পিতামহী হন গুণেতে সবসী ॥
 শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম ।
 পঞ্চপুত্রযথো জগন্নাথ গুণধাম ॥
 নবদ্বীপে আসি তেঁহ কবিলেন বাস ।
 অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাশয় ॥
 তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী ।
 জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচী নন্দরাণী ॥
 সবে কহে নিজ নিজ উপাসনা-মত ।
 অদ্বৈত কল্পপ আর কোশল্যা দশরথ ॥
 কেহ কহে বাসুদেব দেবকী বোহিণী ।
 নহিলে কেমনে বিশ্বরূপে জননী ॥
 শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার ।
 পুন গিয়া হইলা পদ্মাবতীর কোণর ॥
 ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয় ।
 যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায় ॥
 অতএব সর্বমাতা শচী ঠাকুরাণী ।
 সর্ব অবতার পিতা মিশ্র দ্বিজমণি ॥

সর্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্যে বর্তে ।
 মাতা পিতা যথা শচীমাতা জগন্নাথে ॥
 এতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা ।
 ত্রিলোকের পবন আরাধ্য একজাতা ॥
 তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও ।
 সর্ব-অভিলাষ তাজ্ঞ ঐকান্তিক হও ॥
 শ্রীমান্ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ ।
 • তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ ॥
 তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ ।
 রাতে স্থিত যাহাব গৃহতে পূর্ণচন্দ্র ॥
 অস্ত্র যাম চাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত ।
 শুদ্ধ যে লোকক ভাব সামান্যের মত ॥
 শ্রীশ্রমিজ্ঞা দশরথ অবতার দৌহ ॥
 শ্রীমান্ স্নেহে ভাব নিত্যানন্দে রহে ॥
 পৌর্বমাসী ব্রজে যাব কৃষ্ণস্থখে প্রীত ।
 তেঁহ শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পাণ্ডিত ॥
 অধিকা নামে ত পূর্বগাত্রী যে জননী ।
 এবে শ্রীনা'লনীনাম শ্রীয়াসগৃহিণী ॥
 অধিকাগাতার ভগ্নী শ্রীলক'ল'স্বকা ।
 নাবান্ধলী নাম যাব গুণেতে অধিকা ॥
 কৃষ্ণবাসুতপানে য়েহ মত্ত হৈলা ।
 যার প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা ॥
 মিথিলাব পাঁচ শ্রীমান্ জনক রাজন ।
 তেঁহ শ্রীবল্লভাচার্য্য বপ্র তপোধন ॥
 ভীষ্মক বাজন হন কাণ্ডাব সম্মত ।
 শ্রীজানকী শ্রীকৃষ্ণ দৌহাতে মিলিত ॥
 লক্ষ্মীনায়ে সূতা সেই বল্লভাচার্য্যের ।
 ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী হর্ভা কত্তা জগতের ॥
 একদিন স্বর্গসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান ।
 প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেল মন ॥
 সনাতন মিশ্র সেহ সত্যজিত রাজা ।
 জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাহাব আত্মকা ॥
 পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন ।
 পৃথিবী যাহার অংশ বেদে করে গান ॥
 শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বিতীয় মহিষী ।
 পবনবিদম্বা সর্বগুণে গরীরসী ॥
 শ্রীবায়ের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র ।
 সদানন্দব্রাহ্মণ সেহ কল্পিণীপ্রোরত ॥
 তেঁহ দুই মিলি এবে বনমালী আচার্য্য ।
 প্রভুর বিবাহে য়েহ ঘটক সূচর্য্য ॥

সন্ন্যাসি তপ্তপ্রেরিত ঘটক বিপ্র য়েহ ।
 এবে কানীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহ ॥
 কেহ কহে তেঁহ পূর্বে কানীনাথপ্রেরিতা ।
 তাহাতে কানীনাথদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ॥
 কোন অবাস্তর মতে কহে সাধুজন ।
 নতুবা যে একত্ব একবস্ত হন ॥
 রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ ।
 শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুশশঃ ॥
 মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র ালা য়েহ ।
 অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মূনি তেঁহ ॥
 কেশবভারতী য়েহ গৌরাদে সন্ন্যাসী ।
 করিয়া লইয়া গেলা নবদীপ-শশী ॥
 রামচন্দ্রগুরু শ্রীবিশিষ্ট তপোধন ।
 তাঁহার প্রকাশ গজাদাস সুদর্শন ॥
 তাঁহা দৌহা স্থানে প্রভুর বিজ্ঞানাস-লীলা ।
 অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা ॥
 বৃকভানু মহারাজ ব্রজপুরধাম ।
 তেঁহ শ্রীপুণ্ডরীকাক বিজ্ঞানিধি নাম ॥
 স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গোবিন্দ শ্রীহরি ।
 বিজ্ঞানিধি বাপ বলি কান্দিল ফুকবি ॥
 প্রেমপরা কাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি নাম ।
 রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম ॥
 মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য গৌরবের পাত্র ।
 তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব মিশ্র ॥
 রত্নাবলী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকীর্তিনা ।
 লীলা অল্পসারে সবে নাম ধরে দ্বিধা ॥
 আত্মবাহু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ ।
 বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যাহ ॥
 নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ ।
 গৌরাদেবের প্রেমে তেঁহ সদাই উল্লাস ॥
 কলি ধর্মরাজ প্রতি গৌরাদেবের লীলা ।
 দৃঢ়ভাবে সর্ব হর্ষ বিষাদে কহিলা ॥
 গৌরাদেবের অগ্রজ শ্রীবিষ্ণুরূপ মতি ।
 দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা লৈলা যতি ॥
 শ্রীমান্ ভৈরবপুরীতে রাধি নিজশক্তি ।
 অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি ॥
 নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি প্রকাশিলা ।
 ভক্তগণমধ্যে ভেদঃপূর্ণরূপ হৈলা ॥
 সহস্রমুখ্যর ভেদ ধারণ করিলা ।
 শিবানন্দ সেম হেরি নাচিতে লাগিলা ॥

যার অংশে শেষ য়েহ সন্ধিনীশকতি ।
 কৃষ্ণ ধাম বাস ভূক্ত সর্বরূপে স্থিতি ॥
 বাক্যগী রেবতী দৌহে বসুধা জাহ্নবা ।
 নিত্যানন্দপ্রিয় দৌহে অতুলনা প্রভা ॥
 সূর্য্যসমভেজঃ শ্রীল সূর্য্যদাস য়েহ ।
 পূর্বে যে ককুদ্বী নাম মহারাজ তেঁহ ॥
 রেবতীর পিতা এবে প্রভুব পাণ্ডব ।
 করিতে আইলা লীলা অপূর্ব বিনোদ ॥
 বসুধা জাহ্নবা কল্যা জগন্নাথময়ী ।
 ভাগ্যের নাহিক সীমা সৌভাগ্যবিজয়ী ॥
 কেহ কহে বসুধাক্ষী সরস্বতীরূপ ।
 অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ ॥
 দুই যে স্বরূপ হয় পূর্বভায়মতে ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুব সম্মতে ॥
 তাঁহাদিগের মহিমা অপার সাগর ।
 কে কহিতে পারে বেদবিধি-মণ্ডোচর ॥
 সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ-পার্শ্বে ।
 শ্রীজাহ্নবাক্ষী অচ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে ॥
 তাহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব ।
 যাহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব ॥
 অগ্রকটকালেতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী ।
 আপন প্রতিমা এক প্রকাশ আনি ॥
 তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে ।
 বসাত লইয়া গোপীনাথের আসনে ॥
 আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা ।
 পুজারী প্রভৃতি সবে বৃত্তান্ত শুনিলা ॥
 সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে ।
 গোপীনাথ আদেশ করিল সভাকারে ॥
 অনঙ্গমঞ্জরী ইহ আমার প্রেমসী ।
 বামেতে বসাত মনে সঙ্কোচ না বাসি ॥
 প্যারিজীকে ডাহিনে বসাত তাঁরে বামে ।
 বসাইলা সবে গোপীনাথ-আজ্ঞাক্রমে ॥
 তাহাতে হইল মান প্যারীজীর মনে ।
 আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে ॥
 কোণাকারে কান্দালিনী আসিয়ে বসিলা ।
 বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিলা ॥
 পুন যদি বামদিকে বসিতে নাহি পাই ।
 অমঙ্গল নাহি খাব দাঁড়াইলু এই ॥
 এত শুনি চমক পড়িলা সব মনে ।
 ইহার বিহিত কিবা কর্তব্য এখানে ॥

ছজন্যর ছই মত ইহার কি হবে ।
 পাখারে পড়িয়া সবে পরস্পরে ভাবে ॥
 জয়পুরের রাজা শুনি আইলা স্বরিতে ।
 সাধুবর্গ লইয়া বিচারে মানামতে ॥
 শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভক্ত ।
 কিন্তু যে জাহ্নবাজীর বড় উপরোধ ॥
 তথাচ শ্রীপার্বীজীর প্রেম-অমুরোধে ।
 পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে ॥
 বামভাগে বসাইলা শ্রীমতীরে লয়া ।
 দক্ষিণে বসিলা শ্রীজাহ্নবাজী গিয়া ॥
 গোপীনাথ তাহে আশ্চর্য মন হৈলা ।
 পার্বীজীর মান দেখিবারে ভকী কৈলা ॥
 শ্রীমতীর ছোটভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী ।
 স্নেহপাত্র আর তাহে কৃষ্ণপ্রেমে ভরি ॥
 তথাচ ভাগ্যেতে এক ভকী উঠাইলা ।
 শ্রীমদ্রথহেতু নিজমান প্রকাশিলা ॥
 গোপীনাথ মনে আর কারণ আছিল ।
 ছলে শ্রীজাহ্নবাজীর তত্ত্ব জানাইল ॥
 পরেতে শ্রীমতীজীর অমুমতিক্রমে ।
 জাহ্নবাজী বসিলেন গোপীনাথ-বামে ॥
 পরিবর্ত হৈল সম্মতিতে দোহাকার ।
 আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার ॥
 সঙ্কর্ষণের বাহু শ্রীপরোক্ষকিশারী ।
 চৈতন্য অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি ॥
 কোন কার্য অমুরোধে তাঁহাতে আবেশ ।
 নিশ্চল উল্লম্ব * ছই আভীরবিশেষ ॥
 যীনকেতন রালদাস সঙ্কর্ষণবাহ ।
 নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ ॥
 শাস্ত্রজ্ঞ রাজন শ্রীমান্ মাধব আচার্য্য ।
 পতিভাবে তাহে কৈল যেহ সব আর্ঘ্য ॥
 বাহু তৃতীয় প্রহ্লাদ যেহ বৃন্দাবনে ।
 প্রিয়ধর্মসখা নিত্য উজ্জল আখ্যান ॥
 শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব সমান ।
 তেঁহ প্রিয় পারিষদ শ্রীঘননন্দন ॥
 বাহু চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্ ।
 বক্রেশ্বর পণ্ডিত যেহো প্রেমের নিধান ॥
 কৃষ্ণাবেশে নিত্য প্রভু সুখ লাগি মাগে ।
 সহস্র সায়ক নিজ দেহ অমুরাগে ॥

প্রকাশভেদেতে তেঁহ শরী রেখা সখী ।
 এইরূপে এক দেহ গৌরমুখে সুখী ॥
 গৌরান্বিত আবেশে মকুল ব্রহ্মচারী ।
 তথা প্রহ্লাদমিশ্র সমান তাহারি ॥
 গৌরান্বিত কলা ধন্য ভগবান আচার্য্য ।
 গোপীনাথচার্য্য ব্রহ্ম বিজগত আর্ঘ্য ॥
 নববাহু সদাশিব ব্রহ্ম আবরণ ।
 যেহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য অভিন্ন ॥
 যেহ গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে ॥
 নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
 শিবাত্মে কহে শুন ইহার প্রমাণ ।
 তৈরব শ্রীরাম সনে কহিলা যেমন ॥
 এক কার্তিকেয় দীপধাত্রা মহোৎসবে ।
 রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য করে ঘরে ॥
 মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে ।
 হেরিয়া উন্মত্ত হৈল প্রেমানন্দমদে ॥
 গোপীশিশু রূপ ধরি গোপালসহিতে ।
 ক্রন্দনমগ্ন যথা লাগিলা নাচিতে ॥
 কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেব মিত্র ।
 তুঁষলা শ্রীদেবদেবে জপি দিক্‌মন্ত্র ॥
 প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ ।
 তেঁহ কহে তুমি মোর পুত্রজন্য লহ ॥
 তথাহু বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা ।
 কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা ॥
 সেই কালে প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ ।
 কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ ॥
 প্রভুর পার্শ্বে আসি তেঁহো জনমিলা ।
 সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা ॥
 তাঁহার নন্দন শ্রীশ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি ।
 তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী-নামনী ছই ॥
 ছই ঠাকুরাণী যোগমায়ায় প্রকাশ ।
 মহাপ্রভু প্রতি ধার স্নেহের বিলাস ॥
 সীতাঠাকুরাণীপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ ।
 কার্তিকেয় রূপে পূর্বে যেহ জিনি চন্দ্র ॥
 অচ্যুতানামেতে পূর্বগোপী কেহ কহে ।
 ছই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে ॥
 কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অমুজ বিচক্ষণ ।
 তাঁহারেও কার্তিকেয় কহে সাধুজন ॥
 নন্দিনী জঙ্গলী ছই সীতা-সহচরী ।
 পূর্বে যেহ শ্রীজয়া-বিজয়া অমুচরী ॥

যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা যোগশক্তি ।
 অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত ।
 শ্রীমান্ পর্ষতমুনি শ্রীরামপণ্ডিত ।
 শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান কপিবর ।
 শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর ॥
 শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ ।
 বিভীষণ মহারাজ পুতী রামচন্দ্র ॥
 জটিল রাধিকামঙ্গল তাহাতে মিলিত ।
 যে হেতুক প্রভু 'ভক্তাসঙ্কোচনে' রত ॥
 ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ ।
 প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র এক দেহ ॥
 হরিদাসরূপ যেহ নামেব মহিমা ।
 বাহ তুলি কহিলেন করিবা গরিমা ॥
 তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কখন ।
 প্রভু নৃত্য কৈলা যারে করি আ লঙ্ঘন ॥
 যবনের কূলে জন্ম হৈল যে কারণ ।
 পিতৃ-আভিশাপ শুন তার বিবরণ ॥
 পিতা শ্রীঋচাক মুন তাঁহার আজ্ঞাতে ।
 তুলসী আনিয়া দেন নিাত নিাত প্রাতে
 একদিন অধোত তুলসী আনি দিলা ।
 বালুকা আছিল দোখি শাপান্ত কারলা ॥
 কৃষ্ণভক্ত জন যে যবন কি ব্রাহ্মণ ।
 হানিলাত কিসে তার সকলি সমান ॥
 বৃন্দাবনে অষ্টাসক্তি অগিমা-আদিক ।
 অষ্ট-ভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাধিক ॥
 অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ ।
 দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ ॥
 ব্রহ্মপুত্র উর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু ।
 নব ভাগবত জন্মে যথ। নব বধু ॥
 গৃহ মাতা পিতা ভেজি সম্যাস করিলা ।
 প্রভুসঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইলা ॥
 নৃসিংহানন্দ-তীর্থ ভারতী সত্যানন্দ ।
 শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ ॥
 বাসুদেব তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম ।
 গুরুড অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম ॥
 শঙ্কনিধি পদ্মনিধি আদি নবনিধি ।
 নিধি ব্রহ্ম শঙ্ক নাম গর্তে নব সুধী ॥
 পদ্মনিধি শঙ্কনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি ।
 শ্রীগুপ্ত শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি ॥

রত্নবাহু বিষ্ণুনিধি আর গুণনিধি ।
 প্রভুপ্রিয় বিজ্ঞপ্তি ভক্তিনন্দ সুধী ॥
 স্মৃধ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা-পিতা
 নীলাধর চক্রবর্তী পিতা শচীমাতা ॥
 গর্গমুণি সহ তেঁহ হয় এক দেহ ।
 কহিলা প্রভুর ভাবি জন্মকথা যেহ ॥
 যশোদা মাতাব মাতা পাটলা-নামিনি ।
 শচীমাতার মাতা নীলাধরের বরনী ॥
 পুবাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত ।
 শ্রীভাগুরী মুনি পূর্ব ব্রজে পুরোহিত ॥
 সনকাদি চতুঃসমু চারি নাথে খ্যাত ।
 কানীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ গ্লোকনাথ ॥
 শ্রীলবেদবাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন ।
 সখা শ্রীকৃষ্ণাপীড় তাঁহাতে মিলন ॥
 শ্রীশুকদেব মহামহিমা অপার ।
 তেঁহ শ্রীবল্লভট্ট প্রভু প্রাণ যার ॥
 শ্রীমান্ গঙ্গাদাস আর জগন্নাথচার্য্য ।
 দুইরূপ হয়েন দুর্কস। মুণিবর্ষ্য ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখর আব শ্রীউদ্ধবদাস ।
 চন্দ্রের আবেশে দৌহে করেন প্রকাশ ॥
 নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাহাবে ।
 বিবেকধর আচার্য্য যে হন দিবাকরে ॥
 ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব বিশ্বকর্মা হন ।
 ভিক্ষুক বনমালী যেহঃ সুদামা ব্রাহ্মণ ॥
 প্রভুসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল ।
 প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহা আচ্য হৈল ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠধারপাল শ্রীজয় বিজয় ।
 গোবিন্দ গুরুড দৌহে প্রভু প্রিয় হয় ॥
 এবে শ্রীগুরুড পণ্ডিত হয় যেহ ।
 অকুর হয়েন যেহ গোপীনাথসিংহ ॥
 কেহ কহে অকুর যে কেশবভারতী ।
 পুরী শ্রীপবনানন্দ উদ্ধবেব মূর্তি ॥
 ইন্দ্রহায় রাজা শ্রীমনু রাজা প্রতাপরুদ্র ।
 সার্কভৌব ভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র ॥
 প্রিয়নন্দসখা জুঁন পাণ্ডিত অজুঁন ।
 মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর বজন ॥
 কেহ কহে অজুঁনীয়া নামে গোপী সহ ।
 পান্দোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ ॥
 পাণ্ডব অজুঁন ব্রজে গোপীদেহ হৈল ।
 অজুঁনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবত্ত্ব ।
 ভুবানন্দ প্রতি প্রভু কহিল যে তত্ত্ব ॥
 তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন ।
 পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন ॥ •
 ইহাতে অর্জুন তার নাহিক সন্দেহ ।
 অতএব তিনরূপে হন এক দেহ ॥
 প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসক্ত ।
 প্রভু ভৃত্যে দৌড়ে মিলি কৃষ্ণকথারক্ত ॥
 গৌরাক্ষ ভকত যত ব্রজপরিকর ।
 সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার ॥
 শ্রীমান শ্রীদাম শ্রীল-অভিরাম ভেল ।
 ষোড়শাঙ্গের কণ্ঠ য়েহ বংশী বাজাইল ॥
 সুন্দর ঠাকুর য়েহ পূর্বে শ্রীসুদাম ।
 পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহ বসুদাম ॥
 প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ সুবল ।
 কমলাকব পিপীলিত য়েহ মহাবল ॥
 সুব হ গোপাল য়েহ উদ্ধাবনত্ত্ব ।
 মহাবাহু সখা শ্রীমান মহেশ পণ্ডিত ॥
 স্তোককৃষ্ণ য়েহ তেহ দাস পুরুষোত্তম ।
 নাগর পুরুষোত্তম য়েহ পূর্বে ব্রজে ধাম ॥
 অর্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বরদাস ।
 লবঙ্গ নামেতে সখা কালা কৃষ্ণদাস ॥
 খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে ।
 খোলা কাডাকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে
 তেঁহ য়েহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল ।
 হলায়ুধ প্রভু হন পুরবে প্রবল ॥
 বলদেবসখা তেঁহ নাম যে প্রবল ।
 গুহেতে সমান প্রায় সখান যে বল ॥
 স্বরূপেতে কৃষ্ণকথা শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত ।
 গন্ধর্ব-আখ্যান কুমুদানন্দপণ্ডিত ॥
 পূর্বে য়েহ ব্রজে চোট ভৃঙ্গার ভঙ্গুর ।
 প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর ॥
 ব্রজে পূর্বে দাস প্রিয় রক্তক পত্রক ।
 বৈষ্ণব হরিচাঁদ আদি অন্য যে সেবক ॥
 নীরসংস্কারী পূর্বে পন্নোদ বারিদ ।
 রামাই নন্দাই ভূত্য প্রভুমনবেষ্ণ ॥
 ব্রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুস্রব ॥
 মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত ॥
 নট চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর ।
 প্রভুসুখে সুখী য়েহ গুণের সাগর ॥

ব্রজে য়েহ মৃদঙ্গ বায়েন সুধাকর ।
 উদ্ভবান্তে বিজ্ঞ তেঁহ ঘোর শ্রীশঙ্কর ॥
 চন্দ্রহাস নৃত্যরসে গুণের অবধি ।
 পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী ॥
 কৃষ্ণের মুরলী মালা রাখে মালাধর ।
 এবে তেঁহ বনমাণী পণ্ডিত সুন্দর ॥
 বৃন্দাবনে শারী শূরা দক্ষ বিচক্ষণ ।
 শিবানন্দপুত্রবধো দুই ভ্রাতা হন ॥
 কবিকর্ণপুরের অগ্রজ গুণধাম ।
 শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস দৌহানাম ॥
 অতঃপব বল্লবীগণের যে প্রকাশ ।
 কাঁহব কিঞ্চিৎ যে যে চৈতন্যে বিলাস ।
 প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ।
 তেঁহ শ্রীমদগদাধরপণ্ডিতকপধারী ॥
 বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্যামসুন্দরলক্ষ্মী ॥
 গোবৎসপ্রেমলক্ষ্মী গোবা-অঙ্গ কাস্তি-প্রভা
 বাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গোবাজ ॥
 গদাধর শ্রীধর দ্বিধাক্রমে বসরঙ্গ ॥
 শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী ।
 নিজনামতুলা নাম অল্পরাধা করি ॥
 তেঁহ শ্রীবাধাব কপ গদাধরদেহে ।
 চৈতন্য শ্রীবাধা যথা তথা মিলি রহে ॥
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে ।
 এবং শ্রীস্বরূপগোবিন্দমীর বর্ণনাতে ॥
 শ্রীবাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ ।
 কল্মষীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ ॥
 সে সত্য মেহ লক্ষ্মী রাধিকাব অংশ ।
 সর্বলক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব-অবতংস ॥
 মহাপ্রভু নৃশ্য কৈলা ধরি রাধা-বেশ ।
 গদাধর হৈলা তদে ললিতা আবেশ ॥
 ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয় ।
 সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয় ॥
 গদাধরপ্রকাশ ব্রহ্মচারি ভুবানন্দ ।
 ললিতাব কপ করি কহে ভক্তবৃন্দ ॥
 প্রভুদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবিলাস ।
 ললিতার অংশে কিবা দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
 শ্রীবাধাবিভূতি চন্দ্রকাস্তি পূর্বে ব্রজে ।
 তেঁহ এবে গদাধরদাসরূপে রাজে ॥
 পূর্ণানন্দা গোপী য়েহ বলদেব-প্রিয়া ।
 বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া ॥

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানী ।
 কবিরাজ সদাশিব প্রকাশ অধুনা ॥
 পূর্বে ভক্তাসখি এবে শঙ্কর পণ্ডিত ।
 যেহ তাকো পালি দৌহ ব্রজে অবস্থিত ॥
 এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দৌহরূপে ।
 দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসীধর স্বরূপে ॥
 কার্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ ।
 প্রভুর যে প্রিয় গুণ নাহি যার শেষ ॥
 স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী ।
 চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী ॥
 রাধাকৃষ্ণগুণলীলা কেহ যদি বর্ণে ।
 রসভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে ॥
 প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরধেন ।
 তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন ॥
 কেহ কহে শ্রীবিলাসী রূপ তেঁহ হন ।
 শ্রীরাধারে যেহ কলাবিলাস শিখান ॥
 বেশরচনার পটু যেহ চিত্রাসখী ।
 বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী ॥
 চম্পকলতিক। রাধাসুখের বিলাসী ।
 রাধাবপণ্ডিত তেঁহ গোবর্দ্ধনবাসী ॥
 ভক্তিরত্নপ্রকাশ নাম গ্রন্থ চমৎকার ।
 বর্ণিয়া করিলা যেহ ভক্তির প্রচার ॥
 সর্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতি ।
 তেঁহ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি ॥
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয় ।
 বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধি উপাদেয় ॥
 ইন্দুলেখা সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয় ।
 শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রজচারী-নামধেয় ॥
 রত্নদেবী সুরদিনী ভট্টগদাধর ।
 সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাক্ষিকর ॥
 কানীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা যেহ পূর্বে ।
 ঘনিষ্ঠা শ্রীরাধাবপণ্ডিত যেহ এবে ॥
 ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাড়াবস্ত্র লঞা দেন ।
 হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান ॥
 গুণমাল তাঁহার ভাগিনী দয়রস্বতী ।
 কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাক্ষে পিরীতি ॥
 রত্নলেখা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেহ ।
 ব্রজে পূর্বে সখী কলাবতী নাম তেঁহ ॥
 শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি ।
 পীতাম্বর যেহ তেঁহ কাবেরী স্মৃতি ॥

সুকেনী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী ।
 মাধব আচার্য্য যশ ধার পৃথীব্যাপী ॥
 ইন্দ্রিয়া রূপসী যেহ শ্রীজীবপণ্ডিত ।
 স্মধুর নামে তুঙ্গবিদ্যাসহ শ্রীত ॥
 তেঁহ বিদ্যাবাচস্পতি শুভদেনীর ।
 সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাক্ষেব প্রিয় ॥
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেখণা ।
 চিত্রাকী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা ।
 কবিচন্দ্র যেহ তেঁহ মনোহরা সখী ।
 সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ যেহ নান্দীমুখী ॥
 প্রহ্লাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে ।
 শিবানন্দসেন দে মহাস্তমতে নহে ॥
 কলকঠি সুরকঠি যে গঙ্করী-আখ্যান ।
 বসু রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান ॥
 কাত্যায়ানী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত-সেন ।
 বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান ॥
 তেঁহ শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন ।
 বীরা নামে দূতী তেঁহ শিবানন্দ সেন ॥
 সর্বগোপীদূতী যেহ সর্বসমঞ্জস ।
 কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণে রসোল্লাস ॥
 ব্রজে বিন্দুমতী যেহ তাঁহার ঘরনী ।
 কবি শ্রীমান কবিকর্ণপুরের জননী ॥
 পূর্বমধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর ।
 প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর ॥
 ব্রজে প্রাণসখী যার নাম রত্নাবতী ।
 এবে তেঁহ গোপীনাথচার্য্য মহামতি ॥
 কৃষ্ণপ্রিয় সে বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর ।
 শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর ॥
 তেঁহ শ্রীমান রূপ নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ ।
 সর্বগুণধাম সর্বজগত আরাধ্য ॥
 গৌরাক্ষের দ্বিতীয় যে কলেবর হয় ।
 যেহ বিনে কলিজীবের কি হৈত উপার ॥
 শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রেষ্ঠা শ্রীরতিমঞ্জরী ।
 তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ মঞ্জরী ॥
 তেঁহ শ্রীমান সনাতন গুণের সাগর ।
 শ্রীচৈতন্য-অভিন্ন তাঁহার কলেবর ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বরাধ্য অমূল্য-রতন ।
 তাহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন ॥
 জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিয়া
 ছদ্মভ মাধুর্য্য ভক্তিরস প্রচারিলা

শ্রীমান্ লবঙ্গমঞ্জরী য়ে প্রকাশ ।
 শিবানন্দ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বাস ॥
 পতিতপাবিন শ্রীগোপালভট্ট য়েহ ।
 শ্রীশ্রীমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণপ্রিয় সেহ ॥
 সমুদ্র গভীর যাব আশ্রয় অগম্য ।
 নিদ্রাহার বিহারাদি দেবধর্ম সাম্য ॥
 কৃষ্ণপ্রেমপঙ্কজা যে প্রেমের রসে ।
 শালগ্রামরূপ তেজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে ॥
 অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ ।
 সাধুগণ কহে য়েহ জনমের বিশেষ ॥
 শ্রীমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান্ ।
 গৌরাজ সর্বত্র যার গৌরাজ-পরায়ণ ॥
 পণ্ডিত সুশাস্ত্র মহাগভীর স্বভাব ।
 শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব ॥
 ব্রজ তেহ শ্রীব্রজমঞ্জরী আর রাগ ।
 চুই রূপে এক দেহ সর্বত্র বিরাগ ॥
 শ্রীমান্ দাস-বঘুনাথ ব্রজে শ্রীবসমঞ্জরী ।
 চৈতন্যকৃপার পুন বাস ব্রজপুরী ॥
 বিরক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্ ।
 কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান ॥
 সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কাবণে ।
 লঙড়হস্তেতে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের বনে ॥
 গোসাঞি জানিয়া বর বাকিয়া রহিল ।
 কৃষ্ণের ব্যামচ জানি সহিতে নারিল ॥
 শ্রীব্রজমঞ্জরী কহে তাঁহারে কহেন ।
 নামভেদে ভাষ্যমতী বাঁহাব আখ্যান ॥
 শ্রীবলভাঅঙ্গ শ্রী শ্রীজীবগোস্বামী ।
 বিলাসমঞ্জরী য়েহ ব্রজে পূর্বনামী ॥
 শত মুখ হৈলে তাঁর গুণ কহা যায় ।
 কিন্তু বিজ্ঞে পারে মো-সবার সাধ্য নয় ॥
 এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী আখ্যান ।
 কহিলাম সাধুজনাব যেমত বর্ণন ॥
 ভৃগুভট্টাকুর তেহ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী ।
 লোকনাথ গোস্বামী শ্রীগীতা যে মঞ্জরী ॥
 কলাবতী রমোন্মাদা গুণতুলা ব্রজ ।
 শ্রীবিলাসকুণ্ডলীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে ॥
 তাঁহা সবার প্রকাশ যে গুণেতে জানিহ ।
 গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব য়েহ ॥
 রাগলেখা কলাকলি রাধাদাসী দুহ ।
 শ্রীশিখিমাহাতি মাধবী ভগ্নী সেহ ॥

পুলিন্দতনয়া মল্লী কালীদাস এবে ।
 শুক্লাব ব্রজচারী যজ্ঞপত্নী পূর্বে ॥
 যাব স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান ।
 কেহ কহে ব্রজচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥
 অন্ন যজ্ঞপত্নী য়েহ জগদীশ হিরণ্য ।
 একাদশী-দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন ॥
 মথুরার কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিক্রী সুনন্দী ।
 তেঁহ কানীমিশ্র বাস নীলাচলপুরী ॥
 মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি ।
 শুভানন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি ॥
 সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্যপার্ষদ ।
 পুরুষকপেতে কবে প্রেমের আশ্বাদ ॥
 নানালীলা করে নানাদেশে অবতারি ।
 লোকিকের ক্রায় রূপ স্বভাব আচরি ॥
 অসংখ্য গণন কহিবারে না পারিয়া ।
 কিঞ্চিৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া ॥
 মহাস্ত য়ে কহে কহে উপ য়ে মহাস্ত ।
 সকলেই গুণসিকু সকলেই শাস্ত ॥
 খণ্ডবাসী নবহরি আদি আর যত ।
 গৌরাজপার্ষদগণ কত শত শত ॥
 সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত ।
 কিঞ্চিৎ কহিল যাহা প্রকাশে মহাস্ত ॥
 শ্রীমান্ কবিকর্ণপুর শিবানন্দ স্মৃত ।
 তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত ॥
 শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা ।
 শিশুকালে যার মুখে পাদাসুষ্ঠ দিলা ॥
 পাদাসুষ্ঠদান-ছলে ভক্তি সঞ্চারিলা ।
 গর্ভে যবে তবে পুত্রীদাস নাম দিলা ॥
 মহাকবি য়েহ মহাকাব্য প্রকাশিলা ।
 শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পু য়ে বর্ণিলা ॥
 নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দৈন্তেতে না কহে
 গুরুনাম নাহি কহে অপ্রকাশ্য যাহে ॥
 শঠ মীমাংসক আর তর্কিকের স্থানে ।
 গোপন করিবে সদা বদাচ না শুনে ॥
 ইতি গৌরগণোদ্দেশ্য কহিল সংক্ষেপে ।
 বৈষ্ণবের গুণগান গাহি কোনরূপে ॥
 শ্রীনাভাজীর মনের আশ্রয় জানিয়া ।
 গৌরগুণ কহিহু কিছু বিস্তার করিয়া ॥

গৌরাঙ্গভক্তগণ, গুণসাগরের কণ,
 ব্রহ্মা শিব না পাবে কহিতে ।
 অস্তুর শক্তি কোথা, পঙ্কুর পর্বত যথা,
 অসম্ভব লভন করিতে ॥
 কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ-পার্বদে ।
 ত্রিঙ্গগতে সুহৃৎভ, প্রেম্যানন্দ অমুভব,
 হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে ॥
 কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিরুপট রীত,
 নির্ম্মৎসর দয়ালু সাগর ।
 অনন্ত শুদ্ধ ভক্তি, মাধুর্য্য পিরীতি বীতি,
 স্বাভাবিক যুগলে সভার ॥
 গৌবান্দে পিরীতি-ভাব, অলৌকিক অসম্ভব,
 কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয় ।
 গৌরাঙ্গভক্ত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত,
 ত্রিঙ্গগতে তুলনা না হয় ॥
 মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসংকীৰ্ত্তন-রব,
 মহানৃত্য গীত-বাক্য আদি ।
 মহারসেব উল্লাসে, আনন্দসাগরে ভাস,
 অক্ষয়লে বহি যায় নদী ॥
 প্রভুর স্বরূপশক্তি, যতেক ভক্তপংক্তি,
 চিদানন্দসন্ধিনী শক্তি ।
 আহাব বিহার যত, সকলি ত্রিগুণাতীত,
 সৎ-চিৎ আনন্দ মুরতি ॥
 প্রভুর ভক্ত বিনে, তাঁর মর্ম্ম কেণ জানে,
 প্রাকৃত বলিয়া অস্তে কহে ।
 শ্রীমূর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রাকৃত মানে,
 তথা মূঢ়জনে দেখে তাহে ॥
 গৌরাঙ্গভক্তগণে, যে জন বিষয়মদে,
 শবণ না লৈল মূঢ়মতি ।
 তার জন্ম বুঝা হৈল, পশুপত জনমিল,
 ফল মাত্র তাহার দুর্গতি ॥
 সাধুবাণী না শুনিয়া, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া,
 দস্তে নানামত আরোপিয়া ।
 নানা বোনি সদা করে, কদর্যা ভঙ্গণ করে,
 হেরি কাঁপে কৃষ্ণদাস হিয়া ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গপার্বদস্বরূপবর্ণনঃ
 তৃতীয়-মালা ॥

চতুর্থ মালা ।

দ্বাদশমহাভাগবতাদি চরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতচন্দ্র জয় গোবিন্দজুবন ॥
 জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীশ্রী গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
 দ্বাদশ মহাস্ত ভাগবত আদি কথা ।
 শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা ॥

(দোহা —মূল হিন্দী)

বিধি নাবদ শঙ্কর সন কাদিক কপিল দেবমুদ্রপ ।
 নরহরিদাস জনক ভীষ্ম বলি শুক মুণিধর্ম্ম স্বরূপ ।
 অন্তরঙ্গ অমৃতর হবিজ্ঞাজ জো ইনু কোষশ গাঠৈ ।
 আদি অন্তলো মঙ্গল তিনকে প্রোতা বক্তা পাঠৈ ॥
 অজামীল পবনক যহ নির্গৈ পবন ধর্ম্মকো জান ।
 ইনু কি রূপা ঔব পুনি সমুখে দ্বাদশ ভক্তপ্রধান ॥

(চীকা হিন্দী)

দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্তরাঙ্গ কথা ভাগবত
 অতি সুখদাই নানাবিধি কাঁব গায়ে হৈ ॥
 শিবজীকি বাত এক বহবা ন জ্ঞানৈ কোউ
 শুনি সরসানে তিয়ে ভাব উব ঝায়ে হৈ ॥
 সীতাকে বিয়োগ রাম বিকল বিপিন দোঁধ
 শঙ্কর নিপুণ সতীবচন শুনায়ে হৈ ।
 কৈশে যে প্রবীণর্দশ কোতুকো নবীন দেখো
 মনেউ করত অঙ্গ বৈসেতি বনায়ে হৈ ॥
 সীতাকে স্বরূপ বেশ লেশহঁ ন ফেরফার
 রামজু নিহারি নেকু মনমে ন আই হৈ ।
 তব্ ফিবি আরকৈ শুনার দই শব্বকো
 অতি দুখ পায় বহুবিধি সমুঝাই হৈ ॥
 ইষ্টকো স্বরূপ ধরো তাতে তন পবহারো
 পরো বড়ো শোচ সতি অভিতবমাই হৈ ।
 ঐসে প্রভুভাবপগে পোখিনমে জগমগে
 লাগে মোকো প্যারে রহ বাত রিঝি গাই হৈ ॥

চলে মগ জাও উভে ধরে শিব দীঠি পবে
করে পরণাম হিরে ভক্তি লাগি প্যারী হৈ ।
পারবতী পুঁছে কিরে কোনকো জু-কহো মোসো
দিশউ ন জন কোউ তবলো উচারি হৈ ॥
বরষ হাজার দশ বিতে তাঁহা ভক্ত ভরো
নরো ঔর হৈসেই দুজে ঠোর রীতে ধারী হৈ ।
শুনিকে প্রভাব হরিদাসনসো ভাব বড়ো
রহো কৈসে জাত চড়ো বঙ্গ অতি ভারী হৈ ॥

• অস্তার্থঃ ।

দ্বাদশভক্তরাজকথা জাগবতে গায় ।
তাহে শিবজীর এক কথা শুহ হয় ॥
ভক্তিপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে ।
যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাঢ়য়ে ॥
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিরোগে ।
বিকল দেখিয়া শিব ব্যস্ত সতী-আগে ॥ :
কৌতুকে পার্কতী সীতারূপ ধরি আইলা ।
রামচন্দ্র তার পানে ফিরি না চাহিলা ॥
ফিরি আসি মহাদেব হাসিয়া কহিলা ।
তাহা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা ॥
দেহত্যাগ কবি পুন দেহান্তর ধর ।
ইহা শুনি স্মৃচ মনে কিবা যুক্তি কর ।
এ প্রশ্ন হয়ে কোন শাস্ত্র-অভিমতে ।
যেহেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্ঞতে ॥
এক গ্রামস্থান দেখে আকাশে চলিতে ।
দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে ॥
নামিয়া প্রণাম কবে গদগদ-ভাব ।
সতী কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে ॥
তঁহ কহে বৈকুণ্ঠাদি তুল্য এই স্থান ।
অমৃত বৎসর পূর্বে ছিল এক মহান্ ॥
আর এক বৈষ্ণবস্থিতি ভবিষ্যৎস্থানে ।
প্রণাম করিলা বহুসহস্র নমনে ॥
হরিদাসের প্রভাব শুনি গিরিশনন্দিনী ।
রজ চড়ি গেল চিতে অদ্ভুত কাহিনী ॥

—

শ্রীঅজামিলজীউ ।

(ঢাকা হিন্দী)

ধরো পিতৃ মাতৃ নাম অজামীল সাচো ভরো
কিরো অজামীল ছোটী তিরা শূন্যজাতকী ।

কিরো মদ্যপান সো শয়ান গৃহি দূরি ডাডো
মারো তন বাহি সো জুকীনো লেকে পাতকী ॥
করি পরিহাস কাহ দুষ্টনে পাঠারো সাধু
আর গৃহ দেখি বুদ্ধি আর গই সাতকী ।
সেবা করি সাবধান সন্ননি বিদ্যার নিরো
নাবারণ নাম ধরো গর্তবাল বাতকী ॥
• আর গহো কাল মোহজালমে লপটি রহো
মহাবিকরাল যমদুতছ দিখাইয়ে ।
বহি স্মৃত নারায়ণ নাম জাকুপা কৈ দিরো ।
লিরো সো পুকারি শুর আরতি শুনাইয়ে ॥
শুনতহি পারবন আরে বাহি ঠোর দোরি
তোবি ডারে পাশ কহো ধর্ম সমুঝাইয়ে ।
হারলো বিড়ারে জায় পতিপৈ পুকারে কহি
শুন বজমারে মতি জালো হরি গাইয়ে ॥

অস্তার্থঃ ।

অজামিল নাম এক-ব্রাহ্মণ-কুমার ।
সর্বধর্মবহিস্কৃত অধর্ম অপার ॥
গোব্রাহ্মণসহস্রা মদ্যপ মাংসানী ।
ব্যাধের আচারে করে হত্যা রাশি রাশি ॥
গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেস্তা-সনে বনে বাস ।
তাহে চারি পুত্র এক গর্তেতে নিবাস ॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা ।
অজামিল আতিথের ছুটে কহি দিলা ॥
অহো অজামিলের জ্ঞান উন্মূখ হইল ।
ভাগবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল ॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল ।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল ।
সাধু পরদুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল ।
তাহার মজল কিছু মনে বিচারিল ॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহার না লবে ।
কেমতে এহেন পাপী উদ্ধার হইবে ॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা ।
বিনয়ে বেস্তার স্থানে কহিতে লাগিলা ॥ :
ভোজন করাঞা মোরে তুষ্ট কৈলে বেবা ।
তেমতি আমার এক নেহারো রাখিবা ॥
তোমার গর্তেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে ।
নারায়ণ বলি তার নামটী রাখিবে ॥
বেস্তা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগিব ।
ভাল ভাল ঐ দায় অবশ্য রাখিব ॥

হাস্তরূপে সে দিন হৈতে সেই নাম দিল । *
 সাধুদর্শনসুখা বিধাতা সিঞ্চিল ॥
 কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল ।
 পিতার প্রিয়তমদেহ পীড়িত আছিল ॥
 নারায়ণ হেতু পুন নারায়ণ নাম ।
 ছই করে লয়ে পুত্রে রাখে অবিরাম ॥
 মৃত্যুকালে যমদূত পাশদণ্ড লঞা ।
 ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিঞা ॥
 ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ ।
 - সর্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন ॥
 শ্রামলসুন্দর ছই বৈকুণ্ঠের দূত ।
 হা হা হরি-ভক্তে দণ্ডে এ কি অদভূত ॥
 বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে ।
 গদ্য আর প্রহার আর তাড়নভৎসনে ॥
 অস্ত দস্ত কার কার হস্ত পাদ ভাঙ্গি ।
 কহিতে লাগিলা ওরে মৃত্যুভি চক্ষি ॥
 নিম্পাপ নিৰ্গুণ অজামিল মহামতি ।
 এহেন জনেরে দণ্ড কি তোরা শক্তি ॥
 ধর্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও ।
 অপমান কর আর পাগীরে ছুটাও ॥
 তেঁহ কহে তোরা ধর্মরাজ কি এমতি ।
 ধর্ম তো সে নাহি জানে অহঙ্কার মতি ॥
 জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে ।
 তারে পাগী কহে তবে কি ধর্ম সে জানে ॥
 ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া ।
 কাঁদিয়া কহরে দণ্ড পাশ আছাড়িয়া ॥
 কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার ॥
 ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর ।
 ধর্মরাজ কহে দূত কি অন্তায় হৈল ।
 দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল ॥ *
 অজামিল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ ।
 তোমা লভি তারে লৈয়া গেল কোন্ দেশ ॥
 কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয় ।
 পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অমুখায় ॥
 হেনকালে ছই মহাপুরুষরতন ।
 নবধন যিনি রুচি কমল-নয়ন ॥
 আসি মাত্র কৈল তার বন্ধন-মোচন ।
 মো-সত্য গতি এই দেখ বিস্তমান ॥

ইহা শুনি ধর্মরাজ হর্ষভয় পাইল ।
 কণকাল মোনে শুক হইয়া রহিল ॥
 কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ স্বরভেদ
 প্রেমের বিকার হৈল নানামত হে দ ॥
 ধৈর্য্য হৈয়া কহে রাজা গিয়াছিল কোথা ।
 কি কার্য্য করিলে বাপু ধাঞা মোর মাথা ॥
 হের আইস শুন কহি অতিশয় কথা ।
 প্রভুর নাম লৈল, কেনে গিয়াছিলি তথা ॥
 ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিলাস ।
 তাঁর নাম লৈল সেই মুঞি যার দাস ॥
 কোটা কোটা মহাপাপ অতি পাপ হয় ।
 অগ্নিযোগে * তুলাবাশি যৈছে ভস্ম হয় ॥
 ইহা শুনি দূতগণ চমৎকারচিত্ত ।
 অনিমিধে রহে যেন পুতলিকা চিত্ত ॥
 ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্মবাজভাগে ।
 হেন যদি তবে কেন না কহিলে আগে ॥
 তোমাব প্রভুব জনে কিবা রীতি হয় ।
 তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায় ॥
 হরিনামগুণকথা যথায় শুনিবে ।
 তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে ॥
 নমস্কার করি তথা দ্বপথে যাবে ॥
 মুঞি তাঁবে নমস্কারি কারমন-রবে ।
 মোব বাক্য না শুনিলে পাবে অমৃত্যুতাপ ।
 দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ ॥
 শ্রীল নাভাজীব এই তাৎপর্য্য অর্থ ।
 কৃষ্ণদাস কহে যাব পদরজস্বার্থ ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো

যহাঁ নারায়ণপারষদ ॥

বিষকুসেন জয় বিজয় এবল বল মঙ্গলকারী ।

নন্দ সুন্দর সুভদ্র ভদ্র জগ-আমর-হারী ॥

চণ্ড প্রচণ্ড বিনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয় ।

শীল সুশীল সুসেন ভাবভক্তন প্রতিপালয় ॥

দাম্য পতি-প্রীণন প্রবীণমহ

ভজনানন্দভক্তনি হৃদ ।

মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো

যহাঁ নারায়ণপারষদ ॥

অস্তার্থঃ ।

অস্তার্থঃ ।

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পারিষদগণ ।
 তাঁহাদের শ্রীচরণে রহি চিত্ত-মন ॥
 বিষক্সেন জয় বিজয় প্রবল আর বল ।
 নন্দ সুন্দ ভদ্র সুভদ্র মঙ্গল ॥
 চণ্ড প্রচণ্ড শুভ করুণানমিত ।
 কুমুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত ॥
 শীল সুশীল ভক্তপালক সুসেন ।
 লক্ষ্মীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন ॥
 মোক্ষপারিষদ প্রভুর মহা-অনুভব ।
 সনকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব ॥
 জয় বিজয়েব প্রতি প্রতিকূলভাব ।
 যুদ্ধবস নহে বিনে সমান বৈভব ॥
 নিজ-পারিষদ-সনে সরস কোতুক ।
 অঙ্গহায়াসনে যেন খেলয়ে বালক ॥
 তিনজন্ম পবে নিজ আলয়ে আনিয়া ।
 নিত্যপ্রেমানন্দরসে রাখে ডুবাইয়া ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

হরিবল্লভ সব প্রাবথো
 যিনি পদরজ-আশা ধরি ॥
 কমলা গরুড় সুন্দর আদি
 ষোড়শ প্রভুপদরতি ।
 হনুমন্ত জাম্ববন্ত সুগ্রীব
 বিভীষণ শবরী জগপতি ॥
 ঐব উদ্ধব অশ্বরীষ বিহর অক্রুব সুদামা ।
 চন্দ্রহাস চিত্রকেতু গ্রাহ গজ পাণ্ডবনামা ॥
 কোষাবব কুন্তাবধু পট ঐক্যত লজ্জা হরি ।
 হরিবল্লভ সব প্রাবথো যিনি পদবজ্র আশা ধরি ॥

(টীকা হিন্দী)

হরিকে যে বল্লভ হৈ তুল্লভ ভুবনমাক্ষ
 তিনহিকি পদবেলু আশা জিয় করি হৈ ।
 যোগী যতি তপা তাসো মেরো কছু কাজ নাহি ।
 শ্রীতিপরভাতি রীতি মেবো যতি হাব হৈ ॥
 কমলা গরুড় জাম্ববান সুগ্রীবাদি সর্ব
 আদরূপ কথা জাকি পোখিনমে ধরি হৈ ।
 প্রভুসো সচাই ভগ কীরতি চলাই অতি
 মেয়ে মন ভাই সুখদাই রসভরী হৈ ॥

হরির বল্লভ যেই জগততুল্লভ ।
 বাহার চরণরজে সর্বার্থ সুলভ ॥
 সেই বজ্র-আশা-মাত্র করি অবিরাম ।
 যোগী যতি তপী সনে নাহি কিছু কাম ॥
 ভক্তপদরজমাত্র অর্থ করি মানি ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখানি ॥
 কমলা গরুড় জাম্ববান সুন্দাদি ।
 ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি ।
 হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ অশ্বরীষ ।
 জগপতি শবরী ঐব গ্রাহ গজ-ঈশ ॥
 উদ্ধব বিহর অক্রুব চন্দ্রহাস ।
 সুদামা চিত্রকেতু বাব হুদে হরিবাস ॥
 পাণ্ডব কুন্তাবধু গ্রাহ কোষাবব নামী ।
 যা সভার শ্রীচরণ অগতির স্বামী ॥
 বেদে গায় যাব কীর্তি কবির বাখান ।
 ভুবনপাবন হয় যাব গুণগান ॥

হনুমানজী ।

(টীকা হিন্দী)

রতন অপার সাব সাগর উদার কিরে ।
 লিয়ে হিত চায়কে বনার মালা করি হৈ ॥
 সব সুখসাজ রঘুনাথ মহারাজজুকে
 ভক্তসো বিভীষণজু আনি ভেট ধরি হৈ ॥
 সভাহিকি চাহ অবগাহ হনুমান গরে
 ডারি দই সুধি ভই যতি অরবরী হৈ ।
 রামু বিহু কাম কোন কোরি মণি দৌনে ডারি
 খোলি ভগ নামহি দিখায়ো বুদ্ধি হরি হৈ ॥

অস্তার্থঃ

হনুমান কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি,
 পরম উদার মহাশয় ।
 জগতের পূজ্যতম, যার স্নেহই মনকাম,
 যার নামে সর্বসিদ্ধ হয় ॥
 রামচন্দ্র-প্রিয়তম, জগতের অভিরাম
 উদারমহত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ।
 বত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন,
 শ্রেষ্ঠমধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ ।

তরু-প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত বাহার কাম,
 তার মধ্যে শুন এক কথা ।
 ত্রিত্ববনে সবে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে,
 দেব-নর গার যেই গাথা ॥
 বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর তার প্রজা,
 তার স্থানে লয়া সারমণি ।
 অহুরাগে হার গাধি, রামচন্দ্র প্রাণপতি,
 গলে লয়া দিল ধন্য মানি ॥
 রামচন্দ্র হার লয়া, চারিপানে দেখে চায়া,
 ভাবে কোথা মোর হনুমান ।
 সুগ্রীবাদি বত জন, সবে ভাবে মনে মন,
 'না জানি কে প্রসাদভাজন ॥
 তবে হনুমান-গলে, অমূল্য রতনমাণে,
 পরাইয়া হরিষে নিরখে ।
 হার পায়া মহাশয়, আনন্দে মগন হয়,
 ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে ॥
 রামনাম নাহি দেখি, মনে হৈলা মহাদুঃখী,
 প্রভু মোরে একি বিড়ম্বিল ।
 পুনঃভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে নাম,
 একটা মণি দশনে ভাঙ্গিলা ॥
 ভাঙ্গিয়া নিরখে পুন, না দেখিয়া বামগুণ,
 পুন ভাঙ্গে পুন না দেখয়ে ।
 এইমত কটমটে, ভাঙ্গি ডারে ক্রিতিতটে,
 প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে ॥
 আরে বৎস হনুমান্ কি তোমার বিবেচন,
 হেন দ্রব্য হেলার ডারিলে ।
 হনু কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভা,
 রাম নামবিহীন বিকলে ॥
 পুন চক্ষু মুখ কর, দেহ ত তোমার হয়,
 অস্থিচর্মমাংসময় মাত্র ।
 তাহে রামনাম কোথা, তবে কেন ধর বৃথা,
 কি বিচারে কর নাম মিত্র ॥
 ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ,
 নখে ধরি ফাড়ে বক্ষস্থল ।
 তারকব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম,
 'অস্থি-সন্ধি অঙ্কিত সকল ॥
 জনকমলিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা,
 রঘুশশিমুখপানে চাহে ।
 হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ,
 ছনয়নে জলধারা বহে ॥

হন গুণ আত্মোপাস্ত, সগুরিয়া স্নেহবস্ত,
 শোকে মোহে অকৃত্রিম জানী ॥
 প্রিয় প্রতিক্রোধ মান, হনুমানে কিবা দান,
 প্রত্যাশকাব কি করিলে জানি ॥
 তবে দয়াময় স্নেহে আলিঙ্গিয়া হনুদেহে,
 প্রভু ভৃত্য দৌহে অচেতন ।
 সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্বগণ,
 জয় জয় করে ঘনে ঘন ॥
 হনুমতে ঘোড়করে, হর্ষ স্তুতি নতি করে,
 ধন্য ধন্য করয়ে জগতে ।
 মুক্তি দীনহীন অতি, ভক্তি-বঞ্চিত মতি,
 পদযুগ ধর মোর মাথে ॥

শ্রীবিভীষণজী

(টীকা হিন্দী)

ভক্তি যো বিভীষণকি কহে ঐশে কোন জন
 ঐশে কছু কহি জাও শুনো চিত লাগকে ।
 চলত জহাজ পরি অটক বিচার কিয়ো
 কোউ অঙ্গহীন নর দিয়ো লে বহারকে ॥
 যায় লগো টাপু তাহি বাক্সনি গোদ লিয়ে
 মোদভরি বাজাপাস গয়ে কিলকায়কে ।
 দেখত সিংহাসনতে কুদি পবে নৈন ভবি
 য়া হিকে অকাব রাম দেখে ভাগ পায়কে ॥
 রচি সো সিংহাসনতৈ প লৈ বৈঠায়ে তাহি ছিন
 বাক্সিনি রির দেত মানি শুভ ঘরী হৈ ।
 চাহত মুখারাবন্দ অতিহি আনন্দভরি
 ঢবকত হৈ নৈন নার টেক ঠাটো ছড়ি হৈ ॥
 তউ ন প্রসন্ন হোত ছিন ছিন ছিন জোতি
 হুজিয়ে কুপাল কহো মেবি মতি ডরি হৈ ।
 করো সিন্দুপার মোরে রহি সুখসার দিয়ে
 রতন অপার লাএ বাহি ঠোর ফিরি হৈ ॥
 রামনাম লিখি শীষমধ্য ধরি দিয়ো থাকে
 য়হি জলপার করে তার সাচো পায়ে হৈ ।
 তাহি ঠোর বৈঠো মানো নরো ঔর রূপ ভরো
 গরো যো জহাজ সোই ফিরি করি আয়ো হৈ ॥
 লিয়ো পহিচানি পুছো সবসো বখান কিয়ো
 হিয়ো হলসায়ো শুনি বিনৈকে চটায় হৈ ।
 পরো নীর কুদি নেকু পাপ ন পরশ করো
 হরো মন দেখি রঘুনি ধনাম ভায়ো হৈ ॥

অন্তর্ভুক্তঃ ।

বিভীষণ মহারাজ, অতুলন ভক্তমাঝ,
মহিমার বর্ণন না হয় ।
ভাই বন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করি ত্যাগ,
শ্রীচরণ করিলা আশ্রয় ॥
শ্রীপুরুষ ছইজন, সেবে রাজ্য শ্রীচরণ,
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে ।
সরমা শরণাভাবে, ঠাকুরাণীর পদ সেবে,
আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে ॥
যারে মৈত্র্যভাব করি, আলিঙ্গন করে হরি,
নিজহস্তে রাজ-অভিষেক ।
শ্রীহস্ত বুলায়ে আশ্র, পিরিতি কোতুকরকে,
বরদান করিলা অনেক ॥
ভক্তির চমৎকার, নাহি যার পারাবার,
তাঁহে এক অপক্লপ স্তম্ভ ।
এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যার,
চরে লাগি আটকিল পুন ॥
জাহাজ-উপরে কেহ, আছে হীন অঙ্গ দেহ,
সিকুজলে তারে ডারি দিল ।
অন্নবুদ্ধি সদাগর, শ্রেয় হেতু ডারে নর,
ভাসি ভাসি লঙ্কার লাগিল ॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে, এ কি জন্তু ভাবে মনে,
খিল খিল হাসয়ে সবাই ।
কৌতুকেতে সবে তাঁর, উঠাইয়া লয়া করে,
রাজা আগে রাখে লয়া য'ই ॥
রাজা চমকিত মন, যেন দরিদ্রের ধন,
লক্ষ দিয়া উঠাইয়া লৈল ।
রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি,
দেহ অশ্রু পূলকে ভরিল ॥
রত্নসিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি,
তলে করে চরণসেবন ।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে,
চমকিত নিশাচরণ ॥
স্বর্ণ-আশা করে লয়া, চিবুকে ঠেকনা নিয়া,
দূরে দাঙাইয়া মুখ হেরে ।
মর-চিতে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি,
কান্দিয়া কহয়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কুপানু হইয়া মোরে, দেহ লয়া সিকুপারে,
সেই বহু রত্নলাভ মোর ।

বাহুফুর্তি হয়া রাজা, পাইয়া ঈশ্বর লজ্জা,
ভৃত্য কহে দেহ করি পার ॥
রামনাম লিখি শিরে, ফেলে সমুদ্রের নীরে,
যে নৌকার ভব হয় পার ॥
হেনই সময় পুনঃ রামনামের কিবা গুণ,
আইল সেই নৌকা পুনর্বার ॥
সদাগর প্রোমে ভরি, বরয়ে নরনে বারি,
উঠাইয়া পুছে সমাচার ।
ভক্তরাজ-গুণকথা, নামের মহিমা তথা,
প্রেমামনে কহে তবে নর ॥
অহো সাধুসঙ্গ গুণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুন,
তৎক্ষণাৎ ভক্তিরত্ন-লাভ ।
পশুসম যে আছিল, কণমাত্র সাঙ্গ হৈল,
আপনি তরিল আর তরাইল সব ॥
অতএব শ্রুতি শ্রুতি, আগম পুরাণ আদি,
ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে ।
বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হরি-অম্বরাগ ধর,
[ইহা বিহু আর কিছু নহে ॥
নাভাজীর শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ,
করি এই অভিলাষ মনে ।
বৈষ্ণবের গুণগান, করিব অমৃতপান,
জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে ॥

শ্রীশবরাজী ।

(টীকা হিন্দ)

বনমে রহত নাব শবরী কহত সব
চহতি টহল সাধু তন নানতাই হৈ ।
রজনীকে শেষ ঋষি আশ্রম প্রবেশ করি
লকরীন বোঝ ধরি আবে মন ভাই হৈ ॥
হাইবেকো মগ কারি কাকরিন বিনি ডারি
বোঁগি উঠি বাই নেক জাতি ন লখাই হৈ ॥
উঠত সবার কহে কোন ধোঁ বহারি গুরো
ভরো হিরে শোচ কোউ বড়ো সুখদাই হৈ ॥

অন্তর্ভুক্তঃ ।

পঞ্চবটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা ।
মহাভাগ্যবতী তেঁহ ব্রজগতে বস্যা ॥

শ্রীরামচরণে যার দৃঢ়ভক্তিযতি ।
 অতএব সাধু মহাপূজ্য মহাত্মী ॥
 অপূৰ্ণ তাহার কথা শুন দিয়া মন ।
 যাহার শ্রবণে সৰ্বপাপবিমোচন ॥
 বনমধ্যে কৃষ্ণভক্ত সাধু মুনিগণ ।
 তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন ॥
 বন হৈতে শুককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে ।
 আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে ॥
 নদী যাইবার পথ বোহারি করয় ।
 কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারয় ॥
 প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে ।
 কেবা পথ বাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে ॥
 একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল ।
 দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লয়া শবরী আইল ॥
 ধরিয়া তাহারে সবে চৌদিকে বেড়িল ।
 জ্বাসে মুখ হেঁট করি কাঁপিতে লাগিল ॥
 ঋষিগণমধ্যে কেহ হারভক্ত ধীর ।
 ভক্ত-মৰ্ম জানে মহা পণ্ডিত গম্ভীর ॥
 সাধুসেবামতি দেখি আর্জ হইলা চিত ।
 রামনাম দীক্ষা দিলা করিয়া পিরীত ॥
 যত যত ছিল তথা বহির্গুণগণ ।
 জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জন ॥
 তেঁহ কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান ।
 বৈকুণ্ঠের জাতিবুদ্ধি করি শ্রেষ্ঠ মান ।
 তথাচ না বুঝি তাঁরে অসংগ্রহ কৈল ।
 মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল ॥
 শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল ।
 শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
 তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে ।
 মোরে পরজোক বাইতে হইল এখনে ॥
 রামচন্দ্রের আগমন আত্মোপাস্ত লীলা ।
 উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা ॥
 দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিলা ।
 শবরী গুরু শোকে কাতর হইলা ॥
 এতদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যাষে ।
 স্নানকালে শবরীও গেলা এক পাশে ॥
 মুনিদিগের ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী ।
 ইহা বলি ভৎসনা করিলা কটু বাণী ॥
 ভক্ত অপরাধ পূর্বে হৈতে এবে দেখ ।
 ক্রমে নানা ভিন্ন যতি হৈল নানা দৃশ্য ॥

তৎকর্ণাৎ নদীর জল হৈল রক্ত প্রায় ।
 কুমি কীট হৈল দেখি উঠিয়া পলায় ॥
 তথাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 বলে হায় জল কেনে হইল এমন ॥
 পত্রের কুটীর এক যোপড়া বান্ধিয়া ।
 শবরী রহেন রামচন্দ্র-পথ চায়া ॥
 তৃষিৎ চাতকী যেন মেঘ-আগমন ।
 প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন ॥
 বনমধ্যে ফলমূল আনে বহু দৃশ্যেণ
 মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব, বণি রাখে ॥
 চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে ।
 যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে ॥
 শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল ।
 কথোদিন পবে প্রভু আগমন কৈল ॥
 দয়ার সাগর বাম বন প্রবেশিয়া ।
 প্রথমেই ডাকি মোর শবরী বলিয়া ॥

অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি,
 আব তাহে স্নেহের সহিত ।
 শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি,
 কর্ণ পাতি রহে চমকিত ॥
 চারিদিক্ পানে চায়, উন্নত পাগলী প্রায়,
 শুভ্র যেন দাওয়া রহিল ।
 হেন কালে দয়াময়, স্নেহে নেত্রে ধারা বয়,
 তথা আসি উপনীত হৈল ॥
 চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, অনিযিত নয়নে চায়,
 রামরূপে ডুবিল হৃদয় ।
 ক্রমে উঠি নানা ভাব, সুধাজিনি প্রেমার্ণব,
 রোমাঞ্চাদি দেহেতে ব্যাপয় ॥
 প্রভু-ভূত্যে দৌহে কান্দে, দৌহাপ্রেনে দৌহা বান্ধে,
 দুহু জনে স্থির নাহি থাকে ।
 শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দৌহাকার,
 তেঁহ পুন ফুল ফুলি কান্দে ॥
 তবে স্থির বান্ধি মান, সেই ফলমূল আনে,
 আনন্দের আজু সীমা নাই ।
 উজ্জিষ্ট শুকুনা ফল, ভাঙ্গা মৃৎ-পাত্রে জল,
 পত্রাসন রচিল তথাই ॥
 দয়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অমুজানন্দ,
 বৈসে সেই কুটীরদ্বারে ।
 অমৃতের স্বাদুপ্রায়, সেই ফল জল খায়,
 কিবা ভক্তবৎসল ঠাকুরে ॥

শ্রীকামেশ অঙ্গরা নাচে, দুন্দুভিবাজন বাজে,
 পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয় ।
 অহো কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেমমুখাধুরী,
 ধন্ত ধন্ত শবরী যে হয় ॥
 শ্রীক্ষণসমূহগণ, দেখি প্রভুর আচরণ,
 কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন ।
 কল্পী জানী নানা জন, নাহি ভক্তিরসজ্ঞান,
 তারা কহে এ কি বিবরণ ॥
 তার মধ্যে ভক্তিধর্ম, যে জানে পরমধর্ম,
 তার মন উল্লাসিত হৈল ।
 জাতিপাতি পণ্ডিত্যদি, ধিক্ ব্রহ্মসতকৃতি,
 ইহা বলি নাচিতে লাগিল ॥

নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে ।
 জল রক্ত কুমি হৈল কিসের কারণে ॥
 মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জানি ।
 আচম্বিতে একদিন হইল অমনি ॥
 সর্ষঙ্গের শিরোমণি পরম ঈশ্বর ।
 শবরীহেলায় হৈল কহে পূর্বাপর ॥
 তখন বুঝিল সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 শবরীরে স্তুতি নতি করয়ে বাধান ॥
 রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল ।
 জলে স্পর্শ কৈলে জল হইবে নির্মল ॥
 তবে মুনিগণ সবে শবরীরে লগ্না ।
 জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়া ॥
 তৎক্ষণে নদীর জল নির্মল হইল ।
 মহাতীর্থ হৈল মহামাহিমা বাড়িল ॥
 প্রভু ছলে নিজভক্ত-মহিমা দেখাইল ।
 শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল ॥
 অতএব বেদের যে সিদ্ধান্ত যুক্তি ।
 যবন চণ্ডালকৃষ্ণভক্তে করে নতি ॥
 কৃষ্ণভক্ত সেবে যেই নিরুপট মন ।
 কৃষ্ণদাস মাগে তার চরণে শরণ ॥

খগপতি জটায়ু ।

(টীকা হিন্দী)

জানকী হরণ কিয়ে রাবণ মরণকাজ
 তনি সীতাবাগী খগরাজ দৌড়ি আয়ো হৈ ।
 বড়িয়ে লড়াই লীন দেহ বারি কোরি দীন
 এখাণে রামমুখ দেখেবো স্মারো হৈ ॥

আএ আপ গোরা সীস ধারি দৃগধারী নীচো
 দেই স্মৃতি দেই গতি তনহু জরায়ো হৈ ।
 দশরথতাত মানি কিয়ে জলদান বহ
 অতি সনমান নিজরূপ ধাল পায়ো হৈ ॥

অস্বার্থঃ ।

শ্রীজানকী জগন্নাথ হুট্টায়া রাবণ ।
 হরি লগ্না যায় করি রথ আরোহণ ॥
 রাম রাম বলি মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে ॥
 রামচন্দ্র-মহিমো ত্রি-জগতের মাতা ॥
 রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা ॥
 ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া ।
 প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুকার করিয়া ॥
 কে রে ছুই থাক্ থাক্ এতেক যোগ্যতা ।
 মুঞি বর্তমানে মোর লগ্না যায় মাতা ॥
 আজি তোরে সমালয়ে পাঠাব নিশ্চয় ।
 ইহা বলি এক পক্ষ আঘাত করয় ॥
 শ্রীরামভক্ত তাণে কে জিনিতে পারে ।
 কিন্তু তার বধ্য নহ সে হেতু না মরে ॥
 পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর ॥
 জন্তগতি যায় পুন হইয়া সোসর ।
 পুনর্বার খগরাজ রথের সহিতে ।
 ওষ্ঠ বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে ॥
 গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈছ প্রমাদ ।
 গিলিলু জানকী সহ বড় বিসম্বাদ ॥
 ইহা ভাবি কণ্ঠ হৈতে উগারিয়া ডারে ।
 নানা অস্ত্র শেগ শূল রাবণিয়া মারে ॥
 এইমত মহাযুদ্ধ হৈল দুই জনে ।
 জটায়ু পক্ষ কাটি চলিল সদনে ॥
 স্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে ।
 শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ ত্যজিবারে ॥
 প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নাহি জটায়ুর ।
 এ দুঃখ সিংহের ভার হরণে কুর ॥
 কথোক্ষণে শ্রীরামের দেখি শ্রীবদন ।
 কহিতে নারিলা সব ত্যজিলা জীবন
 পক্ষরাজ মহামতি দশরথের সখা ।
 পিতার বিরোগ-শোক মনে দিল দেখা ॥
 কান্দেন শ্রীরাম জটায়ুরে কোলে করি ।
 বিলাপ করিয়া কত ফুকারি ফুকারি ॥

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

পিতৃকর্ম স্মারি ক্রিয়া লৌকিক করিয়া
ভক্তরাজ ভাগ্যবান্ বৈকুণ্ঠে চলিয়া ।
তাঁর পদরজে মুক্তি লুট বারে বার ।
এ জন মাগয়ে মাত্র সেই ধন সার ॥

অম্বরীষ মহারাজা ।

(টীকা হিন্দী)

অম্বরীষ ভক্তকি জু রীশ কোউ করৈ ঔর
বড়ো মতিবোর কোহ জাত নাহি ভাষিয়ে ।
দুর্কাসা ঋষি সীধ শুনি নহি কাহ সাধু
মানি অপরাধ শির জটা খেচি নাখিয়ে ॥
লেই উপজাই কালকৃত্য বিকরালরূপ
ভূপ মহাধীর রহে ঠাটো অভিগাষিয়ে ।
চক্রহুঃখ মানিকৈ কৃণাহুতে রাখ করি
পরী ভীর ব্রাহ্মণকো ভাগবত সাখিয়ে ॥

অস্তার্থঃ ।

অম্বরীষ মহারাজার সম্যক প্রকারে ।
গুণবশ মহিমা যে চাহে কহিবারে ।
উন্মাদ বাউল সেই বাঙন হইয়া ।
চান্দ ধরিবারে চাহে হাত বাড়াইয়া ॥
আপন পবিত্র হেতু কিঞ্চিৎ মহিমা ।
গাঙ বাহা করি তেজি অন্তর গরিমা ॥
কৃষ্ণভক্তজনের দেখ মহিমা প্রচণ্ড ।
দুর্কাসা অপরাধী হুয়া ভ্রমিল ব্রহ্মাণ্ড ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিনা রাখিতে ।
রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে ॥ .
অভেব বৃন্তান্ত তাঁর শুন মন দিয়া ।
বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া ॥
মহান্ ভগবী ঋষি দুর্কাসা মহর্ষি ।
বাদশার প্রত্যুবে অতিথি হৈলা আসি ॥
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা ।
শিষ্যসহ মূনিবর স্থান হেই গেল ॥
অভূক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল ।
বাদশীর অন্নকণ পারণের কাল ॥
বিচার করিয়া মনে জলবিন্দু খাইলা ।
হেন কালে ঋষি আসি বৃন্তান্ত জানিলা ॥

ভক্ত

ক্রমে নানা

ক্রোধে মহাচণ্ড মুণি কহয়ে রাজারে ।
জলপান কৈলি আগে উপেক্ষিয়া মোরে ॥
ইহা কহি এক জটা ছিড়িয়া ফেলিলা ।
দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্য তাহাতে জন্মিলা ॥
মহাবিকরাল সেই রাজারে খাইলা ।
নির্ভয়েতে মহারাজা দাঙায়া রহিলা ॥
সর্বভেজের আত্মা মহাতেজ-চূড়ামণি ।
ভক্তরক্ষা হেতু সদা ফিরয়ে আপনি ॥
তাঁর ভেজ কণামাত্রে নির্মমমণ্ডিতে ।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হয় ভস্মমণ্ডিতে ॥
সেই প্রভুচক্র সূর্যশন উপনীত ।
দেখে কৃত্য ভক্তদ্রোহ করিতে উত্তত ॥
দেখিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয়-অনল ।
কৃত্য অগ্নি গ্রাস * কৈলা যেন বিন্দুজল ॥
তবে দুর্কাসারে ভস্ম করিতে খাইলা ॥
ব্রাসে মুনি শলাঘনপরায়ণ হৈলা ॥
মুনিরাজ পিছে চক্ররাজের ধাবন ।
ভয়ে কম্পান্বিত মুনি সংশয় জীবন ।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত ।
রক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত ॥
বৃন্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিল ।
রাখিতে নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল ॥
বৈষ্ণবাপরাধী তার না করি সম্ভাব ।
শীঘ্র যাও মোরে কেন করহ বিনাশ ॥
নিরাশ হইয়া পুন শিবলোকে গেলা ।
সেখানেও ওই মত বচন শুনিলা ॥
বৈকুণ্ঠেতে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষ্মীপতি ।
বর্ষাক্ত শরীর কম্পান্বিত ব্রাসমতি ॥
উচ্চৈঃস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ ।
সূর্যশন আজি মোরে করয়ে নিপাত ॥
পূর্বাপর অন্তর্যামী শুনি তাঁর স্থানে ।
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ চাহে মুনি-পানে ॥
মুহু মুহু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা ।
যাহা শুনি মূনিচিতে চমৎকার হৈলা ॥
ভক্ত মোর প্রাণ মুক্তি ভক্তের অধীন ।
মুক্তি ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন ॥

* "নাশ"—পাঠান্তর ।

এ দেহ বিক্রীত মোর ভক্তের স্থানে ।
 হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে ॥
 পণ্ডিত বেদজ্ঞ গুণ অভিমান দড় ।
 কি বিচার করি অধরীষে দণ্ড কর ॥
 শরণাগতের রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞে ।
 কিন্তু বিনে মোর ভক্তদ্রোহিজন অজ্ঞে ॥
 তথাচ উপায় করি শুন সাবধানে ।
 সুদর্শন হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে ॥
 শীঘ্র অধরীষের শরণ লও গিয়া ।
 তা বিনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া ॥
 এত শুনি মূনি ভয়ে ভুজ্জা পাঞা মনে ।
 বায়ুগতি চলিল প্রণমি শ্রীচরণে ॥
 হোথা মহারাজ সেই দিবস হইতে ।
 অনাহারে সেইস্থানে আছে বর্ষ হৈতে ॥
 নিজ বিষ না গণয় সাধু মহাশয় ।
 বিষাকুল এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয় ॥
 হেনকালে ঋষি গিয়া চরণে পড়িয়া ।
 বহুস্ততি কৈলা ভক্ত-মহিমা জানিয়া ॥
 সুদর্শন দণ্ড করুক তাহে নাহি ভয় ।
 কৃষ্ণভক্তদ্রোহী কৈলু এ বড় সংশয় ॥
 আগে নাহি জানি তোমা সভার মহিমা ।
 এবে জানিলাম মহামহিমার সীমা ॥
 তপ যোগ সাধি মোরা করি অভিমান ।
 তোমা সভা ভক্তিসিদ্ধ নহে এক কণ ॥
 যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল পাইলু ।
 তুমি সব ধন মুক্তি প্রত্যকে দেখিলু ॥
 ব্রাহ্মণের কাকূবাদ শুতি শুনি রাজা ।
 মহাকুষ্ঠ হৈলা যেন রাজদণ্ডী প্রজা ॥
 সুদর্শনে বহু স্তুতি করে করযোড়ে ।
 ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥
 তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা ।
 চুর্কাসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিল ॥
 আর এক কথা শুন অপূর্ব কাহিনী ।
 কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি ॥
 দেশান্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী ।
 অধরীষ কৃষ্ণভক্তি শুনে মহামতি ॥
 বিধি হেন পতি দেয় এই বাহ্য হৈল ।
 লজ্জা ত্যাগ করি মাতা পিতারে কহিল ॥
 অধরীষ রাজা যদি মোর স্বামী হয় ।
 নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিলু নিশ্চয় ॥

এত শুনি রাজা তথা পত্র পাঠাইলা ।
 অধরীষ রাজা শুনি উপেক্ষা করিলা ॥
 পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি দ্বিজ পাঠাইলা ।
 শুনি অদৌকার করি খড়্গা তারে দিলা ॥
 হৃষ হইয়া বিপ্র সেই খড়্গাটি আনিলা ।
 শুভলগ্ন খড়্গাসহ বিবাহ হইল ॥
 পতিগৃহে আইলা তবে কৌতুকবিধানে ।
 • রহে রাজ্যে যোগ্যস্থানে আসনে-ভূষণে ॥
 প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণসেবা করে ।
 গৃহমার্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে ॥
 রাণী ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠি সব সমাধরে ।
 রাজা আসি দেখে মোর কৰ্ম কে কররে ॥
 একদিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া ।
 সেবাকৰ্ম নই-রাণী করিছে আসিয়া ॥
 রাজা মনে ভুটী কিন্তু কষ্টভাবে কহে ।
 মোরে বঞ্চ তুমি হেন উপযুক্ত নহে ॥
 হেন প্রজা যদি হয় বিগ্রহরূপধারী ।
 সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধরি ॥
 রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিয়া ।
 সেবানন্দে নিশিদিন যম হৈল হিয়া ॥
 রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ ।
 ভাব ভক্তি দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ ॥
 একদিন রাজপ্রিয়োগে করিয়া গোপন ।
 রাণীর মহলে গেলা আনন্দিত মন ॥
 প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি ।
 সন্ধিস্থানে দাড়াইয়া দেখে উঁকি মারি ॥
 বীণা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু-আগে ।
 অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে ॥
 দেখিয়া পুলক রাজা সরিকটে গেলা ।
 সেবার শূন্যলা দেখি চমকিত হৈলা ॥
 অন্য অন্য রাণীগণ সম্মুখে উঠিল ।
 নই-রাণী প্রেমে যম ফুর্তি না হইল ॥
 দাসীগণ আশ্বে-বাস্বে চেতাইতে চাহে ।
 রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে ॥
 দণ্ডেক বিসয়ে রাণীর বাহুফুর্তি হৈল ।
 রাজা দোখ চমকিয়া সম্মুখে উঠিল ॥
 গদগদভাবে রাজা বহু প্রশংসিলা ।
 শ্রীযাতন মানি পুন নিজস্থানে গেলা ॥
 নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা ।
 কৃষ্ণ-প্রেমরসে পুরে হাট বসাইলা ॥

কোটা কোটা জনমের পুণ্যপুণ্য দিয়া ।
যতনে রতন কেনে সেই হাটে গিয়া ॥
সে মূল্য যদি না মিলে মূল্য আছে আর ।
সাধুসঙ্গে লোভমাত্র উপায় তাহার ॥

তথা হি—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
কীর্ত্তাঃ যদি কুতোহপি লভ্যতে ।
তত্র লৌণামপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিমুকুতৈর্ন লভ্যতে ॥

কৃষ্ণভক্তিরসপূরিত চিত্ত, যদি কোন স্থানে প্রাপ্ত
হও, তাহা ক্রয় কর । কোটি-জন্মসঞ্চিত পুণ্যে
তাহা পাওয়া যায় না, একমাত্র তাহার মূল্য—তৎ
প্রতি অনুরাগ ।

সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ ।
কৃষ্ণনামের কবে হবে মস্তক-ভূষণ ॥

শ্রীবিদুরজী ।

(টীকা হিন্দী)

হাতহি বিদুরনারী অর্জুন প্রকাল করি
আর গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিটেক শুনায়ে হৈ
শুনতহি সুরসুধি ডারি লৈ নিডরী মানো
রাধ মদ ভরি দোরি আনিকৈ চিতাণো হৈ ॥
ডারি দিয়ো পীত পট কটি লপটাই লিয়ো
হিয়ো শকুচায়ো বেশ বেগহি বনায়ে হৈ ।
বৈঠি টিপ আই কেয়া ছিলি ছিলকা খরাই
আয়ো পতি খীজো দুঃখ কোটি শুণো পায়ে হৈ ॥

অন্তর্ভাঃ ।

বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি ।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির খিড়কি ॥
ডাকেন মধুরস্বরে বিদুর বলিয়া ।
আনিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া ॥
স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা ।
ব্রাহ্ম তুলি ঐমনি বিবশে চলি গেলা ॥
তার বৃদ্ধি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পীতাম্বর ।
উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিলা অঙ্গোপরি ॥

বস্ত্র অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পড়িতে ।
কৃষ্ণকর ধরি লগ্না আইলা গৃহতে ॥
আননে বিহ্বল কি করিবে নাতি আইসে ।
পাদ ধোয়াইতে মালা পরাইতে বৈসে ॥
বস্ত্র অলঙ্কার খুঁজি খেমি কাঁপি পাড়ে ।
পাড়িতে না সহ্য ব্যাক ছুড় ছুড় ডারে ॥
কিছুই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ ।
খাত্তসামগ্রীপাত্র আছে বর্তমান ॥ *
সুদারিড্যা দশা মোর বিধাতা করিলা ।
ইহা চিন্তি খেদে অতি বিকল হইলা ॥
সুবাসিত জল আর মর্ন্তমান রত্না ।
তাহা খাওয়াইতে মনে হইল অতি আশা ॥
চান্দমুখ হেরি হেরি বিহ্বল হিয়ার ।
নিকটে বসিয়া স্নেহে কদলী খাওয়ার ॥
ছিলিকা ফেলিয়া রত্না শ্রীহস্তেতে দেয় ।
কখন বা শস্ত ফেলি ছিলিকা খাওয়ার ॥
চক্রমুখ ভক্তাধীন অমৃতে অমৃত ।
ছোবা কলা দুই খান সুধাপরিমিত ॥
হেন কালে শ্রীমদবিদুর মহাশয় ।
শুনিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় ॥
আশ্বেষ্যন্তে উঠিয়া চলিল নিজগৃহে ।
যাইয়া দেখয়ে পূর্ণচন্দ্রে সুধা বহে ॥
শ্রীচন্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদুহাসি ।
হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিকু ভাসি ॥
আজি মোর ধন্ত জন্ম ধন্ত মোর গৃহ ।
সফল হইল মোর এ মানব দেহ ॥
ইহা বলি মুখচন্দ্র হেরে বার বার ।
দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত-উপর ॥
নারীরে ভৎসয়ে হা রে দুর্ভাগা পাশরী ।
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা শস্ত ডারি ॥
তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া ।
শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া ॥
বাহুক্ষুণ্ণি হৈয়া বহু আর্তনাদ কৈল ।
হা হা মুক্তি প্রিয়তমে ছোবা খাওয়াইল ॥
সেই দুই নারী আর পুরুষ-চরণ ।
লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে ॥

* "দাত্র" পাঠান্তর ।

শ্রীসুদামাজী ।

(টাকা হিন্দী)

বড়ে নিহকাম সের চুনহ ন খামটিগ
আই নিজ ডাম শ্রীতি হরিষো জনাই হৈ ।
শুনি শোচপরো হিরো ধরো অরবরো মন
গাবো লেকে করো বেলা হাঁজু সরসাই হৈ ।
জাবো একবার বহ বদন নিহারি আবো
জোটৈ কছু খা বো লাবো মোকো সুখদাই হৈ
কহি ভলি বাত সাত লোক মৈ কলক হৈসই
জানিয়ত রাহি গিরে কিহি মিত্রতাই হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

সুদামা বিপ্রের কথা অপরূপ কথন ।
যাহার ততুলকণা খাইলা ভগবান ॥
অতিশয় নিহকাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
নের অন্ন নাহি ঘবে করিতে ভক্ষণ ॥
ভিক্ষা-উপজীবী কষ্টে দিবসযাপন ।
কতু বা আহার মিলে কতু অনশন ॥
একদিন তাহার ঘরনী শাস্তমতি ।
পুরাতনী বার্তা কহে স্বামীর সংহতি ॥
কৃষ্ণ যে তোমাব সখা দারকার নাথ ।
দ্রাবিড়ভঞ্জন প্রভু জগতের তাত ॥
তঁার স্থানে গেলে সর্বদুঃখ হবে নাশ ।
ভাহা শুনি ব্রাহ্মণের হৈল উল্লাস ॥
সত্য বটে মোর সখা দারকার পতি ।
কি দ্রব্য লইয়া যাব তাঁহার সংহতি ॥
ততুলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে ।
পুঁটুলি বান্ধিয়া লৈল ভেটের নিমিত্তে ॥
চলিলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ না ই দেখে ।
খুদের পুঁটুলি কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥
কথোদিনে দারকার উপনীত হয়ে ।
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিচারয়ে ॥
মোব সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য ।
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্ষ্য্য ॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে চলে পুৰীদ্বারে ।
অহে কৃষ্ণ অহে সখা বলিলা ফুকারে ॥
ব্রাহ্মণের অবাবিত দ্বার সবে জানে ।
লয়া গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর-স্থানে ॥

চারিপাশে চাহি দেখে মণিমুক্তাময় ।
ধীরে ধীরে খুদ-পুঁটুলি বগলে লুকার ॥
কৃষ্ণের লক্ষ্মীসনে রত্নসিংহাসন ।
দেখিয়া মুচ্ছিত হয়া পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥
কৃষ্ণ আসি আগুপরি উঠাইয়া লৈলা ।
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রিয়বাক্যে তুবি বহু পাদ ধোয়াইয়া ।
পুছেন মঙ্গলবার্তা গৃহে বসাইয়া ॥
পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা ।
চরচা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা ॥
কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কঙ্কে কিবা হয় ।
সুদামা কহেন সখা না না কিছু নয় ॥
ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুঁটুলী ।
ইখি উখি চাহে আর দাবে কাঁথ-তালি ॥
টানিয়া লইয়া কৃষ্ণ একমুষ্টি খাইলা ।
লক্ষ্মীদেবী কর পাতি একমুষ্টি লইলা ॥
পুন একমুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে ।
‘কাঁপিয়া ধরিয়া’ হাণ তুলি ধরে মাথে ॥
মোর দিবা যদি সখা পুন আর খাও ।
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও ॥
কথোক দিবস বিপ্র তথায় থাকিয়া ।
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যাবা ॥
সখা মোর অতিশয় সম্মান করিলা ।
কিন্তু অর্থ সম্বল মোরে নাহি কিছু দিলা ॥
পুন ভাবে না দিলা যে সেই বহু দিলা ।
অর্থে রক্তমবৃদ্ধি ইহা বিচারিলা ॥
অতএব নিজপদে মত্তির স্থাপন ।
ধন নাহি দিলা মোরে ইহার কারণ ।
পুন ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল ।
গৃহে যাই ব্রাহ্মণীয়ে বলিব কি বোল ॥
ভাবিতে ভাবিতে নিজ গ্রামে উপনীত ।
নিজগৃহ নাহি দেখি হৈলা চমকিত ॥
কোন্ ধনী ইহা আসি কৈলা রত্নকার ।
মহা ঠাটবাট দেখি দাসী অতুচর ॥
ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপায় ।
হেনকালে বিপ্র দূরে হৈতে সে দেখয় ॥
এক নারী শত শত দাসীগণ সনে ।
নানা মণিমুক্তায় ভূষিত আভরণে ॥
নিকটে আলিয়া ডাকি সমাদর করি ।
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী

হাসিয়া ক । মুঞি তোমার বরণী ।
 লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপা কৈল ভক্ত জানি ॥
 তাঁহার আজ্ঞার বিশ্বকর্মা আসি কৈল ।
 এ বরদ্বার ধনধান্য বহু দিল ॥
 তখন বুঝিলা বিপ্র সখার এ কর্ম ।
 আসিতে কিছু না দিল এই তার মর্ম ॥
 নবযুবাক্ষেপে দৌছে ভুঞ্জে নানাভোগ ।
 ধীর শ্রীচরণরজে খণ্ডে ভবরোগ ॥
 জগদমৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে ।
 ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অমৃতসাগরে ॥

শ্রীচন্দ্রহাস রাজা ।

(টীকা হিন্দী)

হতো নৃপ এক তাকো স্মৃত চন্দ্রহাস ভরো
 পরি যো বিপত্তি ঘাই লাই ঔর পুর হৈ ।
 রজোকো দিবান তাকে রহি ঘর আনি বাল
 আপনে সমানসজ্জ খেলৈ রস দূব হৈ ॥
 ভরো ব্রাহ্মভোজ কোউ ঐসোই সংযোগ বজো
 আরে বে কুমার যাই বিপ্রনকো সুর হৈ ।
 বোলি উঠে নবৈ তেরি স্মৃতাকো জুপতি রহৈ
 হবো চাইহে জানি শুনি গরো লজ ঘুর হৈ ॥

অন্তার্থ:

এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম ।
 বিপদকালেতে লয়া রাখে অন্যধাম ॥
 অন্য সেই দেশাধিপ রাজার দেওয়ান ।
 শিশু লয়া ভেট দিলা নৃপতির স্থান ॥
 পালন করিয়া রাজা রাখে নিজঘরে ।
 দাসীপুত্র ন্যায় থাকে নাহি সমাদরে ॥
 একদিন রাজপুত্রে ব্রাহ্মণভোজন ।
 সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ ॥
 সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর ।
 রাজার জামাতা হবে কহে পরম্পর ॥
 রাজ্য তাহা শুনিয়া কোভিত হৈলা মন ।
 মোর কল্যাণোগ্য এই দাসীর নন্দন ॥
 এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে ।
 জ্বলাদেয়ে আজ্ঞা দিল মশানে লইতে ॥
 স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপরে রক্তি ।
 অজ্ঞেয় অভেদ হয় বেদের সঙ্গতি ॥

শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে ।
 কৃষ্ণে যার মতি তার কি করিবে আনে ॥
 চন্দ্রহাস কহে মোরে হইবে মরিতে
 কিন্তু এক কথা মোর নেহোরা রাখিতে ॥
 অধি মৃদিতে মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব ।
 শির হেলাইব যবে খড়া হানিব ।
 ইহা বলি কৃষ্ণ পদে মন নিয়োজিল ।
 শির হেলাইয়ে খড়া হানিতে কহিল ॥
 কৃষ্ণ করুণায় মহাবলবানু হয় ।
 আজ হৈল সেই নীচগণের হৃদয় ॥
 কহে কহে ছাড়ি দেহ যাক অস্তস্তরে ।
 মারিলু বলিয়া ছলে কহিব রাজারে ॥
 কহে বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে ।
 অঙ্গুলি কাটিয়া লহ প্রতীত হইতে ॥
 বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল ।
 বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলির এক কাটি নিল ॥
 ঈশ্বরের কৃপা দেখে হয় গুচতর ।
 রাজ যোগা নাহি হয় ছয় অঙ্গুলি নর ॥
 এই হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটিল ।
 পরে নৃপাসনযোগা ছলে করাইল ॥
 নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল ।
 চন্দ্রহাস যাইয়া অগ্ন্যে প্রবেশিল ॥
 ঐ রাজাব প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য ।
 মৃগয়া করিতে গিয়া ঘেরিল অরণ্য ॥
 তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব বালক ।
 আনিয়া রাগিল ঘরে বৎসর কথোক ॥
 পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক ।
 আর কত দাস দাসী ধনাদি যতক ॥
 আপনেতে ভেট দিল বিনয়পূর্বক ।
 চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ ॥
 এনা বালকেরে পূর্বে কাটে মোর দূত ।
 পুন কোথা হৈতে আউল এ কি অদভূত ॥
 রাজা বুদ্ধিমানু মনে বিচার করিলা ।
 দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা ॥
 বালক কৃষ্ণভক্ত অবিবাহ নির্বন্ধ ।
 তখাচ না বুঝে রাজা মূঢ়তি মন্দ ॥
 পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি ।
 কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তথি ॥
 ভ্রাতা-অমুগত রাজকন্যা নাম বিখে ।
 ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে ॥

বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে ।
 উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্রদ্বারে ॥
 পত্র লুপ্তে পুত্র ইহঁ বে দণ্ডে যাইবে ।
 সেই ক্ষণে বালকেরে বিষ সমর্পিবে ॥
 পত্র চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি ।
 উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্রগতি ॥
 পত্র লয়া শীঘ্র দিলা রাজপুত্র-স্থানে ।
 পত্র পড়ি বালক দেখিরা হর্ষমনে ॥
 সুনন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে ।
 রাজা পাঠাইলা বিধে কন্যার কারণে ॥
 ইহা বুঝি রাজপুত্র সেইক্ষণ মাঝে ॥
 ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পায়ে ॥
 হরিভক্তি-মহিমার মর্ম্ম কে জানয় ।
 বিষ দিতে বিধে দিলে এ বড় বিষয় ॥*
 বর কন্যা ঘরে আইলা মঙ্গলাচরণে ।
 বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা নিন্দয়ে আপনে ॥
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ মোরে এ ছার জীবনে ।
 এত অপমান মোর না সহে পরাণে ॥
 মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল ।
 গর্ভবাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল ॥
 শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নিষেধ ॥
 তখাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ ॥
 পুন মারিবারে তবু উপায় চিন্তয় ।
 কন্যা রাঁড় হয় হোক স্বাকার করয় ॥
 বিবাহের পরে দেবীপূজা কুলকর্ম্ম ।
 করিবারে গেলা বর লয়া শুভকর্ম্ম ॥
 রাণীগণ রাজপুত্রগণ সবে গেলা ।
 চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা ॥
 ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে ।
 মনবুদ্ধি নদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে ॥
 দেবীরে প্রণাম যে করিতে সবে কহে ।
 সেই তর্কে দূতগণ খড়্গহস্তে রহে ॥
 কৃষ্ণভক্ত-হিংসা দেবী সহিতে নারয় ।
 প্রতিমা কাটিয়া উগ্রমূর্ত্তি বাহিরায় ॥
 খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে ।
 মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক-ক্রীড়নে ॥
 রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী-আগে ।
 আত্মঘাত করি নিজ পরাণ তেয়াগে ॥

কৃষ্ণের খতম ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান ।
 চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন ॥
 অতএব বিষের বিষ হরির ভক্ত ।
 তাঁর পদে বার মতি সেই এইমত ॥
 চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া ।
 শাসন করিলা রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া ।
 এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই ।
 সেই রাজ্যে প্রজা হয়্যা গেন জন্ম লই ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ-মহাভাগবত-আদিচরিত্রবর্ণনং
 চতুর্থ মালা ।

পঞ্চম মালা ।

কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-কথন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ-সনাতন ভক্ত-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীকুন্তীজী ।

(টীকা—হিন্দী)

কুন্তী করতুতি কৈসে কঠৈ কোন ভূত প্রাণী
 মাগত বিপাত্ত বাসে ভাজে সব জন হৈ ।
 দেখো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিরে সাল
 হজিরে কুপালু নাহি দিজে বাস বন হৈ ॥
 দেখি বিকুলাই প্রভু আঁধি ভরি আই কিরি
 বরহিকো লাই কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ ।
 প্রবণ বিরোগ শুনি তরক রহো গরো
 ভরো বপু নারো অহো এতি সাচোপন হৈ ।

অন্তার্থঃ ।

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার ।
 কিঞ্চিৎ শক্তি কারো নহে কহিবার ॥
 অলভ্য অগম্য গুহ্যতমাদিক গুহ্য ।
 অসম্ভব অলৌকিক মহিমাপ্রাচুর্য্য ॥
 কৃষ্ণকৃপা-অমৃতের রতন ভাজন ।
 বীর কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে অগজন ॥

* “বিষ দিতে বিধে দিলে এ বড় বিষয়”—পাঠান্তর ।

তাঁহার চরিত্রকথা বর্ণন না হয় ।
 যেন সিদ্ধজল সেন্টি শেষ নাহি পায় ॥
 ধীর সর্বেশ্বর্য্যপদে মন না যাইল ।
 বিপদ-ঐশ্বর্য্য পুন প্রার্থনা করিল ॥
 কৃষ্ণপ্রেম-মকরন্দ আশ্বাদের মর্ম্ম ।
 যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম ॥
 অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার ।
 পর না পাইয়া করি সংক্ষেপে বিচার ॥
 তাঁর কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি ।
 দরিদ্র আমবা আছি নিরীক্ষণ করি ॥
 হে দেবি, কৃপাব দারিদ্র্য্য ভঞ্জন ।
 শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ প্রেমধন ।

শ্রীদ্রৌপদীজী ।

দ্রৌপদী-সতী কি বাত কঠৈ ঐসা কোঁন পটু
 খেঁচতহি পট পট কোটিগুণ ভএ হৈ ।
 ষড়িকাকে নাথ কহি বোলি যব সাথ জুতে
 ষড়িকাসো ফিরি আএ ভক্তি বানি নস হৈ

অন্তার্থঃ ।

দ্রৌপদীসতীর অসাধারণ মহিমা ।
 গুণের সাগর বার নাহি হয় সীমা ॥
 ধীর গুণ গাইতে ভারত-ঐতিহাস ।
 উল্লাসে উপরি ঘন রূপরি বড়ে স্থান ॥
 সভামধ্যে লইয়া দুর্জয়িত দুঃশাসন ।
 বিবস্ত্রা কবিত্তে করে বস্ত্র আকর্ষণ ॥
 কৃষ্ণ হে বলিয়া সতী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
 উৎকর্ষা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে ॥
 বিপক্ষ বতেক বস্ত্র টানিয়া খসায় ।
 ততই আইসে তার শেষ নাহি হয় ॥
 নানাচিহ্নবিচিহ্ন অমূল্য বসন ।
 রাশি রাশি হৈল কত না বার গণন ॥
 সভাসদ দেখি সভে চমৎকার হৈল ।
 বিপক্ষ স্রাবিয়া কিছু পার না পাইল ॥
 মহারাজগণ সবে বুঝিলেন মর্ম্ম ।
 অমূল্যবে পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম ॥
 একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে ।
 বিপক্ষপ্রার্থিতে সে দুর্জয়া শিষ্যসনে ॥

ভোক্তনের পরে দিবা অবসান-সমে ।
 দশ হাজার শিষ্য সনে আইলা আশ্রমে ॥
 ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটীরে ।
 উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে ॥
 সূর্য্যদত্ত পাকস্থলী পাক কৈলে তায় ।
 লক্ষ লোক খাইলে নাহিক ক্ষরায় ॥
 কিন্তু সে দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত নাহি ধায় ।
 খাইলে স্থানীর অন্ন তৎক্ষণাৎ ফুবার ॥
 একেতে অতিথি তাহে দুর্জয়া তেজস্বী ।
 করিবে এখনি কটাক্ষেণ ভক্ষ্যরাশি ॥
 সন্ধ্যা করিবারে মুনি গে'য়া নদীতীর ।
 দ্রৌপদীসহিত সতে ভাবিয়া আশ্রয় ॥
 দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিলা যুক্তি ।
 পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি ॥
 হে কৃষ্ণ হে সখে ও'হ শ্রীমধুসূদন ।
 এইবার রক্ষা কর লইলু শবণ ॥
 তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে ভইতে ।
 বিনাশ হইল বাথ এই সঙ্কটেতে ॥
 ইহা বলি উচ্চৈঃস্ববে কান্দিতে লাগিলা ।
 তেনকালে শৌর্য্য কৃষ্ণ উপনীত হৈলা ॥
 কৃষ্ণ কহে কেন সাধি কাদ কি কারণ ।
 চমকিয়া উঠি চর্ষে কহে বিবরণ ॥
 কৃষ্ণ কহে যে হয় সে পশ্চাতে করিহ ।
 সম্প্রতি আমার ক্ষুণা খাইতে কিছু দেহ ॥
 বিপদ ভুলিয়া স্নেহ চমাকত হৈল ।
 কৃষ্ণমুখ শুক দেখি অন্তর বিকল ॥
 হা হা যবে কিছু নাহি কি দিব খাইতে ।
 কৃষ্ণ কহে বহুদ্রব্য আছে পাকপাত্রে ॥
 দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া ।
 কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশপাশ চাও ॥
 দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক পাককণা ।
 কৃষ্ণ জোরাবরি দিলা বদনে আপনা ॥
 বিশ্বস্তর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা ।
 জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূর গেলা ॥
 হেথা ঋষি দশহাজার শিষ্য সাহিতে ।
 উদরস্পন্দন কেহ না পারে চণিতে ॥
 নানা মিষ্ট সামগ্রীর উদগার উঠয়ে ।
 হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্তে বুলয়ে ॥
 পরস্পরে সতে সভার মুখপানে চাচে ।
 উদয় কাটিয়া উঠে সবে সবার কহে ॥

রাজা স্থানে না বাইয়া কারে না কহিয়া ।
অমনি শিবোর সহ' গেলা পলাইয়া ॥
কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে তৈলোক্যোঃ মাঝে ।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাধে ॥
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা পূর্ণ দ্রোপদীতে ।
লজ্জা নিবারিলা, পুন রাখে ঋষি হৈতে ।
অনেক প্রকারে কৃপা যায় বৈলা কৃষ্ণচন্দ্র ।
অতএব সোভাগ্যের নাহি যার অন্ত ॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে ।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি-নিধি লভ্য যার হৈতে ॥

শ্রীশ্রীভক্তদেব ।

যোগেশ্বর-আদি হরিরসে সুপ্রবীণ ।
তার মধ্যে শ্রীভক্তদেব কহি প্রেম চিন ।
হরি গৃহে আইল দেখি প্রেমে ভরি গেলা ॥
বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি নাচিতে লাগিলা ॥
উর্দ্ধবাহু হুয়া ঘুরি নাচিয়া বেড়ায় ।
'ধম্মোহং ধম্মোহং' বুলি বলে উচ্চরায় ॥
উন্নত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে ।
কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়ে বড়ে ॥
যত সাধু সেবা সঙ্গে বিনয় প্রসঙ্গ ।
করিলা যে শ্রীভক্তদেব তাহারি এ রঙ্গ ॥
অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ ।
বৈষ্ণবের পদরঙ্গ শিরের ভূষণ ।
করিয়া এড়াও ভাই সংসার-বন্ধন ।
কৃষ্ণপ্রেম সুখা-সুখসার-মহার্ণবে ।
অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান হবে ॥
একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত ।
বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত ॥
কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদূর ।
অতিদূরে তেজ সঙ্গ তার্কিক অসুর ॥
সাধুশাস্ত্রমতে সৎ-সম্পদানুক্রমে ।
যজ যদি আশা কর রত্ন কৃষ্ণপ্রেমে ॥
প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-রস আন্বাদন কর ॥

শ্রীপ্রাচীনবর্হি রাজা ।

(দৌহা—মূল হিন্দী)

অংত্রী-অমুজ-পাংসুকো জনম জনমহৌ যাঁচিহৌ ।
প্রাচীনবর্হি সত্যব্রত বহুগণ সগর ভগীরথ ।
বাল্মিকী মিথিলেশ গএ জে জে গোবিন্দপথ ॥
কুস্মাঙ্গদ হরিশ্চন্দ ভারত দধীচি উদার ।
সুরথ সুধম্মা শিববি সুমতি অতি বলিকি দার ।
নীল মোরধ্বজ তাম্রধ্বজ অলক কীরাতিকিচিহৌ ॥
অংত্রী অমুজ পাংসুকো জনম জনমহৌ যাঁচিহৌ ॥

অন্তার্থঃ ।

সত্যব্রত বহুগণ সগর ভগীরথ ।
প্রাচীনবর্হি কুস্মাঙ্গদ বাল্মিকি ভারত ॥
মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধীচি উদার ।
সুরথ সুধম্মা শিববি ভবনিধিপার ॥
তাম্রধ্বজ অলক আর নীল মোরধ্বজ ।
বসুমতী অতি বলিদার পাদরজ ॥
জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ ।
ইহা বিত্ত নাহি মাছো আর কিছু ধন ॥

(টীকা হিন্দী)

জনম জনমকো ন মেবেরে কিছু শোচয়দো
সন্তপনকঙ্করেণু নৌষপর ধারিয়ে ।
প্রাচীনবর্হিকৈ আদি কথা পরসিদ্ধ জগ ।
উট্টে বাল্মীকি বাত চিততে ন টারিয়ে ॥
ভএ ভীল সঙ্গে ভীল ঋষিসঙ্গ ঋষি ভএ
রামদর্শন পায় লীলা বিসতারিয়ে ।
জিহু জগ গাই কোহ শকৈ ন অদাই চাই
ভাই ভরি হিহো ভরি নৈন ভরি ডারিয়ে ॥

অন্তার্থঃ ।

প্রাচীনবর্হি আদি কবি প্রসিদ্ধ যে হয় ।
যেন রবি শশী পরিচয় না ঘুয়ায় ॥
তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিৎ কহিয়ে ।
বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে ॥
আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে ।
বৈষ্ণবের পদরেণু মাত্র ধরি শিরে ॥
প্রাচীনবর্হি আর ছুই বোবালীক ।
এক ভীলকূলে জন্মি হইলা অধিক ॥

আরে বিগ্রহকূলে জন্মি ভীলসজ হৈল ।
 পশ্চাৎ সংসজ হৈতে ত্রৈলোক্য তারিল ॥
 তাঁহা দৌহার মহিমা যে পশ্চাতে কহিব ।
 প্রাচীন বহির কথা কক্ষিৎ বর্ণিব ॥
 প্রাচীনবহি রাজা পূর্বাবস্থায় কক্ষী হয় ।
 নারদ দেবধিয়ার ঘুগাইলা সংশয় ॥
 প্রাণেশ প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে ।
 দ্বিতীয় যজ্ঞেব দীক্ষা সেই কুশা অগ্রে ॥
 পশ্চিম-সাগর হৈতে পূর্ব-জলনিধি ।
 সঙ্কর করিলা যজ্ঞ নাহিক অবধি ॥
 দয়ালু নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে ।
 দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে ॥
 কর্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে ।
 অন্ধকারে সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে ॥
 অতএব হঠাৎ ভক্তিবোগ কহিব ।
 প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব ॥
 ইহা চিন্তি দেবঋষি তথাতে আইলা ।
 বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা ॥
 বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবৎ স্তুতি কৈলা ॥
 ঋষি কহে কিছু বার্তা চাহি কহিবারে ।
 মনোযোগ কর যদি স্মৃতির অন্তরে ॥
 গোসাঞি দয়ার নিধি অপূর্ব কাহিনী ।
 কহেন শুনরে রাজা করি ঘোড়পাণি ॥
 পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন ।
 অপূর্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন ॥
 পুরী নবদ্বার নবদিকেতে বিহরে ।
 রূপ-রস-শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে ॥
 পূর্বাঙ্গের ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি ।
 কিছু নাহি জানে যাত্র মগ্নসুখরাশি ॥
 গন্ধশিরষা সর্প তাহে পুরী রক্ষা করে ।
 দস্ত-অহঙ্কার-বসে আপনা পাসরে ॥
 কিছুকাল এইরূপ করয়ে বাপন ।
 কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান ॥
 ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই আসিয়া পশিল ।
 পুরী ভাঙ্গিবারে তথা উদ্যোগ করিল ॥
 গন্ধশিরষা যে সর্প রক্ষক সহিতে ।
 বিগ্রহ করিয়া তারে হানে পদাঘাতে ॥
 পরাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া ।
 ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙে পুরী প্রবেশিয়া ॥

ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেহ খেদাড়িয়া ।
 পুন বৈসে অন্য পুরী নির্মাণ করিয়া ॥
 পুন ঘাই জরা পুন পুরী ভাঙ্গি তারে ।
 খেদাড়িয়া দেন আর পদাঘাত করে ॥
 এইমত কোটি কোটি পুরীতে বসয় ।
 সকলি ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয় ॥
 দুঃখের অবধি নাহি চিন্তয়ে উপায় ।
 কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয় ॥
 রক্ষাকর্তা জানে সর্বদেব পিতৃযজ্ঞ । *
 সভাব শরণ ক্রমে লইলেন অজ্ঞ ॥
 কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত ।
 ক্রেশের অবধি নাই ভাবে দিবানন্ত ॥
 পুরঞ্জমী কহে শ্রিয় কি করি উপায় ।
 আমি ত সহিতে আর নারি দুঃখচর ॥
 ত্রৈলোক্যে সভার ক্রমে লইলু শরণ ।
 কেহ ত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ ॥
 এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ ।
 তব পুরাতন সখা সভাকার নাথ ॥
 আছয়ে ভাবিয়ে দেখ পড়ে কি না মনে ।
 পুরঞ্জন কহে এই হইল স্মরণে ॥
 তাঁহার শরণ তবে বাহারা লইল ।
 আর কোন ভয় নাহি নির্কিয় হইল ॥
 রাজা কহে গোসাঞি বুঝি বুঝিতে নারিলু ।
 অল্পবুদ্ধি মোর নহে বুঝি স্পষ্ট বিহু ॥
 পুন বিবরিয়া মূনি কহে স্পষ্ট অর্থ ।
 বাহাতে বুঝয়ে রাজা অর্থের বাধার্থ ॥
 যে কহিলু পুরঞ্জন পুরঞ্জনা নাম ॥
 জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন অহুক্রম ॥
 পুরী সম দেহ নব-দ্বার নবরক্ষু ।
 বাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র ধন ॥
 গন্ধশিরষা সর্প গন্ধ প্রাণবাত ।
 যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎকণে নিপাত ॥
 কালকন্যা জরা যেই কহিলু রাক্ষসী ।
 কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি ॥
 গন্ধশিরষা স্নেহে বৃদ্ধ যে কহিলু ।
 জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তহু ॥
 জরাহানে পরাভবে রাখিতে নারিলা ।
 কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা ॥

দেহরূপ পুৰী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে ।
 কাশখাস-আদি জন্মে বিনাশে শেষে ॥
 এইমত কোটি কোটি শরীর জন্মায় ।*
 একবার হয় আর বার যায় ক্ষয় ॥
 কতু স্বর্গে কতু মর্ত্যে কতু বা নরকে ।
 কতু দ্বীপভূত্রে জন্মে কতু নাগলোকে ॥
 শৃগাল কুকুর কাট পতঙ্গ পাদপ ।
 নদ নদী শিরি প্রেত ভূত নিল ভূপ ॥
 নানাগোনি নানাবর্ণ * হয় অগণন ।
 রক্ষাহেতু করে নানাদেব আরাধন ॥
 নানায়জ্ঞ নানাবিধ করি শ্রাদ্ধা মানে ।
 কাহার শক্তি নাহি সংসারের জ্ঞানে ॥
 ভ্রমিতে নমিতে গবে সাধুরূপা হয় ।
 পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য় ॥
 কর্মের বাসনা যায় বুঝে ভক্তিমর্গ ।
 সাধুসঙ্গে যজ্ঞে তবে পরমার্থ ধর্ম ॥
 পুরাতন সেই পরমায়া কৃষ্ণচন্দ্র ।
 তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ ॥
 সংসারমোচনহেতু প্রধান কারণ ।
 উত্তম প্রেমভক্তি সেই হেতু সনাতন ॥
 মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয় ।
 যার দেহে শুদ্ধভক্তিদেবীর আলয় ॥
 এত শুনি প্রাচীনবরহি মহারাজা ।
 বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা ॥
 অপূর্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয় ।
 আপনা ধিকার করি ঋষিরে কহয় ॥
 আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয় ।
 ইহাতে আচার্য্যগণ মোরে না জানয় ॥
 মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ আকাজক্ষিত ।
 যেই জানে সেই নাহি করয়ে উচিত ॥
 তৎকথাং যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি ।
 কুশাসুরি খুলিয়া ডারিয়া দিল ক্ষতি ॥
 গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয় ।
 শরণ লইলু কহ আমার উপায় ॥
 মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে সঁপি মন ।
 এখন চলহ বনে চাড়ি রাজ্য ধন ॥
 রাজা কহে পুত্রে করি রাজসমর্পণ ।
 মুনি কহে তাহা নহে এখনি গমন ॥

মুনি স্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন ।
 অগনি গমন কৈল ক্রমে ধরি মন ॥
 অতএব সাধু সত্বের দেখহ মহিমা ।
 ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি যার সীমা ॥
 বিশেষ শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময় ।
 জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয় ॥
 হেন যে গোস্বামিপদে রহ যোর মতি ।
 জন্মে জন্মে এই যোর একান্ত কাকুতি ॥

শ্রীবাল্মীকিজী ।

হুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্র ।
 পশ্চাতে বর্ণিব তাঁর মহিমা পবিত্র ॥
 আর বাল্মীকি বৈহ শ্রীল নারায়ণ ।
 প্রকাশ করিয়া কৈলা ত্রৈলোক্য-পাবন ॥
 লোকে প্রকাশিয়া রামলীলা-গুণকথা ।
 ত্রিভুবন উদ্ধারিলা ভগীরথ যথা ॥
 পূর্বাবস্থা অসংসদে দম্ভাবৃতি কৈলা ।
 সংসদগুণে 'মরা মরা' যে জপিল ॥
 বাল্মীকের মৃত্যুকাতে দেহ আচ্ছাদিল ।
 তে কারণে বাল্মীকি ঋষি নাম প্রকাশিল ॥
 সেই বাল্মীকি মহাভাগবত বলি ।
 শ্রুতি স্মৃতি যার গুণ পায় বাহ তুলি ॥
 তাঁর নামগুণগান যেই নর করে ।
 সেই ধন্য ধন্য হয় জগত-সংসারে ॥
 তাঁর পদরজ-ধারণের অধিকাই ।
 সেই ভাগ্য বৃষ্টি মুক্তি কতু করি নাই ॥
 জনমে জনমে আর কিছু নাহি আশ ।
 আশা এইমাত্র হই বৈষ্ণবের দাস ॥

দ্বিতীয় বাল্মীকিজী ।

মহাত্মারতের রাজস্বয়ের আখ্যানে ।
 যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যার আগমনে ॥
 বাল্মীকি তাঁহার নাম স্বপচ জাত্যংশে ।
 ভুবনপাবন তাঁর পরীক্ষা যজ্ঞাংশে ॥
 তাঁর বিবরণ কিছু সজ্জপে বর্ণিব ।
 দিগদর্শন যাত্র সুলার্ষ কহিব ॥

* "নানাব্যবস্থা"—পাঠান্তর ।

৩৬

মহারাজ পাণ্ডব ধর্মপুত্র বৃষ্ণিষ্ঠির ।
 শুদ্ধ অমৃষ্টানে রাজস্বর কৈলা ধীর ॥
 ব্রাহ্মণভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয় ।
 ক্রম করিয়া ঘণ্টা শঙ্খ যে বাজয় ॥
 পূর্ণকালে নাহি বাজে বিনয় হইয়া ।
 রাজা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হিয়া ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল কি ছিদ্র হইল ।
 কৃষ্ণ কহে মহা ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল ॥
 যেহেতু অপূর্ণ তার শঙ্খ না বাজিল ।
 ঐতিহ্য-প্রমাণেতে বিধিবদ্ধ হৈল ॥
 রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল ।
 ইহার মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব না ছিল ॥
 কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধভক্ত ধীরা ।
 বজ্রোত্তে আসিয়া কেন খাইবেক তাঁরা ॥
 লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের যেই ফল ।
 এক ভাগবত-ভোজনের নহে বল ॥
 অতএব যজ্ঞপূর্ণ না হয় তোমার ।
 রাজা কহে কহ তবে উপায় ইহার ॥
 কৃষ্ণ কহে তব এই নগরের মধ্যে ।
 বাম্বীকি নামেতে কইদাস সৎ-বুদ্ধে ॥
 ভগবৎ-রসবস্ত অতি সে সুনাদ ।
 জ্ঞাতিবুদ্ধি নাচি করে। পরম পবিত্র ॥
 আমি যে কহিছ ইহা প্রকাশ না হয় ।
 জানিলে করিবে রোষ মোরে অতিশয় ॥
 মোর ভক্তগণ নিজ প্রকাশ না করে ।
 সাধারণ বেন বাহ্যে ভকতি অন্তরে ॥
 ইহা শুনি রাজা চমকিত ভাবভরে ।
 আনিতে পাঠান ভীমার্জুন দৌহাকারে ॥
 বাম্বীকি কৃষ্ণসেবানন্দেতে যগন ।
 সুখীর স্বভাব অতি ভদ্রগদ মন ॥
 চুঁড়িতে চুঁড়িতে দৌহে তথা উপনীত ।
 বাম্বীকি দেখিয়া হৈল অতি চমকিত ॥
 ধরধর কাঁপে সাধু সভর অন্তরে ।
 আমি নীচ রাজা কেন আমার ছুগারে ॥
 দণ্ডবৎ করি দৌহে করে বহু স্তব ।
 বাম্বীকি কহে ছি ছি এ কি অসম্ভব ॥
 পুন সাধু দৌহা আগে অষ্টাদশ পড়িল ।
 উঠাইয়া দৌহে তাঁরে স্বহস্তে লইল ॥
 বিনয় করিয়া কহে মোদের সদনে ।
 গদগোত আদি আর উচ্ছিষ্ট অর্পনে ॥

বাঠোতে হইবে কৃপা করি একবার ।
 তেঁহ কহে এ কি এ কি কটালিয়া কর ॥
 আমি নীচজাতি কৃষ্ণ অম্পৃষ্ট পায়র ।
 আমি কিসে যোগ্য বাইবারে রাজদ্বার ॥
 তবে যদি বাই আজ্ঞা লজ্জিতে না পারি ।
 মো-সমান-যোগ্য কর্ম করিবারে পারি ॥
 উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু ঝাড়ু দিব ।
 পদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব ॥
 কৃপা করি এই আজ্ঞা মোরে যদি হয় ।
 সেই-যোগ্য নহি পুরী স্পর্শ না যুয়ার ॥
 পাখালি করিয়া শ্রীম ভীম মহাশয় ।
 লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায় ॥
 মজলাচরয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট ।
 কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটী নট ॥
 হনু-হনু ধ্বনি-শঙ্খবাদ্য কোলাহল ।
 পরস্পর দেয় দধি হরিদ্রার জল ।
 মহামহোৎসব হৈল রাজার সদনে ।
 নানা বাস্ত্র বাজে স্তুতি করে বন্দীগণে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র বিরল ডাকিয়া দ্রৌপদীরে ।
 নানা পরিপাটি পাক সামগ্রী বিচারে ॥
 সুন্দর শালায় আর বাজান রসাল' ।
 নানামত অমৃত আশ্বাদ পাক কৈলা ॥
 স্বর্ণপাত্রের সাজাইয়া সুন্দর প্রকাষে ।
 বাম্বীকিরে ডাকে রাজা সন্তোষ অন্তরে ॥
 বাম্বীকি কহেন মোরে বাহির অঙ্গনে ।
 একমুষ্টি দেহ যাই করিয়া ভোজনে ॥
 রাজা পাক-শালা-গৃহে লয়া বসাইল ॥
 সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈল ।
 শাক সুপ রসালাদি ক্রম নাহি গণে । *
 কিছু কিছু দ্রব্য সব করে আশ্বাদনে ॥
 ভোজনের তাৎপর্য না হয় সাধুর ।
 কৃষ্ণ কৈছে আশ্বাদিনা কোন সে মধুর ॥
 এইমাত্র অনুভবে আনন্দ হৃদয় ।
 দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময় ॥
 হেন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিল ।
 নীচকূলে জন্ম, খাবার ক্ষম জানিল ॥
 পূর্ব শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয় ।
 বেজাখাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয় ॥

ইহা মূঢ়মতি তুমি ধর্ম নাহি জানো ।
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজো কেনো ॥
শঙ্ক কহে অবিচাবে রোষ মোর প্রুতি ।
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী ॥
ইহা শুনি রাজা বহু অনুরোধে কৈলা ।
পয়সিহার করি সতী লজ্জিতা হইলা ॥
তখন বাজরে শঙ্ক বসি বার বার ।
গ্রাসে গ্রাসে স্বাসে স্বাসে ঘোর চমৎকার ॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার ।
অপেক্ষা না করে জাতি কুলের বিচার ।
পরমপবিত্র হই ভুবনপাবন ।
জাতিবুদ্ধি করিলেই নরকে গমন ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পদরজপাদক । *
ধারণ সেবন সর্ব-অনর্থ-নাশক ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কার্য-কারণ নিশ্চয় ।
দাস্তিক জনাব ইহা প্রতীত না হয় ॥
কৃষ্ণভক্তি অন্তর্য্যামে বৈষ্ণবসেবন ।
প্রধানাঙ্গ হয় নাই জানে মূঢ়জন ॥
বৈষ্ণবে ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয় ।
ভক্তমধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব সেবয় ।
তথাপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ প্রিয় হয় ॥
অর্জুনে কহিলা ইহা কৃষ্ণ ভগবান্ ।
“যে সে ভক্তজনঃ পার্থ !” ইহার প্রমাণ ।

তথা হি—

সাধুশাস্ত্র লোকব্যবহার যুক্তিমতে ।
সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব-সেবাতে ॥
নিত্য কাম্য আর নৈমিত্ত্য বিধানে ।
বৈষ্ণব সেবিতো শাস্ত্রে কহে সর্ব স্থানে ॥
শাস্ত্র আর সাধুমাগ একই সমান ।
সাধুমাগে কালিদাস আদি সপ্রমাণ ॥
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর ।
নির্মলসর সাধু অতি পণ্ডিত গভীর ॥
তঁহ সে কহিলা ভাষা-ছন্দে উখাড়িয়া ।
তাঁহা কিছু কহি শুন প্রতীত লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের ভক্ত যদি চণ্ডালেতে হয় ।
বিকাইলায় তাঁর পার আর নাহি দার ॥

কৃষ্ণের ভক্ত যদি হয় ত যবন ।
অন্যে অন্যে হই তাঁর দাসের নন্দন ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে বে লিখিল ।
ঐক্য করি দেখ তাহে সাধু যে কহিল ॥
যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে ।
তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সংক্ষেপেতে ॥
কৃষ্ণ সত্যকার নাথ জগতের প্রাণ ।
তাঁর প্রিয়তম সেই সেই পুণ্যবান্ ॥
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার ।
ত্রিলোকপাবনী সেই মহিমা অপার ॥
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায় ।
যে স্পর্শগোববে বাস অত্যাপি করয় ॥
সেই শ্রীচরণে যেই হৃদে দিবানিশি ।
ধরে তাঁর কি কহিব মহিমার রাশি ।

তথা হি ।--

আরুঢ়া হরমূর্ত্ত্যনং যংপাদস্পর্শগোববাৎ ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা কিং তন্ত মহিমোচ্যতে ॥

যাহার চরণস্পর্শগোববনিবন্ধন ভুবনপাবনী গঙ্গা
মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার
মহিমা আবার কি কীর্ত্তন করিব ?

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্বাপর ।
বৈষ্ণবসেবন মাত্র ব্রত সভাকার ॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরজ ।
উল্লাস করিয়া সেবে ভেজি স্বপালাজ ॥
যাহার মহিমাবলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ।
প্রত্যক্ষ দেখে তাঁর প্রভাব মহত্ত ॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত যেই নাহি খায় ।
কৃষ্ণপ্রেম দূরে রহ সংসার না যায় ॥
কার্য্য-জানি-মতে আর সন্ধ্যা-বিধানে ।
কিররে অন্তর্য্যামে মর্ম্ম নাহি জানে ॥
লোকাচারে দেখ নারী বাল-বৃদ্ধ-যুবা ।
বৈষ্ণবের স্থানে কুষ্ঠ কিবা দেবী দেবা ॥
দান পূজা সেবা স্থলে সভার বচন ।
বৈষ্ণবেরে কর বলি সভার রটন ॥
আর দেখ বৃদ্ধবেশা উদরজালায় ।
বৈষ্ণবের ভেদ মাত্র করিয়া বেড়ায় ॥
যতপিহ তার পূর্বাবস্থা সবে জানে ।
তথাপিহ নমস্করি ঠাকুরাণী ভণে ॥

* “বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদরজ পাদোদক”—পাঠান্তর ।

অভেব বৈষ্ণব হয় সভার উপরি ।
 পরম আরাধ্য ভজ সাধর আচরি ॥
 যদি বল বাদী বিনে কেন এত জয় ।
 অজস্রকালে যাত্র ব্রজাবার কয় ॥
 কেহ বলে দেহী সেহ নারদ প্রহ্লাদ ।
 অস্ত ভক্তে করি হেলা করে নানা বাদ ॥
 না জানে আপন হিত বিচার পাশ্বের ।
 সেই মুখ মর্ষ নাহি জানে সাধকের ॥
 উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধা ।
 অপ্রাকৃতি তিন ইথে কভু নাহি বিধা ॥
 বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের নহে এ অঙ্গ ।
 অপেক্ষরে যাত্র সদগুণরূপসঙ্গ ॥
 কর্মজ্ঞান-মিছলাতে ব্যভিচার হয় ।
 শুদ্ধভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
 অতএব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম ।
 পূজ্যতম হয় তাতে সুতবাং উত্তম ॥
 ইহাতে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধা ।
 সচ্চিদানন্দধনমূর্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥
 এই জ্ঞান বিনা কভু চাবি সম্প্রদায় ।
 কদাচিত না হয় কুঞ্জরশোচপ্রায় ॥
 সম্প্রদায়বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে ।
 নিফল তাহার সব ভক্তি নাহি ক্ষুবে ॥

পাদে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদপঞ্চরাত্রে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মজ্জাস্তে নিফলা মতাঃ ।
 সাধনোবৈর্ণ সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥

সম্প্রদায়শূন্য মজ্জ নিফল, কোটি কল্প-কাল সাধনা
 ব্যারান্ত তাহা সিদ্ধ হয় না ।

আপনার হিত যদি বাঞ্ছ ভাই কেহ ।
 ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ ॥
 না পড় কুতর্ক-গর্ভে দস্ত পরিহরি । *
 পূর্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচারি ॥
 কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয় ।
 অহুত্ব করিতেই হইবে দয় ॥
 সদগুরুচরণ কৃষ্ণ বৈষ্ণব আশ্রয় ।
 বিচার করিতে যাত্র এই দৃঢ় হয় ॥

অতএব বৈষ্ণবচরণে লভ্য মতি ।
 ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপথে নহে রতি ॥
 লবণ বিহীন যেন বাজনের সাদ ।
 তেন মত ভক্তি বিনে ভক্তি পড়ে বাদ ॥
 ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণবচরণ ।
 মদ মোহ ছাড়ি লও একান্ত শরণ ॥
 অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান ।
 কৃষ্ণ-ভক্তিপথে সেই বড়ই অজ্ঞান ॥
 কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে ।
 উপজপ করি আপনারে সাধু মানে ॥
 সাধুমাগ অমুসার শাস্ত্র পত যজ ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপ বৈষ্ণবপদ ভজ ॥
 দস্তে তৃণ করি মুঞি করি নিবেদন ।
 বৈষ্ণব গোসাই দেহ চরণে শরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্দ রাজা ।

কৃষ্ণানন্দ মহারাজ মহাভাগাবান্ ।
 ছলে একাদশীত্রিতে হৈলা কৃপাবান্ ॥
 অপূর্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে ।
 নানামত সৌগন্ধি আছরে ফুল ফুটে ॥
 কৌতুকে দেবতাদনা পুষ্পের চরনে ।
 নিতি নিতি আইসে যার দৈবে একদিনে ॥
 বেগুণের কাঁটা এক ফুটিল চবণে ।
 গতিবোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে ॥
 মালীগণ শীঘ্র যাই কহে রাজা-স্থানে ।
 রাজা আসি শুনে গতিবোধ বিবরণে ॥
 জিজ্ঞাসয় ইহার কি উপায় করিবে ।
 দেব কন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে ॥
 অহুগ্রহ করি মোরে অহুকুল হও ।
 বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও ॥
 একাদশীত্রিত তব গ্রামে কেহ করে ।
 তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে ॥
 তবে যে বিপদ হৈতে আমি জ্ঞান হই ।
 তোমারে আশীষ করি স্বর্গে চলি যাই ॥
 রাজা বলে একাদশী-ত্রিত সে কেমন ।
 দেবী কন্যা কহয়ে মহিমা অহুষ্ঠান ॥
 রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে বাইরা ।
 অহুষ্ঠানমতে নাহি পায় তলাসিরা ॥

এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া ।
 উপবাসী আছে কোণে রজনী জাগিয়া ॥ *
 সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে ।
 উপবাস করি রহে কলহ কারণে ॥
 তাহারে আনিয়া রাজা দেবী আগে দিলা ।
 দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা ॥
 তাহার কিঞ্চিৎ ফল মোরে যদি দেহ ।
 বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ ॥
 দাসী কহে সে কি আমি কভু করি নাই ।
 হাসি হাসি দেবী কহে তেমোরে বুঝাই ॥
 হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া ।
 উপবাসী রহ সর্ব-রজনী জাগিয়া ॥
 তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রদান করহ ।
 তুমিহ বৈকুণ্ঠ চ'লে যাবে বন্ধুগহ ॥
 ইহা শুনি তারে কিছু ফল সমর্পিলা ।
 ওৎকণ্ঠাতে দেবা নিজ স্থানে চলি গেলা ॥
 রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া ।
 চমৎকার হৈল ত্রৈলোক্য মহিমা জানিয়া ॥
 সেই দিন হৈতে রাজ্যে চেঁড়া ফিরাইল ।
 রাজার শাসনে একাদশী সবে কৈল ॥
 নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি ।
 বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষী যুবক যুবতী ॥
 অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস ।
 কেহ নাহি খায়-হরিবাসর দিবস ॥
 রাজাব তনয় অন্তদেশে গিয়াছিল ।
 গৃহেতে আসিয়া দৈবযোগে না খাইল ॥
 দুইদিন উপবাসী রাজে গৃহে পৌছে ।
 একাদশী-বৃত্তান্ত না জানে তেঁহ তৈছে ॥
 খাইবারে চাহে স্ত্রী-আদি পরিবার ।
 কেন নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার ॥
 রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয় ।
 রজনী প্রভাতকাণে পরাণ ত্যজয় ॥
 আশুগদ একাদশী মহিমা দেখহ ।
 বৈকুণ্ঠগম্যন কৈল ধরি দিব্যদেহ ॥
 মহারাজ কৃষ্ণাঙ্গ একাদশী মাত্র ।
 সেবিয়া হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
 ভাগবত বলি যাঁরে শাস্ত্রেতে বাধানে ।
 যার গুণকীর্তন করয়ে ত্রিভুবনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্রেতে ঐহরি ।
 একাদশী সর্বধর্মত্রয়ের উপরি ॥
 কহিলা সাক্ষাতে আমি সর্বত্রতমধ্যে ।
 অতএব সার সর্বশাস্ত্র সদ্যপন্ডে ॥
 অল্প ধর্ম কর্ম ত্রুত তপস্বী সত্ত্ব ।
 কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরিবাসর নিষ্ঠা ॥
 অতএব কৃষ্ণাঙ্গদ হরিবাসর সেবিলা ।
 ভগবতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা ॥
 তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয় ।
 একাদশীর ত্রুত যেন মোরে স্পর্শ রয় ॥
 মুক্তি পাপী অধম অধৈর্য্য কলেবর ।
 জন্মাবধি হেন ত্রুতের না হয় গোচর ।
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুক্তি হেন জন্ম পাঞা ।
 আচলেতে গ্রহি দিহু কনক ডালিয়া ।

শ্রীহরিশচন্দ্র-রাজা-আদি ।

হারিশচন্দ্র বাজা আর সুরথ সুধম্বা ।
 ভরত দধীচি আদি ভকতে গণনা ॥
 ভগবান্ যারে পরখিলা ছল করি ।
 অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী ॥
 হরিশচন্দ্র-শিবি-আদি-চরিত্র প্রসিদ্ধ ।
 সংক্ষেপে কহিল আছে সভাকার বেত্ত ।

শ্রীবিদ্যাবলীজী ।

বলি মহারাজার স্ত্রীর নাম বিদ্যাবলী ।
 পরমসুন্দরী সিন্ধা সর্বগুণাবলী ॥
 শ্রীবামনদেব যবে অবামন * হৈলা ।
 ত্রিপাদভূমের ছলে বলিরে বান্ধিলা ॥
 সেইকালে ব্রহ্মা আদি স্তবন করয়ে ।
 হেনকালে বিদ্যা কিছু ঐতরে কহয়ে ॥
 অপূর্ব অমৃত বিদ্যাবলীর বচন ।
 বিরতি হইলা ব্রহ্ম করিতে স্তবন ॥
 বিদ্যা কহে ঐতু বলি রাজারে বান্ধিলে ।
 উপযুক্ত বটে ভাল বিচার করিলে ॥
 সুন্দর করিয়া দণ্ড উহার যুক্তি ।
 কার ধন কারে দেয় দান্তিক কুমতি ॥

* “অন্ন না খাইয়া”—পাঠান্তর ।

* “অবতার”—পাঠান্তর ।

তোমার ক্রীড়ার তাও ব্রহ্মাও ভুবন ।
অহঙ্কারে পুনশ্চ তোমায়ে করে দান ॥
অতএব দণ্ড-অহু বাজার না হয় । *
কিন্তু তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুগায় ॥
তোমা অমুরাগে গুরু আজ্ঞা তেয়োগিলা ।
ভীকু অভিলাপ যে অঞ্জলি করি লৈলা ॥
দুহ্যজ ত্রৈলোক্যবাজ্য অনাসে ত্যজিল ।
বিপক্ষের পক্ষ জয় দৃকপাত না কৈল ॥
তোমার শ্রীমুখশশী হেবিয়া ভুলিলা ।
ব্রহ্মার দুর্লভ শ্রীচরণ ধোরাইলা ॥
পিরিতে পরাণ দিতে উচ্চত হইল ।
নিগ্রহ যে কৈলে পুবক্ষার মানি লৈল ॥
অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘূচাও ।
মরিল তোমার ভৃত্য রূপাদৃষ্টে চাও ॥
রাজা-লাগি মোব কিছু দুঃখ নাহি মনে ॥
তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ত্রিভুবনে ॥
বিক্রয়ার যে মধুর বচন জগন্নাথ ।
শুনিয়া খুলক যে নয়নে অশ্রুপাত ॥
হেন বিক্র্যাবলীষ শ্রীচরণ ধরি শিরে ।
যেন সেই দুর্লভ শ্রীচরণে মন হরে ॥
পাষণ হৃদয় মোর কুসঙ্গ আতপে ।
তাপিল + শীতল করু কৃপাচন্দ্রাতপে ॥

শ্রীমৌরধ্বজ রাজা ।

অর্জুনের তত্ত্ব অভিমানের কিছু গর্ক ।
জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে ধর্ক ॥
ছল করি মৌবধ্বজ রাজাব নি কটে ।
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে ।
আপনি হৈলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ॥
অর্জুনে করিলা মুগ্ধ বালক স্বরূপ ॥
বাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে ।
সমাচার কহ নৃপে অতিথি ভবনে ॥
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার ।
কৃষ্ণদেব কার্যো মোর উৎকর্ষা অপাব
লক্ষ্মানপূর্বক বসাইতে কহি দিলা ।
আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র ঘাইব কহিলা ॥

লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ ।
রাজা উপেক্ষিলা বলি কহয়ে গমন ॥
শীঘ্র আসি রাজা বিপ্রচরণে পড়িয়া ।
কাকুবাদ বহু কবে কাতর হইয়া ॥
বিপ্র কহে মোর কিছু যাচিঞা আছর ।
পূরাও যদিপি নহে কি কায় কহার ॥
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মুক্তি দিব ।
প্রতিজ্ঞা করিহু মোবে পবসন্ন ভব ॥
প্রসন্ন বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত ।
কহিতে লাগিলা তবে নিজ মনোনীত ॥
বন পথে আসিতেই সিংহ এক রহে ।
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে ॥
তাহারে কইহু মোর শিশু না খাইহ ।
প্রতিজ্ঞা কবিহু দিব আব যাহা চাহ ॥
সিংহ বলে তবে তোব বালক না খাব ।
রাজার অর্দ্ধাঙ্গ ফাড়ি*মাংস যদি দিব ॥
অতএব অকাতবে যদি ইহা দেহ ।
তবে মোবে সত্য হৈতে বন্ধা যে করহ ॥
রাজা বলে এই দেহ আমার অনিত্য ।
পর-উপকায়ে যেহ লাগে সেই সত্য ॥
ইহা বিহু ভাগ্য মোব কিবা আছে আর ।
ভক্ষ্য না হইয়া হবে পর-উপকার ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্ত্রী এক ভাগে ।
করাতে টানিবে আর পুত্র অন্তদিগে ॥
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহিণী তনয় ।
দুই জনে দুই দিগে করাত টানয় ॥
নাসা-বৃক্ কাটি যবে কবাত আইল ।
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দুপাত হৈল ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জলি-গেলা ।
কহে তাঁরে দুষ্টমতি কাতর হইলা ॥
রাজা বলে ঠাকুর মুক্তি তাহে না কাতর ।
অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল এ হেতু ফাঁফর ॥
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া ।
দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া ॥
শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ববৎ হৈল ।
চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল ॥
কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে ।
কৌতুকে আইহু মুক্তি পরীক্ষা করিতে ॥

* "রাজা বলি হয়",—পাঠান্তর ।

+ "তাপিত"—পাঠান্তর ।

* "কাটি"—পাঠান্তর

রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দিবে ।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে ॥
অতএব হরির ভক্ত যেন হয় ।
তাঁহার চরিত্রমুদা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয় ।
তাঁহার আশ্রয় পণ্ডিতের বেড় নয় ॥
কেহ কহে মোক্ষদান শীল হয় ।
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয় ।
অতএব যেবা যেই অধিকারী হয় ।
যথার্থ না জানি নিজমত সেউ লয় ॥
মোক্ষদাত কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত ।
পর-উপকারে যথা দধীচি মহাস্ত ॥

অলক্কী

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মন্দালসা ।
ভাগবত তেঁহ যাঁর সঙ্গ ভবনাশা ॥
পর-উপকার যাত্র প্রতীজা যাঁহার ।
পবার সবার গলে কৃষ্ণভক্তহার ॥
ক্রমে ক্রমে চারিপুত্র জন্মিল উদবে ।
কৃষ্ণভক্ত দীক্ষা শিক্ষা দিয়া সবে তারে ॥
মন্দালসা সতীগর্ভ যে করে ভজন ।
পুনর্বার নাহি হয় গর্ভেব বাসনা ॥ *
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে পুত্রগণে ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তনে পাঠাইয়া দেয় বনে ॥
রাণী ॥ যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে ।
পুত্রশোকে ময় রাজা স্থির নহে মনে ॥
পুনরায় আর এক পুত্র জনমিল ।
অন্নপ্রাশনে রাজা বহ্নারস্ত কৈল ॥
নামকরণের কালে রাণীরে জিজ্ঞাসে ।
ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্নবশে ॥
অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি ।
রাণী বলে এ ত বড় মোহ অন্ধ দেখি ॥
মনে স্কন্ধ হয় কিছু কহে মন্দালসা ।
পুত্রের ঐশ্বর্য তোমার বড় দেখি আশা ॥
পুত্র আর রাজ্যমান ধনে কি করিবে ।
অভিমানফলমাত্র পরিণাম যবে ॥

অতএব কৃষ্ণে ভক্তিদান আশা করি ।
পুত্রে হরিদাস নাম রাখি বিচারি ॥
রাণীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত ।
বাঁহর করিল মোর ঐয়ো চারি পুত্র ॥
ভাবিয়া কণেক রাজা স্তব্ধ প্রায় রহে ।
শোকাকুল হইয়া রাণীরে কিছু কহে ।
বুঝিলাম তোমার এমত ব্যবহার ।
তুমি চারি পুত্রে বনে পাঠালে আমার ॥
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ ।
এবার মিনতি মোর এ পুত্রে রাখি ॥
রাজা হইবারে এক চাহি ত অবশ্য ।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্ত ।
রাজার কথার মন প্রসন্ন না হয় ।
তথাপি আমার মুখ চাহিয়া কহয় ॥
ভাল ভাল এ সম্মান রাজ্যে রাজা হবে ।
তোমার কোলেতে রাখি প্রীতি জন্মাইবে ॥
রাণী নাম রাখিলেন অলক্ক বলিয়া ।
দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া ॥
কথোক দিবসে কিছু জ্ঞানবান হইতে ।
সদা দূরে রাখয়ে যারের স্থান হৈতে ॥
রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সন্ততি ।
চারি ত উদ্ধার হৈল একের কি গতি ॥
ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় স্থজিল ।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল ॥
সোণার সম্পূট কারি ভাহাতে রাখিয়া ।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া ॥
পুত্রস্থানে দিলা সেই সম্পূটরতন ।
কহিলা রাখিবে অতি করিয়া যতন ॥
যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে ।
তখনি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে ॥
মহৎ বিপদ হৈতে উদ্ধার হইবে ।
অল্প সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে ॥
রাণীর অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশ্রয় ।
কৃষ্ণে মতি নহে বিনে দুঃখের সময় ।
তে-কারণে আপদসময় খুলিবারে ।
যতন করিয়া রাণী কহি দিলা তারে ॥
অলক্ক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি ।
নিগূঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ব ভরি ॥
রাজার অন্তরে কিছু উৎকর্ষা আছয় ।
পাছে বালকেরে রাণী কোন যুক্তি দেয় ।

আশঙ্কিতে * রাজা পুত্রে কথোদিন বাদ ।
 কানী লয়া রাখে যথা কশ্মি-মারাবাদ ॥
 কালে রাজা রাণী দৌহার বিরোগ হইল ।
 অলর্ক যে রাজসিংহাসনেতে বসিল ॥
 পূর্বে চারি ভাই বারা বৈরাগ্য করিলা ।
 তাহার। তনিল ছোট ভাই রাজা হইলা ॥
 চারিজনে মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে ।
 কনিষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ উপায় বিচারে ॥
 মাতা আমাদিগের ত্রাণ কৃপা করি কৈল ।
 ছোট ভাইটীরে অন্ধকূপে ডারি গেল ॥
 এত চিন্তি তবে এক উপায় স্থজিল ।
 তার প্রতিযোগি রাজা সহিত মিলিল ।
 রাজবেশ করি সবে ধাইয়া তথায় ।
 মোরা তব প্রতিযোগী-রাজার তনয় ।
 শিতকাল হৈতে তীর্থভ্রমণ মোরা করি ।
 কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজা-অধিকারী ॥
 পৈতৃক রাজ্যেতে কোষ্ঠ দাতাদি † থাকিতে
 কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচারসম্মতে ॥
 অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর ।
 তোমার শরণ লইছ যে হয় বিচর ॥
 এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিলা ।
 অলর্ক স্থানেতে তবে কহি পাঠাইলা ॥
 অলর্ক-রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া ।
 কহে কোথাকার ভাই অপেক্ষা করিয়া ॥
 তবে যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা ।
 অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িল ॥
 সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পুটিকা ।
 মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা ॥
 মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে ।
 খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে ॥
 অতএব এই ঘোর বিপদ সময় ।
 এইকালে সেই কোঁটা খুলিতে যুগ্মার ॥
 ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা ।
 হারিজ্যভঞ্জন বিধি নিধি পাঠাইলা ॥
 সাগর-পতিতে বুঝি তরী আসি মিলে ।
 অন্ধকূপ হৈতে বহুলোক যেন তুলে ॥

* “অসাকাতে”—পাঠান্তর ।

† “দায়ান”—পাঠান্তর ।

অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল ।
 খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্নী পাঠি কৈল ॥
 তত্ক্ষণাত্তই যাতে আছে তাৎপর্যার্থ ।
 ত্রৈলোক্যের রাজ্য আব মুক্তি তর্ক ব্যর্থ ॥
 পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয় ।
 শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মতি উপভয় ॥ ।
 ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি ।
 তোমরা আসিয়া লহ এ স্বর-বসতি ॥
 মাতা মোরে বন্ধি রত্নপুটিকাতে ডরি ।
 মহাসম্পদ রাজ্য রাধি ভিক্ষে দিল ডারি ॥
 পুনশ্চ তাঁহাব কৃপাপুটিকা খুলিয়া ।
 অর্থ প্রাপ্ত হৈল এবে চলিছ লইয়া ॥
 ইহা কহি একমাত্র কোপীন পরিয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণভজনে গেলা সব তেরাগিয়া ॥
 ভ্রাতাগণ জানিলা অলর্ক বনে গেলা ।
 প্রতিযোগী রাজা স্থানে খুলিয়া কহিলা ॥
 আমাদিগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য্য নহে ।
 ভ্রাতা অলর্ক মহা অন্ধকূপে রহে ॥
 তাহার উদ্ধাব হেতু ভূমিকা করিছ ।
 কার্য্য সিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইছ ॥
 প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা ।
 তুমি ভোগ কবহ সে তোমার হইলা ॥
 ইহা বলি তক যে কোপীন কমুণ্ডল ।
 লইয়া চলিল হর্ষে অন্তর নির্মল ॥
 যাইয়া মিলিলা যথা আছে অলর্ক ভাই ।
 পরস্পর বলাবলি গলাগলি যাই ॥
 অতএব কৃষ্ণভক্তি আর ভক্তরীতি ॥
 অপার অগাধ বিজ্ঞে না হয় বিদিত ॥
 আমি সব মূঢ়ে হেন আশা, বড় চিত্র ।
 অতএব চরণে তাঁর চিত্ত রহ মাত্র ॥

শ্রী রস্তিদেব ।

রস্তিদেব রাজা মহারাজ চক্রবর্তী ॥
 কৃষ্ণে দৃঢ়মতি যাব অনন্ত ভকতি ॥
 মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ করি মানি ।
 সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ।
 রাজ্য ধন দাবা পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিলা
 অযাচকবৃত্তি মাত্র শরীর লাগিয়া ॥

অযাচিত অন্ন আদি কেহ বা আনয় ।
তাহাই ভোজন বিনে কত না বাচয় ॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবস বাপন ।
কিছুকাল ব্যাজে আর শুন বিবরণ ॥
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি মিলে ।
উপবাসী রহে রাজা না চাহে না বলে ॥
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পাশয় আনিলা ।
পরধিতে কৃষ্ণ সেইকালে চল কৈলা ॥
এক শূদ্ররূপে এক কুকুর সচিতে ।
অতিথি হইলা রস্তুদেবের গৃহেতে ॥
অতুচ্ছ জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল ।
বাটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল ॥
খাইয়া তাহারা কহে না পুরে উদর ।
আর কিছু নাহি রাজা কহে যুড়ি কর ॥
করণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল ।
রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সঁপিল ॥
আমার লাগিয়া মহা উৎকর্ষ অপার ।
অযাচক বৃত্তি করি রহে অনাহার ॥
এত ভাবি দয়ানিধি অন্তরে দ্রবিল ।
ভুবনমোহন নিজরূপ প্রকাশিল ॥
নবঘনশ্যাম বনমালী পীতবাস ।
শ্রীবৎস কোমল মনোহর মূর্ত্তহাস ॥
অসংখ্য জনের সীমা রাজার এবার ।
সর্বমঙ্গলের সুফলের পারাবার ॥
রূপ দেখি রাজা মূর্ছা হইয়া পড়িল ।
অষ্ট সাত্তিক দেহে বিকার হইল ॥
স্তব স্তুতি করি বহু গৃহে বসাইয়া ।
সেবন কররে সুখসাগরে ডুবিয়া ॥
দারিদ্র্য যেমন রত্নকলস পাইয়া ।
রাখিবার স্থান যেন না পাই খুঁজিয়া ॥
ভেন-মতে রাজা ব্যস্তমস্ত হইয়া ।
কি করিতে কি না করে সংজ্ঞা না পাইয়া ॥
অঞ্জলি মস্তকে করি দস্তে তুল ধরি ।
তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি ॥
সেই প্রেমামৃত সিদ্ধ-কল্লোলের কেনা ।
তার এক কণা পাই মনের বাসনা ॥
ইতি শ্রীভক্তমালাে কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-
কথনং পঞ্চম মালা ॥৫৥

ষষ্ঠ মালা ।

পুরু-ইক্ষাকু-আদি গুণকথন এবং ভক্তসেবা
অনু ও ভক্তিদেবী-গুণকীর্তন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

পুরু ইক্ষাকু আদি নাম সঙ্কীৰ্তন ।

পুরু ইক্ষাকু আর ঐল গাধিবেশ ।
তুচি শতধন্য রঘু সাধু পরতেক ॥
উত্তম পিপ্পল ভূরি ঋতু অমুরতি ।
ভরদ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী ॥
নহব যযাতি বহু গৃহ মানধাতা ।
মহু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংঘাতা ॥
দিলীপ সমীক যাজ্ঞবল্ক নিমি তুচি ।
দেবল উত্তানপাদ আদি আর কুচি ॥
চতুঃসন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ ।
হরিমায়াতীত ত্রিভুবনের ভূষণ ॥
এ সবার পানরক ভূরি রত্ননিধি ।
মস্তকে ভূষণ করি বস্ত্রে নিরবধি ॥

শ্রীগুহরাজার ।

গৃহ নাম ভীলরাজ ভুবনপাবন ।
যাহার স্বরণে তাপজরবিমোচন ॥
ইহা আত্মবদ কল ভক্তি যে দুর্লভ ।
তাহা প্রাপ্তি প্রতি এক কারণ সুলভ ॥
মৈত্র বলিয়া রামচন্দ্র সে যাহারে ।
দূঢ় আলিঙ্গন কৈলা পুলক অন্তরে ॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের প্রেট ।
অতএব জগতের ইষ্টমধ্যে জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া ।
সকল হইবে জন্ম হর্ব হবে হিয়া ॥
রামচন্দ্র সীতা সহ অমূল্য লক্ষণ ।
বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ ॥

হেরিয়া গুণের নিধি রূপেব অবধি ।
 ভাসিলা শ্রীগুহরাজ আনন্দসুধাকি ॥
 নহনে বহরে ধাৰা মনে উঠরোল ।
 চমকিয়া চাহিয়া রহে নাহি আগ্নে বোল
 নিমিধ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল ।
 কাষ্ঠের পুতলিপ্রায় অস্পন্দ হইল ।
 এ কি চমৎকার এ কি অপরূপ দেখি ।
 হেন রূপ হেন গতি কত না নিরখি ॥
 ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উখলিল ।
 স্বাভাবিক রতি গুহরাজের হইল ॥
 ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে ।
 তোমার বালাই যাই আইস মোর গৃহে ॥
 প্রভু তারে লয়া দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ।
 মৈত্র বলিলা তবে সম্ভাষ করিলা ॥
 গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে ।
 তোমাত সঁপিছ দেহ পরাণসহিতে ॥
 তুমি মোর সবস প্রাণ-ধন-রাজ্য ।
 তুমি মোর ভুক্তি মুক্তি তুমি শুভকার্য্য ॥
 আমি মরে যাই তব বালারের সনে ।
 দেহ সমর্পিছ মিতা তোমার চরণে ॥
 পরিবার দেহ গেহ রাজ্য আর ধন ।
 কামনবাক্যে কৈছ সব সমর্পণ ।
 বনকল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত ।
 নামাদ্রব্য আরোজন করি নানামত ॥
 ধা'রাইতে যত কৈল প্রাণ-অস্তরে ।
 তেঁহ কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে ॥
 চৌদ বৎসর মুঞি প্রতিজ্ঞা করিছ ।
 অস্ত্র দ্রব্য নাহি খাব কলমূল বিহু ॥
 তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানাকল ॥
 ধা'রাইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বল ॥
 তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ ।
 জটা-বক ধরি বনে যাও কি কারণ ॥
 হেন স্কুমার দেহ স্কুমারী সহ ।
 অমূল্য লক্ষণ তাহে স্কুমার দেহ ॥
 কণ্টকিত বন তাহে নিশাচরগণ ।
 ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন ॥
 শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ ।
 কেমনে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ ।
 এ হেন কমলপনে কষ্টক বিদ্বিবে ।
 আহা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে ॥

ভাবিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া উঠর ।
 নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠাঁয় ॥
 মোর এই রাজ্য ধন সমুদায় লহ ।
 লক্ষণ সীতার সহ এইখানে রহ ॥
 রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে ।
 মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে ॥
 পিতৃগত্য পালনে যে চৌদ বৎসর ।
 বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমাব ॥
 গৃহমধ্যে নাহি যাব রাজ্য না করিব ।
 চৌদবৎসর যাত্র বনেতে রহিব ॥
 কেকয়ী মাতাব বাক্যে ভরতর রাজ্য ।
 বনে পাঠাইয়া পিতা হইল অধৈর্য্য ॥
 ক্রম ক্রমে আশ্বাপাস্ত সকলি কহিলা ।
 বনগমনের কথা বৃত্তান্ত জানিলা ॥
 শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে ।
 আগ্নের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে ॥
 ক্রোধে কম্পাদিত দেহ আরক্ত লোচন ।
 সাজ সাজ বলি এক দিলেক লক্ষন ॥
 রামচন্দ্রে বঞ্চি রাজ্য ভরত লইয়া ।
 বাকল পরায়া দিল বনে পাঠাইয়া ॥
 চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি ।
 করিব আমার মৈত্র রাজ্য-অধিকারী ॥
 এত কহি চতুবদ্র সৈন্ত যে সাজিয়া ।
 অঘোব্যাভিমুখে চলে বিক্রম কবিয়া ॥
 রামচন্দ্র তাহা দেখি তটস্থ হইলা ।
 বারণ করিতে লক্ষণের পাঠাইলা ॥
 তেঁহ যাই সাঙ্গনা করিয়া গুহরাজে ।
 ডাকিয়া আনিয়া বধা শ্রীরাম বিবাজে ॥
 গুহের হস্ত ধরি প্রভু অনেক বুঝান ।
 ভরত আবার প্রিয় আমি তার প্রাণ ॥
 তার কিবা পিতা মাতা কার দোষ নাই ।
 দৈবের ঘটনা যাত্র যত দেখ ভাই ॥
 অতএব শাস্ত হও চিন্তা না করহ ।
 পুনর্বার রাজ্য হব নয়ানে দেখিহ ॥
 এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা ।
 গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পড়িলা ॥
 পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধনি ।
 মহাকোলাহল শবে কম্পিত মেদিনী ॥
 বৃকে কর হানে কেহ ভূমে গড়ি যার ।
 হাহাকার করিয়া লুপ্তে গুহার ॥

হাহা কিবা অহুরাগ চণ্ডালের গণে ।
 তা'ভার দাস হৈয়া জন্ম নৈল কেনে ॥
 লোকাচারে সঙ্কেত চণ্ডাল নামমাত্র ।
 দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপাত্র ॥
 শ্রীরাম বিচ্ছেদ গুহরাজ মহাশয় ।
 গৃহে নাহি গুণগা ভূষে পড়িয়া রহয় ॥
 আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার ।
 সব তেজি কৈল মাত্র রামনাম সার ॥
 পুনরায় কবে রামচন্দ্র আগমন ।
 হইবেক এইমাত্র দিবসগণন ॥
 চৌদবৎসর চৌদ-কল্প করি মানেন ।
 নিরন্তর কলধারা বহরে নরানে ॥
 দুর্বাদল শ্যামরূপময় চারিদিকে ।
 যে দিকে নেহারে সাধু দেখে সেই দিকে
 রাম রাম মৈত্র হে সখা হে কোথায় ।
 দেখা দিয়া প্রাণ রাখ নহে বাহিরায় ॥
 রাম রাম বলি উচ্চৈঃস্বরে গুহ কান্দে ।
 শ্রবণসুখ যেন সুখা বহে চান্দে ॥
 এইমত চৌদ বৎসর গুহরাজ ।
 বিরলে বিহ্বল সদা লুপ্ত ভূমিমায় ॥
 চৌদবর্ষপূর্ণাদিনে অপরাহ্নকালে ।
 না আইলা রামচন্দ্র অন্তর বিকলে ॥
 কহে যদি মোর প্রাণ না আইলা রাম ।
 এই শুধু দেহ তবে রাখিয়া কি কাম ॥
 অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়ি নিজ দেহ ।
 আর নাহি সঙ্কে রাম-বিচ্ছেদ বিরহ ॥
 তবে অগ্নিকুণ্ড জালি প্রবেশ-উপুখ ॥
 হইতেই শুভবার্তা হইল সমুখ ।
 শ্রবণমঙ্গলধ্বনি রামনামবাণী ।
 আকাশ হৈতে চমকিত সবে শুনি ॥
 গুহরাজ কহে সব অমাত্য সহিতে ।
 দেখ ত মধুরধ্বনি আসে কোথা হতে ॥
 কে মোর মৃতকদেহে পরাণ স্থানিল ।
 অমৃতের বৃষ্টি করি অভিব্যেক কৈল ॥
 কেবা মোরে সাগর-পাথারে উদ্ধারিল ।
 দরিদ্রজনেরে ধন যাচি সমর্পিল ॥
 চৌদিকে ধাইল সব অল্পচরণে ।
 আকাশে নিরখে কেহ কেহ ধায় বনে ॥
 চমক পড়িল সভে চকিত নরনে ।
 চাহিয়া রহিল অল্প স্মৃতি নাহি মানেন ॥

হেন কালে সুমধুর গভীর উচ্চধ্বনি ।
 যেন সুধাসিন্ধু উথলিয়া আইসে জানি ॥
 শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম নামগান ।
 উচ্চৈঃস্বরে করিয়া আইসে হনুমান ॥
 হেন বৃষ্টি হনুমান জগতে আশ্বাসে ।
 আর ভয় নাই ভাই রাম আইলা দেশে ॥
 ভক্তগণের বিরহ-অনল নিবাইতে ।
 রাম-আগমন বাণী-অমৃত সিঞ্চিতে ॥
 গুহরাজ প্রেমানন্দসাগরে ভাসিয়া ।
 মুখে নাহি আসে বাণী দ্রুত দ্রুত হিয়া ।
 কণেক সম্ভাষি কহে কি দেখি আকাশে ।
 পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে ॥
 রাম-প্রেমে ডগমগ ধীব চুড়ামণি ।
 সাধু সাধু ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
 আহা আহা ইহার বালাই লইয়া মরি ।
 বৃষ্টি মোর শ্রীরামের দূত অহুসারী ॥
 এত কহি গুহরাজ উর্দ্ধমুখ হয়া ।
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ডাকে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

কে তুমি ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
 ভুবনপাবন শিরোমণি ।
 ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে মাথ ওহে ভ্রাতা,
 ওহে রামচন্দ্র প্রেমধ্বনি ॥
 কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি বাই,
 বালাই লইয়ে আমি মরি ।
 হের আইস তোমার দেখি, হৃদয়মাঝারে রাখি,
 পরাণ যথায় তথা চিরি ॥
 রাম নাম শুনাইলে, কি সুখা কর্ণে চালিলে,
 জুড়াইল প্রাণ মন দেহ ।
 জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে,
 তহু মন জীবনের সহ ॥
 আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছায়া দেই,
 বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া ।
 কোটি জন্মের পূণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
 তাহে দেই পাদ ধোয়াইয়া ॥
 হনুমান মহামতি, হেরিয়া তাহার গতি,
 চমৎকারে চাহিয়া রহয় ।
 কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয়,
 কিবা প্রেমভাবের উদয় ॥

উঠে পড়ে পড়ি বায়, কণে শুক হর্যা বয়,
জয় রাখ ত্রিরাখ কণে বলে ॥

প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলক দেহ,
সদয় লইয়া প্রিয়তম ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে দৌহে, প্রভু ভূত্য লাগি রহে,
অশ্রুজলে দৌহা-অঙ্গ ভিজে ।
ধনু গুহ মহাশয়, চারি দিকে জয় জয়,
কোলাহল হৈল ক্রিতি-মাঝে ॥
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুষ্পবরিষণ,
চমকিতচিত্তে বনে বনে ।
কহে ওহে কিবা ভাগা, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য,
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে ॥
দুন্দুভিবাজন বাজে, আনন্দে অঙ্গুল নাচে,
প্রশংসয় ত্রিভুবনলোক ।
রাম অমুকুল যারে, কেবা নাহি পূজে তারে,
সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক ॥
কি অলভ্য তার আছে, চতুর্দর্শ তার পাছে,
ফিরে সেই না করে দৃকপাত ।
কি ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার,
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ ॥
প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য-আগে দিবাচন্দ্র,
চন্দ্র-আগে যেমন খণ্ডোত ।
নদ-নদী আগে যেন, পুষ্করিণীর খাত হেন,
সাগরের আগে নদীশ্রোত ॥
অতএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ,
ডুবিয়া পাথার নাহি পার ।
অমূল্য রতননিধি, তুল্য রতনাবধি,
রামধন পাইয়া আলয় ॥
আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আসে জল লৈয়া,
কেহ শ্রীচরণ পাখালয় ।
কেহ রাজসিংহাসন, তাহাতে কমলাসন,
পাতি তাহে প্রভুরে বসায় ॥
কেহ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ,
কেহ মুখচন্দ্র নিরঞ্জন ॥
নানা দ্রব্য মিষ্ট অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন,
নানামত সংস্কার করয় ॥
পারিষদগণ সহ, সমান পিরীতি-স্নেহ,
সমান ভক্তি সহ সবে ।
ভোজন ভূষণ বাসে, করি বহু পরিতোষে,
আনন্দসাগরে তাসি সেবে ॥
সুগ্ৰীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাহ্নুবান,
যত পারিষদগণচর ।
গুহরাজের প্রেম দেখি, অবিরাম বুঝে আশি,
পরস্পর বহু প্রশংসয় ॥

ধনু ধনু মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়,
জনম জীবন ধনু ধনু ।
রামচন্দ্রে এত প্রীত, সুনীল সমতীরীত,
সর্বগুণধাম সর্বদাম্য ॥
প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্বমধ্যে অতিরিক্ত,
এই জন প্রিয়তম হবে ।
কিহা য়ে গুণ দেখি, জুড়ায় হৃদয় আশি,
যে হেতুক রামচন্দ্র লভে ॥
সেই গুহ মহারাজ, চৌদুহরনামক,
পূজ্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ ।
বাহার তুলনা নাই, বেদে ত তাৎপর্য এই
যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট ॥
বিধি ভব পুণ্ডর, আদিদেব দেবী নর,
পিতৃগণ গুরুক কিয়রে ॥
সভেই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়,
জয় জয় ধন্য ধন্য কহে ।
জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম আর তত জপ,
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে ।
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ নয়,
সেই ত্রিপাথন শ্রুতি ধরে ॥
তার পাদরঞ্জনপাশে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে,
ভুক্তি মুক্তি দেহ থাকুক দূরে ।
তুল্য যে হরিভক্তি, কণমাত্র দিতে শক্তি,
তাহা কিবা মহিমা অপারে ॥
হরিঅনের জাতি কুল, বিচারয়ে যেই মূঢ়,
ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম ।
তার সাকী গুহরাজ, পাবন তুবনমাঝ,
নহে বৃথা ব্রাহ্মণজনয় ॥

মহাতারতে—

চণ্ডালোহপি মূনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি নৃপচাধমঃ ॥
হরিভক্তিনিষ্ঠ চণ্ডালও মূনিশ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু
হরিভক্তিশূন্য দ্বিজও চণ্ডালাধম ।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্—

বিপ্রাদ্বিষড়্ গুণযুতাদরকিন্দনাত-
গদারবিন্দবিমুখাৎ নৃপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্ত্রে ভদ্রপিতৃমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পূজাতি স কুলং ন তু কুরিমানঃ ॥

বাদশপুণসম্পন্ন অথচ পদনাত শ্রীহরির চরণ-
কমলে বিমুখ বিগ্রহ অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—
যে চণ্ডাল আপন বাক্য-অর্থ-কার-মনঃ-প্রাণ ভগবানে
সমর্পণ করিরাছে, সেই চণ্ডালই আপনার বংশ
পবিত্র করে, কিন্তু বিগ্রহ পারেন না।

অথ গাকড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হেবা যস্মিন স্নেহেহপি বর্ততে ।
স বিপ্রোহো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ,
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

ষ্টবিধা ভক্তি যে স্নেছে বিদ্যমান আছে, সে
স্নেহেই বিগ্রহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মুনী ও শ্রীযুক্ত, সে
যতি এবং সেই পণ্ডিত। যাহা (শ্রীহরিকে) দেয়,
তাহা সেই স্নেহকে দিবে এবং যাহা শ্রীহরির সকাশ
হইতে গ্রহণীয়, তাহা সেই স্নেহেই নিকট হইতে
গ্রহণ করিবে। সেই স্নেহও শ্রীহরির ন্যায় বন্দ্য।

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মানো ।
পরমপাবন নিজ ইষ্ট করি জানো ॥
বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয় ।
বেদবিধি সর্বশাস্ত্র ফুঁকারিয়া কর ॥
হরিভক্তি মহিমা দি আরাধন বিধি ।
সহস্র প্রমাণ যার নাহিক অবধি ॥
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ ।
এক এক শ্লোকে করি দিগ্‌দরশন ॥
শ্রীল-সনাতন কলিত্রাণের আচার্য্য ।
হরিভক্তিবিনাস বর্ণিলা গ্রন্থ আখ্য ॥
তাহার প্রমাণ কাহ কিঞ্চিৎ আভাস ।
বিশেষ কহিছ ইহা করিয়া বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে ।
সে জন নারকী যজ্ঞ হুঃখের সাগরে ॥
বৈষ্ণবেতে নীচজাতি করিয়া মানয় ।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্র বা ভগবদ্বক্তঃ নিবাদং স্বপচং তথা ।
বীকতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

ভগবদ্রিষ্ট ব্যক্তিকে যদি কেহ শূদ্র, ব্যাধ অথবা
চণ্ডাল প্রভৃতি সামান্যজাতির তুল্য দেখে, সে নিশ্চয়
নরকগামী হয়।

পদ্যাবল্যাম্—

অচ্যো বিকো শিলাদীর্ঘকৃষ্ণ নরমতিবৈষ্ণব,
জাতিবুদ্ধিবিকোবা বৈষ্ণবানাং কলিমলমধনে
পাদতীর্থেহমুদ্বুদ্ধিঃ ।

শ্রীবিকোনর্গ্নি যজ্ঞে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
বিকো সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধা—

যন্ত বা নারকী সঃ ॥

পূজনীয় বিষ্ণুবিগ্রহকে শিলা, গুরুদেবকে মানব
এবং বৈষ্ণবকে জাতি বলিয়া যে ব্যক্তি জান করে,
বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের সেই কালকলুষনাশকপাদোদককে
যে ব্যক্তি সামান্য বারি বলিয়া জান করে, সকল-
পাপনাশক শ্রীবিষ্ণুব নাম ও যজ্ঞকে যে ব্যক্তি সামান্য
শব্দমাত্র জান করে অথবা যে ব্যক্তি সেই সর্বৈশ্বরে-
ষ-বের সহিত তদিতরগণের সমতা-বুদ্ধি-সম্পন্ন, সে
ব্যক্তি নিরয়গামী হয়।

হবিভক্তি বর্তে যদি স্নেহ চণ্ডালে ।

দানগ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে ॥

হরিবৎ পূজিব তারে ভক্তিপূর্বকে ।

গাকড়া দি প্রমাণ কহয়ে শ্রীমুখে ॥

গাকড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হেবা যস্মিন্ স্নেহেহপি বর্ততে ।

সবিপ্রোহো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥*

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

ন মে ভক্তশ্চতুর্কেদী মদ্বক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হুহম্ ॥

চতুর্কেদ-পারগ ব্যক্তিও মদীয় প্রিয় নহে, আমার
আমার ভক্ত চণ্ডালও মদীয় প্রিয়। আমার ন্যায়
সেও পূজনীয়, আমাকে দেয় (পূজা বা ভক্তি)
তাহাকে দিবে আমাব নিকট হইতে যাহা
(জ্ঞানাদি) গ্রহণীয়, তৎ সকাশে তাহা গ্রহণ করিবে।

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তমধ্যে নহে ।

স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জুনেরে কহে ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ

মদ্বক্তানাঞ্চ যে ভক্তাশ্চ মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

* অহুবাৎ ইত্যগ্রে ব্রষ্টব্য ।

মাহারা কেবল মদীর ভক্ত, হে পার্থ, তাহার
আমার প্রকৃত ভক্ত নহে; যাহারা মদভক্ত্যনের
ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত।

সাধুমাৰ্গেশাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়।
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ় ॥

ধারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদসংবাদে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কোন্তয় মা ভজস্বানাদেবতাঃ।
পুনস্তি বৈষ্ণবাঃ সর্কে সর্কদেবানিদং জগৎ ॥

হে কোন্তয়!। তুমি বৈষ্ণবদিগের ভজনা কর,
অন্য দেবতাদিগের ভজনা করিও না। বৈষ্ণববৃন্দই
সর্কদেবতাকে এবং এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন

মদ্যুক্তো দুর্লভো যন্ত স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥

হে ধনঞ্জয়!। মদীর ভক্ত যাহার নিকট দুর্লভ
তিনি মৎসকাশেও দুর্লভ। সত্য সত্যই তদপেক্ষা
দুর্লভ আমার অস্ত্র কেহ নহে।

অজস্রতুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত।
বিচার করহ গুচ পরমার্থতত্ত্ব ॥

পাদে—

বিবুধাঃ কিংপুনঃ সর্কে অজঃশক্রো ভবেদ্যদি
ন কোংপি সমতাং যাতি কৃষ্ণভক্তস্ত নারদ।

হে নারদ!। নির্ধূল দেবগণের কথা কি কহিব,
স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনর্বার আবর্তিত হন,
কেহই কৃষ্ণভক্তের সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হইতে
পারেন না।

বৈষ্ণবের পাদোদক পরমপাবন।
পান করি পুন শুচি হৈতে করে মন ॥
সেই অপরাধী ব্রহ্মহত্যার পাতকী।
তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্নে নিরখি ॥

গাক্ষে—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচমতি সন্মোহাৎ ব্রহ্মাহা স নিগচ্ছতে ॥

বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া
যে ব্যক্তি আচমন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া
অভিহিত হয়।

বৈষ্ণবে কস্তাদানঞ্চ পরমনির্কারণহেতুনা।
পরং নির্কারণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥

বৈষ্ণবকে ছহিতাদান এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট
ভোজন নির্কারণের হেতু।

শ্রীভাগবতে—

উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকুৎ স্ত ভূজে তদপাস্তিকিস্বয়ঃ ॥

ব্রাহ্মণদিগের অন্তমোদনামুসারে তাঁহাদিগের
উচ্ছিষ্টায় ভক্ত্যে আমার যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইল।

হারি প্রতিমা হন বৈষ্ণবঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্তব্য প্রচুর ॥
বহুভাগ্যেতে যার প্রজ্ঞা জনমর।
সুকৃতি বলিয়া তারে স্তুতিগণ গায় ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

স্বদর্শন স্পর্শন পূজনৈঃ কৃতী,
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেষু বৈষ্ণবঃ।
ধূনন বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ,
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥

কৃতী বৈষ্ণব বিষ্ণুপ্রতিমাবৎ নিজের দর্শন, স্পর্শন
ও পূজার দ্বারা লোকের অজ্ঞানাত্মার দূর করিয়া
সংসারে অবস্থান করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের
নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, সংসারের কল্যাণার্থ
তাঁহারা দীপবৎ শোভমান থাকেন।

পাদে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন্! যাহারা স্বল্পপুণ্যশীল, মহাপ্রসাদে
গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে কিছুতেই তাহাদের
বিশ্বাস জন্মে না।

বৈষ্ণব স্মরণ যদি গৃহে বসি করে।
সদ্য সে জীবনুজ্ঞ সেবা রহ দূরে ॥

ত—

ষেযাং সংস্রবণাৎ পুংসাং সত্যঃ শুধ্যাস্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদমৌচাসনাদিভিঃ

বীহাদিগের স্মরণমাত্রই মানবের গৃহ সত্ত
পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন ও
আসনাদি দ্বারা যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ?

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
যেই করে সেই ধনু শরীর ধরিয়া ॥
হুর্কৃত্তো বা সুবৃত্তো বা বৈষ্ণব যে জন ।
অবশ্য নমস্ত সেই স্মৃতেব বচন ॥

স্মৃতবাক্যম্—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমা ।
নমস্করোন্মাহং তেবাং ভৎসদী মুক্তিভাগা যতঃ ॥

হরিভক্তিরসাস্বাদে যে মানবশ্রেষ্ঠগণ পুলকিত,
আনি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি । কেন না
তাঁহাদের সঙ্গীরাও মুক্তিলাভ করে ।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিণাম পরায়ণাঃ ॥
হুর্কৃত্তো বা সুবৃত্তো বা তেবাং নিত্যং নমোনমঃ ॥
হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনামনিষ্ঠ ভক্ত স্মৃতে বা
হুর্কৃত্ত হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার ।

বৈষ্ণবের নামে সর্কপাতক নাশয় ।
কৃষ্ণভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায় ॥
প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্তন ।
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমুখ ॥

যথা—

নিত্যং যে প্রতরুধার বৈষ্ণবানাম্ কীর্তনম্ ।
হুর্কৃষ্টি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোধান করিয়া
বীহারী বৈষ্ণবের গণাকীর্তন করেন, হে বলিরাজ,
এই কলিযুগে তাঁহারাই ভাগবত ও কৃষ্ণ-সদৃশ ।

বৈষ্ণব সেবনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ।
চতুর্কর্গ ফল ইহ না হয় আধিক্য ॥
মুখ্য ফল হয় যাত্র কৃষ্ণে রতি যতি ।
মুক্তি দুঃখফল ফল শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ॥
তবে যে কহেন প্রতিগণ নানাকল ।
বহিস্মৃৎ প্রবৃত্তির কারণ কেবল ॥
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাঢ়য়ে ।
হুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিৎ আশয়ে ॥

ভারতবর্ষগ্রন্থে—

হরিকীর্তনশীলো বা তদুক্তানাং প্রিয়োহপি বা ।
ভক্তব্রূকোপি মহতাং ন বন্দ্যোহন্যভিকৃত্যমঃ ॥

যিনি হরিকীর্তনশীল, অথবা তদীয় ভক্তবৃন্দের
প্রিয় ও মহদব্যক্তিগণের সেবানিরত, তিনি আমা-
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদিগের পূজ্য ।

তথা চ—

বহিস্মৃৎ প্রবৃত্ত্যে তৎ কিঞ্চ মুখ্যফলং রতিঃ ॥

বহিস্মৃৎ জনগণের প্রবৃত্তিসংস্কারের নিমিত্ত
রতিই কিঞ্চ প্রধান ফল ।

বৈষ্ণব দর্শনে যাত্র তৎকণে পবিত্র ।
মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গজাব অতিরিক্ত ॥
সেবকাদিকরণে পূত কহেন তাঁহারী ।
বৈষ্ণবদর্শনে যাত্র তথনি বিজরা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হস্তয়ানি তীর্থানি ন দেবা মুচ্ছিনামরাঃ ।
তে পুনস্ত্যাকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

সলিলাদি (জাহ্নবী প্রভৃতি) তীর্থাদি এবং মৃৎ-
শিলাময় দেবাদি বহুদিন পরে পবিত্র করেন ; কিন্তু
সাধুগণের দর্শনমাত্রই পবিত্রতা সাধিত হয় ।

বৈষ্ণবের পূজা সর্কপূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ ।
অস্ত্র দেব দূরে রহ কৃষ্ণ হৈতে ইষ্ট ॥

একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

বৈষ্ণবে বহুসংকৃত্যা ॥

বৈষ্ণবদিগকে আমার বহুসংকৃত্য সন্মান
করিবে ।

আমার ভক্ত অধিক পূজার যোগ্য ।

বিনা অতিরিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ ।
কারু স্বক্কে সিদ্ধ নহে কতু কোন কাষ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে—

রত্নগণৈতৎ তপসান বাতি,
ন চেজ্যয়া নির্কপণাদ্গৃহাদ্বা ।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিস্থৈর্হো-
ষিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥

হে রত্নগণ! মহৎ ব্যক্তির পদধূলির অভিষেক
ভিন্ন ভপস্কার, অন্নদান, গৃহধর্ম পরোপকারে,
বেদাভ্যাসে অথবা জল, বহি ও সূর্য্যের উপাসনায়,
কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ।

বৈষ্ণবের সেবা করে দাস-অভিমাণে ।
পরম গজিক পায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥

তথা হি পাদে—

বিষ্ণুভক্তস্ত য়ে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজন্ত য়ে ।
তেহপি ক্রতুভুজাং বৈষ্ণু গতিং যাস্তি নিরাকুলাঃ ॥

যাহারা বিষ্ণুভক্তবর্গের দাস এবং বৈষ্ণবান্নভোজী,
হে বৈষ্ণু! তাঁহারা অক্লেপে সুরগণের গতি প্রাপ্ত
হন ।

সর্ব আরাধন-সার বিষ্ণু-আরাধনা ।
তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা ॥

পাদে উত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

সর্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ,
কিন্তু হে দেবি, যাহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের আরা-
ধনা তদপেক্ষা প্রধান ।

ইহাতে অন্তথাবুদ্ধি নাহি কেহ কর ।
‘এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর ॥
বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত-ভজনে ।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তে নাহি গণে ॥
কৃষ্ণ না ভাজব মাত্র বৈষ্ণবভজনে ।
কৃষ্ণ পাই ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাধানে ॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজহ ।
সর্বদুঃখ পাপ-আদি হইতে তরহ ॥

শ্রীগীতারাম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মহাকানাক্ষ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

হে পার্থ! যাহারা কেবল মদীয় ভক্ত, তাহারা
আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন; যাহারা মদীয় ভক্তের
ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত ।

পাদে—

অর্চয়িত্ব তু গোবিন্দং তদীয়ানু নার্চয়েৎতু যঃ ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্বতঃ ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করে, অথচ তদীয়
ভক্তের পূজা করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত নহে,
দান্তিক বলিয়া গণ্য ।

তস্মাৎ সর্বপ্রগত্বৈন বৈষ্ণবানু পূজয়েৎ সদা ।
সর্বং তরতি দুঃখৌষং মহাভাগবতার্চনাৎ ॥

এই হেতু সর্বপ্রগত্বৈন বৈষ্ণবের অর্চনা
করিবে । মহাভাগবতদিগের পূজার সর্বদুঃখ হইতে
ত্রাণ হয় ।

বৈষ্ণব দেখিয়া মহা-আনন্দ কবিব ।
কতকালের বন্ধু সেন দেখি দৃষ্ট হব ॥
যার কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি তাঁরই এই রীত ।
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত ॥

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

বৈষ্ণবে বন্ধুসংকুত্যা ॥

বৈষ্ণবগণকে মদীয় বন্ধুর দ্বারা সম্মান করিবে ।

মহুভক্তপূজাভাধিকা ॥

আমার ভক্ত অধিক পূজ্য ।

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয় ।
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয় ॥
কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক ।
যম নিজ দূতে কহে করিয়া অধিক ॥

পাদে—

বৈষ্ণবো যদগৃহে ভুঙক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ ।
তেহপি বঃ পরিহার্যাঃ স্যুতৎসঙ্গহতকিঞ্চিবাঃ ॥

যাঁহাদিগের গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, যাহারা
বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা তোমাদের পরি-
ত্যাগ্য । বৈষ্ণব (সঙ্গ) প্রাপ্তি হেতু তাঁহাদের যাবতীয়
পাপ দূর হইয়াছে ।

ভক্ত-রসনার কৃষ্ণ রস আশাদয় ।
রানীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক তৃপ্ত নয় ॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

নৈবেদ্যং পুরতো ভক্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং যরা ।

ভক্তস্ত বসনার্গেণ বসমস্মায় পদ্যজ ॥

আমার দর্শনমাত্রেরই পুরোবর্তী নৈবেদ্য আমার স্বীকৃত হয়, কিন্তু হে পদ্যজ । ভক্তের জিহ্বাগ্রে আমি বসানাদন করি ।

সর্বত্র বৈষ্ণব পূজা স্বর্গে মর্ত্যে বসাতলে ।

দেবতা মনুষ্য আদি যতক অখিলে ॥

নারদীয়ে—

সর্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজাঃ স্বর্গে মর্ত্যে বসাতলে ।

দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্ ॥

স্বর্গ, মর্ত্য ও বসাতলে সুর, নর, পরগ, রাক্ষস সকলেরই নিকট বৈষ্ণবেবা পূজাহ ।

যেবাঃ স্মরণমাত্রেন পাপ-ক্ষণতানি চ ।

দৃষ্ট্বেন্ন নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাশ্রনাম্ ॥

বৈষ্ণব-মহাশ্রগণেব স্মরণমাত্রে লক্ষ পত কলুষ ভস্মীভূত হয়, তদ্বিবরে সংশয় নাই ।

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম ।

কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্বশুদ্ধধাম ॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—

নিতং যে প্রাতঃকথার বৈষ্ণবানাক্ত কৌতনম্ ।

কুর্কন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ।

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাভ্যাগ করিয়া যিনি বৈষ্ণবের গুণানুকীর্ণন করেন, হে বলে । কলিযুগে সেই ব্যক্তি ভাগবত ও কৃষ্ণসদৃশ ।

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গে হৃৎকর্ণবসায়ন ।

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃতভাজন ॥

অপবর্গঘার আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি ।

ক্রমিক ক্রমেরে হয় সুদৃঢ় আসক্তি ॥

শ্রীভাগবতে—

সভাং প্রসজান্ময় বীর্ণাসংবিদো,

ভবন্তি হৃৎকর্ণবসায়নাঃ কথাঃ ।

ভজোবশানামপবর্গবদ্যনি,

শ্রদ্ধা রতিভক্তিরহুক্রমিষ্যতি ॥

সাধুগণের প্রসঙ্গ মদীর বিক্রমজ্ঞাপক, তাঁহা-
দিগের কথা আমাব হৃদয় ও কর্ণের বসায়নবস্থাপ ।
তদ্বারা অদম্য অপবর্গের পথে ক্রমাগত শ্রদ্ধা, রতি
ও ভক্তির সমাবেশ হইবে ।

বৈষ্ণবের পাছকায় নতি পুনঃ পুনঃ ।

যে প্রসাদে মিলে সাধ্য সাধন নিষ্ঠা ॥

কর্ম্মাবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান ।

মো সভাব বৈষ্ণব-পাছকাবলম্বন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত —

ভগদন্তুভূতপাদোজপাছকাভো নমোহস্ত মে ।

বৎসজমঃ সাধনঞ্চ সাধাঞ্চাখিলমুত্তমম্ ॥

যাঁহাদিগেব সংসর্গপ্রাপ্তিই জগতেব মধো উত্তম
সাধন ও সাধা, সেই ভগবদ্বাকবৃন্দের পাদপদ্ম-সংসর্গ
পাছকাকেও আমাব নমস্কাব ।

পদাবল্যাম্ -

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কোচৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ

বয়স্তু হবিদাসানাং পাদদ্রাবাবলম্বকাঃ ॥

কেহ জ্ঞানাবলম্বী, কেহ কর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু
আমরা হবিদাসগণের পাদদ্রাব-অবলম্বনকারী ।

দর্শন স্পর্শন আদি কবি সহবাসে ।

কণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুরুশে ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুর্বাণে—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ কণাৎ ।

ভক্তাঃ পুনস্তি ব্রহ্মস্ত সাক্ষাদপি চ পুরুশম্ ॥

দর্শন, স্পর্শন, আলাপ এবং সহবাসাদির দ্বারা
সাক্ষাৎ পুরুশাকও ভক্তগণ আশু পবিত্র কবেন ।

হরিভক্তি পূজে যেই হরিভক্তি কবি ।

তাঁবে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরাবি ॥

ওট্টব—

হরিভক্তিরতান্ যন্ত হবিবুদ্ধাঃ প্রপূজয়েৎ ।

তন্ত তুষ্যন্তি বিপ্রোজ্ঞা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি হরিভক্তগণকে হবিজ্ঞানে অর্চনা
করেন, হে বিপ্রোজ্ঞগণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি
তাঁহার প্রতি শ্রীত থাকেন ।

ভক্ত ভগবান স্বয়ং লোকরক্ষাহেতু ।
কিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক ন তু ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

অহমেব দ্বিকশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রাচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।
ভগবন্তুতরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥

হে বিগ্রহবর ! প্রাচ্ছন্ন বিগ্রহভাবে ভগবৎভূতরূপে
আমিই নিরন্তর লোকদিগকে রক্ষা করিতেছি ।

হরিভক্তিগঙ্গাসঙ্গমমাত্র হয় ।
সর্বমহাপাতকাদি তুষ্ণকণাতে যায় ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

হরিভক্তিপবাণাস্ত সদ্দিনা সঙ্গমাত্রতঃ ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥

হরিভক্তিনিষ্ঠদিগের সঙ্গাদিগেব সঙ্গমাত্রলাভে
মহাপাপিগণের সর্বপাপমোচন হয় ।

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্যগণন ।
পুস্তক বাঢ়য়ে কত করিব বর্ণন ॥
কিঞ্চিৎ কহিল মাত্র দিগদরশন ।
যেন-তেন মতে কবি বৈষ্ণবের গান ॥
বৈষ্ণবের মতিমা কি কহিব অধিক ।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অশাক ॥
গোবিন্দ ভজয়ে যে নাহি ভজয়ে বৈষ্ণবে ।
ভক্তমধ্যে তাহাকেই দাস্তিক জানিবে ॥

পদ্মোত্তরখণ্ডে —

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্কয়েৎ তু যঃ ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করে, কিন্তু তাঁহার
ভক্তের (বৈষ্ণবের) অর্চনা করে না, সে ব্যক্তি
ভাগবত নহে, তাহাকে দাস্তিক বলিয়া জ্ঞাতব্য ।

ভক্ত্যং সর্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা ।
সর্বং তরতি হৃৎখণ্ডো মহাভাগবদর্চনাৎ ॥

এই ভক্ত সর্বপ্রযত্নে নিরন্তর বৈষ্ণবের অর্চনা
করিবে । মহাভাগবতদিগের পূজায় মনুষ্য সর্বদুঃখ
হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ।

বৈষ্ণব সম্ভান যার সেই ভাগ্যবান্ ।
পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান্ ॥

সৌপর্নিক—

কলৌ ভাগবতং নাম যন্ত পুংসঃ প্রজায়তে ।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃপাত ধুরন্ধরঃ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি এই কলিযুগে ভাগবত বৈষ্ণব নামে
কথিত, সেই ব্যক্তি পিতৃগণের ধুরন্ধর এবং তাহার
জননীই প্রকৃত পুত্রবতী ।

• তুল্লভ ভাগবত নাম কলিতে যাহার ।
ব্রহ্মরূপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাহার ॥

তত্রৈব—

কলৌ ভাগবতং নাম তুল্লভং নৈব লভ্যতে ।
ব্রহ্মরূপদোৎকৃষ্টঃ শুকণা কথিতং মম ॥

মদীয় শুকদেব কহিয়াছেন যে, কলিযুগে ভাগবত
নাম তুল্লভ ; উহা প্রাপ্য হওয়া কঠিন ; ব্রহ্মরূপ
রূপদ অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ ।

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে ।
নিঃসন্দেহ কলিতে সে দেবতা জানিবে ॥

তত্রৈব—

যন্ত ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে ।
গীয়েতে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়ান্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥

হে মুনিপ্রবর ! যাহার দেহে ভাগবতচিহ্ন দৃষ্ট হয়
এবং যাহারা হরিগুণগান করেন, তাঁহাদিগকে
দেবতা জ্ঞান করিবে, সন্দেহ নাই ॥

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ।
হরিভক্তি স্বপচ নহে তত অপকৃষ্ট ॥

নারদীয়ে—

স্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণোর্বক্তো দ্বিজাধিকঃ ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ স্বপচাধিকঃ ॥

হে রাজন্ ! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও
হীন ।

উদ্ভূত মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল ।

চণ্ডাল হরির তোষ যেই জন্মাইল ॥

কান্দে বেবাধণ্ডে—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তত্রৈব হি ।
স্বপচো হি ভবত্যব যদা তুষ্টোহসি কেশব ॥

হে কেশব ! আপনার যখন তুষ্টি হয়, তখন
আপনার ইচ্ছা, 'শব্দ, ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম চণ্ডাল
লাভ করে ।

সেই সর্বধর্মকর্তা হরিভক্ত কৃতি ।
সর্বপাপকর্তা যেই অভক্ত দুর্মতি ॥

তত্রৈব—

স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো বন্তব কেশব ।
স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

যে ভবদীয় ভক্ত, হে কেশব, সে সর্বধর্মের
পালনকর্তা ; আর যে ভবদীয় ভক্ত নহে, হে অচ্যুত
সে পাপের আচরণকর্তা ।

ধর্মো ভবত্যাধর্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যত ।
পাপং ভবতি ধর্মোহপি ভবাত্তৈঃ কৃতো হরে ॥

হে অচ্যুত । ভবদীয় ভক্তকৃত অধর্ম ধর্ম এবং
ভবদীয় অভক্তকৃত ধর্ম অধর্ম বলিয়া পরিগণিত ।

সর্বধর্ম করি সেই নবকেতে যায় ।
হরির অভক্ত যেই জন দুবাশয় ॥
সদা ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তেরে ঘটয় ।
তবু শুদ্ধ থাকে তারা বাধা না জন্ময় ॥

তত্রৈব—

নিঃশেষধর্মকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে হবে ।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশৃংখলি ॥

হে হরি ! ভবদীয় অভক্তজন নিঃশেষে ধর্মাচরণ
করিয়াও নরকগামী হয় এবং আপনার ভক্তব্যক্তি
ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়াও বিশুদ্ধ হয় ।

তাবৎ সংসার ভ্রমে পিণ্ডাকাক্ষ হয় ।
বাবৎ কুলে হরিভক্ত পুত্র না জন্ময় ॥

তত্রৈব—

তাবদ্ভ্রমস্তি সংসারে পিতবঃ পিণ্ডতৎপর্য্য ।
বাবৎ কুলে ভক্তিয়ুক্তঃ স্তুতো নৈব প্রজায়তে ॥

বাবৎ বাশে হরিভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ না করে,
তাবৎ বাশে পিতৃপুত্রগণ পিণ্ডার্থী হইয়া সংসার-
সাগরে ভ্রমণ করেন ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন ।
হরিভক্ত যেই সেই সর্বভোক্তামৃতম ॥

তত্রৈব—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতবঃ ।
বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্যেয়ো সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা তদপেক্ষা কোন
ইতর জাতি যদি বিষ্ণুভক্তিহীন হন তিনিই সর্বোত্তম
মোত্তম ।

হরি নাম মহাপুত্র যেই নীচ জাতি ।
জপে সেই পবিত্র পাবন মহামতি ॥
কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জগাইল ।
বেদবেত্তা-ব্রাহ্মণ জনকে কি চাইল ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জ্ঞান্যশ্রমসম্বিতাঃ ।
কুর্কলি মে যথা শ্রীতিং ন তথা বেদপাবগাঃ ॥

বেদপাবগ ব্রাহ্মণগণও আমার তদ্রূপ শ্রীতি-
সম্পাদনে সমর্থ নহেন, আমার নামযুক্ত জ্ঞান্যশ্রম-
সম্বিত জন (হরিনামপব নিকৃষ্টজাতীয় ব্যক্তিগণও)
আমার যে প্রকার শ্রীতিসাধন করেন ।

হরিভক্তিহীন.যেই সেই সে চণ্ডাল ।
হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবনমঙ্গল ॥

তত্রৈব—

বিষ্ণুভক্তিহীনা য়ে চণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপবায়নাঃ ॥

বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তি চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্তিত
হয় এবং হরিভক্তিসম্বিত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হয় ।

বৈষ্ণব বর্ণের বাহু ত্রৈলোক্যপাবন ।
স্বপচসমান অট্টোষ্য যে ব্রাহ্মণ ॥

তত্রৈব—

স্বপচমিব নৈক্ষত লোকে বিপ্রমট্টোষ্যম্ ।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহুহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

অট্টোষ্য ব্রাহ্মণকে লোকে চণ্ডাল সদৃশও দর্শন
করিবে না, কিন্তু নীচজাতীয় বৈষ্ণবও ত্রিভুবন-
পবিত্র কাব্য ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত পাপযোনি হয় ।
শ্রী-শূদ্র-বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয় ॥
পরম পবিত্র সেই দুর্লভ বে গতি ।
অনার্যাসে পায় তবে বৈকুণ্ঠে বসতি ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু—

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্মাঃ পাপযোনয়ঃ ।
দ্বির্যো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি শাস্তি পথাং গতিম্ ।

হে পার্থ । শ্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা কোনও পাপ-
যোনিজ লোকও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমা
গতি প্রাপ্ত হয় ।

সর্বযজ্ঞ-সর্ববেদ পারগ ব্রাহ্মণ ।
হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণবসমান ॥
এহেন সহস্র ভক্ত কবিরী সন্মানে ।
ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

গাকডে -

সংযাজিসহস্রেভ : সর্ববেদান্তপাবগঃ ।
সর্ববেদান্তবিৎকাট্যা বিষ্ণু ভক্তা বিশিষ্যতে ।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একাস্যোকা বিশিষ্যতে ॥

সহস্র সংযাজি অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত-
পাবগ এবং কোটি সর্ববেদান্তপারগ অপেক্ষা এক
জন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, আবার একান্ত কৃষ্ণভক্ত একজন
সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতে উৎকৃষ্ট ।

সদাচার হান দুর্বাচার - নি হয় ।
অনন্ত ভেদে কিছু নীকৃষ্ণ ভক্ত ॥
সাদু সেই গান্ধী সেই সর্বসংসারী ॥
তাৎপর্য যে ব্যবসায় নিপুণ চরিত ॥

• শ্রীভগবদ্গীতাসু -

অপি চেৎ সুদবাচাবো ভজতে মামনস্তভাক্ ।
সাধুরেব স যন্তবাঃ সমাগ্ভাবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমার ভজনা করে
সুদ্রবাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া গণনীয়, যে
হেতু সে সম্যকপ্রকার মৎপ্রতি একান্তচিত্ত ।

শালগ্রাম পূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক ।
শ্রী কিংবা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক ॥

পাণ্ডে—

শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোহস্মাতি কিঞ্চন ।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠারামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥

শালগ্রামশিলার পূজা বিনা যে ব্যক্তি কিছু
আহার করে, চণ্ডালের বিষ্ঠার কৃমিরূপে অগ্নিয়া
আকর্য বাস করে ।

কান্দে চ—

গৌববাচশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদাতে তস্ত বৈ তমুঃ ॥
ন মতির্জায়তে যন্ত শালগ্রামশিলার্চনে ॥

বাহার চিত্ত শালগ্রামশিলাব পূজায় নাহি যায়,
তাঁহার দেহ গোবদার ত গিরিশৃঙ্গাগ্রে বিদারিত
হয় ।

এই শ্লোক সাধারণ ভূতপর ।
বিশেষ শ্রীশূদ্রভূতপর শুন আর ॥

যথা তদৈব—

এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈঃ শালগ্রামশিলায়কঃ ।
দ্বিতৈঃ স্তীভিঃ শূদ্রৈশ্চ সম্পূজ্যা ভগবৎপবঃ ॥
শ্রীভগবান শালগ্রামশিলায়ক, স্মৃতবাং ভগবৎ-
পব দ্বিত, শ্রী ও শূদ্র সকলেই সম্যক পূজনীয় ।

তথা কান্দে ব্রহ্মনারসংবাদে চাতুর্মাসাব্রতে
শালগ্রামশিলাার্চনাপ্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণকৃত্রির্নিশাং সচ্ছ দ্রাণামথাপি বা ।
শালগ্রামেতদধিকারোহস্তি ন চানোষাং কদাচন ॥
ব্রাহ্মণ কৃত্রিম বৈশ্য এবং সংশূদ্রগণেব শালগ্রা-
পূজায় অধিকার আছে, অপারের কদাচ নাই ।

তদৈবাত্ত—

দ্বির্যো বা যনি বা শদ্রা ব্রাহ্মণাঃ কৃত্রিয়াদয়ঃ ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রে লভাস্ত শাস্ত্রতঃ পদম্ ॥

শিলাচক্রে অর্চনা করিয়া শ্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ
কৃত্রিয়াদি শাস্ত্রতঃ পদ প্রাপ্ত হয় ।

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব ।
শালগ্রামে অধিকারী ইতবে দুর্লভ ॥
তবে যে নিষধমত বচন যে শুন ।
অবৈষ্ণব র নহে বৈষ্ণব কখন ॥

তত্ত্ববচনং যথা—

ব্রাহ্মণৈস্তেব পূজ্যাহং শুচেরপ্যশুচেরূপি ।
শ্রীশূদ্রকরসংস্পর্শ বজ্রাদপি সূতঃসহঃ ॥

ব্রাহ্মণ, শুচি বা অশুচি হউন, আমি তাঁহারা
পূজ্য । শ্রী ও শূদ্রের হস্তস্পর্শ বজ্রাপেক্ষাও আমি
অসহ্য ।

এণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলাচর্চনাং ।

ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রচাত্তালতামিরাং ॥

এণবোচ্চারণ, শালগ্রামশিলাচর্চনা বা বিদ্বান্নো-
গমন দ্বারা শূদ্র চাত্তালত্ব প্রাপ্ত হয় ।

অতএব এ বচন সামান্য উপব ।

নিষেধ যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর ॥

কিংবা কেহ দস্তক্রমে বচন গড়িল ।

গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল ॥

হরিতত্ত্ববিলাসেতে শ্রীপাদ কহয় ।

নতুবা বিরোধ শাস্ত্রান্তবোত যে হয় ॥

আর কহি শুন হরিতত্ত্ববিলাসেতে ।

গোস্বামী শ্রীমদাতন যে কহে চীহাতে ॥

ব্রাহ্মণশৈব পূজ্যোহং ইহাব মধ্যোতে ।

এব-কার হয় এব-কারেব অর্থেতে ॥

অন্যব্যবচ্ছেদ হয় এই ত নির্ণয় ।

অথচ দেখিয়ে বহুশাস্ত্রেতে কহয় ॥

দ্বী-শূদ্র শালগ্রামপূজা অধিকারী ।

ইহাতেই এই বচন কৃত্রিম বিচারি ॥

এ বচন যতপি প্রামাণ্য হইত ।

অন্য শাস্ত্রমতে তবে বিধি না থাকিত ॥

বিচার করিলে ইথে পাণ্ডিত যে হবে ।

দস্ত-ঈর্ষা-মতে নিজ মত না স্থাপিবে ॥

পুনর্বার আর শুন শাস্ত্রেতে প্রমাণে ।

বৈষ্ণব শ্রী শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে ॥

বায়ুপুবাণে—

অবাচকঃ প্রদাতা শ্রুৎ কৃষিঃ বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ ।

পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ ॥

অবাচক অথচ দানশীল হইয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ
ও শালগ্রাম অর্চনা করিবে ।

সদ্ধার্য্য বৈষ্ণবৈবৈষ্ণবশালগ্রামশিলাসুবৎ ।

সাত্যর্চা দ্বারকাচক্রাক্ষিতোপেটৈতব সর্করা ॥

বৈষ্ণবদণ্ড প্রাপণ যত্নে শালগ্রামশিলা ধারণ
করিবেন, এবং নিরন্তর দ্বারকাচক্রাক্ষিত শিলার
পূজা করিবেন ।

এতক প্রমাণশাস্ত্র বিরোধী যে বাক্য ।

প্রাচ্য নাহি হয় বহুশাস্ত্রেতে অনৈক্য ॥

‘ব্রাহ্মণশৈব পূজ্যোহং ইত্যাদি বচন ।’

কেহ কহে শাস্ত্রের নহে দাব্জিকবচন ॥

তন্মাৎ যে অস্ত বহু শাস্ত্রের বিবোধী ।

অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাহী ॥

যদি বল শ্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিমাকার ।

গৃহীত যে বিষ্ণুদীক্ষা বিষ্ণুপূজাপব ॥

ইহার ইতর সেই অবৈষ্ণবগণে ।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পাণ্ডিতে বাধানে ॥

প্রমাণং হরিতত্ত্ববিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপবো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিত্তবোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ।

বিষ্ণুমন্ত্রগৃহীতা, বিষ্ণুপূজাবত ব্যক্তিই বিষ্ণু
ব্যক্তিমুহ বর্ত্তক বৈষ্ণব নামে কথিত, তদ্ব্যতীত
অস্ত্র সমস্ত লোক অবৈষ্ণব ।

শূদ্র-আদি অন্ত্যজ সে বৈষ্ণব যদি হয় ।

শূদ্র নীচ নহে সেই পূজ্যার আলয় ॥

হরিতত্ত্বহীন শুদ্ধ যতি কেনে নয় ।

অপচ অধিক সেই নীচ ভ্রূষায় ॥

তথা নাবদীয়ে—

অপচোহপি মহীপান বিষ্ণোক্তকো দ্বিজাধিকঃ ।

বিষ্ণুভক্তিবিশীনো যো যতিশ্চ অপচাধিকঃ ॥

হে রাজন্ । বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ এবং হরিতত্ত্বশূন্য ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও হীন ।

নিষাদ অপচ শূদ্র হরির ভকতে ।

নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে ॥

ইতিহাসসমুচ্চরে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং অপচং তথা ।

বীক্যতে জাতিসামান্যং স যতি নরকং ক্রবন্ ॥

ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নিষাদ বা অপচকে যাহারা সামান্য
জাতি বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী
হয় ।

ভগবদ্ভক্ত যেই সেই শূদ্র কতু নহে ।

অতস্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে ॥

পাদ্মে চ—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তেহপি ভাগবতোক্তয়াঃ ।

সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাঙ্গিনে ॥

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন ; তাঁহারা ই ভাগবত-প্রধান । যে ব্যক্তি হরির ভক্ত নহে, সে সর্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র ।

ভ্রবোর সংযোগে কঁাসা সোণা হয় যথা ।
কৃষ্ণদীক্ষা মাত্র নর দ্বিজ হয় তথা ॥

তথা চ তৈব—

যথা কাঞ্চনতাং যতি কাংস্তং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

রস-বিধান-নিরুদ্ধন-ভ্রবা-সংযোগে কাংস্ত যেক্ষণ
কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোক দীক্ষাবিধান দ্বারা
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে ।

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে ।
বিবাহ হইলে স্বামীগোত্রে প্রবর্তকে ।
তথা বিষ্ণুমন্ত্রলোক্যামাত্রৈ শ্রেষ্ঠ হয় ।
নীচত্ব শূদ্রত্ব তাজি দ্বিজত্বকে পায় ॥

যথা—

পিতৃগোত্রেণ বা কন্যা স্বামীগোত্রেণ গোত্রিকা ।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

কন্যা যেমন পিতৃগোত্র হইতে পিতৃগোত্র প্রাপ্ত
হয়, দীক্ষাপ্রভাবে মনুষ্যেরাও তদ্রূপ দ্বিজত্ব লাভ
করে ।

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহুতিবাক্যম্—
যন্নামধেয়শ্রবণাকীর্ণনাং,
যৎপ্রহরাদ্যৎস্মরণাদপি কচিৎ ।
স্বাদোহপি সদ্যঃ সর্বদা কল্পতে,
কৃতঃ পুনস্তে ভগবন্তু দর্শনাৎ ॥

কচিৎ যাহাকে প্রণাম, স্মরণ এবং যাহার শ্রবণ
ও কীর্তন করিলে চণ্ডালও সদ্য সোমযজ্ঞকারী
বলিয়া কল্পিত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে
যে কি পরাজ পবিত্রতালাভ হয়, তাহা কি আর
বলিতে হয় ?

বিষ্ণুর নাম আদি যদি চণ্ডালে করয় ।
যজ্ঞযজ্ঞের যোগ্য পবিত্র সে হয় ॥
অখণ্ড গো-দ্বিজ-আদি ভগবানের ভক্ত ।
নিজতত্ত্ব হয় স্বয়ং মুখে করে ব্যক্ত ॥

তথা চ হরিভক্তিশ্রদ্ধাদয়ে শ্রীভগবদ্ভক্তসংবাদে—

তীর্থান্যখতরবো গাবো বিপ্রান্তথা স্বয়ম্ ।
মন্ত্ৰজ্ঞান্চেতিবিজ্ঞেয়াঃ পঠৈতে তনবো যম ॥

তীর্থসমূহকে, অখণ্ড-বৃক্ষ-সকলকে, গো বিপ্র-
দ্বিগকে এবং মদীর ভক্তগণকে, এই পাঁচটিতে
আমার স্বকীর দেহ বলিয়া জানিবে ।

পৃথু মহারাজ শক্তাবেশ-অবতার ।
শ্রীমুখে কহিল শুন রহস্ত তাহার ॥
সর্বত্র শাসনে মুক্তি হই দণ্ডধুক ।
বিনে যে অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব সর্বাধিক ॥
অতএব হরিভক্তি বর্ণবাহু হয় ।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণতমুময় ॥

তথা চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—

সর্বত্রাশ্রয়িতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধুক ।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলান্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥

বিপ্রকুল এবং অচ্যুতগোত্রক বৈষ্ণবকুল ব্যতীত
তাঁহাব আদেশ সর্বত্র অধ্যাহত, তিনি সপ্তদ্বীপের
একমাত্র দণ্ডধর ।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-স্থানে সাবধান হৈতে ।
পূর্বাপর কহে শাস্ত্রে মুই স্বতন্ত্রেতে ॥
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে ।
ইহাতে বুঝহ অনাবণ যে বৈষ্ণবে ॥
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহ বিচারি ।
মূর্খ কৃতার্কিক জন নহে অধিকারী ॥
বৈষ্ণব বিপ্র হৈতে দুর্জাতি বৈষ্ণব ।
শ্রেষ্ঠতম হয় শাস্ত্রে কর অনুভব ॥

শ্রীমহাভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—

বিপ্রাদ্ধিষড়্ভুগধুতাদয়বিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুন্যতি সকলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথচ পদনাভ জনার্দনের চরণ-
তমলে বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও, যে চণ্ডাল স্বীয়
বাক্য-অঙ্গ-কার-মনঃ-প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছে,
সে শ্রেষ্ঠ । সেই চণ্ডালই নিজ বংশ পবিত্র করে,
কিন্তু গর্বী ব্রাহ্মণ পারেন না ।

মুক্খাদি ভগবৎ সাক্ষ্যে যে দ্রব্য ।

বৈষ্ণবেরে দিব ভূষা আদি হব্য কব্য ॥

তাঁহার অর্ধেক বিগ্ৰে করিব প্রদান ।

অতএব ভগবদ্বক্ত সর্বপূজাবন্ ॥

অতএবোক্তঃ হরীশীৰ্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবতা

শ্রীহরীবেন পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠাস্তে—

মূর্ত্তিপানাস্ত দাতব্য। দেশিকার্ধেন দক্ষিণা ।

তদর্ধং বৈষ্ণবানাস্ত তদর্ধস্ত দ্বিজন্যনাম্ ॥

দেশিকবৃন্দের (আচার্যাদিগের) দক্ষিণার অর্ধেক
মূর্ত্তিপগণকে, তাঁহার অর্ধেক বৈষ্ণবগণকে এবং তদর্ধ
দ্বিজনগণকে দেয় ।

ব্যাধ কৃষ্ণভক্ত শালগ্রাম পূজা কৈলা ।

ধর্ম মহামুনি যাতে উপদেশ দিলা ॥

অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয় ।

না জানিয়া কহে কিংবা দস্তুর আশয় ॥

তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পতিব্রতোপাখ্যানে ধর্মব্যাধ-
স্তাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—

ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রদ্ধা ধর্মব্যাধস্ত তদ্বচঃ ।

তস্থৌ স চ সমানৌ দর্শয়ানাস তবুভৌ ॥

নির্গন্ধবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিকৌ গুরু ।

শালগ্রামশিলাকৌ তৎসমীপে সুপূজিতাম্ ॥

ধর্মব্যাধের সেই কথা শুনিয়া অতঃপর তিনি
বিস্মিত হইলেন । সিদ্ধবস্ত্রে আসনোপরি সমানীন
ধর্মব্যাধের নিকট তাঁহার গুরুদ্বয়কে এবং সেই পূজিত
শালগ্রামশিলাকে আনয়ন করিয়া দেখান হইল ।

এ বিধান কৈল গৌড়রাণ্যে আচ্ছাদন ।

নতুবা সকল দেশে করয়ে যাজন ॥

মধ্যদেশ দক্ষিণ দেশের দেখ ব্রীত ।

সর্ববৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত ॥

সদাচারে দেখ ইহা হয় পূর্বাপর ।

অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্র অমুসার ।

অবশ্য কর্তব্য বৈষ্ণবের শিলাপূজা ।

পরম সিদ্ধান্ত এই ইথে নাহি দ্বন্দ্বা ॥

কলিভবদ্বাতা শ্রীমহান্ আচার্য্য ।

নিরপেক্ষ শুদ্ধশীল সকলের আর্ধ্য ॥

সনাতন সনাতনধর্ম সৃদ্ধ প্রসিদ্ধ ।

রূপ রসরাশি পরমার্থপথে বুদ্ধ ॥

বিচার করিয়া নিরূপিতা শুদ্ধ ব্রত ।

পরমার্থ তত্ত্ব বাহা নিগমগোপিত ॥

গচার করিয়া কৈলা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ।

তাঁহার অমৃত্যু কহে যে না জানে অন্ত ॥

এবং শ্রীমদ্ভাগবত-আদির পঠন ।

বৈষ্ণব উপরে নাহি নিষেধ বচন ॥

অধর্মগাজন বিধিনিষেধ শতেক ।

বৈষ্ণব ইতব পব অজ্ঞান্য যতেক ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণঃ পিতৃণা

ন কিস্করো নাযমুণী চ রাজন্ ॥

হে নৃপ ! দেবতা, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, নর,
কিস্কর অথবা পিতৃগণ, কাহারও নিকট ইনি ঋণী
নহেন ।

কর্ম পরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ ।

কর্ম অধিকার নাহি যা ত ইরিতোষ ॥

তদ্রূপ—

তবৎ কর্মণি কলৌত ন নির্বিনোত যাবতা ।

মৎকথাশ্রবণানৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জাগতে ॥

যাবৎ নির্বিনোদ্য উপস্থিত না হয় অথবা যাবৎ
পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে,
তাবৎ কর্মাদি কর্তব্য ।

করণেও বিকল্প বাভিচার দোষ হয় ।

অনন্যভকতি হানি শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ স্তুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ॥

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্ৰ্যাবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি একান্তে আমার ভজনা করে; অতি
দুরাচার হইলেও সে সাধু বলিয়া গণ্য, যেহেতু সে
সম্যকপ্রকারে মৎপ্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়াছে ।

ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ আচর ॥

কতেক লিখিতে পারি পুস্তক বাচর ॥

তেব ঋণচ শূদ্রকূলে যে বৈষ্ণব ।

চ শূদ্র নহে সেই পরম ভূক্ত ॥

দুগুরু আত্মীয় বিষ্ণুমহাদীক্ষা যাত্র ।

ই কেহ নর কেনে পরমপবিত্র ॥

যথা—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরব্রহ্ম তদৈব হি ।
স্বপচোহপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোহসি কেশব ॥

হে কেশব ! ভবদীয় তুষ্টিতে ইন্দ্র, মহেশ্বর,
ব্রহ্মা ও পরব্রহ্মের পদ চণ্ডাল লাভ করে ।

ব্রাহ্মণঃ কন্নিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।
বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, কন্নিয়, বৈশ্ব শূদ্র বা তদিতর জাতিও
যদি বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ হয়, সে সর্বোত্তমোত্তম বলিয়া
গণ্য ।

সংকীর্ণযোনয়ঃ পুত্রা যে ভক্তা মধুসূদনে ।
শ্রেষ্ঠতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যেন ভক্তা জনার্দনে ॥

শ্রীমধুসূদনের ভক্ত হইলে, নীচজ্যোনিজ ব্যক্তিও
পবিত্র হয়, কিন্তু জনার্দনে ভক্তিমান না হইলে
কুলীনও শ্রেষ্ঠ সদৃশ হয় ।

স কৰ্ত্তা সৰ্বধৰ্ম্মাণাং ভক্তো যন্তব কেশব ।
স কৰ্ত্তা সৰ্বপাপানাং গো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

হে কেশব ! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্বধর্ম-
কর্ত্তা । হে অচ্যুত ! যিনি তোমার ভক্ত নহেন,
তিনি সর্বপাপকারী ।

অখণ্ড-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিশ্বর-বৈষ্ণবাঃ ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামবম্ ॥

অখণ্ড, তুলসী, ধাত্রী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের
অর্চনা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে, তাঁহারা মনুষ্যের
পাপক্ষয় করেন ।

সূর্য্যোহগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবাঃ ধমরুজ্জগন্ ।
ভূরাশ্বা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

হে ভদ্র ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব,
আকাশ, মরুৎ, জল, পৃথিবী, আশ্বা ও সর্বপ্রাণী—
আমার অধিষ্ঠানভূত পূজাপাত্র ।

পূজার আধান হন বৈষ্ণবঠাকুর ।

নীচ-উচ্চ-বিচার সে রহ বহুদূর ॥

শালগ্রামপূজা আদি তাহে কি বিচার ।

বাহার চরণ-স্পর্শে সংসার নিবার ॥

অকারণে প্রত্যবার অধিক ত আর ।

আচার্য্য সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব করি বিচার ॥

শ্রীমদ-সনাতন জগত-আচার্য্য ।

এবং সর্বাচার্য্য আর সর্ব সাধুবর্ষ্য ॥

সভার সমস্ত শাস্ত্র বেদ-অনুসারে ।

লোকনিষ্ঠারের হেতু করিলা বিস্তারে ॥

অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে ।

বুঝিবে সুবোধ নাহি বুঝিবে ইতরে ॥

• ইথে যেই অভাগিয়া বৈষ্ণবনিন্দয় ।

নীচ জ্ঞান করি জাতি-কুল বিচারয় ॥

এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয়বুদ্ধি করে ।

বৈষ্ণব-চরণরজ নাহি ধরে শিরে ॥

বৈষ্ণব-চরণে দাসবুদ্ধি না করিল ।

তবে বজ্রাবাত তার শিরেতে পড়িল ॥

শ্রীল নাভাজীর মনপ্রীতের লাগিয়া ।

তাঁহার অন্তরগুঢ় আশয় বুঝিয়া ॥

বৈষ্ণবমহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া ।

কথোপলি শ্রোক লিখিল সুপ্রমাণ দিয়া ।

ইহাতে যে ভাল মন্দ বিচারিতে নারি ।

অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকারি ॥

হে শ্রীল নাভাজীউ কটাক্ষ করহ ।

শ্রীচরণ কৃষ্ণদাস-মস্তকে ধরহ ।

বৈষ্ণব-মহিমা ।

বৈষ্ণবমহিমামৃত সর্বশাস্ত্রে গায় ।

লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয় ॥

প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি কল ।

তথাপিহ প্রয়োজন আছে প্রবল ॥

দান্তিক অবোধ কৃতार्কিক ছরাশয়ে ।

নিম্নক পাবন্তী জনার হিড়ের লাগিয়ে ।

দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান ।

কোন ছলে করি যদি পদে দেন স্থান ।

সাধুপা স্মৃতি যে বিনা কোনমতে ।

কখন বিখাস মহে হরির ভকতে ॥

পাদে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মনি বৈষ্ণবে ।

ব্রহ্মপুণ্যবতাং রাজন্ বিখাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন্ ! ব্রহ্মপুণ্যশীল ব্যক্তিদের মহাপ্রসাদে

বিব্রজে, নামব্রহ্মে এক বৈষ্ণবে বিখাস হয় না ।

হরিতক্তি-অন্য যে অর্থ-ব্যতিরেকে ।
 চৌবাটি প্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্বলোকে ॥
 বৈষ্ণবের আরাধনা সেইমত হয় ।
 তার মধ্য যে যে অর্থ সম্ভাবনা হয় ॥
 তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণবমহিমা ।
 রসায়ন সিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধান্তের সীমা ॥
 আরাধনবিধি পূর্বে প্রমাণ করিল ।
 দিগ্‌দর্শনমাত্র সীমা না পাইল ॥
 কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণতন্ত্রে অধিক পূজিব ।
 তাৎপর্য অর্থ ইথে ক্রটি না করিব ॥
 বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে ।
 শ্রীল-শঙ্কর বিনা ইহা অন্য-অগোচরে ॥
 ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ বিচারি ।
 ভক্তিমিলি বিনা জানি-কর্ম্ম-আদি-করি ॥
 কল নাহি পায় যথা স্থল তুব কুটে ।
 ভক্তি-মিলি হৈলে মূর্ত্তি-আদি করপুটে ॥

শ্রীমদ্ভগবতে দশমস্কন্ধে—

প্রের্যঃসৃতিং ভক্তিযুদন্ত তে বিভো,
 ক্রিষ্টান্তি যে কেবলবোধলকরে ।
 তেভ্যামসৌ কেশল এব শিষ্যতে,
 নান্যদ্যথা স্থলতুযাবঘাতিনাম্ ॥

হে বিভো ! ভবদীয় ভক্তিযার্গে যদলশ্রোতঃ
 প্রবাহিত, (তৎপথপরিত্যাগে) কেবল জানলাভার্থ
 যাহুব কেশই পাইরা থাকে । তাহার্য যে কষ্ট
 স্বীকার করে, তাহা স্থলতুযাবঘাতিগণের কেশের
 ন্যায় ।

প্রার্থনা করিয়া সুর-মুনি যাহা কহে ।
 দিলেও সে হরিতক্ত নাহি করে চাহে ॥

তর্ক—

সালোক্য-সাটি-সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যকামপুত ।
 দীর্ঘমানং ন গৃহন্তি বিনা যৎসেবনং জনাঃ ॥

সালোক্য, সমান ঐশ্বর্য, সামীপ্য, সমানরূপ
 এবং সর্ববিষয়ে প্রথম প্রদান করিলেও মদীয় ভক্তগণ
 আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না ।

কেন যে ভক্তি তার দেবতার-পূজা ।
 সে-ভক্তি-ভক্তি-ভক্তি-ভক্তি-ভক্তি-ভক্তি ॥

সেহ দূরে থাকুক যেই ভক্তিকে প্রবর্ত্ত ।
 কিঞ্চিৎ ভক্তি কিন্তু কর্ম্মতে নিবর্ত্ত ॥
 জানের যে পরিপাকে কর্ম্ম বান কর ।
 সে জন জীবমুক্ত প্রবর্ত্তেই হয় ।

শ্রীভগবদগীতারাম্—

অপি চেৎ সূহৃতাচারো ভজতে যামনন্যভাক্ ।
 সাধুরেব স যন্তব্যঃ সমাগ-ব্যবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি একচিত্তে আমার ভজন করে, অতি
 ছুরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া গণ্য । যে হেতু,
 সে যৎপ্রতি একান্তমনা ।

অতএব প্রবর্ত্ত সাধক ভক্ত য়েহ ।
 সকলের পূজ্য তেঁহ ইথে কি সন্দেহ ॥
 তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্ত ।
 প্রসিদ্ধ ভগতে ইহা গান করে বিশ্ব ॥
 বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্তে জনময় ।
 তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয় ॥
 নরক হইতে উঠি আশ্বেটন করে ।
 মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিবে অতঃপরে ॥
 সংসারের দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব ।
 বালক জন্মিবামাত্র সবে মুক্ত হব ॥

অথ সম্প্রদাপ্রকরণ ।

সম্প্রদায়ী সদগুরু চরণ-আশ্রয় ।
 লবামাত্র কর্ম্ম ছুটে পবিত্র সে হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণে নিকাম-প্রেমভক্তি উপহার ।
 ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায় ॥
 কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র দিগ্‌দর্শন ।
 সাধুমাগ শাস্ত্রমতে দিয়া যে প্রমাণ ॥
 সম্প্রদাবিহীন যেই বৈষ্ণবভিমানী ।
 শাস্ত্রের প্রমাণে তারে বৈষ্ণবে না গণি ॥
 কোটিকল্পে তার সিদ্ধি কত নাহি হয় ।
 সেই মন্ত্র নিফল যে জানিহ নিশ্চয় ॥

পাদে তথা গৌতমী নদে তথা স্থানান্তরে—

সম্প্রদায়বিহীন যে যহন্তে নিফলা যতাঃ ।
 সাধনোপায়-নিধি-কোটি-কল্পশতৈরপি ॥
 সম্প্রদায়শূন্য মন্ত্র বিফল ।
 কোটিকল্পকাল সাধন
 করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না ।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারি প্রসিদ্ধ ভুবনে ।

শ্রীমাদ্বী-কৃষ্ণ আর সনক বিধানে ॥

পাদে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

শ্রী-মাদ্বী-কৃষ্ণ-সনক বৈষ্ণবা ভূবি পাবকাঃ ।

শ্রী, মাদ্বী, কৃষ্ণ, সনক—পৃথিবীর পবিত্রতাকারী
এই চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কলিযুগে নিশ্চয় প্রাদু-
র্ভূত হইবে সন্দেহ নাই ।

অবৈষ্ণবস্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয় ।

নরকগমন সেই পশ্চাতে করয় ॥

ভ্রমে যদি করে পুন বৈষ্ণব গুরুত্রে ।

দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্রবিধিমতে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে তথা যামলে হরি ভক্তি-

বিলাস-গ্রন্থ-প্রসিদ্ধঃ—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদবৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥

অবৈষ্ণবের নিকট উপদেশ-প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা
নরকগামী হইতে হয় ; সুতরাং বৈষ্ণব গুরুর নিকট
সম্যক্ বিধিপূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে ।

পাদোত্তরখণ্ডে—মহাদেব উবাচ ।

ন্যাসে বাপ্যর্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাত্ময়েৎ ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ ॥

ন্যাসক্রিয়া বা পূজা দ্বারা একান্ত-চিত্তে মন্ত্র
গ্রহণ করিবে । অবৈষ্ণবের নিকট গৃহীত মন্ত্রে পরমা
গতি লাভ হয় না ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টে চৈব পূর্বমন্ত্রবরদয়ম্ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েদ্ব্যমুম্ ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট পূর্বমন্ত্রবরদয় (বিষ্ণু-মন্ত্র ও
গান্ধীমন্ত্র) পুনরায় সম্যক্ বিধিপূর্বক বৈষ্ণবের
সকাশে গ্রহণ করিবে ।

মহাকুলোদ্ভব সর্বযজ্ঞেতে দীক্ষিত ।

নিগমসহস্রাখা বন্যপি পঠিত ॥

হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন ।

গুরু নাহি হন তাঁরা করিলে বরণ ॥

ভট্টব—

মহাকুলোদ্ভব সর্বযজ্ঞে দীক্ষিতঃ ।

সহস্রাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ তাদবৈষ্ণবঃ ॥

অবৈষ্ণব ব্যক্তি, মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও
সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও এবং সহস্র শাখা অধ্যয়ন
করিয়াও, গুরুযোগ্য নহেন ।

পুনশ্চ পাদে—

সহস্রাখাধ্যায়ী চ সর্বযজ্ঞে দীক্ষিতঃ ।

কূলে মহতি জাতোহপি ন গুরুঃ তাদবৈষ্ণবঃ ॥

সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত
হইয়াও এবং মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অবৈষ্ণব
ব্যক্তি গুরু-যোগ্য হইতে পারে না ।

যন্ত মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ ।

স আচার্যাস্ত বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রদ্বয় সম্যক্ ধারণ করিয়াছেন,
তিনিই বৈষ্ণব, আচার্য্য ও ভববন্ধন হারী বলিয়া
কথিত । •

অবৈষ্ণবে বিষ্ণুমন্ত্র লৈলে কি হইবে ।

ভক্তি যে বর্জিত নহে বাহাতে তরিবে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

গৃহীতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রক বৈষ্ণবাং ।

অবৈষ্ণবাং গৃহীত্বা চ হরিভক্তি ন বর্জতে ॥

ভক্তব্যক্তি বৈষ্ণবের সকাশ হইতে ভক্তি সহ
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন, অবৈষ্ণবের সকাশ হইতে
গৃহীতমন্ত্রে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় না ।

ব্রহ্মবৈবর্তে—

বিষ্ণুভক্তিবিনীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ ।

শৈবাং শাক্তাং গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তি ন বর্জতে ॥

বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তির নিকট মন্ত্র-গ্রহণে লোক
ভক্তিহীন হয় এবং শৈব ও শাক্তের সকাশে গৃহীত
মন্ত্রে কাহারও হরিভক্তি বৃদ্ধি পায় না ।

শৈব-সৌর-শাক্ত-আদি বর্জন করিয়া ।

বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জামিয়া ॥

কালীতন্ত্রে—

স চ শাক্তাং ন শৈবাচ্চ গৃহ্যাদবৈকবাদ্বিজাং ॥
শাক্তাং শৈবাং গৃহ্যত্বা চ হরৌ ভক্তির্নজায়তে ॥
বৈকব বিগ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে ; শাক্তের
ও শৈবের নিকট নহে। শাক্ত ও শৈবের সকাশে
মন্ত্রগ্রহণে হরিভক্তি জন্মে না।

দেবীপুরাণে—

শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাক্তর এব চ ।
বর্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্ ॥

নাস্তিক,—সর্বজ্ঞ হইলেও, শৈব, সৌর, গাণ-
পত্য, শাক্ত, শাক্তর, সকলেই সর্বপ্রযত্নে তাহাকে
বর্জন করিবে।

বিপর্যয়-পথ যদি গুরু শিষ্যে হয় ॥
কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয় ॥

পাদে—

বিপর্যয়ে চ বয়ো চ গুরুশিষ্যে যদি কচিৎ ।
কথমায়াযতে ইষ্টং কষ্টং তত্তত্তিস্থিরম্ ॥

গুরু ও শিষ্য উভয়ে যদি বিপরীত মার্গগামী
হন, কি প্রকারেই বা ইষ্ট আরাধনা হইবে এবং
কি রূপেই বা স্থিরা ভক্তি হইবে।

এ প্রমাণ বহু হয় কতক লিখিব ।
কৃষ্ণভক্তি ইচ্ছা যেই বিচার করিব ॥
সদগুরু-শব্দেতে সম্প্রদায়ীকে বুঝার ।
সৎ-শব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয় ।
সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রশালী ॥
নিত্য তার ধ্বংস নাহি আসিতেছে চলি ॥
সেই প্রশালীতে গুরু যেই জন হন ।
সদগুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান ॥
পূর্বে যে কহিল সম্প্রদায়-উপদেশ ।
কিনা যে নিষ্কল তার ধর্মের নাহি লেশ ॥
অহং-বিনে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল ।
কবে যে বৈষ্ণব বলি যতক কহিল ॥
তাহাতে জানিবে সম্প্রদায়ী হন তেঁহ ।
নতুবা বিরোধ হয় পূর্বাগর সহ ॥
অতএব বেহ সম্প্রদাপদিস্ট হন ।
বৈষ্ণব-শব্দেতে শাস্ত্রে তাঁহারে কহেন ॥

সর্ব যে লক্ষণে হৌল আচার্য্য হইব ।
যদি বিষ্ণুপরায়ণ ভকতি বহেন ॥
সেই সে দুর্লভ তেঁহ সদগুরু হইব ।
সত্য সত্য করি পুন শাস্ত্রেতে কহেন ॥

দেবীপুরাণে—

সর্বলক্ষণহীনোহপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি ।
বস্ত্র বিকৌ পরা ভক্তির্বা বিকৌ তথা গুরৌ ।
স এষ সদগুরুজ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে ॥

সর্বলক্ষণশূন্য হইলেও কিম্বদ প্রতি বাঁহার পরমা
ভক্তি এবং বিষ্ণু ও গুরুর প্রতি যিনি সমান ভক্তিনিষ্ঠ
তিনিই আচার্য্য হইবেন ; তিনিই সদগুরু জানিবে,—
ইহা সত্য করিয়া কহিলাম।

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ ।
অনাদি-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ ॥
আব দেখ চমৎকার সম্প্রদোপবিষ্ট ।
অনন্যভাবে হয় ইষ্টভক্তিনিষ্ঠ ॥
অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজ্ঞে ।
নিষ্ঠা দূরে রহ নাহি জানে কারে ভজ্ঞে ॥
সর্ব দেব জ্ঞান কর্তব্য ভক্তি সমান জানে ।
নানাকর্ম করি আপনারে সাধু মানে ॥
বিচার করিয়া দেখ পূর্বাগর-ক্রমে ।
সদগুরু আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে ॥
গুরু সকলের মূল সভার প্রকৃতি ।
ভুক্তি-মুক্তি-দাতা আর কৃষ্ণে ভক্তি রতি ॥
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয় ।
এক দোহা তার দৃষ্ট মহাজনে কর ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

জল বরোবর মীন রহে জাতি বুঝকে বুঝি ।
জাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি ॥
অতএব সাধুমাগ শাস্ত্রমত যজ্ঞ ।
বৈষ্ণবের পথ লও সদগুরুকে ভজ্ঞ ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জানো ।
আপনারে নীচ অপরাধী করি মানো ॥
তরুৎ সহিষ্ণুতা আপনাতে করো ।
অমানী আর মানদান সদাই বিচারো ॥

যথা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানয়েন কীর্তনীয়ঃ সর্গা হরিঃ ॥

তুণের অপেক্ষা সুনীচ ও তুচ্ছবৎ সহিষ্ণু হইয়া
বরং অভিমানশূন্য অথচ অপরের সম্মানদাতা হইয়া,
শ্রীহরির নাম নিরন্তর কীর্তন করিবে ।

যে জনার হরিভক্তি অকিঞ্চনা হয় ।
অসংখ্য মহিমা তাঁর কথা নাহি যায় ।
সকল দেবতা সর্বগুণের সহিত ।
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়া আনন্দিত ॥
হরির অন্তরু জনে সদগুণ কোথায় ।
ইন্দ্রিয়সুখের হেতু ইধি-উধি ধায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

বস্ত্রাস্তি ভক্তির্ভগবতাকিঞ্চনা,
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবতস্ত স্ত কৃতো মহদগুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতে হরিঃ ॥

ভগবানের প্রতি যাহার অকিঞ্চন ভক্তি বিদ্যমান,
সুরগণ সর্বগুণসহ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন ।
শ্রীহরির অতুলদিগের মনোরথ নিয়ত বহিস্মুখে
(ভক্তি হইতে দূরে) ধাবমান, তাহার যাহা মহদগুণ
কোথায় পাইবে?

সামান্যত বৈষ্ণব-আকর কহি শুন ।
পূর্বে কহিয়াছি তথাপিহ কহি পুন ॥

হরিভক্তিবিশেষ—

গুণীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।
বৈষ্ণবোহতিহিতোহতিজৈরিতরোহনাদবৈষ্ণবঃ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী বিষ্ণুপূজারত ব্যক্তি অভিজগৎ
কর্তৃক বৈষ্ণব নামে কথিত হন; তদিতর ব্যক্তির
অবৈষ্ণব ।

ব্রহ্মবৈবর্ত—

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকস্ত স এব বৈষ্ণবো দ্বিজ ।
হে দ্বিজ, যিনি বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, তিনিই বৈষ্ণব ।
সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এ প্রকারে না হয় ।
তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয় ॥
পৃথি দেখি মন্ত্র-উপাসনা নাহি হয় ।
ইহাতে জানিবে তেঁহ সদগুরু আশ্রয় ॥
বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা করি ভক্ত্যঙ্গ বজর ।
সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয় ॥

ইহারি ইতর যত অবৈষ্ণবগণ
কিন্তু সম্প্রদায়ী তেঁহ বৈষ্ণব না হন ॥
যতক কহিল এত অতিধন হয় ।
বৈষ্ণব অপরাধে কিন্ত সব নাশ যায় ॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধে সর্বনাশ হয় ।
আয়ু শ্রীশোভন লোকানিষ কর ॥
আর যত প্রের কোটি জনের সঞ্চর ।
আর কি কব কৃষ্ণভক্তি দূরে যায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

আয়ুঃ শ্রিয়ঃ বশো ধর্মঃ লোকানানিষ এব চ ।
হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

মহাজনের অতিক্রমকারী লোকের আয়ু, শ্রী,
বশঃ, ধর্ম, দেবাদি লোক, বাহনীর বস্ত্র এবং সর্ব-
প্রকার মঙ্গল বিনষ্ট হয় ।

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি ।
পিতৃসহ রোরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥

স্বান্দে—

নিন্দাং কুর্কন্তি সে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কিং মহারোরবসংজ্ঞিতে ॥

যে মূর্থগণ বৈষ্ণব মহাত্মগণের নিন্দা করে,
তাঁহারা পিতৃগণসহ মহারোরব নামক নরকে পতিত
হয় ।

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান না করে ।
আসন হইতে উঠি প্রণয় আদরে ॥
দাস্তিক সে জন যে নিন্দিত ব্রষ্টমতি ।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিধি ॥

পান্দে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাত্মাখানং করোতি বঃ ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স ভবেন্নরকাতিধিঃ ॥

বৈষ্ণবদর্শনমাত্র যে ব্যক্তি প্রণয়-সম্ভাষণে আসন
হইতে গাত্মাখান না করে, সে ব্যক্তি নরকের
অতিধি হয় ।

সদগুরু-আশ্রয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব-সেবন ।
এই ধর্ম নরদেহ করিয়া ধারণ ॥
অবয়ব-ব্যতিরেক-মতে বৈষ্ণবমহিমা ।
এসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্তচক্রিমা ॥

শ্রী শ্রীভক্তমাল প্রভ ।

সম্মান্য সৎ প্রণালী আগে ত কহিব ।
কৃষ্ণদাস পাদরজ মাদিয়া লইব ॥

ভক্তি-অঙ্গ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রীনব-যোগেশ্বর ।

নিমি নব যোগেশ্বর বা-সবা পাতুকা ।
পরমশরণ্য যেই ভবাক্ষির নৌকা ।
কবি হরি করভাঞ্জন আর অন্তরীক ।
চমস প্রবুদ্ধ আর পিল্লস স্নদক ॥
জমিলাদি জগজন-তাপবিমোচন ।
সুধনে বিভরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাজন ॥

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্তং সধ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

ভক্তির নব অঙ্গ,—বিষ্ণুর নামগুণশ্রবণ, কীর্তন,
শ্রবণ, তদীয় পাদসেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্ত, তাঁহাতে
সধ্য ও আত্মনিবেদন ॥

ভক্তিমহিমাকথন ।

সববিধা ভক্তি যেই যাজন কবর ।
তার শ্রীচরণে পূরম উপার ॥
নব অঙ্গ দূরে রহ এক অঙ্গ ভজে ।
পরম বামকে পায় মায়াবদ্ধ তেজে ॥
শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত কীর্তনে শ্রীশুক ।
শ্রবণে প্রহ্লাদ অর্চনে পৃথু রাজক ॥
কমলা চরণ সেবি বন্দনে অক্রুব ।
সুদনাস্তরস-অঙ্গে পায় কপীশ্বর ॥
সখে পাৰ্শ্ব আত্মনিবেদনে বলিবাজ ।
এক এক অঙ্গে ভজি সাধে নিজকাজ ॥

যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে,
প্রহ্লাদঃ শ্রবণে তদজিহ্বভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রুরভক্তিবন্দনে কপিপতির্দাস্তেহথ সখেহর্জুনঃ,
সুদনাস্তরসনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাশ্তিরেবাং পরম্ ॥

পরীক্ষিত শ্রীহরির নাম শ্রবণে, ব্যাসাশ্রয় শুক-
দেব তাঁহার নাম কীর্তনে, প্রহ্লাদ তদীয় শ্রবণে,
লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবনে, পৃথু তদীয় পূজনে, অক্রুর
ভক্তিবন্দনে, কপিরাজ হনুমান তাঁহার
দাস্তে, হর্জুন তাঁহার সধ্যতায় এবং বলিনুপতি
আত্মনিবেদনে ও আত্মনিবেদনে, সেই পরম স্বর্গলয়
ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

আর্যবান বার বার তার নামগুণে ।
ত্রৈলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য রিতুবনে ॥

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ ।

রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত,
মহিমা অপার যার ।
বার বার গুণ, করিয়া বাধান,
তরয়ে তিন সংসার ॥
হেন অদ্ভুত, শুনি চমকিত,
স্বর্গ-মর্ত্য-বসাতল ।
গর্ভের ভিতরে, শ্রামলসুন্দরে,
দেখা দিলা রক্ষা ছলে ॥
সেই হৈতে হিয়া, উচ্চাটন হৈয়া,
কি দেখিছ কিবা সেই ।
তেমন না দেখি, সচঞ্চল আঁধি,
সবা-মুখ নেহাবই ॥
এই বা সে হয়, বিতর্ক করয়,
গার তার পানে চাহি ।
সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে,
কহিতে শক্তি নাহি ॥
শ্রীল শুকমুনি, সাধু শিরোমণি,
পূজিত ত্রৈলোক্যে অতি ॥
অব্যাহত গতি, এক স্থানে স্থিতি,
গোদোহনকাল নহে ।
হেন সে যতপি, যতাব তথাপি,
রাজার গুণেতে মোহে ॥
সপ্ত দিবানিশি, একাসনে বসি,
আরনে মগন হিয়া ।
শ্রীমদ্ভাগবত, সুপের সহিত,
আরাধন বহু পায় ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

রাজা মহামতি, ওই রসে মাতি.
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে ।
 প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পুরিত,
 কি করিব দম্ব বাধে ॥
 কর্মী জানী তপী, চারিদিকে ব্যাপী,
 ভক্তি মর্ম নাহি বুঝে ।
 তাহা নৃপববে, বুঝিয়া অন্তরে,
 তা সবা বুঝাবা কাজে ॥
 নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ,
 প্রেম করে পুনঃ পুন ।
 পুন সে গোসাঞি, করি ব্যক্ত তাই,
 কহে বুঝে অন্তরন ॥
 রাজা পরীক্ষিত, ত্রিভুগত-হিত,
 করিলেন অনারামে ।
 ধাঁহার আদরে, শুক মুনিবরে,
 ভাগবত পরকাশে ॥
 তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে,
 তাহে মুক্তি ছারমতি ।
 চাঁকার আভাস, নৃপগুণমণ,
 কহি যে কিঞ্চিৎ রীতি ॥
 তাঁহার চরণে যদ্যপি কখনে
 কোন স্মৃতি ব ফলে ।
 ভক্তি উপকার, তবে সে জুয়ার,
 বর্ণিতে গুণ-সঙ্কলে ॥
 কৃষ্ণদাস-চিত্তে, চরণ-অমৃতে,
 কুমতি-বিষ ঘুচাও ।
 প্রভু তৃত্য চুই, কৃপা কবি পই,
 অন্তরে উদয় হও ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী ।

শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহি ধীর,
 ত্রিভুগত চৌকভূবনে ।
 পূজ্যবর্গে সাধুমাগে, সমতা সদগুণ বিজে,
 ধীর সম না হয় বাধানে ॥
 কৃষ্ণভক্তচূড়ামনি, বেদের মঙ্গলধনি,
 করিয়া গায় উচ্চনাদে ।
 বাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসার দুঃখে,
 কলধরী না করে বিবাদে ॥

ধীর নাম গুণ বশ, পরমকৌতুককর,
 বারে দেব্য সেই জান খাদ ।
 ভুবনমঙ্গলধনি, পরানন্দবিত্তাধিনি,
 ইতররসের করে বাদ ॥
 সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অহুত,
 গুণ কত কহনে না বার ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মধু, মন মতকর,
 দিবানিশি তাহাতে চরার ॥
 নিশি দিন স্মৃতি নাহি, কিবা করি কিরুণাধিনি,
 কেবা বুঝি নাহিক সন্ধান ।
 যদিরা মদ্যাক যেন, নিজদেহে জানহীন,
 তেমতি প্রেমাক মতিমান ॥
 কিবা সে রহস্য কথা, গভৈঃতে কেবা কোথি,
 নাড়ীসহ ভূমিষ্ট হইরা ।
 শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎকরণে সুকল,
 পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া ॥
 চলিতে পথ নাহি হেরে, নদী কিবা সম্রাটেরে,
 কিংবা বৃক্ষ পর্বত সমুদ্রে ।
 ঐমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে,
 হরিজনে কেহ নাহি রোধে ॥
 জল স্থলময় হয়, গিরি-বৃক্ষ-আদিময়,
 দোফাল হইয়া পথ দেয় ।
 অনল শীতল হয়, বায়ু বৃষ্টি বৃষ্টি বয়,
 শীত বর্ষা অভাব ভেদর ।
 নবকজল-চুনরানে, ধারা বহে অবিরামে,
 নীলবরণ শুভ তরু ।
 যেন নব কাদম্বিনী, নিব্বারে করয়ে পানি,
 হৃদয় সুগর্জন অরু ॥
 প্রণব সুবাহবর, আজারু দুনিয়া বার,
 করিত্তে যেন সকলকে ।
 অর্ধ-উন্নতিত আখি, এদোবে সুবাহবর,
 পদ যেন হৃদিত উন্মুখে ॥
 দরশন চমৎকার, গুণের নাহিক সঙ্গ,
 রূপে গুণে অতুল সংসারে ।
 ত্রিভুগতে এক ধর, এক প্রেত এক রীতি,
 পূজ্যের পূজ্যতমভ্যোত্তরে ॥
 ধর্ম কর্ম ব্রহ্ম জপ, জান বজ্র বজ্র বজ্র,
 আদি করি পুরুষার্থ যতক ।
 ত্রিভুগতে উচ্চগিরি, জয়ই আশ্রয় করি,
 সাধু করি নামে পদতক ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

তঁার দাস দাসী মানি,

সেই উচ্চগিরি লোকে আর্ধ্য ।

সুআপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফলদানে,

বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ ॥

ভক্তিদেবী যুগপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে,

ঠাকুগণী শুভদৃষ্টি কৈলে ।

সেধকেরে কল দিব, নহে সব ব্যর্থ হয়,

গীতোপনিষদে ইহা বলে ॥

অতএব হরিভক্তি, বিনা মিশ্র নহে শক্তি,

কোন সাধনের ফলদানে ।

আপনি বড় হন, সর্বফলে শক্তিমান্,

চিদ্বনম্বরূপ বেদে ভণে ॥

সেই দেবীর প্রিয়ধাম, শুকদেব অভিরাম,

সম্যকপ্রকারে যাতে স্থিতি ।

অভিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্তি, তাঁর ধাম তাঁর শক্তি,

শক্তি শক্তিমানেন্দ্রিয় রীতি ॥

অতএব ভক্ত ভক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি,

শক্তি শক্তিমানেন্দ্রে অভেদ ।

যেহেতুক কৃষ্ণভক্ত, ভক্তি যাতে অমুরক্ত,

সেই কৃষ্ণ বিশেষে শুকদেব ॥

কলিতবকারাগার, নাহি বাহে পাগাবার,

যোর তিমির অপেরান ।

তাঁহে বন্দী জীবগণ, হেরিয়া কাতব মন,

করিলে যে উপায় স্বজন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, কলিজয় মহা অশ্র,

একানিলা সদয় হৃদয় ।

তঁাহা সে আশ্রয় করি, সিদ্ধমধ্যে যেন তারি,

পাইয়া উত্তরে হুঃখচর ॥

তঁাহার চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিহু,

স্বরণ ভজন নমস্কারে ।

কৃষ্ণভক্তি বহুদূরে, সংসার-নাহিক ভরে,

ধর্ম অর্থ সেহ না সকারে ॥

কৃষ্ণদাস বিহু বতি, তঁাহার চরণে রতি,

হেন কৃষ্ণ-ভক্তি-বিহীনে ।

হেন দিন কবে হবে, তঁাহার করুণা লবে,

অমৃত্যু হইবে সে ধনে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা প্রকৃ-ইক-কৃ-আদি-গুণকথনং

তথা ভক্তদাস-অনু তথা ভক্তিদেবী-

গুণকীর্তনং বটমালা ॥৬॥

সপ্তম মালা ।

প্রহ্লাদভক্তরাজগুণকথন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।

জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ ।

প্রহ্লাদের গুণগান পরম অদ্ভুত ।

যাঁর গুণে বশীভূত প্রভু যে অচ্যুত ॥

অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার ।

যাঁর অমুরোধে প্রভু হৈলা অবতার ॥

লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মা-আদি ভয়ে পলাইল ।

প্রহ্লাদের অঙ্গ স্নেহে চাঁটে লাগিল ॥

অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা ।

যাঁর সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা ॥

পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদচরিত্র ।

শ্রীধনুখদ হয় পবন পবিত্র ॥

বিস্তার বর্ণিতে তাহা নাহিক শক্তি ।

কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র যথাবুদ্ধিমতি ॥

রচনার ভাল মন্দ না করোঁ বিচার ।

পবিত্র কথন বলি কর অঙ্গীকার ॥

নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়াজীর টীকা ।

সংক্ষেপে কহিল কিন্তু অমৃত অধিকা ॥

কিঞ্চিৎ বিস্তার করি কহিবারে চাহি ।

চান্দ ধরিবারে মতি কীটসম নহি ॥

অতএব যথাশক্তি যথাবুদ্ধিমতি ।

কহি যে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি ॥

হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দান্ত অশুর ।

ভয়ে কম্পকম্পাশ্বিত হয় তিন পুর ॥

আপনা ঈশ্বর মানে ভগবতধেষ্টা ।

বিফুরে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা ॥

তাঁহার বনিতা নাম কয়ধু সুশীলা ।

তাঁহার সদগুণ ভাগবতে বাখানিলা ॥

কৃষ্ণভক্তমধ্যে তেঁহ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ ।

সুশীলা সুধীরা সম শাস্ত দাস্ত শিষ্ট ॥

ইহু ববে হরণ করিয়া লঞা গেলো ।

নারদের বাক্যে:

কৃষ্ণভক্তা কয়্যধু যে আরাধ্য স্বভাব ।
 দ্বিতীয় পরমভাগবত ঐহিক গর্ভে ॥
 তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কোচ হৈয়া ।
 পূজিলা তাহারে অতি ভক্তি করিয়া ॥
 নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি করি ।
 পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী ॥
 কয়্যধুর গুণ কত না যায় বর্ণন ।
 যার গর্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ রতন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে স্তুতি গোপনে রাখয় ।
 বহির্মুখ স্বামী পাছে জানে দুঃশয় ॥
 তেঁহ রত্নগর্ভা তাঁর ভঠব-সাগরে ।
 তুল্য অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে ॥
 প্রহ্লাদ মহাত্ম্য ভব পৃথিবীর রত্ন ।
 সেই আচ্য যেই করে তাঁর পদে বস ॥
 শ্রীল শ্রীমদ্রামদ গোখামী মহাশয় ।
 জগতের গুরু ভক্ত্যাবেশ দয়াময় ॥
 অন্তরে জানিলা কয়্যধুর স্তম্ভগর্ভে ।
 লীলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্বে ॥
 জন্মিলা মহান্ এক পুরুষরতন ।
 যার বাধ্য ভগবান্ জগত-কারণ ॥
 জানিয়া আইলা ঋষি কয়্যধুর স্থানে ॥
 ভাগবত শাস্ত্র উষ্টগোষ্ঠী অন্তরুণে ॥
 গর্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ ।
 আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ ॥
 • সময়েতে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলা ।
 রাহগ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা ॥
 মঙ্গলশুভক দশহিতেতে ব্যাপিল ।
 ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হৈতে গেল ॥
 প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রহি ।
 বাল্য হৈতে মহাস্তের বিষয়ে বিরতি ॥
 অঙ্গ অঙ্গ বালক অঙ্গ অন্য ক্রীড়া কবে ।
 প্রহ্লাদ মনুষ্ট্রি করি পূজয়ে কৃষ্ণেরে ॥
 ভোজনের কালে মাতা থাইতে ডাকয় ।
 না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয় ॥
 অন্যান্য বালক নাচে ধূলা উড়াইয়া ।
 প্রহ্লাদ নাচয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া ॥
 হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত-ঘেষ্টা ।
 প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা ॥
 প্রহ্লাদের সুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখি ।
 বিপর্যায় মায়ে রাজা কোণে রক্ত আঁখি ॥

তাড়ন ভৎসন করে বালক উপরে ।
 হারে শিশু ও নাম শিখাইল কেবা তোরে ॥
 মারিবারে ধার মহাতর্জন করিয়া ।
 শিশু মোনে রহে কৃষ্ণে মন সমর্পিয়া ॥
 কয়্যধু স্তুতি পুত্রে বিরলে লইয়া ।
 গোপনে বুঝান মুখচুষন করিয়া ॥
 • তোমার বাণাই যাই অরে মোর স্তব্য ।
 তুমি হেন পুত্র মোর গর্ভ ধন্য ধন্য ॥
 পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয় ।
 তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে দৃঢ়মতি যার রহে ।
 অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্বশাস্ত্রে কহে ॥
 অতএব আমার পরাণ পুত্রালিকা ।
 কৃষ্ণ নাহি ভুল ভজ একান্ত করিয়া ॥
 গদগদ ভাবে মহা আনন্দে প্রহ্লাদ ।
 কান্দয়ে ধরিয়া সাধু মাতার দুই পদ ॥
 ধন্য সে জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তা ।
 হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা ॥
 বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈল ॥
 কোটী জন্ম পুণ্যে তব গর্ভে জনমিল ॥
 কথোক দিবস রাজ্য পুত্রে পড়াইতে ।
 সাঁপিলা পণ্ডিত যোগ্যমর্ক-গুরুহস্তে ॥
 যোগ্যমর্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজালয় ।
 অন্যান্য বালক সহ যতনে পড়ায় ॥
 প্রহ্লাদ অনন্যচেতা তাহে নাহি মন ।
 কেবল চিন্তয়ে মাত্র কৃষ্ণের চরণ ॥
 গুরুর সমীপে ততক্ষণ মোনে থাকে ।
 তেঁহ স্থানান্তর গেলে কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥
 কথোদিন পরে রাজ্য পুত্রে বোনাইলা ।
 যোগ্যমর্ক শিশু সহ রাজস্থানে আইলা ॥
 প্রহ্লাদের সৌন্দর্য্যে রাজা প্রেমে মগ্ন হৈয়া ।
 চুষন করয়ে মুখ জোড়ে বসাইয়া ॥
 রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে ।
 কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে ॥
 প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ ।
 বিদ্যা তপ জ্ঞান জপ কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ ॥
 সেহ বিদ্যা হয় সর্ববিদ্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
 যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেহ সে উৎকৃষ্ট ॥
 অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যা-চূড়ামণি ।
 ইহা জির আর বত অর্থে না বাখনি ॥

তাহা শুনি রাজা কোপে অগ্নি সম জলে ।
 কোল তৈতে প্রহ্লাদেরে টান মারি কেল ॥
 অলস্ত অনল যেন ছুই চক্ষু জলে ।
 যশোমর্কপানে চাহে যেন কালানলে ॥
 কোপে কহে আরে বটু কি বিদ্যা পড়ালি ।
 আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি ॥
 কম্পিতহৃদয়ে যশোমর্ক তবে কহে ।
 আমি নাহি শিখাই মহারাজ কভু নহে ॥
 কি জানি কাহার স্থানে শিখে ছুটমতি ।
 বুধা মহারাজ কষ্টে হও মোর প্রতি ॥
 অতঃপর সমুচিত করিব উহার ।
 ও নাম পুনশ্চ যেন না কহে আর ॥
 এত বলি যশোমর্ক পুন লয়া গেলা ।
 গৃহে বাই প্রহ্লাদেরে অনেক ভৎসিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রহ্লাদের মন চবে ।
 তাহা নাহি শুনে যেন ঝিল্লী ডাকে দূরে ॥
 সমূহ বালক সনে পড়াইতে বসাইলা ।
 কৃষ্ণকথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা ॥
 অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ মনে পড়ে ।
 উদ্দীপন হয় প্রেমধারা হৃদয়নে ॥
 যশোমর্ক উঠি যবে কক্ষান্তরে যায় ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে উঠিয়া নাচয় ॥
 অস্তান্ত বালকগণ চমকিয়া চাহে ।
 সবে মেলি প্রহ্লাদেরে ধীরে ধীরে কহে ॥
 প্রহ্লাদ রে ভাই কহ কান্দ কি লাগিয়া ।
 কি নাম করিয়া নাচ উন্মত্ত হইয়া ॥
 সদা অস্তমনা থাক কি ভাব অস্তরে ।
 কি আর কি জপ কহ আমা সভাকারে ॥
 আহা কি আশ্চর্য্য সাধুসঙ্গের মহিমা ।
 বেদে না কহিতে পারে মহিমার সীমা ॥
 কণমাত্র প্রহ্লাদের দর্শনপ্রভাবে ।
 দ্রবিল সভার মন কিরি গেল তবে ॥
 হেন বুঝি বিধি ভবসাগরতরঙ্গে ।
 তরী আনি দিলা রঙ্গে প্রহ্লাদের সঙ্গে ॥
 প্রহ্লাদ কহেন ভাই শুন মন দিয়া ।
 যে ভাবি যে অপি তাহা কহি বিবরিয়া ॥
 কৃষ্ণ যে সুখের নিধি সুখের অবধি ।
 মোর চিত্ত ভাসে সেই সুখ-জলনিধি ॥
 পাখারে ভাসিয়া মুক্তি নাহি পাই পার ।
 ছবিহু না জানি তাহে খেরব সঁতার ॥

ভুবনমোহন রূপে গুণে মন যুরে ।
 যার চিত্তে ভাগে তার সব যার দূরে ॥
 ধর্ম কর্ম গৃহ বিত্ত স্বজন বান্ধব ।
 ছাড়িয়া করহ পান চরণ আসব ॥
 তুষিত চাতক মোর মন কৃষ্ণবারি ।
 ধারাপথে রবে আশাচক্ষু যে পসারি ॥
 বিদ্যা ধন মান গ্রাম্যসুখ রাজ্যাম্পদ ।
 দূরে ত্যাগ কব ভাই বলবীৰ্য্যমদ ॥
 ভক্ত ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ সুখবাশি ।
 খসাও গলার দৃঢ় সংসারের ফাঁসি ॥
 প্রেমানন্দসুখ পাবে বন্ধন ছুটিবে ।
 বিষয় কদর্ভাসুখ বাসনা যাইবে ॥
 শিশুগণ কহে ভাই সংসারের সুখ ।
 জন্মে জন্মে ভুঞ্জিব যে কিবা তার দুখ ॥
 নানা শুভকর্ম করি স্বর্গাদি ভুঞ্জিব ।
 পুনর্জন্ম হয় পুন সংকর্ম করিব ॥
 ইথে কেনে নিন্দ মৃত্যু আর পুনর্ভব ।
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ভাই কি ধন পাউব ॥
 প্রহ্লাদ কহেন ভাই এই যে কাহিলে ।
 অতিনীচ বাকা ইহা অগ্রাহ্য ভুলিলে ॥
 তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া ।
 অজ্ঞান যাইবে দূরে প্রকাশিবে হিয়া ॥
 ত্রিবিধা প্রকৃতি লোক সংসারেতে হয় ।
 তমঃ-বজ্র-সত্ত্ব-গুণে জগতে ভ্রময় ॥
 তমাধিক্য লোক পাপ শঠমতি হয় ।
 রজাধিক্য কর্মপরা সুখ ইচ্ছাময় ॥
 সত্ত্বের প্রাধান্তে শম-দম-তপ মতি ।
 কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি দুর্গতি ॥
 কৃষ্ণভক্তি নিগুণ নিগুণজনে হয় ।
 ধর্ম কর্ম রূপে সে না দৃকপাত করয় ॥
 কর্ম্মী নানাকর্ম্ম করি প্লাবণ যে করয় ।
 কৃষ্ণবহিস্মুখ মূঢ় তত্ত্ব না জানয় ॥
 পবমার্গ নাহি জানে ফিরে দুবাশয়ে ।
 কাহারে ভজয়ে মূঢ় কি ধন লাগিয়ে ॥
 সর্ব্বধনের ধন কৃষ্ণ ব্রজগতে হয় ।
 কি ধন লাগিয়া মূঢ় অস্তরে ভজয় ॥
 অস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে ভাই যে কহিলে সুখ ।
 সেই সুখ বার্ষ্য কেবল দুঃখের উন্মুখ ॥
 স্বর্গ আর নরক ভাই একই সমান ।
 যেই তত্ত্ব জানে নাহি করে বস্ত্রজান ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

তাহারা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির স্বর্গ, অপবর্গ ও
নরকের প্রতি সমানার্থদর্শী ।

সামুদ্র্য সুখদ করি মানয়ে ইতর ।
ভক্তি বিপর্যায় ভক্ত করয়ে ধিকার ॥
সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে ।
ভক্তিরসে হীন মূঢ় পসত্যর পাছে ॥
পুনরায় ভাস্ত্র প্রাপ্তি হইয়া ক'চৎ ।
কৃষ্ণ পায় পূর্বভোক্তামশ্রফলোচিত ॥
সেই যে নিকাগ সেই ভক্তগন্ধ বিনে ।
না পায় জ্ঞানাদি যেন অজ্ঞা-গলন্তনে ॥

মহাজনশ্চ উক্তিঃ—

ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল ।
সব ফল দেন ভক্তি স্বরূপ প্রাণ ॥
অজ্ঞাগলন্তন প্রায় অজ্ঞান সাধন ।
অতএব হরি ভক্তে বুদ্ধিমান্ জন ॥

শ্রীভাগবতে—

শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিমুদয়া তে বিভো,
ক্লিশস্তি যে কেবলবোধলঙ্ঘয়ে ॥

হে বিভো ! ভগদীয় ভক্তিপথে মঙ্গলস্রোতঃ
প্রবাহিত ; সেই পথ পরিচাল্য করিয়া যাহারা কেবল
জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে, তাহারা ক্লেশ পায় ।

স্বর্গের যে সুখ তাই নরক সমান ।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া কাণ ॥
তথায় অপূর্বভোগ অমৃত সমান ।
অপূর্বসুন্দরী সঙ্গে রমের বিধান ॥
গানবাদ্যশ্রবণ গে গন্ধ নানাজাতি ।
নয়ন আনন্দ দেখি শোভা নানাজাতি ॥
স্বর্ণ-অট্টালিকা সুকোমল শয্যা তায় ।
সুখেতে শয়ন অভিমানেন্তে বৈসয় ॥
দেখহ বিচারি তাই ইথে যত সুখ ।
শুকরদেহেতে হয় সকলি সমুখ ॥
তথায় যতেক ভোগ জিহ্বার আশ্বাদে ।
শুকরোতে বিষ্ঠা ভঞ্জে সেই সুখ আদে ॥
তথা যে সুন্দরী সঙ্গে রস-আশ্বাদন ।
শুকর শূকরী সঙ্গে তেমতি রমন ॥

গানবাদ্য শ্রবণের সুখ তথা যথা ।
শুকর নবীন বালকের রবে তথা ॥
তথা যে সুগন্ধিসুখে মগন যে মাত ।
শুকর অভোজ্যগন্ধে মাওয়ে তেমতি ॥
নয়ন-আনন্দ আর রত্নময় গৃহে ।
যথা তথায় খোঁড়াডেতে শূকরীর সহে ॥
অতএব ভাই পক্ষে শ্রেয়সুখতঃখ ॥
সামান্য চরাচর বলে সদা জীব মূর্থ ॥
স্বর্গেতে যে সুখ সহ তুঃখেতে মিশ্রিত ।
অন্তর উৎকর্ষ দেখে ঈর্ষায় তাপিত ॥
পুণাকর পতনের সময় জানয় ।
তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত আচরে সদায় ॥
অসুরের পরাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়া ।
দীনহীন প্রায় কত বেড়ায় কিরিয়া ॥
নিশ্চয় জানিহ তাই কৃষ্ণাশ্রয় বিনে ।
কোথাও নিবৃতি নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয় মাত্র তাপত্রয় যায় কর ।
চিদানন্দ নিত্যদেহে প্রেম আশ্বাদয় ॥
তথাচ স্বর্গাদি সুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি ।
যতপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিৎ গণি ॥
অনিত্য অগ্রাহ সেই সাধুর সমীপে ।
পরমসম্পত্তি বলি ইতবেতে জপে ॥
অক্ষর স্বর্গকামে যাগ-যজ্ঞ করে ।
তাতে দৃঢ়ভক্ত কেহ ঘুচাইতে নারে ॥
স্বর্গ যে অক্ষর নহে তাহা নাহি বুঝে ।
শিষ্ট শাস্ত সাধু করি আপনি সমুঝে ॥
অতএব স্বর্গ মর্ত্য আদি ত্রিভুবনে ।
বিভূর যারার হিতাহিত নাহি জানে ॥
একবার মরে আরবার জনময় ।
তুঃখের অবধি নাহি তার যাতনায় ॥
উর্দ্ধপদে হেঁটমাথে নাড়ীর বন্ধনে ।
বিষ্ঠামূত্রক্রেদ তাহে দংশে কুমিগণে ॥
শতেক জন্মের কথা তথা স্মৃতি হয় ।
তখন ভাবিয়া জীব আকুলহৃদয় ॥
শোচনা করয়ে হা হা কি কর্ম করিছ ।
কি বিষ খাইছ কেনে কৃষ্ণ না ভজিছ ॥
ইন্দ্রিয়-তুচ্ছ যে সুখ তাহার লাগিয়া ।
বহু পাপকর্ম কৈছ মুগ্ধ হইয়া ॥
পুনঃ পুন এইরূপ গর্তের যাতনা ।
জিজ্ঞাসা বেড়াই হা হা এ কি কদর্বনা ॥

এবার জন্মিয়া কৃষ্ণচরণ ভজিব ।
 পুনঃ পুন এ নরক আর না ভুঞ্জিব ॥
 একান্তভাবেতে এই সুদৃঢ় করিহু ।
 কারমনে কৃষ্ণপদে শরণ লইহু ॥
 দৃঢ়ভর প্রতিজ্ঞা করিয়া হুঃখসনে ।
 ভূমিষ্ঠ হইবাঁধা তুলে মায়াক্রমে ॥
 জনময়ে একেলা দ্বিতীয় সঙ্গহীন ।
 ক্রমে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা হয় দিন দিন ॥
 বাল্যাবস্থা কালাবধি বাল্যরসে যায় ।
 পৌগণ্ডেতে বিচার অভ্যাসে কালক্ষয় ॥
 যৌবন-উদ্রেকে নারীসঙ্গে লোভ জন্মে ।
 বিবাহ করিয়া মহা উৎসবেতে রমে ॥
 সন্তানকারণ যুট আর্তিনাদ করি ।
 নানাযাগ করে পূজে পুত্রবতী নারী ॥
 কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময় ।
 পৌত্র দৌহিত্র আদি বহুজন হয় ॥
 এক ছিলা বহু হৈলা বাড়ি গেলা লেঠা ।
 আসক্তি বাড়িল বহু বহু হৈল চেষ্টা ॥
 লালন-পালন রক্ষা ভরণ-পোষণ ।
 সদা অটু রসে মাতি হইলা মগন ॥
 ধন উপার্জন হেতু দেশ-দেশান্তর ।
 গমন করয়ে চুঃখে নাহি অবসর ॥
 বাত বর্ষা রৌদ্র ভয় আর অপমানে ।
 নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্ধের সন্ধান ॥
 বহুজন-বিয়োগ নিচ্ছেন অর্থনাশে ।
 অবিচ্ছিন্ন হুঃখশোক-সাগরেতে ভাসে ॥
 উঠে বেমন শয়ী-কণ্টক চিবার ।
 জিহবা ওঠে ক্ষত হয় তবু না তেজয় ॥
 তেমতি জীবের গতি এত যে কেলেশ ।
 তবু না বুঝে মূঢ়মতি লবলেশ ॥
 কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে ।
 বলবীৰ্য্য-গেল গতি রতি স্মৃতি সহ ॥
 কাস শ্বাস উদগার বাক্যজডতা হইলা ।
 চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাৎ করিলা ॥
 শ্রী পুত্র পরিবার সে অবজ্ঞা করয় ।
 ভাঙ্কন ভৎসন কোপদৃষ্টিতে চাহয় ॥
 তথাপিহ তাহারি মঙ্গল ধ্যানে থাকে ।
 গৃহপিড়া লেপয়ে টুকরি করি কাঁখে ।
 মৃত্যুকাল বৎসর ছরমাস সস্তাবনা ।
 তথাপি না ভঞ্জে কৃষ্ণ বিষয় উন্ননা ॥

মৃত্যু পর্য্যন্ত অই বিষয় ভাবিয়া ।
 মরিয়া নরক ভুঞ্জে যমালয়ে গিয়া ॥
 হুঃখের অবধি নাহি বিশেষ যাতনা ।
 তখন ভাবয়ে হা হা খাইহু আপনা ॥
 কদর্যা অনিত্য বিষ বিষয় পাইয়া ।
 বুধা জন্ম গোড়াইহু কৃষ্ণ না ভজিয়া ॥
 হায় হায় কি কারব উপায় কি হবে ।
 এ হুঃখসাগর হৈতে কে জ্ঞান করিবে ॥
 এইমত আর্তিনাদ পুনঃপুন করি ।
 শতযুগ ভুঞ্জে হুঃখ যমেবু নগরী ॥
 নরকাস্তে পুন নানাযোনিতে, জন্ময় ।
 শৃগাল-কুকুর আদি চৌরাশী ভ্রময় ॥
 তাহাতে অনন্ত হুঃখ নাহি পারাবার ।
 গৃহহীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাঁওর ॥
 দাবায়িতে দহে কড়ু বাণন গুণাণ্ডে ।
 কড়ু অগ্নাঘাতে মরে নানা-যন্ত্রণাতে ॥
 বিড় কীট পতঙ্গ পক্ষী ভলজন্তু আদি ।
 জন্মিয়া মরয়ে পুন নাহিক অবধি ॥
 মধ্যো মধ্যো চৌরাশীর অস্তে একবার ।
 মানবজনম হয় জনমের সার ॥
 কর্মবশে সেহ অন্ধ আতুর ত্রিবন্ধ ।
 নীচজাতি মুক অজাধিক অজ্ঞান ॥
 কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান হয় ।
 এ হেন দুর্লভ জন্ম পাই হ্রাশয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি না কৈল আশ্রয় ।
 পুনর্বার অই গতি জন্মামৃত্যুচয় ॥
 বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে ।
 কৃষ্ণে না উপজে রতি উপায় কি হবে ॥
 প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর ।
 আছয়ে তাহার কথা বহুস্ত বিস্তর ॥
 সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ মাত্র স্থল কহি শুন ।
 পরম উপায় সুপবিত্র গুহ্যতম ॥
 কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ আদি যত হয় ।
 ভক্তির বিরোধী মাত্র দিতে শক্ত নয় ॥
 সংসারের করোমুখ কোন ভাগ্যবানে ।
 যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধুসনে ॥
 কৃষ্ণকৃপা স্মৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে ।
 পাপ আর সংসার যায় আনুসঙ্গ্যতে ॥
 কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন ।
 পাইয়া পরমসুখা হয় সে তখন ॥

পবন নিবৃত্তি হয় দুঃখ বহু দূর ।
 শুদ্ধপ্রেমানন্দসুখ সদাই বিভোর ।
 দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে কুৎকার ।
 জগতের শ্রেষ্ঠ সেই ভবনিধি পার ॥
 সেই পূজ্যতম সেই আরাধ্য জগতে ।
 তাঁর পাদরঞ্জন প্রাশংসে দেবেতে ।
 বড় বড় কন্দী জানো মুক্তি করি মানৈ ।
 অহংকারমাত্র সেই তথা নাহি জানৈ ॥
 কৃষ্ণের ভক্তপাদরঞ্জন যে পর্য্যন্ত ।
 গন্তকে না ধরে বৃথা, মরে সেই ভাস্ত ॥
 প্রেমভক্তিমান, সেই সেহ থাকু দূরে ।
 অনন্তভক্ত সদাচার নাতি করে ॥
 তেন যে বৈষ্ণব সেহ ভুবনপাবন ।
 সাধুমধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নিরূপণ ॥

শ্রীগীতাম্ - -

অপি চেৎ সুহৃদাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।
 সাধুবেব স যন্তব্যঃ সমাগবাবসিতো হি সঃ ॥

সে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমার আরাধনা করে,
 অতি ছরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া কথিত হয় ;
 যেহেতু সে যৎপ্রতি একান্তচিত্ত ।

অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে ॥
 মুক্তি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে ॥
 • সেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ ।
 সুদূরে তেমাগি চতুর্দর্শাদি শরণ ॥
 ধর্ম আর অধর্ম যে অধর্ম তেজিয়া ।
 অস্ত্র দেবীদেবা জ্ঞান তপস্তা ছাড়িয়া ॥
 একমাত্র শরণ্য জগত-ঈশ হরি ।
 দৃঢ়নিষ্ঠা করি ভজ যথা সতী মারী ॥
 আর যত দেখিবে শুনিবে শ্রুতিগত ॥
 সকলি অনর্থ ত্রিভুবনমধ্যে যত ॥
 একা কৃষ্ণভক্ত বিনে সকলি অসার ।
 ধিক্ ধিক্ সেই সব জনম বিকার ॥
 শিশুগণ, কহে শুন প্রহ্লাদ বে-ভাই ।
 এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাট ॥
 যতেক কহিল ইহা, প্রত্যক্ষ সকলি ।
 বুঝিলাম তব মোরা দৃঢ় ভাল বলি ॥
 কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার ।
 বিবরিয়া কহ ভাই কর্তব্য তাহার ॥

কৃষ্ণের ভজন যে সারোকার হৈল ।
 এখনি না কৈল বৃদ্ধাবস্থার করিল ॥
 তাহাতে বা হানি-লাভ কি দোষ আছর ।
 প্রহ্লাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহ্য নয় ॥
 ছলভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে ।
 কচিৎ বড় ভাগ্য যার ভগ্যসিদ্ধ বহে ॥
 • অনেক যতনে তার মিলে এক বিন্দু ।
 জলচর দেখে যেন সিন্দুমধ্যে ইন্দু ॥
 হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে ।
 উন্নত পাগল বিনে সংবরণে নারে ॥
 স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোন জন ।
 আজি নহে কালি লব থাকুক এখন ॥
 তবে যে কহয়ে সেই নির্দোষ উন্নত ।
 কালি মিলে কি না মিলে নাহি বুঝে তত ॥
 হবি-ভক্তিরত্ন ভাই ছলভ পদার্থ ।
 পরাৎপর বস্তু আর নাশে সর্বানর্থ ॥
 যাতে হেন ধন ভাই যখন পাইব ।
 তখন লইয়া হৃদিমাঝারে রাখিব ॥
 পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায় ॥
 তারে সমাদর করি রাখহ তথায় ॥
 লোকালয় সঙ্গ ত্যজ দুর্জনের ভয় ।
 পবনরতন পাছে ছেনাইয়া লয় ॥
 অতি সাবধানে ভাই যতনে রতন ।
 রক্ষা অর্থে সর্বভাগী কর ডিফাটন ॥
 তাহার বর্জিত হেতু সৎসঙ্গে নিবাস ।
 করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ ॥
 যেই মুখ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব ।
 এখনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব ॥
 সেই মুখ রজোগুণস্বভাবে কহয়ে ।
 বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপকরয়ে ॥
 সেই মূঢ় নাহি বুঝে, স্বভাব আপন ।
 মনে করে মুক্তি বড় সুবুদ্ধিভাজন ॥
 শরীর যে ক্ষণধ্বংসি কোন্ কণে যায় ।
 তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তার ॥
 পশ্চাৎ ভজিব বলি নিশ্চিত রহিলে ।
 দেহপাত হইল যদি বঞ্চিত হইলে ॥
 কিংবা নানা বিষয় হয় বিষয় কুসঙ্গ ।
 শ্রীমন্মতে হয় মোহ যাতে সর্ব ভঙ্গ ॥
 অতএব কৃষ্ণভক্তি যখন পাইবে ।
 তখন ভজিবে ভাই পৌন না করিবে ॥

যত্নপি তাহার রস অহুভব নাই ।
 তথাপিহ সাধুজন্যর ভকী দেখি হাই ॥
 মনেতে চিস্তিয়া কর অহুভব সার ।
 ভক্তিরসে না জানি কেমন চমৎকার ॥
 সর্বানর্থ বিষয় দুস্ত্যজ্য নারীপুত্র ।
 তেজিয়া সকলি মজিয়াছে যাতে মাত্র ॥
 হেন কৃষ্ণরূপ-গুণলীলার মাধুবী ।
 না জানি কি মধু সেই কি গুণে আগরি ॥
 ইহা অহুভবি মনে আশা পাত্র স্থাপি ।
 সেই মধু উদ্দেশ কর আজন্ম ব্যাপি ॥
 অবশ্য মিলিবে তার কণার আশ্বাস ।
 ক্রমেতে বর্জিষ্যু হবে ঘুচিবে বিবাদ ॥
 চতুর্ভুগ বাধা আশা সংসার বিবাদ ।
 মায়াগন্ধ যাবে পাবে পরম অহ্লাদ ॥
 আরো এলি শুন ভাই সুবিচাববাক্য ।
 হয় নর বৃদ্ধ মনেতে কবি ঐক্য ॥
 ঝালাপোগুণ সমে ভজনের কাল ।
 ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল ॥
 এই দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অন্তর ।
 কোন চিন্তা নাহি নহে উদ্বেগকিঙ্কর ॥
 অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ ভজ্যে নিরুদ্ধেগে ।
 ক্রমেতে বর্জিষ্যু হয় বিদ্র নাহি লাগে ॥
 ঝালাবস্ত্রার সংস্কার পাষণেব দাগ ।
 কভু নাহি টুটে তর দৃঢ় অহুভাগ ॥
 কৈশোর আদিত্যে হয় বিদ্যাতির চেষ্ঠা ।
 যৌবন উজ্জেকে হয় নারী সঙ্গে তৃষ্ণা ॥
 ধনবান্ জয়-পরাজয় সদা চিন্তে ।
 রাগ ঘেব ঈর্ষায় নিন্দয়ে যশোমন্তে ॥
 বার্কিক্য সময় ভাই বিষময় মাত্র ।
 কাস খাস করা ব্যাধি লোলচর্ম গাত্র ॥
 সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে তর ।
 সদাই অসুস্থ মন বুদ্ধি না সুবর ॥
 কৃষ্ণ নাম লইতে যদ্যপি মনে করে ।
 কাস খাস উঠে লইবারে নাহি পারে ॥
 ভজন করিবে কিবা দেহ অপাটব ।
 জীকনে মরণ তুলা কোথা ধ্যান জপ ॥
 অতএব কৈশোরে যৌবনে বিদ্র করে ।
 বার্কিকোতে করা বিদ্র কৃষ্ণ নাহি ক্ষুরে ॥
 সেহেতুক ঝালাবস্ত্রা ধন্য করি মানি ।
 নির্জিয়ে ভজন হয় সংসারে বাধানি ॥

সেই সমস্বারে দৃঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী তর ।
 মতবাদিমতে কভু মন না চলয় ॥
 এত শুনি শিশুগণ প্রস্টষ্টবর ।
 প্রহ্লাদেবে পুনঃপুন প্রশংসা করয় ॥
 আলিঙ্গন করে সতে গদগদভাবে ।
 পাইলু দুর্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাব ॥
 পিতামাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞান-দাতা ।
 তুমি সে পরম ভবসাগরের জ্ঞাতা ॥
 বহু স্তুতি করয়ে নয়নে অশ্রু বহে ।
 নির্মল হইল চিত্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ॥
 হরে কৃষ্ণ গোবন্দ বালরা সতে নাচে ।
 আগুসার প্রহ্লাদ বালকগণ পাছে ॥
 প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল ।
 হরিসঙ্কর্ত্তনধ্বনি গগনে উঠিল ॥
 গুণামর্ক দূর হৈতে শুন কলববে ।
 ধাইয়া আইল দ্বিজ অতিক্রোধভাবে ॥
 আসিয়া দেখয়ে কবে হরিসঙ্কর্ত্তন ।
 ক্রোধাবেশে কবে দ্বিজ তাডনভংসন ॥
 হারে শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য ।
 পুনঃপুন মানা করি তবু কর আর্ঘ্য ॥
 প্রহ্লাদিয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল ।
 পাড়ার বালকগণ সব বিগড়িল ॥
 ও নাম পাগি রে কোথা কে রে শিখাইল ।
 বৃদ্ধিগাম তোর মৃত্যু নিকট হইল ॥
 মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড ।
 তাঁহার রিপুকে ভজ হা বে মৃত ভণ্ড ॥
 পুত্র হইয়া কর প্রতিকূল আচারে ।
 তোমার বধিবে আর বধিবে আমারে ॥
 এত শুনি শিশুগণ মোন হইলা ।
 মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা ॥
 প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে ।
 কর্ণে শব্দমাত্র যেন ঝিঝিপোকা ডাকে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া ।
 আশি মুদি রহে ধারা পড়য়ে বহিয়া ॥
 দ্বিজ মনে ভাবে বৃদ্ধি ভয়েতে প্রহ্লাদ ।
 কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিবাদ ॥
 নিকট চৈয়া কিছু তুষিয়া কহয় ।
 আইস পড়হ বাপু নাহি কিছু ভয় ॥
 হেন কর্ম কভু বৎস আর না করিহ ।
 পিতৃপিতামহ যেই সেই ধর্ম্ম রহ ॥

যশোমর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল ।
 ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল ॥
 কথোক দিবসে রাজা পুন্নে বোলাইল ।
 যশোমর্ক প্রহ্লাদেদের লইয়া চলিল ॥
 শিখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল ।
 রাজা-আগে কৃষ্ণ নাম কদাচ না বল ॥
 তবে দ্বিজ লয়া গেলা রাজার সভায় ।
 প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
 শুলবপু চিকণ শ্যামল পদনেত্র ।
 সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার বহন বিচিত্র ॥
 পীনবন্ধে মণিহার আনোলাসমান ।
 ধীরে ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্রগমন ॥
 সঙ্গে পারিষদগণ সমান বয়েস ।
 সমান চরিত্র সম আভরণ বেশ ॥
 রাজমন্ত্রিগণ অমুত্রজি সঙ্গে সঙ্গে ।
 দেখিবারে আইসে গ্রামের লোক সঙ্গে ॥
 মান অপমান আর বসন ভূষণে ।
 কিঞ্চিৎ নাহিক কোভ উপেক্ষায় মানে ॥
 কিছুমাত্র চেষ্টা নাহি অনন্তবাসনা ।
 সর্ব ভাবে মাত্র কৃষ্ণচরণভাবনা ॥
 ধীরে ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিল ।
 চৌদিকে সকল লোক চাহিয়া বহিলা ॥
 প্রহ্লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ ।
 সগর্বেতে নৃপবর কহে মন্দ মন্দ ॥
 আটস আটস বৎস জীবন আমার ।
 জুড়াক পরাণ ক্রোড়ে করি একবার ॥
 বাহ পসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা ।
 মস্তক আশ্রয় মুখ চুষন করিলা ॥
 জিজ্ঞাসয়ে কহে বাপু কি বিদ্যা পড়িলা ।
 কিবা নীতি কিবা ধর্ম সার কি বুঝিলা ॥
 রাজনীতি কি জানিলে ধর্মবিদ্যা-আদি ॥
 রাজ্যের পালন যাতে বিজয় বিবাদী ॥
 করযোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে ।
 আজ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে ॥

নীতি আর ধর্ম যত, ধর্মকর্ম-আদি শত,
 রাজ্য আর জয়-পরাজয় ॥

কলি কেবল ব্যর্থ, সংসারহেতু অনর্থ,
 যাতে কৃষ্ণে ঈতি না জন্ময় ॥

মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমায় ।
 এই যে সংসার-সুখ, পরিণামে দুঃখোগুখ,
 হেন রাজ্যসুখে কিবা কাজ ॥
 সেই সুখ রাজ্যাম্পদ, সেই সর্বৈশ্বর্যমদ,
 সেই বিদ্যা রিপুপবাজয় ।
 সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই,
 যদি কৃষ্ণভক্তি উপজয় ॥
 নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
 স্বী পুত্র ধন মান গর্বে ।
 একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসারবাসে,
 অমনি গমন পুন সর্বে ।
 আসিয়া দিনকথোকাশ, মিথ্যা মদ্যক্রে আশাল,
 করিয়া কিরায় মোর মুক্তি ॥
 কলহ মেদিনী লয়ে, মিথ্যা জয়-পরাজয়ে,
 হু অঁধি মুদিলে কিছু নাই ॥
 অতএব মহারাজ, সাধু মানি জগন্মায়,
 সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি ।
 বিশ্বকরী সদা হিরা, গৃহকূপ তেয়াগিয়া,
 বনেতে গমন শাস্তি ধরি ॥
 ছাড়িয়া অনিহা রাজা, চিত্ত আপন কার্য,
 অহ আশা ছেব রাগ ছাড়ি ।
 ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ, চলিত সে সম্পদ,
 ঘূঁচেবে সংসার দূঢ় বেড়ি ॥
 শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রি-বিজয়ী মহাতেজা,
 ক্রোধে কালাস্তক সম-সম ।
 দুই নেত্র জলে যেন, জলন্ত অঙ্গার হেন,
 অন্য থাকু কম্পমান যম ॥
 সৈন্য-সামন্ত জন, অমাত্য পার্শদগণ,
 সভাসদ আদি দেব-নর ।
 সবে কম্পকম্পাশ্রিত, করে বুদ্ধিশুদ্ধি হত,
 প্রহ্লাদের নাহি কিছু ভব ॥
 কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্যবিজয়ী সেই,
 তর কোথা কাল নহে প্রভু ।
 স্বরকার শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে,
 সে কি পীড়া দিতে পারে কত ॥
 তবে রাজা ক্রোধাবেশে, ঘন ঘন বহে আসে,
 মার মার কহে বার বার ।
 জয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে হৃদয়চনে,
 কহে শির ছেদহ ইহার ॥

আমার শত্রুর গুণ, কহে ছুটে পুনঃপুন,
 আর মোরে ভজিবারে কহে ।
 গুরু সমান হৈয়া, কহে জ্ঞান শিখাইয়া,
 এ দৌরাভ্যা পরানে কি সহে ॥
 দূতগণ খড়া ধরে, যাইয়া আশাত করে,
 প্রহ্লাদের সঙ্গে নাহি বাধে ।
 উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে খাই,
 থুথু থেঁপন করয়ে চান্দে ॥
 চান্দে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজমুখে যথা,
 তেমতি অসুরগণমতি ।
 প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, ধায় আপনার দণ্ড,
 তেঁহ ত অক্ষর নিশাপতি ॥
 অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে,
 কিবা মন্ত্র শিখিল কোথায় ।
 অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পক্ষত উপরে তবে,
 উচ্চ হৈতে ডারহ উহার ॥
 তবে দূতগণ লৈয়া, পক্ষত উপরে যায়্যা,
 অতি উচ্চ হইতে ডারিলা ।
 পতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা,
 জোড়ে হইতে ভূমে শোয়াইলা ॥
 গুনি রাজা বিবরণ, চিন্তার বিরস মন,
 পুন কহে অগ্নিতে ডারহ ।
 জাজ্ঞ্য অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভক্তরাতে,
 পোড়াবে কি সেবে যায়্যা সেহ ॥
 পুনঃ সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে,
 ফেলে লয়া সূদূর গন্তীরে ।
 কৃষ্ণের ভক্ত জানি, তীর্থগণশিরোমণি,
 না ভুবার ধরি রাখে শিরে ।
 তথা হৈতে আনি পুন, এবার কোতুক গুন,
 করি-পদতলে দিলা ডারি ।
 হস্তী গণ্ড কিবা জানে, হরির ভজনগুণে,
 পৃষ্ঠে বসাইলা গুণে ধরি ॥
 মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মৃত অতিঘেষ্টা
 কোনমতে না মৈল বালক ।
 উদ্বীচ না বুঝে মন্দ, পুন করে নানা ছন্দ,
 উপায় কি ভাবে তিনলোক ॥
 দণ্ড ত অনেক কৈল, তাহাতে নাহিক মৈল,
 তবে সাম-দান-ভেদ-মতে ।
 বিবিধ উপায় করি, কোন মতে মোর বৈরী,
 নাহি তবে কেঁমরে যাহাতে ॥

এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠার ম'ন্ত্রের স্থানে
 বুঝাইতে কহি পাঠাইলা ।
 কয়াধু স্মৃতি রাণী, ভুবনপাননী ধনী,
 প্রহ্লাদে কোলে কার লৈলা ॥
 ঘন মুখে চুষ দেয়, মস্তক আশ্রাণ লয়,
 চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ ।
 আঁহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর,
 পিতা তব কত দিলা দুখ ॥
 বিরলে লইয়া রাণী, কহয়ে অমৃতবাণী,
 লোক-বেদ-সাধুর সম্মত ।
 আমার গুণের নিধি, 'কৃক তোমা নিরবধি,
 কুলের প্রদীপ লোকজিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণভক্তি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বাকি,
 ছুটের কথাই নাহি ভুল ।
 ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সচ'র যাতে,
 বিশ্বের সে বিশ্ব অমুকুল ॥
 দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
 আমারে কহিয়া পাঠাইলা ।
 হাঁহা কি দুর্দ্দৈবগতি, কি দুষ্ট অশুভ মতি,
 বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা ॥
 কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যাব পাবাবার,
 হেন মুখে বঞ্চিত হইলা ।
 আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয়গবলে পুষ্ট,
 হিতাহিত বুঝিতে নাবিলা ॥
 তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অমুক্ত,
 ইহাতে মঙ্গল কছু নহে ।
 অচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরক বাস,
 এ দৌরাভ্যা ধর্ম নাহি সহে ॥
 তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখহ করিয়া পণ,
 হৃদয়মাঝারে দৃঢ় করি ।
 জনম জীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ,
 সদা রক্ষা করিবেন হারি ॥
 এতেক কয়াধু সতী, বুঝাইল পুত্র প্রতি,
 স্বপন ভোজন করাইয়া ।
 নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চীরা,
 চন্দনাদি দিলা পরাইয়া ॥
 সুগন্ধি পুষ্পের মালা, কর্তেতে করিল আলা,
 ভালো দিল তিলক-মঞ্জরী ।
 ভুবনমোহনরূপ, সুরূপগণের কুপ,
 কিবা হৈল অপূর্ণ মাধুরী ॥

রাজা পুন বোলাইলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা,
সাজাইয়া সাধে রাজসভা ।
দেখিয়া পুঞ্জের রূপ, আনন্দিত হৈলা তুপ,
চিত্ত মন নয়নেব লোভা ॥
অন্তরে ভাবেন তুপতি, প্রহ্লাদেব সে কুণ্ডতি,
ঘুচু গেল মায়েব বাচ্যেতে ।
স্ববুদ্ধি কয়্যাধু রাণী, বুঝাইয়া নীতবাণী,
পাঠাইয়া দিলেক সভানে ॥
ডাকে দিয়া হাতছানি, পসারিয়া ছুট পানি,
আইস মোব পরাণ প্রহ্লাদ ।
রূদ্র-মাঝারে রাখি, শোমাব বসন দেখি,
ঘুচুক যৈ মনের বিধান ॥
এতেক আদব কর, প্রহ্লাদেব কবে ধরি,
এসাইলা আপন নিকটে ।
আস হাত বুলাইয়া, কটে বাজা বুঝাইয়া,
মোর সনে না করহ হট ॥
শুন বৎস নীতবাণী, এ মাঝে নাহি গনি,
মোর স্তত হৈয়া পাবে ভজ ।
অত অশুচিত হয়, কাশকষতার কাড়,
অতএব হেন বুদ্ধি তেজ ॥
প্রহ্লাদ লভে পুন, মহাবাজ কহি শুন,
এতেক কহিসে নীত-বাণী ।
সকলি অনাত হয়, সংমার্গে বিপর্যায়,
নিদ্রিত অগাজ দুখা মানি ॥
পাব সনে কব হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়া বহয় ।
শুগল কুকুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
কণমাত্র উড়িয়া পলায় ॥

মহারাজ হরিধন অন্তর শরণ ।

কাপুরুষ যেই জন, না ডঙ্কয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নবক ভুঞ্জন ॥

টারে না পনয়ে গেই, জগতে নিদ্রিত সেই,
নিশ্চয় বিদাতা তাবে বাম ॥

সংসাব্যাতনা-ভোগ, সদা সেবে রোগ শোক,
কবাচিত্ত পূর্ণ নহে কাম ॥

ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখে সুখ করি মনে,
নাঁসকায় ম'হারজু বশে ।

অবিদ্যা বাহার দাসা, পরাংপন সুখবাশ,
না বুঝয়া ব'ঞ্চত সে রসে ॥

অতএব মহাবাজা, অন্তরে তাজহ হুজা,
ভজ করিব অন্তর চরণ ।
বিষয়ে গে কুটিনাটি, ছার অন্ত পরিপাটি,
সদা কর অনন্ত শরণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা, অসুরাগ্রা মহাতেজা,
ক্রোধে যেন প্রচণ্ড অনল ।
প্রলয়ের বায়ু যেন, খাস বহে ঘান ঘন,
বক্তবর্ণ নয়নযুগল ।
উচ্চৈঃস্ববে কহে ছান, অরে ছুট কুলাকার,
তথাচ ই নাম পুন লবি ।
অন্ত ছেদিব তোর, না জান প্রাণ মোব,
জাজ তুঞি যগলয় যাবি ॥
এত কহি বে য হৈতে, খড়গ লইল হাতে,
গোট মারিবারে মনে করে ।
নাহি মরে খড়গাবাক, সে কথা উদয় চিতে,
লজ্জায় না পারে মাঝিবারে ॥
ধীরে ধীরে কহে পুন, মোব এক বাক্য শুন,
এই যে এতক লোক আছে ।
গেহ বা না ভরে কেন, তুমি কেন পুনঃপুন,
ভজিবাবে দাও ভাব পাতে ॥
বিজ্ঞানি গোমাব ঠাকুর, মথ্যা যে কহিবে নাই,
আর কিছু নাহি চাই আমি ।
এম্বর ভজন প্রতি, ক প্রামারে হেন মতি,
দেয় কার ঠাকুর শপথ তুমি ॥
এব কহে শশুবর, করি হবে যোড়কর,
মহারাজ কার নিবেশন ।
এই গে এতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ,
যে কহিলে শুন বিবরণ ॥
ককভ'ক্ত মহাবিজু, বিনে সাধুকপা ককু,
নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ।
হুর্লভ যে শুভোদয়, সাবাবণ কোথা হয়,
বাব হয় সেই ভাগাবান ॥

মহাবাজ কহে ম ত অতি যে হুর্লভ ।

স্বত কি পণ্ড নহে, গৃহকুটুম্ব সহ,
মিথুনাক্রিয়াতে যাব লোভ ॥

হৃদয় মতি কোথা তার, অনর্থে শরণ বার,
নিবসে বিষয় কর্মে ফিরে ।

নিশিতে করি শয়ন, পুন সেই চিন্তন,
করে যেন গোঁধন জাগরে ॥

রাজা শুনি পুন কহে, কৃষ্ণ শোর কোথা রহে,
 প্রহ্লাদ কহয়ে সর্বদ্বারে।
 হাবর অকল কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট,
 চরাচর সভার অঙ্গার।
 রাজা কহে যদি হয়, শুভ যে ক্ষটিকময়,
 ইহাতে আছে তোর হরি।
 পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কতু অশ্রুধা নহে,
 শুনি কোণে উঠি খড়্গ ধরি ॥
 ধাইয়া অশ্রুবরে, তাহাতে আঘাত কবে,
 শুভরাজ তই খণ্ড হৈল।
 শুনহ অদ্ভুত কথা, অপূর্ব মঙ্গলগাথা,
 তাহে এক বস্তু নিকষিগ ॥
 যাহা লাগি যোগিগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান,
 ছাড়ি সর্ব বিষয়-বাসনা।
 প্রতিগণ নিরন্তর, যার অন্বেষণপর,
 বিচার-বিতণ্ডা করে নানা ॥
 যার বশ গুণকর্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম,
 সাধুগণ পুলক অঙ্গরে।
 গার শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজা অভিমান,
 স্বজন বাক্য করি দূরে ॥
 সর্ব-আত্মা-অন্তর্যামী, সভার জীবনধামী,
 এক বিভূ ত্রৈলোক্য-অঙ্গরে।
 স্বজন-পালন-কর্তা, প্রলয়-আদি সংহর্তা,
 ত্রিভুবন যার গুণে সুরে ॥
 ত্রৈলোক্য যে বৈভব, সকলি বস্তু সুভ,
 সুদুর্লভ যাহা নাহি মিলে।
 হেন বস্তু শুভ হৈতে, স্বভক্তের অতিমতে,
 নিকষিলা প্রপঞ্চের মেলে ॥
 অহো কি লোকের ভাগ্য, কিবা মৃত কিবা প্রাজ,
 কিবা সুর অসুর রাক্ষস।
 নরনগোচর হৈল, ভবাগ্নি নির্ঝাঁপ তেল,
 শেষ হৈল জঠর-নিবাস ॥
 যবে শুভে নিকষিল, কুদ্রুটি প্রতীত তেল,
 দেখিতে দেখিতে মছাকার।
 বৃগ-মর্ত্য-নভোবাণী, রৌদ্র প্রচণ্ডরূপী,
 মহাবিক্রম মূর্তি হয় ॥
 কটি অধে নরাকৃতি, শ্রামল সুন্দর ভাতি,
 গীতাহর মণি আভরণে।
 ক্রীচরণ কটি অধে, তন্ত্রে দস্ত অশ্রুবোণে,
 শঙ্ক নহে অশ্রুধা করণে ॥

উর্দ্ধে হরি ভরকর, রূপ কিন্তু মনোহর,
 ভক্তগণের আনন্দজনক।
 ভক্ত-অতুরোধ করি, রূপ ধরি নয়হরি,
 ক্রৌড়া কহে যেমন বালক ॥
 অতঃপর শুন তাব, হিরণ্যকশিপু যবে,
 দেখি সেই বিকৃতিশরূপ।
 হৃঃশীল অশ্রু রীতি, কোপেতে বিবশ মতি,
 নাহি বুঝে নিজ শুভানন্দ।
 মুগার মৃগল তেলা, বৃক বৃহতী শিলা,
 শেল শূল নানা কল্প-শস্ত্র।
 বিক্রম করিয়া মাঝে, প্রভু তাহা লুপি ধরে,
 উলটিয়া মাঝে সেই অস্ত্র ॥
 ইতর অশ্রুগুলা, দূর হৈতে মাঝে ঢেলা,
 সে গুলার গ্রীবা ধরি ধরি।
 ভূমেতে আছাড় মাঝে, চটকট করি মরে,
 কতগুলি পলায় তা হেরি ॥
 পুনরপি তই জন, বাহ যুদ্ধ অশ্রুগণ,
 পৃথিবী কম্পিত পদভরে।
 স্বর্গ মর্ত্য রসা ন, তলাতল পাতাল,
 সুমেরু কাপয়ে ধরধরে ॥
 যুদ্ধলীলা কতক্ষণ, করি প্রভু সনাতন,
 দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে।
 উকর উপরে ধরি, উদর ফাড়য়ে চিরি,
 ক্রোধাবেশে যেন বেণাপজে ॥
 উদরের মাড়ী গুলা, মালা করি গলে দিলা,
 অতি বিকরাল রূপ হৈল।
 প্রলয় অনল যেন, তই চক্ষু জলে তেন,
 লোমাবলি উত্তান করিলা ॥
 নাসাপুটে বহে শ্বাস, শিলা বৃক পাশপাশ,
 উপাডিয়া পড়ে গিয়া দূর।
 দশন অচলশৃঙ্গ, হবধম্ব যেন ডঙ্গ,
 কটমট শব্দে বাপে পুর ॥
 শিবে কটা বিঘূর্ণনে, ছিন্ন ভিন্ন মেঘগণে,
 দেবগণ পলায় ধাইয়া।
 মহতেজ মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল,
 কালের অন্তক রৌদ্রকায়া ॥
 হৃঃসহ চীৎকার রবে, গর্তবতী গর্ত হবে,
 সুরাসুর নরনারীগণ।
 গর্জিত হইয়া পড়ে, সুমেরু শৃঙ্গ নড়ে,
 কটাহ মাটিয়া কিবা আন ॥

মহা উগ্ররূপ চণ্ড, কালান্তক-কালদণ্ড,
মহা ভয়ানক মহারোহ ।
পদ-আফালনভরে, ক্ষিতি টলমল করে,
সৃষ্টি সংহারেন যেন রুদ্র ॥
দেখিয়া চিস্তিতমনে, ব্রজা-আদি দেবগণে,
হাটিকার করেন সবাই ।
অকালে এলয় হয়, কি কর্তব্য কি উণায়,
ব্রহ্ম পরম্পর ধাওয়া-ধাই ॥
শিব-ব্রজা-ইন্দ্র-আদি, স্তব করে আখিঁমুদি,
সুদূর হইতে ভয়ে অতি ।
আখি না মেলিতে পারে, নিকটে ঘাইতে নারে,
কম্পিত হইয়া তীক্ষ্ণ ভাতি ॥
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে ।
তঁহ যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে,
প্রভুর এ রূপ সংবরিতে ॥
পরামর্শ প্রশংসিয়া, সবে বহু আরাধিয়া,
অধাম হইতে তাঁরে আনে ।
ভয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ-স্বরূপ,
হেরি যাত্র মুদিল নয়ানে ॥
মুখ কিরাইয়া যায়, চলি যায় নিজালয়,
ভয়ে ভীত কমলা-হৃদয় ।
পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈলা দেবচয়,
ভক্তবৎসল প্রভু হয় ॥
প্রহ্লাদের কর স্তব, পূরণ হইবে সব,
রক্ষা তবে জগৎ-সংসার ।
ইহা চিস্তি সবে মিলি, অন্তরে স্নকুতুহলী,
স্তব করে করিয়া বিচার ॥
প্রহ্লাদ ঘনায়্যা যায়, অন্তরে অকুতোভয়,
সিংহের বালক যেন সিংহে ।
হেরিয়া নাহিক ভরে, কোড়ে বসি ক্রীড়া করে,
মাতা পিতা বন্ধে রাখে স্নেহে ॥
তেমতি কোতুক দেখ, ত্রিজগত পায় সুখ,
সর্বলোক যাহার প্রবণে ।
তাহার যে বিবরণ, শুন সবে দিয়া মন,
পরম আনন্দপাবে মনে ॥
সমুখে দাঙার সাধু, বিধু যেন হবে সীধু,
স্তব করে স্মৃতি বচনে ।
দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃশরে বাণী,
নিরখরে অনিমিষ নয়নে ॥

আদ্রীভূত অন্তরে, ছনয়নে ঝরি ঝরে,
পুলকিত অঙ্গ সভাকার ।
প্রভু প্রহ্লাদের পানে, শ্রদ্ধদৃষ্টে সুনয়নে,
স্নেহভাবে হেরে বার বার ॥
গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি রহে,
কোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা ।
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া,
ঘন ঘন চুষন বহু কৈলা ॥
পশুরূপ ধরি হরি, পরাভব অকীকরি,
স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে ।
কিবা ভক্তিপ্রিয় প্রভু, কিবা দয়াময় প্রভু,
যত্নে রাখে হৃদয়-সম্পূটে ॥
হেন যে দয়াল নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি,
অমৃত ধর্ম বাসনা ত্যজিয়া ।
কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার,
কাঁচ লঞি কাঞ্চন ছাড়িয়া ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই,
নয়ন-বিবাদ ভেয়াগিয়া ।
হেন দয়াল কেবা আছে, শুদ্ধ প্রেমানন্দে নাচে,
পরাম্পর নিন্দিয়া অমিয়া ॥
তোমাদের কিবা ভাগ্য, কিবা প্রাজ্ঞ কিবা যোগ্য,
কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন ।
ত্রিভুবননাথ বিতু, কর্তা হস্তা ভর্তা প্রভু,
যার লাগি কৈলা প্রকটন ॥
কণ্ঠেতে ধরিয়া পুন, স্নকোমল বৎস যেন,
স্নেহে অঙ্গে চাটয়ে গোধন ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রুজলে তিতাইয়া,
পুনঃ পুন হেরয়ে বদন ॥
প্রহ্লাদ গস্তীরমতি, না ভিজে আদর প্রতি,
শুদ্ধ নির্মল প্রেমগতি ।
যাহাতে স্নানিষ্ঠ মন, মাগে মাত্র শ্রীচরণ,
কেবল সেবনমাত্র মতি ॥
অপার গুণের সিদ্ধ, মো সবা পরমবদ্ধ,
তাঁর চরণের রজকণা ।
তাহে অনাদর করি, নানা পথে সদা ফিরি,
যে হেতুক সংসার-বাসনা ॥
বৈকুণ্ঠে না কৈছ রতি, খাইয়া আপন মতি,
হায় হায় কি দুর্দৈব দশা ।
পড়িল মন্তকে রাজ, এছন বৈকুণ্ঠরাজ,
তাঁর পদে না জন্মিল আশা ॥

নামাষোনি সদা করি, কদর্যা ভঞ্জন করি,
 নানাকর্ম বহি চাহি অর্থ ।
 যে অর্থ অনর্থমাত্র, বিশেষতঃ স্ত্রী-পুত্র,
 স্বর্গ যে সুখ সেহ ব্যর্থ ॥
 বৈষ্ণবসেবন সাং, ধর্মমধ্যে পরাংপর,
 বাতে সর্ব অর্থ অভ্য হয় ।
 অল্প ফলের কিবা কথা, তুচ্ছমাত্র সব বৃথা,
 বাতে কৃষ্ণপ্রেম উপকর
 হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিহু মদে,
 হারাইয়া পাইহু রতন ।
 যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোনকালে,
 সেই ভাগ্য না কৈহু কখন ॥
 এবে দণ্ডে তুণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
 শ্রীচরণে করি 'নবেদন ।
 হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাও মনের বাদ,
 মোরে দেহ ভক্তি রতন ॥
 পুরুষ রতন তুমি, কি আর বলিব আমি,
 ' কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ করহ ।
 চরণে শরণ লৈহু, বিনা-মূলে বিকাইহু,
 যো পানী আপন করি লহ ॥
 তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র্য নাশে,
 আছে তথা অমূল্য রতন ।
 দারিদ্র্য আমার মন, নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন,
 কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ ॥
 অমুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে,
 ভূতাব্দে কর অঙ্গীকার ।
 শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রস, তোমাব যে গ্রাস-আশ,
 দেহ পাতি আছি নিজ কর ॥
 পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিৎ নয়নকোণে,
 নেহার হে দয়াল ঠাকুর ।
 দীমহীন কৃষ্ণদাস, কৃপালেশ করে আশ,
 কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুকুর ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীপ্রহ্লাদভক্তরাজ-
 ঙ্গকথনং সম্ভব-মালা ।

অষ্টম মালা ।

অকুরাদিতত্ত্বগণ-চরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতন্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-বধুনন্দ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

ভক্তরাজ শ্রীঅকুর ।

কংসের আদেশে সাধু সফলক-পুত্র ।
 অকুর ভক্তরাজ যশসী পবিত্র ॥
 কৃষ্ণ লইবাবে ব্রজপুরে গেলা যবে ।
 তাঁহার মতত্ব কিছু কহি শুন সবে ॥
 অপূর্ব স্বর্ণের বথে চড়িয়া চ'লল' ।
 পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগল ॥
 যুগ্ম হীনমতি অতি ভক্ত বিহীন ।
 মোর চক্ষুগোচর কি হবে ভক্তাধীন ॥
 নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে ।
 রামকৃষ্ণ-দর্শন মোরে নাহি অর্শে ॥
 হেন কি আমার হবে হইবে সুদিন ।
 হেরিব শ্রীহলধব নন্দেব নন্দন ॥
 শ্রীচন্দ্রবদন হোব চরণে পড়িব ।
 খুড়া বলি উঠাওয়া আলিঙ্গন দিব ॥
 এইমত মনোরণ কারিতে করিতে ।
 শ্রীচরণচিহ্ন দেখি ব্রজে প্রবেশিতে ॥
 পুলক-হৃদয়-দেহ অশ্রু বহে ধাবে ।
 গড়াগড়ি দিয়া তাহে দণ্ডবত করে ॥
 পুনঃপুন উঠে পড়ে উন্নত প্রায় ।
 কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশ্রয় ॥
 অষ্টোদ্বৈপ্রণাম কাব চলে মহাশয় ।
 দেখে গোষ্ঠে রামকৃষ্ণচন্দ্রের উদয় ॥
 আনন্দ-সাগরমাঝে ডুবিয়া মগ্নত্ব ।
 কি স্থখে সাঁতারে তার নাহি হয় অন্ত ॥
 কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশ্রী ।
 হেরিয়া অকুরে আলিঙ্গন কৈলা আসি ॥
 করে ধরি গৃহে আনি আতিথা বাতারে ।
 নামামত সেবা কার্যমোহাক্যে করে ॥

নরলীলা লৌকিক-ব্যতীত ছুই ভাই ।
অকুরে সেবয়ে পান-ভোজন করাই ॥
অকুরের প্রেমভক্তি শুনি জগজনে ।
আপনা নিন্দিয়া লোক করয়ে বাধানে ॥
তৈহ যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষদৃষ্টে হেরে ।
ক্ষুদ্রজীব হুমা সত্তার দুঃখ যায় দূরে ॥
সিদ্ধজলবিন্দু যেন টুনিপাথা পাঠিলে ।
উদর পূরয়ে সিদ্ধ নাতি টুটে জলে ॥
অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাচি যাত্র এই ।
সেই প্রেমরসবিন্দুকণা যদি পাই ॥

শ্রীবলিমহারাজ ।

বলি মহারাজ রাজ ভুবনে বিখ্যাত ।
মহ-মহিমার সীমা শাস্ত্র-অভিমত ॥
কি কব অবধি দেখ ত্রৈলোক্যের নাথ ।
দ্বার দ্বারিকূপে স্বয়ং বসে বসনাথ ॥
ধন-জন-দারা সহ ত্রৈলোক্যের রাজ্য ।
আত্ম সমর্পিতা শ্রীচরণে সাধুবর্ষা ॥
রূপাসিদ্ধ বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি ।
কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে অগমনি ॥
কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমণিধন ।
যতনবিহীনে যেন মিলয়ে বতন ॥
অতএব তাঁহার চবিত্র কিছু শুনি ।
শ্রবণসুখ অতি সুধাসার যেন ॥
আনন্দজনক আর সংসারতারক ।
হৃদয়নাশক আর প্রেমাকিদারক ॥
দেবরাজপ্রার্থনেতে আপনি শ্রীহারি ।
অবতীর্ণ হইলা বামনরূপ ধরি ॥
দেবতার কার্যদান ছলমাত্র করি ।
ভুবনপাবনলীলা কৈলা অবতরি ॥
মহাতেজঃপুঞ্জ বটু ব্রাহ্মণরূপেতে ।
উপনীত হৈলা যাই বলি যজ্ঞেতে ॥
বলি রাজা দেখি চমৎকার হৈল চিত্তে ।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্রলকা ভিত্তে ॥
বহু সমাদর বহু নতি ভক্তি করি ।
বসাইলা উচ্চ রত্নসিংহাসনোপরি ॥
করঘোড় করি কহে যুহু যুহু ভাবে ।
কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে ॥

বটু কহে ভূপতি আইছ তোমা স্থানে ।
অভিলাষ হয় কিছু বাচিঞ'-কারণে ॥
গদি দেহ তবে বলি নচে কেন ব্যর্থ ।
রাজা কহে যাহা চাহ দিব সেই অর্থ ॥
গুরু শুক্রাচার্য্য মুনি হইয়া তটস্থ ।
ভৎসয়ে বলিরে অরে করিলি অনর্থ ॥
বিষ্ণু হৃদয়রূপে আইলা বৃদ্ধিতে নারিলি ।
আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি ॥
প্রতিশ্রুত হৈল দিল ব্রাহ্মণেরে বাক্য ।
বিপ্র নহে ছলে তোমার বিপকের পক্ষ ॥
রাজা কহে গোসাঁঞ যে আপনি কহিলে ।
চন্দ্ররূপে বিষ্ণু আইলা ব্রাহ্মণের ছলে ॥
এবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয় ।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন হয় ॥
বাজা পুন বটুর চরণে নিবেদয় ।
কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয় ॥
বটু কহে ধন রত্ন কিছু মাগি নাহি ।
মোর পাদ সম যাত্র ত্রিপাদ ভূম চাহি ॥
শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ আঁখি মটকার ।
বাক্য অপহুব করিবারে যে কহয় ॥
রাজা তাহা দেখি হেন নাহিক দেখয় ।
বটুস্থানে কহে পুন কাবরা বিনয় ॥
কলুণ্ড অর্থ চাহি দ্বক সুবুদ্ধ হইয়া ।
গ্রাম-রত্ন ধন-ধান্য-আদি তেয়াগিয়া ॥
তৈহ কহে মুঞি হই তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
ধনধাত্তে মোর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
তপস্তার লাগি যাত্র স্থান কিছু চাই ।
যোগেব নির্ঝাণ যাতে ৩৬৫ পর্য্য এই ॥
বাজা কহে তবে তোমার স্বেচ্ছা হয় যেই ।
তাহাষ্ট করিব মোর কত্তব্য যে সেই ॥
এত কাহ মহারাজ সম্মতিপূর্ব্বক ॥
দান করিবারে তবে হইলা উৎসুক ॥
মুনি কহে কোপে তবে হাবে বে দুর্ম্মতি ।
সর্ব্বনাশ হৈল যেহুনা দেখ তাহা প্রতি ॥
ছল করি বিষ্ণু তোব সর্ব্ব হরিতে ।
আইলা বামনরূপ ইজের প্রেরিতে ॥
রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে ।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে ॥
নতুবাও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ।
প্রতিশ্রুত হৈয়া পুন অনাধিকার ॥

নরকের দ্বার সেই অবশ্য ভুবনে ।
 জীবন্তে মরণতুল্য দিকার জীবনে ।
 পুনরপি মুনি কহে যথাসর্বনাশ ।
 অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কহেন না দোষ ॥
 অতএব মোর বাক্য হেলন করিবে ॥
 অচিরান্তে রাজ্য-আদি-শ্রীভ্রষ্ট হইবে ॥
 যতপিহ মুনিরাজ অভিশাপ দিলা ।
 তথাপিহ রাজা বলি দৃকপাত না কৈলা ॥
 রাণী বিক্র্যাবলি দূরে দাড়াইয়া ছিল ।
 মুনির বারণ শুনি হুঃখিতা হইলা ॥
 পরমরূপসী সতি সুনীলচরিতা ।
 নানা আভরণ সঙ্গে মাণিক্যমুকুতা ॥
 শত শত দাসদাসীগণ চৌদিকে বেড়িয়া ।
 তথাপিহ শীত্র এক জলঘট লৈয়া ॥
 ক্রোধ হর্ব সহ বস্ত্রস্থলে রাজা-স্থানে ।
 আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে ॥
 মহারাজ শ্রীচরণ শীত্র ধৌত কর ।
 সাধুর সম্মত নিজমঙ্গল বিচার ॥
 মুনিঠাকুরের শাপে যে হয় সে হউক ।
 রাজা আর স্ত্রী অর্ধ গায় সে যাউক ॥
 প্রতিকূল মুনিবাক্য দূরে তেয়াগিয়া ।
 বাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া ॥
 এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্ভাগ ।
 আজু সে তোমার আগে সম্প্রতি সুলভ ॥
 অতএব অভিশ্রুত শ্রীচরণ-মাগে ।
 সমর্পণ কর ধন প্রাণ বাহা মাগে ॥
 এত বলি বিক্র্যাবলি জল ঢালে পদে ।
 মহারাজ বলি রাজা প্রক্ষালন আয়োদে ॥
 দুখানি সুনর পদ প্রক্ষালন করি ।
 হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃচক্ষে বহে বারি ॥
 শ্রীচরণধৌতজল যতকে ধরিল ।
 জনম সকল কুচকুতাব্য মানিল ॥
 যে চরণজল শিব অম্বাপি যতনে ।
 যতকে ধারণ করি শিব করি মানে ॥
 বারি ঝাঝি কুশা তিল তুলসী লইলা ।
 ত্রিপদ-ধরশীলানে উদ্ভূত হইলা ॥
 তথাপিহ শুক পুনঃ বারণ করয় ।
 কিরিয়া না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয় ॥
 হরির চরণে যার প্রবেশিল মন ।
 অন্য বিয়ে কি করিবে কখনে ॥ দুর্গম ॥

একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্য ।
 বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক ॥
 স্নানরূপে প্রবেশিলা ঝারির ভিতরি ॥
 জল ঢালিবার পথ-নাল ক্রুদ্ধ করি ॥
 দানের সংকল্পহেতু ঝারি লয়া করে ॥
 জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সন্দেশ ॥
 ব্যস্তব্রহ্ম হয়ে রাজা কুশা এক লৈলা ।
 কিসে আটকিল বলি নাচে চালাইলা ॥
 প্রভুর সেন্যায় এক কোড়ুক হইল ।
 কুশাগ্র বাইয়া মুনির চক্ষেতে বিফল ॥
 বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল ।
 সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হইল ॥
 রাজা সে বামন দেব ত্রিপাদ ধরণী ।
 বিধিমান দান করি করে যোড়পাণি ॥
 দেবতাপ্রণের কার্য্য বলিয়ে করুণা ।
 ভুবনপাবনী লীলা এ তিন বাসনা ॥
 তিন কার্য্য সাথে আর অবাস্তর বহ ॥
 তাহাব বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পছ ॥
 বামন আছিল প্রভু অবামন হৈলা ।
 দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহৎ করিলা ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন নভ ব্যাপি ।
 অশ্রমে চমৎকার ত্রিবিজয় রূপী ॥
 একপাদে ব্যাপি নিল ভু অঙল আদি ।
 ত্রিীয়ে ব্যাপিলা ভূভুবনঃ প্রভৃতি ॥
 ব্রহ্মলোকে উর্দ্ধে যাত্রা কটাই ভেদিল ।
 যে চরণে ত্রি-পাবনী গঙ্গা জনমিলা ॥
 তৃতী চরণ ধরিবার স্থান আর নাই ।
 বলিয়ে কহয়ে দেহ স্থান আর কই ॥
 মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা পাব ।
 কি ধন আছে আর শ্রীচরণে দিব ॥
 প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে ।
 আজি তুমি মোর স্থানে দাড়াই হইলে ॥
 এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিলা ।
 মহারাজ প্রোষাবেশে আনন্দ হইলা ॥
 প্রভুর বে গুণাশয় কে বুঝিতে পারে ।
 কোন ছলে অহুগ্রহ নিগ্রহ বা করে ॥
 ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেবগণ ।
 নারদ প্রহ্লাদ আদি করয়ে স্তবন ॥
 বলিরাজা কহে কিছু অপূর্ব কথন ।
 তাহা কিছু কহি শুন কর্ণ রসায়ন ॥

বলিরাজা কহে প্রভু দয়ার সাগর ।
 তুমি সে শরণ্য এক জগত ভিতর ।
 মুঞি হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ ॥
 পরজ্যোহিকারী নীচ সত্তের অভোক্ত্য ॥
 এ হেন পায়র জনে এত কৃপা কৈলে ।
 ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলে ॥
 তোমার কৃপার কোনরূপে নহি পাত্র ।
 প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র ॥
 তোমার আশ্রয় প্রভু অতি সে গভীর ।
 বুঝিতে পাররে আছে হেন কোন্ ধীর ॥
 পুরন্দরপক্ষ হৈরা ছিলিলে আমারে ।
 তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে ॥
 দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা ।
 ক্ষুদ্র অর্থ-সাধনে তোমারে পাঠাইলা ॥
 তুমি হেন-ধন নাহি চিনিল বর্ষর ।
 কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর ॥
 সাধুব অগ্রাহ রাজ্য অনিত্য অসার ।
 হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইলা সার ॥
 তুমি যে দুর্গত ধন সারাৎসার বস্তু ।
 না চিনিল মনমতি মূঢ় বস্তুত্ব ॥
 বড় কৃপা কৈলে মোরে যারাকাঁস হৈতে ।
 মুক্ত করি দিলা নিজ চরণ-অমুতে ॥
 ব্রহ্ম-আদি দেবগণ বলির বসন ।
 শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন ॥
 উল্ল দেববাজ শুনি মলজ্জ হইল ।
 বলিরাজে ধন্য মানি আপনা নিলিল
 অস্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে ।
 যথার্থ কহিলা বলি প্রশংসারে মনে ॥
 বলি প্রতি দয়া অতি সদ্যপি প্রবল ।
 প্রতিকূল ভায় বাহে কহয়ে দুর্বল ॥
 ই বে রে দুর্মতি মোর তৃতীয় চরণ ।
 কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান ॥
 বলি কহে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য ।
 আমার মস্তক এক স্থান হয় দীর্ঘ ॥
 ইহাতে ধরহ পদকমল সুন্দর ।
 বাক্যদত্ত হৈতে মুঞি হইলু অগ্রসর ॥
 তোমার শরীর এই জগৎ তোমার ।
 তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্জার ॥
 তুমি প্রভু তুমি বিজু তুমি জগদ্রাধ ।
 বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ ॥

যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইলু ।
 আজনিবেদন এবে চরণে করিলু ॥
 বলির সৌভাগ্য কিবা কহেন না যার ।
 জগন্ময়ল পদ ধরিলা মাধার ॥
 জয় ৩৩ ধন্য ধন্য নমোনয় শব্দ ।
 ত্রি-জগতে কোলাহল হৈল কর্ণলু ॥
 বন্ধন খুচায়া প্রভু গদগদভাবে ।
 আলিঙ্গন করি বহু তোষে মুহুরবে ॥
 তুমি মোর প্রিয় আমি তোমাতে বিজীত ।
 হইলাম নিতা বন্ধ পরাধমহিত ॥
 এত কহি আজ্ঞা দিল দেবশিল্পকাবে ।
 পাতাল-ভুবনে এক পুরী করিবারে ॥
 অপূর্ণ অমরাবতী তুল্য যে করিয়া ।
 মণিময় পুরী দিলা নির্মাণ করিয়া ॥
 প্রভু ভূতো দোহে তাহে বিরাজ করিলা ।
 বলি সিংহাসনে বৈসে প্রভু দাবী হৈলা ॥
 নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রজে ।
 নিবানিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরজে ॥
 অতএব ধন্য ধন্য বলি মহাশয় ।
 যার যশ শুণকীর্তি ত্রিভুবনে গায় ॥
 তাঁহার চরণ রেণু ভুবন-পাবন ।
 যদি কোন ভাগ্যে মিলে তার এক কণ ॥
 তবে এই সংসারবান্ধবানল হৈতে ।
 এড়াই দারুণ দুঃখ যম-দাতনাতে ॥
 কৃষ্ণভক্তি নিত্যসুখ পরম-আনন্দ ।
 পরাংপর লাভ হয় ছুটে ভব বন্ধ ॥
 ওহে শ্রীল-বলি রাজা মোবে কৃপা কর ।
 কৃষ্ণদাস মস্তকে চরণযুগ ধর ।

ভক্ত-নামসংকীৰ্ত্তন ।

কতিপর ভক্তগণ নাম-সংকীৰ্ত্তন ।
 করিলাম মাত্র আশ্রয়ত্বিৎ কারণ ॥
 হরিকৃপারস আশ্রয়িত্তে ভক্ত যাতে ।
 ভক্তিযহারত্ব লভ্য যার শ্রুতিমাত্রে ॥
 শ্রীশঙ্কর শুকদেব মনকাদি মুনি ।
 কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাথানি ॥
 হনুমান বিষ্ণুসেন প্রহ্লাদ বলি ভীষ্ম ।
 অর্জুন অশ্বরিষ এবং ব্যাস সর্কবিশ্ব ॥

বিতীৰ্ণ অক্লুর উদ্ধর অধিকারী ।
 ভগবন্ত-প্রসাদ যাহার প্রতি ভাবি ॥
 ইহা সভার পদরেণু মহিমা অপার ।
 কৃতকার্য্য হই যদিপাই মুঞি হার ॥
 পরমাত্মা হরি-শুণসদা ধ্যানপরা ।
 তাঁ সভার শ্রীচরণধানে হও ভোরা ॥
 অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চাবন ।
 বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সূজন ॥
 ঋষীক গোতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ ।
 ভৃগু দাম্ভুজা শৃঙ্গী আর অজিবা চমস ।
 মাণ্ডব্য তুর্কাসা শিবা সহস্র আটাশী ।
 বিশ্বামিত্র জামদগ্নি জাবালিক ঋষি ॥
 বশিষ্ঠ পরিত পরাশর পদরজ ।
 সংসার-জ্বাণের অগ্রসর উচ্চরজ ॥

অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীমদ্ভাগবত- মহিমা-কথন ।

শ্রীল-ব্যাস ঐতিহাস আদি করি শাস্ত্র ।
 অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিল সুপবিত্র ॥
 তথাচ প্রসন্ন যে নহিল বুদ্ধি মন ।
 শ্রীনারদ উপদেশ দিলা বিলক্ষণ ॥
 ত্রৈলোক্যপাবন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ।
 সাধুজন-চকোরের সুধাপান-পাত্র ।
 ভগবত-মঙ্গল নিধি বিধি নিরামলা ।
 সত্ৰদায়-ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা ॥
 ব্যাসগোবিন্দী বস্তু গ্রহন কারিয়া ।
 ভগবতে রসের মালা দিলা পরাইয়া ॥
 যতেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কহি শুন ।
 তামস রাজস আর সাত্ত্বিক 'নগুণ ॥
 মৎস্ত আর কুর্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্বক ।
 আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ ॥
 ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত আর যে মার্কণ্ড ।
 ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস বটু খণ্ড ॥
 বিষ্ণু আর নারদীয় গারুড় পদম ।
 বরাহ ভাগবত লঘু সাত্ত্বিক উত্তম ॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্তে—

মৎস্তঃ কৌর্মঃ তথা লৈঙ্গঃ শিবঃ স্বাক্ষঃ ভৈবচ ॥
 অগ্নেরকঃ বড়োতানি তামসানি নিবোধত ॥

মৎস্ত, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্বক এবং অগ্নি এই ছয়
 খানি পুরাণ তামস বলিয়া কথিত ।

ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্তঃ মার্কণ্ডেয়ঃ ভৈবচ ॥
 ভবিষ্যৎ বামনঃ ব্রহ্ম রাজসানি নিবোধত ॥

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্যৎ, বামন ও
 ব্রহ্ম এই কয়খানি পুরাণ রাজস বলিয়া বিদিত ।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম ।

গারুড়ঞ্চ তথা পদ্মং বারাহং শুভদর্শন ॥

সাত্ত্বিকান পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনোবভঃ ॥

হে শুভদর্শনে । শ্রীভাগবত, বিষ্ণু, নারদ, গারুড়,
 পদ্ম ও বারাহ, এইখান পুরাণ 'মানা' বগণ কর্তৃক
 সাত্ত্বিক 'সম্মান' অভিহিত ।

শ্রীমদ্ভাগবতং হং বিদুঃ সাত্ত্বিক ।

মহিম্যতে ন চি যাব সান-অধিক ॥

প্রবণসুখং ভক্তি রসময় নিধি ।

একবার যেই শুনে যুরে নিরবধি ॥

কণ্ঠেব অবধি নাহি এক তাহে শুন ।

প্রবণ করিব বলি চিন্তে যেই জন ॥

তাহার হৃদয়পুবে শ্রীকৃষ্ণ স্নানর ।

তৎকণ্ঠাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তর ॥

ওমরজসত্ত্বগুণে পুরাণ যে কহিল ।

তাহার বিশেষ কহি শব্দে যে শুনিল ॥

তামস যে মৎস্ত-আদি-পুরাণ আখ্যানে

সম্ভব প্রসঙ্গ অ'হা'র স্থানে স্থান ॥

তবে যে তামস নাম তাহার কারণ ।

তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন ।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতবিবোধ যথায় ॥

তামস যে মত সেই জানিবে তথায় ॥

রাজস পুরাণে রজোগুণেব আধিক্য ।

সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বময় গুণ বাক্য ॥

তম-কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা ।

সেই সেই তম-ভাবে উৎপন্ন হইলা ॥

রাজস সাত্ত্বিক যত ঐ মতে হইল ।

নিগুণ শ্রীভাগবত স্বতঃ প্রকাশিল ॥

যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ ।

উনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ ॥

তাহার কারণ ভ'গবতের টীকাতে ।

বৃহৎ তোষিণী আর ষট্-সকল গ্রন্থে ॥

সিদ্ধান্ত আছরে তাহা কহি এবে শুন ।
না জানিরা অস্ত্র লোকে চিন্তে পুনঃপুন ॥
প্রথম ভাগবত নামে চারি হাজার শ্লোকে ॥
বর্ণিলা শ্রীভাগবত পুরাণ সাত্ত্বিকে ॥
পরে যবে শ্রীনারদ উপদেশ দিলা ।
শ্রীমদ্ভাগবত নামে গ্রন্থ প্রকাশিলা ।
পূর্বগ্রন্থ চারি হাজার আনুশঙ্গ ক্রমে ।
শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকলি বিশ্রামে ॥
স্বতন্ত্রেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল । •
তদ্বভাগবত নাম তাহার হইল ॥
লঘু-ভাগবত বলি লোকেতে কহর ।
উপপুরাণের মধ্যে গণনা করয় ॥
অষ্টাদশ উপপুরাণ পুরাণ সপ্তদশ ।
মহাপুরাণ ভাগবত মহাশুগুণবশ ॥
দশলক্ষাঙ্কান্ত মহিমার সীমা ।
গাইল তাহার গুণ করিয়া পরিমা ॥
বহু শাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহর ।
কত কহা যায় যাত্র কহি শ্লোকত্রয় ॥

গারুড়ে—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রার্থং ভারতার্ঘ্যনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থোপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ ।
দ্বাদশস্কন্ধবৃক্ষোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ।
• গ্রন্থোহষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতভিধঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ—অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে
সংনিবদ্ধ, শত বিভাগ বা প্রকরণসম্বিত দ্বাদশ স্কন্ধে
সম্পূর্ণ, স্বয়ং শ্রীভগবৎমুখনির্গত পুরাণের মধ্যে
সামতুল্য শ্রেষ্ঠ, বেদার্থের ব্যাখ্যা ও গায়ত্রীর ভাষা-
স্বরূপ মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক এবং ব্রহ্মসূত্রের বা
বেদান্তের ব্যাখ্যা ।

পাদে—

পাদৌ বদীরৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ,
তৃতীয়-তুর্ধ্যৌ কথিতৌ বদূরু ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠৌ,
ভূজাস্তরং দোয়ুর্গলং তথা স্ত্রী ॥
কণ্ঠস্ত রাজস্বমো বদীরৌ,
মুখ্যুর্বিদ্যং দশমঃ প্রফুল্লম্ ।

একাদশো যন্ত ললাটপট্টঃ,
শিরোহপি বদ্বাদশ এব ভাতি ॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সূহিতাবতারম্
অপারসংসারসমুদ্র-সেতুং
ভক্তমহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥

• (শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রথম ও দ্বিতীয়স্কন্ধ বীহার
পদদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থস্কন্ধ বীহার উক বলিয়া অভি-
হিত, পঞ্চম বীহার নাভি, ষষ্ঠ বীহার বক্ষ, তদনন্তর-
দ্বয় (সপ্তম ও অষ্টম) বীহার বাহুদ্বয়, নবম বীহার
কণ্ঠরূপে শোভমান, দশম বীহার প্রফুল্ল মুখকমল,
একাদশ বীহার ললাট প্রদেশ, দ্বাদশ বীহার শিরো-
রূপে প্রতিভাত, সেই আদিদেব, করুণানিধান,
তমালশ্রামল, মদলাবতার, অপারসংসারের সেতু,
ভাগবত স্বরূপকে আমরা ভজনা করি ।

শ্রীমদ্ভাগবত হর কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তদীয় ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অল্পম ॥
অতএব পুরাণশাস্ত্র তদীয় সম্ভব ।
অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব ॥
তার মধ্যে ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠতম ।
ত্রিভুগতে পরাংমর শাস্ত্র অল্পম ॥
গায়ত্রীব্রহ্মসূত্রার্থ বেদার্থ ভারত ।
সর্বময় সারাংসার শ্রীমদ্ভাগবত ॥
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান । •
শ্রীমদ্ভাগবতে যাত্র কৃষ্ণগুণগান ॥
অস্তান্ত্র প্রবণে মন অন্যপথে যার ।
ভাগবত শ্রুতমাত্র কৃষ্ণে মন ধার ॥
অতএব জীবের যে একান্ত কর্তব্য ।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা অরুণ প্রোতব্য ॥
এক ভাগবত হর ভক্তিরসপাত্র । •
আর ভাগবত হর ভাগবতশাস্ত্র ॥
সাধুসুখে এই বাক্য শুনিরে শ্রবণে ।
শরণ লইয়ু মুক্তি তাঁহার চরণে ।
ভাগবতশ্রবণের পদ্ধতি শুনিব ।
যতনে কবচ করি কর্ণেতে পরিল ॥
সজ্জাতিয়াশর সাধু সঙ্কেতে বসিব ।
শ্রীমদ্ভাগবত কথা আশ্রয় করিব ॥
তবে সে শ্রবণে সুখ অধিক জন্মব ।
মতুবা শ্রবণে রস তাদৃক না হয় ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধো—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থীনামাখ্যাদৌ রসিকৈঃ সহ ।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সতঃ স্বতো বরে ॥

রসিকব্যক্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আবাদ-
গ্রহণ এবং সজাতীয়াশয় (তুল্যবাসনাপরায়ণ) স্নিগ্ধ-
মূর্ত্তি আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সতঃ—ভক্তনের অর্থ ।

অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট ।

হৃদ্য-হেন বস্তু যেন সর্পেব উচ্ছিষ্ট ॥

পাদে—

অবৈষ্ণবমুখোদগীর্ণং পাবনং ভগবদ্ব্যশঃ ।

ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পন্নঃ ॥

অবৈষ্ণবের মুখনির্গত পবিত্র ভগবদ্ব্যহিমাকৌর্তনও
বৈষ্ণবদিগের শ্রবণীয় নহে, তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট হৃদ্যবৎ
পরিভ্যজ্য ।

ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেছে ।

চিনিতেই নারিহু হৃদৈববিপাকতে ॥

হস্তে তৃণ করি ধরি অঞ্জলি মস্তকে ।

হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা কর মোকে ॥

তোমার চরণে রতি-মতি দেহ মোর ।

কৃষ্ণদাস নিবেদন একান্ত অন্তর ॥

— — —

অথ অষ্টাদশ স্মৃতি-গুণকথনম্ ।

অষ্টাদশ স্মৃতি প্রকাশিতা ঋষিগণ ।

মস্তকে ধরহু তাহা সতীর চরণ ॥

কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্যা-অর্থ হয় ।

না বুঝিয়া কর্মী-জানী অন্যথা কহয় ।

উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি ছয় ।

লক্ষণে প্রাধান্যমাত্র ভক্তির আশ্রয় ॥

অতএব অষ্টাদশস্মৃতি নাম-গুন ।

যাতে সর্বপাপ করে ক্ষয় নহে পুন ॥

মহু আর অত্রি হন বৈষ্ণবী হারীত ।

বায়ী বাজবহ্য আর অজিরাবহুত ॥

শনৈশ্চর সামুতক কাতারন দাসী ।

সাংখ্যিক্য গৌতমী তথা বাশষ্ঠ সূতাবী ॥

সুরভক শাতাতপী পবানর ক্রতু ।

আশাপাশু মুক্তিদাতা ভক্তিব নিহেতু ॥

পার্বদগুণকথনম্

নামসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ।

শ্রীরামের পারিষদ শ্রবণ যেই করে ।

অনপার্বিনী ভক্তি পায় সে জন অদ্বৈত ॥

ভুবন বিজয়ী সর্বমঙ্গলের ধার ।

নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম ॥

মন্ত্রিবর্গ আদি বহু অসংখ্য গণন ।

পবিত্র পাণিরা কিছু কবি সঙ্কীৰ্ত্তন ॥

ফাকার কৌর্তনে সর্বপাপ বিষ হরে ।

অনায়াসে রঘুমনি বৈসয়ে অন্তরে ॥

শ্রীমুখাব কেশবের দধিমুখ দ্বিবিদ ।

পরোদ ঋকপতি যেহ প্রিয়বামপদ ॥

উচ্চা সূতট আর দধিমুখ নল ।

গয় নীল সুরসেন কুকুদ মহাবল ॥

পনস গবাক্ষ শরভক অতিবল ।

অঙ্গদ যুবরাজ-আদি গন্ধমাদন ॥

ইত্যাদি আঠারো পদ্য মুখমন্ত্রী হয় ॥

আর কত শত তার কে সংখ্যা করয় ॥

সবা পাবরজবৃষ্টি শুভদৃষ্টি কবি ।

মো-পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা অক্রুরাদি-ভক্তগণ-চরিত্র .

বর্ণনং অষ্টম-মালা ॥৮॥

নবম মালা ।

শ্রীমদ্ব্রজপরিকরগণ-নামগুণাদিবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।

জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় শ্রীম্বরূপ শ্রীনিবাস শ্রীজগদানন্দ ।

জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ ॥

জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপলভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

ব্রজের মে বড় গোপ প্রধান পজ্ঞান ।

ত্রিলোকে যাহার বড় সম নাট অঙ্গ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব ।

জগতের আৰ্য্য পূজা মঙ্গলের শিব ॥

ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সুচরিত ।
 সর্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত ॥
 কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ ।
 ধ্যান সমাধি কৈলা নানাবিধ জপ ॥
 তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র শুভোদয় ।
 সুধনু মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয় ॥
 সুশীল সুশাস্ত দাস্ত উদারচরিত ।
 সর্বগুণাকর সর্বলোকের পুজিত ॥
 নিরৌহ নিগুণ নিত্য চিদানন্দময় ।
 বাতাবিক অজ জন্ম লোকিকের প্রায় ॥
 তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয় ।
 যাহার মহিমা বেদে শত মুখে গায় ।
 তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংগারে ।
 কোটী যে অংশের গব কহিবারে পারে ॥
 কি কহিব চমৎকার মুখে না জুরায় ।
 পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহার তনয় ॥
 লালন-পালন করে তাড়ন-ভৎসন ।
 গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন ॥
 যাহার সোভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি ।
 আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি ॥
 ত্রিজগতে গানচ্ছন্দে সর্বলোকে গায় ।
 হস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায় ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া ।
 ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পুরিয়া ॥
 তাঁহার মহিমা মুক্তি কি কহিতে জানি ।
 বামন হইয়া চান্দ ধবিবারে গনি ॥
 ছারমুখ ছরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন ।
 ভকতিবিহীন তাতে ইঞ্জিয়-অধীন ॥
 হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম ।
 লোকে উপহাস্ত যে কেবল-ধাষ্ট্র্যতাম ॥
 তথাপিহ দড়বড় করি ঘোড়ে-বাড়ে ।
 রচি যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে ॥
 তাঁহার চরণে মতি পবিত্র কারণ ।
 রচনা উত্তম নহে পৌরুষভাজন ॥
 পর্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সত্য নাম ।
 ক্রমে কহি অবল-মঙ্গল অভিধাম ॥
 ধরানন্দ ঋষানন্দ তৃতীয় উপনন্দ ।
 অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ ॥
 ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ ।
 আশপাশ গ্রামবাসী সহ পশুবৃন্দ ॥

ধরানন্দ বড়পুত্রে রাজ্য অভিষেক ।
 করিতে উত্তোধন কৈলা সস্তার অনেক ॥
 তেঁহ অসম্মত হৈলা সকলে মিলিয়া ।
 নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতার নৃপতি লাগিয়া ॥
 কহিলা পর্জন্য রাজে রাজা না হইব ।
 নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব ॥
 অতএব ব্রজে রাজা নন্দরাজ হৈলা ।
 জগন্নাথ শ্রীশোদা মহিষী মহিলা ॥
 তাঁহার অশেষ গুণ অচূন মহিমা ।
 বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পার সীমা ॥
 ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্তন ।
 কহিবারে নাহি জানি কাস্ত তে কারণ ॥
 কিবা সে সোভাগ্য কৃষ্ণজননীর পাণী ।
 লালনপালনকর্তা কৃষ্ণসুন্দরানী ॥

শ্রীভাগবতে -

নন্দঃ কিমকরোদ্ভবস্তু শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
 যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥

হে ব্রহ্মনু ! মহারাজ নন্দ এবং মহাভাগা যশোদা
 কি এমন শ্রেয়ঃ মহাকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন যে,
 স্বয়ং জনার্দিন (সেই যশোদার) স্তনপান করিলেন ?

তেঁহ মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ ।
 কবে মুক্তি ধোয়াই করিয়া যতন ॥
 কবে তেঁহ আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ।
 রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হৌ অর্থী
 উন পাদরজ ॥

গোপ নন্দ উপনন্দ ঋষ ধরানন্দ মহরি যশোদা ।
 কীরতিদা বৃষভাসু কৃষ্ণের সহচরি বিহরতি মন মোদা ॥
 মধুমঙ্গল সুবল সুবাহ ভোজ অর্জুন দায়া ।
 মণ্ডলি গয়াল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহনামা ॥
 ঘোষনিবাসনকী কৃপা সুর নর বাহিত আদি অজ ।
 বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হৌ অর্থী

উন পাদরজ

ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অঙ্গ সঙ্গী ততপর
 রহে ॥

রক্তক পত্রক অবর পত্র সবহী মন ভাবে ।
 মধুকণ্ঠ মধুবর্জ রসাগ বিশাল সুবাবে ॥

শ্রেয়সকন্ড মকরক্ন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাস ।
 পরম বকুল রসদান শারদা বুদ্ধি প্রকাশ ।
 সেবা সঠৈ বিচারিতৈ চারু চতুর চিতকী লইহে ।
 ত্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অঙ্গুগ তদা ততপর
 রইহে

অন্তর্ভাঃ ।

ত্রৈলোক্য গৌপ বাণ বৃদ্ধ যত নর নারী ।
 গন্ত পক্ষী বৃদ্ধ বনস্পতি আদি করি ॥
 নিত্যসুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ ।
 পরম উপাস্ত সভার চরণারবিন্দ ॥
 ব্রহ্মময় ধাম শ্রীল-বৃন্দাবন ভূমি ।
 যোগী বতি তপীর অগম্য জ্ঞানী কন্যা ॥
 তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার ।
 অমৃতব কর নিত্য ধ্যান কর যার ॥
 নিত্যনিবাসের স্থান কৃষ্ণ বলরাম ।
 শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অমুপাম ॥
 শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আতীত ।
 কিঞ্চিৎ কহিল পূর্বে না পূরিল আশ ॥
 পুনর্বার কিছু কহিবারে মনে করি ।
 নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকু পাকু করি ॥
 শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাসুন্দরী ।
 দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরি ।
 ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য বন্য সহস্রাশ্রয় ।
 শাস্ত শিষ্ট সুশীল সুশ্লিষ্ট প্রিয়ভাষ্য ॥
 মর্যাদক সুমর্যাদা সকলের আর্ধ্য ।
 সত্যের সমান যথাযোগ্য শৌর্যবীর্য ॥
 অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী ।
 গায় স্তনপান করে সুধাধিক মানি ॥
 পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল ।
 জিহাংসা করিয়াও মাতৃগতিকে পাইল ॥
 অতএব মহারতি মাতা শ্রীযশোদা ।
 ভুবনপাবনী সর্ব-অর্থ-সিদ্ধিপ্রদা ॥
 তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি-অগোচর ।
 আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর ॥
 নাতাকী শ্রীব্রজপুরেব কৃষ্ণপরিকর ।
 সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈলা বিস্তার ॥
 তাঁহার আশর আঁধি পদের যে অর্থ ।
 বর্ণিব বিস্তারি কিছু সৈময় সমর্থ ॥

গোপগোপী আদি গুণকমেতে গাইব ।
 শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিরা লইব ॥
 শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী বুড়া খুড়ী আদি ।
 মামা পিসা আদি আর পুণ্ডিক অর্ধি ॥
 নাম সঙ্কীর্তন করি নিজাভাট লাগি ।
 দুর্গতিশোধন আর প্রেমানন্দভাগী ॥
 শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বর্ণন মাধুরী ।
 গণোদেশনোপিকা যে গ্রন্থ অমুসারি ॥
 বর্ণিব কিঞ্চিৎ তাহার অন্তরে ।
 অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে ॥
 অকরমিলন হেতু বর্ধা আইসে মনে ॥
 অপরাধ কম বিপর্যয়ের বর্ণনে ॥

গাকড়োক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভাসু ।
 নন্দরাজমহিবী যশোদা শ্রামতসু ॥
 শক্রবর্ধন বাস ন স্থল ন কুশা ।
 কিঞ্চিৎ দীঘল অতি সুন্দরী সুকেশা ॥
 অমৃত নাম দেবকী দেবকী যার সখী ।
 ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুষুমুখী ॥

আদিপুরাণোক্ত —

শ্রীকৃষ্ণের বৃহন্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী ।
 বলদেব হৈতে কৃষ্ণ স্নেহ কোটি গুণি ॥
 মতান্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই ।
 তাহা ব্যতিরেকে যে খুড়াত হয় দুই ॥
 পূর্বকথিত নামে কিছু হয় ভেদ ।
 সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ ।
 কহ কহে সপ্ত ভাই কহ পঞ্চজন ।
 কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ ॥
 শ্রীল উপনন্দ আর অভিনন্দ দুই ।
 শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী স্নেহেতে এই ॥
 সন্নন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল ।
 সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল ॥
 উপনন্দ সিতাকর্ণবর্ণ ত্রিঘন ।
 তাঁহার বরণী খুড়ী কৃষ্ণ মন ন্যস্ত ॥
 ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারজ-বসন ।
 অভিনন্দ কৃষ্ণাঙ্গ শঙ্খের বরণ ॥

ওস্ত ভাৰ্য্যা পাসরী * নাম পাটলবরণ ।
 নীলবস্ত্রধারী তেঁহ কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
 সন্ন্যাসের সুনন্দ দ্বিতীয় নাম হয় ।
 চতুর্থ ভাই যে ঐহো সুনন্দ আশয় ॥
 কন্দবর্ণ শ্রামবস্ত্র অল্পপককেশ ।
 কৃষ্ণেতে পুষ্কর স্নেহ না জানি বিশেষ ॥
 মাহিষ হৃষ্টেতে শরীরের পুষ্টি হয় ।
 সে হেঁতুক কৃষ্ণ লাগি মাহিষ রাখয় ॥
 ভাৰ্য্যা যে মজনা † রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ ।
 কৃষ্ণসুখবাক্যে যেই পাতি রহে কর্ণ ॥
 নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি ।
 বিশেষ কৃষ্ণেতে অমুরাগ মহামতি ॥
 শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় গণের নিধান ।
 চণ্ডাত-পুষ্পে বর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥
 অতুল্য তাঁহার ভাৰ্য্যা বিদ্যাতের কান্তি ।
 মেঘাধর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রাস্তি ॥
 কণ্ডুর দণ্ডুর শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র ।
 সুদামা কণ্ডুর-স্ত্রী গুণেতে পবিত্র ॥
 দণ্ডুরের স্ত্রীর নাম সুরমা সুনন্দরী ।
 রূপে গুণে সব দৌহে প্রেমের গাগরি ॥
 বটুক চটুক আর দুই জাতি-ভাই ।
 দধিসারা হরিসারা স্ত্রী দৌহার দুই ।
 নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী ।
 শ্রীকৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী ॥
 কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিৎ উচ্চদস্ত ।
 শ্রামল চিকণ বর্ণ মতি শিষ্ট শাস্ত ॥
 সানন্দার স্বামী মহানীল হয় নাম ।
 নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম ॥
 নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা ।
 স্নেহময়ী প্রেমাযুতে সদাই বিলাসা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহবৃদ্ধ ।
 সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে অতিরিক্ত ॥
 শঙ্খবর্ণলবঙ্গাক্ষ জম্বুবর্ণ কান্তি ।
 মাতামহী ওস্ত পত্নী পাটলা স্মৃতি ॥
 মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন ।
 নিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ ॥
 তাঁর সহচরী হন সুধরা বড়াই ।
 যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই ॥

* “সীবরী”—পাঠান্তর ।

† “কুবলা”—পাঠান্তর ।

সুমুখের ছোট ভাই চাক-মুখ নাম ।
 অঙ্গন-বরণ তাঁর রূপ অমূল্যম ॥
 ওস্ত ভাৰ্য্যা বলাকা কুলটী পুষ্পবর্ণ ।
 পাটলার ভ্রাতা গোল বানর-আনন ॥
 বানর-আকৃতি-মুখ হোরিয়া সুমুখ ।
 শ্রীলাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা দুখ ॥
 হর্কুসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা ।
 বর মাগি তেঁহ মহাকুলীন হইলা ॥
 তাঁহার ভাৰ্য্যাব নাম জটীলা কর্কশা ।
 অভিমত্নার মাতা তেঁহ শ্রীমতীর স্বশা ॥
 কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর ।
 কলহেতে প্রিয় সদা সন্তজে মুখর ॥
 কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাহার নন্দন ।
 অভিমত্না মাতুল সম্পর্কে তে কারণ ॥
 যন্তপিহ বিপক্ষ জটীলা-আদি যেহ ।
 আনন্দমুরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ ॥
 গণেশধর যশোদেব সুদেবাদি আর ।
 কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার ॥
 অতসীপুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর বসন ।
 তাঁহাদিগের ভাৰ্য্যাগণ কৃষ্ণ-অস্ত-প্রাণ ॥
 বেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে তিনেব ।
 ঘরগীর নাম স্নেহে সমান মায়ের ।
 মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে ।
 বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে ॥
 কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ পট ।
 কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট ॥
 মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী ।
 যশোদেবী যশবিনী রূপগুণবাশি ॥
 দধিসারা হরিসারা বিগীয় দু নাম ।
 দুই দুই নাম দৌহা রূপ অমূল্যম ॥
 স্বাভাবিক মাতা হৈতে মাতার বড় স্নেহ ।
 তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে কেহ ॥
 জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্রামবরণ ধাহার ।
 কনিষ্ঠা যে যশবিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার ॥
 হিজুল-বরণ বস্ত্র হয় দৌহাকার ।
 চাটু বাটু নামে দুই স্বামী দুজনাব ॥
 মাসুয়া কৃষ্ণের জাতি-ভাই উপনন্দের ।
 মিঠায় পাঠান বহু লাগি বালকের ॥
 জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র ।
 সুরূপ সূচাক নাম সুনন্দ চরিত্র ॥

গোল বে আভীর অভিমুখ্য জনক ।
 তাঁহার ভ্রাতার কল্যাণ সূচক খোটক ॥
 তুল্যবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই ।
 রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভোজাই ॥
 অথ পিতামহতুল্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের ।
 কৃষ্ণস্থে স্থখী চেষ্টা নাহিক দেহের ॥
 তাহা সত্য নাম গুণ কৌন্তন করিয়া ।
 প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া ॥
 তুণ্ড আর কুঠের পশুবেদনা কলাত ।
 কুণীট পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত ॥
 অনেক আছরে আর কে কহিতে পারে ।
 মাতামহগণমধ্যে কিছু কাহ আরে ॥
 বীরারোহ বরারোহ কনোন্ট কারুণ ।
 তরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ ॥
 বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভাকুণী ভাজিল ।
 ভেরী সুখান্তরা ভদ্রী ভার শাখা লীলা ॥
 শিবা-আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছর ।
 মাতামহীতুল্যামধ্যে কহি যেবা হয় ॥
 ভাকুণী জটীলা ভেলা করাল বর্ষরা ।
 ঘুঘুরী ঢকলী বটী ডুণ্ডী ঘোণী ঘেরা ॥
 করবালী সুবটিকা টোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা ।
 ডামনী ডামরী ডক পুণ্ডাদি অনীমা ॥
 জনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে ।
 শ্রীনন্দরাজের সখা-ভ্রাতাদিক-মতে ॥
 মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মণ্ডর পট্টিশ ।
 শঙ্কর সঙ্কর পীঠ ভঙ্গ হরিকেশ ॥
 ঘুনি ঘাণ্টিক সারবা দণ্ডিকেন্দার পটীর ।
 ধুরিণ ধূর্য চক্রাঙ্গা সৌরভের হর ॥
 কলাঙ্গুর উৎপলাদি মঙ্গর কন্দলা ।
 সুপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা ॥
 উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়
 অনন্ত কহিতে নারে অস্তুর কি দায় ।
 পর্জন্য সুঘন দৌহে বাঙড়বন্ধু ॥
 কৈশোরে আর ত ছই মেহাদির পাত্র ॥
 নন্দ-আদি নামে মিত্র অনেক আছর ।
 কতক তাহার কিছু না হয় নির্ভর ॥
 মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কৌন্তন ।
 প্রেম-অর্থ বিনে যার সংসারযাতন ॥
 তরঙ্গাকী তরুণিকা শ্রুতঙ্গা মালিকা ।
 অঙ্গদা বৎসলা ভালী মেহুরী মালিকা ॥

কুশলা মঙ্গলা কুপা শঙ্কিনী বিধিনা
 মৃদা প্রভা নীতি ধরা স্তম্ভনা
 হিন্দুলা কপিলা পুণ্ডী ধমনী পটিকা
 পক্ষতি রজনী স্তম্ভনী তুষ্টি বর্জিকা
 সঙ্ককী বঙ্ককী * বেলা আদি মাতৃসম্মা ।
 স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা ছই অমুপমা ॥
 অম্বিকা কলিঙ্গা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী ।
 যশোদা মাতার স্থানে সদা অমুগতি ॥
 কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ লোণ কৃষ্ণ সরবস ॥
 তিল অধ কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ হয় খাস ॥
 ছই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী ।
 অম্বিকা হরেন মুখা সদা হাস্তমুখী ॥
 অথ মহীশূবা দ্বিধা গোকুলে বসতি ।
 পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক-বীতি ॥
 বট্টকার স্বধাকার প্রধাবাদি দ্বিজা ।
 আশীর্বাদক মান্য সবে করে তাঁর পূজা ॥
 সামধেনী মহাকব্য বেদিকাদি সত্য ।
 ব্রাহ্মণের ব্রীগণক্রমেতে গণতি ।
 পুরোহিত বেদগর্ভ মজাযশা আব ॥
 ভাণ্ডারি আদিক পুরোহিত কুলাচার ॥
 ক্রমে তাঁহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতম শাক্য
 কৃষ্ণকোড়া-অমুকুল বিশেষতঃ গার্গী ॥
 পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক ।
 ব্রজেশ্বরী-অমুগতা পূজ্যা পরতেক ॥
 কুজিকা বামনী স্বাহা শান্তিলী স্তম্ভতা ।
 ভার্গবী ইত্যাদি স্বধা স্তম্ভতা দুর্লভা ॥
 পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনিস্ততা ।
 তেজিয়া অবন্তিপূরী ব্রজে অমুগতা ॥
 শ্রীমদ্রাজের শিষ্য মহাতপস্বিনী ।
 কৃষ্ণলীলাকুতূহলী সর্ববিধাশ্রিনী ॥
 যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী ।
 মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধারী ॥
 ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে ।
 সকলের মাতৃ পূজ্য সর্বত্র বিহরে ॥
 নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে ।
 রাধাকৃষ্ণ মিলন উপায় ধ্যান করে ॥

গোপীযুথ-আদি-ভেদ

অথ যুথ গোপীগণে দুই মত হয় ।
 বয়স্কা দাসিকা অন্তঃপাতি দ্বীচর ॥
 ইহাতে ত্রিকূল এই যুথের অন্তরে ।
 কুলমধ্যে ঈশ্বর বে বর্গ তথা পরে ॥
 বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবার ।
 সমবার হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয় ॥
 সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান ।
 সমাজ হইতে সমষ্টি প্রয়োজন ॥
 নয়-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ ।
 প্রেমভারতময় উচ্চ মধ্য শেষ ॥
 তাদি অনেক ভেদ কত কথা যায় ।
 তাৎপর্য নাটক মাত্র পুস্তক বাচয় ॥
 যতক কহিল ব্রহ্মপরিবর ধন্য ।
 ত্রিলোক-উপান্ত দেবতার পূজা মাক ॥
 বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিবল ।
 চতুর্দশ ভুবনে উপমা নাহি স্থল ॥
 বৈকুণ্ঠেও দ্বার যশ গায় লক্ষীগণ ।
 আশ্চর্য্য কথনে বিবময়ে শ্রুতিগণ ॥
 অতএব কহি কিছু গোপিক-চরিত ।
 কৃষ্ণ-সুখানন্দ হয় রসময়গীত ॥
 বৈকুণ্ঠের লক্ষী আব দারকামহিষী ।
 অষ্টোত্তর শত বোল হাজার রূপসী ॥
 তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে ।
 গোপী ভূকভক্তি মাত্র বিদ্যে কামশরে ॥
 সমর্থা সুস্মিতা রতি আত্মসুখবর্জ্যা ।
 অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্ধ্যা ॥
 শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পূর ॥
 কামগন্ধ নাহি মাত্র আশ্বাদে মধুর ॥
 প্রেম্যানন্দে ভগমগ সুখার সাগরে ।
 ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন ।
 কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ-রতন ॥
 কূল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয় ।
 দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আচর ॥
 যদিরাযদাক্ষ বেন কটির বসন ।
 আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন
 তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন ।
 দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে মন ॥

শরীরের যা ন যে ভরণ বেশ-ভাষ ।
 যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস ॥
 কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস ।
 অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ ॥
 কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন ।
 লক্ষপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ ॥
 গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কখন ।
 ন ভুল ন ভবিষ্যৎ নহে বর্তমান ॥
 কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভগবদগীতানুসারে ।
 যে যৈছে ভজ্যে ভক্তি ভাবযোগ্য-বীতে ॥
 সত্য সঙ্গর সেই গোপিকার স্থানে ॥
 বিফল হইল কৃষ্ণ বন্ধ হৈলা স্বপ্ন ॥
 ইহার প্রাণ ভাগবত-পঞ্চাঙ্গায় ।
 জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায় ॥
 বিচার করহ আত্মাণ্যম আদি ভজ ।
 বহু কিছু কোথা কৃষ্ণ তেন অনুব্রত ॥
 রূপ গুণ-শীল-প্রম সৌভাগ্য বিদগ্ধ ।
 সমস্তা সুমিষ্টভাষী লক্ষমতি স্নিগ্ধ ॥
 শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণাব কেটি অংশ ।
 ত্রিভুবনব্যাপী তাব একাংশ রূপাংশ ॥
 হেন লক্ষ্মী-বী ব্রজগোপীকাব আগে ।
 রূপেতে অধিক থাক সমান না লাগে ॥
 গুণ শীল-সৌভাগ্যাদি ভেদতি জানিবে ।
 প্রেমবিদগ্ধতা-অংশে শলাংশ না হবে ॥
 শুদ্ধ সে সমর্থা বতি মাধুর্য্য বিবল ।
 বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল ॥
 লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমজসা-ভাব-রতি ।
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি ॥
 মমতা নহিলে নহে রসের পুষ্টতা ।
 অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা ॥
 কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে ।
 আশি তাহা না পাইয়া তপ করে গাজে ।
 ব্রজেব রমণী বিনে বৃন্দাবনশরী ।
 কাটাবেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি ।
 ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশরী বিনা ।
 নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা ॥
 গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে ।
 অতএব প্রেমরূপে নাহিক সমানে ॥
 যার সম অধিক বৈকুণ্ঠ না সম্ভবে ।
 ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে ॥

ত্রৈলোক্যের মধ্যে উদ্ধব মহাশয় ।
 ভক্তগণ গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয় ॥
 লোক বেদ সর্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায় ।
 গোপীভাব দেখি তেঁহ চমৎকার হয় ॥
 অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায় ।
 পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয় ॥
 ব্রজে গুণলভাঙ্কর প্রার্থনা করয় ।
 গোপী-পদরজ অঙ্গে যত্নপি লাগয় ॥
 গোপিকার অমৃত্যু বিহু ঐশ্বর্য জানে ।
 কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
 সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে ।
 কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে ॥
 বিশেষে গোপিকা সাধা সাধন সিদ্ধি ।
 অতএব ভক্তনীর বস্তু একান্তিদি ॥
 কৃষ্ণ না ভজিলে ভজে গোপীর চরণ ।
 রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন ॥
 গোপী ছাড়ি কৃষ্ণভজনের নহে মূল ।
 ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি দুর্লভ প্রবল ॥
 সঙ্গুচরণাশ্রিত সংসজ্জতি বিনে ।
 শ্রীরূপ সনাতনের মর্ম নাহি জানে ॥
 যেই বুঝি গোপীভক্ত ভজনের তত্ত্ব ।
 রাধাকৃষ্ণ-প্রতিবন্ধ ব্রজের মহত্ব ॥
 কুতর্কিক শুদ্ধজানী কর্মীর অগম্য ।
 উলুক না জানে যেন রবিকট-মর্ম ॥
 ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীকৃষ্ণাবনধাম ।
 তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অমুপাম ॥
 তাঁর লীলারসভা গোপিকাসুন্দরী ।
 সুধীরললিত কৃষ্ণে কহে যাতে করি ॥
 তাঁর মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্বশিরোমণি ।
 মহাতাবস্বরূপা হলদি নৌ শক্তি গণি ।
 কারব্যূহরূপ তাঁর সর্বগোপীগণ ।
 বহুরূপ বিনে, নহে লীলার পোষণ ॥
 অত্যন্তবল্লভ রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী ।
 তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশঙ্ক ॥
 এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ ।
 দৌহা না দেখিয়া দৌহার প্রাণ করে খেদ ॥
 প্রেমপরাকাষ্ঠা বার পরে আব নাই ।
 ছন্দনার বাঁশট লইয়া যবে যাউ ॥
 কিশোরী কিশোরী দুই সুন্দর-সুন্দরী ।
 প্রাণ চিরি তথা বাধি তারে অনাদরি ॥

হৃদয়কমল তার যুহু সার ভাগ ।
 বিছাইয়া দিই চালাইতে রাণাপাদ ॥
 লুকাইয়া যদি পাই হিয়া-মাঝে রাধি ।
 বিরলে চরণ দুই কণে কণে দেখি ॥
 বৃন্দাবনশরী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী ।
 গোপীগণ চকোবী ভ্রমরী লুভধনী ॥
 লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে ।
 গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাঞ্ছনে ॥
 অতএব পঞ্চ পুরুষাধিপত্যপন্ন ।
 যদি চাহ গোপীপদ ভক্ত বারবার ॥

গোপী কল্পতরুর, গাঢ়চার্য-সিদ্ধকর ॥
 তার তল কবহ আশ্রয় ।
 ভবগত-মাতপ্রাপ্তি, পাপ আশা তৃষ্ণা ভ্রান্তি,
 দূরে যাবে জুড়াবে হৃদয় ॥
 দুঃখ যাবে সুখ পাবে, প্রেমকল আশ্বাদিবে,
 অমৃতনির্মিত-রসরাশি ।
 পাইয়া সে রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে,
 গলার খসিবে মায়াফাঁসি ॥
 যুগলচরণে প্রেম, যেন জাহ্নবদ হেম,
 যদি তাহা আশা কর মনে ।
 হৃদিদরিদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে,
 ধর তবে গোপীর চরণে ॥
 প্রেম স্পর্শমণি রত্ন, প্রাপ্তাপায় কর যত্ন,
 গোপীহৃদিকোষ পরিপূর্ণ ।
 তাহার শরণ লহ, কায় বাক্য মন সহ,
 তেজি ধর্ম মান কুল বর্ণ ॥
 পাবে সে দুর্লভ ধনে, তাহা নাহি স্নিহুবনে,
 তপ জপ জ্ঞান যোগে মিলে ।
 সামান্য রতন আশ, স্বর্গাদি বাসনা-ফাঁস,
 মুক্তি-আশা গ্রাহক প্রবলে ॥
 তাহে হও সাবধান, দূরে তেজ কর্মজ্ঞান,
 যেহ অর্থপ্রাপ্তের বাধক ।
 তৎপরবে নিরমল, মতি কর অচঞ্চল,
 রজো দিয়া সে প্রেম যাবক ॥
 অতএব গোপী ভক্ত, তাঁহার চরণে মজ,
 এই ব্রত মাত্র কর সার ।
 অশক্ত দুর্লভমতি, কৃষ্ণদাস তাহা প্রতি,
 জড়প্রায় বিয়ের কিঙ্কর ॥

রূপ-গুণ নাম ।

অতঃপর কিছু গুণ-রূপ-আদি নাম ।
কৌতুহল করিব চমৎকার অভিরাম ॥
পরমপ্রেমসখী হন সকলের প্রেষ্ঠ ।
তাব মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ ॥
বরিষ্ঠ সত্যার মাত্র উত্তমোত্তমে গণ্য ।
তাঁহা সত্যার তুলনাতে নাহি কেহ অশ্র ॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে ॥
অতি অন্তরঙ্গ সদা নিকটে থাকেন ।
গুণ যে রহস্যকথী কহেন শুনেন ॥
অপার-গুণরূপাদি মাধুবীভষিতা ।
অনন্ত-সমান-উর্দ্ধ সর্বমধ্যে খ্যাতা ॥

(অথ বরিষ্ঠ)

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা ।
তুঙ্গবিজা ইন্দুলেখা রত্নদেবী স্নেহদেবিকা ॥

তত্র শ্রীললিতা ।

তত্র শ্রীললিতা আত্মা অষ্টমধ্যে প্রেষ্ঠা ॥
শ্রীমদ্রাধা হৈতে সতেব দিনের জ্যোষ্ঠা ।
অনুবাধা অশ্রু নাম বামা প্রথবা ।
গোরোচনা নিন্দা কান্তি শিখিপিচ্ছাস্বরী ॥
সর্বকর্মে নিপুণতা সর্বার্থসাধিকা ।
সকলের মাতা ধন্য প্রাধিক্তে অধিকা ॥
অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ।
নিগূঢ় স্নেহ বাক্য পাত্র প্রেমিকের ॥
দবশনমাত্র দোহার আনন্দজনক ।
দোহে বশীভূত হন দৃঢ়বাধাবধক ॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারণী ।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা তৈরব যে স্বামী ॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী মুখে তাহুল অর্পিরা ।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিরা ॥

তত্র শ্রীবিশাখা ।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে ।
প্রিয়সখী সম বয়স এক রূপে ॥
তারাবলীবদ্র অঙ্গে বরণী বিজ্যতা ।
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীপুত্রী ॥
জটিলার ভগ্নীপুত্রী দক্ষিণ মাতরি ।
পতি-অভিমানী নাম বাহিক আত্মরি ॥

প্রেমময়সখী প্রেমা শ্রুতকুশলা ।
নন্দ উক্তি-স্বাক্ষরী স্নেহপ্রবলা ॥
দৌত্যকর্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান ।
চতুর্দশ-জাতা ভেদ নও সাম দান ॥
পত্রাবলি-রচনায় বাস্তব নৃত্য-গীত ।
সর্বতোমুদ্রমুখ্যে চিত্র যে কারিত্র ॥
বেশী বেশ-রচনার সূচিকর্ম আদি ॥
স্বর্ষাপুতাসামগ্রীর আবিষ্কারে সুনী ॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কখনে আনন্দ ।
গলাগলি দোহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ ॥
রত্ন মধবী আর মালত্যাঙ্গি সখী ।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনে ত নিরখি ॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা ।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ ।
চম্পকবর্ণ পরিধয় যে বসন ॥
এক দিবাসব ছোট প্রিয়সখী সহ ॥
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম দোদোহ ।
চণ্ডাক নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম ।
সর্বকর্মে বিজ্ঞ দৌত্য কর্মে অল্পম ॥
রাধাকৃষ্ণ ঘটনার যুক্তিবিশারদা ।
প্রতিপক্ষে প্রতারণা-আকর্ষণে মূঢ়া ॥
হল-আদি গুণ দৃষ্টিমাত্র অকৃতবে ।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণপ্রবে ॥
নানান মৃত্তিকাপাত্র অদ্ভুত রচনে ।
দাসীসহ কতেক বা প্রকার বনানে ॥
জন্মলতা গুল্ম আদি রোপণেতে পটু ।
যড়রস পরথে মিষ্টাদি তিস্ত কটু ॥
কৃষ্ণ লাগি নানাপিষ্টবৈদগ্ধ্য চাতুর্য্য ।
সদা এই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্য ॥

তত্র শ্রীচিত্রা ।

চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাম্বীরবরণী ।
কাচাস্বরী কনিষ্ঠা ষড়্-বংশতি রজনী ॥
স্বর্ষামিত্র-বৃষভাক্ষ পিতৃবানকন ।
চতুরাখ্য পিতা চর্চিকাখ্য মাতাখান ॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরারণ ।
কৃষ্ণমুখে সখী যোগমায়ার কারণ ॥
চিত্রিত চাতুর্য্য সর্বস্থান প্রবেশিনী ।
বশবস্ত প্রিয়বদা স্নেহভাষিণী ॥

অখিল কৰ্ম্মেতে পটু হৈঁদিতে বুঝেন ।
নানাদেশ ভাষা সৰ্ব্ব বুঝেন কহেন ॥
দৃষ্টিমাত্র সভার আশয় অমুভবে ।
মধু ক্ষীর-আদি-কৰ্ম্মে প্রশংসয়ে সবে ॥
কাঁচায় পাঁজাদি নিৰ্ম্মাণে বিচক্ষণ ।
মস্তক জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ ॥
পশুবৈদ্য-বিজ্ঞা বৃক্ষ উপচার শাস্ত্রে ।
পশুবস্ত রক্ষণাদি করণ সমস্তে ॥
অতি দক্ষ সখা কৃষ্ণচন্দ্রের সুখ দিতে ।
বনশ্রুতি আদি-অধিকারী সখীসাথে ॥

তত্র শ্রীভুক্তবিজ্ঞা ।

ভুক্তবিজ্ঞা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্যে নিপুণা ।
অষ্টাদশ বিজ্ঞা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা ॥
নাটক-নাটিকা আর গন্ধর্ব্ববিদ্যায়ে ।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে ॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে ।
দৌত্যকৰ্ম্মে সুপাণ্ডিত্যে সন্ধিকৰ্ম্ম স্থানে ॥
সখীসঙ্গে গানে আর যুদ্ধাদি-বাঞ্চে ।
নানাবস-রজভঙ্গী নৃত্য-কলাপঞ্চে ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপাণ্ডিত ।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত ॥

তত্র শ্রীইন্দ্রলেখা ।

ইন্দ্রলেখা বটী হরিতালের বরণা ।
দাড়িমপুষ্পস্বর্য তিন দিনের নানা ॥
বেলা মাতা-পিতা সাগর-সনামা ।
সোয়ামী 'ছৰ্জল' স্বভাব প্রথরতা বামা ॥
প্রিয়সখী-অৰ্ধে বশীকরণ মস্তকত্রে ।
সামুদ্রিক আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে ॥
কৃষ্ণ আকর্ষণী কায় কত ছন্দ-বন্দ ।
চিটাকোটা-আদি জানে কতেক প্রবন্ধ ॥
হাবাদি গ্রন্থনে আর দশন বন্ধনে ।
অতিপটু আব সৰ্ব্ব বস্ত্রপবীকরণে ॥
পটখোপ-ডোর-ছম্পা-পুষ্পাদি নিৰ্ম্মাণে ।
সুবেশকরণে কেশ-বেণীব বচনে ॥
সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র কপালে লিপনে ।
দূতাকৰ্ম্মে নিপুণা অভিসাধাদি মিনে ॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী অৰ্ধে গুণের অর্পণ ।
সমর্পণ দেহ গেহ আদি প্রাণধন ॥

বহুশ্র-নিগঢ় কথা কহনের যোগ্য ।
সর্বগুণময়ী যুগলের স্রমনোজ ॥
পার্লিকী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কৰ্ম্মদক্ষ ।
দৌহাব সুখেব সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ

তত্র শ্রীব্রজদেবী ।

ব্রজদেবী সপত্নী পদ্মকিঙ্করবরণী ।
সপ্ন বাজিব কনিষ্ঠা বস্ত্রবরণবসনী ॥
চম্পকলতিকাসম গুণেব গাগরি ।
পিতা ব্রজসার নাম কলণা মাতরি ॥
ললিতার পতি যৈচ ভৈবব কনিষ্ঠ ।
বক্রেক্ষণ নাল পতি জা ললিতা জোষ্ঠ ॥
সদাই উত্তুঙ্গহাস্তরঙ্গে তরঙ্গিনী ।
ব্রজদেবী যথা-নাম মর্ত্তিমান্ জানি ॥
কৃষ্ণ-প্রিয়সখী-অগ্রে নৰ্ম্ম-কুতুহলী ।
কত ব্রজভঙ্গি গান নৃত্য সহ আলি ॥
আপনি যেমন বঙ্গী সঙ্গিনী তেমতি ।
পরমানন্দিত হেবি যুগলের মতি ॥
নৰ্ম্ম-পবিহাস্ত্রে সদা পরম উৎসুকা ।
কৃষ্ণ ভৰ্ষে প্রশংসেন শ্রীমতী কোতকা ॥
আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে ।
কৃষ্ণ-আলিঙ্গিতে কত সুরঙ্গ বিধাবে ॥
ষড়গুণেব চতুর্ধগুণে যুক্তিতে নিপুণ ।
কৃষ্ণ-আকর্ষণ তত্ত্বমস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
বিচিত্র অষ্টাঙ্গ বাগে পশু-পক্ষী বশ ।
অক্কেব মোবভ বাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ ॥
সৌগন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি-অধ্যক্ষ ।
সখীসঙ্গে আনন্দে কিরয়ে দৌহাপক্ষ ॥

তত্র শ্রীসুদেবিকা ।

সুদেবিকা অষ্টমী ব্রজদেবীর বহিন ।
দুই ভগ্নী যমক কপে গুণেতে প্রবীণ ॥
একই আকার গুণ চিনা নাহি যায় ।
দৌহার দর্শনে চিত্তে ভ্রান্তি জনমায় ॥
বহিনীব পতি বক্রেক্ষণেব কনিষ্ঠ ।
স্বামী একগৃহে বাস সহিত জা কোষ্ঠ ॥
কেশ সঙ্কার তথা অঙ্গন প্রদান ।
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন আর অঙ্গন-বাচন ॥
ঠোকাতে নিপুণ সদা পার্শ্বতে থাকিয়া ।
প্রণয় আক্লাদে সেবে আগ্রহ কবিয়া ॥

শারিকার নানাবাক্য-রহস্য-পড়ানে ।
সর্বপঞ্চপঙ্ক্যাদির বচন বুঝনে ॥
নানা বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে ।
হৃদ-উদ্ভর্তনে ধীর সর্বপঞ্চগণে ॥
বিজ্ঞতম পুষ্পাদির শয্যা-রচনে ।
প্রতিপক্ষগণের যে আশায় সন্ধানেনে ॥
ধূর্তা নানা বেশ-রচনাতে স্ননিপুণ ।
কোন কার্যো নহে নূন বিশেষে এ গুণ ॥
পিকদানি ইন্তে সদা নিকটে থাকেন ।*
নন্দবাক্যে যুগলের প্রুদ্রষ্ট করেন ॥
বৃন্দাবনে যুগ পুঙ্কী বৃন্দদেবীগণ ।
সখীসহ সকলের অধিকারী হন ॥
কৃষ্ণদাস মাঝে রাঙ্গা চরণে শরণ ।
নিক দাসী করি মাথে ধরহ চরণ ॥

অথ বর ।

বরিষ্ঠ করিহু এবে বর পরপ্রার্থ ।
নাম-গুণ আদি গান করি জানি ইষ্টে ॥
প্রথম-মণ্ডল ইষ্টে দ্বাদশবর্ষীয়া ।
শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ॥
কলাবতী শুভাঙ্গনা হিরণ্যাক্ষী করি ।
রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্মমঞ্জরী ॥
ফুলকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী ।
যৌবন-উদ্বেক এই অষ্ট নব গৌরী ॥

শ্রীকলাবতী ।

হরিচন্দনবর্ণ কীরবর্ণ পরিধেয় ।
পরমসুন্দরী কলাবতী নামধেয় ॥
ভাহুর মাতুল কলাহুর নাম পিতা ।
সুশীলচরিত্রা সিন্ধুমতী নাম মাতা ॥
বাহিকের অহুঃ কপোত নাম পতি ।
কৃষ্ণ বন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণে ন্যস্ত মতি ॥

শ্রীশুভাঙ্গনা ।

শুভাঙ্গনা বিশাখার অহুঃ ভগিনী ।
তত্ত্বিতবরণকান্তিসিদ্ধা সুনয়নী ॥
পিঠরের অহুঃ পতঙ্গী নাম পতি ।
দ্বোষ্ঠা ভগিনী সহ একত্র বসতি ॥

শ্রীহিরণ্যাক্ষী ।

হিরণ্যাক্ষী হরিণীর গর্ভেতে জন্ম ।
হিরণ্যবরণকান্তি শোভা লক্ষ্যসম ॥

হরিণীর গর্ভভাতা তাহার বিশেষ ।
কহি যে শুনিহু যাহা গ্রন্থ গণ্যদেব ॥
মহাবসু নাম গোপ ভাহুরাশ্রমিত্র ।
সুন্দরী তনয়া কাম সুন্দর সুপুত্র ॥
যজ্ঞ করিলেন তাহে চক্র যে উঠিল ।
আজিনায় রাধি ভ্রমে কক্ষান্তর গেলা ॥
• হরিণী যুগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান ।
কিঞ্চিৎ তাহার সেই করিলা ভোজন ॥
অপর তাহার স্ত্রী সূচন্দ্রা খাইলা ।
চক্রর প্রভাবে দৌহে গর্ভিণী হইলা ॥
সূচন্দ্রার গর্ভে স্তোত্রকৃষ্ণ কৃষ্ণসম ।
হরিণীর গর্ভে কন্যা হিরণ্যাক্ষী নাম ॥
জন্মিলা অপূর্ব পুত্র কন্যা সুরঙ্গিণী ।
গোষ্ঠে প্রবেশিল সেই সুরঙ্গী হরিণী ॥
• চক্রর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু ।
লালনপালন করে কন্যা আর শিশু ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার সখী ।
কৃষ্ণপরাধিতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী ॥
অরদগব নামে পতি মহিষ বিস্তর ।
অতিবলবান আলবেলিয়া অন্তর ॥

শ্রীরত্নলেখা ।

ভাহুরাজ মাসীর তনয় পরোনিধি ॥
তার পত্নী যিত্রা নাম পুত্রবতী যদি ।
তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পুঞ্জে সূর্য্য ।
তাহাতে জন্মিলা কন্যা রত্নলেখা আর্ধ্যা ॥
গৈরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র ।
কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র ॥
কৃষ্ণসঙ্গে অভিসার প্রিয়সখী লাগি ।
সূর্য্যের পূজায় তেঁহ অতি অহুরাগী ॥

শ্রীশিখাবতী ।

কৃষ্ণের ভোজ্যই কুন্দলতার ভগিনী ।
শিখাবতী কর্ণিকার পুষ্পের বয়লী ।
তিত্তির-পক্ষীর জায় বরণ বসনী ।
ধেহুঃ পিতৃনাম সুশিখা জননী ॥
গড়ু গণ্ডর নাম * পতি সদা গোষ্ঠে বাস ।
এখায় নির্ঝিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উলাস ॥

* গরুড় নাম—পাঠান্তর ।

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী ।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ ।
কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্রবসন ॥
পুষ্পকর নাম পিতা কুরুবিন্দ্য মাতা ।
কঙ্কাটীর রূপদী দেখি মনে অভিযত ॥
কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে ।
পরকৌরৱ নিত্যকাস্তা সে বাসনা দূরে ॥

শ্রীকুলকলিকা ।

কুলকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ ।
নানার তিলক শোভা করে বর্ণ-বর্ণ ॥
শ্রীমদ্রাধ পিতা * কমলিনী মাতা ।
বিহ্বল নামেতে স্বামী মহিব রক্ষিতা ॥

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা ।
জন্মের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা ॥
বর্ণন না হয় রূপ জন্মের কাহিনী ।
যেহেতু ভগিনী প্রায় তেমত আপনি ॥
হৃদয় নাথ্যেতে পতি প্যারীর দেবর ।
নামতুল্য মদ কিছু কৃষ্ণে মনচর ॥
হুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি ।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়দখী শুদ্ধমতি ॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর বস ॥
কৃষ্ণের প্রেমসী জাত সর্বরসশাস্ত্র ॥

অথ বর-দ্বিতীয় মণ্ডল ।

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কহি ।
গাইরা অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি ॥
পূর্ব হৈতে কেহা সত্যর সৌভাগ্যাদি গুণ ।
প্রেম গোন্ধর্যের চতুরাই কিছু নূন ॥
তাঁহে হুই বর্ণ হয় অসমা সমগ্ৰেহা ।
নিত্য আর সাধন সিদ্ধা চিদানন্দদেহা ॥
নিত্য সিদ্ধা দশকোটি গণ যে প্রধানা ।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা ॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রাপ্তি যে অসমা ।
প্যাণী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা ॥

* শ্রীমদ্রাধ—পাঠান্তর

অই যে পরম প্রেষ্ঠ সখীর অঙ্গনা ।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পথগা ॥
তার মধ্যে বহু যুগ আদি ভেদ হয় ।
বহুযুগেরো তার সংখ্যা কে করয় ॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশ্যদীপিকাতে যে শুনিব ।
শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করি ভূবি প্রকাশিব ॥
তার উপদেশমতে সেই মন্ত্র গাই ।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই ॥

তত্র যুগেশ্বরী ।

সুসুখী ধনঠা কলহংসী কলাপিনী ।
মাধবী মালতী চন্দ্রলেখিকা হরিনী ॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাকী ।
সুখিতা সুখভ মণ্ডলী পঙ্কজাকী ।
শৌর্যেন্দ্রী সুমন্দরা রামিণী চন্দ্রিকা ।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রাতলিকা ॥
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনমোহিনী ।
সুমধ্যা কামনাগরী সর্বগুণধনি ॥
কাবেরী নাগবেলিকা কন্দর্পসুন্দরী ।
সুকেশী চাক্রকবরী প্রেমমঞ্জরী ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা ।
বিচিত্রাকী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা ॥
সুভদ্রা মদনালসা কংলা হাবহীরা ।
মধুরেন্দ্রী শশিকলা হারকণ্ঠীবরী ॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা ।
মধুরেকণা তমুমধ্যা রঙ্গবাটিকা ॥
মধুস্তনা গুণচূড়া বহুগুণযুতা ।
বরাঙ্গদা তুলভদ্রা আদি সুসঙ্গদা ॥
রসতুল্লা আদি আর যতেক গোপিনী ।
সকলের প্রেষ্ঠা মাতা রাধাঠাকুরাণী ॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কোতুকে ।
কারে কোন্ আজ্ঞা হয় কর্তব্য পাতি থাকে ॥
কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য ।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ ॥
সকলেই সর্বকর্ম যতপি জানেন ।
তথাপিহ একে একে নিযুক্ত থাকেন ॥
কেহ বা নিয়মে নহে উপস্থিতমতে ।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে ॥
বরতা কেহারা পাছে কহিব দাসিকা ।
কেহারাও অঙ্গসংসার মানেতে অধিকা ॥

পরমশ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী ।
অনুগতা তাঁহার সর্ব সভার আগরি ॥
তঁহে সর্ব গুণধাম সভার আরাধ্যা ।
সকলের শ্রেষ্ঠা তঁহে সকলেই ব্যাধ্যা ॥
মলাকার রত্নক নাপিত কড়া-আদি ।
বুন্দাবনে অধ্যাক্ষ যে উচনীচাবিধি ॥
সকলের অধ্যাক্ষ বনদেবীগণ যত ।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত ॥
সেহ দেবীগণ হয় তাঁর আশ্রয়কারী ।
রাধাকৃষ্ণ সমিহ করেন মারে হেরি ॥
ধার ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে ।
করিলেও কতু ভয়ে তেজিতে না পারে ॥
ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা ।
জল নাহি খান বখা তাঁহার অধীনা ॥
যে সব সুন্দরী কর্মে নিযুক্ত হইলেন ।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হইলেন ॥
মানের গুণিষ্ঠা যে করেন পক্ষপাতে ।
কৃষ্ণের ভৎসনা-আদি করেন সাক্ষাতে ॥
সন্ধিও করিতে নানাকোশলেতে পটু ।
কখন প্রণয়বাক্য কতু কহে চাটু ॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায় ।
ইন্দিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশ্রয় ॥
রত্নলেখা রতিকলা হুই সহচরী ।
ললিতার অভিপ্রিয় গুণে বশীকরী ॥
সকলের শ্রীচরণ যন্তকে ধরিতা ।
বর মাগি তোমা সভার দানীর লাগিতা ॥

অথ শিল্পনিপুণা ।

বাক্যের চাতুর্য্যরূপে কৃষ্ণে পরাভব ।
স্বজনে শ্রীরাধিকার মানের উত্তব ॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্প-নৈপুণ্য যতক ।
প্যারীজীর পক্ষপাতী হইলেন অনেক ॥
পিওকেলি বিতণ্ডিতা-আদি পুণ্ডরিকা ।
নিতাধণ্ডী চাকচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা ॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠি মঠিকা । *
কৃষ্ণসুখজনক রসরসেতে অধিকা ॥

পিওকেলি ।

তত্র পিওকেলি তাত্রবরণ বসন ।
পিক-অণ্ডবর্ণ সখা শেগের-বচন ॥

শ্রেষ্ঠিকা—পাঠ্যভর ।

হলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন ।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাঞ্ছান ॥

বিতণ্ডিকা ।

বিতণ্ডিকা হরিৎ-বর্ণ হরিৎ-বস্ত্র হয়ে ।
মিলিয়া যে সর্ব সখা সুবলাদিচয়ে ॥
বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণেরে করি অপরাধী ।
প্রিয়সখীর জয় করে হলোদয় সাধি ॥

পুণ্ডরীকা ।

পুণ্ডরীকা অঙ্গ-বস্ত্র পদ্যের বরণ ।
অপরাধী-হলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জন ॥

সিতাধণ্ডী ।

সিতাধণ্ডী ঐহ্যার পূর্বনাম আছে গোরী ।
সিতাধণ্ডী নাম কৃষ্ণ হাথে ভজি করি ॥
মিষ্টবাক্যে ভৎসে তাতে মধুর কটুত্ব ।
তাহে সিতাধণ্ডী মিছরির খড়্গ অর্ধ ॥
গউর বরণ পীতবরণ বসন ।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভৎসন ॥

চাকচণ্ডী ।

চাকচণ্ডী সিতাধণ্ডীর অলঙ্কার ভগিনী ।
ভূতবর্ণ তড়িৎ-বস্ত্র ক্রোধাঘ্রিত বাণী ॥
যেহেতুক চাকচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে ।
সেই ক্রোধভজিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে ॥

সুদণ্ডিকা ।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরটক-বাস ।
উজ্জল বাক্যের অর্থ অনুজ্জল ভাষ ॥

কলাকণ্ঠী ।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন ।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ ॥
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি ।
অলঙ্কার আসিয়া বসান করে ধরি ॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী ।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি ॥

রামঠী ।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রামাতার কন্যা ।
গৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধন্যা ॥
কৃষ্ণ যে চতুর তাঁর পর চতুরাই ।
ভক্তনে কল্পায়মান করেন তথাই ॥

মঠিকা ।

মঠিকা যে পিণ্ডপুষ্পকুচি বস্তু পাণ্ডু ।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি বাক্যভিতে টণ্ডু ॥
শঠতা করিয়া বহু কবি অপরাধী ।
প্রিয়সখীচরণে ধরান নিরবধি ॥

অথ দূতী ।

মান-আদি-কণ্ঠকরণে রত দূতী ।
সখীগণ সহিত সখ্যতা-নন্দ রতী ॥
পেটরী বাকড়ী ঠাবী কে'টরা কেটরা ।
কলিটিগ্ননী নাম রক্তকেশ দারা ॥
মাকড়া মোরটা চুড়া চুওরী গোঁ'ওকা ।
পিণ্ডকেলি আদি সদা-নিকটবর্তিকা ॥

পেটরী ।

ভর বে পেটরী বৃদ্ধা গুজুরী জাত্যাংশে
মৃণালের বর্ণ ভটা চতুর সর্বাংশে ॥

বাকড়ী ও ঠাবী ।

বাকড়ী গারুড়ী বৌ ঠাবী কুঠাবৌ ।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীত্রতা ধীর ॥

কেটরা ও কলিটিগ্ননী ।

কেটরা সুপক্কেশ জাতি আদৌরিনী ।
কলিটিগ্ননী অতিবৃদ্ধা জাতি রক্তকেশী ॥

মাকড়া ।

মাকড়া মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ ।
কপালে লোলিত মাংস লগুড় ধারণ ॥

মোরটা ও চুওরা ।

মোরটা জাবালি জাতি কালপুষ্পকেশ ।
চুওরী ব্রাহ্মণ-কন্ডা তপস্বি-বিশেষ ॥
জুতি করেন কৃষ্ণকেশ মাকড়াকরণে ।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে ॥

গোণ্ডিকা ।

গোণ্ডিকা পুষ্করা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ ।
দূতাকর্ষে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ ॥

অথ সন্ধিদূতী ।

অথ দূতী সন্ধি-আদি-করণে পারগা ।
হৃৎকর মানের ভক্তাদিতে অগ্রগা ॥

মাধবের পরিবারে মমতা অধিক ।

স্নেহক্রমে বহু দেন স্নান রিতোষিক ॥
মানের সন্ধিতে সূচত্ব বুদ্ধিমান ।
উভয়ে মিলার বাধি উভয়ের মান ॥
কলহান্তবিভা দশা যবে শ্রীমাধার ।
তাঁর পক্ষ যতপি ইজিতে ললিতার ॥
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি ।
কেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিবাক্ত ॥
হিঁসকারী শ্রীললিতা হিত মন্ত্রণাতে ।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি হয় বাতে ॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয় ।
যাহা সভাব চরিত্র অবশ্য সুখোদয় ॥
বারবী শিবদা দুহুঁ পরমসুন্দরী ।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী ॥
পৌরবী সূত্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী ।
শান্তিদা কান্তিদা দুই ব্রাহ্মণনন্দিনী ॥
শ্রীনারদপ্রসাদে এ সার ব্রজে বাস ।
রাধাকৃষ্ণের সেবা দূতকন্ঠেতে সুধা ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন ।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক ।
যথা কৃষ্ণ স্রবণীয় তথা পরতেক ॥
নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা-আদি ।
যাহার কীর্তন যে সংসার মহৌষধি ॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা ।
কেশবন্ধ ডোরি ললাটিকা তমনাশা ॥
গ্রৌহেরক অলদ কটক ককালিকা ।
ঝাম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা ॥
কিশোর কিশোরী দৌহে ভূষণে ভূষিত ।
রতন হইতে দৌহাকার মনোনীত ॥

অথ সখা ।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন ।
তাঁ-সভার গুণ কিছু করিব কীর্তন ॥
শ্রীরামকৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম ।
দৌহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুহুঁসম ॥
দুহুঁসবে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি ।
সহাস্ত কোতুকরসে অল হেলাহেলি ॥ ●

খেলা রসে পণ করি কাছে চড়াচড়ি ।
 মল্লযুদ্ধ করি যার ভূমে পড়াগড়ি ॥
 পক্ষহারা আগে ছুঁঞিবারে রড়ারড়ি ।
 কুণ তুলি পরম্পর লৈরা কাড়াকাড়ি ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঁঞিবারে সবে ছুটি ধার ।
 যুঁঞি আগে ছুঁঞিহু বলি সবাই কঠর ॥
 এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে ।
 সচস্বদনে নাচি কচিবারে পারে ॥
 কৃষ্ণতুলা কৃষ্ণের পার্শ্বদগণ হয় ।
 বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু প্রজন্মিগুচর ॥
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মাছি ভাবান্তর হয় ।
 মধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময় ॥
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জুন মহাশয় ।
 তটস্থ হইয়া বহু স্তুতন করয় ॥
 ব্রজবাসী আবার বনিতা বত জন ।
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন ॥
 অতএব শ্রীকৃষ্ণেব সখাব চরিত্র ।
 কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র ।
 অনন্ত অর্কুদ শ্রীকৃষ্ণেব সখাগণ ।
 অনন্ত নাহিক পাবে করিতে গণন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দী যাগ প্রকাশিলা ক্রিতি ।
 তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি ॥
 যাহার কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয় ।
 সেহ তুচ্ছকল কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ॥
 সেই বটে কিন্তু গো বিচারে তর্ক হয় ।
 কৃষ্ণপ্রেম কারণ সখাগণেরে বুঝায় ॥
 কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয় ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ-সখা দুই প্রেমের বিষয় ॥
 দৌহার কীর্ত্তনে দৌহে প্রেম উপজয় ।
 যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময় ॥
 ব্রজের উপাস্ত সর্ব পশু পক্ষ আদি ।
 ভাবে তরতম মাত্র নাচিক বিবাদী ॥
 তার সাক্ষী ব্রজ-আহুগতা শ্রেষ্ঠকর ।
 অতএব ব্রজপুরে কেহ নহে অর ॥
 নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ-আদি মিত্র ।
 প্রকটাপ্রকট তবে জন্মদাদ মাত্র ॥

অথ সখা চারিপ্রকার ।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নন্দসখা ।
 অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখাজোখা ॥

তত্র সুহৃৎসখা ।

সুহৃৎসখা গোভট ভদ্রাক বীরভদ্র ॥
 ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র ॥
 যৎকেন্দ্রভট মহাভীম আদি দিব্যশক্তি ।
 জ্যেষ্ঠকর ঞ্জোহারা যে বলবান্ অতি ॥
 কংসভয়ে মাতা-পিতা ঞ্জোহাদিগের হস্তে ।
 অর্পণ কবেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে ॥

তত্র সখা ।

বিজয় বিশাল দেবপ্রসূ মণিবন্ধ ।
 বৃষভ আর বরুথপ ওজস্বী মকরন্দ ॥
 করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ ।
 চন্দন কলিক কুলিক সখাবন্ধ ॥
 ঞ্জোহারা কনিষ্ঠকর সেবাতে আগ্রহ ।
 কৃষ্ণস্থখে সুখী সদা কর্মে আত্মাবহ ॥

তত্র প্রিয়সখা ।

কৃষ্ণসখা শ্লোককৃষ্ণ কিঞ্চিনী সূদাম ।
 অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম ॥
 বিলাসী বিটক কলবিক পুণ্ডরীক ।
 সূদামাদি শ্রীদাম সে প্রণয় অধিক ॥
 ঞ্জোহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন ।
 ততএব পীঠমর্দ হয় যে আখ্যান ॥
 সর্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি ।
 সর্বাধক্ষ খেলারসে সবে করে স্তুতি ॥
 শ্লোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান ।
 গুণগণ-অভাবাদি কৃষ্ণেব সমান ॥
 বিজয় নামেতে বেঁহ তাঁর বিবরণ ।
 তনিতে অবগম্য অপরূপকথন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে ।
 কিবা আর্তি কিবা মেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে ॥
 রক্ষক কৃষ্ণের যে যতপি লক্ষ্য হয় ।
 তথাপিহ মনের প্রতীত না জন্মায় ॥
 বলবান্ পুত্রকায়ে ভগ্নতা করয়ে ।
 বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে ॥
 তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে ।
 কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিরোজিলা নিতন্যত ॥
 দেহ গেহ পুত্র ধন যতেক উত্তম ।
 কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্যমাত্র নাহি কিছু কাম ॥

ভক্ত প্রিয়নন্দসখা ।

সুবল অর্জুন গন্ধর্ব সনন্দন ।
বসন্ত উজ্জল কোকিলাদি যত জন ॥
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ প্রেমবান্ ।
তার মধ্যে বিশেষ-সুহৃৎ সনন্দন ॥
উজ্জল চিত্রায় মূর্তিমান রসোজ্জ্বল ।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রূপে বিহ্বল ॥
অনা বে অনন্য সে অরূপ প্রাকৃতিক ।
ব্রজে কাষ উজ্জল নিগুণ রূপধ্বক ॥
নন্দসখা বিদূষক হয় হাস্যকারী ।
পুষ্পাঙ্গ ভারতী বন্ধ কড়ার-আদি করি ।
গন্ধবেদ শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান ।
রহস্যানে থাকেন যে তাহে বিট আখ্যান ॥
কৃষ্ণ যবে থাকেন প্রেমসীগণসনে ।
তথায় বাইতে পারে নন্দ-সখাগণে ॥
বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল ।
তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল ॥
প্রেমসীম্বন্ধে নানারসের কথনে ।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহু রসের বচনে ॥

অথ চেষ্টা ।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ ।
সখা কিছু দাস-অভিমানী কথোজন ॥
ভক্তুর ভদ্রার-আদি সাক্ষিক গ্রহিণী ।
দাস্য-অভিমাণে সেবে সখ্যখেলালীলা ॥
গুহ্য দাস্যভাবে হয়ে রক্তক পত্রক ।
পত্নী মধুকর্ষ আর তালিক পালিক ॥
মধুভ্রত বানী মাসু আর মালাধর ।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর ॥
শূন্য বেণু বাঁটি পাশ কেহারা রাখেন ॥
গণা কৃষ্ণ বান তথা সহিত থাকেন
কৃষ্ণকীড়া আদি যবে নিশিতে গমন ।
অহুযোগ করে রহে উৎকণ্ঠিত-মন ॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান ।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাষ্ট গোপান ॥
আর অল্পবয়সে কথোপলি দাসগণ ।
কলারিস-আলাপেতে আনন্দ ভ্রম্যান ॥
সদ্য পার্বে হিতি অতি বিদগ্ধ বজিল ।
পল্লব অঙ্গল ফুল কোমল কোমল ॥

গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী ।
সুবিলাস বিলাস রসাল রসালী ॥
ভদ্রনাথ, তাহুল রচনে বিলক্ষণে ।
পয়োদ বারিদ নীর সংস্কার কারণে ॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিক ।
মধুকন্দলাদি যে ভদ্রারধর সাজ ॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার ।
আদি গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প-অলঙ্কার ॥
মালাদিরচন আর সৌগন্ধ লেপন ।
অঙ্গে স্বেদশকার্যে অতি বিলক্ষণ ॥
ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত ।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবার উচিত ॥
দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত ।
সদা প্রেম্যানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী মাত্র অনন্য ভাবনা ।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা ॥
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কর্মের কোশলে ।
মনোবৃত্তি বুদ্ধি কার্য্য করে কুতূহলে ॥
ভৃত্যাকর্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বহুসম ।
সর্বক্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিরাম ॥
জগন্মাতা শ্রীমশোদা শ্রী: তী রোহিণী ।
হেরিয়া আনন্দ মনে জুড়ায় পরাণী ॥
সদ্য সতত পূত্রবৎ স্নেহ করে ।
তীহারাত ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে ॥
মাতাগণ অতি ভালবাসে তা সভারে ।
প্রধান প্রধান তীহারাত যুধবরে ॥
তীহা সবার নাম কিছু সঙ্গীভন করি ।
শ্রীচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি ॥
যে কোন স্কৃতি অগ্নে অগ্নে থাকে যোর ।
তীহাদিগের শ্রীচরণে মতি হয় ভোর ॥
রক্তক পত্রক পত্নী মধুকর্ষ মোদা ।
মধুভ্রত সুবিলাস রসাল শারদা ॥
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস ।
পয়োদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ ॥
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর ।
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর ॥
অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যরূপ ।
সর্বরাধ্য সাধ্য সিন্ধু-পূজ্যগণ-ভূপ ॥
তী সত্য চরণ অমুগা ভক্তিযতে ।
যে স্কৃতি ভজে ব্রজরাগাঙ্গিকা-মতে ॥

সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিন্যতে ।
অবধা না পায় শতকর যে ভজিতে ॥
কদাচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে ।
এই ত সিদ্ধান্ত হয় সাধুর সমাজে ॥
অতএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত ।
রাগাঙ্গুগা ভক্তিমার্গে হও অঙ্গুগত ॥
কৃষ্ণস্থখে বীর মতি হয়ে ত উল্লাস ।
তীর শ্রীচরণরজ মাগে কৃষ্ণদাস ॥

অথ নাপিত ।

কপূর সুগন্ধ যক্ষ কুমুদ ধরন ।
আদি কেশ সংস্কারে দিয়া নানাগন্ধ ॥
শ্রীঅঙ্গ-মর্দন আর দর্পণ অর্পণ ।
কর্ণকণ্ঠন করে নাপিতের গণ ॥

ভাণ্ডারী ।

স্বচ্ছ আর শীতল প্রাণ্ড-আদি করি ।
খাত আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে-ভাণ্ডারী ॥
পীঠ আদি দানে ভক্ষ্যস্থানাদি করণে ।
কমল বিমল আদি পটু সুরচনে ॥

অথ দাসীগণ ।

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা শোভা ।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রত্না ॥
ইত্যাদি ঞ্জোহার পরিচারিকা গৃহের ।
ক্ষীর আবর্তনে গৃহমার্জনে সোমর ॥
কুমদী ভূমারি-আদি সুলভা লম্বিকা ।
চরকর্ষে সূচকুর ধীমান অধিকা ॥
নানা বেশে নানা-হলে সদাই বেড়ান ।
সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান ॥
দুতীচর্য্যামতে বামা স্বভাব যে আর ।
তুঙ্গ বাগ্‌দুক মনোরমা নীতি সার ॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে ।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জনয়ে অধিকে ॥
কুঙ্গসংস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা ।
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা ॥
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ববরীরসী ।
রাধাকৃষ্ণ-মনোনিভ সর্বসমঙ্গলী ॥
বীরানায়ে শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা ।
তপস্বিনী কলে বাস প্রাক্ষণহিতা ॥

অথ দীপিকা ।

মশাল ধারণে সদা তিমির নিশাতে ।
দাণ্ডাইরা রহে গৃহে গভীরাত পথে ॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন ।
কৃষ্ণ-আগে চলে সবে সভাতে গমন ॥

বন্দী ।

বন্দী বিচিত্রাব আর মধুরাব ।
পার্শ্বে স্তুতি করে হৃদে প্রেমানন্দভাব ॥

নর্তক ।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ-আদি ।
সভাতে করয়ে নৃত্য রাজে নিরবধি ॥

বাস্তকার ।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর ।
আদি বহু গুণবস্ত আদি মিষ্টকর ॥
কলাবস্ত আদি গুণসাগর বীণাবাদ্যে ।
চিত্ত মন হরণ করয়ে যার নাদে ॥

গায়ক ।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্বপ্রবন্ধে নিপুণ ।
কৃষ্ণমনোহারী তার কি কহিব গুণ ॥
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ বে সুধাকণ্ঠ আদি ।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী ॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি ।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন যদি ॥

সুচি-কর্ম্ম ।

মৌচিক রৌচিক-আদি সিঞ্জে কঙ্কুকার্দি ।
ঞোহার নিপুণ অতি সুচি-কর্মে সুধী ॥

রজক ।

রজক সুমুখ আর দুর্লভ-রজন ।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন ॥

হড্ডিক ও বর্ণকার ।

হড্ডি পুঞ্জপুঞ্জ ভাগ্যরাশি হুঁহ নাম ।
বর্ণকার রজন টঙ্কন গুণধাম ॥
প্রতিদিন নুতন কুষণ কৃষ্ণ লাগি ।
বনান অপূর্ব যে সহজে অঙ্গুগামী ॥

কুমার ।

কুমার মহনী বৃহদ্বর্তন নির্মাণ ।
করেন পবন আর কর্ণাট অভিধান ॥

ছুতার ।

ছুতার মহানদণ্ড খটাদি নির্মাণ ।
করেন অপূৰ্ণ বর্জকা বর্জমান ॥

চিত্রকর ।

চিত্রকর সূচিত্র বিচিত্র চঁহজন ।
বাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন ॥

শিল্পকার-বিশেষ ।

শিকা মহনের বজ্জু পেটারিকা আদি ।
ধানাইতে কারব কঙোল-আদি সুধী ॥

গাবী ।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা ।
গজা হংসী মণিক বংশী আর পিঙ্গলা ॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধান ।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন ॥

কুকুর, হংস প্রভৃতি ।

কুকুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান ।
রাজহংস হয়ে এক কলহন নাম ॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ ।
বৃন্দাবন মহোত্তান সুধের নিধান ॥

বৃন্দাবন-ধাম ।

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা ।
কহিব পশ্চাৎ কিছু বথা বুদ্ধি সীমা ॥
ক্রীড়াগিরিজাজ ক্রীমান্ গোবর্দ্ধন স্থলী ।
নীলমণ্ডপিকা ঘটকন্দর মণিকন্দলী ॥
তাহার মহিমা জিহ্ববনে কে বাধানে ।
কোটশতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে ॥
বাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভব বার নাশ ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ ।
সুবিলাস। তরা নাম তরণী সুরঙ্গ ॥
নন্দীধর নাম নৈল সুবর্ণ তালয় ।
ইন্দ্রাবিলাসে সদা সর্বসুখময় ॥

নন্দরাজগৃহ মাতা বশোদা গৃহিণী ।
পাতিরাছে সংসার লইয়া গুণমণি ॥
চবুতার। মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন ।
বর উজ্জল নাম আমোদবর্দ্ধন ॥
সরোবর পাবন-ক্রীড়াকুঞ্জ-পুঞ্জ তট ।
ভাণ্ডীর ভ্রগোধরাজ নাম বৃহদ্বট ॥
কালিদহে কদম্ব কদম্বরীট নাম ।
মণির কুটিমা তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম ।
অনন্দরজতু নাম পুলিন মহত ।
অতুল যমুমাণ্ডল নাম মহাতীর্থ ॥
খেলাতীর্থ নাম যমুনারি ঘাট তথা ।
পরমশ্রেষ্ঠ সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া বথা ॥
পদ্মাদি ব্যজন যমুনাকত আখ্যান ।
পরদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ ॥
লীলাপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা ।
সুচিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুখদা ॥
দুই দিকে স্বর্ণবন্ধ ধনুক চিত্রিত ।
বিলাস-কাম্বুক নাম রত্নমুষ্টিযুত ॥
মদ্রবোষ নাম যে বিশালমুখ বংশী ।
ভুবনমোহিনী রাধা ক্রম্মীন-বঁড়নী ॥
তেঁহ দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি ।
ছয়রজ্জ, বেণু নাম মদনবন্ধুতি ॥
মুরলী সরলা নাম বাহার ধ্বনিতে ।
পিক মুক হইয়া থাকয়ে স্তবরীতে ॥
গৌরী গুর্জবী দুই রাগে অতি প্রীত ।
রাধানাম অপ রাধারূপ মনোনিীত ॥
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিনী ।
পাশ ছহ দোহনী যে অমৃতদোহনী ॥
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা বশোদার অর্পিত ।
নবরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত ॥
অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম ॥
কিঙ্কিনী স্বকায় নাম হার তারামণি ।
মঞ্জীর হংসগজেন হেরি ভুলয়ে কামিনী ॥
মণিমালা তড়িৎপ্রভা নিক যে মোহন ।
রাধারূপ রুজ্জ তাহে হৃদয়ে ধারণ ॥
নাগপত্নীদত্ত যে কৌন্তভমণি নাম ।
নিত্যসিদ্ধ মহারত্ন য়েহ জীবধাম ॥
মকর কুণ্ডলনাম রতিরাগ-রতি ।
অধিদেব যাহা হেরি মাতরে যুবতী ॥

রত্নপারা নাম হয় কিরীট সুন্দর ।
চামরডামরি নাম চুড়া মনোহর ॥
শিখণ্ড-মুকুট নবরত্ন বিড়ম্বন ।
গুজাহার নাগবলী নাম সুমোহন ॥
তিলক মোহন নাম বনমালা নামে ।
পদ্মপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে ॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম ।
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোদাম ।
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণ-অষ্টমী রজনী ।
নিশাকর উদিত স-শ্রেয়সী-রোহিণী ॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ ।

বস্ত্রমণ্ডন আর রতনমণ্ডন ।
মাতা-পিতা-আদি যত শ্রীরাধার গণ ॥
কীর্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয় ।
বাহ্য্য করিতে অতি পুস্তক বাঢ়য় ॥
চন্দ্রাবলীর সখী হয় অনংখ্য গণন ।
তার মধ্যে কোষ্ঠ প্রেষ্ঠ প্রাণের সমান ॥
পদ্মা শ্রামা শৈবা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী ।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী ॥
তরলাক্ষী মনো রমা কন্দর্পমঞ্জরী ।
কুম্ভা কৈরবী তারা শরদাকী শারী ॥
শারদা মঞ্জুভাষিনী শঙ্করী কুসুম্বা ।
কৃষ্ণ শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা ॥
আর কত শত তারা না হয় গণনা ।
সর্বগুণময়ী মুখে যুখে বরাদনা ॥
মুখ্য লক্ষ সংখ্য। যুগ কৃষ্ণের প্রেরসী ।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্রামলা রূপসী ॥
পালি-আদি করি যত যত মুখ্য। হন ।
সর্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা প্রেষ্ঠতমোত্তমা ।
যার রূপগুণচর্য্য। নাহিক উপমা ॥
কৃষ্ণের প্রেরসী মধ্যে হেন নাহি আর ।
হুই তহু এক প্রাণ প্রেমোতে সোসর ॥
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ বাহ্য্যে মানয় ।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয় ॥
অসমান অন-উর্দ্ধ মাধুর্য্য বৈদম্ব ।
সহচরী অগণন বোধ্যমতি সিদ্ধ ॥

ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী ।
রত্নগর্তা নামে খাতা কীর্তিদা জননী ॥
শ্রীমদ্বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি ।
শ্রীমতী কীর্তিদা সূচরিতা মহারানী ॥
ইহাদিগের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি ।
যার সূতা শ্রীরাধিকা রমণীগিরোমণি ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ এইই স্বরূপ ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অরূপ ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তাঁহার কি কথা ।
কৃষ্ণের জনক মন্দ যা বশোদা যথা ॥
তাঁহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য ।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য ॥
রাধার গণ পূজাপূজনক-সম্বন্ধে ।
কৃপা কর রাখ যোরে চরণার বিন্দে ॥
সূর্য্য-উপাসনা ছল কৃষ্ণসক লাগি ।
কৃষ্ণনাম মন্ত্ররূপ স্বাভীষ্টসংসর্গী ॥
পৌর্ণমাসী সোহাগে যে সোভাগ্য সুবহো ।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো ॥
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতামাতা ॥
রত্নভানু সুভানু যে ভানুবাজভাতা ॥
শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অরূপমা ।
ভদ্রকীর্তি মহাকীর্তি কীর্তিচন্দ্র মামা ॥
ভানুমুখা নাম পিসী মাসী কীর্তিমতি ।
কুশ নাম পিশাকাশ নাম মাসীপতি ॥
মাতুল। মেনকা মোনা খাজী আদি করি ।
শ্রীদাম-পূর্নজ-ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী ॥
পরমশ্রেষ্ঠসখী যে ললিতা আদি করি ।
পূর্ন যে কথিত রূপ-গুণের মায়ুরী ॥
সর্বগুণালঙ্কৃত যে সর্বগুণাগ্রিমা ।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাকী-আদি বিনি রমা ॥
কামদা নাম খাজেরী বৃদ্ধা পক চুল ।
প্রোমে যগ্ন কঙ্কার চেটোর অমুকুল ॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী ।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী ॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী ।
এই ছয় গোসাক্ষিরূপ ধরে অবতরি ॥
ভানুমতী অগ্র নাম শ্রীরতিমঞ্জরী ।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক সুন্দরী ॥
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী ।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে স্থখী ॥

নানীমুখী সিদ্ধমতি অঙ্করকা দূতী ।
 মানরকা-পুঙ্কক সাক্ষতে বুদ্ধিমতী ॥
 ভ্রামলা মঙ্গলা আদি হন স্তম্ভপক ॥
 চন্দ্রাবনী মুখ্যা তেঁহ হন প্রতিপক ॥
 কলাকর্ষণী পিককর্ষণী সুকর্ষণী প্রভৃতি ।
 বিশাখা নির্মিত গীতে হয়ে হরিমতি ॥
 প্রেমমতী নন্দদা আর কুসুমপেশলা ।
 বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা ॥
 নাপিতে র কস্তা দুই স্নগন্ধা নলিনী ।
 আলতা পরার ধরি চরণ দুখানি ॥
 হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ-কথার কোতুকে ।
 নানা ছন্দবন্ধে যে কহিয়া দেয় মুখে ॥
 মঞ্জিষ্ঠা রত্নবতী দুই রত্নক কিশোরী ।
 পালিন্দী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকরী ॥
 মালিকী-তালিকী দুই দৈবজিনী হয় ।
 বরোদিকা কাত্যায়নী-আদি দূতীচর ॥
 ভাগ্যবতী মঞ্জুপুণ্ডা হুড্ডীর হুহিতা ।
 ভূমীমল্লি মতলি দুই পুলিন্দ-বনিতা ॥
 কেহ কৃষ্ণপক কেহ শ্রীমতীরগণ ।
 প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন ॥
 গর্গের নন্দিনী গার্গী-আদি ভূদারিকা ।
 পূজ্যা হন অমুকুল চোঁটাতে অধিকা ॥
 সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল গন্ধর্ব্ব ।
 শ্রীমতীর প্রিয় নন্দসখীগণ সর্ব্ব ॥
 মাধুর্য্যের ধূর্য্য শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন ।
 প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান ॥
 কোটি বাতুল্য স্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি ।
 বতেক উত্তম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরাতি ॥
 পরোদ রত্নক আদি কৃষ্ণদাসগণে ।
 বাতারাভ সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে ॥
 পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহলা-আদর ।
 গাবী আর বৎসতরী ভূষী-আদি চর ॥
 বুদ্ধকক্খটী আর রজিনী হরিণী ।
 চারুচন্দ্রিকা নাম স্নেহ চকোরিণী ॥
 ময়ূরী সুন্দরী নাম সারিকা সুন্দরী ।
 ললিতা প্রাণের সখী শুণের অবধি ॥
 নিজ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডলি ময়ালিকা ।
 ভূতিকেদরী নাম অতিসুন্দরী পুটিকা ॥
 পাণ্ডুরী অটলা নাম কুটীলা নন্দ ।
 ভবন্য নাম গতি দেবের চন্দ্রদ ॥

শ্রবণমাখ্যান নাম তিলক নাসার ।
 হরিমনোহর নাম হার যে হৃদয় ॥
 নাসার নলকমুকা আনোলাসমান ।
 কৃষ্ণমনবিলাসে দোলিকা-নিধান ॥
 প্রভাকরী নাম তার বিশ্বাসের সখা ।
 পদক মদন নাম শোভিত সুবন্ধ ॥
 কৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব তাহে অতি শুভতম ।
 স্তম্ভক-পরিথার তার অস্ত্র নাম ॥
 কিকিণী নৃপুংস বাজু আভরণ যত ।
 অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যার কত ॥
 মেঘাধর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ ।
 নিজমুখ দৃষ্টলে কৃষ্ণদরশন ॥
 কাজর-শলাকা নাম নন্দদা সোণার ।
 রতনচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার ॥
 কন্দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা ।
 বর্ণমুখী তড়িৎবন্ধ কুণ্ডল নামিকা ॥
 অসম অনূর্ক যার অপার মহিমা ।
 বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা ॥
 বতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ অতীত ।
 শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত ॥
 হুড্ডী যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ ।
 আশ্রম করিয়া সেবে সেই ধনুজেন ॥
 বড় বড় কর্ম্ম জানী তপী দানশীল ।
 হুড্ডীর সমান থাকু নহে এক তিল ॥
 ব্রজে সেবা শুশ্রূষা-আদি পশু পক্ষী ।
 ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ভব তাহে সাক্ষী ॥
 প্রাকৃত করিয়া সেই মানরে অধম ।
 তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে বম ॥
 অতএব ভক্ত শ্রীব্রজের পরিকর ।
 বিচার করিয়া দেখ সকলের সার ॥
 নাতাজীর স্তবের অর্থ কিকিৎ বিস্তারি ।
 কৃষ্ণদাস কহে ব্রজপুরের মাধুরী ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীমদ্ব্রজপরিকরণ নাম-
 গুণাদি-বর্ণন-নবমমালা ॥ ৯ ॥

দশম মালা ।

চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্যগুণ-বর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সুনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

(দৌহা—মূল হিন্দী)

হরিভূতা বসত যে বে যথা তিন সো নিত প্রতি কাজ ।
সপ্তদীপমে দাস যে তে মেরে শিরতাজ ॥
জম্বু ঠের পলছি শামলী বহত রাজধ্বজি ।
কুশ পবিত্র পুনি ক্রৌঞ্চ কোন মহিমা জানে লিখি ॥
শাক বিপুল বিস্তার প্রসিদ্ধ নামি অতি পুহকর ।
পরবত লোকালোক ঔকটাপু কঞ্চন ধর ॥

অন্তর্ভাঃ ।

সপ্তদীপ নবধণ্ডে যত ভক্তগণ ।
সভার চরণ করি মস্তকে ধারণ ॥
বহুভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ ।
মস্তকে ভূষণ করি করি শিরতাজ ॥
জম্বু প্রফ শামলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ।
পুঙ্কর সপ্তম দীপ সীমা লোকালোক ॥
মধ্য জম্বুদীপ ভাগ হয় নয় বর্ষ ।
তাহাতে ভারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ ॥
এ সকল স্থলীমধ্যে যে যে হরিভক্ত ।
অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অঙ্গরক্ত ॥
তা-সভার চরণ আর সেই সেই স্থান ।
সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান ॥

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অষ্ট উরগ ।

অষ্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ ।
হরি-পারিষদ হরিবৎ অঙ্গণন ॥
বারপাল বধা জয়-বিজয়াদিগণ ।
চিদানন্দঘনমূর্তি প্রভুগতপ্রাণ ॥
ইলাগজ-মুখ অনন্ত অনন্তকীরতি ।
পদ্মশঙ্ক অঙ্ক-কমল হরিধ্যানব্রতী ॥

বাসুকি অঙ্গিন করকোটক তরক ।
সবে প্রভুসেবাগর বাসুকি পর্য্যক ॥
আগমাদিমতে অষ্ট হরি অংশ উপাত্ত ।
অগর জানেন—তত্ত্ব বিশ্ব বার বস্ত ॥

অথ সম্প্রদা-প্রণালী ।

প্রথমাবতার চতুর্বিংশতির মধ্যে ।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে ॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য ।
চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য বিদিত ॥
কলিভব সুদুস্তরে জীব নিস্তারিতে ।
ভগবান্ অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে ॥
গুণের সাগর মহামহাস্ত দয়াল ।
পাণ্ডিত্যে অপার সুসিদ্ধান্ত মহীপাল ॥
শ্রুতি মহাসিদ্ধি মধি ভক্ত্যবৃত সার ।
উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি মন্দার ॥
পরমত-বিকল্পাংশ ছেদন করিয়া ।
স্বমত যথার্থ স্থানে বিচার করিয়া ॥
চারি সম্প্রদায় চারি মহাস্ত স্বতন্ত্র ।
শিষ্য অমুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র ॥
শ্রীকৃষ্ণ মাধবী আর সনক চতুর্ধ ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ব ॥
বিনে সম্প্রদায়ী শুক উপাসনা ব্যর্থ ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ না যার অনর্থ ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

কলৌ থনু ভবিষ্যন্তে চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
কলিযুগে নিঃসংশয় চারিটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইবে ।

তত্র চ—

সম্প্রদায়বিহীনা বে মদ্রান্তে নিফলা মতাঃ ॥
সম্প্রদায়-বিহীন বে মদ্র, তাহাকে নিফল বলিয়া
জানিবে ।

কোন সম্প্রদায় কোন মহাস্ত প্রকাশ ।
তাহার বিশেষ গুন করিলা বিধান ॥

মাধবী-সম্প্রদায়-প্রণালী ।

(দৌহা—মূল হিন্দী)

রমা-পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী জিপুরারি ।
নিম্বাদিত্য সনকাদি মধু কর শুক মুখ চারি

অন্তর্ভুক্তঃ ।

শ্রী-সম্প্রদায় গুরু শ্রীম-রামানুজ-স্বামী ।

চতুর্ধ-সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য-স্বামী ॥

বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ।

নিম্বাদিত্য চতুঃসন-সনক-সম্প্রদায় ॥

প্রমাণং প্রেমেরত্নাবল্যাম্—

রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্ধঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনঃ ক্রজো নিম্বাদিত্যঃ চতুঃসনঃ ॥

শ্রীরামানুজকে, চতুর্ধ মধ্বাচার্য্যকে, কৃষ্ণ
শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে স্ব স্ব
সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে স্বীকার করেন ।

শ্রীগুরুপরম্পরা ।

তত্র স্বগুরুপরম্পরা, যথা—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বানরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমহর্ষি-মাধবান্ ॥

অকোভ-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধ-দয়ানিধীন্ ।

শ্রীবিজ্ঞাননিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমান্বয়ম্ ॥

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-বাসুদেব-সংজ্ঞকঃ ।

ততো লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমদ্রামানুজ-ভক্তিভঃ ।

ভক্তিযান্ শ্রীশ্রীশ্রী-নিত্যানন্দান্ জগদগুরুন ॥

দেবমীশ্বরশিষ্যঃ শ্রীচৈতন্য-ভক্ত্যামহে ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতঃ জগৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বেদব্যাস, মধ্বা-
চার্য্য, পদ্মনাভ, মহর্ষি, মাধব, অকোভ, জয়তীর্থ,
জ্ঞানসিদ্ধ, দয়ানিধি, বিজ্ঞাননিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম,
পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, বাসুদেব, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র
এবং তদীয় শিষ্য জগদগুরু শ্রীশ্রীশ্রী অষ্টম ও
নিত্যানন্দ (পর্ব্যাক্রমে গুরু ও ভক্তিযানকে—
শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা ইত্যাদি-রূপে) সকলকে আমরা
মাক্রূপে স্তুতি করি । আর, শ্রীমৎ শ্রীশ্রীশ্রী
শিষ্য সেই শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি কৃষ্ণ-প্রেমদানে
সংসারকে ভাঙে করিয়াছেন, তাঁহাকে ভজনা করি ।

অন্তর্ভুক্তঃ ।

মাধ্বী-সম্প্রদায় গুরুপরম্পরামতে ।

প্রণালী পবিত্র গাথা প্রমাণসম্মতে ॥

গাই নিজ-মতিক্রম প্রকাশন লাগি ।

ভক্তভক্তিতাবে মিলে অস্ত্র যোগে ত্যাগি ॥

শ্রীকৃষ্ণ শিষ্য ব্রহ্মা দেবর্ষি তত্ ।

তীর শিষ্য বেদব্যাস কবির উপাশ্র ॥

তীর শিষ্য মধ্ব তত্ পদ্মনাভ তত্ ।

নরহরি মহান্ শ্রীমাধব যীর শিষ্য ॥

তত্ শিষ্য শ্রীঅকোভ জয়তীর্থ তত্ ।

জ্ঞানসিদ্ধ সাধু দয়ানিধি তত্ শিষ্যঃ ॥

বিজ্ঞাননিধি তত্ তত্ রাজেন্দ্র মহান্ ।

তত্ জয়ধর্ম স্নেহ পুরুষোত্তম জ্ঞান ॥

তত্ শিষ্য ব্রহ্মণ্য তত্ বাসুদেব নাম ।

ততো লক্ষ্মীপতি সাধুত্তম অভিরাম ॥

তত্ শ্রীমদ্রামানুজ গুণের সাগর ।

যীর শিষ্য অজাকৃত্য অষ্টম ঈশ্বর ॥

শ্রীমদ্রামানুজ জগদগুরু ভক্ত্যামহ ॥

জীবনিত্যারের হেতু প্রকটস্বরূপ ॥

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ।

যেঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কান্দয়ে ফুকারি ॥

ভক্তিযা শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোমাঞি ।

মো-সতার উপায় বাঁহা বিনে আর নাই

প্রেমতরী দিয়া গেই তাবিল। জগৎ ।

বিচার না কৈলা ভালমন্দ সদসৎ ॥

হুর্লভ রতন বিলাইলা যারে তারে ।

হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে ॥

এ-হেন দয়ার নিধি তাঁরে না ভজিয়া ।

কারে ভজিবে তাই কি ধন লাগিয়া ॥

গৌরাঙ্গ বলিয়া তাই করহ ফুৎকার ।

তৌহ বিনে বিজগতে গতি নাহি আর ॥

জগাই-মাধাই ত্রাণ জগতে অনিয়া ।

কৃষ্ণদাস রহে গেই পথ নিরখিয়া ॥

অথ শ্রী-সম্প্রদায় প্রণালী ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

সম্প্রদায়শিরোমণি সিদ্ধুজা রচো ভক্তিবিতান ।

বিষ্ণুসেন মুনিবর্ষ্য সপুন বটকোপ পুনীতা ।

বোপদেব ভাগবত মুণ্ড ধরো উনব নীতা ॥

মদল মুনি শ্রীনাথ গুণগীতাক পরমধন ।

রামমিশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাধন ॥

যামুন মূনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈ তান ।
সম্প্রদায় শিরোমণি সিদ্ধুজা মূচ্যো ভক্তিবিতান ॥

অন্তর্ভাঃ ।

সিদ্ধুকতা রমাঠাকুরানী মূলাচার্য্য ।
তাঁর কৃপাপাত্র বিধক্সেন মূনিবর্ষ্য ॥
তত শ্রীমান্ ষটকোপ তত বোপদেব ।
মুণ্ড ভাগবত উদ্ধারি যুচাইল কোভ ॥
তত শ্রীল শ্রীনাথ গুণরীকাক তত ।
রামমিশ্র তত শ্রীযামুন মূনিব্রত ॥
তাঁর শিষ্য রামানুজ-ভানু একাশিরা ।
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি-কর দিরা ॥
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার-কারণ ।
বোপদেব গোসাঞির কহি বিবরণ ॥
শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার ।
ভগবৎ-আজ্ঞার ব্রাহ্মণরূপধর ॥
কলিকালে বেদের সমর্থ আচ্ছাদন ।
করি ব্যাখ্যা করে মার্মাবাদার্থ স্থাপন ॥
কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা ।
উপাসনা একাশিলা ত্রিবর্গের সেবা ॥
স্মরণামে কাশীরাজ স্বভাবে অস্মর ।
তারে লওয়াইল তম ধর্ম বামাচার ॥
জীবহিংসা করে বহু ভয়ের স্বভাবে ।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে ॥
দেশদেশান্তরে গ্রন্থ বখা যথা ছিল ।
বলে আনি আনি সব গদ্য ডারিল ॥
ভাগবতহীন দেশ দেখি সাধুগণ ।
কাতরে শ্রীভগবানে কররে শ্রবন ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে ।
হইল আকাশবাণী উপার স্মরণে ॥
যত ভাগবত গ্রন্থ গদ্য ডারিল ।
বতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল ॥
কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া ।
যথা শুক পূর্ববৎ উঠিবে আসিয়া ॥
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে ।
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে ॥
বহু সম্মানিতা স্থানে স্থানে পাঠাইলা ।
মুক্তাকল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা ॥
অতএব ভাগবত-উদ্ধার-কারণ ।
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ ॥

শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মানি ।
টীকা কৈলা ব্রহ্মসূত্রবৎ অর্থ জানি ॥
আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অতীষ্ট ।
যামুন আচার্য্য যেহ মূনিব্রত শিষ্ট ॥
তাঁহার মহিমা-গুণ জগতে প্রসিদ্ধ ।
তাঁর মত সর্বাচার্য্যমতে হয় সিদ্ধ ॥
যামুনানুচর্য্যস্তোত্র বাহার বর্ণন ।
শ্রুতিসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ ॥
সংক্ষেপে 'শ্রী' সম্প্রদায় প্রণালী কহিল ।
পরে রামানুজ হৈতে বহু শ্রোত হৈল ॥
শ্রীল-রামানুজ-স্বামী ভুবনপাবন ।
এবে কিছু গুণ তাঁর করিব বর্ণন ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

সহস্র-আশ্র উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন কিরো ॥

গোপুর হৈব আকৃষ্ট উচ্চর মন্ত্র উচ্চারো ।
স্মৃতে নর পরে জাগি বহুতরি শ্রবণ নি ধারো ॥
তিন নেই গুরুদেব পদ্ধতি তই স্মারী স্মারী ।
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভক্তিবপু মঙ্গলকারী ॥
কৃপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহি বিরো ।
সহস্র-আশ্র উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন কিরো ॥

অন্তর্ভাঃ ।

শ্রীমান্ রামানুজস্বামী শেষ-অবতার ।
কৃপা করি প্রকটিল তারিতে সংসার ॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা-মাত্র সিদ্ধ ।
শ্রামলস্মরণরূপ দেখে বস্ত সাধ্য ॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈরা ।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্ত না চিনিয়া ॥
ভ্রমরে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে ।
বাসনা অবিদ্ধা হৃৎসাগরেতে ভাসে ॥
আজি সর্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া ।
সমুখ হুয়ারে গিয়া হৃৎহস্তে তুলিয়া ॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চৈঃস্বর করি ।
সুকারিয়া কহে তিনবার সর্বোপরি ॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহান্তর জন ।
শিখিলা সে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্ ॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপনে রাখিলা ।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা ॥

তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে ।
 উক্তিনিধি হুল্লভ ব্যাপিনী পৃথিবীতে ॥
 নিত্য হইল লোক তাহার প্রজাবে ।
 অতাপিহ মহাশয়ের যশ গার সতে ॥
 নীলাচল গেলা জগন্নাথ দরশনে ।
 সহস্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতূহল মনে ॥
 দরশন করি মন আনন্দ পাইল ।
 সেবক রত্নরূপের আচার না দেখিল ॥
 অনাচার করি জগন্নাথেরে সেবক ।
 কোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়ল ॥
 নিজশিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি ।
 সেবন করয়ে তবে প্রেমানে ভরি ॥
 স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহি সুখ ।
 পূর্বের সেবক সেবারে পরম উৎসুক ॥
 স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি ।
 পূর্বমত সেবক সেবার স্মৃতি আমি ॥
 তথাচ না বিরমহে সেবানে মগন ।
 প্রভু সনে হঠ করি করয়ে সেবন ॥
 জগন্নাথ প্রিয়তমে কোপ নাহি করে ।
 গুরুদেবে আজ্ঞা দিলা রাখ লৈয়া দূরে ॥
 রাজিয়োগে গুরু সহস্রশিষ্য-সহে ।
 রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্বে যথা রহে ॥
 নিশি অবসানে নিদ্রাতলে উঠি চাহে ।
 কোথা আইলু এ যে দেখি পুরুষোত্তম নহে ॥
 চকিত হইয়া সতে ভাবে মনে মনে ।
 বুঝিলাম ইহা জগন্নাথের গঠন ॥
 ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ ।
 সেই মোর সুখ তাহে নাহি কিছু ছুখ ॥
 শ্রীসম্পদার আচার্য শ্রীরামানুজ স্বামী ।
 প্রতির সঙ্কথা যেন প্রকাশে আপনি ॥
 তাঁর শ্রীচরণপদ্মে শরণ লইল ।
 মো-সবা জীবে বেন উপায় অজিল ॥
 প্রতির কুবাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল ।
 রামানুজস্বামী-বাতে মেঘ উড়াইল ॥
 তবে শুদ্ধভক্তি-রবি উদয় করিয়া ।
 জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া ॥
 সকল প্রসঙ্গ মূল লেখা নাহি ব্যর্থ ।
 যেহেতুক অতিশয় পুস্তক ব্যর্থ ॥
 বখাশক্তি বুদ্ধিসাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব ।
 মূর্খ বলি কখনো দুষ্টা না করিব ॥

অথ শ্রীরামানুজস্বামীর শিষ্য- প্রশিষ্যের প্রণালী ।

শ্রীল রামানুজ-স্বামী বড় কৃপা কৈল ।
 শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে জগৎ তারিলা ।
 তাহার পদ্ধতি শুন পরমমহত্ব ।
 প্রবেশমঙ্গল হয় পরমপবিত্র ॥
 প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য নাম ।
 তাঁর শিষ্য শ্রীরাধবানন্দ গুণধাম ॥
 তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ ।
 কুবনপাবন যেন তত্ত্বপরানন্দ ॥
 অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অধি ।
 তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি ॥
 শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয় ।
 সুখানুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয় ॥
 শ্রীনরহরি শ্রীমান্ পীপা ভবানন্দ ।
 কইদাস আর ধনা-আদি শিষ্যানন্দ ॥
 বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গলরূপ ।
 জীবজ্ঞাপকারণ দ্বিতীয় রামরূপ ॥
 অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক ।
 নিকৃতি পাইলা পাসরিলা ছুঃখশোক ॥
 আর বোগানন্দ গরেশ করমচন্দ্র ।
 অহল পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র ॥
 গারি রামদাস শ্রীরজ গুণাকর ।
 তাঁহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার ॥
 নরহরি শুভরবি উদিত হইয়া ।
 মুদিত ভক্তি পদ্য দিলা প্রকাশিয়া ॥
 ভক্তি অপার সিদ্ধ ছত্তর দুর্গম ।
 তাহাতে রচিত ভেলা করিয়া সুগম ॥
 অনায়াসে পার-তক গমন করিলা ।
 খেলাইয়া বাইচ-সুখ আশ্বাদন কৈলা ॥
 প্রত্যেকে যে ইহা সত্যর গুণেতে বিস্তার ।
 কহিতে নারিল মাত্র কৈল নমস্কার ॥
 শ্রীল রামানুজ স্বামী শিষ্যের সহিতে ।
 কৃষ্ণদাস শরণ লইতে চাহে চিতে ॥

শ্রীনিব্বাদিত্য স্বামীজী ।

নিব্বাদিত্য এক দণ্ডী গুহে নিমগ্নিলা ।
 জব্য আরোহণ পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা ॥

যতি শাস্ত্রবচন পড়িয়া কহে তবে ।
 যাহে ভিক্সা নতীর নিবেধ বিধি যবে ॥
 ইহা শুনি চিন্তি নিষাদিত্য মহাশয় ।
 নিজ ভক্তিবলে সাধু হইলা উদার ॥
 আজিয়ার আহরে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ ।
 উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক ॥
 কৃষ্ণভক্ত অমুরোধে সূর্য্যদেব আসি ।
 প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি ॥
 ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি ।
 সূর্য্য নিঃস্থানে গেলা লইয়া সন্মতি ॥
 তখন প্রহর নির্মাণ প্রতীত হইলা ।
 যতির আশ্চর্য্যবোধ তখন জন্মিলা ॥
 কৃষ্ণভক্ত নিষাদিত্য প্রভাব দেখিয়া ।
 চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া ॥
 সাধুসঙ্গ-মহিমা দেখয়ে অদভূত ।
 কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি জ্ঞানমত ॥
 তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা ।
 করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা ॥

চাতুরাচার্য্য-মহিমা-বর্ণন ।

চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহাস্ত ।
 বেদের স্বরূপ বেদনিধি বিজ্ঞ-অস্ত ॥
 বিচারে পাণ্ডিত্যে যে অধিতীর অপার ।
 কুসিদ্ধান্তবাদি-পরাতবে খড়্গধার ॥
 চারিভক্ত চারি হয়ে দিগ্গজস্বরূপ ।
 ভক্তিতুমি দাবি রহে বিক্রমে অমূল্য ॥
 মহাস্তের শক্তি কাটি খান খান কৈল ।
 শুদ্ধভক্তিমত ব্রহ্মা-অস্ত্র তেরাগিল ॥
 কাটিয়া ছুটে সিদ্ধান্ত বন্দুক খেলিল ।
 সচ্চিৎ-আনন্দরূপ রাজ্য হাত কৈল ॥
 রাজ্য-সুখভোগ করি প্রজা বণাইল ।
 প্রজা সুখী হৈলা নৃপ জয় মানাইল ॥
 প্রেমামৃত-শস্ত্র প্রজা খায় মহানন্দে ।
 নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্দ্বিগ্ন নিঃশঙ্কে ।

শ্রীলালাচার্য্য ।

রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য ।
 তাঁহার চরিত্র কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য ॥

পরম ভক্তিবান্ বৈষ্ণবে পিরীতি ।
 শুকতে একান্ত রতি বাক্যে ত প্রতীতি ॥
 শুক শিখা দিলা বাপু বৈষ্ণবে সেবিবে ।
 বন্ধুবান্ধব শুক বৈষ্ণবে জানিবে ॥
 তুলসীর মালা ভালো তিলক দেখিবে ।
 দোষ গুণ বিচার তাহার না করিবে ॥
 'সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে ।
 তার হিতে রত হবে প্রণয় করিবে ॥
 শুকবাক্যে লালাচার্য্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
 বৈষ্ণবচরণে অসাধারণ মনোমগ্নাস ॥
 দৈবযোগে একদিন নদীর পাথারে ।
 এক শব আসি যার বৈষ্ণব আকারে ॥
 গলার তুলসী মালা তিলক নাসাতে ।
 দেখিয়া শ্রীলালাচার্য্য লাগিলা চিন্তিতে ॥
 এই মোর ভাই হা হা কিরূপে মরিল ।
 ভাসিয়া বাইছে কেহ গতি না করিল ॥
 ইহা কহি উঠাইয়া যরি বক্ষঃস্থলে ।
 কান্দিতে লাগিলা সাধু হইয়া বিকলে ॥
 লোকে বলে লালাচার্য্য কান্দ কি লাগিয়া ।
 হৃদয়ে ধরেছ কোথাকার শব লইয়া ॥
 লালাচার্য্য কহে মোর ভাই মরিয়াছে ।
 নদীতে ভাসিয়া বাইতে পাইলাম কাছে ॥
 লোক সব উপহাস করিয়া চলিলা ॥
 লালাচার্য্য শব লইয়া গৃহেতে আইলা ॥
 বিমান সাজাইয়া বহু বৈষ্ণব আনিলা ।
 নামসংকীর্তন করি দাহ-আদি কৈলা ॥
 মিষ্টান্ন পকায় বহু আয়োজন করি ।
 মহোৎসব করি নিমন্ত্রিলা জনগণী ॥
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আশ্রয় ।
 কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর তর ॥
 কোথাকার মড়া কোন্ জাত তারে আনি ।
 ভাই বলি দাহ আদি করিলা আপনি ॥
 তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর বে সজ্জনে ।
 নিন্দয়ে গ্রামের তত্ত্বলোক জনে জনে ॥
 বৈষ্ণবের গণ কেহ না আইলে তরাসে ।
 কি করিবে দশ ভজ্ঞ-সমাজেতে বৈসে ॥
 বৈষ্ণবের ক্রিমা মুদ্রা অস্ত্রে কি জানিবে ।
 প্রাকৃতের কায় করি লোকে মানে সবে ॥
 অপরাধ কৈল বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিল ।
 নিজঘরে তুলিয়া অনল জেগাইল ॥

কেহ যদি না আইল লাল'চার্য্য-গৃহে ।
 তাহার রক্ত শুন অপক্লপ বাহে ॥
 বিবরণ শুকহানে বাইরা ক'হল ।
 তেঁহ কহে হরিজ যে রত্ন হারাইল ॥
 বুঝিতে নারিল লোক ইহার মহিমা ।
 চিন্তা নাই কৃষ্ণসু করিবেন সীমা ॥
 লাল'চার্য্য ঘরে আসি দেখে অদ্ভুত ।
 বৈষ্ণব আসিতে তেজঃপুঞ্জ যুগে যুগে ॥
 আকাশে বিমান শত শত আইসে যার ।
 বৈকুণ্ঠের পারিষদগণ আসি খার ॥
 কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেবে ।
 কত আইসে যার খার নাহি হয় দিশে ॥
 মহামহোৎসব করি সবে যবে গেলা ।
 ভদ্র অভিমানী লোক অদ্ভুত দেখিলা ॥
 আকাশে দেখে স্বর্গ রথ আইসে যার ।
 চমকিয়া সব লোক আচার্য্যের পার ॥
 বাইরা চরণে পড়ি শুবন করয় ।
 অপরাধ যো সত্যার কম মহাশয় ॥
 তেঁহ কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই ।
 বৈষ্ণব উচ্ছিন্ন খাণ যাইবে বালাই ॥
 বৈষ্ণব চরণরাজ করহ বন্দন ।
 বাইবে যতক ছুখ পাইবে মোচন ॥
 এত শুনি বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল ।
 দুই হস্তে খার আর মাথিতে লাগিল ॥
 তৎকণাৎ অভিমান দস্ত দূরে গেলা ।
 আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা ॥
 ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈল ।
 জগতে অমৃত-কল আবাদন কৈল ॥
 সাধুসকল ভুবি ভরিয়া ফলিল ।
 কৃষ্ণদাস অস্তাগার ভাগ্যে না মিলিল ॥

ই তে শ্রীভক্তমালা চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্যগণ বর্ণনঃ
 দশম মালা ॥১০॥

একাদশ মালা ।

—•—

শ্রীগুরুভক্ত-আদিভক্ত-গোবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
 শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দ্বাস-বঘুনাথ ॥

আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব ।

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে ।
 তার মধ্যে এক গুরুভক্ত দৃঢ়তরে ॥
 কোন কার্য্যান্তরে গুরু গ্রামান্তরে বাইতে ।
 সেই শিষ্য সজ লৈল সেবা অমুগতে ॥
 গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাও ॥
 শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ ॥
 শ্রীচরণ সেবা মোর একান্ত নিরম ।
 কেমনে রহিব তাতে করিয়া বিরাম ॥
 তেঁহ কহে যুনি অল্পদিনেতে আসিব ।
 গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবেতে সেব ॥
 ইহাতে হইবে তব গুরুব সেবন ।
 তাহাতে অকথা নাহি কহিছ প্রথান ॥
 ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল ।
 গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিখ্যাস হইল ॥
 গঙ্গার সেবার তবে নিযুক্ত হইল ।
 নানাবৃত্ত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল ॥
 জলে পাদস্পর্শ কতু ভ্রমে নাহি করে ।
 বিনে পান অস্ত্র ক্রিয়া করে কুপনীরে ॥
 তা দেখিয়া অস্ত্র যে বৈষ্ণব তথাকার ।
 ঈর্ষ্য করি কহে এ কি আবার তোমার ॥
 দ্বান নাহি করে গঙ্গাজলে নাহি নাবো ।
 যত লোক করে তারা নরকে কি বাবো ॥
 ইহা কহি কেহ ভৎসে কেহ উপহাসে ।
 তেঁহ তাহা নাহি শুনে গুরু-আজ্ঞাবশে ॥
 কথোক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে ।
 অস্ত্র অস্ত্র শুকহানে কহে কথা ক্রমে ॥
 ক্রিষ্টো গঙ্গানান আদি পাদস্পর্শডরে ।
 এবং অস্ত্র ক্রিয়া-আদি কিছুই না করে ॥

নিদায়ে কহিলেন কিছু গুরু মনে ।
 সন্তাই হইয়া বাহে কিছুই না ভনে ॥
 সর্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা ।
 এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গদা কৃপা কৈলা ॥
 আর ঐহারা ইহ মর্থ না জানিলা ।
 ঈর্ষা করি নিম্নে কিছু দিব জানাইলা ॥
 এত ভাবি গুরু সর্বশিষ্য সমিভ্যারে ।
 গদাঘ্রানে গেলা কিছু গুঢ়ার্থ অন্তরে ॥
 শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে ।
 গুরু শ্রবণ করে নাহি কণ্ঠ-মগ্ন নীরে ॥
 গদাসেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু ।
 গামছা আনহ বাপু কহে বৃহ বৃহ ॥
 তাহা শুনি চিন্তাকুলি ইতি-উধি চার ।
 পাদস্পর্শ কিল্পেতে করিব গদার ॥
 বিশেষতঃ গুরু-আজ্ঞা লভিব কেমনে ।
 সন্তাই পড়িলা সাধু ইৎকণ্ঠিত মনে ॥
 গুরু-আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল ।
 জলে পাদ অর্পিতই কোতুক হইল ॥
 গুরু-গদা-কৃপাবলে দেখে চমৎকার ।
 কমল প্রকাশে গদা দেয় পাদভার ॥
 যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয় ।
 সেইখানে পদতলে কমল ফুটয় ॥
 প্রতি পাদ পদোপরি ধরিয়া চলিলা ।
 গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইলা ॥
 জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর ।
 বৈষ্ণবমণ্ডলা দেখে থাকিরা অদূর ॥
 দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী ।
 এ কি অদভূত এই সাধু কে না জানি ॥
 ঐহার চরণে কত কৈল অপরাধ ।
 নিম্নিহু বিজ্ঞপ কৈল করিহু বিবাদ ॥
 ঐহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয় ।
 তাহার প্রমাণ এবে দেখিহু নিশ্চয় ॥
 এত কহি তাঁহার চরণ সবে ধরে ।
 অপরাধ ক্ষেমাইতে জ্ঞতি নতি করে ।
 সাধুর স্বভাব তেঁহ কুণ্ঠিত হইয়া ॥
 করবোদ্ধ করে অতি বিনয় করিয়া ॥
 গুরু অঙ্গযোগ কৈল সবে শিষ্যগণে ।
 বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে ॥
 উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অভ্যাসি ।
 আপনায় শ্রেষ্ঠ মান শুণ দোষ নাপি ॥

সেই সাধুগণ শ্রীচরণধূলিকণ ।
 মন্তকে ধারণ করি করিরা বস্ত্র

শ্রীরঙ্গ বণিক ।

জোগা নামে গ্রামে স্থিতি সরাপি ব্যবসা ।
 জাত্যাংশে বণিক শ্রীরঙ্গ মহাযশা ॥
 তার এক ভ্রাতা নিজ কর্মের প্রতিবে ।
 মরিয়া হইলা দূত কৃতান্ত অভিকে ॥
 প্রেতাকার রূপ জীবৈ কন্দ অল্পবাই ।
 দেহপাত করাইয়া আকর্ষে সদাই ॥
 শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কুণ্ঠি করিলা ।
 পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলা ॥
 বালকো ব কহে মোব মূর্খির উপায় ।
 করহ নতুবা মুণ্ডি মারিব তোমার ॥
 বালক কিছু না কহে বুঝতে না পারে ।
 এক দিন চক্ষু দে খলা স্থানান্তরে ॥
 বলদ-বাহকগণ দ্রব্য লইয়া যায় ।
 সেই দূত এক বুঝে করিল আশ্রয় ॥
 অনেক-বাহক-মধ্য এক কক্ষকলে ।
 শূণ্য উৎপাটন করি মারে বক্ষঃস্থলে ॥
 মরিলা বাহক বমাগরে লৈয়া গেণা ।
 বালক চাক্ষু দেখি কম্পিত হইলা ॥
 হরির ভজন নাহি করে যেই জনে ।
 অই গতি হয় তার জনমে জনমে ॥
 একনি দূত আসি পুন কহে তাহে ।
 তোমার পিতারে কহি মুক্ত কর মোবে ॥
 নতুবা তোমায়ে আজি মারিব পরাণে ।
 ভয়েতে কম্পিত শিশু কহ নির জনে ॥
 আত্মোপাস্ত বিবরণ সকল কহিল ।
 ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল ॥
 মাতা কহে সত্য হবে এ কথা প্রমাণ ।
 পুত্রের আকার ক্ষীণ দেখি আনচান ॥
 ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিলা ।
 তার মধ্যে কোন শিষ্ট উপায় স্থজিলা ॥
 মাতাকে কহে তুমি চিন্তা নাহি কর ।
 কোন বিষ নাহি হবে মোর কথা ধর ॥
 শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহাস্ত ।
 তাহার চরণাস্তে বিদ্র হইত শান্ত ॥

বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন ।
 অতএব বিষ্ণু নামে মননকারণ ॥
 প্রেত মুক্তহেতু নিজ করে বিড়ম্বন ।
 তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন ॥
 শ্রীরঙ্গের পাদোদক লইয়া শয্যায় ।
 শুইয়া থাকুক শিশু সতর্ক হৃদয় ॥
 বধন আসিবে প্রেত বিষ করিবারে ।
 পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে ॥
 পাদোদক-স্পর্শে প্রেত মুক্তি হইবে ।
 ছই কার্য সিদ্ধ হবে সদর্থ মিলিবে ॥
 তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল ।
 সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল ॥
 সেইমত আচরণে পাদোদক লৈয়া ।
 মুক্ত হৈল প্রেত, শিশু রহিল বাঁচিয়া ॥
 অতএব বৈষ্ণবচরণামৃত মহা ।
 মহিমা যে চমৎকার নাহি বার কহা ॥
 মুক্তির ক। কথা কৃষ্ণ-প্রেম উপজয় ।
 যার বিশ্ব পানমাত্রে বেদে কুকারয় ॥
 বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ দেব ভাগবতোত্তম ।
 তাহাতে আশ্চর্য্য কত অতি সে সুগম ॥
 বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল ।
 কৃষ্ণদাস ইহা শুনি ভরসা বান্ধিল ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু ।

কলিযুগে কৃষ্ণদাস নির্দেহ-অবধি ।
 পদ্মপান কৈলা অন্ন ভেজি নিরবধি ॥
 যার শিরে হাত দিয়া আশীর্বাদ করে ।
 কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সেই বিষ বার দূরে ॥
 জীবন-মুক্তি হয় হয় সর্বসিদ্ধ ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ তপ ব্রহ্ম ॥
 কৃষ্ণদাস মহামুনি অগতে বিখ্যাত ।
 তেজঃপূর্ণ উর্দ্ধরেতা ভজনে উন্নত ॥
 বক্তব্য ভকত যদি পরম নির্মল ।
 তাহা প্রকাশক দিবাকর সুশীতল ॥
 বড় বড় দেশপতি কুলক রাজন ।
 পর্বত কন্দরে তারে দিলা দরশন ॥
 বড় কৃপা কৈলা তারে ভক্তিশক্তি দিলা ।
 মহাতত্ত্ব হৈলা হরিসেবার মাতিলা ॥

একদিন কৃষ্ণ-লাগি জিলেপি আশ্রিতে ।
 নিজ শিশু একখানি নিল তাহা হৈতে ॥
 কৃষ্ণ-হেতু রাজার মনোজ্ঞ খাতি বঁধ ।
 অগ্রভাগ নিল বলি হইলা অসুস্থ ॥
 পুত্রের মন্তকচ্ছেদে উত্তোপ হইল ।
 সাধু দয়া করি তারে আপনি বাঁচিলা ॥
 রাজার তনয় বড় ভক্তিমান হয় ।
 তাহার সদ্গুণ বড় সর্বলোকে গায় ॥
 বৈষ্ণবের সেবা তার অপূর্বকথন ।
 ভেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন ।
 বৈষ্ণবের শ্রীগণের গরত দেখিরা ।
 গর্তের বালকে ভ্রুতি করয়ে আর্জ হৈরা ॥
 এই গর্তে সন্তান যে মহাপূজ্যতর ।
 কৃষ্ণের ভকত হবে ভুবন-পাবন ॥
 শ্রীগণের পূজন-সম্মান বহু করে ।
 বৈষ্ণবী বৈষ্ণব-শ্রী বৈষ্ণব উদরে ।
 অতএব তাঁহার মহিমা সুবিমল ।
 ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণ-জল ॥
 লালসা করহ তাঁর পদরজকণ ।
 বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন ॥

শ্রীকীলহজী ।

শ্রীমান্ কীলহঁ আর অগর ছই তাই ।
 মহা অমৃতব পৃথিবীর রস ছই ॥
 শ্রীমন্মধুরামণ্ডলে সদা বাস ।
 মানসিংহ রাজা আইলা করিতে সন্তান ॥
 কীলহজীর নিকটে রাজা প্রণত কঙ্কর ।
 পুছয়ে স্মৃতিষ্ট বাক্যে নিজ-ইষ্টকর ॥
 হেনকালে কীলহজী উঠিরা হস্ত তুলি ।
 উর্দ্ধমুখ হইয়া কহরে তালি তালি ॥
 রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈলা ।
 সাধুহানে পুনঃপুনঃ পুছিতে লাগিলা ॥
 রাজার আগ্রহে সাধু কহে বিবরিয়া ।
 মোর পিতা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়া ॥
 ভক্তরাটদেশে থাকি কৃষ্ণের ভূষিলা ।
 অল্প দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা ॥
 রতন-বিমানে অলৌকিক রূপ ধরি ।
 গেলা মোরে কহিলা স্কন্ধরসান করি ॥

যুক্তি উঠি সমাপরে সম্মান করিল ।
রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল ॥
মাস দিন বার তিথি লিপি করি তথা ।
পাঠাইলা গুজরাট সাধু ভিলা যথা ॥
তত্ত্ব আনিলা সুধেকর প্রাপ্তিকথা ।
সেই দিন বার মিলে নহিল অকথা ॥
আর তন সাধু শ্রীকীলহজীর চরিত্র ।
কালের অধীন নহে মহিমা পবিত্র ॥
হরিপূজাভেতুক পেটারি হৈতে কুল ।
লইতে তাহাতে ছিলা কাল তীক্ষ্ণ ব্যান ॥
অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ ।
মহাশয় মুহু হাসি পাইলা সন্তোষ ॥
সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্যকথন ।
কোপে সুখ জন্মে করিবারে আক্রমণ ॥
এ কারণ পুনঃ পুন সর্পে সুখ দিতে ।
অঙ্গুলি কাটার মহাশয় হৃষীকিতে ॥
বিষ নাহি চড়ে ইন্তে ক্ষত নাহি হয় ।
সংসারগঙ্গা ধীরে দেখিয়া পলায় ॥
তীর পদধূনিমগ্নোবধি যদি পাই ।
তবে এই ভব-বিষ-জাগাতে এড়াই ॥

শ্রীঅগ্রদাসজ্ঞা ।

শ্রীল-অগ্রদাস সদা হরিসেবামত ।
তৈলধারা জার এক কণ নহে ব্যর্থ ॥
সদাচার সাধুসংগে যথা অমুকুল ।
পরিপূর্ণ তাহে যাহে হরিতত্ত্ব মূল ॥
সিদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রস বহে ।
নির্মল রসনা সদা রাম রাম কহে ॥
নরানে বহ্নে ধারা বরষার নীর ।
নির্দোষ সুধারা শুদ্ধভক্তিমতে ধীর ॥
মহারাজ মানসিংহ দর্শনে আইলা ।
ভূতাপণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি ছাইলা ॥
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পত্র-আদি ।
ঝাড়ু দিয়া টুকরি তরিয়া স্থান শুধি ॥
দূর গর্ভে ফেলার লইয়া নিজমনে ।
নিরপেক্ষ সাধু নাহি চাহে রাজা পানে ॥
রাজার যে আগমনে সুখ নাহি পাইলা ।
দূরে দুকতলে বাই বসিয়া রহিলা ॥

রাজার সাহস নহে নিকট বাইতে ।
হেনকালে শ্রীনাভাজী আইলা ॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি স-অঙ্গ নরানে ॥
বোড়করে দণ্ডাইয়া রহে গুরুদানে ॥
রাজা কিছু দূরে একা বাই ভূমে পড়ি ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম শুব করে কর বোড়ি ॥
অধিভক্তি করি ছই এক বাক্যদ্বারে ।
সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজঘরে ॥
নিরপেক্ষস্বভাব সাধুর গুণ দেখ ।
রাজ-অহুরোধে আশামাত্রাতে নাহিক ॥
তাহার চরণে কোটি কোটি পরণাম ।
হরির ভজন বিহু নাহি অঙ্গ কাম ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ।

কলিযুগে ধর্মপাল শঙ্কর-আচার্য্য ।
অজ্ঞ অনৌষধবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য ॥
উৎকল্লা কৃতার্কিক যে জন পাবণ্ড ।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনার গর্ব্ব কৈলা খণ্ড ॥
বিমুখ সুমুখ কৈলা সংমার্গে আনিয়া ।
সদাচার প্রকাশিলা শক্তি সকারিয়া ॥
ঈশ্বরংশ শ্রীশঙ্কর ভূবি অবতারি ।
হিত আর অহিত লুকিল। বেচ্ছা করি ।
তাহার বিশেষ কিছু কহি তন সবে ।
শ্রীল-রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-মতভাবে ॥
সর্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীল-সনাতন ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকীট-আদি যে কৈলা বাধান ॥
সকল আচার্য্যমত ঐক্যাক্যমতে ।
সিদ্ধান্ত কহিলা সতে শাস্ত্র-অভিমতে ॥
শ্রীশঙ্কর শ্রীমদ-ভগবত-আজ্ঞাতে ।
বিরুদ্ধ শাস্ত্রম সৃষ্টি কৈলা নানামতে ॥
শঙ্কর-আচার্য্য নাম বিপ্ররূপ ধরি ।
বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভক্তি করি ॥
ঋতীর তাৎপর্য্য অর্থ ভগবান্ শ্রায় ।
প্রাপ্তোপার ভক্তিজ্ঞানপদার্থ উত্তয় ॥
জীব নিত্যদাস হরে তটস্থ-শক্তি ।
আপনা স্বরূপজ্ঞানে পাওয়ার মুক্তি ॥
ইহা মুখ্য অর্থ ভেজি গোণার্থ স্থাপিলা ।
লক্ষণা করিয়া নিরাকারবাদ কৈলা ॥

শ্রীবিষ্ণু অনন্তর নবর কহিয়া ।
 কথোক্তাঙ্গী জীব তারে পঙ্কেতে পুতিয়া ॥
 কথোক্তবোধির ভক্ত তাহা আচ্ছাদিয়া ।
 শুদ্ধজ্ঞান তমকূপে দিলা ফেলাইয়া ॥
 আর আর নানা মতে লোক বিভ্রমিলা ।
 তাহার প্রমাণ পদ্যপুরাণে কহিলা ॥
 আচার্য্য উত্তমপণে বিচার করিলা ।
 প্রমাণ-প্ররোপ দিয়া ক্রমত স্থাপিলা ॥
 ভক্তিমার্গে সব লোক মুক্ত হইয়া যায় ।
 ভগবানের সৃষ্টিলীলাখেলা নাহি হয় ॥
 এ কারণ হেনমতে লোকে বিভ্রময় ।
 ইন্দ্র করিলে জীবের সাধ্য কি আছয় ॥
 কিন্তু হরিভক্ত কেহ ভুলাইতে নারে ।
 যারাবাদে কি করিবে অরুণ পরিহরে ॥
 বিষ্ণু-অনিভ্যক্তান পথে যেই যায় ।
 সেহ মুক্ত অধম নরকভাগী হয় ॥
 সভামধ্যে বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া ।
 বাহির করিয়া দিব ভিরঙ্কার করিয়া ॥
 জ্ঞান-আদি করি বিস্ময়ন করিব ।
 পুন তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব ॥
 ইহার প্রমাণ ঘটনান্তরে আছয় ।
 না করিলে ইহা সেই প্রত্যাবারী হয় ॥
 নির্ভেদ ব্রহ্মসুখান জ্ঞান যেহ ।
 হরিভক্তি-মিষ্ট বিনে সিদ্ধ মহে সেহ ॥
 বুঝা পরিশ্রম হয় অর্থ না মিলয় ।
 শ্রুতের আশায় বেন আগড়া কুটর ॥

শ্রীভাগবতে দশমে—

স্নেহঃসৃতিং ভক্তিমুদ্রা তে বিভো,
 ক্রিষ্ণতি যে কেবলবোধনকরে ।
 তেহামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
 নাজনযথা স্থলভূবাবধাতিনাস্ ॥

হে বিভো ! আপনার ভক্তিমার্গে কল্যাণশ্রোত
 প্রবাহিত, (ভৎসনপরিভাষে) কেবল জ্ঞানগাভার
 স্নেহ ক্লেশই পাইয়া থাকে । তাহার যে কষ্টস্বীকার
 করে, তাহা স্থলভূবাবধাতিগণের ক্লেশের ভার ।

তাহার ভাৎসর্গ্য কল নির্মাণমুক্তি ।
 অপরাধী জনে হয়ে বিনা শুদ্ধভক্তি ॥
 ভক্তিরস-সুধসুধা আশ্বাদ না জানি ।
 কাকে বেমু মিথকল-খার সুধ মানি ॥

ভকতে ভকতি বিহু চতুর্কর্গকল ।
 দুঃপাত না করে যেন প্রণালীর জল ॥
 প্রত্যেকে দেখে আর ভক্তিগণ কহে ।
 হরিভক্তি মুক্তিচতুটর নাহি চাহে ॥
 অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া ।
 মুক্তি চাহে তবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া ॥
 ভক্তগন বিদ্রের মস্তকে দিয়া পাদ ।
 প্রেম বে পরমস্বাদু কররে আশ্বাদ ॥
 সহস্র করিলে ইহা মুক্ত নাহি বুঝে ।
 উট যেন সাক্ষিকটা খাইবারে সুখে ॥
 অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিভ্রমিলা ।
 অরুণ হরিভক্তিরসে মগন হইলা ॥
 পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমতে মগনে ।
 শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে ॥
 মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলারস-আশ্বাদনে ।
 কিন্তু নাহি জানে আদিরস-প্রকরণে ॥
 বিরক্ত হইয়া স্রোতস না বুঝায় ।
 রস জানিবারে প্রবেশয় পরকার ॥
 কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল ।
 শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল ॥
 শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ ।
 রাজ-মৃত্যুদেহে মুক্তি প্রবেশ করহ ॥
 রাণীগণগণে রসবিহার করিয়া ।
 জানিব রসের রীত স্বতঃ আশ্বাদিয়া ॥
 রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে ।
 রাধাকৃষ্ণরসভক্ত জানিব আদরে ॥
 মোহমুদগর নামে বৈরাগী প্রধান ।
 গোলোক রচনা করি দিলা শিষ্যস্থান ॥
 যদি মুক্তি রাজ্যস্থখে হই মুক্তাশয় ।
 এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমার ॥
 মোর এই দেহ কেহ নষ্ট করিবারে ।
 যদি চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে ॥
 এত কহি রাজ-মৃত্যুদেহে বাই পৈশে ।
 মরিয়া বাঁচিল রাজা সবে কহে হর্ষে ॥
 রাজরূপে কথোদ্ভিন রাণীগণ মনে ।
 নানারস বিলাসন বিশেষ কারণে ॥
 বড় রাণী সূচতুরা বুঝিলা অন্তরে ।
 এ তো কহু রাজা নহে স্বভাববিচারে ॥
 মরিয়া বাঁচয়ে এ তো না হয় সম্ভবে ।
 মুক্তি কোন সিদ্ধ প্রকাশিলা এই শ্রমে ॥

ইহা অহুমান করি গোপনীয়মতে ।
 নিজলোকে কহে রাণী প্রফুল্লিত-চিত্তে ॥
 এই সহরেতে যথা থাকে মৃত্যুদেহ ।
 শীঘ্র বাই সেই সব অ'লাইয়া দেহ ॥
 এত শুনি ভৃত্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে ॥
 দেখে এক গৃহে এক শব বস্ত্রাবৃতে ॥
 বিগ্নগণে রক্ষা করে দেখি ভৃত্যগণ ।
 দাহ করিবারে সবে করে আকর্ষণ ॥
 ভাবিত হইয়া আস্তে আস্তে শিষ্যগণ ।
 উর্দ্ধ্বাসে যায় যথা রাজার সদন ॥
 বৃত্তান্ত বিস্তার'করি প্রকাশ করিয়া ।
 উঠেঃঃ করে কহি বিগ্ন অস্তঃপুরে গিয়া ॥
 রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ ।
 ব্যস্তসমস্ত হৈয়া চাড়ে সেই তন ॥
 চক্ষুর নিমিষে সাধু পূর্ব-নিজদেহে ।
 প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যগণ সহে ॥
 আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত ।
 মানসিংহ রাজার করিলা যথা হিত ॥
 অদ্বৈত মারাবাদী সেই সেবরা-আখ্যান ।
 ভক্তিমার্গে রাজে মোহ জন্মাবার কারণ ॥
 রাজার নিকটে আসি নিজ মত কহে ।
 আপন মহিমা সিদ্ধি-আদি প্রকাশয়ে ॥
 অদ্বৈতবাদ ভক্তি প্রতি অকুশল পথ ।
 রাজারে লগ্ন্যয় চালাইতে নিজ মত ॥
 হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্কর আচার্য্য ।
 মহাশূর পণ্ডিত গভীর সর্ব আৰ্য্য ॥
 রাজা বহুমান করি উঠে বসাইলা ।
 সেবরা দেখিয়া চিত্তে কুণ্ঠিত হইলা ॥
 অট্টালিকাছাদোপরি বসি রাজা সহ ।
 বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ ॥
 সেবরা কোপেতে এক মারা সৃষ্টি করি
 রাজারে মারিতে চাহে অভিচারকরি ॥
 দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উখলি ।
 অতিবেগবান্ জলতরঙ্গ উছলি ॥
 ডুবাঁইয়া লোকালয় গ্রামাদি চত্বর ।
 অট্টালিকা-উপর আইলা ভয়ঙ্কর ॥
 সেই জলে এক তরি তাসিয়া আইলা ।
 সেবরা রাজারে তাহে চড়িতে কহিলা ॥
 তরেতে কল্পিত রাজা চড়িবারে ধার ।
 আচার্য্য সুবিজ্ঞ হার্ড ধরিয়া রাখয় ॥

কৃত্রিম নৌকা হই এই মারামর জল ।
 নাহি চড় মহারা'জ না হও চকল ॥
 অ'রমধ্যে সেবরার গণেরে চড়াও ।
 এখনি বুঝিবে তত্ত্ব নাহিক ভরাও ॥
 এত শুনি সেবরাগণেরে ধরি ধরি ।
 নৌকার চড়'য় তা সত্যারে দ্রুত করি ॥
 নৌকা তো যথার্থ নহে মারা মাত্র হই ।
 চড়াইতে উচ্চ হৈতে তলাতে পড়য় ॥
 উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে ।
 রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে ॥
 আচার্য্যের উপদেশে রাজা তত্ত্ব জানি ।
 বৈষ্ণব করিলা সর্ব-রাজ্যের পরানী ॥
 আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্বলোক নিস্তারিল ।
 বিমুখ যতোক ছিল সুমুখ হইল ॥
 তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন ।
 ভক্ত্যমৃত-পরিবেষে মোরে না এড়ান ॥

শ্রীবামদেবজী ।

বামদেব নাম সাধু ছিপি-কর্ম করি ।
 কালজুহান করে কৃষ্ণে মত ধরি ॥
 বাল্যেতে বিধবা একে কন্ডামুখ চাই ।
 অন্তরে সুখ ত কিছু মনে উপচাই ॥
 শ্রীবিগ্রহ সেবা পরিচর্যা করিবারে ।
 নিরোজিল ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে ॥
 সেবা-পরিচর্যা-আদি করিতে করিতে ।
 কুপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে ॥
 অন্নবুজি-মুদ্রা কন্ডা দেখিয়া অন্তরে ।
 মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবারে ॥
 প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বর দিলা ।
 বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিনী হইলা ॥
 বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাশি ।
 বামদেব লজ্জার না মুখে সরে বাণী ॥
 বহু খেদাধিতা হৈয়া ঠাকুরের স্থানে ।
 করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে ॥
 নিজাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে ।
 তব কন্ডা তুষ্ট নহে লজ্জা নাহি পাবে ॥
 মোর বরে তোমার কন্ডার হইল গর্ভ ।
 মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব্ব ॥

কালেতে কস্তুর গর্ভে পুত্র জনমিল ।
 নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥
 বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণাবেশ হৈল ।
 প্রেমানন্দরসমালা গলার পড়িল ॥
 অস্তিত্ব বালক অস্ত বাল্যচেষ্টা করে ।
 নামদেব কৃষ্ণসেবা ক্রীড়ার বিহরে ॥
 মাতামহ-স্থানে পুনঃ পুন কান্দে 'কহে ।
 মুক্তি কৃষ্ণ সেবিত নিযুক্ত কর মোহে ॥
 বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও ।
 বড় হৈলে করিহ এখন যোগ্য নও ॥
 একদিন বামদেব কোন কার্য স্তরে ।
 প্রায়ান্তরে গেলা কহি শিশু দৌহিত্রেরে ॥
 দুই তিন দিন মুক্তি পশ্চাতে আসিবে ।
 ঠাকুরের সেবা পূজা দুই খাওয়াইবে ॥
 শিশু আনন্দিত মনে সদাচার হইয়া ।
 পূজা করে দুই সের দুই আনাইয়া ॥
 নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা ।
 নিজদেহ পাসরিলা হৈয়া অন্তর্মনা ॥
 মাতা কহে বাপু দুই হইল উতরে ।
 শিশু কহে এত শীঘ্র আউটে কি করে ॥
 মিছরি ওঁড় দিয়া পবিত্র পাত্রেতে ।
 কুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরেরে খাওয়াতে ॥
 সম্মুখে রাখিয়া কহে দুই খাও হরি ।
 শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি ॥
 নতুবা তুলিয়া মুক্তি ধরি শ্রীবদনে ।
 মুহু হস্ত করো দুই নাহি খাও কেনে ॥
 বুঝি মুক্তি হেথায় থাকিতে না খাইবে ।
 এত কহি উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভাবে ॥
 আমার সম্মুখে নাহি খাইলা মাধব ।
 মোর সনে পরিচর নাহি এই ভাব ॥
 এতক্ষণে বুঝি খাইলা উঁকি মারে ঘারে ।
 দেখে নাহি খান মনে হইল ফাঁকরে ॥
 বুঝিকিছু বিয় আছে দুইয়ের মধ্যেতে ।
 এত চিন্তি অস্ত দুই আনে খাওয়াইতে ॥
 হঠ করি একান্ত খাইতে পুনঃ পুন ।
 কহরে না খাও কেনে করি প্রাপণ ॥
 দাদার নিকটে খাও মুক্তি হৈছে দ্বী ।
 মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসি ॥
 নতুবা খাইব বিয় গলে ছুরি দিব ।
 প্রাণিত্যাগ আপ জি তোমায়ে লাগিব ॥

এত কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে ।
 মারিতেই হরি রাম হস্তেতে ধরয়ে ॥
 নক্ষিণ হস্তেতে দুইপাশ্র উঠাইয়া ।
 বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া ॥
 নামদেব মহানন্দ লাগরে ভাসিল ।
 অবশিষ্ট কিছু দাদার লাগিয়া রাখিল ॥
 এইমত দুই তিন দিন নামদেবে ।
 করয়ে হ রস সেবা মনে উৎসবে ॥
 দুই তিন দিন বাদে বামদেব আসি ।
 পুঙ্খিল সেবার বার্তা দৌহিত্রেরে সস্তাষি ॥
 নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া ।
 প্রণাম রাখাছি ধরা তোমার লাগিয়া ॥
 পাত্রেতে কিঞ্চিৎ দুই দেখি বামদেব ।
 তুমি দুই খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ ॥
 বালক কহরে দাদা তোমার শপথ ।
 ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ ॥
 চমকিত হইয়া যে কহরে বালকে ।
 কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে ।
 বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইরে ।
 ভোজন করয়ে কোথা কছু না দেখিরে ॥
 শিশু কহে হেন কেন কহ অসুচিত ।
 আমার সাক্ষাতে তুলি খান নিত নিত ॥
 প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি ।
 মরিব কহিছ মুক্তি লইয়া কাটারি ॥
 তবে মোর হাত ধরি হাসিতে হাসিতে ।
 দুই পান কৈল মোর আনন্দিত চিতে ॥
 বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার ।
 শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর ॥
 পরদিন শিশু দুই ঠাকুরের আগে ।
 রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব-লগে ॥
 দাদা কহে তুমি খাইলি ঠাকুর না খান ।
 দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘূচয় ॥
 না খাইলা যদি পুন মরিবারে চাহে ।
 কান্দরে বালক হনয়নে ধারা বহে ॥
 আন্তব্যস্তে ঠাকুর দুইয়ের পাশ্র লৈয়া ।
 খাইতে লাগিলা পুন হাসিয়া হাসিয়া ॥
 দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল ।
 নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল ॥
 দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি ।
 নতি ভক্তি কৈলা বহু আপনা থিকারি ॥

আর কিছু শুন নামদেবের কথন ।
 সুপবিত্র গাথা হয় তুবনপাবন ॥
 ক্রমেতে বর্ষা ঋতু বেন চন্দ্রকলা ।
 অলৌকিক প্রকটন করে নানা লীলা ॥
 পরম্পরা স্বেচ্ছরাজ্য পাংশাহ শুনিঞা ।
 তলব করিগা নামদেবে গেলা লঞা ॥
 রাজা কহে তোমার জহর লোকে কহে ।
 কেরামত কিছু আজি দেখাইবে মোহে ॥
 নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত ।
 তবে কেন ছিপিবৃত্তে কার দিনপাত ॥
 যত্ন কৈলা রাজা বহু বর্গ না মানিলা ।
 বন্দিন্যনার তবে করেন রাখিলা ॥
 দুই চারি দিনে পুনর্বার রাজা কহে ।
 তখাচর আর মতে সাধু বর্গ নহে ॥
 কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা-প্রকাশ ।
 কদাচ না করে যাত্র দৈবময় ভাষ ॥
 দৈবাৎ সেখানে এক মৃতক বাছুরে ।
 দেখিয়া কহেন রাজা পুন সাধুববে ॥
 গরু তোমার পূজ্য হয় শাস্ত্র অমূল্যতরে ।
 এই গাবি বৎস লাগি কান্দিয়া ফুকারে ॥
 ত্রাপিত হৈচার দুঃখ মোচন করহ ।
 এ গাবীর মৃত বৎস বাঁচাইয়া দেহ ॥
 ইহা শুনি নামদেব হুড়ি দিয়া কহে ।
 উঠ বৎস মাতা তব কান্দারে বিরহে ॥
 কথা-মাত্র বাছুর উঠিয়া ছুট খায় ।
 রাজা চমকিত চিত্তে অনিযথে চায় ॥
 স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে ।
 কিছু কার্য নাহি মোর নামদেব কহে ॥
 রাজা কহে অপরাধ মার্জনা করিবে ।
 প্রভুস্থানে হৈতে মোরে সম্ভাবিয়া লবে ॥
 হেনকালে বহুমূল্য পালক বিছানা ।
 রাজাহানে লইয়া আইল কোন জনা ॥
 বহুমূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন ।
 নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন ॥
 অনেক বতনে তাঁর সম্ভতি করিয়া ।
 দিলা লোক সব বহিয়া বাইতে লইয়া ॥
 তেঁহ কহে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে ।
 মুক্তি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে ॥
 ইহা কহি মাথায় উঠাইয়া দৈবায় যার ।
 কিবা করে কোথা যার রাজ্যের সংশয় ॥

ইসারা করিয়া লোক পাঠার পশ্চাতে ।
 দেখে কতদূরে এক বিস্তার নদীতে ॥
 ঠান যারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে ।
 লোক আস শীঘ্রগতি কহরে রাজারে ॥
 পুন নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা ।
 কোতুকে মিনতি কার কহরে লাগিল ॥
 হেন বহুমূল্য দ্রব্য নদীতে ডাকিলে
 তেঁহ কহে 'কবা দ্রব্য কিবা তার ফল ॥
 প্রয়োজন থাকে চ... ঠ...
 রাজা সাজ লোক... কৌতুক করিয়া ॥
 সেই খাট শুক... সেই আবরণ ।
 জলে হৈতে তুলি দিয়া কারলা গমন ॥
 লবে চমকিত হৈল না সররে বাণী ।
 আর কিছু শুন তাঁর অপূর্ণ কাহিনী ॥
 গ্রামে এক বণিক তুলনান কর্ম কর ।
 রজত কাকন দিলা সুপাত্র বিচারি ॥
 স্মজন সুপাত্র সাধু জানি নামদেবে ।
 দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে ॥
 বার বার আবাহন করে নাহি যার ।
 বহুযত্নে গেলা সাধু তারিতে তাহার ॥
 বণিক কহরে মোবে অল্পগ্রহ করি ।
 কিছু স্বর্ণ আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি ॥
 সাধু পরদুঃখে দুঃখী ভাবরে অন্তরে ।
 এই মূর্থ কর্ম করি প্লাঘা মনে করে ॥
 হরিভক্তহীন এই মূর্থ নাহি জানে ।
 ইহারে বুঝাতে হৈল করিয়া বতনে ॥
 তুলসীর এক পত্রে কৃষ্ণনাম লিখি ।
 বিনয়ে কহরে সাধু বণিকে নিরখি ॥
 এই তুলসীর সম যদি হেম-দান ।
 দেহ তবে লব কহ মোর বিজয়ান ॥
 ইহা বিহু নাহি লব কহিছ যে সত্য ।
 বণিক কহরে তবে এ কথা আপত্ত ॥
 তুলসীর সম স্বর্ণ রতি হই হবে ।
 তাহা যে লইয়া ওব কি কার্য হইবে ॥
 পুন সাধু কহে ইথে যে কার্য হউক ।
 ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুখ ॥
 এত শুনি মুচ্ছাসি বণিক কহর ।
 ভাল ভাহি দিব তব মনস্থ বে হয় ॥

এত কহি তরাজর এক দিগে পত্র ।
 আর দিকে স্বর্ণ দিলা রতি ছুই মাত্র ॥
 তাহে না হইল আর দিলা ছুই রতি ।
 দিলা ক্রমে ক্রমে সের পাঁচ মূঢ়মতি ॥
 তবু না বুঝে বত ছিল চড়াইলা ।
 ভাবয়ে বণিক মুঞি প্রতিশ্রুত হৈলা ॥
 ন পূরিয়া দিলে মোর অধোগতি হবে ।
 স্রীগণের অলভ্য খুণে আন তবে ॥
 তাহাতেও নহে তবে পড়সীর স্থানে ।
 অলভ্য মার্গি আনে করজ বিধান ॥
 তাহে বনি না পুরিল তবে কান্ত হৈয়া ।
 কহে সাধুর স্থানে বিনতি করিয়া ॥
 পুরাইতে না পারিহু তুলসীর সম ।
 ইহার কারণ কি না বুঝি মরম ॥
 নামদেব কহে শুন ইহার মরম ।
 জিজ্ঞাসিতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম ॥
 বড় বড় কর্ম করে বড় অভিমানে ।
 কৃষ্ণনাম-সিদ্ধ-বিন্দু না হয় সমানে ॥
 প্রজলিত মহা-অগ্নির বিন্দুলিঙ্গ-অংশ ।
 পৃথিবীর এক রেণু তাহার শতাংশ ॥
 তার কোটি কোটি অংশ তার তুলা নহে ।
 কৃষ্ণনাম-আগে ধর্ম বেদে বত কচে ॥
 কৃষ্ণভক্তি বিনে আর বত দেখ ধর্ম ।
 সকল অনর্থমাত্র শ্রুতিগণের মর্ম ॥
 ভক্তিকল দিতে নারে সংসার না বাণ ।
 পুনঃপুন তাপজ্বরে শতন' ভুঞ্জয় ॥
 হরিভক্তি না জন্মায় সেই ধর্ম ব্যর্থ ।
 ভক্তিমিথ্য বিনে সেই ধর্মে নাহি অর্থ ॥

শ্রীমহাগবতে—

ধর্মঃ অহুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্বহি রতিং শ্রব এব হি কেবলম্ ॥

যাহা ধর্ম নামে প্রথিত, সেই ধর্মে যদি হরিকথার
 আসক্তি না জন্মে, তবে তাহা সম্যকরূপে অহুষ্ঠিত
 হইলেও সে অহুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র ।

যে ধর্মে সংসার পুনঃপুন উপজায় ।
 সেই ধর্ম অধর্ম মানিয়া শ্রুতি গায় ॥
 বিষম অনিত্যরস তাহাতে নুতির' । •
 কত্ব স্বর্গে কত্ব মর্ত্যে বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥

• তাহাতে ভ্রমিয়া—পাঠান্তর ।

কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা ভূঞি ।
 নানা কর্ম তপ করে অস্তে স্বামী বলি ॥
 স্বপ্নের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি ।
 তেমতি স্বভাবে কিরে রজ-তম-মতি ॥
 বহুভাষ্য যদি হয় সাধুর সঙ্গতি ।
 বুঝায় যথার্থ তবে ঘুস্মে ত্র্যমতি ॥
 কৃষ্ণে রহি-মতি হয় ডর যার কর্ম ।
 ধর্ম ধর্ম করে লোকে দেব পিতৃচর ॥
 সর্বগুণালয় হয় দেবপূজনীর ।
 সর্বলোক-পাবন সর্বমুন-রমণীর ॥
 অতএব সর্বধর্ম দূরে তেয়াগিয়া ।
 ভজ কাই কৃষ্ণপদ একান্ত করি ।
 হরিনাম হার করি গলায় পরহ ।
 আন বোল গুণগোল সুদূরে তেজহ ॥
 কৃষ্ণনাম মহিমার যৎকিঞ্চ দেখিলা ।
 পাঁচ যোন সোণা দিলা সমান নহিলা ॥
 পাঁচ মন কিবা কথা ব্রহ্মাও চড়াইলে ।
 সমান না হয় নাম কোটাংশের তুলে ॥
 এত শুনি বণিকের মন কিরি গেলা ।
 সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈলা ॥
 বৈষ্ণব হইলা তেঁহ ছাড়ি অস্ত ধর্ম ।
 কণমাত্র স'ধুব সঙ্গের দেখ ধর্ম ॥
 আর শুন অপূর্ণ সুরমণীর কথা ।
 রজনীধ-ঠাকুর মন্দির-ফরে যথা ॥
 প্রদোষ আর তি-দয়নে সাধু যার ।
 প্রতিদিন একপদ কীর্তন শুনায় ॥
 একদিন লোক ভিড় অধিক দেখিয়া ।
 জুতাচোড় কোমরে বান্ধিল বস্ত্র দিয়া ॥
 সোভ ব্রাহ্মণগণ পূজারি সেবকে ।
 কোমরেতে জুতা বান্ধা দেখিয়া প্রত্যেকে ॥
 ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক দিয়া ।
 নামাইয়া দিলা বহু দুর্ভাক্য করিয়া ।
 ক্রোধ না করিল সাধু কিছু না কহিলা ।
 নামিয়া ঠাকুর-আগে কলিতে লাগিলা ॥
 যারিলেও আমারে যে করিলে সে ভালো ।
 গান কিছু শুনি মোর চক্রে করে অ'লো ॥
 ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাতে বাইয়া ।
 হাটুগাড়ি পদ ধরি গায়ের বসিয়া ॥
 ঠাকুর মন্দির সহ কিরিয়া সেই দিগে ।
 সাধু বসি গুণগান করয়ে যে ভাগে ॥

আইলা যতেক লোক পূজারি সতিতে ।
 আশ্চর্য্য হেরিয়া যে কহে চমকিতে ॥
 ভক্ত অমুরোধে কিরে জ নিয়া পূজারি ।
 পড়িল কাতরে নামদেব পদ ধরি ॥
 অপরায় কৈল বহু ধাক্কাধাক্কি দিলু ।
 তোমার ঐশ্য হেন আগে না জানিহু ॥
 বহু স্তুতি-নতি করি সেবন করিল ।
 ঠাকুরের স্থানে পরিহার জানাইল ॥
 অতএব ভক্তবৎসল হয়ে হরি ।
 অতাপিহ সেই শ্রীমন্দির আছে কিরি ॥
 আর এক চমকোর কিঞ্চিৎ আভাস ।
 কহি যে শুনহ সবে করিয়া বিশ্বাস ॥
 একাদশী-ব্রতনিষ্ঠা সাধু নিরন্তর ।
 না থ'য় না খাওরা'ন না কহে খাইবার ॥
 এক একাদশীদিনে চলিয়া শ্রীহরি ।
 সাধুগৃহে আসি'য়া বিপ্ররূপ ধরি ॥
 বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র থ ইবারে চাহে ।
 অত এক দশী হয় নামদেব কহে ॥
 বিপ্র বলে তোর কি তা মুঞি অন্ন খাব ।
 নামদেব কহে মুঞি দিতে তো ন রিব ॥
 আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব ।
 চবা চোব লেহু পেয় যতেক মাদিব ॥
 তখ'চ ব্রাহ্মণ চাহে ছুজনা অগ'ত ।
 মরিল ব্রাহ্মণ পদ পসারিয়া পড়ে ॥
 • আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে ।
 কি কার করিলে কহে ব্রাহ্মণ বধিলে ॥
 উপবাসী মৈল বিপ্র থাইতে না দিলে ।
 ব্রাহ্মণ্য মহাপাপে নাহি ডরাইলে ॥
 তেঁহ কহে মহাপাপ হয় কি করিব ।
 শ্রীহরিবাসর মুঞি কেমনে লভিব ॥
 মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব ।
 একাদশী লজ্জনাপরাধে না বাচিব ॥
 এত কহি কাঠ আনি চিতা সাজাইয়া ।
 শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া ॥
 অগ্নিতে যাইতে শব হাসিয়া উঠর ।
 মরা বাচে দেখি লোকে চমকোর হয় ॥
 গোপনে কহরে নামদেব-ভক্তস্থানে ।
 ছলিতে আইলু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে ॥
 একাদশী ব্রতনিষ্ঠা তোমা পরখিতে ।
 তব এই হঞা মুঞি আইলু পিরীতে ॥

সাধু ইহা শুনি চমকিয়া সাধুগণে ধরে ।
 উপবাসী কালি আছি চল মোর ঘরে ॥
 ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া ।
 নাচরে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া ॥
 অতঃপর আর শুন অপূর্ব বারতা ।
 হরি নিজহস্তে ঘর ছাইলেন বধা ॥
 • গৃহদাহ হৈল তার দৈবের ঘটনে ।
 গৃহদ্বা মাছুবে বাহির করি আনে ॥
 সাধু পুন লই তাহা অগ্নিমধ্যে ডারে ।
 অগ্নি নিভাইতে সব লোক মানা করে ॥
 প্রভুর ইচ্ছার অগ্নি ঘর পোড়াইছে ।
 কোতুক দেখিয়া তাঁর আনন্দ হৈতেছে ॥
 না নিভাও অগ্নি প্রভুর স্মৃতিভক্ত হবে ।
 পুনরপি তেঁহ ঘর বানাইয়া দিবে ॥
 এতেক চরিত্র হরিভক্তের দেখিয়া ।
 নিভাইল ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া ॥
 সাধু কহে পোড়াইয়া অন্ন নিভাইলা ।
 এ কোতুকে কিবা শুণ কি সুখ পাইলা ॥
 যে করিলে ভাল হৈল এখনে আমারি ।
 উপায় করিয়া বৈহ মাথা রাখিবার ॥
 এতু কহে পুন বানাইয়া দেই ঘর ।
 তেঁহ কহে না করিলে কে বানাবে আর ॥
 এত কহি নিজহস্তে ঘর বান্ধে হরি ।
 ষোণাইয়া দেয় সাধু কাঠ খড় দড়ি ॥
 চাপ্পর ছাইয়া হরি অতি মনোরম ।
 খড় তুলি দেয় সাধু ছেরয়ে বদন ॥
 ঐশ্বর্য্যভক্ত সাধু ইষ্টনিষ্ঠময় ।
 হরি সর্ব্বকর্তা কারণনিষ্ঠ হয় ॥
 লোকে কহে নামদেবে কে ঘর ছাইল ।
 কি সুন্দর স্থান হেন কতু না দেখিল ॥
 হেন কারিগর কেবা যোরা তারে আনি ।
 ছাওয়াইব চাল তার ঘর কোথা শুনি ॥
 সাধু কহে তাঁর ঘর যতপি জানিবে ।
 দেখিবে তাঁহারে যদি চাল ছাওয়াইবে ॥
 সাধুগণ কর কর স্মরণ মনন ।
 তাঁর জনে ভক্তি কর অংগ কীর্তন ॥
 বিশেষ বুঝিয়া লোক হরিভক্ত হয় ।
 হেন সাধুগণে কিবা অলভ্য আছয় ॥
 অতএব নামদেব সাধুর এসক ।
 ভক্তসঙ্গে হরির যেমত রসক ॥

কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল মহিমা ।
অম্বা আদি দেব যার নাহি পার সীমা ॥
সেই প্রভু সেই প্রিয়ভক্তের সহিতে ।
সেবযোগ্য হইতে চাহে কৃষ্ণদাস চিতে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীশ্রীভক্ত-আদি-ভক্ত-
গুণ-বর্ণনং একাদশ-মালা ॥১১॥

দ্বাদশ মালা ।

শ্রীজয়দেব-আদি-ভক্তগুণ বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঠৈঃ চন্দ্র জয় গৌড়ভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীকীর গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

শ্রীজয়দেব গোস্বামী ।

এবে কহি শ্রীশ্রীজয়দেবের চরিত্র ।
প্রবণ-সুখদ আর পরম পবিত্র ॥
কেদুবিষ নামে ঔষ-সাগর চইতে ।
শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিগু হইল বিদিতে ॥
শ্রীল-পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া ।
বন্ধুত্ব করিলা অস্ত্র পূর্ণচন্দ্র পারিয়া ॥
উভয় প্রণয়নসে ভেট দৌড়ে করে ।
পুরুষোত্তম চন্দ্র দিলা আবহু সাদরে ॥
জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত ।
বর্ণিতা করিলা ভেট করিলা মোহিত ॥
সুই চন্দ্র উদয় করিলা জিতুবনে ।
ছরিত-তিমির নাশ কৈল আলোকনে ॥
তাহার জ্যোৎস্নার কিছু মতিমা শুনহ ।
যথাসক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ ॥
জয়দেব জ্যোৎস্নার মহান্ মাহুয ।
শ্রীপুরুষোত্তমকে বৃন্দভলে বাস ॥
পূর্ণচন্দ্র পাণ্ডিত্য হয় অতুল-ভক্তিমান্ ।
শ্রীকীর জগন্নাথ প্রভুর কৃপার ভাজন ॥

কাহা কথোয়া বাক্য অস্ত্র সঙ্গ হীন ।
বিরক্ত উদার ভিত্তির দণ্ড কৌণ ॥
পূর্ব এক আশ্রয় যে অপত্যবিহীন ।
সেবিলা শ্রীশ্রীগদাধর হইয়া সুদীন ॥
প্রার্থনা করিলা দ্বিগু সন্তান কারণ ।
প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তৌষণ ॥
কত কিছা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে ।
দাসী কংকণ দাস যতে চরণে সেবিবে ॥
কতক দিবসে এক কত জনমিল ।
কর্মযোগকাল যবে বসন্ত চইল ॥
জগন্নাথ আগে দাসী করিলা সঁপিলা ।
প্রভু অঙ্গীকার করি বিধে আজ্ঞা দিলা ॥
লইল তোমার কত হৈল মোর দাসী ।
কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী ॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে ।
তঁ হারে লইয়া কত সঁপহ ত্যজিতে ॥
তঁহ মোর দাস ওব কত হবে দাসী ।
অতএব তাহে মৃত্তি পাব সুখদাশ ॥
এতক আশে বিধি পাইলা তৎক্ষণে ।
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে ॥
যাইয়া কহরে বিধি জগন্নাথ আজ্ঞা ।
কত প্রার্থনা কর না কর প্রভু তজ্ঞ ॥
সাধু শুনি চমকিত হইয়া কহয় ।
হেন আজ্ঞা কবে প্রভু কি বিচার হয় ॥
কীভাবে অনেক সাজে মোরে অসম্ভব ।
হেন আজ্ঞা পালিবারে নাহি পারি লব ॥
কৃপা নহে এতো মোরে অকৃপার হেতু ।
বিভবনমাত্র এই নিগ্রহের সেতু ॥
কত লয়া যাক তুমি মোর কাজ নাই ।
ববক তাঁহার দেন ছাড়িয়া পল ই ॥
বিধি কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে ।
সাধু বলে না পারিব পুনঃ ন কহিবে ॥
পরম্পর দুজন তে বাক্য হঠ হৈল ।
অঙ্গণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল ॥
কতারে কহিলা তুমি বসিয়া থাকহ ।
জিহবে তোমার নামী নিশ্চয় জানিহ ॥
পদ্মাবতী নামে কত পদ্মিনী সমান ।
বসিয়া রহিল সেই সাধু-সঙ্গিধান ॥
সাধু কহে বাহু তুমি হেথা কাজ নাই ।
কান্দিয়া কহরে কত করুণা জানাই ॥

গিঁতা সমর্পণা আর জগন্নাথ-আজ্ঞা ।
 তুমি যে আমার স্বামী এ ঘোর প্রতিজ্ঞা ॥
 তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব ।
 কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব ॥
 এত শুনি জয়দেব বিচার করয় ।
 জগন্নাথ ইচ্ছা করু অস্ত্রধা না হয় ॥
 যে হয় সে হউক অঙ্গী করিতে হইল ।
 বুঝিলাম মারাকাস গলার লাগিল ॥
 জগন্নাথ জগতের কর্তা বিহু হয় ।
 তেঁহ যে করিবে তাহে কি আছে উপায় ॥
 ইহা ভাবি তাঁ'রে অঙ্গীকার করি কহে ।
 তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে ॥
 ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা ।
 শ্রীরাধামাধব নাগ ঠাকুরের হৈল ॥
 তাঁর পতিচর্যায় পদ্যাবে নিয়োজিলা ।
 রাধামাধবের দাসী করিয়া সঁপিলা ॥
 পদ্যার মহিমা কেবা কহিবে অবধি ।
 যথা দেব তথা দেবী নিরমিলা বিধি ॥
 জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিলা ।
 স্বামীব সমান প্রেম সমান সুনীলা ॥
 শ্রীরাধামাধব-রূপ দেখিয়া নয়ানে ।
 অন্তরে ক্ষুধিলা কিছু কহিতে বর্ণনে ॥
 শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ সর্গ ছাদল বর্ণিল ।
 অপূর্ব সূচয়ংকার রূপ ভুবন ভরিল ॥
 অস্তাবধি জগন্নাথ 'ত্রিসঙ্ক্যা' য গীত ।
 ন' শুনিলে নাহি হয় নিজাহার নিত ॥
 কি কব মহিমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে ।
 লিখিলা পুস্তকে হরি মান-প্রকরণে ॥
 তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্বকথন ।
 পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণে লিখিল যেমন ॥
 ষষ্ঠিতা মধুররস বর্ণন করিতে ।
 কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে ॥
 এমিহ আছে ইহা দ্বিজগতে গায় ।
 কবিরাজ যনে কিছু হইল সংশয় ॥
 সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঞ্ছনা ।
 কেমনে বর্ণিব বলি হৈল দুঃখমনা ॥
 পুস্তক রাখিয়া মাধু স্থান করিবারে ।
 গমন করিলা তবে সাগরেন্দ্র নীরে ॥
 হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব-রূপ ধরি ।
 লিখিতে আইলা পদ্য পুছে খেচি ধরি ॥

এইমাত্র স্নানে গেলা কিরি কেন আইলা ।
 তেঁহ কহে বার্তা এক মনে পড়ি গেলা ॥
 শীঘ্র লিখিরা রাখি পুন স্নানে বাই ।
 এত কহি গ্রন্থ লিখে রসের মাধাই ॥
 "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইতি ।
 লিখিরা চলিলা হরি অতিক্রান্তগতি ॥
 'পদ্যার সন্দেহ' মনে কহিবারে নারে ।
 হেনকালে জয়দেব আইলেন ধরে ॥
 চমকিত হইয়া কহয়ে পদ্য'বতী ।
 এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলে শীঘ্রগতি ॥
 পুন দেখি স্থান করি আই'। এইকণে ।
 ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে ॥
 ক্ষণমাত্র দেখি পুন সমুদ্রগম ॥
 স্থান করি পুন অর্ক কোণ আগমন ॥
 লিখিলা যে সেই কেবা কেবা হও তুমি ।
 ত্রিমিহে আমার মতি কেব মোর স্বামী ॥
 বুঝিমান জয়দেব বুঝল অন্তরে ।
 ইথে কিছু গুঢ়কথা আছে ভিতরে ॥
 অতি শীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি ।
 অপ্রাকৃত সদক্ষর বর্ণকিছে জ্যোতি ॥
 হৃদয়ে রাখিরা গ্রন্থ পু : পুনঃ বলে ।
 দেখি পর দেহি পদ কণ্ঠে না উগলে ॥
 নয়নে গলয়ে ধারা পুলক কম্পন ।
 প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্যার চরণ ॥
 তুমি যত যত তাই সফল জীবন ।
 মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন ॥
 সেই সত্য স্বামী ওব নয়নগোচর ।
 হইল কলিল তব জন্মভর ॥
 সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপি : জিভুবনে ।
 কেজবাসী রাজার উপজে কিছু মনে ॥
 শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ নামে বর্ণিয়া আপনে ।
 কহিলা অমাত্যগণে প্রচার বারণে ॥
 সভাসদ পণ্ডিতাদি চমকি কহয় ।
 জয়দেবকৃত গ্রন্থ প্রতুপ্রিয় হয় ॥
 সুমিষ্ট বর্ণন তেঁহ না হয় কুজাপি ।
 অতএব এহ লোকে না চলিব ব্যাপি ॥
 ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে প্রতুহানে ।
 ছুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারণে ॥
 কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা ।
 নৃপকৃত গ্রন্থ প্রতু চরণে খেলিলা ॥

তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া ।
 বুড়িরা মরিতে গেল। সমুদ্রে বাইয়া ॥
 রাজা নিজতত্ত্ব পুন দয়া উপজিল ।
 না মর তোমার গ্রহ অঙ্গীকার কৈল ।
 অরদেবকৃত গ্রহ ছ'দশ বে সর্গে ।
 তব কৃত বীর শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥
 অঙ্গরাজ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন ।
 আনন্দ উল্লাসে সাধু হইলা মগন ॥
 ক্রীমান্ কবিরাজ সাধুর মহিমা ।
 আর কিছু শুন তবে সোভাগ্যের সীমা ॥
 সাধু নিজ কুটীরের ছাপর ছাইতে ।
 রৌদ্রে আঁস্ত দেখি হ'র ছুঃখ পার চিতে ॥
 অরায় হইব বলি পদ্মাবতী ভাণে ।
 গিরো ফুড়ি দেন গৃহ থাকিয়া আপনে ॥
 কার্যাস্তর হৈতে পদ্মাবতী আইলা দূরে ।
 দেখিয়া সাধুর কিছু সংসর অন্তরে ॥
 ছাপর হইতে তবে জিজ্ঞাসেন তাঁরে ।
 এই গিরো ফুড়ি দিলা পুন দেখি দূরে ॥
 পদ্মা কহে আমি নাহি গিরো ফুড়ি দেই ।
 সাধু নাহি দেখে গৃহে কোথা কেহ নাই ॥
 রাখামাধবের হস্তে দেখে ঝুলমালা ।
 বুঝিয়া সাধুর মনে অতি ছুঃখ হৈলা ॥
 হেন সুকুমার অঙ্গ নীর পুতলি ।
 এত শ্রম কেন কৈলে আহা যাও বলি ॥
 আর একদিন অরদেব রূপ ধরি ।
 পদ্মাহতপাক অঙ্গ খাইলা ছল করি ॥
 অতঃপ কত রজ কতক কহিব ।
 কবিরাজ সোভাগ্যের তুলনা কি দিব ॥
 কবিরাজরাজের এক লীলা কহি আর ।
 অপূর্বকথন হয় লোকে চমৎকার ॥
 ঠাকুরসেবার হেতু আনিবারে অর্থে ।
 দেশান্তর হইতে আনিতে দৈবে পথে ॥
 দস্যুতে ঘেরিয়া অর্ণ সব কাড়ি নিল ।
 মারিয়ার উদ্ভোগে সাধু দস্যুরে কহিল ॥
 অর্ণ তো লইলে তাই কি কাজ মারিয়া ।
 দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া ॥
 কেহ বলে নাহি যার হস্তপদ কাটি ।
 কুপেতে তারিরা দেহ কিবা হটাট ॥
 এত কহি হস্তপদ কাটি কুপে ডারি ।
 চলি গেল দস্যুগণ নিজ বরাধরি ॥

সাধু ৷ বেদনা কোত কিছুমাত্র নাহি ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বনে মুখে কু.প অংগাঙ্গি ॥
 দুই তিন দিনে এক রাজা যুগযাজে ।
 বাইতে দেখিলে এক নর রহে তাহে ॥
 সূর্য্যের কিরণ সম অঙ্গের কিরণে ।
 যতনে তুলিয়া নমস্করে কায়মন ॥
 হস্তপদ-বিবরণ পুছরে রাজন ।
 তেঁই কহে কৃষ্ণ-ইচ্ছা ইহার কারণ ॥
 রাখা তক্তিতাবেতে শিবিকা চড়াইয়া ।
 নিজগৃহে গেল। শীঘ্র সাধুরে লইয়া ।
 স্নানস্থানেতে রাখি জিজ্ঞাসে তাঁহারে ।
 কিছু অভিসংঘ হয় আজ্ঞা কর মোর ॥
 তেঁহ কহে অভিসংঘ বৈষ্ণবসেবন ।
 উদ্ভোগ করহ এইমাত্র মোর মনে ॥
 আরস্তিগা বৈষ্ণবসেবন সুপিরীতে ।
 চব্য-গোষা-ভাষি যে স মগ্নী বিদিশতে ॥
 শত শত বৈষ্ণব ভূঞ্জয়ে দিনে দিনে ।
 আনন্দ বাড়িল বৈষ্ণবের দরশনে ॥
 ছুটভাবে সেই দস্যু গা ভেক ধরি ।
 আইগ রাজার গৃহ কপট আচরি ॥
 কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছদ্মরূপে ।
 আইল ছুটতা কার প্রতারিতে ভূপে ॥
 আগমনম ত্রে বহু সমাদর কৈল ।
 শুক্রবাক্যরূপে বহু রাজারে কহিল ॥
 এই বে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে ।
 অস্ত হৈতে অধিক পরিচর্যা-প্ৰীতিভাবে ॥
 রাজা অতঃ পরত সেবয়ে নানামতে ।
 তাহার। কম্পিত ভ'র স্থির নহে চিতে ॥
 যার হস্তপদ কাটি কুপে দহু ডারি ।
 সেই দেখি রাজগৃহে হয় অধিকারী ॥
 বুঝি ছল করিয়া রাখিল মো-সবারে ।
 শালে দেয় কবে কিংবা পরদানে মারে ॥
 খাইয়া শুইয়া কিছু সুখ নাহি মনে ।
 প্রতিদিন কহে মোরা বাই অস্ত্রস্থানে ॥
 রাজা কহে বাবুজীর অনুমতি বিনে ।
 বাইবারে তোমা সব। কহিব কেমনে ॥
 পলাইয়া বাইবার সুকতি করয়ে ।
 যার দরোয়ান হয়ে ছাড়িয়া না দেয়ে ॥
 তাবিয়া আকুল রূপে বিনতি করয় ।
 অরে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায় ॥

যাইবার আশ্রয় বুঝিয়া রাজা মনে ।
 অল্পমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে ॥
 বাবাজী কইলা ঐ বৈষ্ণবগণেশে ।
 বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে ॥
 অজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক ।
 বিদায় করিয়া দিলা প্রণয়পূর্বক ॥
 ধনলোভে হর্ষমতি কথোদূর গি।।
 লোকগণে কহে যাহ তোমরা ফিরিয়া ॥
 তাহার কহরে নৃপতির আজ্ঞা নাই ॥
 সে যাহা হউক পুছি তোমা সব ঠাই ॥
 অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান ।
 তোমাদিগে এতেক করিলা কেন মান ॥
 কহে তবে ছুটেরা স্বভাব অনুসারে ।
 বৈষ্ণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে ॥
 বহুমান কৈল ত'র কারণ শুনহ ।
 যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ ॥
 এক রাজগৃহে মোরা চাকর আছিল ।
 আমিহ প্রধান তথা অমাদার ছিল ॥
 কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল ॥
 গোপনেতে হস্তপদ কাটি ছাড়ি দিল ॥
 হেথা আসি ছল করি মহাস্ত হইল ।
 পাছে মোরা ভর ভাবি ভয়েতে কাঁপিল ॥
 আর হেতু পূর্ব-প্রাণরক্ষা কৈলু মোরা ।
 সে কারণ ধন দিলা খোসামদ পাৱা ॥
 শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিল ।
 ইতরের দ্বার বাক্যে ক্ষোভিতা হইলা ॥
 হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া দশাগণে ।
 মৃত্তিকাভিতরে নিঞা দাবে ক্রোধমনে ॥
 রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক হইল ।
 সাধুঘেরী এই ছুট মনে বিচারিল ॥
 নহে আচরিতে হেন দণ্ড হবে কেনে ।
 প্রকৃতি ইচার বুঝিলাম সম্ভাবণে ॥
 অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া ।
 কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিঞা ॥
 রাজা বাবাজীর স্থানে পুছরে যতন ।
 তেঁহ আশ্চোপান্ত সব কহে বিবরণে ॥
 দশ্য হয়ে মোর হস্ত-পদ আই.কাটে ।
 সাধুবংশ ধরিয়া আইলা সটেগটে ॥
 রাজা পুন পুছে সমাদর কৈলে কেনে ।
 অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে ॥

সাধু কহে সভার অন্তরে স্তম্ভদান ।
 অর্থ বা সমানে এই কর্তব্যবিধান ॥
 বিশেষে ছুটের প্রতি অদৈব কর্তব্য ।
 সঙ্কিতার্থ হৈলে পরহিংসা না করিব ॥
 কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ববৎ ।
 হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ ॥
 সাধুর ঘরগী নাম পদ্মাবতী সতী ।
 রাজা শুনি আনাইলা আপন বসতি ॥
 নৃপতির রাণী তার ভাই মরিয়াছে ।
 ঘরগী তাহার সহগমন গিয়াছে ॥
 শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে ।
 সম্মুখ হই অতিদূর প্রেমভাবে ॥
 প্রিয়ধীন প্রাণ প্রিয়হীন কণমাত্র ।
 বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাত্র ॥
 সে কথা রাণীর মনে জাগরা রহিল ।
 পরধিতে কিছু তার উপায় নৃজিল ॥
 জরদেবঠাকুর আর রাজা দুইজনে ।
 বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥
 রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া ।
 পদ্মার প্রেমোক্তকথা বিশেষ জানায়া ॥
 কহে গোসাঁঞির মিথ্যা মৃত্যুসমাচার ।
 পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর ॥
 স্ত্রীর স্বভাব পুনঃপুন কহে তবে ।
 রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে ॥
 রাজা কহে যাণ জান কর যেবা হয় ।
 আমি নাহি জানি তব মনে যেবা লয় ॥
 মিথ্যা করি গোসাঁঞির মৃত্যুসমাচার ।
 রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকবার ॥
 শুনি মাত্র পরাণ বিরোগ হইল তাঁর ।
 রাণী অপকৃদ্ধ হৈয়া করে হাহাকার ॥
 ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার ।
 রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরসার ॥
 গোসাঁঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে ।
 গোসাঁঞি কহেন রাজা চিত্ত কিবা তাহে
 বৃত্তসজ্জিবনী মন্ত কৃষ্ণনামাকর ।
 কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণসকার ॥
 এত কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে ।
 কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে ॥
 প্রাকৃতিক শ্রী যেমন সামান্ত পুরুষে ।
 আমিবুদ্ধি করি হয় আসক্ত কুরসে ॥

পাতে বুঝ পদ্মাবতীর তেমতি আশর ।
 কামিনস্বয়ং যাতে কৃষ্ণ-প্রেমময় ॥
 কৃষ্ণের সমক্ষে আমি বহু কৃষ্ণভক্ত ।
 অতএব আমিপ্রেম ব্যক্তি অপ্রাকৃত ॥
 কিছুদিন বাজে সাধু রাজারে কহিয়া ।
 পুনঃ শ্রীপুরুষে তম গেলা ছুট হিয়া ॥
 তাঁর মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে ।
 ত্রিজগৎ মত্ত হৈল যেই রসানন্দে ॥
 মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ ।
 পুলকে ফুৎকার করে পালটি নরন ॥
 সাধু কি পাশতী কিবা বিষয়ী পামর ।
 শুনিঞা না হবে হেন নাহি চরাচর ॥
 মালীর ছহিতা এক বার্তাকুর কেতে ।
 বার্তাকু উঠার আর গায় আনন্দিতে ॥
 জগন্নাথ নিজলীলা বিশেষ-আখ্যান ।
 শুনিঞা মগন চেষ্টা প্রেমদীর গুণ ॥
 মালিনীর পশ্চাতে শুনি'ত ধাবমান ।
 কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ ॥
 কণ্টকে ছি'ওল শ্রীঅঙ্গের মিহিবস্ম ।
 উড়নিতে বিক্লি রহে কণ্টকিত পত্র ॥
 মন্দিবে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ ।
 ধীর খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অপেষ ॥
 বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার অঙ্গে ছিড়িয়াছে ।
 বার্তাকুর কাঁটা বস্বে বিক্লি বহিয়াছে ॥
 রাজা আসি চমৎকৃত করে শুবনে ।
 কোথা গিয়াছিল প্রভু অলভ্য কি ধনে ॥
 ত্রৈলোক্যে তোমার ক্রীড়াতাতে কিবা নাই ।
 কি কারণে কোথা বাও আহা বলি বাই ॥
 আহা মন্দির চরণে কত না বেদনা ।
 পাইলে কোথার কেবা কৈল কদর্থনা ॥
 এ তোমার ভৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে ।
 আজ্ঞা না করিলা কেনে কি কাজ বাইতে ॥
 আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য আনি ।
 ব্রহ্মা-আদি দেবতা ব'শুকী বেদবাণী ॥
 ধরিয়া আনিয়া কণে দেহ শ্রীচরণে ।
 ব্রহ্মাও চূর্ণিত করি স্তম্ভের সনে ॥
 শ্রীচরণকমলেন্ন বাণাইয় সনে ।
 কুক দিয়া স্বর্গমাঝে উড়াই পদনে ॥
 কারণ-অর্পক শ্রীচরণে ভরিয়া ।
 পুঙ্কোমল শ্রীচরণে দেই ধোয়াইয়া ॥

আহা এ কি কেনে কোথা কিছের লাগিয়া ।
 গিয়াছিল কি অভাবে চরণে ইটিয়া ॥
 কাতর অন্তরে রাজা নরনের তলে ।
 ভাসিয়া কহিলা ববে হইয়া বিকলে ॥
 প্রভ্যাদেশ করিয়া দরাল জগন্নাথ ।
 বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সার্থ ॥
 মালীর ছহিতা নিজ বার্তাকুর কেতে ।
 পড়ে গীতগোবিন্দ মুক্তি গেলায় শুনিতে ॥
 ধাইতে পশ্চাতে বার্তাকুর কাঁটা লাগে ।
 তুট হইল বড় তাঁরে আন মোর আগে ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে-যে করে ।
 অবশ্য সেখানে মুক্তি যাই শুনিবারে ॥
 চমৎকার ভাবে বাজা মালিনীর আগে ।
 শিবিকা পাঠায়া আনে বহু অনুরাগে ॥
 জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে ।
 গাইল গোবিন্দগীত পরম প্রবন্ধে ॥
 অতাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাতাগে ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভু ধার ।
 শুনি রাজা নগরতে ঢেরিচা কিয়ার ॥
 কুৎসিত-স্থানেতে কিংবা গমন সময় ।
 পাঠ করিবারে সেই দণ্ড আই হব ॥
 যখন মে'গল এক তাহা তো শুনিঞা ।
 জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইয়া ॥
 ঘোড় চড়ি যায় গীত-গোবিন্দ পড়ায় ।
 জগন্নাথ শুনিবারে পাছে পাছে ধায় ॥
 চারিপাশে চাহে সেই মোগল সূমনা ।
 জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কনা ॥
 দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে ।
 বন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে ॥
 হেনকালে দেখি আগে স্তামলসুন্দর ।
 মুচ্ছিত হইয়া প'ড় হইয়া অধর ॥
 যখন চণ্ডাল বিপ্র তরি না বিচারে ।
 বেই ভজ্যে সেই পায় গুণের সাগরে ॥
 শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন বাইতে ।
 অন্তরে আবেশ-হৈল ঠাকুর-সহিতে ॥
 ঠাকুর কিশোর রূপ হুল অল তারি ।
 কেমনে লইয়া দাব উপায় কি করি ॥
 এতক ভাবিতে রাগমাধব কহিল ।
 চিন্তা কি আশার লয়া বৃন্দাবন চল ॥

ধুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে ।
 চোটরূপ হব কিছু তার না লাগিবে ॥
 ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ ।
 বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝুলিমাঝ ॥
 বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইলা ।
 কেশীঘাট-সন্নিধানে আনন্দে রহিলা ॥
 কোন মহাজন রাধাযাধবে হেরিয়া ।
 আর্জ হইয়া দিলা মন্দির বানাইয়া ॥
 কবিরাজ অশ্রুপটে বহু কাল পরে ।
 ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে ॥
 অত্যাধি তথা ষাটিনাম রম্যস্থানে ।
 বিরাজ করয়ে চাঁদ আলকে বদনে ॥
 পরমসুন্দর রূপ ভুবনমোহন ।
 বিজুরি চমকে যন অজের কিরণ ॥
 অতএব শ্রীম-ভরদেব কবিরাজ ।
 ধীর শুণ কীর্ত্তি যে শ্রীমদ্ধ জগন্মাঝ ।
 অসাধারণ শুণ সাধু অপার মহিম ।
 গীর জ্ঞান অনুরোধে গজা আইলা গামে ॥
 কেন্দুবিহ্ব চৈতে গজা হয় আঠার ক্রোশ ।
 প্রতিদিন গজাজ্ঞান করে বায়োমাস ॥
 একদিন সাধু কোন কারণ-অধীনে ।
 যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে ॥
 তেনকালে গজাদেবী কলোন্ম করিয়া ।
 সাধুর আশ্রম যথা কেন্দুলি আসিয়া ॥
 ভরদেব কহে গজা কর আসি জ্ঞান ।
 তোমার পরশ লাগি আইলু তব স্থান ॥
 সর্বতীর্থমধ্যে গজা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে ।
 মহিমা কে কবে শিব শিরে ধবে গাথে ॥
 হেন গজা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ-পরশনে ।
 সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্ত করি মানে ॥
 ইহার প্রমাণ বহুশাস্ত্রেতে বাখানে ।
 প্রচররূপ সর্বলোকে অজ্ঞে নাহি জানে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে -

ভববিধা ভগবতাতীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো !
 তীর্থাকুর্ত্তি তীর্থানি শাস্ত্রেনৈব গদাভূতা ॥

হে বিভো ! আপনাদের স্থায় ভাগবতবৃন্দাই স্বয়ং
 তীর্থভূত । অন্তরস্থিত গদাধরের দ্বারা আপনারা
 তীর্থ-সমূহের তীর্থ প্রতীক্ষিত করেন ।

আমি তাঁর চরণ অন্তরে ধারণা ।
 আশা করি আছি হৃদিপাত্র পসারিয়া ॥
 তাঁর পানশেব প্রেম-অমৃতের কণা ।
 কৃষ্ণদাস প্রাপ্তিহেতু করয়ে কামনা ॥

শ্রীঅর্জুন-মিশ্র ।

শ্রীমান্ অর্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু ।
 শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিত্যারে বধু ॥
 পণ্ডিত গস্তোর মহা উদার চরিত্র ।
 নির্ঝংসর শাস্ত্র শিষ্ট তদগত চিত্র ॥
 ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্বত্র উদাস ।
 শ্রীমদগীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস ॥
 গীতা উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে ।
 “যোগক্ষেমং বহুমাংসং” শ্লোক বিচারিতে ॥
 মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে ।
 যোগ ক্ষেম বহিয়া যে অনন্ত-ভক্তেরে ॥
 আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয় ।
 পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয় ॥
 লেখনীতে আঁচিয়া পাঠান্তর স্থাপে ।
 গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাৎস্বরূপে ॥
 গীতাপাঠ কাটাতে অন্ধরে আঁচড়িতে ।
 রামকৃষ্ণ-অঙ্গ কত হয় সেই ঘাতে ॥
 জানাইতে তাহারে করিলা কিছু ভক্তি ।
 আঁচড়িতে বাস্তব বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী ॥
 ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র পাকে উপবাসে ।
 পরদিনে গেলা পুন ভিক্ষা অভিলাষে ॥
 হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম ।
 ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম ॥
 চ'জন্যর স্বক্ষে দুই প্রসাদের ভার ।
 রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার ॥
 লইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ প ঠাইলা ।
 ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥
 এতেক প্রসাদ তেঁহ পাইলেন কোথা ।
 তোমাদিগের স্বক্ষে নিতে মনে নৈল ব্যাথা ॥
 সে যাহা হটক তোমাদিগের অঙ্গে রক্তাশা ॥
 কান্ডিতেছ মারিল কে হেন বৃদ্ধি পায়া ॥
 তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল ।
 তেঁহ কহে অসম্ভব মনে না লইল ॥

মিশ্রঠাকুর কার নাহি দেন পীড়া ।
 ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া ॥
 তাহাত তোমরা হেন সুন্দর কিশোর ।
 হেন অঙ্গে আঘাত না কবে দম্মা-চোর ॥
 সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আচা মরি ।
 কেমন নির্দয় সেই দম্মা নৈল হেরি ॥
 পুন শিশুকহে মাতা সত্য যে কহিছ ।
 মিশ্র মারিরাতে ক্ষত হইয়াছে তুমি ॥
 পুনঃ পুন শুনি ঠাকুরাণী মনে লৈল ।
 তবে বল বাপু আহা কি দিয়া মাঝিল ॥
 কেন বা মারিল হেন কুমতি হই ।
 এ হেন সোণার অর্ধে আঘাত রি ॥
 তাঁহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি ।
 সন্নিকটে ছিহ্ন মাত্র দে বস্তু এহি ॥
 সোণার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহা আঘাতে ।
 আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে ॥
 এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া ।
 পড়িয়া বহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া ॥
 শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ধরে ।
 ভিক্ষা নাহি মিলে বাত-বিবিধ-তরে ॥
 আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে ।
 শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে ॥
 এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা ।
 আহা মরি দুটা শিশু মারিয়া ডারিলা ॥
 এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা ।
 পণ্ডিত হইয়া তার কল এই পারা ॥
 এত শুনি বিপ্রসাদ আশ্চর্য্য মানিয়া ।
 আকাশ পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া ॥
 কহে আর কে আইল কাহারে মারিছ ।
 আমি তো কাহারে কতু হিংসা না করিছ ॥
 কোথা গৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ ।
 বৃথা কেন রোষ করি করহ কলহ ॥
 ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার ।
 জানো নাহি স্বন্ধে দিয়া পাঠাইলে বার ॥
 মিশ্র কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই ।
 পাঠাইল প্রসাদ কেবা সে বালক বা কই ॥
 তবে ঠাকুরাণী পুন চমকিয়া কহে ।
 কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে ॥
 অগুরু-বরুণ দুটা গৌরী-কৃষ্ণ-বর্ণ ।
 অতি-সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ ॥

স্বন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা ।
 কান্দিতে কান্দিতে আইলা যেন পুতলাহারা ।
 কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা ।
 হোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা ॥
 পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুদ্ধিলা ।
 গীতাপাঠ কাটা হেতু অ ব কৈলা ॥
 বুঝিয়া হঠাৎ মুচ্ছা হইয়া ডুলা ।
 কহে তবে সত্য আমি অ আঁচড়িলা ॥
 ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে ।
 কারণ কি ইহাব বিবরণ কহ মোরে ॥
 ঠাকুর ক ন আরে গীতা-আগবত ।
 জগন্না নিজদেহ হয় তো সাক্ষাৎ ॥
 সে তা পাঠ ছাটি তাহে আঁচড়িল ।
 অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল ॥
 “বহামাহং পাঠে মুক্তি বজ্রা করি ।
 তাহার উদাহরণ স্বন্ধে বাহ দেখাইল ॥
 জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে ।
 তুমি ধন্ত দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে ॥
 ব্রাহ্মণীয়ে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া ।
 প্রেমাবেশে হর্ষ-ভরে তটস্থ হইয়া
 বহামাহং বহামাহং লেখে পুনঃপুন
 অপরাধ ক্ষেমাভিতে করয়ে স্তব
 অতাপিহ শ্রীঅর্জুনমিশ্রের গীতাটীকা ।
 পণ্ডিতের মাত্র হয় গৌরবের অধিকা ॥
 “বহামাহং বহামাহং” তিনবার হয় ।
 অর্জুনমিশ্রের দ্বারে বসে যে দেখার
 অতএব সিদ্ধান্ত অনন্ত বেই ভজে ।
 যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে ॥
 অর্জুনমিশ্রের ভাগ্য কিবা অল্পপাম ।
 ছলে কুপা কৈলা জগন্নাথ বলরাম ॥
 সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ ।
 কুপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থন ॥

শ্রীশ্রীধরস্বামী ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত ।
 শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত ॥
 শ্রীনৃসিংহদরশন সাক্ষাতে করিলা ।
 টীকা মধ্যে মধ্যে শুধ-অমৃত বর্ণিলা ॥

কর্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পূর্বক পূর্বক ।
মূঢ়জনে নাহি বুঝে মানে করি এক ॥
যামী তারে পূর্বক করিয়া শাস্ত কৈলা ।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বখানিলা ॥
কর্ম-জ্ঞান আদি হরিতত্ত্বগন্ধ বিনে ।
বিফল উত্তম্যমাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে —

শ্রেয়ঃসূতিং ভক্তিমুদ্রস্ত তে বিভো ।

হে বিভো ! ভবদীয় ভক্তিপথে কল্যাণ-স্রোত
প্রবাহিত ।

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বি বিজয় ভূষণ ।
ভক্তিযুগল নিরৌধয়ে কর্ম যোগ জ্ঞান ॥
কর্ম-জ্ঞান-আদি-মিশ্র ভক্তি যদি হয় ।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রাণংসর ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

জ্ঞানে প্রয়াসমুপাশ্রয় নমস্ত এষ,
জীবন্তি সন্মুখারতাং ভবদীয়বাণাম্ ।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাঃ তদুবাণ্ডমনোভি
র্ষেপ্রায়শোহজিত ! জিতোহ্যপ্যসি তৈভ্যলোক্যাম্ ॥

যাহারা জ্ঞানের প্রয়াস বিদর্জন পূর্বক সাধুযুগল-
বিনির্গত শ্রুতি-অনুগত ভবদীয় প্রায়শোহই কার্যমনো-
বাক্যে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে জীবনধারণ করেন,
জিতুবনের অজিত হইলেও, আপন, তাঁহাদিগের
নিকট পরাজিত ।

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্তশরণ ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ হন ॥
অনন্ত করিয়া ইহা সর্বশাস্ত্রে ॥
ছরাচার হইলেও সে সাধুযুগে হয় ॥

শ্রীগীতারাম—

অপি চেৎ স্তূত্রাচারো তদ্ব্যত মামনস্তভাক্ ।
বে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আয়ার ভজনা করে, অতি
ছরাচার হইলেও সে সাধুযুগে গণ্য ।

ইহাতে বুঝহ অনন্য বিনে ভক্তি ।
শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদ-পংক্তি ॥
হরিতত্ত্ব-আশ্রিত অন্য দেব-আদি গুণে ।
ভক্তিতত্ত্বসে সেই জন নাহি বুঝে ॥

প্রারম্ভিত কর্মী জানী তত্ত্ব-আদি যে তে
যে যে অধিকারী করিবেন সেইমতে ॥
হরিতত্ত্ব জীবের যে কর্তব্য তাৎপর্য্য ।
কর্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের বর্জ্য ॥
শাকর বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখ্যান ।
দুখিয়া স্থাপিনা শুদ্ধমত বিগন্ধ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ প্রচার করিলা ।
যত যত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা ॥
শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সত্য-মার্গ ।
নির্ণীলা নিরাসি মত মতবাদিগণ ॥
কানীপুরে দণ্ডী যত মতবাদিগণ ।
হঠ করি বিচার করিলা বহুজন ॥
পরাজব করি স্বামী দিলা গুণাহন ।
তপ'চ ন' মানে পূজ্যসংস্কার কারণ ॥
উভয়সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয় ।
মাধব যে অঙ্গীকরে সেট সিদ্ধ হয় ॥
টীকা নিঞা শ্রীবেণীমধব শ্রীচরণে ।
ধরিতেই প্রভু কৈলা হৃদয়ে ধারণ ॥
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিলা ।
অন্য দেখে যেন হৃদে উড়িয়া লাগিলা ॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত ।
ভাবার্থদীপিকা টীকা সাধু সাধুমত ॥
জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন ।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজন ॥
তাঁহার বৈরাগ্যকথা আশু বিবরণ ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন ॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায় ।
নৃসিংহ অকলঙ্কলী হৃদয়ে উদয় ॥
মহাভাগবতোত্তম পণ্ডিত গভীর ।
বৈরাগ্য কল্পিল গৃহে মতি নহে স্থির ॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্তবতী ।
তেজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥
হেনকালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া ।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বলক রাধিরা ॥
সাধু উৎকর্ষাতে গৃহে রহিতে না পারে ।
চিন্তরে বাগক এই কেবল রক্ষা করে ॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক ক্ষেপী-বিষ ।
চালে হৈতে পড়ি গেল বিনা অবলম্ব ॥
ভাদিরা ভিতর হৈতে বাছা নিকটীরা ।
পাইল সম্মুখে এক মন্দির গরিয়া ॥

সাধু ভাষা দেখি মনে বিচার করিল ।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহায়ে রক্ষিল ॥
এতেক ভাবিয়া তেজি গমন করিল ।
অনাথ বালক গ্রামালোকেতে পালিল ॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইলা ।
ভট্ট-নামে রামলীলা-সাহিত্য বর্ণিলা ॥
শ্রীধরনামী শ্রীচরণ গুণ গাই ।
শ্রীমঙ্গাগবত-শ্রীচরণে মতি চাই ॥

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল মহাশয় ।

শ্রীমান্ বিষ্ণুমঙ্গলঠাকুরের বলিহারি ।
সাধু চূড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভোরি ॥
অপূৰ্ণ অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল ।
অলৌকিক রীতি সূচরিত সুনির্মল ॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যৈহ জোরাবরি কৈলা ।
পুন নেত্র ভরি রূপসাগর দেখিলা ॥
ঈশ্বর সূচরিত-সাগরের এক কণা ।
পাইব পবিত্র লাগি দুর্গতি আপনা ॥
দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণা নামে নদী ।
তাহার নিকট গ্রামে গ্রাম কৰ্মবাদী ॥
তথায় বসতি বিষ্ণুমঙ্গল নাম বিপ্র ।
লম্পট-বস্ত্রাব ধর্ম-অংশে অতিক্রিপ্র ॥
নদীপারে এক বেড়া নামে চিন্তামণি ।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস-রজনী ॥
একদিন বিষ্ণুর পত্নীশ্রী মৃত্যুতিথি ।
বেড়া কহে নদীপার না আসিহু ইথি ॥
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্নমানস ।
দ্বিতীয়প্রহর রাত্রে হইল অবশ ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে বজ্রাবাত ।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাবাত ॥
নদীপার যাইতে নাহি নোক নাহি তেলা ।
কাম-ভরণিতে চড়ি জলে কাঁপ দিলা ॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জনবেগে ।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগ ॥
জানহু কাষ্ঠবুদ্ধো মুকুর ধরিয়া ।
সড়া মৃতের ক্রন্দ লাগে সর্বদা করিয়া ॥
সে অস্থাবন নাহি কটে পায় হৈয়া ।
বেড়ার বাটীর চৌদিকে কিরে খাইয়া ॥

প্রাচীরের গর্ভে এক সর্প মুখ দিয়া ॥
রহে ধূহিরে পুঙ্খ লবিত হইয়া ॥
যার না পাইয়া দীর্ঘরজু বুঝি করি ।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি ॥
ভিতবে উপর হৈতে লক্ষ দিয়া পড়ে ।
শব শুনি বেড়াগণ ডরে হড়বড়ে ॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া ।
দেখে বিষ্ণুমঙ্গল হয় আদিনার পড়িয়া ॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে ।
ধরাধরি করিয়া আনিয়া সবে ধরে ॥
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ কেন দেখিয়া পুছরে ।
যেহুপে আইলা গিয়া প্রত্যকে দেখায়ে ॥
জ্ঞান আদি করাইয়া বদাইয়া গৃহে ।
বিশেষ ভৎসন করি বেড়া বহু কহে ॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুঃবুদ্ধি ।
হেন কৰ্ম্মে যাব মতি তার এই সিদ্ধি ॥
যেন তম মদ যাতে শব কালসর্প ।
না চিনিগে অধীন হইয়া কামদর্প ॥
আমি বেড়া নোট অতি অস্পৃশ্য নি নত ।
তাঁহে তুমি বিপ্র মোতে কিয়া অনোচিত ॥
এ হেন অগ্রহ কৰ্ম্মে হেন অমুরাগ ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে বাদ হইত তোমার
তবে কি না হইত চতুর্ভুজসেবা যার ॥
চিন্তামণিবেড়ার যোঁ স্থামণি বাক্য ।
তুনি বিষ্ণুমঙ্গলের জুনে হল সৌখ্য ॥
আগমন ক্রেশ আর ভৎসনা বিশেষে ।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে ॥
রাজি কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল ।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম ।
ঈশ্বর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম ॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন ।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধন ॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয় ।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যার ॥
কৃষ্ণ দরশনে মম-উৎকর্ষ হইল ।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি খাইয়া চলিল ॥
বৃন্দাবনে বাইবার হইল আশয় ।
দিগ্দিগ নাহি অমুরাগে ধার ॥

কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া ।
 সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া ॥
 প্রেমাবেশে অন্তর্মনা হুই চারি দিন ।
 বসিয়া রহিয়া তথা আত্মসুখিহীন ॥
 গ্রামহ প্রবীণ লোক দেখিয়া সুপাত্র ।
 ভক্তিতাকে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র ॥
 সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী ।
 সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী ॥
 দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল ।
 হেন বে সাধুর মন জেবৎ টলিল ॥
 আপন অন্তর-রীতি বুঝিয়া আপনে ।
 উপায় সজ্জিলা কিছু শাস্তির কারণে ॥
 স্নান করি সেই নারী যে দিকে চলিলা ।
 সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা ॥
 বধু নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা ।
 সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা ॥
 হেন কালে সেই স্ত্রীর স্বামী সূচা হত ।
 দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকিত ॥
 বহু স্তব করি কহে করবোড় করি ।
 কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি ॥
 সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ ।
 তোমার রমণী আনি আঘারে দেখাহ ॥
 বণিকচরিত্র কিছু অলৌকিক হয় ।
 বৈষ্ণবপিরীতিকায়ে স্বীকার করয় ॥
 অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া ।
 আনিয়া রমণী নিজ স্রবেশ করিয়া ॥
 নির্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা ।
 আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥
 চক্ষু সন্মোহন করি তত্ত্ব বিচারিয়া ।
 কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া ॥
 আরে যুট চক্ষু কি দেখিয়ে তুলিয়াছ ।
 অগ্রাহ্য অবিতর্জপথে কি ধন পাইয়াছ ॥
 রক্ত-মাস-ক্লেশ-বিষ্ঠা-মুজমর দেহ ।
 স্বক-আচ্ছাদন যাত্র দরশ-সুবহ ॥
 নিরুণ তোমার মতি এ হেন কদর্য্য ।
 লালসা করহ যাতে নিমিত্ত-অভূত ॥
 ধিক্ ধিক্ আরে তুই অসৎ ইন্দ্রিয় ।
 ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অসুর ॥
 এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন ।
 পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ ।

এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে ।
 তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে ॥
 আজ্ঞা মানি সূচ দৃষ্টি বাইয়া আনিলা ।
 সাধু নিজচক্ষে তাঁরে বিদ্রিষ্টে কহিলা ॥
 পুনঃপুন আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিদ্রিষ্ট ।
 বণিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে ॥
 আজ্ঞাক্রমে পুন সেই সরোবরতীরে ।
 হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা স্ত্রীরে ধীরে ॥
 কৃষ্ণভঞ্জনের বাধা করিতে প্রবর্ত ।
 বোহতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা দৃঢ় ব্রত ॥
 কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে ।
 অমুরাগচক্ষু বার কি করে নয়ানে ॥
 রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ-মধু মাতি ।
 ক্ষণে হানে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষতি ।
 মাতোয়ার প্রায় ধরমর করি চলে ।
 বর্ণরে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥
 যে গীত-অমৃতে জিতুবন পুলকিত ।
 কৃষ্ণবর্ণামৃত নাম অক্ষুণ্ণিহ স্থিত ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে ।
 বসি কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা গুজরার ঘাটে ॥
 ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়াদ্র হইয়া ।
 বিশ্বমন্ডলে কহে সম্মুখে আসিয়া ॥
 রোদ্রে কেনে বসি ভাব তুকে কেনে রহ ।
 ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ ॥
 তেঁহ কহে অরু মুক্তি দেখিতে না পাই ।
 কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি বাই ॥
 কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুক্তি ।
 মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাকি ॥
 শ্রীঅজ-সদাশ্রমে আর সুমিষ্ট বচনে ।
 সাধু অহুতাবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে ॥
 আনন্দ উৎকর্ষা আর হিরা গুরুগরি ।
 সাগটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি ॥
 কহে তব হাত ধরি বৃক্ষছায় লহ ।
 অন্ন আনিয়াছি কোথা খাই তবে দেহ ॥
 কৃষ্ণ দূরে থাকি বাসহস্ত বাড়াইয়া ।
 তর্জনী ধরিতে কহে যুচকি হাসিয়া ॥
 আহা যদি সেই তবী সেই মনহাসি ।
 ধিক্ ধিক্ কোটিচক্রে কোটি সুখাশি ॥
 ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি ।
 হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি ॥

পুন কিছু হাত বাড়াইয়া তলী করি ।
 সাপটিয়া ধরে সাধু অতিক্রম করি ॥
 সুদারিঅ যেন স্পর্শমণি পথে পারি ।
 মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ আর ॥
 বহুকাল স্মার্ত্ত খাইয়া স্থাবাশি ।
 যেমত আনন্দ পার তেমত পরশ ॥
 কৃক কহে ঠাক মোরে মুঞি ধরে বাই ।
 কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে তাই ॥
 তেঁহ কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি ॥
 বাহিরে রাখিব আশ্রি হৃদয়-মাঝারি ।
 বহুদুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন ।
 পাইয়াছি বাদ বা ছাড়িব কি কারণ ॥
 পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখন ।
 তুমি সে কেমন কহু না দেখি এমন ॥
 নিজনাহি হানি পরদুঃখ বিমোচন ।
 দরশন দিয়া মাজ তাঁহে না কখন ॥
 তথাপিহ কৃক করে হাত টানাটানি ।
 চোরা যেন নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
 সাধু যদি শঙ্ক করি শ্রীহস্ত ধরিল।
 আহা মরি বাজে বল গঠতা করিলা ॥
 বেদনা লাগর বলি সাধু চমকিল।
 যে হেতুক হস্ত প্রথ পাই পলাইল।
 কাকর হইয়া সাধু কহিতে লাগিল।
 এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছুঁড়ি গেলা ॥
 হৃদয় হইতে যদি পারহ বাইতে ।
 তবে তো এগিরে মুঞি পৌকব তোমাতে ॥

তত্বকথোকঃ—

হস্তদুঃখিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃক । কিমকৃত ।
 স্বদগাদ্বাদি নির্বাসি পৌকবঃ পদগামি তে ॥
 হে শ্রীকৃক ! তুমি যদিও হস্ত ছিনাইয়া যাইতেছ,
 হাতে আর বিচিহ্ন কি ? যদিও হৃদয় হইতে
 বাহিরে বাইতে পার, তবেই তোমার পৌকব
 নতে পারি ।

তবে যেহে কৃক পুন কহে নিজরক্তে ।
 ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে ॥

কৃক দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়,
 চক্ষু অন্ধ না পার দেখিতে ॥
 চুপকমণির সাথে, লৌহ-খাতাবিক রীতে,
 যেমন ধায় যায় তেন মতে ॥

বসাইয়া বৃকতলা, দুঃখ অরুণাণি বিলা,
 | তেঁহ কহে কহু না খাইব ।
 যদি মোরে একবার, দেখাও অপেব তার,
 তবে বাহা কহ সে করিব ॥
 কৃক কহে কি দেখিবে, দেখিলে কাঁ কি হইবে,
 গোপনিত কহু দেখি নাই ॥
 সাধু কহে কিবা কহ, না বুদ্ধিরা প্রলপহ,
 গোপননে কাঁবা যে সদাই ॥
 হাঁসিয়া নিকটে যায়, পুন কৃক পিছে ধায়,
 আনন্দে কোতুক ভক্তমনে ।
 নানান কোতুক-রসে খেলয়ে পরমোন্মাদে,
 সাধু যদি হয়ে বিদারনে ॥
 সম্মুখে বাহিত নিধি, দেখিতে না পার সুখী,
 চক্ষু অন্ধ মনে ধকধক ।
 আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
 উৎকণ্ঠিত আশা লললকি ॥
 কহে ওহে কৃক ধৃষ্ট, নির্দয় নিষ্ঠুর * প্রেষ্ঠ,
 দয়া নাহি তিল আধ তোমা ।
 দরশনমাজে যদি বন্ধা পার কৃত নিধি, †
 গত প্রাণ দেহে হয় সমা ॥
 তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বেধি,
 কিবা হান চাকলা প্রকাশ ।
 পুন কহে ওহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
 উপায় কি তাহা মোহে ভাব ॥
 মোর নিন্দাবাক্য শুনি, কষ্ট হৈলে হেন মানি,
 তবে এত স্তুতি করি শুনি ।
 এত কহি তব পুন, করয়ে উন্মত্ত যেন,
 প্রলাপয়ে ধায় উঠি ঘনি ॥
 কৃকচক্ষু মুহু হাসি, প্রদীর আনন্দরাশি,
 কোতুকী হইয়া পুন কহে ।
 * কালো-রূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
 বরমাগ স্মৃতিধর্য্য বাহে ॥
 শ্রীবিশ্বমঙ্গল কহে, কি দয়া তুলাবে মোহে,
 কি ধন তোমার আর আছে ।
 ভুক্তি মুক্তি যেবা হয়, ভক্তির বে চেড়ী ধর,
 পদ সেবিকরির পাছে পাছে ॥

* "কপট"—পাঠান্তর ।

† "বিধি"—পাঠান্তর ।

হেন ভক্তি ঠাকুরানী, প্রেমধন রত্ন-মণি, (১)
অলকারে ভূষিতা হইয়া ।
মোহনর-সিংহাসনে, বৈসে চেঁচীগণসনে,
অতএব ভূলাবে কি দিয়া ॥
যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোর ছুটি চক্ষুদান দিয়া ।
ত্রিভুজভঙ্গিম হৈয়া, বদনে মুরলী দিয়া,
সম্মুখে দাড়াও দেখা দিয়া ॥ (২)
তব কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাবুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা ।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্য চক্ষু হৈল তেঁই,
কৃষ্ণরূপ পানের পিণ্ডালা ॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হের অচেতন পড়ে ভূমে ।
পুলকাক্ষ অদি করি, অহ অমৃতব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে ॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ বরণনে,
পরম আনন্দ দিন যায় ।
কৃষ্ণ নিজ ভূজে শেবে, (৩) দুহু অঙ্গ স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিতানি বোগারি ॥
দৈবযোগে সেই রাশা, চিন্তামণি বেড়া নামা,
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি ।
সকল কবিতা দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভাবে,
আসি মিলে বৃন্দবনপুর্বী ॥
স্ব বরাগ্য অমুরাগে, শ্রীবিদ্যমঙ্গল আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে ।
শ্রীবিদ্যমঙ্গল তবে, রত্নদর্শী (৪) গুরুভাবে,
লগমিলা বহু ভক্তিরীতে ॥
কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা, মিষ্টার প্রকার নানা,
খাইতে দিলেন যত কর ।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাই,
নাহি আইছ অন্ন হেথা কোরি ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি, তুমি প্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগৎ শুধিতে পার হলে ।
শরণ লইছ মুঞি, আর কিছু নাহি চাঞি,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে ॥

(১) "প্রেম-রত্ন মণি"—পাঠান্তর ।

(২) "দেখাইয়া"—পাঠান্তর ।

(৩) "ভূজিশেবে"—পাঠান্তর ।

(৪) "বরোদর্শী"—পাঠান্তর ।

এত কহি চিন্তামণি, বর্গে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে চলিয়া ।
শ্রীবিদ্যমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিদ্ধ,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া ॥
আখ্যানময় বহু বেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন ।
এত কহি কৃষ্ণহাসনে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধাউয়া করিলা চতু পদ ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত অমুরোধ তারি,
ছুই তব দিল দরশন
আহা কি আশ্চর্য্য কথা, প্রকৃত সৌভাগ্যলতা,
দুঃসময় একই সমান ॥
সেই দোহাকার পদ, ছাড়িয়া বিবরমদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে ।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পূরাইবে,
মনে মানস কর কৃষ্ণদাসে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রী রমণ আদিত্য-ভক্তগুণ-
বর্ণনঃ ষোড়শ-মালা ॥১২॥

ত্রয়োদশ মালা ।

শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণাদিভক্তচরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈবভক্ত জয় চৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ ।

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান ।
বাল্যভাবে উপাসক * হয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তদুৎসাহুর্বা বাৎসল্যভাবে সেবে ।
অনন্ত ভক্তি মতি ভজে এক ভাবে ॥

* "বাল্য-উপাসক হয়ে"—পাঠান্তর ।

অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ভজে হরি ।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি ॥
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি বিপ্রের হইল ।
শাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাৎ হইল ॥
আকাশের চান্দ বেন করেছে পাইলা ।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা ॥
প্রোমেতে ঐশ্বর্যজ্ঞান শিখিল হইয়া ।
তুচ্ছমাধুর্য্য ব্রজাঙ্গুগা-ভব পাইয়া ॥
লালন পালন করে পুত্র করি জ্ঞান ।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন ॥
মানা অলঙ্কার বস্ত্র মালা পরাইয়া ।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া ॥
চুষ আলিঙ্গন করে নাচার কাচার ।
স্নেহানন্দসিদ্ধি বিপ্র দেহে না আমার ॥
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে ।
গোপাল কারণ আনি বস্ত্র করি রাখে ॥
নাটম কুম-কুমি গেণ্ডু ভাঁটা রান্নাকড়ি ।
কড়া-বয়স্ বৃত্তিকার ভাঁড় হাঁড়িকুড়ি ॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে ।
কোলে করি নাচার অঙ্গ বহরে নরানে ॥
দিবার্শি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে ।
কোটি ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে ॥
রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন ।
হাত চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন ॥
একদিন রাত্রি ঘরে বিড়াল ডাকয়ে ।
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে ॥
কণে কণে লিপ্রের গলা চাপিয়া ধরয়ে ।
কেনে কেনে বসি সাধু বন্ধঃস্থলে ধরে ॥
গোপাল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে ।
অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে ॥
কোলের ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহর ।
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকর ॥
পুনর্বার আর দিন ঐমত করিল ।
ভয়সা-বচনে তেঁহ লালন করিল ॥
একদিন যিজে কিতা ছুঁইব খটিল ।
ঐশ্বর্য্যভাব আসি উদয় হইল ॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদভূত ।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত ॥
দেবের দেবতা বিহু কাটিল যে কাল ।
ভয়ের যে ভয় হয়ে যমের করাল ॥

বিড়ালের ডাকে কিহো ভয় পায় কেনে ।
মুখ-বাগক-প্রায় কীলেক কি কারণে ॥
এতেক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা ।
ঐশ্বর্য্যভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা ।
ভাবান্তর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্দান কৈল ॥
হাচাকার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িলা ।
নিধিহারা রত্ন যেন মণীহারী ফণী ।
শিরে করাঘাত করি উচ্চ করি ধ্বনি ॥
দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি ।
এতে ভব হৈল অস্ত্র ভাবান্তর মতি ॥
অতএব পুন দেখা না পাবে এ দেহে ।
দেহ-অস্ত্রে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহে ॥
দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন ।
সেই দিন নিরাধারা রহিল ব্রাহ্মণ ॥
অতএব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই ।
এই দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল বেই ॥
পুন ভাবান্তরে পুন অন্তর্দান কৈলা ।
দেহান্তে স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইলা ॥
ঐশ্বর্য্য-ভাবেতে অস্ত্রধাম প্রাপ্তি হয় ।
মাধুর্য্যভাবেতে ব্রজপুরে কৃষ্ণ পার ॥
দান্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস ।
ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ তাহে বশ ॥
কেবল যে বিধিমার্গে ভজয়ে কৃষ্ণেরে ।
মহিবীজ প্রাপ্ত হয় ষারকাদিপুরে ॥

যামলে—

রিরংসাং সূষ্ট কুর্কন যো বিধিমার্গেণ সেবতে ।
কেবালনৈব স কদা মহিবীজমিমাং পুবে ॥

বিবিধমার্গের অল্পসরণে সুনরীর কায় রতিবাসনা
করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই কেবল
ষারকাদি পুরে কদাচিত্ মহিবীজ লাভ করেন ।

প্রিয়-আস্থ-পিতৃ-সখা-গুরু-দৈব-মিত্র ।
শুভ্র-ইষ্ট-পতি-ভ্রাতৃ-প্রোক্ত আদি পুত্র ॥
কোনো ভাবে চিন্তে যেই সেই হয়ে মুক্ত ।
প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযুক্ত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন কহিচিন্মৎপরাঃ শাস্তরূপে,
ন গুণ্যস্তি নো মেহনিমিবো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেবামহং প্রিয় আত্মা সূতশ্চ,
সখা গুরুঃ সূর্যদো দৈবমিষ্টম্ ॥

হে শাস্তরূপে ! যাহারা মদগত-জীবন, তাঁহারা
কদাচন্ত কোভপ্রাপ্ত হন না ; আমি যাহাদিগের
প্রিয়, আত্মা, সূত, সখা, গুরু, সূর্য ও ইষ্টদেব,
আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও বধ করিতে
পারে না ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাজে—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্নিজবন্ধরিম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সগোদবুজ্যন্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥

ইহসংসারে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও
পিতৃবৎ যাহারা শ্রীহরির চিন্তা করেন, সেই উদ্ধার-
গণকে প্রণাম করি ।

ভাবুক-ব্রাহ্মণ-সাধু-চরিত্র বর্ণিল ।
আজ্ঞবল্য রতি স্থল কিঞ্চিৎ কহিল ॥

শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ।

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র স্মরণ প্রকৃতি ।
শ্রীবিগ্রহসেবা তাহে শুদ্ধ মতি-রতি ॥
অন্ন-ব্যাঞ্জন-আদি নানান প্রকারে ।
পরম যতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে ॥
ঠাকুরেরে কহে চুপ করি কেনে রহ ।
হস্তে করি তুলি কেনে বদনে না দেহ ॥
প্রতিদিন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে ।
আর দিল বিপ্র কিছু কহে ক্রোধমনে ॥
নিত্য নিত্য এতেক করিয়া পাক করি ।
দেখাইয়া নাহি খাও করিয়া চাতুরী ॥
লবণ কি অলবণ যাছ কি বিষাদ ।
কিছুই না কহ করি মোর সনে বাদ ॥
অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে ।
পাক করি আজি খাওয়াইব যে শিবারে ॥
তোমার সাক্ষাতে তুমি চাহিয়া থাকিবে ।
সুখার কাতর হইয়া তখন বুঝিবে ॥

এত কহি পাক করি ঠাকুর নিকটে ।
আনিয়া কহয়ে গিছা করিয়া কপটে ॥
ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া ।
কোনমতে খান যদি তরাস পাইয়া ॥
তোমারে না দিব এই শিবারে খাওয়াই ।
নতুবা তুলিয়া খাও বলিহারি যাই ॥
নতথাপি না খাইলা যদি সক্রোধ হইয়া ।
কহে এই দেখ শিবায় দেই খাওয়াইয়া ॥
গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবেশিতে দিব ।
নাসিকার রন্ধে তুলি দিয়া বুঝাইব ॥
এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলি আনি ।
ছুই নাসারন্ধ্রে, চাপি ধরয়ে অমনি ॥
ভকত-চরিত্র দেখি মমাল শ্রীহরি ।
হাসিয়া উঠিলা তবে কোতুক নেহারি ।
আমি এই খাই অন্ন কারে নাহি দিহ ।
অন্নাদি সামগ্র্য মোর নিকটে আনহ ॥
ভকত ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য মানিঞা ।
ঠাকুর-সম্মুখে অন্ন দিলেন আনিঞা ॥
হাসিয়া হাসিয়া কব-কমলে আপন ।
খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন ॥
প্রেমানন্দ-সাগরেতে মগন হইয়া ।
হাসে কান্দে নাচে গায় হুঁবাহু তুলিয়া ॥
স্মরণাদি হিচরণ সেবয়ে আনন্দে ।
পরমসুখেতে কাল যায় সদানন্দে ॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি ।
দৃঢ়তর মৃঢ় অন্ধকার হৈতে তারি ॥

শ্রীমৌনী রাজপুত্র ।

জন্মিয়া অবধি এক রাজার তনয় ।
বাক্য নাহি কহে জড়ভরতের প্রায় ॥
কৃষ্ণচরণারবিন্দে মনের সংযোগ ।
জাতিস্মরণ হয়ে নাহি বুঝে কোন লোক ॥
এক পুত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত ।
খেদাঘ্রিত উপায় চেষ্টয়ে কতমত ॥
একদিন নৈমন্তসামন্তগণ সহে ।
মৃগয়াতে পাঠাইলা যদি বাক্য কহে ॥
বনে গিয়া এক অমাত্য অশ্রদ্ধাশ্রী ।
চোট হানে এক মৃগ পতিগী উপরি ॥

উদর কাটিয়া বাচ্ছা-সহ যুগ মরে ।
 রাজপুত্র দয়ার্জ হইয়া হা হা করে ॥
 কহে হা হা কিবা দোষে ইহার মারিলা ।
 জমাদার বাক্য শুনি মুচকি হাসিলা ॥
 গৃহে আসি আনন্দিত রাজারে কহিলা ।
 রাজা শুনি হৃদয় পুত্র বোলাইলা ॥
 রাজা পুনঃপুনঃ পূছে কিছু নাহি কাহ ।
 জমাদার প্রতি রাজা কোপদৃষ্টে চাহে ॥
 হা রে মিথ্যাবাদি মোরে মিথ্যা শুনাইলি ।
 ভয় না মানিলি বুঝি বিজ্ঞপ করিলি ॥
 যতপি বালক বাক্য কহিল তখন ।
 তবে কেনে জিজ্ঞাসিলে না কহে এখন ॥
 তবে রাজা জমাদারের মন্তকচ্ছেদনে ।
 আঙ্গা দিল। ক্রোধাবশে ভৃত্যবর্গগণে ॥
 জমাদার ভাবে এ তো বড়ই বিপদ ।
 * রাজপুত্র-স্থানে বহু করে কাকুবাদ ॥
 বাক্য কহ মহারাজ মোর গ্রাণ রাখ ।
 পর-উপকার লাগি একবার ভাখ ॥
 অনেক প্রকার জমাদার স্তুতি কৈল ।
 অশ্রু করে কিছু রাজকুমার কহিল ॥
 বোলাতোমুখা এই শব্দ উচ্চারিয়া ।
 পুন গৌনে রহে হেঁট মন্তক করিয়া ॥
 রাজা আহলাদিত-হিয়া লজ্জিত হইয়া ।
 জমাদারে পুস্তক করয়ে তুমিরা ॥
 পুস্তকে কহরে বাপু কি কহিলে কহ ।
 কহিলে তো বাক্য তবে কেনে মোনে রহ ॥
 বহু বস্ত কৈল রাজা তবু না কহিল ।
 সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিল ॥
 বোলাতোমুখা এই শব্দ যে কহিল ।
 ইহার কি অর্থ সবে বিচারিয়া বল ॥
 বিচারিয়া কহে সবে নৃপতির আগে ।
 বোলাতোমুখা ইথে বহু অর্থ লাগে ॥
 সামান্তত অয়ে রজগুণ আদি অয়ে ।
 পরনিকা আদি চলে উপজয়ে তমে ॥
 রাজহলে বাক্যদ্বারে দণ্ড অর্হ হয় ।
 মিথ্যাবাক্য আদি ক্রমে নরকেতে যায় ॥
 শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয় ।
 সর্বদাশ হইয়া সর্বদাশ বার কর ॥
 অভয় করিয়া মোন যেই হয় ।
 করিয়া বহু বহু ইহার আশয় ॥

রাজা কহে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া ঝুটন ।
 তাহার প্রশংসা কিবা কিবা আর গুণ ॥
 সভাসদ কহে তাহা না বুঝে যুট ।
 অভিমানী তপস্তা বুঝে অতিগুট ॥
 মোন যে কর্তব্য বটে অল্প অল্প কথা ।
 কৃষ্ণকথা বস্তব্য অবস্ত্য যথা তথা ॥
 শৌনকাদি মুনিগণ দেখে মোনস্রুত ।
 কিন্তু কৃষ্ণকথার সময় উনমত ॥
 রাজা কহে মোর পুত্র সাধুব লক্ষণ ।
 তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেনে মোন ॥
 সভাসদ কহে ইহার কারণ আছর ।
 অমুভব করি এণে জাতিস্মর হয় ॥
 জন্মান্তরে ভক্তন বিবরে দাগা পাইল ।
 সেই ভরে নৈষ্ঠিক মউন পণ কৈল ॥
 আর কিছু কহি যে ইহার অহমান ।
 শুদ্ধ বিদ্যার সনে সদা অবস্থান ॥
 সদংশে কহিতে বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে ।
 অসদংশে কহিবাবে মতি নাহি রোধে ॥
 এ কারণে অন্তর বৈরাগ্য মোনে রহে ।
 ভক্তিরত্ন হারাই হারাই জ্ঞান যাহে ॥
 তেঁহ মো-পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে ।
 চরণে ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে ॥

শ্রীহরিদাস বৈরাগী ।

বর্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে গ্রাম ।
 তথারে অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ ॥
 বিমূর্ত্তিহীন ভ্যক্তনিজধর্ম শাস্ত ।
 বৈষ্ণবের ঘেষ্টা সদা বিদ্যাহরস্ত ॥
 হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহান্ ।
 ব্রহ্মিতে ব্রহ্মিতে এক গৃহস্থের স্থান ॥
 বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিল।
 ভকতিপূর্ব্বক গৃহী আতিথ্য করিলা ॥
 তার্কিক ব্রাহ্মণগণ হুই চারি তথা ।
 আসিয়া বসিলা কহে নানা গর্ব্বকথা ॥
 নির্ভেদ ব্রাহ্মসঙ্কান আর ভক্তি ।
 বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কটু উক্তি ॥
 বিপ্রগণ পলাতন হইয়া না হয় ।
 বিতর্ক করিয়া মাত্র কলহ করয় ॥

বৈষ্ণবেরে কটু কথা যতক কহিল ।
 সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল ।
 অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতিচরিত ।
 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনোচিত ॥
 তখন বৈষ্ণবচিন্তে ক্রোধ উপজিল ।
 ক্রোধাবেশে উঠি এক হকার করিল ॥
 তাহাতে আশ্চর্য্য সুন যে কল কলিল ।
 ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল ॥
 নিন্দা করিবার কালে যে ভজিতে ছিল ।
 হাত মুখ নাড়ি বধা শির কাঁপাইলা ॥
 হকার মাত্রেতে সেই ভজিতে রহিল ।
 সাধু স্বেচ্ছাময় অন্তর উঠি গেলা ॥
 বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায় ।
 অস্ত্রে কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয় ॥
 পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিল ।
 শিষ্টলোক তথা ঘেই যেই বসি ছিল ॥
 তাঁহারা যে বিবরণ সকলি কহিল ।
 বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিল ॥
 সেই অপরাধে এই প্রকার হইল ।
 তাঁহা বিনা ইহা সভার না হইবে ভাল ॥
 তবে সেই বৈষ্ণবের ওলাস লইতে ।
 গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে ॥
 কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষ্ণবে ।
 চরণে ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে ॥
 ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ ।
 বৈষ্ণব কহরে আছে উপায় করহ ॥
 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-শ্রীচরণে ।
 শরণ লহগা গিয়া নিকপট মনে ॥
 সম্প্রতি গ্রামে যে ভালপুথরিয়ে ।
 তাহার তলেতে এক বৈষ্ণব আছরে ॥
 তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও ।
 এখনি যে ভাল হবে উদ্ভিগ্ন না হও ॥
 ব্রাহ্মণ কহরে সে যে ভোমজাতি হয় ।
 কর্ণে হস্ত দিয়া পুন বৈষ্ণব কহয় ॥
 তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ ।
 তবে কেন হেন বেদ-বিরুদ্ধ কহিছ ॥
 চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয় ।
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কর ॥
 ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল ।
 বিপ্রগণ শুনি তাহা কিকিৎ কুন্ডিল ॥

সাধু দরশন কল কলে দেখে ক্রমে ।
 সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিন্ত-অমে ॥
 শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে ।
 তৎকণাৎ রতি হৈল সাধু কৃপাবলে ॥
 তথা হৈতে আসি ভালপুথরীর পাড়ে ।
 দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে ভালবৃক্ষ আড়ে ॥
 কেহ বলে গুপ্তে উহার পাদ ঘোরাইয়া ।
 আনহ তুরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া ॥
 কেহ বলে এ কি কথা ভয় কারে কর ।
 আমি তো ঐ পথে বাব কারে নাহি ডর ॥
 এত কহি সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত ।
 অপরাধিগণে জানি দিলা সবে ক্ষত ॥
 তৎকণাৎ উপদ্রব শাস্তি যে হইল ।
 বৈষ্ণব-মহিমা দেখি চমৎকার হৈল ॥
 সেই হইতে গ্রামভুক্ত বৈষ্ণব হইল ।
 শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্ব শরণ লইল ॥
 ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল ॥
 বৈষ্ণবচরণামৃত একান্ত করিল ॥
 মহামহোৎসবঘটা হইতে লাগিল ।
 প্রভুর কৃপায় এক তরঙ্গ উঠিল ॥
 তথা শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীর শাখা ।
 জীবন নায়েতে যার গুণে নাই লেখা ॥
 তাঁর গুণ কর্ম বশ পশ্চাতে বর্ণিব ।
 তাঁর পরিবার আই গ্রামে হৈলা সব ॥
 অতএব সাধুসঙ্গ-কলের মহিমা ।
 প্রত্যক্ষ দেখহ শাস্ত্রে করে যে গরিমা ॥
 নিগ্রহ করিতে সাধু অহুগ্রহ করে ।
 এমন দয়ার নিধি বৈষ্ণবঠাকুরে ॥
 না জানি কেমন অপরাধ মোর হয় ।
 ঘৃণা করি ঘোর প্রতি কেহ না হেরয় ॥
 হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসজ্জন ।
 কৃপা কর মোরে মুক্তি লইহু শরণ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী ।

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন ।
 কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন ॥
 শ্রীমহাগবতশাস্ত্র অমৃতসাগর ।
 তাহা যদি উদ্ধারিলা অথা পরাধপর ॥

বিকৃতভক্তিরদ্বাবলী পরম পদার্থ ।
 ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ ॥
 নিকাম নিশেহ প্রেমানন্দ-কারাগার ।
 শ্রীমান্ পুরী গোসাঞি মহাশয়ের সাগর ॥
 কাশীপুরে বাস মাত্র ভক্তিপরায়ণ ।
 ভুক্তি মুক্তি আদি কিছু না করে গণন ॥
 পুরুষোত্তমে অগম্য হরে মহারদ্বী ।
 স্নেহ করি পুৰী প্রতি কৈলা এক ভদ্রী ॥
 সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা ।
 ব্যভে কিছু পুৰী প্রতি কহিতে কহিলা ॥
 কাশীতে আছে পুৰী তাঁরে গিয়া কহ ।
 ভুক্তি মুক্তি আশে বুঝি তথার আছে ॥
 মুক্তি বনচাণী মোব কি অর্থ আছয় ।
 দেখিতে বাসনা ক'বি যদি মত লয় ॥
 এইত রূপ'বাক্য যাইয়া কহিলা ।
 শুনিয়া আনন্দে পুৰী কহিতে লাগিলা ॥
 ভুক্তি দূরে রহ য়েই মুক্তি-চতুর্ধয় ।
 কোটি বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয় ॥
 যে কৈতে শুনিল নাম অগম্য রূপ ।
 সেই হৈতে অগতে না মানি কিছু ইষ্ট ॥
 তেঁহ কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিছ ।
 কিন্তু অই নাম রত্ন হৃদয়ে পরিছ ॥
 কে জানে সে কাশী গয়া কে জানে মথুরা ।
 অই নামরত্নমালা গলে কৈল হারা ॥
 ত্রিঙ্গতে য়েই রত্ন সবে করে লোভ ।
 পাছে হারা হই সদা মনে হয় কোভ ॥
 যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া ।
 তেঁহ যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া ॥
 তেঁহ বনচাণী সত্য কি ধন আছয় ।
 যে ধন চাহিব তাহা ধবেছি হৃদয় ॥
 আপনা মহৎ পদ যে ছিল তাঁহার ।
 বন্ধক রাখিল তাহা কাছে গোপিকার ॥
 তবে রূপরাশি এক অকয় অব্যয় ।
 যে আছে তাহার এই দেখিব আশয় ॥
 রূপা করি তেঁহ যদি বোলাইলা মোরে ।
 শ্রীঅঙ্কের মালা এক পাঠান আমারে ॥
 তবে জানি তাঁর পূর্ব রূপা মোরে হয় ।
 শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জন্ময় ॥
 এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিল ।
 শ্রীঅঙ্কের রত্নমালা দিয়া পাঠাইল ॥

প্রভু এক রত্নমালা পুরীর হাতে ।
 চাকি পাঠাইলা পুন নিক-অভিহাতে ॥
 মর্ম্ম বুঝি পুৰী ভক্তিরদ্বাবলী চার ।
 লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার ॥
 পুরুষোত্তম গিয়া পুৰী দেখি শ্রীচরণ ।
 প্রেমানন্দে পরমানন্দ পাইলা অমূল্য ॥
 রত্নাংলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে ।
 পাঠ করি শুনাইলা বহু অমুরাটগ ॥
 পুৰী প্রতি প্রভু যে রূপামৃতসিদ্ধ ।
 অগ ভরি হয় যদি তার এক বিন্দু ॥
 সব ধন হয় তবে তাপত্রয়-যায় ।
 শুদ্ধ পরমানন্দ-প্রেমেতে ভাসায় ॥
 বুঝি কত তাঁর বিষ্ঠা কুমি না জন্মিছ ।
 যে হেতুক হেন রত্নে বঞ্চিত হইছ ॥
 দস্তে তুল করি পুৰী গোসাঞি আগে ।
 রূপদাস দীনহীন রূপাদৃষ্টি মাগে ॥

শ্রীজ্ঞানদেবজা ।

বণিক জাত্যাংশে লয় শ্রীজ্ঞানদেব ।
 ভক্তিবলে বশ কৈলা সেহ কৃষ্ণদেব ॥
 শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পড়য়ে পড়ায় ।
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভৎসন করয় ॥
 শূদ্র হইয়াও বেদ কবহ পঠন ।
 তোর গৃহে কেহ নাহি করিব ভোজন ॥
 এত কহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ ।
 করি দেওয়াইগ কেহ না করে গ্রহণ ॥
 সাধুব তাহাতে মাত্র কিছু খেদ নাঞি ।
 খেদ যে নির্কোষ লোকে তত্ত্ব বুঝে নাঞি ॥
 হরিদাসগণে অন-অধিকার কিসে ।
 বুঝাইতে হৈল নাহ মরিবেক রিষে ॥
 এতেক ভাবিয়া এক ভঞ্জেবের গলে ।
 তুলসীর মালা আর তিলক দিলা ভালে ॥
 প্রেমেতে লইয়া তারে কিরার পথে পথে ।
 স্ততিপাঠ করে তৈঁস স্বয়ং পাড়ে সাথে ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামের যতেক ।
 চমৎকার হৈল সভার জন্মিল বিবেক ॥
 জ্ঞানদেব-চরণে আসিয়া সবে পড়ে ।
 অপরাধ লাগিয়া কন্যায়মান করে ॥

জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে যুগ্মধরে ।
নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে ॥
হরির ভকত-চিহ্ন ভেকমান্ন হয় ।
তাহা এতি কোপ নাহি কর মহাশয় ॥
সর্ব-অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ ।
হরিভক্তিহীন বিপ্র সর্বানর্হ সেহ ॥
অতএব হরিভক্তি সর্বচূড়ামণি ।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাধানি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে যে আপনি কহিলা ।
ভুবনপাবনী গীতা তুমি প্রকাশিলা ॥
“অপি চেৎ সূক্ষ্মাচারো” ইত্যাদি ।
“বিবৃথাঃ কিং পুনঃ সন্দেহ” ইত্যাদি ॥
অতএব হরিভক্ত পূজ্যোত্তে প্রবীণ ।
যদ্যপিহ হয় সর্ব ‘সদাচার’ হীন ॥
বেদে অধিকার সর্বযজ্ঞে অধিকার ।
“যন্নামদেয়” শ্লোকে বিশেষ প্রচার ॥
সারাংশার হরিভক্তি বিপ্র কি চণ্ডাল ।
এই নিষ্ঠা মোর হৃদে বহু জন্মকাল ॥

শ্রীদিলোচনজী ।

বশিকুলেতে জন্ম দিলোচন নাম ।
অনন্তভকতি কৃষ্ণচরণে নিহাম ॥
দয়ার্জি হৃদয় সদা বিষয়-বিরত ।
কৈষ্কব সেবন যার ঐকান্তিক ব্রত ॥
একস্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া নাঞি ।
সেবাকার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সনাই ॥
ভকতবৎসল হরি উদ্বিগ্ন দেখিয়া ।
ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহলিয়া ॥
আত কৃশ মালিন মলিন ছিঙা বস্ত্র ।
নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জলপাত্র ॥
ঘরে আসি বসি রহে কাকালের স্তায় ।
দিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছর ॥
কহে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশ্রয় ।
ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয় ॥
তঁহ কহে কাকাল মুঞি নাহি পিতা মাতা ।
টহল বলয়ে যদি করি তবে তথা ॥
অন্তর্যামী নাম মোর মোরে সবে জানে ।
যার যে কর্ণের সনে মোরে ডাকি তপে ॥

চারি বর্গ আশ্রয়ীর যার যে আশ্রয় ।
বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্ণে লাগিয় ॥
দিলোচন কহে তবে বেহন কি লবে ।
তঁহ কহে যত খাইতে পারি তাহা দিবে ॥
কিন্তু কেহ মন্দ বাক্য কহিলে না রব ।
তৎক্ষণাৎ উঠি যথা মনে লয় বাব ॥
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ ।
কেহ না কহিবে কিছু তোমাতে হুঃসহ ॥
বৈষ্ণব-সেবার তাহে নিযুক্ত করিল ।
শ্রী নিকটেতে হাত যড়িয়া কহিল ॥
লোকটা রাখিছ ইহার প্রণয়ে রাখিবে ।
সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে ॥
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে ।
দেখিতে পুলকে দেহ পরম উৎসাহে ॥
সাধু কিছু চিত্ত মন্দ ভাবিয়া না পার ।
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয় ॥
বস্ত্রশক্তি এমতি যাহার যে গুণ ।
স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক বা নূন ॥
এইরূপে তের মাস ব্যতীত হইল ।
একদিন শ্রী তাঁর পড়সীতে গেল ॥
পড়সীর শ্রীর স্থানে কহে নিন্দা করি ।
টহলিয়া রাখিল যে গে তাহে আমি হারি ॥
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাই ।
তাহারে সকলি দিয়া আপনি না খাই ॥
এইরূপে যবে তঁহ অনেক কহিল ।
দৈবাৎ টহলিয়া তাঁহা সকলি তুলিল ॥
শুনিঞা তৎক্ষণাৎ বিভূ অস্তর্দ্বান হইল ।
সাধু শোকাকুল হঞা মুচ্ছিয়া পড়িল ॥
তিনদিন উপবাস কিছু না খাইল ।
আকাশবাণীতে প্রভু বৃত্তান্ত কহিল ॥
টহলিয়া হই মুঞি ভক্ত-টহলিয়া ।
ভক্তগণের টহল করি যে মুঞি গিয়া ॥
তুমি যে করহ সেবা কিবা আশ্বাদনে ।
তাহা না হইল মোর ভানিতে কারণে ॥
বড়ই আশ্বাদ বটে করিয়া জানিছ ।
তোমার চরিত্রে বড় পিরীতি পাইছ ॥
আমারে যে ভজ্যে মাত্র তাহে নাহি ভজি ।
যে মোর ভকতে ভজ্যে তাহে নাহি তেজি ॥
এত শুনি সাধু চিন্তে চমৎকার হৈল ।
হুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥

মোরে কৃপা করিবে যতপি মনে ছিল ।
তবে কেনে এমন করিয়া কহিলা ॥
ত্রৈলোক্য তোমার দাস দাসরূপে আইলে ।
এ তো কৃপা নহে তব বঞ্চনা করিলে ॥
সে যা হউ একবার দয়া করি মোরে ।
দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে ॥
তবে জানি তোমার করুণা ভূত্যা প্রতি ।
তঁহে কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি ॥
যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে ।
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে ॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবার যে মহিমা ।
প্রকাশ হৈল ত্রিলোচনে যার সীমা ॥
ত্রিলোচন-শ্রীচরণে শরণ লইয়া ।
কৃপাস মাগে বৈষ্ণবেতে ভক্তিধিয়া ॥

এত ভাবি দৈন্তভাবে প্রকৃষ্টানে গেল ।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি করিলা ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশাস করিলা ।
স্বতন্ত্র প্রভু এক লীলা প্রকাশিল ॥
আচার্য্যেরে লক্ষ্য করি সত্তার শাসন ।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন ॥
আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ মত ।
এক কর্ণে বহু কর্ণ সাধরে অদ্ভুত ॥
আচার্য্য করিলা বহু জনের নিস্তার ॥
তঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
তঁহার সন্তান গোকুলিয়া কে গোলাঞি ।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাঞি ॥

শ্রীভক্তদাস রাজার ।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ।

বল্লভ আচার্য্য নাম মহানু পণ্ডিত ।
পোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত ॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া ।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকার দোষ দিয়া ॥
শ্রীমদগৌরাদ স্থানে গেল, শুনাইতে ।
আপন পৌরুষ মানি লাগিলা কহিতে ॥
শ্রীধর স্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু ।
তাহা দৃষ্টি সদর্পে স্থাপিত সুপ্রসন্ন ॥
ইহা শুনি প্রভু চুই কর্ণে হস্ত দিয়া ।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া ॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয় ।
স্রষ্টা করিয়া তাহার বেদেতে কহয় ॥
এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া ।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিল বসিয়া ॥
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে ।
অভিমান করিয়া রহিলা সেই দিনে ॥
সাধুর স্বভাব বিজ বিচারিলা মনে ।
ভাগবতটীকা কৈলু দস্তের কারণে ।
বিশেষত অস্তের উপরে দোষ দিহু ।
কেবল আপন মাত্র গর্ক প্রকাশিহু ॥
প্রভু অন্তর্যামী মোর অন্তঃ জানিঞা ।
ধর্ম করিবারে কহে ভক্তি উঠাইয়া ॥

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি ।
শ্রীমদ্ভক্তদাসে অসাধারণ পিরীতি ॥
এক বিশ্রামস্থানে সদা রামায়ণ শুনে ।
রাজার বিশেষ প্রেম বিশ্র ভাল জানে ॥
সর্ব লীলা-কথা কহে যথা শ্রোত বহে ।
সীতার হরণ কথা বিশ্র নাহি কহে ॥
দৈবাৎ ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইল ।
অন্ত ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিতে লাগিল ॥
রাজার প্রেমের তঁহে স্বভাব না জানে ।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ-আখ্যানে ॥
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল ।
শুনিতেই নৃশচিতে ক্রোধ উপজিল ॥
লেকা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চড়িয়া ।
মার মার করিয়া ধাইল লক্ষ্য দিয়া ॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়া সহ সমুদ্রে পড়িল ।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল ॥
হরির চরণে যার ঐশ্বর্য সঞ্চারে ।
কাল যে পালায় ভরে মৃত্যু তাগে ডরে ॥
সমুদ্র তথায় পূজা সন্মান-করিল ।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল ॥
হেনকালে দয়াল শ্রীমদ্ভক্ত আসি ।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেমসী ॥
মহাতাপ্যবান্ মহারাজার সম্মুখে ।
দাড়াইল ক্ষুচি হাসিয়া চন্দ্রমুখে ॥

তখাচ সংবিৎ নাহি করে যার যার ।
 হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর ॥
 রাবণিয়া ষেটারে যে বধিয়া জানকী ।
 আনিহু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী ॥
 তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয় ।
 চমৎকার ঐলোক্যমোহন রূপ হয় ॥
 অনিমিখে চাহি মনে বিতর্ক করয় ।
 এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয় ॥
 নব-কাদম্বিনী সহ স্থির-সৌদামিনী ।
 কিংবা মন্ত-অলি সহ বিকচ নলিনী ॥
 কিংবা নীলকণ্ঠ সহ সোণার ভ্রমরী ।
 অথবা অঞ্জনপুঞ্জ তেমের গাগরি ॥
 নবধানে উদিত বা শরদল্লিকী ।
 নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকী ॥
 এতেক শুনিয়া গলপঞ্চাশ বহে ।
 শতবার মূর্ত্তাগত হইয়া পড়ায় ॥
 রামচন্দ্র কহেন যে বাছা থাকে কহ ।
 ঐলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ ॥
 তেঁহ কহে কি চাহিব তোমার অধিক ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক্ ধিক্ ॥
 এইরূপ রত্নযুগ আমার হৃদয় ।
 সদা ঋকমক করে করিয়া উদয় ॥
 সর্বোচ্ছিন্ন যন্ন যেন অন্তস্ত বিধয় ।
 থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয় ।
 প্রভু কহে তখাস্ত যে তাহাই হইবে ।
 এখন রাজত্ব কর পিছে মোরে পাবে ॥
 তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা ।
 পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা ॥
 তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি ।
 যে সৌভাগ্য লাগি ব্রজা শিব আছে ব্রতী

লীলা অনুকরণ ।

পুরুষোত্তম করে লীলানুকরণ ।
 নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈত্যভাণ ॥
 যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই ।
 আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই ॥
 নৃসিংহ হইল বেহ হিবণ্যকশিপে ।
 উল্লপরি মখে মত্যা সিদারিল মত্যাঙ্গণে ॥

হাহাকার করি সবে চমকিত হৈল ।
 যে মরিল তার পিতা আসিয়া ঘেরিল ॥
 তেঁহ কহে ছলে যোর পুস্ত্রেরে মারিল ।
 কেহ কহে তা না হবে আবেশে বধিল ॥
 পিতা রাজা-স্থানে গিয়া নিবেদন কৈল ।
 রাজা চমকিত হৈয়া সবা বোলাইল ॥
 বৃন্তান্ত শুনিয়া রাজা মনে বিচারণ ।
 নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায় ॥
 এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে ।
 সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে ॥
 তাহাবে কহিলা তুমি হও দশরথ ।
 যে মারিল তারে কহে হও রামবৎ ॥
 রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা ।
 প্রাণ তেরাগিল কর অমুকরণ তথা ॥
 সেই অমুকরণ করিতে মাত্র সেই ।
 প্রাণ তেরাগিল সত্য দশরথ যেই ॥
 অতএব কৃষ্ণ-রাম আদি বেশ করি ।
 লীলানুকরণ করে যে যে বেশ ধরি ।
 তাহ তে অবজ্ঞা কেহুকদাচ না কর ॥
 ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অমুসর ।
 তার সাক্ষী দেখ পূর্কপর বৃন্দাবনে ।
 রাসলীলা করে ব্রজবাসি-আদি গণে ॥
 রাধাকৃষ্ণ সাজাইরু'সেই যে বালকে ।
 পরমভক্তি করি পূজে সব লোকে ॥
 তাহার অধরাযুত চরণায়ুত লৈয়া ।
 কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ তাবিয়া ॥
 অতএব ঈশ্বর-আবেশ তাহে জানি ।
 ভক্তি উচিত হয় ইষ্টসম মানি ॥
 লীলা-অনুকরণ অনাদিসিদ্ধ হয় ।
 অনিরুদ্ধ কৈলা উবা হরণ-সময় ॥
 গন্ধর্ব্বনর্ত্তনে দারকার কৃষ্ণচন্দ্র ।
 বাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌর-ইন্দ্র ॥
 কিন্তু ভক্তভনের করণে রসাতাস ।
 কেহ কেহ যদি তারে করিবে উল্লাস ॥

শ্রীরতিবস্ত বাই ।

রতিবস্ত নামে এক বাই পুরুষোত্তমে ।
 বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি রয়ে ॥

গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবতপাঠ হয় ।
 তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য ব'র ॥
 যেই যেই আখ্যান শুনরে তথা যদি ।
 সেই সেই কথা মাতাস্থানে কহে আসি ॥
 আনন্দিত হইয়া শুনরে পুত্রস্থানে ।
 আন দিন উদ্বল বন্ধন আখ্যানে ॥
 শুনিয়া আসিয়া মাতা-নিকটে কহিতে ।
 মাতা তাহা শুনি নাবে পণ ধরিতে ॥
 হা হা হেন শ্রুতীর কমলনরনে ।
 কেমনে বাকিল রাণী দগা নৈল মনে ॥
 ইহা কহি অচেতন হইয়া পড়িল ।
 পড়িতেই অমনি প্রাণ ছুট গেল ॥
 হা হা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ
 বন্ধন করিলা শুনি তেজিলেন দেহ ॥
 হার হার হেন কবে যদি । হইবে ।
 তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে ॥
 তাঁহার চরণরজস্পর্শ অধিকার ।
 হেন সাধনে কবে হইবে আমার ॥
 কে হেন দয়াল আছে এই জিহুবনে ।
 জানিলে শরণ লই তাঁহার চরণে ॥
 প্রাণ নিকাশিয়া দেই যদি তেঁহ চান ।
 যদি পাই সেই প্রেমসিঙ্গুর এক কণ ॥
 হৃদয়-মাণিক করে যাহাবে ধরিছ ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 সাধ্যে উপায়-সম যে আশ্রয় কৈছ ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 নারায়ণ-কৃপাবলে যে পদ পাইছ ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 সর্ববেদসার যেই শাস্ত্রে যে শুনিছ ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 জাহ্নবীর পশ্চিমদিশাতে মণিহার ।
 তাহার মধ্যে যে শোভে গৌরাদ-সুন্দর ॥
 নিবেদন তাঁর পদে দস্তে তুণ ধরি ।
 যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি ॥
 তবে এই শ্রুত দূর্য্যভি-সিদ্ধ পার ।
 হই নহে জিহুবনে গতি নাহি আর ॥
 তেঁহ যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয় ।
 তবে কৃষ্ণদাস দীন কৃতকৃত্য হয় ॥

শ্রীপুরুষোত্তমবাসা মহারাজ ।

শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুরুষোত্তম কৃত ।
 একান্তনৈষ্ঠিক শ্রীরূপে অতুরন্ত ॥
 তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায় ।
 যার ছিন্নহস্ত নোনা শ্রীমদে পতয় ॥
 রাজার একান্ত-ভক্তি-নিষ্ঠা বিবরণ ।
 বিস্তারি কহি যে শুন অপূর্ব কথন ॥
 এক দিন রাজা পাশকীড়াতে আছয় ।
 পাণ্ডা মহাপ্রসাদ হস্তে আইলা তথায় ॥
 মহাপ্রসাদ দিয়' নৃপে অশীর্বাদ কৈল ।
 অনামনস্ক রাজা বাম হস্তেতে নিল ॥
 পশ্চাৎ জানিয়া কৈল তিহ্মার দংশন ।
 হা হা মুঞি কি কাজ করিল অলক্ষণ ॥
 ত্রস্তার দুর্লভ বস্ত্র নে মহাপ্রসাদ ।
 বামহস্তে লৈলু কৈল বড়ই প্রমাদ ॥
 এই অপরাধ জনা এই দুই হস্ত ।
 ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রমত্ত ॥
 এত ভাবি নিজভৃত্য জম্বাদগণেবে ।
 নিজহস্ত কাটিবারে কহে বারে বারে ॥
 যোড়হস্ত করিয়া তাহারায় যায় দূরে ।
 ভৃত্য কি প্রভু হস্ত কাটিবারে পারে ॥
 কেহ যদি না কাটিল কৈল কিছু বুঝি ।
 কহে মোহ বরে এক প্রেত আইসে নিতি ॥
 গবাক্ষের দ্বারে হস্তে বাড়ায় বাহিরে ।
 কি জানি কি কর্ম কিছু নাহি বুঝিবারে ॥
 এইমত সিপাইগণেরে বুঝাইয়া ।
 খড়গহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজিয়া ॥
 যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া ডারিবে ।
 তবে মোর প্রেত হৈতে বিশ্ব দূরে যাবে ॥
 এতেক কহিয়া রাজা শয়ন করিল ।
 মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাত বাড়াইল ॥
 রাজার কহত-মতে প্রেতজান করি ।
 রাজার যে বাম হস্ত কাটে চোট মারি ॥
 দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্র ।
 দৃঢ়নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশ্রয় পবিত্র ॥
 জানিঞা দরজা হিয়া কহে ভতাপণে ।
 রাজার যে ছিন্নহস্ত আনহ বতনে ॥
 আমার বাগিচামধ্যে গাড়িয়া রাখহ ।
 প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ ॥

প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল ।
সেই হস্ত দোনা নামে বৃক উপজিল ॥
অপূর্ব গৌরভ তার সুন্দর-দর্শন ।
পবিত্র সুসেবা যে শ্রীমদ-আচরণ ॥
অতি প্রিয়তম করে আপনি ভোটন ।
অন্তাপি বার্ষিক-যাত্রা দণ্ডম-ভজন ॥
রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি ।
বিহু রূপা কৈলে তার কিসে অনিবৃতি ॥
সেই মহারাজার দাসের অহুদাস ।
কৃষ্ণদাস ভয়ে ভয়ে করে অভিলাষ ॥

শ্রীকরমা বাই ।

মাড়োয়াড় দেশীর শ্রীভগবানভক্ত ।
করমা বাই নামেতে ভগতে আছে ব্যক্ত ॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইয়া পিরীতে ।
করমা-বাই খিচুড়ি যে অস্তাপি বিদিতে ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্বকথন ।
হরিভক্তসামুগ্ধ-প্রবণরঞ্জন ॥
বাইজী প্রভাতে উঠি না ঘুইয়া মুখ ।
খিচুরা পাক করে ঘনে বড় সুখ ॥
আদরক মরিচ হিং বহু বৃত্ত দিয়া ।
বন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিয়া ॥
চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি ।
ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দ-আকুলি ॥
ভগবান আসি তাহা করেন ভোজন ।
তেন ভূত আর কোন জব্যো নাহি হন ॥
একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া ।
অতিথি হইলা শুভ চরিত্র জানিয়া ॥
রতিপ্রোথ-বর্জিতপালক দেখিলা ।
কিছু এক রীতি দেখি কিছু কোত হৈলা ॥
জানিদি না করি পাক করি ভোগ দেয় ।
ইহাতে জো কৃষ্ণভক্তের শ্রীত না জন্ময় ॥
এত জীমি বাইজীকে কহে কিছু নীতি ।
আচারপূর্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত ॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখ প্রকাশন যান ।
করিয়া পাকানি করি কৃষ্ণ-নিবেদন ॥
করহ নতুন-অবস্থা যে অমর ।
ভজনে শ্রীকৃষ্ণভক্তের শ্রীত নাহি হন ॥

এত শুনি করমা-বাই-জীউ ঠাকুরাণী ।
কহেবে বেকগ আজ্ঞা করিলা আপনি ॥
সেইমত আচার করিহা ভোগ দিব ।
শ্রীভক্তি মুক্তি না জানি কি মত করিব ॥
পরদিন সেইমত আচার করিল ।
ভোগ লাগাইতে ছই প্রহর চড়িল ॥
অধিক বেলাতে ভগ্ন থ খাওয়াইল ।
মনকোত হৈল সুখ না জন্মি চিত ॥
খিচুড়ি খাইতে ভগ্নাথ আসি বৈশে ।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্য পরিবেশে ॥
আচমন না করিয়া তড়িৎগতি গিয়া ।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া ॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি ।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি ॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া ।
কোন্ ভাগ্যবান কৃষ্ণে চরণ তর্পিণী ॥
সকল করিলে কার মানবজনমে ।
বুঝিলাম সেই যন্ত এ তিন ভুগনে ॥
তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে ।
নিত্য মুক্তি বাই করমা বাইর সদনে ॥
অপূর্ব খিচুড়ি করি প্রণয় পূর্বক ।
খাওয়ার আমারে তাহে বড় পাই মুখ ॥
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া ।
অমুক বৈরাগী গিয়া স্নানকতি দিয়া ॥
নীত খিচাইল তারে আচার করিতে ।
সে হেতু বাড়য়ে বেলা দুঃখ পাই তাতে ॥
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে ।
প্রস্তুত সময় বাইলে হয় সেইখানে ॥
সেখানে স্নান করি আর বাইয়ের পিরীতে ।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত বাইতে ॥
সেখা হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে ।
অতএব তার কাজ নাহি আচারেতে ॥
পূর্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত ।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুক্তি প্রীতি ॥
আহা কি আশ্চর্য! দেখ কৃষ্ণ বাই শ্রীত ॥
তাহার মহিমা-বেদ-নিধি-অবিস্রিত ॥
কোটিগদাভূষ সেই সুপবিত্র হয় ।
তার সাক্ষী দেখ যে ভগ্নাথ কহয় ॥
অপেক্ষা না কৈল ভক্তি পিরীতি পাইয় ।
যেহেতুক শ্রীভক্তিপূর্বক খাওয়াইয় ॥

অতএব গিরীতি বাহার দেহে হয় ।
 বেনবিধিচরিত্তর গেরেই নয় ॥
 প্রভুর আদেশ শুনি তাঁহু হইল ।
 বাইলীর হানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
 বাইলী শুনিঞা মহা আশ্বে তাসিল ।
 বিকার সাবিত্র অই শরীর হইল ॥
 পূর্ববৎ প্রাতে উঠি খেচরান করি ।
 অগ্ন্যগ্নে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি ॥
 আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা ।
 বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিল ॥
 ভূষিতে বাইলীহানে গমন করিয়া ।
 দণ্ডবৎ করি কহে দুহস্ত বুদ্ধিহা ॥
 তোমার মহিমা আর প্রভুর আশর ।
 আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয় ॥
 তোমারে কহিছ মুঞি আচার করিতে ।
 তাহাতে পাইয়া হুঃখ জোখ হৈল চিত্তে ॥
 অতএব আচরে তোমার যে নিয়ম ।
 সেইমত কর তাহে না কর হেলন ॥
 সেই যে করমা বাই নামে অভ্যাসিহ ।
 খিচুড়ি লাগিয়ে ভোগ নর্যথালী হেহ ॥
 হে কে শ্রীকৃষ্ণ বাই কৃপাদৃষ্টি কর ।
 কলিভবময় জীবদ্ উপায় বিস্তার ॥
 শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে ।
 অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে ॥
 ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদি-ভক্ত
 চরিত্রবর্ণনঃ প্রয়োদশ-মালা ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ মালা ।

—*—

শ্রীশিলাপিল্লাসেবিরাজকহাদি চরিত্র বর্ণন ।

শ্রীশিলাপিল্লাসেবিকল্পাদয় ।

অরু ঐচতুহরি অরু নিত্যানন্দ ।
 অরুইচতুহরি অরু শৌরভক্তবন্দ ॥
 অরু রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপাল ভট্ট নাম-রঘুনাথ ॥
 বিদ্যাবাসিন্দ্রদায় পুন্ডর-আশর ।
 এক রাজা আর এক অধিকার হয় ॥

দৌহাকার এক গুরু নিকট আসিয় ।
 দুই কড়া দৌহাকার চমৎকার হয় ॥
 তাঁহা দৌহাকার গুণ কিছু কীর্তন করিব ।
 দুর্গতি-কালসর্প-বিষ আপনা খাড়িব ॥
 দুই কড়া সখ্যভ ব অলপ বয়স ।
 গুরুগৃহে থাকিতেই সগাই আবেশ ॥
 একদিন খেলিতে খেলিতে গেলা তথা ।
 বসিলেক গিয়া গুরু পূজা করে বধা ॥
 আচার্য্যব্রাহ্মণদ্বয়ে অনেক ক্রীকুর ।
 শালগ্রামনামা চক্র শ্রীমূর্তি প্রচুর ॥
 দুয়ায়ে বসিয়া দুটা কড়া সজ্জায় ।
 ইনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয় ॥
 গোলাকি শুনিয়া তাহা হাসিতে হাসিতে ।
 ঠাকুরত্ব ভক্তিত্ব লাগিলা কহিতে ॥
 লাধু কৃপা কিংবা পুরুষের সম্বন্ধারে ।
 যতেক কহিলা গোলাকি গছিল অন্তরে ॥
 কহে মোদিগের দুটা ঠাকুরকে দেহ ।
 মোরা সেবা করিব কোন দুটা দিবে কহ ॥
 গোলাকি কহেন কেন বাক্য নাহি কহ ।
 এখন বালক বড় হইলে করিহ ॥
 মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া দিব বিধিযতে ।
 ঠাকুরসেবার যোগ্য হইবে বাহাতে ॥
 মন্ত্রগ্রহণের কথা যবে সে শুনিলা ।
 মন্ত্র মন্ত্র করি পুন তাহাই ধরিল ॥
 ঠাকুর মন্ত্রের লাগি কাঁদিতে লাগিলা ।
 গোলাকি সে এক মহা আপদে পড়িলা ॥
 আজি যবে বাঙ কালি দিব যে কহিয়া ।
 তোক দিয়া পাঠাইলা লাঘনা করিয়া ॥
 গোলাকি অন্তরে কিছু করিলা দুকতি ।
 শিলাপুত্র দুটা আনি রাখিলেন তথি ॥
 কুসুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসী-ভূষিত ।
 করিয়া রাখিলা তথা ঠাকুর সহিত ॥
 পরদিন দুই কড়া আইলা ওখার ।
 ঠাকুর দেহ যত দেহ বসিয়া কান্দয় ॥
 গোলাকি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র ।
 আইসহ কেন কাল লভ হও নাহি ॥
 এত কহি সেই দুই শিলাপুত্র দিলা ।
 কৃকনাদ মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিলা ॥
 নামাবৃত্ত প্রবণমাত্রোক্তে মন্ত্র হৈল ।
 আর কিছু রত সেই বালিকার তেল ॥

শিলাপুত্র নাহি জানে ঠাকুর আনিঞা ।
 গদগদ ভাব হৈল হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 জিজ্ঞাসয় ঐহার কি নাম গোসাঞি ।
 শিলাপিত্তা নাম কৃষ্ণচন্দ্র যে সে এই ॥
 শিলাপিত্তা শিলাপুত্র একুই যে অর্থ ।
 বালকে তুল্য ঠাকুর বলি অবধার্ষ ॥
 বালক স্বভাব হয় তর্ক নাহি মনে ।
 স্নদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরু বচনে ॥
 ছুই জন ছুই শিলা লইয়া সেবয় ।
 কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র হৃদয়ে মপয় ॥
 সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট ।
 ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে বিপরীত বর্জিত ॥
 অস্ত কৰ্ম আহার নিদ্রাদি গেহ চেষ্টা ।
 সব দূরে গেল হৈল ভক্তমধ্যে প্রেষ্ঠা ॥
 শিলাপিত্তা প্রাণধন শিলাপিত্তা রত্ন ।
 অস্ত কথা নাহি অস্ত ধনে নাহি যত্ন ॥
 রাজার কন্ডার স্বামী গৃহে লইবারে ।
 সদা লোক পাঠায় না চাহে বাইবারে ॥
 পুনর্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া ।
 অনেক যতন করি চলিলা লইয়া ॥
 পেটারিতে ভরি প্রিয় শিলাপিত্তা লৈল ।
 বন্ধঃস্থলে করি আয়োজন কৈল ॥
 স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া ।
 বুধাই কেনে বা মর পাথর পুজিয়া ॥
 তুল্যইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল ।
 আমার বচন শুন টান মারি ফেল ॥
 স্নদৃঢ় বিশ্বাস তাহে সে কথা না শুনে ।
 বজ্রাঘাততুল্য সেই বাক্য করি মানে ॥
 জোরাবরি স্বামী তার পেটারি সহিতে ।
 টান মারি ফেলি দিল পুর্ণীজলেতে ॥
 হাহাকার করি তেঁহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 শিলাপিত্তা শিলাপিত্তা করিয়া কুকারে ॥
 স্বামী তার যুগ্মমতি বন্দ নাহি জানে ।
 লইয়া চলিয়া গেলা আগন ভবনে ॥
 তথায় বাইয়া কন্ডা অর নাহি ধার ।
 শিলাপিত্তা বলিয়া মাত্র রোদন করয় ॥
 শান্ত্রী নন্দ আর পঙ্কসী বভেক ।
 আসিয়া ঘেরিল আর ইতর শতেক ॥
 সকলেই কহে বহু এত শোকাহুঁলি ।
 হইয়া কান্দয়ে কেনে পড়িয়া আধালি ॥

শিলাপিত্তা বলিয়া ডাকে ইহার কি অর্থ ।
 দাসীগণ কহে আভোপাস্ত যে বধার্ষ ॥
 শিলাপিত্তা ঠাকুর যে ঐহার প্রাণসম ।
 পতি জলে ডারি দিলা বুঝিয়া বিষম ॥
 এত শুনি তার সাত পুস্ত্রে ডাকিয়া ।
 বহু অমুখোপ কৈলা আক্রোশ করিয়া ॥
 লোক পাঠাইল সেই পুর্ণী বধায় ।
 ধুঁজিয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয় ॥
 বধুর নিকটে দিলা পেটারি লইয়া ।
 আঁকু পাঁকু করি হৃদে ধরয়ে উঠিয়া ॥
 দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয় ।
 দূতদেহমধো যেন পুন প্রাণ পায় ॥
 তেমতি আনন্দ হিয়া সেবাদি করিল ।
 তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল ॥
 সেই শিলা হৈতে কৃষ্ণ দরশন দিল ।
 নিষ্ঠা যে সভার যুগ কাঁচে সোণা হৈল ॥
 কৃষ্ণনাম আকর্ষণী হৃদয়ে পশিল ।
 পিরীতি যে বন্দীকার তাহে বশ হৈল ॥
 পুন জমিদারের কন্ডার কথা শুন ।
 আইমনি শিলাপিত্তা প্রতি পিরীত যে ঘন ॥
 ছুই ভ্রাতা তাঁর ছুই প্রাণেতে বৈসয় ।
 অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয় ॥
 যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার বর-বার ।
 লুটিয়া লইয়া গেলা যে ছিল তাঁহার ॥
 তাহার সহিত শিলাপিত্তা ঠাকুর লঞা গেলা ।
 ঠাকুর বলিয়া শ্রীমন্দিরেতে রাখিলা ॥
 হেথা কন্ডা শোকাহুঁলি শিলাপিত্তা লাগিয়া ।
 উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে ডুমে লোটাঁইয়া ॥
 অস্ত লোকে কহে বুধা কান্দ কেনে মাতা ।
 তোমার ত ভাই সে না বাহ কেনে তথা ॥
 তথায় বাইয়া শিলাপিত্তা থাকে বধা ।
 বাইয়া আনিবে ইথে কি আছে অস্তথা ॥
 এতেক শুনিঞা বড়-ভ্রাতা-গৃহে গিয়া ।
 কানিয়া পড়িল তথা আহাঙ্ক খাইয়া ॥
 তটস্থ হইলা সবে জিজ্ঞাসা করয় ।
 কেনে কান্দ বলি আসি ধরিয়া উঠায় ॥
 তেঁহ কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ নিলা ।
 শিলাপিত্তা রত্ন ধন কাড়িয়া আনিলা ॥
 বিশেষ আনিঞা সবে কহয়ে তাহারে ।
 বাহিয়া লহণা চল ঠাকুর-মন্দিরে ॥

মন্দিরে বাইবামাত্র শিলাপিল্লা আপনি ।
 হৃদয়ে আসিয়া লাপে তার গুণগণি ॥
 তাহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা ।
 পিরীতে তাহারে রিখি আপনার সঁপিল ॥
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 কৃষ্ণদাস মাগে এক বিন্দু যে তাহাব ॥

ভক্তিনিষ্ঠ রাজা ।

ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম ।
 বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাচি যার সম ॥
 বৈষ্ণবের ভেক ধরি ছুই চারি চোর ।
 চুবির সন্ধানে গেলা রাজার গোচর ॥
 ভক্তিভাবে রাজা পান প্রফুল্লন কবি ।
 সেবা কবি বসাইলা পর্যাক্ষ উপরি ॥
 অন্যরে লইয়া বাণীগণে আজ্ঞা দিল ।
 চরণ স্তবন করি শুশ্রূষা কবিল ॥
 রাত্রি যবে গৃহবাসী সবে নিদ্রা গেলা ।
 উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিলা ॥
 মারিয়া রাণীব অঙ্গের গহনা লইয়া ।
 চলিয়া যে দস্যুগণ হীনমিত হিয়া ॥
 বাইতে যে লখ না পায় বস্ত্রের এই কর্ম ।
 সারাবাত্রি ফিরি বুলে নাহি বুঝে মর্ম ॥
 প্রভাতে উঠিয়া দেখি দাস-দাসীগণ ।
 রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ ॥
 হাহাকার করি দস্যুগণেরে ধরিয়া ।
 রাজার নিকটে গেল বন্ধন করিয়া ॥
 রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয় ।
 বৈষ্ণবেরে বাঞ্ছা এ কি সর্বনাশ হয় ॥
 ভৃত্যগণ কহে মহারাজ নিবেদন ।
 বৈষ্ণব না হয় এই হয় দস্যুগণ ॥
 রাণীরে মারিয়া বস্ত্র অলঙ্কার লইল ।
 চোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আইল ॥
 তথাপিহ রাজা কহে আছে ছাড় ছাড় ।
 মূর্খগণ কহে বৈষ্ণবেরে চোরভাড় ॥
 রাণীর কণ্ঠেতে ছিল নৈঃ দোষে মৈলা ।
 না বুঝিয়া তৌমসী বৈষ্ণবে হুঃখ দিলা ॥
 ক্রিহা-সভার পানোদক লইয়া বাঁওরাও ।
 এখনি বাচিবে রাণী মৌর বাক্য লও ॥

এত কহি পানোদক লৈয়া মূর্খ দিতে ।
 বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারিভিতে ॥
 বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিল ।
 বিদায় করিল সব করিয়া ভূষিলা ॥
 দস্যুগণ তাহা দেখি বিবেক হইল ।
 বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আমরা করিল ॥
 তাহার মহিমা এই দেখিছ সাক্ষাতে ॥
 মৃতক জীবন পাইল চরণ-ধউতে ॥
 এতক ভাষিয়া তারা বৈষ্ণব হইল ।
 সাধুসকল-লাভ মাত্র দেই রত পাইল ॥
 রাজার আশ্রয় দেখে বৈষ্ণবে বিশ্বাস ।
 কে বুঝিবে মর্ম যাবে হরির বিলাস ॥
 সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ ।
 ধূলিকণ ককাদাস করয়ে প্রার্থন ॥

অশ্রু ভক্তিনিষ্ঠ রাজা ।

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্তসেবী ।
 উদারচরিত্র যে শাস্ত্রজ মহাকবি ॥
 দৃঢ়ত ভক্তিয়ার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি ।
 এক ভক্ত রাজা আসি হইল প্রতিধি ॥
 পাদ ধৌত আদি করি আসন ভূষণ ।
 ভোজন করায় কৈল অনেক স্তবন ॥
 বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন ।
 রাণীর সহিতে হৈল প্রণয়ে মগন ॥
 বৈষ্ণব বিদায় হইয়া চাহে যাইবারে ।
 কিছুকাল ১৮ রাজা কহে বারে বারে ॥
 এইমত বৎসরেক বৈষ্ণব রহিল ।
 পুন আর নাহি রহে কোমর বাঁধিলা ॥
 রাজা প্রাণ তেজিবারে উদযুক্ত হইলা ।
 রাণী উৎকর্ষায় এক যুক্তি ঠাহরিলা ॥
 অনেক বিনতি করি কহিল বৈষ্ণবে ।
 আজ দিন ঐহ কালি সকালে যাইবে ॥
 বহু উপরোধে সাধু সেদিন রহিল ।
 রাতে নির্জপ্তে রাণী বিব খাওরাইলা ॥
 মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা ।
 অস্তঃপুরে রোদনের ধনি উধলিলা ॥
 প্রাতে সাধু চলিবারে উদ্যোগ করিতে ।
 দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে ।

মহাশয় তাঁহারি যে পুত্রটী মরিল ।
 কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল ॥
 দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয় ।
 স্বতন্ত্র ইচ্ছা তব যেনা মনে লয় ॥
 বৈষ্ণব ভাবে মনে এতেক অপর ।
 বিপদসময় যাওয়া উচিত না হয় ॥
 বিবেচনা করি পুন কোমর খুলিলা ।
 রাজা রাণী মনে মহা আনন্দিত হৈলা ॥
 অন্তঃপুরে গেলা রাজা সান্নিধ্য করিতে ।
 দেখে গিয়া রাণী বলিয়াছে আনন্দিত ॥
 সাধু কহে এ তো তব আশ্রমের কাল ।
 নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল ॥
 হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ ।
 বিধ খাওয়াইলু পুত্র তোমারি কারণ ॥
 পাদোদক দেহ পুত্র বাচিবে এখন ।
 কৃপা করি দিন কথো থাকহ আপনি ॥
 পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা ।
 নিদ্রাভঙ্গ হইতে যেন চমকি উঠিলা ॥
 বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া ।
 সাধুর আশ্রয় হৈল চমকিত হিয়া ॥
 বিচার করি মনে এ হেন সৎসঙ্গ ।
 সদাই যাহা কহে কৃষ্ণকথারঙ্গ ॥
 ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে কোথা যাব ।
 এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব ॥
 রাণীরে কহেন তব এ হেন সৎসঙ্গ ।
 পুত্র বিধ খাওয়াইলা বৈষ্ণবকারণ ॥
 বৈষ্ণব চরণ যুতে এতেক বিশ্বাস ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণ তব অন্তরে বিলাস ॥
 তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কোথা যাব ।
 এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব ॥
 শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দমাগরে ।
 মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে ॥
 রাজন বৃত্তান্ত সব বিশেষ শুনিয়া ।
 রাণীরে প্রশংসে বহু গদগদ হিয়া ॥
 বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল ॥
 ধরাত্ত করিল নহবত বসাইল ॥
 অতএব কি আচার্য্য বৈষ্ণব পিত্রীতি ।
 কিবা পুত্রবিন্দি নিষ্ঠা কিবা ভক্তিপীতি ॥
 আমার ভক্তিগীতের অন্তর অকারণ ।
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যাহা বর্ণাই করিব ॥

হে কে মহারাজ-রাজ হে হে মহারানী ।
 এ দুর্গম জনে অবলম্ব দেহ পানি ॥
 তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব ।
 সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে ভব ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-দ্বয় ।

মাতুল ভাগিনা দুই অদ্ভুতচরিত্র ।
 দৌড়ে কৃষ্ণভক্ত সম দৌড়ে দৌড়া-প্রীত ॥
 দক্ষিণদেশেতে রজনী নাম হরি ।
 জানয়ে সবাই যে প্রসিদ্ধ জগ জরি ॥
 তাঁহার মন্দির না দেখিয়া হৃৎ মনে ।
 হইল একান্ত রাগ মন্দির-কারণে ॥
 ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে ।
 সন্ধান করিলা এক ভাবিয়া দুই জনে ॥
 সেবরা-গণের সেবা পরশমণির ।
 সূর্যের আকৃতি যেন কিরণ শরীর ॥
 যদ্যপি সেবরা-সদ নহে যে কর্তব্য ।
 তথাচ রাগের ধর্ম মানে করি লভ্য ॥
 কপটে সেবক গিয়া হৈল সেবরার ।
 পরশমণি-মূর্তি করি চুরির বিচার ॥
 পরামর্শ করি দৌড়ে সেবরা নিকটে ।
 সেবক হইলা গিয়া করিয়া কপটে ॥
 সেবরা অর্থে বাদী যদ্যপি অগ্রাহ্য ।
 সেবক হইল তাহে যদ্যপি অপূজ্য ॥
 চুরিবৃত্তি যদ্যপিহ অধর্মের কর্ম ।
 এ সকল যদ্যপিহ বিপর্যয়-ধর্ম ॥
 তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অমুরাগে ।
 কৃষ্ণসুখ হেতু লঞা যায় অন্ত্যমার্গে ॥
 কৃষ্ণে দৃঢ় অমুরাগে কর্তব্যাকর্তব্য ।
 না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণসুখ লভ্য ॥
 কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে ।
 রাগের স্বভাব লোকধর্ম নাহি মানে ॥
 ইহার সিদ্ধান্ত যে কহরে ভাগবতে ।
 তদর্থে যে পাপ সেহ ধর্ম নিমিত্তে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

মহিমিত্তে কৃত্য পাপমণি ধর্ম করিতে ॥
 আমার ভক্ত কৃত্য পাপমণি ধর্ম বলিয়া করিয়া
 হয় ।

কথোঁক দিবস থাকি সেবরার স্থানে ।
 যিনিমূর্তিচুরির সঙ্গ কররে সন্ধান ।
 কোনমতে অবকাশকাল নাহি পায় ।
 মন্দির-উপরে এক যুগল আছর ॥
 উপরে চড়িয়া গিরা কলস থসায় ।
 তাহাতে হইল পথ লইতে উপায় ॥
 মন্দির-ভিতরে স্নান পরশ লইল ।
 ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ভারি দিল ॥
 রজ্জু ধরি উঠি সেই কলস কু করে ।
 বগলে লাগিয়া গেল ছুই দিকে না সরে ॥
 ভাগিনার হাতে সেই পশমনি দিয়া ।
 কহরে আমার লও মস্তক কাটিরা ॥
 নতুবা প্রজ্ঞাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে ।
 অভিশাপ মনের যে কর্ম না হইবে ॥
 তুমি শীঘ্র বাই কব রজনাকালর ।
 স্নান করিয়া বানাইবে সুখমর ॥
 ভাগিনা কহরে তব মস্তকচ্ছেদন ।
 তেঁহ কহে মোর কত নাহি সরে মন ॥
 কেমতে করিব মোর মাথা মুক্তি কাটিবারে ।
 কহিতেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে ॥
 তবে শির কাটি তার ভাগিনা লইলা ।
 বানাইতে মন্দির রজনাক্ষেপে চলিল ॥
 বাইরা তথায় দেখে মামা রহিয়াছে ।
 মন্দির বানানে কারখানা লাগিয়াছে ॥
 এত অহরাগ যার শ্রীকৃষ্ণচরণে ।
 তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে ॥
 মামা আর ভাগিনাতে কোলাহুলি করি ।
 মুচকি হাসরে দৌছে সঙরি সঙরি ॥
 শ্রীমন্দির বনিল যে অতিশয় পুল ।
 অন্যপিহ হর যার নাহি সমতুল ॥
 তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর ।
 মহামোহরোগের বাহাতে প্রতিকার ॥

মহারাজ হংসপ্রসঙ্গ ।

দেহে কুটব্যাধি এক রাজার হইল ।
 এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল ॥
 ঔষধ করিব রাজহংসগিষ্ঠ দিয়া ।
 মান-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়া ॥

ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস কানি ।
 ব্যাধে দেখি অন্যজ উড়িয়া যার কানি ॥
 না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল ।
 কেহ এক উপায় বুকতি কহি দিল ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুন বাহ সবে ।
 ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না কাঁটে ॥
 এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সবে কৈল ।
 বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল ॥
 মানসরোবর-হংস অপ্রাকৃতিমর ।
 বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয় ।
 অবিশ্বাসী কর্ম কৈল চুই ব্যাধগণ ।
 ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া ।
 অভিযোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিঞা ॥
 আপনা ধিকার কারি ক্ষোভিত হইলা ।
 বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ি বধে প্রবর্তিলা ॥
 রাজার বিবেক হৈল ভগবানের দয়া ।
 হংস ছাড়াইতে প্রত্ন কৈলা কিছু মার ॥
 উপযুক্ত এক বৈষ্ণু তাহার হৃদয় ।
 প্রেরণ করিলা গেল রাজার সত্যর ॥
 ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাঙ কৈলা ।
 গিজিয়া হইল হংস ছাড়িয়া গেল ॥
 ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল ।
 ভেকের মহিমা দেখে রত্ন প্রসবিল ॥
 ব্যাধগণের মন তখন নির্মল হইল ।
 আপনা-আপনি কিছু বিচার করিল ॥
 ভেকমাত্র কৈল মোরা বৈষ্ণব আস্তাস ।
 তাহাতেই হৈল পশুপক্ষীর বিশ্বাস ॥
 বৈষ্ণবের না জানি কেমন মহিমা ॥
 চল ভাই নীচকন্ঠে সব দেহ ফেমা ।
 কার ঘর কার ঘর কেবা কার হয় ।
 ছাড়ি সব চল করি কৃষ্ণের আশ্রয় ॥
 এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল ।
 সর্কভ্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল ॥
 অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা ।
 স্পর্শমাত্র কৃষ্ণে রতি হইল নিকাম ॥
 সেই যে নিকাম ভক্ত তাঁহার মহিমা ।
 ব্রহ্মা শিব আদি হার নাহি পায় সীমা ॥
 সেই ব্যাধ হই মোর জ্ঞানের কারণ ।
 যতকে আনয়ি ধর অন্তরচরণ ॥

শ্রীমীননাথ গোরখনাথ ।

মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ নাম ।
 দৌহেই সাধনসিদ্ধ দৌহেই নিকার ॥
 অমিতে অমিতে এক রাজার সদনে ।
 অতিথি হইল রাজা করিলা সন্মানে ॥
 দাস্তিক বিবরী যত হিংসা ব্যবহার ।
 স্বাভাবিক স্বভাসিদ্ধ হয় তো রাজার ॥
 মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সঙ্গাচার ।
 দেখিলে উপজে দয়া-দুর্গতি রাজার ॥
 গোরখনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি ।
 অবৈক্যব রাজা ইহ মুচ্যপ্রায় দেখি ॥
 হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃপাভক্তি ।
 লওয়াইতে পারি কোনরূপে দিবে শক্তি ॥
 গোরখনাথ কহে এই অবৈক্যব-হান ।
 এতক্ষণ নাহি রহা এই তো বিধান ॥
 পুনঃপুন গোৰ্খনাথ বারণ করিলা ।
 কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেলা ॥
 রাজার সহিত মিলি বড় হৈল মেলা ।
 বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাণাথেনা ॥
 বিধি-বিড়ম্বা দেখ এক হৈতে আর ।
 হইল মাগধি-কিন উল্টা ব্যবহার ॥
 বিষয় কুসংস্কার যে এমতি বলবন্ত ।
 হেন যে পরমসাধু ভুলিলা বধার্ঘ ॥
 রাজার সহিত রাজবরী হইল ।
 রাজা নিজ কস্তা তারে বরণ করিলা ॥
 গোৰ্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা ॥
 ছাড়াইতে না পারিলা পলাইয়া গেলা ।
 ইধি-উধি বেড়ার যে ভ্রমণ করিলা ।
 অন্তরে অধিক দুঃখ গুরু লাগিলা ॥
 কথোক দিবসে রাজা কাল প্রাপ্ত হৈল ।
 মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল ॥
 রাজ্যে যত হৈল এত পুত্র জন্মিল ।
 গোৰ্খনাথ ভ্রমণ করিলা তথা আইল ॥
 বারিগণ ভিতরে বাইতে নাহি দেয় ।
 বাইতে না পার্যা কিছু স্বজিলা উপায় ॥
 দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া ।
 চেৎমহন গোৰ্খা আরা ইহাই বলিয়া ॥
 নাচিতে লাগিলা হোথা মীননাথ শুনি ।
 গরে সম্মুখিলা যে গোরখনাথবারী ॥

ডাকিলা লইল গোৰ্খনাথ অপসিলা ।
 সেবাতে আপন নিজ অঙ্গরে ভাষিলা ॥
 গোৰ্খনাথ ব্যাকুল গুরুগেটো দেখি ।
 সদাই চিত্তরে একক্ষণ নহে সুখী ॥
 গুরুরে তো নাহি পারে জান শিখাইতে ।
 জিজ্ঞাসার চলে কিছু লাগিলা কহিতে ॥
 পূর্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে ।
 হয় কি না হয় কহি তোমার পেঁচরে ॥
 যতশিহ না হয় শিখাও ভালমতে ।
 এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে ॥
 সাধ্যাতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আদি ।
 সদা-সর্বক্ষণ যে কহরে নিরবধি ॥
 সর্ব-সংস্কার ক্রমে শুনিতে শুনিতে ।
 নির্মল হইল চিত্ত লাগিলা কহিতে ॥
 আরে গোৰ্খা কি করিছ কি বিষ খাইছ ।
 আপনার মুণ্ডেতে অনল জালি দিছ ॥
 দিক্ দিক্ মোরে এবে কি করিব কহ ।
 গোৰ্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ ॥
 তেঁহ কহে কিঞ্চিৎ স্থল নহে লই ।
 গোৰ্খনাথ কহে প্রভু কিছু কাজ নাই ॥
 তথাপি লইল কিছু পুঁটুলি বাধিরে ।
 গোৰ্খনাথ মনে মনে দেখিলা হাসরে ॥
 নিকশিলা দৌহে গৃহে কেহ না জানিল ।
 বহুদূর গিয়া গোৰ্খনাথ নিবেদিল ॥
 অর্ধের পুঁটুলি প্রভু দেহ মোর মাথে ।
 বেণী হইবে ভারি জব্য তব হাথে ॥
 এত কহি মাথে করি লইল পুঁটুলি ।
 দেখে তাহে হীরামণি মুক্তা নরি নরি ॥
 মনে ভাবে এই শত্রু ইথে কিবা কাম ।
 যোগজটকারী ইহ স্বভাব বিষম ॥
 পশ্চাতে পশ্চাতে যায় গুরু-অগোচরে ।
 এক এক লগ্নে আর ঝোড়েঝোড়ে তারে ॥
 মীননাথ দেখে পুন ক্রিষ্ণিতে চাহিতে ।
 জব্য টান মারিলা কেশার চারিভিতে ॥
 হারে গোৰ্খা কি করিলি এ হেন পদার্থ ।
 আমি বুঝি এ তো মাজ কেবল অনর্থ ॥
 অতি তুচ্ছ জব্য এত প্রয়াস করিতে ।
 ইহা হৈতে উত্তম নিকশে বতমতে ॥
 মীননাথ কহে গোৰ্খা প্রলাপ কি কহ ।
 যদি মুক্তা করে তব এজাবের সর্হ ॥

গৌরনাথ কহে দেখে করে কি না করে ।
 এত কহি প্রজ্ঞা কহে ধীরে ধীরে ॥
 মণিবৃত্তা আদি কত করিতে লাগিল ।
 বীননাথ দেখি আপনারে মিক দিল ॥
 পরমহংস কৃষ্ণভক্তি ভাণ ছাড়ি ।
 অতিক্রম রাজ্যপদ অরূপে পড়ি ॥
 বৃত্তিকাবিকার বে প্রকৃত মণিরত্ন ।
 মাহার অদীন টেকা কৈল তাহে যত্ন ॥
 আরে গৌরী তুমি মোরে উদ্ধার করিলি ।
 শিখা কৈল গুরুবৎ কার্য্য বে করিলি ॥
 তখন জ্ঞান গেল নির্মল হইল ।
 পূর্ববৎ দৌড়ে পরানন্দ বে গাইল ॥
 অতএব গুরুতো সত্য হইয়া জাতা ।
 শিষ্যও কখনো হয় গুরু যোগ্যতা ॥
 ইহাতে বুঝিয়া তাই সাবধান হও ।
 কুসক সে কালসর্প সদাই উরাও ॥
 অস্ত সর্প দেখিলে বে মনে নিবারণ ।
 কুসক সর্পের দংশে অবশ্য মরণ ॥
 বসে তুণ করি নিবেদরে কৃষ্ণদাস ।
 অবৈষ্ণব কহে যে নাহি হয় বাস ॥

মহাজন সদাশ্রিতী ।

মহাজন সদাশ্রিতী ভক্ত অগ্রগণ্য ।
 বৈষ্ণব-শ্রীতি-রীতে এক-মন্ত্র ধন্ত ॥
 কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুদ্ধিবার হেতু যার ।
 করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হ'রা ॥
 বৈষ্ণব গাইয়া মহাজন সদাশ্রিতী ।
 আনন্দ-কৌতুকে সেবা করি করে স্তুতি ॥
 কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিল ।
 ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা ॥
 পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষণে ভূষিত ।
 নির্জনে লইয়া গেলা বধের উচিত ॥
 বাড়ি বুচিয়া তারে মারিয়া ডারিল ।
 ধূলা কাটা কুটা গিয়া ঢাকিয়া রাখিল ॥
 দুই-একর তক নিত না আইলা ঘরে ।
 জুড়িয়া না পার যাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 দাসী গিয়া কহে সেই বৈষ্ণব-নিকটে ।
 তুমি যে লইয়া গেলা দেখিয়াছি বাটে ॥

বরক গহনা লও শিশু মানি দেহ ॥
 বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ ॥
 মনোবৃত্তি প্রকাশ-করণে বাধা হয় ।
 তথাপিহ ভক্তি করি দাসীরে কহ ॥
 যদি দেখিয়াছ তুমি না কহও কথা ।
 মরিয়াছি আমি বটে কি করিব কীর্তি ॥
 গহনাগুলিন যে বরক তুমি লহ ॥
 মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ ॥
 দাসী কহে রাখিলে যে কোথায় মারিয়া ।
 তেঁহ কহে চম যাই দেই দেখাইয়া ॥
 এত কহি তথা গিয়া ধূলামাটা ডারি ।
 উঠাইয়া দিলা সব ভর-ভক্তি করি ॥
 দাসী মৃতবালক আনিলা কোলে করি ।
 তুফান উঠাইল সেই বৈষ্ণব উপরি ॥
 মহাজন আসি দাসীমুখেতে শুনিলা ।
 বৈষ্ণবের কর্ম ইহা প্রতীত না হৈল ॥
 বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয় ।
 এ তো না সম্ভবে যাতে দয়ালু ক্রময় ॥
 দাসী কহে নিজমুখে কবুল হইল ।
 তেঁহ কহে সেহ কোন কারণে কহিল ॥
 দয়াল বৈষ্ণবচিত্ত গরের কি ভাঙ্গিল ।
 দুঃখ হয়ে বলি দোষ মানিয়ে গেলি ॥
 এত কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি ।
 বালকের মুখে দিতে বাঁচিল অমনি ॥
 মহাজন সদাশ্রিতী শ্রীর সহিতে ।
 চরণে পড়িয়া কান্দে ডর মানি চিতে ॥
 দাসী মোর কটুবাণ্য তোমারে কহিল ।
 কৃত্য বলি আপনীর বড় কৃপা হৈল ॥
 কত এক আছে মোর বিবাহের যোগিয়া ।
 চরণে সঁপিতে চাহি যদি হয় আশা ॥
 সদাশ্রিতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈলা ।
 কত যে বিবাহ করি এক লীলা কৈলা ॥
 অতএব কত শ্রীত দেখে বৈষ্ণবে ।
 অলৌকিক সাক্ষ্যবাহা লোকে না সম্ভবে ॥
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 আশা সত্য র এই কহে কল এই সার ॥

শ্রীভুবন চৌহান ।

ভুবন চৌহান নাম রাজার জমাদার ।
 কৃষ্ণে নিরোজিত মন গুণের সাগর ॥
 কর্মেতে কুশল রাজা অতি শ্রীত করে ।
 যুগয়া করিতে গেলা রাজার সমিতিয়ারে ॥
 বনে এক হরিণী যে পূর্ণগর্ভবতী ।
 হঠাৎকার তলোয়ার ভাংয়ে তাহা প্রতি ॥
 বাচ্ছানহ কাটিয়া পাড়য়ে ভূমিতলে ।
 দেখি উপজিল দয়া কর হানে ভালে ॥
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি কি কর্ম করিমু ।
 আপনাও স্বক্কে চোট কেনে নাহি দিমু ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিল ।
 তার প্রতিকূল আচরণ এই হৈল ॥
 হেন ধর্ম আমার যে ধর্ম কছু নহে ।
 আজি হৈতে তলোয়ার না ধরিব দেহে ॥
 চাকুরী ছাড়িলে যে শুজরান না চলিবে ।
 জীবিকা নহিলে কিংবা শ্রীপুত্র বাঁচিবে ।
 অতএব স্বর্ণমুট খাপ বানাইয়া ॥
 কাঠের তলোয়ার করি গোপন করিয়া ।
 তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ ।
 হিংসা না করিয়ে যাবত এ দেহ ॥
 এত ভাবি কাঠের তলোয়ার খাতে রাখে ।
 বিপদ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে ॥
 রাজার নিকট গিয়া ঠগপনা করি ।
 কহয়ে সে চৌহানের খাপের ভিতরি ॥
 কাঠের তলোয়ার হয় বাছে মাত্র জান ।
 রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি ধের কাণ ॥
 পুনঃপুন প্রতিদিন যদি সে কহয় ।
 পরেখের হেতু কিছু কৌশল করয় ॥
 একদিন ফিরিতে চলিল বাগিচাতে ।
 পান্ডমিঞ আর চৌহানেরে নিল সাথে ॥
 বাগিচার পুষ্কীর তীরেতে বসিয়া ।
 রাজা কহে সত্যাকারে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 কেমন তলোয়ার কার দেখাও খুলিয়া ।
 ক্রমেতে দেখায় সত্তে বাহির করিয়া ॥
 ভুবন চৌহান ভাবে হায় কি করিব ।
 কাঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব ।
 কুটি বাঁধে আর যে লজ্জার সীমা নাঞি ।
 এ বিপদ হৈতে যদি রাখেম গোসাঞি ॥

মনে ভাবে হে কৃষ্ণ হে লজ্জানিবারণ ।
 এবার রাখহ এতু তোমার শরণ ॥
 এত ভাবি খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার ।
 কাঠ ঘুচি তৈল যেন হীরার বিকার ॥
 সব হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব অংশেতে জিনিঞা ।
 বিজুয়ী চমকে যেন চৌদিক ব্যাপিয়া ॥
 সবে প্রশংসয় নৃপের সংশয় মিটিল ।
 চুকুনি যে কৈল তারে বধিতে কহিল ॥
 সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া তৈল ।
 দাণ্ডাইয়া রাজা আগে নিবেদন কৈল ॥
 উহার না দোষ যে না মোর কিছু গুণ ।
 সকলের মূল মাত্র বিতুর কল্পণ ॥
 আদ্যোপান্ত সব বিবরণ নিবেদিল ।
 রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল ॥
 রোজিনা যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া ।
 বন্ধন করিয়া দিল অনেক তুষিয়া ॥
 যত্নে বসি থাক কৃষ্ণ ভজন করহ ।
 আমার যে কর্ম যুদ্ধবিগ্রহে না যাহ ॥
 কৃষ্ণরূপা যারে তার ক্রমে অনিবৃতি ।
 তাহার চরণে কোটি দণ্ডও নতি ॥

শ্রীরূপ-চতুর্ভূজ-ঠাকুর পূজারি ।

রূপ-চতুর্ভূজ-ঠাকুর দক্ষিণ মূলকে ।
 জগতে কিসিছ হয় জানে সর্বলোকে ॥
 পূজারি ঠাকুর সাধু মহা-অমৃতব ।
 ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যে সমস্তব ॥
 রাজা রজপুত্র রাণা-খ্যাতি পুরুষাক্রান্তে ।
 ঠাকুরদর্শনে রাজা আইলা সন্ধ্যা-অন্তে ॥
 ভোগ লাগি শরনে আছরে সে সময় ।
 দবশন নহিল রাজন চলি যায় ॥
 এইকালে পূজারিজী ত্রিখন্ড হইতে ।
 পুষ্প হার আনি দিল রাজার গলেতে ॥
 দৈবাৎ মালাতে এক পাকাচুলছিল ।
 রাজা তাহা দৃষ্টমাত্রে অগ্নিসম হৈল ॥
 রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ তুরাচার ।
 নথ-কেশ বলি তব নাহিক বিচার ॥
 পাকাচুল পুষ্পহারে আইল কেমনে ।
 হঠাৎ পূজারি কহে ত্রিমন্তক হৈতে ॥

কহিয়া তাবরে অসম্ভব কি কহিহু ।
 পুন তাবে সেই সত্য কহিহু কহিহু ॥
 রাজা পুন গালি পাড়ে জেয়ার কবর ।
 হারে ধুই শ্রীঅঙ্গে কি পাকাচুল হয় ॥
 পুনশ্চ পূজারি কহে হাঁ হাঁ মহারাজ ।
 পক চুল শ্রীমন্তকে করয়ে বিরাজ ॥
 কোণে রাজা কহে পুন পারিরি দেখাইতে ।
 তেঁহ কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেতে ॥
 রাজা কহে যদি কল্য পায় দেখাইতে ।
 নতুবা করিব হুয় করিয়া উড়িতে ॥
 এত কহি রাজা চলি গেলা নিজ গৃহে ।
 পূজারি উদ্বিগ্নমনা চিত্ত স্থির নহে ॥
 মোর দণ্ড করুক তাহাব নাহি দার ।
 পাছে মোর প্রভুর যে সেবাতে ছুটায় ॥
 এতো ভাবি ঠাকুরের চরণে ধরিয়া ।
 কাকুবাদ করে বহু শুবন করিয়া ॥
 তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার ।
 অপরাধ কমা করি রাখহ এবার ॥
 আমার ভক্তি নাহি তুমি ত দয়াল ।
 ভূভোর রক্ষার হেতু ধর খেতবাল ॥
 এত কাকু উক্তি যদি করিল ভক্ত ।
 তৎক্ষণে মন্তকে চুল নিকশিল খেত ॥
 বিপ্র সাধু সারানিশি গুণগান করি ।
 প্রেমামন্দনীরে ভাসে আপনা পাসরি ॥
 প্রোতে রাজা কোণে পদাতিক পাঠাইল ।
 বিপ্রেরে আনিহ মোরে পরিহাস কৈল ॥
 ঠাকুরের শিরে কহে পাকাচুল হয় ।
 এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বর ॥
 পদাতিক আসি কহে তুরিতে চলহ ।
 পূজারি কহেন মহারাজে গিয়া কহ ॥
 খেতকেশ প্রভু শিরে হয় কি না হয় ।
 আসিয়া দেখুন তবে কি ফল বাওয়ার ॥
 পদাতিক গিয়া নুপে নিবেদন কৈলা ।
 রাজা নিয়মিতযতে দরশনে গেলা ॥
 বাইরা দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জল ।
 আর এক অপূর্ব সৌন্দর্য পকবাল ॥
 অপ্রাকৃত রূপ সেই অপ্রাকৃত বাল ।
 কাটা-পাকা চুলে স্ত্রীর সকলি নেহার ॥
 স্তম্ভর বে হয় তাঁর কলি স্তম্ভর ।
 বৃত্তিকাও মাখিলে সে হয় মনোহর ॥

দেখিয়া রাজার চমৎকার হৈলগুণচন্ডে ।
 অনিমিখে চাহে বেন পুতলিকা ভিত্তে ॥
 দেখিতে দেখিতে যে কৃতর্ক উঠে মনে ।
 বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে ॥
 এত ভাবি নিকটে বাইরা একগাছি ।
 ধরিয়া টানিল রাজা মুচকি মুচকি ॥
 টানিতেই রক্তধারা বহিয়া পড়িল ।
 ভয়ে চমকিয়া রাজা পাছুতে হটিল ॥
 তখন বিপ্রের পায় পড়িয়া মিলিতি ।
 করিল রাজন বহু শ্রদ্ধাভক্তি ॥
 কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে ।
 আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে ॥
 যেই দরশনে যার তৎক্ষণেতে মরে ।
 অত্যাধি দরশনে নাহি যার ভরে ॥
 অতএব ভক্ত অহুরোধ করি হরি ।
 অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি ॥
 সেই যে পূজারি তাঁর চরণে শরণ ।
 লইবারে যার কৃষ্ণদাস দীনজন ॥

শ্রীকমধুজ ।

চারি ভাই হয় রাণা রাজার চাকর ।
 তার মধ্যে হয় এক কৃষ্ণের কিঙ্কর ।
 কমধুজ নাম তাঁর কৃষ্ণ-অনুরাগে ।
 রাজকর্মে নাহি যার বিষয়-বিরাগে ।
 প্রোমের নিকটে বন তাহে কৈল বাস ।
 যবে আসি অর খাইরা যার এক প্রাস ॥
 অস্ত্র তাইগণ বহু তিরসার করে ।
 কে এত রোজগার করি খাওয়ারিবে তোরে ॥
 চাকুরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান ।
 মরিলে সদগতি মোরা করিব কখন ॥
 এত যদি ভ্রাতাপণ কহিল নিষ্ঠুর ।
 তেঁহ তবে কহে কিছু করিয়া মধুর ॥
 তোমরা চাকুরি কর মুঞি না বেকার ।
 বৈক সকলের ভর্তা চাকর তাঁহার ॥
 তোমার ভরসা নাহি করি খাইবারে ।
 অতাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে ।
 মরিলে কি পতি তাই তোমরা করিবে ।
 ব্রতুবনে পতি যেই সেই করি লবে ॥

এতেক কহিয়া সেই সখ ছাড়ি দিল।
বনে বসি রামনাম জপিতে লাগিল।
ভর্তা য়েহ তেঁহ কোম চলেতে আহার।
প্রতিদিন সেই বনে যোগান তাহার।
কথোক দিবসে কালপ্রাপ্ত যবে হৈল।
শ্রীম-হনুমান আসি শেষ গতি কৈল।
ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাগাই হইল।
প্রকারে সে কপিরাজ লোকে ব্যক্ত কৈল
শ্রীরামচরণে বার এতেক নৈষ্ঠিক।
দয়াল প্রভুর প্রতি মার এতাদৃশ।
তীতার চরণে দাস অয়ে অয়ে হই।
কুকদাস অভাগার আর গতি নাই।

শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল।

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি।
অনির্কচনীর তাঁর শ্রীকৃষ্ণেতে মতি।
ভক্তি-অজ-যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষাণের রেখ যেন নাহি বেশী কম।
ভামলসুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহসেবা।
তাহাতে প্রসন্ন নাহি হয় দেবীদেবা।
দশদণ্ড-বেলা তক তাঁহার সেবার।
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ়নিয়ম হয়।
রাজ্যধন যায় কিবা বজাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবা-সমে কিরে না তাকার।
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশকালে আইলা হানা দিয়া।
বাজার হুকুম বিনে সৈন্ত আদি-গণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ।
ক্রম ক্রমে আসি পড় যেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন।
মাতা তাঁর আসি কহে কর উচ্চধনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথার কর হানি।
সর্ব্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু ক্ষেপে নহিল।
জয়মল কহে মাতা কেন হুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লয় তাহে কি করিব।
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমি-সভার উত্তমে কি করে।

ভামলসুন্দর খেখা ঘোড়ার চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে গেলা অন্তর ধরিয়া।
একাই ভক্তের রিপুসৈন্তগণ মারি।
আসিয়া বাহিল ঘোড়া আপন হেঙারি।
সেবাসমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্কাহে বর্ম্ম খাস বহে নাকে।
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্ব সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি বাহিল।
সবে কহে কে চড়িল কে আনি বাহিল।
আমরা নাহিক জানি কখন আনি।
সংশয় লইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্তসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে।
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্রুর বত সৈন্ত।
রণশয়্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন।
প্রধান বে রাজা সেই শেষমাত্র আছে।
বিশ্ময় হইয়া ঐহ কারণ কি পুছে।
হেনকালে অই প্রতিযোগী সেই রাজা।
গলবন্ত হইয়া লইয়া বহু পূজা।
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি ঘোড়হাতে।
কি করিব যুদ্ধ তবে এক যে সিপাই।
পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রৈলোক্যবিজই।
অর্থ নাহি চাহি মুঞি রাজ্য নাহি চাহে।
বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহো।
ভামল সিপাই যেই লড়িতে আইল।
তোমা সনে শ্রীত কি ভাব বিবরিয়া বল।
সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশনমাত্র মোর চিত্ত নিল হরি।
জয়মল বুঝিল এই ভামলাজীর কর্ম্ম।
প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম।
জয়মলের চরণে ধরিয়া স্তব করে।
সভার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে।
তীহা সভার শ্রীচরণে শরণ আমার।
ভামল সিপাই যেন করে অঙ্গীকার।

শ্রীগোয়াল

এক যে গোয়াল হরিভক্ত মতি ধীর।
গৌ ভক্তিস রাখে কিছু যতাব গভীর।

যনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জনে বসিয়া ।
 কৃষ্ণনাম করে সদা আনন্দিত হিয়া ॥
 দৈবাৎ ভক্তিস এক চোরেতে লইলা ।
 ভক্তিস না মিলে ঘরে মাতা জিজ্ঞাসিলা ॥
 মাতার ভয়েতে কহে দিলা ব্রাহ্মণেরে ।
 যুতাদি ভোজন করি পুন দিব্যে ফিরে ॥
 ভক্তিস যে লৈল চোর দীপাবিতাদিনে ।
 সেই যে ভক্তিস সাজাইয়া স্তূভবনে ॥
 কুলাচারমতে সেই উৎসব করিল ।
 চরিতে চরিতে কিছু দ্রবন গেল ॥
 ভক্তের ভক্তিস কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিয়া ।
 রাখালের বেশ ধরি আনে চালাইয়া ॥
 গোয়াল ভক্তের গৃহে আপনি আনিল ।
 বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল ॥
 ভক্তের করিতে হৈত সদাট ফিরয় ।
 অতএব ভক্তপদ সত্যর আশ্রয় ॥

শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ ।

হরিপাল বিপ্র-পুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম ।
 বৈষ্ণবসেবনত্ৰতমাত্র অমুপাম ॥
 বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল ।
 বৈষ্ণবসেবার সর্ব অর্থ ফুরাইল ॥
 ঐকান্তিক অমুরাগ বৈষ্ণবসেবায় ।
 না পাইয়া করিতে অন্তরে দুঃখ পায় ॥
 উৎকর্ষাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনয় ।
 কর্তব্যাকর্তব্য দিগবিদিগ না চায় ॥
 দিন দুই তিন কোথাও কিছু না পায় ।
 বড়ই বেদিত হৈল ইধি উধি ধায় ॥
 তেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকর্ষা হইয়া ।
 শীতপতি ভক্তস্থানে চলিলা ধাইয়া ॥
 কল্পিত সুন্দরী বস্ত্র-অঞ্চল ধরিল ।
 এত দূর কোথায় যাইবে মোরে বল ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র কহে এক ভক্ত বোলাইল ।
 ঠাকুরানী বলে তবে মোরে লরে চল ॥
 সুন্দর সুন্দরী দৌহে ছদ্মরূপ ধরি ।
 ভূষণে ভূষিতা বধা প্রাকৃত নাগরী ॥
 হেথা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বলিরাছে ।
 তথা দিরাটলি দায় দৌহে আগের পাছে ॥

দূরে হৈতে দেখি সাধু মিকটে আসিয়া ।
 কল্পিতদেবীর হস্ত কহরে ধরিয়া ॥
 অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও ।
 নতুবা কাড়িয়া লব যদি নাহি দেও ॥
 কোতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাউল ।
 কিকিৎ দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিল ॥
 দেবী মনে ভাবে এ ত বড়ই ঈশপাত ।
 গৃহনা যামরে নাহি ছাড়ি দেয় হাত ॥
 আঁধি ছল ছল করে ডাকিয়ে কহয় ।
 কৃষ্ণ কোথা গেল মোরে ছাড়িয়ে না দেয় ॥
 কৃষ্ণ আরো দূরে যান কোতুক করিয়া ।
 দেবী উচ্চস্রব করি ডাকে ফুকারিয়া ॥
 কৃষ্ণ নাহি শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান ।
 দেবী গালি পাড়িতে লাগিল করি মান ॥
 আইলু এমন দুট দুট সমি জায়ে ।
 পলাইল দস্যুহস্তে ডালিয়া আমায়ে ॥
 কল্পন দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল ।
 অঙ্গুলীর রক্তাসুরী খুলিতে লাগিল ॥
 ফাঁকর হইয়া দেবী কিছু নাহি কর ।
 কৃষ্ণচন্দ্র যে দিকে সেট দিগ নিরখয় ॥
 আঙ্গুল মূচড়ি যে অঙ্গুরী খুলি নিলা ।
 তবে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তথা আইলা ॥
 ক্রোধ করি দেবী কহে আব তোমা মনে ।
 কোথাও না যাব আমি যাইবে যেখানে ॥
 অলঙ্কার কাড়ি নিল ভূমি পলাইলে ।
 কাপুরুষপ্রায় বন্ধা কবিত্তে নারিলে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবি বৃত্তান্ত ইহার ।
 দস্যু নহে ইহ প্রিয়ভক্ত যে আহার ॥
 আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী ।
 অমুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি ॥
 দেবী কহে চুরি সে যে-অধর্মের কর্ম ।
 কৃষ্ণ কহে ইহার মাছয়ে কিছু মর্ম ॥
 মো-বিবরে অমুরাগ বাহার অঙ্গর ।
 মোর সেবা-অর্থে ধর্মাদর্ম না দেখয় ॥
 আহুনক তাহাতে যে পাপকর্ম হয় ।
 পরম ধর্মের অঙ্গ হিত উপজয় ॥

প্রমাণম্—

যদিমিহে কৃতং পাপমপি ধর্মায় কর্যতে ॥
 আমার অঙ্গ কৃত পাপও ধর্ম বলিয়া কল্পিত হয় ।

অতএব বৈকবসেবার্ধে ইহ ব্যস্ত ।
আমার সুখসেই বতক সমস্ত ॥
বৈকব না সেবি মাত্র আমারে সেবয় ।
মোর ভক্ত মধো সেই কতু নাহি হয় ॥
বৈকবেকসেবা অনুরাগে কৈল চুরি ।
পাপ সেহ নহে প্রীত জন্মিল আমারি ॥

আদিপুরাণে—

যে যে ভক্তজনাঃ পার্শ্ব! ন মে ভক্তাচ্চ মে জনাঃ ॥

হে পার্শ্ব! ধাহারা কেবল মদীর ভক্ত, তাঁহারা
আমার প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহেন ।

এত শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া ।
নির্দ্বন্দ্ব-পানে চাহে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥
চতুর্ভূতরূপে তব স্বরূপ প্রকাশি ।
চতুর্ভূতরূপে সহ কল্পিণী প্রেরসী ॥
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোহে নিষ্কিনের ।
কোটি ইন্দু নির্দ্বন্দ্ব কান্তি নখে চরণের ॥
অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ ।
হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অরূপ ॥
হেরি প্রেমাম্বলে মূর্ছা হইয়া পড়য় ॥
অষ্ট যে সাত্ত্বিক ভাব হইল উদয় ॥
একবার পড়ে আর বার উঠি হেরে ।
দণ্ডবৎ নতি স্তুতি বারবার করে ॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাৎ কৈল ।
বৈকবসেবন-কল্পলতিকা কলিল ॥
অতএব ওরে মন বিবেক ভঞ্জন ॥
বৈকবচরণে স্তুতি একান্ত করহ ॥
নিষ্কিন সাধু-পদে প্রার্থনা যে করো ।
কিছু উপকার কৃষ্ণদাসেরে বিচারো ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীশিলাপিলাসেবি-রাজকন্যা
চরিত্রবর্ণনং চতুর্দশ-মালা ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ মালা ।

—*—

ছোট-বিপ্র-বড়-বিপ্র-আদি-ভক্তচরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীভৈরবায় জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচক্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীকীর গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্র ।

বিজ্ঞানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট ।
কৃষ্ণভক্ত সদাগর মতি শাস্ত শিষ্ট ॥
পরামর্শ করি দোহে তীর্থভ্রমণে গেল ।
অনেক দিবস তীর্থভ্রমণ করিল ॥
ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল ।
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেল ।
গোপালদর্শন করি আনন্দ পাইল ॥
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের প্রসন্ন হইল ।
কহে কিছু তাঁহা প্রতি পদপদ হিরা ॥
ভূমি মোর উপকার অনেক করিলে ।
সেবার আমারে গুণী করিয়া রাখিলে ॥
ইহার যে প্রত্যাশার যদি না করিব ।
গুণগ্রস্ত থাকি আমি কৃতপাতা পাব ॥
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয় ।
তোমাতে বিবাহ দিব কহিছ নিশ্চয় ॥
ছোট বিপ্র বলে ভূমি কুলবন্ত হও ।
মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও ॥
ওঁহ কহে মোর নাহি কুলের তাৎপর্য ।
ধর্মরক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে গোপাল প্রমাণে ।
যদি কহে কবে সে প্রতীত হয় মনে ॥
গোপালেই সাক্ষী তবে উত্তরে করিল ।
কথোক দিবসে দ্বিজগৃহে চলি গেল ॥
ছোট বিপ্র কহে তবে কন্যা বিক্রা দেহ ।
বড় বিপ্র কহে অবশ্যই দিব রহ ॥

নিজ পুত্র-পরিবারে বিশেষ করিল ।
 ধর্মপ্রতিষ্ঠিত আছি কন্যা দিতে হৈল ॥
 পুত্র কহে এ কেমনে হৈলে প্রতিষ্ঠিত ।
 অপাঙ্গেতে কন্যা দিবে অতি অনোচিত ॥
 আমরা কুলীন তেঁহ নীচ জাত্য অংশে ।
 মোক নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে ॥
 তেঁহ কহে কি করিব নত্য যে করিছ ।
 পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না করিছ ॥
 তবে যদি কন্যা দেহ করিছ নিশ্চয় ।
 বিব খাব কিংবা ছুরি মারিব হৃদয় ॥
 বিপদে পড়িলা বিপ্র হই বিপরীত ।
 জাবিরা না পায় কিছু হইয়া দংশিত ॥
 ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়ে ।
 পুত্র মারিবারে ধার কটু-কথা করে ॥
 মোর পিতা একা তাঁরে ভাল খাওয়াইয়া ।
 অর্ধ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া ॥
 কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল ।
 সাকী কহে হয় ইহা জানে যে করিল ॥
 ছোট বিপ্র কর হয় নয় সাকী আছে ।
 প্রতিজ্ঞা কর পঞ্চ-ভঙ্গলোক কাছে ।
 তবে সাকী আনি বোলাইয়া যে কহাই ।
 পুন যদি অন্যায় না কর তবে যাই ॥
 তেঁহো কহে সাকী তব কোথার আছর ।
 ছোট বিপ্র কহে ইহা গোপাল জানয় ॥
 বৃন্দাবননাথ যোগপীঠ বিরাজয় ।
 সবে কহে হয় হয় তেঁহ যদি কর ॥
 মনে ভাবে প্রতিমা কি চলিয়া আসিবে ।
 অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে ॥
 তবে তব পঞ্চ লোক প্রমাণ করিয়া ।
 ছোট বিপ্র গেল অঙ্গে গোপাল লাগিয়া ॥
 তেঁহ কি প্রতিমা বলি জানয়ে গোপালে ।
 সাকী হৈল অবশ আসিবে মোর বোলে ॥
 দোহাতে জানয়ে দোহাকার মনোবৃত্তি ।
 প্রাকৃতিক-বুদ্ধি ধার করয়ে আপত্তি ॥
 এত যে আগ্রহ নহে বিহারের লাগি ।
 বড় বিপ্র পাছে হয় অধর্মের ভাগি ॥
 সাধুর বড়ার পরপীড়ায় পীড়িত ।
 অতএব ছোট বিপ্র উৎকণ্ঠিত-চিত ॥
 হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়া ।
 গোপালেয়ে জতি করে বিধতি করিয়া ॥

তোমার কিছর মুক্তি তুমি রক্ষা কর ।
 পরিবার বাঁচে আর অসত্যে নিষ্ঠার ॥
 সাকী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি ।
 তোমার যে এই বশ রবে অগ জরি ॥
 হোথা ছোট বিপ্র শ্রীমন্ বৃন্দাবনে গিয়া ।
 গোপালে যতন করে সাকীর লাগিয়া ॥
 গোপাল কহেন মুক্তি প্রতিমা হইয়া ।
 কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া ॥
 বিপ্র কহে নাহি পায় চলিতে চরণে ।
 প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে ॥
 হাসিয়া গোপাল তবে কহেন আশ্রমে ।
 তবে চল যাই সাকী দিতে তব সনে ॥
 এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে ।
 পিছে পিছে যাব তব ফিরে না চাহিবে ॥
 যেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা-পানে ।
 আব আমি নাহি যাব থাকিব সেইখানে ॥
 বিপ্র কহে যাও কি না জানিব কেমনে ।
 প্রভু কহে সে ভাবনা কেন ভাব মনে ॥
 আমি যে যাইব পথে সদা তব সনে ।
 নৃপুত্রের ধনি মোর শুনিবে শ্রবণে ॥
 ভাল ভাল বলি বিপ্র অগ্রসর হৈল ।
 গোপালী উহার কিছু পাছুতে চলিল ॥
 গ্রামের নিকটে আসি নৃপুত্র-ছদ্মিবে ।
 বলি সাকীরা আর রব নাহি করে ॥
 ব্রাহ্মণের মনে কিছু সন্দেহ হইল ।
 গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল ॥
 হাসিয়া গোপাল সেইখানে রহি গেল ।
 গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সত্যের কহিলা ॥
 আশ্চর্য মানিয়া সবে দেখিতে আইলা ।
 তার মধ্যে উপরূক্ত যে যে লোক ছিল ॥
 সাকীর স্বরূপ তাহাদিগেরে কহিলা ।
 আকাশবাণী তার শুনিতে পাইলা ॥
 বড় বিপ্র নিজ কন্ডা ছোট বিপ্র দিবে ।
 এ কথা বখাৰ্হ হয় সবাই জানিবে ॥
 তবে বড় বিপ্র অতি আনন্দিত হৈলা ।
 ছোট বিপ্র নিজ কন্ডা বরণ করিলা ॥
 মহামণ্ডোৎসব হৈল গোপাল গইয়া ।
 রাজা দিলা সুন্দর মন্দির বানাইয়া ॥
 কথোক দিবস হরি তথাই আছিল ।
 পরে শ্রীপুরুষোত্তম পুরীতে রহিলা ॥

একদিন জগন্নাথ সেবকে কহর ।
 যোর ভোগসামগ্রী যে যতেক আইসর ॥
 গোপালের সমুখ হইয়া আসিত ।
 সকল গোপাল খায় না পাঠ পাঠিতে ॥
 শ্রীমান্ জগন্নাথ যদি এতেক কহিলা ।
 যতন্তরে গোপালের পুরী বানাইলা ॥
 সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নামে গ্রামে
 গোপালের আপনার গ্রাম নিষ্ঠ নামে ॥
 গ্রাম ভূমি-আদি বাগবাগিচা পাটন ।
 বেশ ভূষা ভোগ জগন্নাথের যেমন ॥
 সাক্ষীগোপাল রলি জগতে বিখ্যাত ।
 পরমসুন্দর রূপ জৈলোক্যের নাথ ॥
 অভাব ছোট বিগ্রহ বড় বিগ্রহ আর ।
 আপনি কৃতার্থ হৈল তারিল সংসার ॥
 ব্রজ হৈতে যতনে আনিল ব্রজনাত ।
 নিস্তার করিলা লোক যথা ভগীরথ ॥
 তাঁ দৌহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার ।
 বাহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার ॥

শ্রীক্ষেত্ররাজরাণী ।

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেরসী পাটরাণী ।
 গোপালের দরশনে আইলা আপনি ॥
 গোপালের সৌন্দর্য্যাদি-সৌষ্ঠব দেখিয়া ।
 পুলক হইল মহা-আনন্দিত হিয়া ॥
 সর্ব্বদে সকল ভূষা সুন্দর দেখিল ।
 নাসার নোলক না দেখিয়া ছুঃখ হৈল ॥
 আহা মরি এমন নাসার নাহি মতি ।
 কিবা শোভা হৈত তবে সহ গুণ-জ্যোতি ॥
 আপনার নাসিকাতে বৃহতী মুকুতা ।
 মনে মনে সাধ করে হইয়া বাগতা ॥
 গোপালের নাকে ছিহ্ন যদিহ থাকিত ।
 তবে এই মুকুতা নাসাতলে পরাইত ॥
 দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা ।
 নিশিতে রাণীয়ে গিয়া আদেশ করিলা ॥
 মাতা মোর শিশুকালে নাক বিদ্ধাইয়া ।
 মুকুতা পরাইয়াছিল যতন করাইয়া ॥
 সেই ছিহ্ন অস্তাবধি আছে মোর নাসে ।
 মুকুতা পরিতে মোর মনের উদ্যাসে ॥

তোমার নাসার অই বৃহতী মুকুতা ।
 পরিতে যে হয় সাধ পাছে পাও বাধা ॥
 প্রাঃকাল উঠি রাণী তাহে মনে মনে ।
 কি যত্ন দেখিছ বলি কান্দ'র সঘনে ॥
 আমার মনের কথা গোপাল জানিল ॥
 মুকুতা পরিতে সাধ করিয়া কহিল ॥
 'তৎক্ষণাৎ সেই মুকুতা' নাসা হইতে খুলি ।
 সমস্ত সম্ভার করি গেলা তথা চলি ॥
 গোপাল-নিকটে গিয়া কহয়ে কান্দিয়া ।
 মাতা তোমার নাসাতলে ছিহ্ন কি করিয়া ॥
 মুকুতা পরাইয়াছিল যতন করিয়ে ।
 সেই ছিহ্ন অস্তাপি কি আছরে নাসারে ॥
 আহা মরি এবে বেনে নাকে মুকুতা নাঞি ।
 মুকুতা পরিতে সাধ হৈল মোর ঠাঞি ॥
 কেমন তোমার মাতা ভূষা পরাইল ।
 হেন নাসিকাতে একটি মুকুতা না জুড়িল ॥
 আর যে কহিল তোমার নাসার মুকুতা ।
 পরিতে বাসনা করে পাছে পাও বাধা ॥
 কোন বা সামগ্রী হয় ভূমি-হেন চান্দ ।
 তোমাতে পরাতে কেবা নাহি করে সাধ ॥
 প্রাণসহ সর্ব্বদা তোমাতে দেই যদি ।
 তখাচ নাহিক পাঠি সুখের অবধি ।
 মোর মন জানি ভূমি চাহিল মুকুতা ।
 আর কহ মুকুতা দিয়া পাছে পাও বাধা ॥
 তবে মুকুতা সুন্দর নাসার পরাইয়া ।
 মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া ॥
 অস্তাপি রাণীর মুকুতা বলিয়া খেরাতি ।
 গোপাল পরেন নাকে কোন কোন তিথি ॥
 গোপালের বহলীলা কহা নাহি যায় ।
 মুকুতা পরিবার এক হইল উদয় ॥
 মনোবৃত্তি জানিঞা রাণীর মনসাম ।
 পূর্ণ কৈল কৈল এক লীলা অভিরাম ॥
 রাণীর বাৎসল্যপ্রমে আনন্দ পাইয়া ।
 পরিল নাসার মুকুতা আপনি চাহিয়া ॥
 প্রেমের অধীন মাত্র মুকুতার কি করে ।
 কোটি কোটি লক্ষী যার পদসেবা করে ॥
 রাণী জগন্নাথ তাঁর শ্রীচরণধূলি ।
 ভূবনপাবন মুকুতা বাঙ বলি হারি ॥
 জগতের মধ্যে সর্ব্বকলের যে কল ।
 কল্যাস আশা করে হইতে নেহাল ॥

শ্রীরামদাস সাধু ।

আরকা-নিকট স্থিতি রামদাস নাম ।
 মহা-অমৃতব সাধু সর্বগুণধাম ॥
 একাদশীতপরা পরমনিষ্ঠিক ।
 জ্ঞান রণছোড় জীব শ্রিতম অধিক ॥
 আভ্যন্তরীণ একাদশীর নিশিতে ।
 মন্দিরে রণছোড়জীর গুণকীর্তনেতে ॥
 জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত ।
 বুঝাবহা তইল বরস হইল অশীত ॥
 ব্যমোহ দেখিয়া ঠাকুরের হইল দগা ।
 রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া ॥
 আমি সেইখানে বাব আশ্রমে লইয়া ।
 আপন গৃহেতে রাখ শুদ্ধা করিয়া ॥
 রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর ।
 বড় নাম বড় খ্যাতি বড় অধিকার ॥
 আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে ।
 তোমার সেবকগণ যাইতে কেন দিবে ॥
 ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া বাব ।
 আমি যদি বাই কেবা রাখিতে পারিব ॥
 মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কি-দুয়ারে ।
 গাড়ী একখানি রাখ চড়ি যাইবারে ॥
 সমর বুঝিয়া মোর তাহে চড়াইয়া ।
 নিশিযোগে বাবে তবে আশ্রমে লইয়া ॥
 রামদাস-চিন্তে মহা আনন্দ অনিল ।
 নিশিযোগে গাড়ী আনে কথাই রাখিল ॥
 নির্জন হইতে তাঁর গউন না সহিল ।
 অমনি ঠাকুর নীচা গাড়ী চাপাইল ॥
 গাড়ী হাকাইয়া যে কতক দূরে গেল ।
 পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিল ॥
 ঠাকুর না দেখি পূজারি চৌদিকেতে চাহে ।
 ঠাকুর কোথায় গেল স্মর করি কহে ॥
 কহে আসি কহে এক বৈরাগী লইয়া ।
 যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী চড়াইয়া ॥
 থাইল পূজারিগণ মার মার করি ।
 ভরে রামদাস ভাবে উপায় কি করি ॥
 ঠাকুর কহেন মোহে পুঙ্খার নীরে ।
 শীত রাখহ লৈয়া জলের তিষ্ঠবে ॥
 জলে লৈয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে ।
 দূরে হৈতে দেখে তাহা পূজারি সকলে ॥

থাইয়া থাইয়া রামদাসের শরীরে ।
 শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধীরে ।
 বাউনী পুঙ্খা হৈতে ঠাকুর তুলিল ।
 দেখে অদে রক্তধারা পড়িতে লাগিল ॥
 তটস্থ হইয়া যবে বিচার করিল ।
 ভক্তের শরীরে শূল আঘাত করিল ॥
 অতএব ভক্তের সহ কৃষ্ণেব যে বেধ ।
 তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ ॥
 ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর ।
 হা হা কি করিলু কর্ম হইয়া অমুর ॥
 অতএব যুক্তি কৈল সবাই মিলিয়ে ।
 ঠাকুর লইয়া যাক যথা দেখা হইবে ॥
 এ সাহস বৈষ্ণবের না হয় কথাম ।
 ইহাতে যে অজীকার ঠাকুরের বিনে ॥
 পারহার করি রামদাসে কিছু বল ।
 যথার ঠাকুর যান সেইখানে চল ॥
 কাকুবাদ করি রাজা চরণে পড়িল ।
 তাহা ত যে আশ্রম হয় তাহাই করিব ॥
 এতেক যুক্তি করি সাধুরে কহর ।
 অপরাধ মো-সভার ক্ষম মহাশয় ॥
 ঠাকুর লইয়া চল যথা তব দেখা !
 বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা ॥
 তোমা সহ পরামর্শ হইল পূর্বেতে ।
 নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হৈতে ॥
 ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ ।
 এবে মোরা বুঝিলাম হই বহিরঙ্গ ॥
 না হইবে কেনে পূর্বসভাব আছর ।
 অকুর পাইয়া ব্রহ্মবাসীরা ছাড়র ॥
 কি করিব মো সভার ভাগ্যোত্তে করর ।
 স্বতন্ত্র হৈলে আর সকলি সাজর ॥
 বতক পূজারিগণ খেদোক্তি কহিল ।
 রামদাস মনে তাহা কিছু না ভাবিল ॥
 ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ সে হৈল ।
 অকুর যেমন ব্রজে ফিরি না চাহিল ॥
 ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেল ।
 পূজারি সকলে বহু কাকুবাদ কৈল ॥
 ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি ।
 রামদাসে বর্ণ দেহ মো-সমান করি ।
 এতো শুনি থাইয়া চলিল সব যরে ।
 যার যবে বড় ছিল বর্ণ আনি আঁকে ॥

কাঁটার চ্যার বেঁঠাকুর আর সোণা ।
ঠাকুর বে কত ভাবি না হল তুলনা ॥
ঠাকুরের চারিওণ সোণা চটাইল ।
তথাপি ঠাকুর পলা নাহিক উঠিল ॥
বুঝিয়া পুজা-সিগণ না বাবার মত ।
নিরাশা হইয়া চলে শিরে হানি বাত ॥
পুন স্পষ্ট কহিলা তোমরা বরে বাহ ।
বিজয়-মুরতি গিয়া প্রকাশ করহ ॥
তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছর ।
অভেদ বিজয়রূপে আনিহ নিশ্চয় ॥
আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয়মূর্তি স্থাপি ।
আনন্দে করয়ে সেবা করে বিশ্ব ব্যাপী ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই এক লীলা ।
ভক্তবৎসল হরি লোকে জানাইলা ॥
অহে রামদাস ঠাকুর মহাশয় ।
দয়াল পরম যোগা আমি দুরাশয় ॥
“সাধবো দীনবৎসল,” বলি বেদে ফুকারয় ।
তাহা শুনি কৃষ্ণদাস লইল আশ্রয় ॥

শ্রীজসুস্বামী ।

জসু নামে স্বামী বাস হয়ে অন্তর্বেদ ।
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ ॥
চাপ করে সন্ত-সাধু সেবার লাগিয়ে ।
একখানি হাল ছুটি বলদ আছরে ॥
একদিন গরু ক্ষেতে লোকে নিয়া গেল ।
ক্ষেতে হৈতে ছুটি গরু চোরেতে লইল ॥
দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া ।
সেইমত দুটা গরু ক্ষেতে রাখে নিঞা ॥
চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে এ কি ।
সেই গরু মোর বরে হৈতে আনিল কি ॥
বার দুই আনাগোনা করিয়া দেখর ।
সে নহে তেমনি গরু ক্ষেতে হাল বর ॥
চোর তবে জসু-স্বামীর প্রভাব আনিল ।
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রসন্ন হইল ॥
স্বামী তারে শিবা করি ভক্তি শিক্ষা দিল ।
চোরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহ ভগবত বৈল ॥
চোর সেহ তাঁরৈ যদি সাধুরূপা হৈল ।
‘মা-সভার কি ছুটিলে ছায়া না স্পর্শিল ॥

শ্রীনন্দদাস সাধু ।

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস ।
বৈষ্ণবসেবাতে তাঁর গতি অভিলাষ ॥
নিম্নক পাবতিগণ সদা ঘেষ করে ।
তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচরে ॥
দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল ।
নন্দদাসগৃহে লুকাইয়া ডারি দিল ॥
লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল ।
নন্দদাস হৈত্যা করিল মো দেখিল ॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে ।
জড় হৈল বহু লোক শুনিঞা দেখিতে ॥
দেখে মরা বৎস পড়ি আছে আগ্নিনাতে ।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে ॥
নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল ।
নিম্নক লোকেতে এটি তুফান করিল ॥
ভদ্রলোকে পুছে বৎস কেমনে মরিল ।
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল ॥
শয়ন করিয়া আছে নিজার আবেশে ।
কহ উঠাইয়া দেই বাউ নিজ বাসে ॥
এতক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিয়া ।
কহে বৎস উঠি যাও দুগ্ধ পিও গিয়া ॥
বাছুর উঠিয়া লক্ষ মারিয়া ছুটিল ।
যত লোক দেখি সব চমৎকার হৈল ॥
সবে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিৎকার করিল ।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুরে নিন্দিল ॥
ইদানীন্ত দেখি বহু এমত পাবও ।
অকারণ ঈর্ষ্যে বৈষ্ণবে করে দন্দ ॥
ইহাতেও বুঝি হেন পূর্বেও আছিল ।
সর্বকাল প্রেম-মুগ্ধ ভগবান্ কৈল ।
নন্দদাসচরণে এ দীন নিবেদয় ।
হেন-জনা-সদ যেন কত নাহি হয় ॥

শ্রীঅহলজী ।

অহল নামে সাধু পথে দৈবাৎ যাইতে ।
আত্ম পাকিরাছে দেখে রাজার বাসিচাতে ॥
বাননা হইল যদি কিছু আত্ম পাই ।
কৃষ্ণচন্দ্র-ভূগিহেতু বৈষ্ণবে ধাওয়াই ॥
মালীর নিকটে গিয়া বাচিঞা করিলা ।
ভিক্ষার করি মালী আত্ম নাহি দিল ॥

সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈকুণ্ঠে যাওয়াতে ।
 বড়েক বৃক্কের আশ্রয় পড়িল ভূমিতে ॥
 বৈকুণ্ঠ ডাকিয়া সাধু যাওয়ার বতনে ।
 মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজহাসনে ॥
 অহলজীর মহিমা পূর্বেতে রাজা জানে ।
 মালীকে কহয়ে আশ্রয় নাহি দিলে কেনে ॥
 আগনি আসিয়া রাজা চ'ণে পড়িল ।
 আশ্রয়ভোগে'ত মহামহাস্বপ্ন হৈল ॥
 সেই মহোৎসবের অধরামৃত-কণা ।
 অমর হইবা হেতু করহ বাসনা ॥

শ্রীবারমুখী ।

বেড়া এক হয় অতি ধনাঢ্য স্ত্রী ।
 পুঙ্খপী বাগিচা বেড় ভূত সহচরী ॥
 অনেক বৈকুণ্ঠগণ ভ্রমতে ভ্রমিতে ।
 উত্তরিলে একদিন তাব বাগিচাতে ॥
 জলে স্থলে স্থ ন অতি পরিষ্কার দেখিয়া ।
 ভূগু হৈল সাধুগণ সূক্ষ্মাণ পাইয়া ॥
 বারমুখী নিজগৃহ বাল্যখানা হৈতে ।
 স্বরূপে উঁকি মারি লাগিল দেখিতে ॥
 অহো কি আশ্চর্য্য তার নাহিক উপমা ।
 বৈকুণ্ঠদর্শনের যে কি-তক মহিমা ॥
 দেখিতে দেখিতে তাব মন ফিরি গেলা ।
 আপনার দোষ বত চিস্তিতে লাগিল ॥
 চূর্ণ করিয়া আমি অর্থ জমাইছ ।
 ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিছ ॥
 তথাপিহ আর অর্থ পথ নিরখিয়া ।
 নিজদেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া ॥
 হি হি মোরে থিক থিক যে অর্থ লাগিয়া ।
 পাণপথে সদা কিরি একান্ত করিয়া ॥
 সে অর্থে কিহ সব খুৎকার করিয়া ।
 স্বজন-স্বজন বা-চরণে ঠেলিয়া ॥
 পরমপদার্থ সর্বলোকের সম্ভত ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ হৈল আশ্রিত ॥
 অন্তএব হি হি মুক্তি তেজি এই অর্থে ।
 দেহ পণ করিব নিস্তান্ত পরমার্থে ॥
 একেই চিন্তিয়া বেড়া অর্মান উঠিল ।
 খালি তারি এক-খালি মোহর লইল ॥

গৃহ হইতে নিকলিয়া বধা সাধুগণ ।
 চলিলেন ধীরে ধীরে মহোৎসবস্থান ॥
 পরমসুন্দরী রত্নভূষণে ভূষিত ॥
 বাকিয়া চলিল কামীর মনোমীত ॥
 দূরে হইতে সাধুগণ দেখিয়া চমকে ।
 দেবী কি অপরা কিহ রূপে যে বলকে ॥
 নিকটে বাইরা বেড়া গদগদ করে ।
 কহে মো-পাণ্ডীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে ॥
 বহু অর্থ আছে মোর তাহার ভরিয়া ।
 ভামলসুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া ॥
 মহান্ত কহেন মাতা কে তুমি কি নাম ।
 কাহার স্বরূপী তুমি কোথা স্বর গ্রাম ॥
 তেঁহ নিজ প'বিত্র দিবার কারণে ।
 লজ্জা-ভরে রূহে হেঁট করিয়া ধরানে ॥
 মহান্ত কহেন মাতা নির্ভয়ে কহ ।
 তোমার মঙ্গল যে করিবে মুক্তি সহ ॥
 তবে নিজ পরিচয় স্বার্থ কহিল ।
 মহান্ত কহেন তবে হউক ভাল ভাল ॥
 কৃষ্ণ যদি মতি তবে এতাদৃশী হয় ।
 তবে তো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি তাহার ॥
 এক পরামর্শ আমি কহিয়ে তোমারে ।
 তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে ॥
 মোহরের খালি রজনাত্রে চরণে ।
 রাখিয়া শরণ লও গিয়া কার-মনে ॥
 অবস্ত ক হবে দয়া ঠাকুর তোমারে ।
 বারমুখী বুঝিল উপেক্ষা কৈলা মোরে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে মোহরের খালি নিঞা ॥
 চলিলেন আপনারে 'ধকার করিয়া ॥
 রজনাত্রে-ঠাকুর-সম্মুখে খালি রাখি ।
 কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি ॥
 বেড়া বলি সে ত্রব্য পূজারি না লইল ।
 চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাৎ কহিল ॥
 ঘরেতে বাইরা বহু অর্থব্যয় করি ।
 নানা রত্ন হার মণি মুক্তা আদি বুরি ॥
 যেখানে যে গহনা সাজয়ে রজনাত্রে ।
 বানাইয়া লইয়া গেলেন করি মাথে ॥
 পূজারি কহেন পুন বেড়ার সামগ্রী ।
 কত নাহি হয় ইহা ঠাকুরের বোণিয়া ॥
 ইহা শুনি তার মুখ রান বে বহিল ।
 অকথারা কুনয়নে পড়িতে লাগিল ॥

যরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল ।
ছাড়িবে এ পাপ প্রাণ প্রতিক্ষা করিল ॥
দয়ালু হরি নাহি বাহে উত্তম অধম ।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয়তম ॥
পূজারিণে আদেশ করয়ে কোথ করি ।
নীত্র বারমুখীয়ে আনহু ভক্তি করি ॥
বারমুখী নিজহস্তে পরাবে গহনা ।
তুমি তারে শিখা কর না করিহ যুগা ॥
পূজারি কাপিয়া ডরে তখন চলিল ।
মিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিলা ॥
তার নিজহস্তে অলঙ্কার পরাইয়া ।
সেবক করিলা মন উপদেশ দিয়া ॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ-সাগরে ।
প্রেমামৃত-মদপান করিয়া সাতারে ॥
সর্বত্র লোটায় কৈল মতামহোৎসব ॥
বিষ ভেজি পান কৈল কমল আসব ॥
অতএব আশ্রয় কিবা চণ্ডাল ছুরাচার ।
কৃষ্ণের সরকারে নাহি জাতির বিচার ॥
যেই ভজে সেই হয় দেবতার প্রেষ্ঠ ।
ইহাঙ্গ-প্রমাণ পূর্ব কহিল যথেষ্ট ॥
অতএব বারমুখী ধনী জগন্মাতা ।
তার পদরজকণ বিড়ুবনভাতা ॥
এক কথা পাই যদি মো হেন অধরে ।
তবে তো এড়াই এই সংসার-বিষয়ে ॥

রাজা ভক্তপ্রিয় ।

এক মহারাজ হয় জগতে প্রসিদ্ধ ।
বৈকুণ্ঠেতে প্রীত যার সম নাহি উর্দ্ধ ॥
তোম ভাঁড়গণ করি বৈকুণ্ঠের বেশ ।
শুনহু সাঙ্গিয়া বখা নাহি রাগোদ্দেশ ॥
রাজার সভার আসি কুৎসার ছাড়হ ।
সকীর্জন করে কেহ নাচে কেহ গায় ॥
রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ ।
যদ্যপি জানহে রাজা তার সবিশেষ ॥
কতু দণ্ডবৎ কতু আলিঙ্গন করে ।
কতু তাহা সভার চরণে গিয়া ধরে ॥
খালি তারি স্নেহের আনিয়া তথা দিল ।
ভাঁড়গণ নিক-আর্থে কতার্থ হইল ॥

কুন্ডলি কামিনীও রাজা প্রেমাধিষ্ট হৈল ।
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ কৈল ॥
অতএব কুন্ডলি বৈকুণ্ঠে নমস্কার ।
রাজার তো পাদরন জগতের সার ॥

হরিশঙ্কর রাণী ।

এক রাজা হয় যে অন্তর-হরিশঙ্কর ।
গোপনে রাখয়ে কে'নমতে নহে ব্যক্ত ॥
রাণী তাঁর প'মবৈকুণ্ঠী মহাভক্ত ।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তর উন্মুক্ত ॥
সদাই করয়ে খে' হা হা কি দুর্দৈব ।
স্বামী মোর হরিশঙ্করবিহীন অনিষ্ট ॥
স্বামীয়ে বুঝাও তেঁহ কিছু না করয় ।
উদাসীন-ভাব কিছু মনে প্রশংসয় ॥
একদিন রাজন দৈবাৎ নিদ্রাকালে ।
অলস তেজিতে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
রাণী তাহা শুনিয়া পরমানন্দ হইল ।
দানাদি করিল নহবত বসাইল ॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল ।
আজি তব মন্ডলের বিষয় কি হৈল ॥
প্রফুল্লবরনে রাণী রাজার কহিল ।
আজি তব মুখে কৃষ্ণ নাম নিকশিল ॥
তটস্থ হইয়া রাজা পুন জিজ্ঞাসয় ।
তবে তবে কিসেতে কি নাম নিকশয় ॥
পুন রাণী কহে যবে আসল তেলিলা ।
যুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলা ॥
হাহাকার করি রাজা তুমিতে পাড়িল ।
হিয়া হৈতে রতন কিবা মোর বাহিরিল ॥
ইহা কাহি তৎকণাতে প'রাণ ভেজিল ।
এ কি এ কি বল রাণী কামিনী উঠিল ॥
হা হা মুঞি এত দিন ইহা না বুঝিল ।
স্বামী মোর হেন মহা-অমৃতভব ছিল ॥
হৃদয়পুটিকা-মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম ।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম ॥
বাহিরিল বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ ।
এই এক মহাস্তম্ভে তাব অমুরূপ ॥
তাহা না বুঝিছ মুঞি আপনা খাইয়া ।
ছাড়ি গেল মোর মুখে অনল জালিয়া ॥

নিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপন ।
 কেবল যে আমি বলি রাণী না কান্দন ॥
 হেন কৃষ্ণভক্ত আমি বঞ্চিত হইছ ।
 হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিছ ॥
 এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে ।
 দৌহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়ি গেলা কান্দে ॥
 দয়শন দিয়া সুখায়ন-দৃষ্টি দিয়া ।
 বাচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া ॥
 সম্মুখে দেখে দৌহে মবধনশ্যাম ।
 বাহিত রতন-নিধি মিলে অভিরাম ॥
 প্রেমানন্দে বদন করি রত্নসিংহাসনে ।
 বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে ॥
 কালেতে শ্রীধামে গিয়া হৈলা অমুচর ।
 তাঁহা দৌহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার ॥

শ্রীগুরুনিষ্ঠ সাধু ।

গুরুনিষ্ঠ এক ব্যক্তি মহা-অমৃতব ।
 গুরু প্রাণ ধন মান সর্বস্ব বৈভব ॥
 গুরুর সেবার কৃষ্ণকৃপাতে পর্যন্ত ।
 সর্বদেব শ্রীত সদৃশের নাহি অস্ত ॥
 গুরুর কর্মেতে কোন গ্রামান্তরে গেলা ।
 পীড়িত হইয়া তথা কালপ্রাপ্ত হৈলা ॥
 মরিবার পূর্বকণে আত্মীয় লোকেরে ।
 সত্যরে সম্পদ দিয়া কহে বারে বারে ॥
 আমি মৈলে আমার না পোড়াইছ দেহ ।
 গুরুর নিকটে শব লইয়া বাইছ ॥
 প্রার্থি হৈল তাঁহার যে বাক্য-অমৃতসারে ।
 লইয়া আইলা শব গুরু বধাকারে ॥
 লোকহলে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা ।
 ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা ॥
 এক হেতু গুরু শব বচপি দেখে ।
 সর্বপাপ নাশ হয় সদনতিকে পারে ॥
 তা না হবে আর কিছু থাকিবে আশর ।
 মোর বাক্যে ছিল অতি বিশ্বস্তহৃদয় ॥
 অতএব মোর বাক্যে জীবন আশর ।
 শব মোর নিকটেতে আনিতে কহয় ॥
 এতেক বিচার করি আচার্য কহিলা ।
 উঠ বাপ, কেন বৃত্ত্য পরম করিলা ॥

কহিবায্যেতে অষ্ট মমকার কৈলা ।
 নিদ্রার হইতে হেন জাগিয়া উঠিলা ॥
 অতএব গুরু ইষ্ট গুরু বন্ধু হন ।
 গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেই যাঁহা চায় ।
 গুরুর চরণ-ধ্যামে সকলি মিলয় ॥
 গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধায় ।
 প্রেম কাম নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয় ॥
 গুরুনিষ্ঠ-তাঁহার চরণ করি ধ্যান ।
 শ্রীগুরুচরণে যেন থাকে মোর মন ॥

কবীরজীর জন্ম পূর্ব যবনের যবে ।
 শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা বাহার উপরে ॥
 কি জানি কি পূর্বে তাঁর স্মৃতি নাছিল ।
 হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দয়া উপজিল ॥
 রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার ।
 অনন্ত-চিন্তার দিবানিশি করে পার ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হৈল তাঁহাতে ।
 কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে ॥
 রামানন্দহানে মঙ্গলীকা কর গিরে ।
 অচিরতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে ॥
 শুনিঞা আকাশবাণী চিন্তয়ে কবীর ।
 মোরে কৃপা করিবেন কেনে তেঁহ ধীর ॥
 যবন অম্পৃশ্য সুপ্রী আমার বদন ।
 হেরিতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন ॥
 এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল ।
 কোন চলে মঙ্গলীকা উপায় স্থজিল ॥
 গুরু রামানন্দ-আমী প্রভুয়ে উঠিয়া ।
 মণিকর্ণিকার ঘাটে নান করে গিয়া ॥
 অতিভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে ।
 ঘাটের নীচেতে গিয়া শুভি রহে তবে ॥
 গুরু রামানন্দ জানে আইলা সেইকালে ।
 অজ্ঞাতে চরণ তাঁর অঙ্গেতে অর্পিলে ॥
 তটহ হইয়া আমি রাম কহ বলে ।
 প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণ মূলে ॥
 সেই রামনাম মহামন্ত্র যে আশিঞা ।
 কদর-সম্পূর্ণ রাখে গোপন করিয়া ॥

গৃহকর্ম জাতি-পাতি লকল ছাড়িয়া ।
 তিলক ভুলসীমালা ধারণ করিয়া ॥
 সদা সেই মনু অপ দিবানিশি করে ।
 মাতা পিতা বহুগণ করে তিরস্বারে ॥
 আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দুবর্ষ ।
 কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম ॥
 তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ-স্বামী ।
 দীক্ষা দিল। তেঁহ মোরে তাঁর দাস আমি ॥
 এত শুনি মাতা তাঁর কোপিত হইয়া ।
 গেলা স্বামী বৈলে বখা-তথায় খাইয়া ॥
 স্বামীকে কহরে তুমি আমার ছাওহালে ।
 শিষ্য যে করিয়া বাঁটা দিলে জাতিকূলে ॥
 তাহারে কহেন স্বামী করি মুক্ত হস্ত ।
 কেটা সে নাহিক জানি, নাহি করি শিষ্য ॥
 সে তো চলি গেল কবীর দণ্ডবতে আইল ।
 তাঁরে কহে আমি তোমার শিষ্য কবে কৈল ॥
 কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে ।
 কৃপা যে করিলে মোর চমক-আবেশে ॥
 কলিভব-নিস্তারের এক মহামন্ত্র ।
 দুর্বাদলস্ত্রামরূপের শুদ্ধ প্রেমধন ॥
 স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত ।
 কবীরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত ॥
 আনুগত্য রামনাম মোর মুখে শুনি ।
 দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি ।
 এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ।
 আলিঙ্গন কৈল। তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 তুমি মোর ববন মহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ ।
 যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ ॥
 পুন স্বামী তাঁরে কণ্ঠি তিলক যে দিল ।
 শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পদতে লইল ॥
 যদি বল ববন কেমনে হৈল গ্রাহ্য ।
 ত্রৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীৰ্য্য ॥
 ছাড়ি ভোম যখন কি স্নেহ কহে হয় ।
 যেই লয়ে হয়ে অই কৃষ্ণের বিবর ॥
 দামগ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন ।
 বিধি-নিয়ম-লক্ষণে শ্রীগুরু কহন ॥
 শ্রীমদ্ভাগবতেতে কহে অন্যান্য-লক্ষণে ।
 সর্বলক্ষণেতে কহে বিচার প্রমাণে ॥
 অতএব সত্য সত্য বেদের বচন ।
 হরিভক্ত বধন বে ত্রৈলোক্যপাবন ॥

সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ ।
 দুই এক কহি মাত্র মূঢ়-প্রবোধন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যম্যমধেষপ্রবণাহুর্কীর্তনাৎ,
 যৎপ্রহর্যণাৎ যৎস্বপ্নোদপি কচিৎ ।
 প্রাদোহপি সদাঃ সবনার কল্পতে,
 কৃতঃ পুনস্তে ভগবত্, দর্শনাৎ ॥

স্বাহার নাম জবণ ও কীর্তন করিলে এবং কচিৎ
 স্বাহাকে বন্দন ও স্মরণ করিলে, চণ্ডালও সন্ত
 সোমযজ্ঞকারী বলিয়া কল্পিত হয়, সেই ভগবানকে
 সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়,
 তাহা আর কি বলিব ?

তত্র চ—

বিপ্রাদ্বিগড়্ গুণযুতান্ রবিন্দনাভ-
 পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বারিষ্ঠম্ ।
 মন্ত্রে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থ-
 প্রাণং পুনর্জিহ্বা ন কুলং ন তু তুরিমানঃ ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথঃ পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণ-
 কমলে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—
 যে চণ্ডাল স্বীয় কার্য্য-অর্থ-কার্য্যদ্বারা ভগবানে
 সমর্পণ করিয়াছে । সেই চণ্ডালই স্বীয় কুল পবিত্র
 করিয়া থাকে, কিন্তু গর্ব্বী বিপ্র পারে না ।

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হুয়া যস্মিন্ স্নেহেহপি বর্ততে ।
 স বিপ্রোস্ত্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ।
 তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

যে স্নেহে অষ্টবিধা ভক্তি বিদ্যমান, সে স্নেহও
 বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীব্রুক । সে যতি এবং সে পণ্ডিত ।
 বাহা শ্রীহরিকে দেয় তাহাকেই দিবে এবং বাহা
 (শ্রীহরির নিকট হইতে) গ্রহণীয়, তাহা সেই স্নেহের
 নিকট হইতে গ্রহণ করিবে । সেই স্নেহও শ্রীহরির
 ন্যায় বন্দ্য ।

যতিঃ সন্তাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ ।
 পুনর্জিহ্বা ভগবন্ত্ চণ্ডালোহপি বদুচ্ছয়া ॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ । ভগবন্ত্ চণ্ডালকেও কোন-
 রূপে স্মরণ, সন্তাষণ ও পূজা করিলে পবিত্র করিয়া
 থাকেন ।

সহস্রাবাসিহস্তেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ।
সর্ববেদান্তবিৎক'ট্যা বিকৃতকো বিশিষ্যতে ॥
বৈকবানাম্ সহস্রেভ্য একান্ত্যেভ্যো বিশেষ্যতে ।
একান্তিনন্ত পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥

সহস্র সহস্রাবাসী অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তবিৎ
এবং কোটি সর্ববেদান্তজ্ঞ অপেক্ষা 'একজন বৈকব
শ্রেষ্ঠ; আবার একজন একান্ত কৃতকৃত ব্যক্তি
সহস্র সহস্র বৈকব হইতেও শ্রেষ্ঠ । একান্তিক তত্ত্ব-
নিষ্ঠ ব্যক্তির পরম পদ প্রাপ্ত হন ।

যদি বহু উত্তম অধিকারী প্রতি কহে ।
প্রমাণ দেখে তার তাহাও যে নহে ॥
পরের যে স্নেহ দেখে প্রমাণ ইহার ।
বুঝিবে স্নেহবোধ যেই করিয়া বিচার ॥
বিকৃতকৃত-সহস্রেক তুল্য একজন ।
একান্ত-তত্ত্বতীব্রানু যৈ বৈকব হন ॥
অন্তএব সামান্ততঃ তত্ত্বের যাতনে ।
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে ॥
সেই মহা-পূজ্য এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ ।
সেই বুঝে সেই জানে তত্ত্বতীক্ষ্ণান ॥
কেনপারদন্ত সর্বশাস্ত্র অর্থ বেদ ।
কিন্তু হরিতকৃত নহে অগ্রাহ্য অমেধ্য ॥
উদ্যমবিকল সেই পুরুষ অধম ।
অগতে নিমিত্ত আর নাহি তার সম ॥

ভক্ত—

অন্তঃ প্রত্যেকনি হেদ্যাম্ সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যনি ।
যো ন সর্বেরে তত্ত্বন্তঃ হিন্যাত পুরুষাধমম্ ॥

সমগ্র বেদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াও, সর্ববিধ
শাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও, সর্বের ভগবানে যিনি ভক্ত
নহেন, তিনি পুরুষাধম ।

বেদশাস্ত্র-অপঠিত সর্বধর্মণীন ॥
কিন্তু হরিতকৃত সে কিছুতে নহে হীন ॥
সূক্ষ্মাদিবাক্যনা সর্বশাস্ত্র সর্বধর্ম ।
সকলি করিল সেই ধর্ম তার জন্ম ॥

ভক্ত—

সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যনি স-কৃতধর্ম ইত্যপি ।
যো ভক্তিং বহতে বিকো ভেন সর্বং কৃতং তকে ॥

বেদশাস্ত্র পাঠ না করিয়াও এবং বীজাদি অশ্রুত
না করিয়াও, যিনি বিকৃত প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠ, ভগবান
দ্বারা সর্বকর্মই সমাহিত হয় ।

এতক প্রমাণ দিয়া কহিবা কারক ।
অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন ॥
অভেব কবীর জীউ কুবনপাবন ।
এসিদ্ধ আলয়ে তাহা জানে অগজন ॥
তাঁহার মহিমা চন্দ্রকর আরো জন ।
বাহার আওরাসে রামচন্দ্র আইক পুন ॥
মাতার তৎসনে সাধু জীবিকা-কারণ ।
তাঁত বুনে করে মাত্র দিননির্কাহন ॥
নলি বে চালার ছই হাতে তালে তালে ।
জয় রাম শ্রীরাধো রাম সীতারাম বলে ॥
একাদন একখানি কাপড় বুনিকা ।
হাটেই কিনারে গিয়া বহে দাড়াইয়া ॥
বৈকব আসিকা এক বস্ত্রখানি মাগে ।
তৌহ কহে কাড়িয়া বে লহ অর্দ্ধভাগে ॥
বৈকব বহেন মোর সন-খানি বিনে ।
কার্য না চলিবে দেখ যদি মনে মানে ॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল ।
যরে আর নাহি তৌহ লুকাঞা রহিল ॥
যরে গেলে মাতা আদি করিবে তৎসন ।
শূন্ডে এক গৃহে বসি গান রামভণ ॥
হেথা দরামর রামচন্দ্র তাহা জানি ।
কবীরের রূপ ধরি আইলা আপনি ॥
বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিঞা ।
যর তারি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া ॥
মাতা কহে এতক সামগ্রী কোথা হৈতে-।
আনিলি ভাকতি করে কৈলি বৃষ্টি পথে ॥
কণেক বেয়াজে যরে চলিলা কবীর ।
অন্তর্দান কৈলা তবে ছন্দ রঘুবীর ॥
যরে গিয়া দেখে মণমহোৎসব ভর ।
কত আইসে কত দার কত ধার নয় ॥
শেখিয়া বুঝিলা মনে এ কর্ম প্রকুর ।
নহে এত দ্রব্য কেবা আনিল প্রকুর ॥
বৈকব সজ্জকে সাধু বিলাতে লাগিল ।
সামগ্রীগণের মন অশ্রুয়া জ্বলিল ॥
কহে আরে বেটা কোলা তিসকথারিগণে ।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি আহারে ॥

না দিবি তো আজি মোরা যাবি তোমারে ।
 কবীর বিনয় করি কহে সত্যকারে ॥
 ঘরে তো নাহিক কিছু চেঁচা করি গিয়া ।
 যদি কিছু পাই দিব বাঁটোরা করিয়া ॥
 এত কহি হাটে শূক্ৰগৃহে গিয়া রহে ।
 ভবে নাহি গৃহে আটপে রাধ রাধ কহে ॥
 পুন বহ ধন হরি আনে রূপান্তরে ।
 কবীর পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে ॥
 কবীর আসিয়া মর্ম্ম বুঝিল অন্তরে ।
 অদৈন্ত করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥
 তখাচ ব্রাহ্মণগণ জৈবী না ছাড়য় ।
 বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে কর ॥
 এদানি বিগ্রহের রীতে অমুভব হৈল ।
 পূর্বেও বৈষ্ণবে ঘেঘ এমতি আছিল ॥
 কবীরের প্রতি ঈর্ষা করি বিগ্রগণ ।
 জনা চারি করে নিজ মন্তকমুগুন ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া ॥
 আইলা ব্রাহ্মণগণ নেতৃত্ব করিয়া ॥
 সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া ।
 কবীরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া ॥
 কবীরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল ।
 বৃত্তান্ত শুনিঞা সাধু চিন্তিত হইল ॥
 পূর্বে যত সামগ্রী লইয়া প্রভু আটপে ।
 সব সমাধান কৈল কবীরের বেশে ॥
 উপায় না দেখি একস্থানে গিয়া বৈসে ।
 তেঁহ আসি মিলি সুখসাগরেতে ভাসে ॥
 সিদ্ধ বড়ি লোকে বড় জনরব হৈল ।
 আকারগোপনহেতু এক ছল কৈল ॥
 এক স্ত্রী বেড়া যে তাহার হাত ধরি ।
 নগরে লোকেরে দেখাইয়া বুলে ফিরি ॥
 সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পার বাধা ।
 অসাধুর হর্ষ চিন্তে লাভ-অংশে যথা ॥
 তাঁহার অন্তরে কিছু বিকার তো নাহি ।
 অবজা করয়ে লোকে ভ্রষ্ট হৈল কহি ॥
 একদিন কবীর সেই বেড়ার সহিতে ।
 রাজার সভাতে গেলা করোঁয়া বাঁহাতে ॥
 রাজা দেখি পূর্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল ।
 দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল ॥
 হরিতক ছাপাইলে ছাপা নাহি যায় ।
 মৃগমগ্নক যথা বস্ত্রে যা লুকার ॥

সভা হৈতে ফিরে সাধু বাঁহাওয়ার কালে ।
 তটস্থ হইয়া করোঁয়ার জল ঢালে ॥
 রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল ।
 অবজা করিহু হেতু কি জানি কি কৈল ॥
 একান্ত করিয়া রাজা পুছে বার বার ।
 বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিল আমার ॥
 সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি ।
 রাজা কহে তবে কেনে হিরিকাইলে বারি ॥
 সাধু কহে শ্রীমন্দির শ্রীলপুরুষোত্তমে ।
 আশ্রয় পড়িয়াছিল কোন কার্যক্রমে ॥
 ভিড়িতে সেবকগণ পদ দিতেছিল ।
 চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল ॥
 রাজা ত'হ' শুনি সেই দিন বার তিথি ।
 লিখিয়া পাঠায় কেঁদে লাগিয়া প্রতীতি ॥
 লোকঘারে রাজা তার জানিলেন তথা ।
 অগ্নি পড়াছিল বটে নিভাইল সত্য ॥
 তখন রাজার মনে ভয় জনমিল ।
 ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবের অবজা করিল ॥
 হা হা হি ছি থিক্ থিক্ কি কর্ম্ম করিহু ।
 না বুঝিয়া কেন হেন বিষ পান কৈহু ॥
 রাজা রাণী দৌহে অতি আর্তনাদ করি ।
 উপায় চিন্তরে অপরাধে কিসে তারি ॥
 দুস্ত্যজ বৃহ'তমান াজ-অহঙ্কার ।
 অনায়াসে তেজিল বৈষ্ণবে করি ডর ॥
 রাণীর সহিতে রাজা দস্তে তৃণ করি ।
 গলারে কুড়ালি শিরে তৃণবোঝা ধরি ॥
 চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি ।
 অভিমান লজ্জা তেজি সহিত রূপসী ॥
 অ'হা কি সোভাগ্য রাজার বলিহারি যাই ।
 ধন ধন বরি তার লইয়া বালাই ॥
 বৈষ্ণবেতে এত অমুরাগ যার হয় ।
 ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাহি হয় ॥
 হাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবীর-চরণে ।
 পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দু'নরাসে ॥
 অপরাধ কেমন মোরে কর অসীকার ।
 না বুঝিয়া অবজা করিহু মুঞি ছার ॥
 কবীর কহেন তুমি রাজরাজেশ্বর ।
 হেন কর্ম্ম না কেনে করিলা খীকার ॥
 আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লোকের মধ্যে মহি ।
 মোরে এত ভক্তির্দিত কর কিবা কহি ॥

আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা ।
 মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা ॥
 গৃহে যাও মহারাজ ভাল হৈছে তব ।
 রাঘচন্দ্রে মতি কর সাধু গিয়া সেব ॥
 প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পায়্যা ।
 গৃহে গেলা সাধু কৰুণারত্ন লয়্যা ॥
 সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দন পাইল ।
 রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল ॥
 পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ভৈরবা করিয়া ।
 পাংশার নিকটে গিয়া কহে বাণ দিয়া ॥
 কবীর নামেতে এক হয় মোছলমান ।
 জ্ঞান জ্ঞান কার্য্য করয়ে বেধান ॥
 বহু বেটা লোকের বাহির করি আনে ।
 হাত ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে ॥
 ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরষ ।
 কোথা হৈতে অর্থ আনে না বুঝি মরষ ॥
 পাংশা শুনিঞা তহে তলব করিল ।
 সম্মুখে তাহারে ধাড়া করিয়া রাখিল ॥
 কানী কহে পাংশারে সেলাম কর বে ।
 তেঁহ কহে সেলাম-বে গা নাহিক সংসারে ॥
 একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত ।
 আর যত দেখে সব সকলি অসৎ ॥
 তাহা শুনি পাংশা কোপে অগ্নি হেন জ্বলে ।
 এইকণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে ॥
 চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল ।
 নবে কহে নদীজলে ডুবিয়া মরিল ॥
 কণমধ্যে দেখে তীরে দাড়াইয়া সাধু ।
 বিতর্ক করয়ে বুঝি জানে কিছু যাহ ॥
 অগ্নিতে ডারিল পুন তোপেতে ধরিল ।
 ভক্তির প্রভাবে যত সব ব্যর্থ হৈল ॥
 বিষয় হইয়া রাজা বিচার করিল ।
 ভৈরবের কৃপাপাত নিশ্চয় জানিল ॥
 বহু ভতিনতি করি সন্মান করিল ।
 পদানত হৈয়া অপরাধ কেমাইল ॥
 পুনর্বার যামায়েবী মোহিনী রূপেতে ।
 বিড়ম্বন করিয়া আইলা তুলাইতে ॥
 সাধু তাহা দেখিয়াও রূপাত ভ্রা কৈলা ।
 হরির ভকত জানে হারি মানি গেলা ॥
 তবে চতুর্ভুজ-রূপে প্রভু দেখা দিলা ।
 যতেক উদ্যম তবে সকল হইলা ॥

পরম আনন্দে কত দিবস ব্যতীষ্টে ।
 লভুর নিকটে বাইবার হৈল চিষ্টে ॥
 পাটনা অকালে এক হয় রম্য স্থান ।
 তথাই রহিয়া সাধু করিলা পরাধ ॥
 বস্ত্র-আবরণ অঙ্গে করিয়া শুইল ।
 ঐমনি বৈকুণ্ঠধাম গমন করিল ॥
 হিন্দু আর মোছলমান দুই পক্ষে মেলি ।
 কলহ হইল বোলাবুলি ঠেলাঠেলি ॥
 কবর দিবার হেতু মোছলমান কহে ।
 হিন্দু তাহা নাহি মানে-আলাইতে চাহে ॥
 কেহ আসি কহে তাই কলহ কি কর ।
 শব কোথা আগে তার মূল হে বিচার ॥
 ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব বে মা দেখি ।
 আবরণ বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাধী ॥
 তখন সবাই মনে বিস্ময় হইলা ।
 জানিল দেহের সহ বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥
 আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইরে ।
 কথোঙলি পুষ্প আর তুলসী আছরে ॥
 কোরাবরি মোছলমান পুষ্পঙলি লৈয়া ।
 কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া ॥
 হিন্দু য়ে বৈকুণ্ঠগণ তুলসী পাইয়া ।
 সমাধি করিলা নিজ মত আরোপিয়া ॥
 মহামতোৎসব করি সঙ্কীর্তন কৈল ।
 যে ধ্বনিতে দশদিগ পবিত্র হইল ॥
 শ্রীল-কবীর মহাপরমের স্মরণ ।
 ভুবনপাবন বাহা অস্তাপি প্রকাশ ॥
 তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি ।
 কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভকতি মাধুরী ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা ছোটবিএ-বড়বিএ-আদি
 ভক্তচরিত্রবর্ণনং পঞ্চদশ-মালা ॥

ষোড়শ মালা ।

— * —

শ্রীরাইদাস-আদি ভক্তচরিত্রবর্ণন ।

অয় শ্রীচৈতন্য হরি অয় নিত্যানন্দ ।
অয় ঐশ্বর্যচন্দ্র অয় গৌরভক্তবৃন্দ ।
অয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীকীব গোপালভট্ট দাস্ত রঘুনাথ ॥

গুরু রামানন্দ-শিষ্য এক ব্রহ্মচারী ।
গুরুর প্রেরিত আনে মুষ্টিভিক্ষা কবি ॥
পাক আদি করে তেঁহ ভোগ দেন গুরুগণ
টহলেতে আভাবহ সদা রহে ভীকু ॥
মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিগ্রহ যান ।
প্রতিদিন কহে তাঁরে এক মহাজন ॥
চুটকি না কর সিধা লহ মোর স্থানে ।
লইতে না পারে বিগ্রহ গুরু আজ্ঞা বিনে ॥
একদিন ঝড় বৃষ্টি দুর্দিন দেখিয়া ।
চুটকি না লৈল তথা সিধা লৈল গিয়া ॥
পাক আদি করি বিগ্রহ প্রস্তুত করিল ।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেল ॥
ভোগ লাগাইতে ইষ্ট ধ্যানে নাহি আইসে ।
ভোগসামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে ॥
শিষ্য প্রতি ভিক্ষাসেন ভিক্ষা কোথা কৈলে ।
তেঁহ কহে এক বণিকর স্থানে মিলে ॥
রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে ।
নাহি কর খুল ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা বিনে ॥
পূর্বে যে তোমাতে তে' ক'হু বারেরবার ।
আপন স্বর্গ মুষ্টিভিক্ষা বিহু আর ॥
যতেক যাচিঞা সব অনাচার হয়ে ।
বিষয়ীর অঙ্গে মন মিলন করয়ে ॥
অতএব মোর বাক্য যেমন লভিল ।
অন্য গিয়া লহ অচিরে নীচ কূলে ॥
স্বামীর শাপেতে বিগ্রহ মুচির কূলেতে ।
অনমিল গিয়া তবে সে বেহ পাততে ॥

সদগুরু আশ্রয় আর সংসদ হইতে ।
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিষ্মতে ॥
অন্যমাত্র করিভক্তি উদয় হইল ।
জাতিশ্রম হইয়া সংক্ষেপে জন্মিল ॥
জনমিয়া গুরুতে বিচ্ছেদ সঙরিয়া ।
দুঃখ নাহি খায় 'শুণ আকুল কঁদিয়া ॥
মাতা পিতা নানা মতে চেষ্টা করি করে ।
কোনমতে দুঃখপান করাইতে নাারে ॥
উপায় চিস্তিয়া গেল স্বামীব চরণে ।
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ ॥
সর্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ স্বামী শুনিতেই ।
ক্ষুণ্ণি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই ॥
ভাবিয়া স্বামীব মনে দুঃখ উপজিল ।
হাহা কেন হেন পাত্রে অভিশাপ দিল ॥
সম্প্রতি দুঃখ না খায় আমার বিচ্ছেদে ।
যুগ্মে কৈলু অকর্ম্ম মায়া নিরমাদ ॥
অতএব বিহত মোর হৈল ক হতে ।
এতক ভাবিয়া কহে চ'ম'বের সা'থ ॥
কোথার শোম র এর বালকে ক হৈল ।
'চিন্তা নাহি আ ম গিয়া করে 'দব ভ ল ॥
চামার কুণ্ঠিও হইয়া ষোড় সন্তে কহে ।
আপনে আম'র স্ব' বাবা-বাগ্য নহে ॥
স্বামী কহে ইথে মোর লাভবত কিবা ।
পর-উপকার থেই সেই হরিসেবা ॥
এতক কহিয়া চলি গেল তার ঘরে ।
স্বামীরে দেখা 'শুণ চ'কাত নেহাবে ॥
ভূষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে ।
দারিদ্র্য বতন হেন পাথ হারাইলে ॥
জনমানে বহে ধাবা ন' পারে ক হতে ।
গুরুরিয়া রহে নাারে দুঃখ নবদিতে ॥
স্বামী তার ভাব বুঝ অন্তরে ক'ন্দর ।
শিরে সন্ত দিয়া বহু আশ্রয় করয় ॥
চিন্ত না করি হ'র করিবেন দয়া ।
অবশ্য যে দিবেন অভয় পরছায়া ॥
এত কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা ।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেল ॥
ক্রমে ক্রমে সাধু বত হয়ে তো বর্জিষ্ট ।
চন্দ্রবৎ ভক্তি তথা প্রকাশে প্রকৃষ্ট ॥
হুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন ব নাইয়া ।
এক জুড় দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া ॥

এক জুড়ি বেচি করে দেহ নির্বাহন ।
 বৈকুণ্ঠের কাটা জুতা বানাইয়া দেন ॥
 এইমত কতক দিবস গত হৈল ।
 কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল ॥
 যোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি ।
 তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি ॥
 কইদাস বলি নাম লোকেতে ধরয় ।
 হরির কৃপার পাত্র কেহ না জানয় ॥
 কষ্টে-শ্রুটে জীবিকা চলয়ে কোনমতে ।
 কোন দিন উপবাস হয় না মিলাতে ॥
 দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া ।
 ছন্দরূপে আইলা এক স্পর্শমণি নিঞা ॥
 কইদাসে কহে কেনে কড়কা করহ ।
 স্পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ ।
 তেঁহ কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর ।
 প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর ॥
 পুন কহে তুমি যদি রঘুবর হও ।
 তবে কেনে নিজ কপ নাহিল দেখাও ॥
 প্রভু কহে দেখাইব বে মণি তও ।
 তেঁহ কহে পাথর আনিঞা কি ভুলাত ॥
 প্রভু কহে এ পাথর লোহে ছে ওইলে ।
 তৎকালে সর্ব কয় বহু অর্ঘ্য লে ॥
 এত কহি চামকাটা রাঙ্গি ছাড়া ল ।
 দেখিতে দেখিতে রাঙ্গি সে গার হইল ।
 তেঁহ তাহ' দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া ।
 কহেন এ করিলে কি দলে বিগা ডরা ॥
 দিন গুজরান মো'ব ঠোকা দৈতে হয় ।
 তুমি তা করিয়া গোণা কৈলে অপচয় ॥
 কে তুমি করিতে আইলে মো'র বিড়ম্বন ।
 আজ নাঞি মো'র তুমি নিঞা যাও ধন ॥
 প্রভু কহে বর্ণ হৈল অপচয় কহ ।
 তেঁহ কহে কাজ নাঞি তুমি নিঞা যাহ ॥
 অর্থে মো'র অপচয় সদাই হইবে ।
 রজগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্বনাশ হবে ॥
 তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা ।
 কইদাস নিঞা চালে গুজিয়া রাখিয়া ॥
 প্রেমানন্দ-রত্নে ঘেই যগন আছয় ।
 প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায় ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাঙ্গ সিদ্ধি ।
 দুঃপাত না করে যাথে স্ততি তুচ্ছ বুঝ ॥

সে কি বস্তুজ্ঞান করে পরশ-পতন ।
 নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সন্ধান কর্ত্ত মন ॥
 কথোক দিবস পরে পুন প্রভু আইলা ।
 পুছেন ভক্তের স্পর্শন এ কি করিলা ॥
 তেঁহ কহে তব সে পাথর আর বাপি ।
 চালে ঘুসি রাখিয়াছি ঘাসফলা বাপি ॥
 বাহির করিয়া কহে এই নিঞা যাহ ।
 ওগুলা না আনি এথা অস্ত্র কারে দেহ ॥
 প্রভু পুন কহে এই দুঃখে কেনে মর ।
 যৎকিঞ্চিৎ কিছু দেই তাহি অঙ্গীকার ॥
 তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের ভলে ।
 পাঁচটি মোহর আছে নিতানি সকালে ॥
 তেঁহ কহে না না মো'র তাকে কাজ নাঞি
 মোহর পাথর নিঞা দেহ অস্ত্র ঠাঞি ॥
 তবে প্রভু গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে ।
 পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে ॥
 দেখিয়া বড়ই মনে বেজাব মানিল ।
 কহয়ে বড়ই মো'র জ্ঞান হইল ॥
 টান মারি ডারি দিল মনে ক্রোধ করি ।
 পুন প্রভু আইলা তাহার কর্ম হেরি ॥
 ভক্তবৎসল হরি ভক্তদুঃখ হেরি ।
 পুনঃপুন আই'সন না র'হতে পারি ॥
 পুন আসি কহে তাঁর দুটি হাত ধরি ।
 একটি নেহারি মো'র রাখ অঙ্গীকারি ॥
 স্পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল ।
 পাঁচটি মোহর নিতি লবে মো'রে বল ।
 সাধু বল কে তুমি স্বরূপ কহ মো'রে ॥
 এতক যতন কেনে কর মো'র তরে ।
 তেঁহ কহে আমি তব বামচন্দ্র হই ।
 তব দুঃখ দেখিয়া অন্তরে দুঃখ পাই ॥
 পুন সাধু কহে যদি মো'র প্রভু হও ।
 স্বরূপ দেখাইয়া মো'র প্রীতিত করাও ॥
 তবে হরি একবার নিজমুষ্টি ধরি ।
 দেখা দিয়া ভক্তে গেলা অন্তর্দান করি ॥
 'বহ্য'ভেদ ভায় সাধু একবার হেরি ।
 স্থাবরের ভায় রহে অনিমিষ করি ॥
 চমৎকার চিত্তে জ্ঞানহত প্রায় রহে ।
 কণ্ঠকে সংবিৎ পাই ইথি-উথি চাহে ॥
 পুন দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে ।
 ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে মরমে ॥

উচ্চস্বরে কান্নে আঁহা কি দেখিছ মরি ।
 হেন রূপ আর কি আঁধরে ভগভরি ॥
 পীতাম্বর নবধন-স্রামল সুন্দর ।
 কি দেখিল অপরূপ সুন্দর অধর ॥
 একবার কি দেখিছ আর দেখি নাঞি ।
 কি দোষ করিছ মুঞি বিধাতার ঠাঞি ॥
 দিয়া ধন যদি হৈতে কাড়িয়া লইল ।
 এহেন রতন পায়া বঞ্চিত হইল ॥
 পুনঃপুন কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু ।
 প্রভার না কৈছ মুঞি নাশুকিছ তবু ॥
 এখন এমত যদি বুদ্ধিতাম মনে ।
 ছা ডরা নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে ॥
 স্পর্শমণি আঁদি দিতে চাহিলেন মোরে
 বাক্যের হেলন তাঁর কৈছ বা'র বা'রে ॥
 বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলা ।
 নহে কেনে দেখা দিয়া পুন লুকাইলা ॥
 এতেক বিলাপ করি সংবরণ কৈল ।
 খাড়া হৈল অর্ধ নৈত বিচার করিল ॥
 তবে সেই পঞ্চস্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল ।
 স্বর্ণ নিঞা কি করিব মনে বিচারিল ॥
 ঠাকুর-মন্দির আর সেবার শৃঙ্খলা ।
 ক রলা হইলা বহু বৈষ্ণবের মেলা ॥
 সদা গান নৃত্য বাজ যাত্রা মহোৎসব ।
 কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অঙ্গ রব ॥
 স্বয়ং শ্রীল-রামচন্দ্র ভোজন করয় ।
 মাথে স্থান দেখি মাজ চমৎকার হয় ॥
 শালি নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয় ।
 গুরুপরীক্ষার চেষ্টা সদাই করয় ॥
 কানীর নিওটে কইদাস ভাগবত ।
 গুরু-রাগানন্দ-শব্দ পরমধন ॥
 দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তভাবে ।
 দরশনমাজেই রাণীর চিত্ত ভবে ॥
 সেবক হইতে মনে প্রজ্ঞা জনমিল ।
 ঐর্ষ্যক আশ্রয়গণ বারণ করিল ॥
 মূর্খের সন্তান-স্থানে দীক্ষা বে করিবে ।
 লোকে ধর্ম বিকৃত এ কেমন হইবে ॥
 পণ্ডিতস্বরূপ রাণী কহে ব্রহ্মপণে ।
 কি করিলে বিপরীত মূর্খের সন্তানে ॥
 আশ্রয় হো'র করি ব্রহ্ম অমুঠান ।
 কহ দেখি নিজ জ্ঞানের কি কৈলে বিধান

অধর্ম যাজন কর অধর্মের ভয়ে ।
 না হয় অধিক হয়ে স্বর্গের বিষয়ে ॥
 অনিত্য সে ভাড়াও বে সুসিদ্ধ ফলত ।
 বড় কল করি মানো কৈবল্য অভব ।
 সেহ মুক্তি ভক্তি ধর্ম হরির ডকত ।
 সাক্ষাতে আইদে নাহি করে দৃকপ ত ॥
 নীচ যে কহিল অতি অনোচিত সেহ ।
 শাস্ত্র দূরে থাক মুক্তি করিয়া বুঝ ॥
 পরাংপর ভগতের পরম ঈশ্বর ।
 যে চরণে পদা হৈল তৈলোক্যের সার ॥
 তাঁর শ্রীচরণে যে হৃদয়ে ধরয় ।
 তাঁরে নীচ কহিলেই অপরাধ হয় ॥
 ব্রাহ্মণ পবিত্রজাতি হইয়া কি পায় ।
 নীচজাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয় ॥
 স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্মমূহূ হয় ।
 পুনর্দার নীচজাতিকুলেতে জন্ময় ॥
 নীচজাতি হরিভক্ত পুন না জন্ময় ।
 ব্রাহ্মণ প্রার্থনা যাক হেন পর পায় ॥
 অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয় ।
 উত্তম জনম পাঞা সাধুমাগ পায় ॥

শ্রীগীতায়াং—

শুটীনাং শ্রীমতাং গোহে গোগনষ্টে। হতিভারতে ।

গোগনষ্টে জম শুচিভাণপন্ন শ্রীমান্দিগের গৃহে
 জন্মধারণ করেন ।

অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয় ।
 ভুবনপাবন সেহ সর্বশাস্ত্রে হয় ॥
 বেদশাস্ত্রে এ প্রমাণ অমূল্যবাসকো ।
 সাধারণ নাহি করে স্বাক্ষর প্রভাবে ॥
 বজ্র আর তমের যে এতটি প্রভাব ।
 দেখিয়াও প্রত্যক্ষ না হয় অমূল্যব ॥
 এত কহি রাণী গিয়া কইদাস-স্থানে ।
 শরণ লইয়া মন্ত্র করিল গ্রহণে ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরে হৈল ।
 অনেক জন্মের ভাগ্যে কল বে ফলিল ॥
 রাণীয়ে ব্রাহ্মণ কিছু কচিবারে নাহে ।
 পরম্পর সব বিপ্র কাণাকাণি কবে ॥
 একদিন ঝালি রাণী গুরু কইদাসে ।
 নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজ বাসে ।

কথোক্ত নি অণ করিল নিমন্ত্রণ ।
 একপ'ক্ত বসাইয়া কারতে ভোজন ॥
 বিপ্রগণ তাহে দেখি উ'সমুসি করে ।
 মু'চ সহ কেমতে বসিব একতরে ॥
 রুইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে ।
 সেখানেও দেখি রুইদাস বসি পাশে ॥
 পুনর্ক'র তথা হইতে দূ'র গিয়া বৈসে ।
 পুন দেখে রুইদাস বস্যাছে পাশে ॥
 এইমত পরস্পর সথাই দেখয়ে ।
 বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয়ে ॥
 এ কি হৈল পাপ আজি মু'চির সহতে ॥
 একপুংক্তি বসি বুঝ চইল খাইতে ॥
 এমতি তমের ধর্ম বুঝিয়া না বুঝে ।
 অলৌ কক দেখিয়া তথাপি নাহি রিখে ॥
 বিভূ 'নজভক্তের মহিমা প্রকাশিতে ।
 নানা খেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে
 রাণী সেই বজ দেখি মুচিয়া চাসে ।
 অভিমানী নিপ্র'ণ মা জনে শিশেবে ॥
 ভোজন করিয়া সবে উঠিলেন পরে ।
 স্বর্ণ স'হাসনে বসাইয়া সাধুবরে ॥
 চামর বাজন রাণী করে নিজ ক'র ।
 বিপ্রগণ আরো কিছু চমৎকার হেরে ॥
 রুইদাস অজ্ঞে তেজ বলমল করে ।
 স্বর্ণবস্ত্রে পবীত শোভে বামস্তরুপরে ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল ।
 উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল ॥
 কানী গানী বিপ্রগণ জ্ঞানমাগী হর ।
 বৈষ্ণব যে সেবা তাব মর্ম না জানয় ॥
 শ্রীম নু রুইদাস শ্রীমতী রাণীকীর ।
 চরণ ভরসা কৃষ্ণদাস নারকীর ॥

শ্রীপিপাজীর ।

গায়রোলের র'জা নাম শ্রী হর শাক্ত ।
 দেবীর প্রিয়মা পুত্র অগ্নি অমুরক্ত ॥
 দৈব-বৈষ্ণব এক অতিথি হইয়া
 হেলা কারি যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলা ॥
 রক্তন করিয়া সাধু খাইয়া রাহণী ।
 রাজা শাক্ত কৃষ্ণভাক্তবিহীন জানিলা ॥

কোড়িত হইয়া কিছু মনোরথ করৈ ।
 রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবীবজ্র ॥
 তবে এই রাজ্যধন মান ব জনক ।
 সকল যে হয় নহে কেবল ভরম ॥
 দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন ।
 বিশেষ সাধুর কৃপা পরম কারণ ॥
 শক্তিনী যোগিনী সহ নিশীথে ভবানী ।
 ভরস্বরূপ ধরি বাইয়া আপনি ॥
 নিদ্রাকালে রাজার বসিয়া বক্ষঃস্থলে ।
 হৃদয় করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে ॥
 ই রে মুচ সাধু করি মান আপনারে ।
 অবজ্ঞা করিলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে ॥
 প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিব ।
 স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে ॥
 বুক্তি যে কহিবে তেঁহ তাহাই করিবে ।
 সর্বাসিদ্ধ সেই বাথে কল্যাণ হইবে ॥
 স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর ।
 কি দেখিছ বলিয়া চিস্তয়ে গ চতর ॥
 প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব-চরণে ।
 অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে ॥
 চরণ ধরিয়া কহে কি আজ্ঞা করহ ।
 অপরাধ ক্ষেম আর করি হে বলহ ।
 যে আজ্ঞা ক'হ তাহা করি শিরে ধরি ।
 বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে তারি ॥
 বৈষ্ণব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যমান ।
 এতাদৃশ দেবী যে তোমাতে কৃপাবান ॥
 আমি যে মানস কৈছ তাহাতে সম্মতি ।
 হইয়া ক'বিনা আজ্ঞা দিয়া অমুদ্রতি ॥
 বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ণভক্তি দিল ।
 জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈল ॥
 অতএব মহারাজ মোর মন কণা ।
 কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপজর ব্যথ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমসুখোন্মাদ আশ্বাদ করহ ।
 সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাই ॥
 ইহার অধিক নহে রাজ্য ধর্ম অর্থ ।
 আর যত দেখ হয় সকল অনর্থ ॥
 এতেক শুনিঞা রাজা তা'বতে লাগিলা ।
 দেবীর আশায় এই 'সকান্ত বুঝিলা ॥
 বৈষ্ণবেরে কহে রাজা কর্তব্য হইয়া ।
 তথাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা ॥

তবে রাজা দেবীরে কহয়ে ভক্তি করি ।
 এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেবা করি ॥
 তাহাতে বুঝি মোরে বড় কৃপা কৈলে ।
 সারাসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে ॥
 রাজ্য ধন পাইয়া যে মানিলাম অর্থ ।
 এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ ॥
 অতএব সারধন দিতে ইচ্ছা কৈলা ।
 আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলা ॥
 গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া ।
 তাহা আজ্ঞা কর যেক্ষণে করুণা করিয়া ॥
 এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয়ে ।
 গুরু-রামানন্দ পদ করহ আশ্রয়ে ॥
 কানীতে শ্রীরামানন্দ-নিকটে চলিলা ।
 শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা ॥
 অবৈষ্ণব পিণ্ডা রাজা পূর্বেতে জানয় ।
 অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয় ॥
 বাহিরে রহিয়া রাজা ষোড়হাত করি ।
 বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি ।
 দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল ।
 শরণ লইলু বলি কানীতে লাগিল ॥
 তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি ।
 আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি ॥
 তারকব্রহ্ম রামনাম উপদেশ দিয়া ।
 বড় কৃপা কৈলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
 অভিমান তেজি রাজা কথোক দিবস ।
 সেবা কৈলা গুরুর করিয়া অভিবাদ ॥
 গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন ।
 বৎসরেক কৈল হরি-ভক্তির সাধন ॥
 বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন ।
 হরি-অমুরাগে দৃঢ়তর হৈল মন ॥
 বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা ।
 শ্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা সত্তার মতি হয় ।
 অবশ্য আমার ইহা করিতে জুয়ার ॥
 এতেক চিন্তিয়া স্বামী-রামানন্দ-স্থানে ।
 পাত্রী পাঠাইলা এই অনুরূপ বচনে ॥
 একবার হেথা পদার্পণ যদি হয় ।
 নিবেদন করিব বিশেষ সবিসয় ॥
 পাইয়া রাজার পাত্রী স্বামী চলি আইলা ।
 কইদাস আদি শিষ্য সঙ্গে করি মেলা ॥

সম্যক প্রকারে রাজা পূজিলা স্বামীরে ।
 দীক্ষা করাইলা রানীগণ সতাকারে ॥
 রাজ্য তেরাগিয়া রাজা বৈরাগ্য করিয়া ।
 যাইবারে চাহে গুরুস্থানে নিবেদিয়া ॥
 স্বামী তাহে পরমসন্তোষ চিত্তে হৈলা ।
 এইকণে শুভ বলি অনুমতি দিলা ॥
 রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজা চলে ।
 যাইবার কালে সাত রানী আসি মিলে ॥
 মোরা সমিভ্যারে যাব সব মেলা বলে ।
 বিষ এক উপস্থিত পড়িল জঞ্জালে ॥
 নাহি ছাড়ে কেহ রাজা আগদে পড়িলা ।
 স্বামীজী-স্নেহগণেবে অনেক বুঝাইলা ॥
 না মানিলা যদি তবে রাজা কিছু কহে ।
 যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে ॥
 অলঙ্কার-বস্ত্র-আদি দূরে তেরাগিয়া ।
 নগবেশে-সভ-বধো আসিব ফিরিয়া ॥
 কহিবামাত্রেরে সীতা নাম ছোট রানী ।
 টান মারি কেলি দিলা হার হীরা-মণি ॥
 হাত ষোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে ।
 অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে ॥
 এত কহি তিও এক কদল কাড়িয়া ।
 পরিয়া লইল জরি-বস্ত্র তেরাগিয়া ॥
 রাজা চমকিয়া স্বামী-মুখ-পানে চাহে ।
 এহাণে সনেতে লহ গুরুদেব কহে ॥
 হরি-অমুরাগী যেই সেই গ্রাহ হর ।
 যদি বল রমণীর সঙ্গ না জুয়ার ॥
 উত্তরের রীত রাগ যন্তপি জন্ময় ।
 দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয় ॥
 তবে যে পুরুষ-স্ত্রী ভেদ কি রহিল ।
 সবাই সমান তাহে হরি ভক্তি হৈল ॥
 ভক্তিপক্ষে বহুসম অবশ্য সে গ্রাহ ।
 রাগপক্ষে রিপুতুল্য যাহে যার ধৈর্য ॥
 দিপাজীর রাণীর অধিকার অমুরাগ ।
 উভয় সমানরীতি বিবরি বিরাগ ॥
 উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা ।
 অযোগ্য কোথায় যাবে স্বামী কৃপা কৈলা ॥
 তাহে বিশেষত হরিতত্ত্বে আশ্রয় ।
 শ্রীমদ্ভাগবতে কহে করিয়া নিশ্চয় ॥

টাকা শ্রীশ্রীধরধামচরণ—

অতঃপর-আশ্রমনিয়মভাষ্যে বাক্যমাণদ্বাং ॥

যেহেতু ভক্তের আশ্রমের নিয়মভাব উক্ত
হইয়াছে।

শ্রীম'নু রামানন্দ হন দ্বিতীয় শ্রীরাধ ।
তীর কপা'কটাক্ষেতে পূরে সর্বকাম ॥
তাহে তাঁর পূর্ণকপ তাহে কি সংশয় ।
দুর্ঘটকটন দ্বার কটাক্ষেতে হয় ॥
জগতে যে না মিলয় সর্বধর্ম করি ।
সর্বদেব সেবি মহাতপস্বী আচরি ॥
হেন যে ছল'ভ চরিত্তি যেই দাতা ।
তাঁহার কপার রাগনিবৃত্তি কা কথা ॥
রাগনিবর্তন আদি ভক্ত অঙ্গ নহে ।
তথাচ নিবর্ত চাহি বাধা ভ্রমে যাহে ॥
আরো আছে তাৎপর্য ঐকান্তিক মতে ।
রাগোদ্দেশ নাহি থাকে একান্তী ভকতে ॥
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রশান ।
ভক্তিম'র্গে যেমন অবগত নাহি হন ॥
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব ।
আপনি জন্মের আসি সুনির্কিয় ভাব ॥
অতঃপর পিপাজীর নানা লীলাকর্ম ।
সকল না কহা যায় 'কছু কহি কর্ম ॥
সীতা সঙ্গে চলে রাজ্য-ভোগ তেরাগিরা ।
মৃত্তিকার করে'য়া 'ছড়া কয়ল উড়াইয়া ॥
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দারকানগরী ॥
নিত্য শ্রীদ্বারকাধামে নিত্য লীলা হয় ।
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পার ॥
না দেখিয়া মনে কিছু দুঃখ উপজিল ।
আশপাশ লোকে সাধু পুচ্ছিতে লাগিল ॥
এইখানে দারকাপুরী কৃষ্ণ বিরাজয় ।
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায় ॥
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে ।
কলিকালে এখন দেখিতে কোথা পাবে ॥
লীলা-অন্তে সপ্তরাশিপুরে ব'রাবতী ।
সাগরে ডুবিল কৃষ্ণ বিরাজয় তখি ॥
এত শুনি উৎকণ্ঠাতে সীতার সহিতে ।
দর্শন হেতু বাঁপ দিলা সাগরেতে ॥

টাবুটু করিয়া ডুবির' ইহে দাহে ।
হোখা শ্রীকৃষ্ণদেবী কৃষ্ণসনে কহে ॥
কেমন নির্দয় তুমি দখালেশ নাট
এ কলক তোমার জগতে হবে ছাই ॥
ভক্ত হুটী ডুবিয়া মরয়ে সিদ্ধ-জলে ।
কৃপা করি দৌহারে আনহ নিজহলে ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ের কহিয়া আনাইলা ।
যুগল মোহনরূপ দরশন দিলা ॥
চোরিয়া পরমানন্দ পাইল দুজনে ।
তাতক যেমন হর্ষ মেঘ-বরিষণে ॥
করিয়া অমৃতপান কতক 'দবগ ।
রহিল সে তথ র পাইয়া সেবারস ॥
কৃষ্ণ কহে গীতা দৌহে আমার অজ্ঞাতে ।
দ্বারক' প্রকাশ গিয়া কব উপরেতে ॥
নিত্যধাম-দ্বারকা-বনাশ কছু নহে ।
তবে যে সমুদ্রে গয়া যাতা লোকে কহে ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার ।
লোকে জানাইতে কৈলু লী'ার প্রকার ॥
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান যানি লৈলু ।
অম্বর-মাধব হেতু এ লীলা ক'রলু ॥
অম্বর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়া গেল ।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল ॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অস্তাপি ।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদা চিত্রপী ॥
তথায় সদাই মুক্তি পরিবার সনে ।
লীলা অপ্রকটে থাকি সবে নাতি জানে ॥
ভক্তজন জ'নে মোর সদা নিত্যলীলা ।
অম্বর ভভাবে কহে সবে মরি গেলা ॥
অম্বরমে'হের হেতু যদুবংশধর ।
লীলা কৈলু বাধে বুঝে প্রাকৃভের স্থার ॥
সেই ইচ্ছজালবৎ বধার্থ না হয় ।
ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বদালয় ॥
সমুদ্রের ভিতরে যে এংন দেখে ।
সমুদ্রেরে কৃপা করি থাকি যে জানিহ ॥
যেহেতুক সর্বভীষ্মর যে সাগর ।
বাধে নান-আদি হয় সর্বসিদ্ধিকর ॥
অতএব মোময়' বাইয়' দারকার ।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার ॥
বধা সেই লীলা-তার স্থান নির্দেশিয়া ।
আমার চিন্তার মূর্তি স্থাপন করিয়া ॥

সেবার শ্রদ্ধা কর মুক্তি ভোগ করি ॥
 বিবাহ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি ।
 লোকের নিস্তারহেতু ইহা কর গিয়া ।
 দেহ অস্ত্রে গোর পুন পাইবে আসিরা ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু চমকিত হৈল ।
 হা হা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল ॥
 চিদানন্দময় নিঃসেব'র কারণ ।
 তা-সভার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ ॥
 বুঝিল য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা ।
 বিকৃতার্থ করে লে ক পণ্ডিত মানিঞা ॥
 আপনিত নান্যায় লোকেরে ডুবায় ।
 ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয় ॥
 এতেক ভাবিয়া স্তম্ভপ্রায় দৌহে রহে ।
 ইজিত করিয়া কৃষ্ণ গণ্ডেবে কহে ॥
 গরুড় তৎক্ষণে দৌহে শ্রীপুর হইতে ।
 উপরে উঠাঞা দিলা সমুদ্র-বেলাতে
 বিচ্ছদে বিষর্ষ দৌহে চারি প'নে চ'হে ।
 সে রূপ না দেখি পুন বিকল বিরহে ॥
 ধারণা প্রকাশ কৈল আজ্ঞা অমুস রে ।
 যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে ॥
 রণছোড়জী টীকমজী দুই শ্রীবিগ্রহ ।
 অমুসুবে আসি তাহে কৈল অমুগ্রহ ॥
 নির্মাণ করিয়া পুণী ঠাকুর প্রকাশ ।
 সেবার মাজল মন দৌ হ দিবানিশি ॥
 মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্তের অধিকারী ।
 তপ্তমুদ্রা ব্যবহিল স্থাননিয়ম করি ॥
 কতেক দিবস পরে সেবক স্থাপিলা ।
 বেড়ান নানান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ॥
 একদিন এক অতি গভীর বনেতে ।
 বিকরাল ব্যস্ত্র এক অ'ইসে খাইতে ॥
 তাহার ভটেতে ধরি তিলক ন'সায় ।
 অ'র তুলসীর মালা কর্ণেতে পরায় ।
 কৃষ্ণনা'মস্ত কর্ণে উপদেশ দিল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যস্ত্র বনেতে চলিল ॥
 পরহিওকারী সাধু সত্যেরে সমান ।
 সভ'রে নিস্তারে নর পশু নাহি জান ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিত গেলা শ্রীবৃন্দাবন ।
 যথা শেখসারি-গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ ॥
 সর্বদা কেপণ করে বৈষ্ণব-সেবার ।
 বৈষ্ণবের শ্রীতি তাঁর অসংখ্য হয় ॥

পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল ।
 শ্রীধর পাইয়া বহু সমাদর কৈল ॥
 পদ ধোর ইয়া স্তব করি বসাইল ।
 ঘরে কিছু নাহি বিগ্রহ ভাবিতে লাগিল ॥
 শ্রী কহে মোর পরিধের লেজা বস্ত্র ।
 বেচিধা আনহ খাটুজব্য পাকপাত্রে ॥
 এত কহি উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিয়া ।
 গোধূমের কুঠি-মধ্যে রহিল বসিয়া ॥
 এতাদৃশ অমুরাগ বৈষ্ণব-সেবাতে ।
 উলঙ্গ হইয়া দিলা বসন বেঁচতে ॥
 শ্রীধর সে বস্ত্র 'নঞা বাজারে বেচিয়া ।
 স'মগ্রী আ'নিল্য কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া ॥
 রন্ধন করিয়া কৃষ্ণ ভাগ লাগাইয়া ।
 পিপা আর সীতা দৌহার আনিল ডাকিয়া ॥
 পিপা কহে সবে যেমি একত্রে বসিব ।
 প্রসাদের আশ্বাদন একত্র করিব ॥
 তাঁহাদের অ'গ্রহেতে শ্রীধর বসিল ।
 তাঁহার বহনী লাগি অপেক্ষা করিল ॥
 সভ গৃহমধ্যে তাঁ'রে ডাকিতে বাইয়া ।
 দেখয়ে ডে'লের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া ॥
 হাতে ধরি উঠ'ইয়া জি'সেন তাঁ'রে ।
 উলঙ্গ বসিয়া কেনে ছেতু কহ মোরে ॥
 ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া ।
 সাংগে আ'নিল তথা কহে বিবরিয়া ।
 সীতা চমৎকার হইয়া অ'লিঙ্গন কৈল ।
 বৈষ্ণবে এতেক প্রীত কোথা না দেখিল ॥
 ধন্ত ধন্ত করি সীতা প্রশংসা করিল ।
 মো'হেন অন্যর হেন রতি না জন্মিল ॥
 এতেক কহিয়া নিজ অলবস্ত্র কাড়ি ।
 পরাইয়া দিল যেও তেঙ কটি বেড়ি ॥
 গোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা ।
 হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা ॥
 মুক্তি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি ।
 এত কহি বাহিরিলা অমুরাগে ভরি ॥
 বাজারে বাইয়া এক বণিকের স্থানে ।
 হাব ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে ॥
 বণিক ডাকিয়া নিজস্থানে বসাইলা ।
 চৌদিকে অনেক লোক আসিয়া ঘেরিলা ॥
 হস্ত কোতুক করি সবে মুগ্ধ কৈলা ।
 ততুল গোধূম বহু সবে মিলি দিলা ॥

শ্রীর বাতিযোগের যে এমতি বিক্রম ।
 ব্রহ্মলোক ভ্রষ্ট নহে ওবু হৈল ভ্রম ॥
 ঠাকুরাণীর অমুরাগ বৈষ্ণবে এমতি ।
 ধর্ম কি অবর্গ নাহি দেখেই সমতি ।
 কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটয় ।
 পাপপুণ্য দুই কাছে আসিতে নায়েয় ॥
 শ্রীধরের গৃহে সেই গে'ধুমাধি বসত ।
 রাশি করিলেন আনি হৈয়া আনন্দিত ॥
 ইহার বিস্তার আর অনেক আছয় ।
 সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থল যে আশয় ॥
 একদিন সীতা বমুনায় স্নানে গেল ।
 তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিল ॥
 যাহা পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিল ।
 প্রাতে বমুনায় স্নানে সূত্র যবে গেল ॥
 স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড বমুনায় তীরে ।
 দেখিছ আনিতে কহ শ্রীধর বিদ্যে-রে ॥
 দৈবাৎ চোর চুরি করিতে আসিয়া ।
 সে বৃত্তান্ত শুনে সব আড়ালে থাকিয়া ॥
 তনিক্রা অমনি চোর ছুটিয়া চলিল ।
 সেইখানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইল ।
 দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয় ।
 তেমতি চ'কনা দিয়া গইয়া চলয় ॥
 ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তখ'র আনিক্রা ।
 সীতাজীর অঙ্গে পরি দিল ফেলাইয়া ॥
 স্বর্ণংকার করি স্বর্ণমোহর পড়িল ।
 সর্পেতে সংশ্লিষ্ট বলি চোর চলি গেল ॥
 ভক্ত যে করিল বাহ্য প্রভু পূরাইল ।
 ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল ॥
 ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরকে দিল ।
 বৈষ্ণব-সব'র হেতু আনন্দ জন্মিল ॥
 শ্রীধরের বৈষ্ণব সেবার যে উল্লাস ।
 দেখি পিপাজীর মনে হৈল অভিলাষ ॥
 এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান ।
 বাজা এক করি দিল সেব'র সন্ধান ॥
 সীতামাতা উল্লাসেতে করেন ব্রহ্মন ।
 ভোজন করান আইসে যায় সাধুগণ ॥
 একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল ।
 হেনকালে কঠকঙলি বৈষ্ণব আইল ॥
 চিত্তার গমন সাধু কি করি উপায় ।
 ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাইয়ায় ॥

নদীতে অন্ন জল পারেতে বাইয়া ।
 বাজ'রে ভিক্ষার লাগি বেড়ান কিরিয়া ॥
 এক যে বণিক তারে সুনন্দরী দেখিয়া ।
 বাতিযোগে করে দুই অঁাধি মঠকিয়া ॥
 মাতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি ।
 সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিতি ॥
 সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেই যোরে ।
 যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে ॥
 তাহা শু'ন অনেক সামগ্রী তাঁরে দিয়া ।
 সন্ধ্যা-অন্তে আসিহ কহিল দুইহিয়া ॥
 ঠাকুরাণী দুইমনে স'ধুসেবা ষ্টকণ ।
 পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা ॥
 তেঁহ পূর্বাগর সব বৃত্তান্ত কহিল ।
 ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল ॥
 সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে ।
 সত্যে বদ্ধ হৈলে তথা হয় বাইবারে ॥
 অপূর্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য-যৌবন ।
 নিজস্ব'হতু বৃথা করয়ে ক্ষেপন ॥
 যত তুমি তোমার যে যৌবন সকল ।
 বৈষ্ণবার্থে বেঁচল যা হইল বিকল ॥
 অঃএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা ।
 প্রতিশ্রুত হইলে ব'ধকস্থানে যথা ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া স'তা চলয়ে তথায় ।
 সাধু দেখে নদীতলে বসন 'ততয় ॥
 উঠাইয়া আপনি যে পার করে দিলা ।
 বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা ॥
 সত্যবাদী নির্মলসর তা দেখহ দুরূহ ।
 বৈষ্ণবোতে অমুরাগ ভক্তির প্রবাহ ॥
 আশ্চর্য কখন এই অলৌকিক হয় ।
 অমুরাগে ধর্মার্থ কিছু না জানয় ॥
 তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া ।
 এক ভিতে ব'স রহে মন কৃষ্ণে দিয়া ॥
 বণিক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে ।
 আঙনের উচ্চা যেন লাগয়ে শরীরে ॥
 নিকটে যাইতে নায়ে পোড়য়ে শরীর ।
 দূরে পলাইলা মূঢ় হইয়া অস্থির ॥
 তখন বুঝিল এ তো প্রাকৃতিক নহে ।
 যুগ হৈল আপনা বিৎকার করি কহে ॥
 'হি ছি যোরে বিক' বিক' কি কর্ম করিছ ।
 হেন জনে হেঁয় কর্মে আশয় করিছ ॥

আর্তনাদ করে তাঁর চরণে পড়িয়া ।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া ॥
অগ্ন্যাণ্ডা তুমি মোর লক্ষীঠাকুরানী ।
অপরাধ কেয় মোরে মৃত অজ্ঞ জানি ॥
চল মাতা গৃহে তব রাধি গিয়া আসি ।
কৃপা কর খোল মোর নরকের ফাঁসি ॥
তবে মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে ।
বণিক্ যাইয়া তথা পড়য়ে সম্মুখে ॥
সাধুর চরণ ধরি কাঁকুবান কৈল ।
সদাই প্রসন্ন তেঁহ আশ্বাস করিল ॥
বৈষ্ণবসেবার যত সামগ্রী লাগর ।
নিতিনিতি ব'ণক্ লইয়া তথা বার ॥
পিপাজীর লীলাকথা অনেক রহিল ।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না জানিল ॥
ইহার অবশ্যে হরি-ভক্তিতে আগ্রহ ।
অবশ্য অবশ্য জানে নাহিক সন্দেহ ॥
মুঢ়জন শুনে যদি প্রবৃত্ত জনমে ।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদে রয়ে ॥
অতএব বার বাহ্য হরিভক্তধনে ।
ভক্তমাল পুনঃপুন শুনহ অবশ্যে ॥
হে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতাঠাকুরানী ।
কৃষ্ণদাসে কর কৃপা দাসমধ্যে গণি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীকৃষ্ণদাস-আদি-ভক্ত

• চরিত্রবর্ণনং ষোড়শ মালা ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ মালা ।

গোবিন্দ কবিরাজ-আদি-ভক্তচরিত্র বর্ণন ।

অর শ্রীচৈতন্যহরি অর নিত্যানন্দ ।
অরাধৈতচন্দ্র অর গৌরভক্তবৃন্দ ॥
অর রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীকীর গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
অস্ত্রদেব-উপাসনা ছাড়ি বহু জন ।
আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে ।
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গক্রমেতে ॥

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরি ।
উপাসনা মহামারা শক্তি শ্রীশঙ্করী ॥
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে ।
প্রতিমারূপেতে এক মূর্তিতে বিরাজে ॥
একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া ।
অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিয়া ॥
সমাদর করি বিপ্রের স্নান করাইলা ।
দেবীগৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা ॥
দেবীমণ্ডপে বিপ্র বাইয়া দেখয় ।
মুক্তকেশী এক কালীমূর্তি বিরাজয় ॥
তাহার সেবার যে নৈবেদ্য পুষ্প-আদি ।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি ॥
সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি ।
পূজা-আদি কৈল তাঁর হৈয়া বড় সুখী ॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ অগ্নিল ।
সব দ্রব্য শালগ্রামে সমর্পণ কৈল ॥
পূজা-আদি করি দ্বিজ রক্তনেতে গেলা ।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা ।
নিত্য নিরামিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ ।
সেই যে প্রসাদ সব কৈল নিবেদন ॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া ।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া ॥
রাজে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতূহলে ।
আজি কিছু তুমি মোরে নাহি খাওয়াইলে ॥
তোমার যে নিরামিত কিছু না খাইছ ।
আজি মুক্তি মহাপ্রসাদ বিকুর পাইছ ॥
গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে ।
দেবী কহে মোর ঘরে যতেক আনিলে ॥
বে কিছু সামগ্রী আই অতিথি ব্রাহ্মণ ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন ॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক ।
মোরে নিবেদন কৈল সামগ্রী প্রত্যেক ॥
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমি ত ঈশ্বরী ।
তোমার ঈশ্বর কে বা বুঝিতে না পারি ॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে ।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে ॥
দেবী কহেন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো ।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মান্ন মানো ॥

পরম-ঈশ্বর যেই পরাংপর হরি ।
 নিতু'ণ পরমব্রহ্ম সর্ব-অধিকারী ॥
 নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয় ।
 স্তব্ধবিগ্রহ সৎ-চিৎমানন্দ-ময় ॥
 তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয় ।
 চিৎ-শক্তি জীবশক্তি মায়া এই হয় ॥
 চিৎস্বরূপশক্তি জীব যে তটস্থ ।
 মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারী অবস্থা ॥
 সেই যে স্বরূপশক্তি চিৎশক্তির বৃত্তি ।
 হ্লাদিনী সন্ধিনী আর সংবিৎ শক্তি ॥
 হ্লাদিনীস্বরূপা তাঁর প্রেরণীর গণ ।
 সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধু হন ॥
 বসন ভূষণ গৃহ আদি বন্ধ ধাম ।
 খাচসামগ্রী-আদি যশ লীলাকাম ॥
 সংবিৎ শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণভক্তিজ্ঞান ।
 ব্রহ্মজ্ঞান-আদি যত তার পরিজন ॥
 জীব যে তটস্থ শক্তি কৃষ্ণে নিত্যদাস ।
 শক্তির বিশেষ হেতু তাঁহার আভাস ॥
 তেঁহ স্বঃসিদ্ধ জীব তাঁহার অধীন ।
 অতএব দাস হইয়া সিদ্ধান্ত প্রকীর্ণ ॥
 মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা ।
 স্বাভাবিক জড় হন বিকারি-অস্তিকা ॥
 প্রভু ভগবানের ঈক্ণে শক্তি হয় ।
 নানাবস্তুর জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয় ॥
 প্রভুর ইচ্ছার তাঁর এমতি শক্তি ।
 ভূলাইলা আত্মক যে সত্যাকার মতি ॥
 অনিত্যোতে নিত্যবুদ্ধি সংসাররচন ।
 সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন ॥
 মহত্ত্ব অহঙ্কার গন্ধ মহাত্মত ।
 গন্ধতন্মাত্র আদি চরাচর যত ॥
 যত দেখ সকলি প্রাকৃত মায়াময় ।
 এমতি শক্তি তাঁর ত্রিভুবনজই ॥
 হেন মায়ামহিমা যে মন-অপোচর ।
 যোগমায়া বেহ তাঁর কোটাংশের কর ॥
 যোগমায়া স্বরূপশক্তি ঠাকুরাণী ।
 তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি ॥
 সেই মায়াশক্তি হয় আমার অংশিনী ।
 মুক্তি যার অংশ তোমার কহিছ বাখানি ।
 অতএব সেই যে স্বরূপশক্তি য়েহ ।
 শক্তিবান্ সহিত অতেন হন তেঁহ ॥

ভক্তবিষয়ণ তোমার কহিলাম সার ।
 অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আশার ॥
 তাঁহার অধরাগত পূজ্যতম যোর ।
 ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার ॥
 শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বন্দন ।
 বিমলা-রূপেতে মাত্র প্রসাদের আশে ॥
 গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহর ।
 ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পার ॥

পাদে তথা কাকো—

বিষ্ণোর্নিবেদিতায়ৈন যজন্তে সর্বদেবতাঃ ।
 পিতৃভ্যশ্চাপি তদৈয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা সকল দেবতাকে
 অর্চনা করিবে এবং তাহা পিতৃদিগকে দিবে, তাহাই
 অনন্ত বলিয়া কল্পিত হয় ।

ভগবতী যে কহিলা সব সত্য হয় ।
 বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ত দেবতা বাহর ॥
 শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল ।
 সত্যের প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল ॥
 বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অস্তদেবে দেয় ।
 অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময় ॥
 গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বেগ জন্মিয়া ।
 কতক দিবস যায় ভাবিলা গণিঞা ॥
 দৈবাৎ শরীর হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ্য ।
 মরণসময় আসি হৈল উপনীত ॥
 কণ্ঠাগত প্রাণমাত্র শ্বাস উর্দ্ধ বহে ।
 কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে ॥
 এই ত আমার হৈল অবশেষ কাল ।
 কৃপাবলোকনে ছিও সংসারের জাল ॥
 আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার ।
 গোবিন্দ শরণ লও হইবে নিস্তার ॥
 জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে ।
 তেঁহ কহে গতি নাই নানায়ণ বিনে ॥
 এতেক শুনিল যবে দৌহার বচন ।
 কি হবে বলিয়া তবে করয়ে বোদন ॥
 কে আছে আমার লব কাহার শরণ ।
 আমি হেন ছরাচারে কে করয়ে জ্ঞান ॥
 দেবী যে কহিল পূর্বে তাহা না বুঝিছ ।
 না ভজিয়া কৃষ্ণদ আপনা খাইছ ॥

ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম আশ্রয় করিল ॥
 সেহ মোরে পূর্বে পুনঃপুন যুক্তি দিল ।
 তাহা না শুনিয়া পুন ভৎসন করিল ॥
 আচার্য্যপ্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয় ।
 এবে বুঝি ভাগ কৈল সাধু সেই হয় ॥
 এতেক চিন্তিয়া নিজ উপায় স্থজিল ।
 রামচন্দ্রে মোর হৃৎ লিখিতে হইল ॥
 শ্রীল-শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর ।
 তাঁহা বিনে আমার উপায় দেখি দূর ॥
 এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে ।
 শীঘ্র পত্নী পাঠাইলা রামচন্দ্রস্থানে ॥
 পত্নীতে লিখিল সেই যত বিবরণ ।
 ভেয়েন-সাহায্য ভাই করহ এখন ॥
 না বুঝিয়া তব বাক্য করিহু হেলন ।
 এবে বুঝিলাম সেই বাক্য অগোচরন ॥
 আমার আসন্নকাল যদি দয়া কর ।
 এ সময় যদি আসি একবার হের ॥
 আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ ।
 প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ ॥
 তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিহা ।
 পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া ॥
 যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর ।
 এ সময় মোর কিছু উপকার কর ॥
 অনেক কাকুতি করি পত্রিতে লিখিল ।
 রাতি বিরাতি চারি লোক পাঠাইল ॥
 উর্দ্ধ্বাসে লোক সব ছুটিয়া যাইয়া ।
 রামচন্দ্র কবিরাজে পত্নী দিল গিয়া ॥
 পত্নী পাঠ করি সাধু উল্লাসিত হৈল ।
 আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা ॥
 প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা ।
 তোমা বিনা কেহ নাহি মো-সভার জাতা ॥
 মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল ।
 কাতর হইয়া মোরে পত্নী পাঠাইল ॥
 কৃপা করি একবার যদি বান তথা ।
 তবে আমা-সভার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥
 আলস্য সময় তার গৌণ নাহি আর ।
 কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥
 প্রভু কহে চল তবে এইক্ষণে যাব ।
 অধস্ত শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব ॥

এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন ।
 রামচন্দ্র চলে সাথে আনন্দিত-মন ॥
 কবিরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিল প্রভু ।
 এমন দয়াল আর না হইবে কতু ॥
 গোবিন্দ শুনিয়া বধা তথায় ব'ইয়া ।
 নিরুখরে কৃপাদৃষ্টি দয়াদ্র হইয়া ॥
 গোবিন্দের শক্তি নাহি প্রশংসা করয়ে ।
 কুচ্ছে দুটি হাত মাত্র শিরেতে উঠায়ে ॥
 গদ গদ স্বরে কিছু শ্রবন করয় ।
 হৃৎনয়নে ধারা বহে বুক বাঁহ যায় ॥
 এবে অ'মারে প্রভু যদি রক্ষা কর ।
 তবে জানি পতিত-পাবন-নাম ধর ॥
 জিহ্মগতে কেহ নাহি মোর রক্ষাকর্তা ।
 একা তোমা বিনে আর নাহি কে'ও ভক্তা ॥
 এ আসন্নকালে মারে নিস্তারক হও ।
 পতিতপাবন ধ্যান্তি অগতে বাঢ়াও ॥
 এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময় ।
 আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহার ॥
 অচিরে কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে করিবে ।
 সর্ববিষ দূরে যাবে মঙ্গল হইবে ॥
 এত কহি হরিণাম মহামন্ত্র দিলা ।
 শ্রোহ করি শ্রীচরণ যত্নকে অর্পিলা ॥
 তৎকর্ণে তার সর্ববোগশান্তি হৈল ।
 স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিরা বসিল ॥
 প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি ।
 মহামহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি ॥
 পরদিনে গোবিন্দেব প্রভুর আজ্ঞার ।
 মান করাইয়া নূতন বসন পরায় ॥
 প্রভু রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা ।
 হরিক্ষনি শঙ্খনি গগনে উঠিলা ॥
 নানাবাদ্য মহোৎসব সঙ্কীর্্তন হৈল ।
 গ্রামের যতেক লোক দৌধিতে আইল ॥
 কৃষ্ণতত্ত্ব তত্ত্বিতত্ত্ব তত্ত্বন প্রক্রিয়া ।
 সকলি কহিলা প্রভু আগম হইয়া ॥
 জনম সফল কৃতকর্তার্য মানিঞা ।
 শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লুটাইয়া ॥
 উঠিরা গোবিন্দ এক পদ বে বর্পিল ।
 শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥

তথাহি পদম্—

ভক্ত' রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অন্তর চরণারবিন্দ রে ।
মহাভূত দুর্গভ দেহ, সংসদে সেবহ,
হরিপদ তিত্য রে ॥
নীত আতপ, বাত বরীধত,
এ দিন বামিনী আগি রে ।
বুধার সেবিহু, কৃপণ দুর্জয়ন,
চপল সুখলব লাগি রে ॥
অবণ কীর্তন, অরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্ত রে ।
পূজন সখীগণ, আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

পদ শুনি প্রভুর নয়নে বহে বারি ।
আলিঙ্গন কৈলা গোবিন্দে'র হৃদে ধরি ॥
প্রভু ভূত দৌহে কান্দে প্রেমানন্দরসে ।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে ॥
প্রভু চলি গেলা তবে আপন অধাম ।
শ্রীগোবিন্দদাসঠাকুর হৈল নাম ॥
তাহার মহিমাগুণ কে কহিতে পারে ।
সর্বলোকে গায় যণ প্রসিদ্ধ সংসারে ॥
কৃষ্ণকৃপা-পার যাহ' ব্রহ্মার দুর্গভ ।
মহাস্ত-মহাব সিদ্ধ মহাসুতব ॥
নানারস পদ পদাবলী প্রকাশিলা ।
প্রভুর চরণস্পর্শে সর্বংশ ফলিলা ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ ।
দৌহে দৌহা তুগনা কেবল প্রেমানন্দ ॥
কিকিৎ কহিব আগে নাহি যার সীম' ।
রামচন্দ্র-গুণগান করিয়া গরিমা ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু পদ অরণ করিয়া ।
তীর ভক্তগণ গাই কৃপা আকাজিকা ॥

শ্রীচান্দ্রায় ।

রাজমহলেতে স্থিতি চান্দ্রায় নাম ।
অমিদার অতি আঢ্য দম্ভাবৃত্তি কাম ॥
বিশ লক্ষ যুজা খায় কর নাহি দেয় ।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায় ॥

লক্ষর বন্ধু ভোগ অনেক আশ্রয় ।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আঁটির ॥
দেশে দেশে দম্ভাপনা করিয়া ছুটয় ।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে আঁ চলয় ॥
পরের রমণী আনি বলাৎকার করে ।
কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে ॥
শক্তিময়-উপাসক দুর্গোৎসব করি ।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি ॥
ছংগল মহিব বধ লক্ষ লক্ষ করে ।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে ॥
কত যে করয়ে পাপ সীমা নাহি হয় ।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয় ॥
পাপের শরীরে হয় প্রেভের বে ভোগ ।
ব্রহ্মনৈত্য আশ্রয় করিয়া হইল রোগ ॥
মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞান-হত ।
হইল উন্মানপ্রায় প্রলপয়ে কত ॥
ভাই যে সন্তোষ-স্বায় উদ্বিগ্ন হইয়া ।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈস্ত দিয়া ॥
কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য় ।
কিছুতেই তাহার সোয়াস্ত নাহি হয় ॥
এক দিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া ।
অতিথি হইয়া আসি গেলেন কিরিয়া ॥
বাটীর বাড়িরে কোন লোকেবে কহিল ।
বৈষ্ণব আশ্রয় বিবে না চাইবে ভ'ল ॥
সে কথা লোকেতে আসি রা'য়রে কহিলা ।
দৈবাৎ তণায় এক গণক আইলা ॥
সেই খড়ি পাতি গণি ঐমত কহিলা ।
কৃষ্ণকৃপাবলি বাক্য হৃদয়ে গাইলা ॥
তুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ে'র হৃদয় ।
গছিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয় ॥
পরামর্শ দি'র তৈল শ্রীকৃষ্ণভজন ।
জন্মান্তরে কি স্মৃতি আছিল কলাপ ॥
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁহা বাস হয় ।
শ্রীল-নরোত্তম বে ঠাকুর মহাশয় ।
তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ রা'র জানে ।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার চরণে ॥
নানাজন্ম ভেট শ্রীচরণ আগে রাখি ।
চরণে পড়িল রা'র বরে দুই আঁখি ॥
কৃপা কর মহাশয় লইল শরণ ।
মো-সবার আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনে মোরা নিশ্চয় করিছ ।
 কারমনে তোমার চরণে বিকসিছ ॥
 একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিণা ।
 আম'-সবার সৎসঙ্গে আইস উদ্ধারিণা ॥
 এত শুনি শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয় ।
 হরিষ বিধি হই অগ্নিল হৃদয় ॥
 এ হেন পাণীর হেন মতি কি হইব ।
 মত্তপ ইহার বাণী কেমনে বাইব ॥
 আশ্বাস করিয়া বাসস্থান দিয়া তারে ।
 গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে ॥
 এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা ।
 রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা ॥
 নিজাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম ।
 পর উপকার যেই সেই সে উত্তম ॥
 অতএব শীঘ্র বাহ ইথে কি বিচার ।
 লোকের নিষ্ঠার এই শ্রেষ্ঠ-সদাচার ॥
 প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ অগ্নিল ।
 রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল ॥
 রায়ের বাণীতে মঙ্গলাচরণ কৈল ।
 দ্বারে বট পাতি নহবৎ বসাইল ॥
 ঠাকুরের আগমন হইবামাত্রোত্তে ।
 শঙ্খধ্বনি করে হুগুহু জীলোকেতে ॥
 ঠাকুরের পরীক্ষণ গৃহে হবামাত্র ।
 চান্দরার নির্ঘাণি হইলা সুপবিত্র ॥
 পরিবার সহ আসি চরণে পড়িল ।
 ক্রিতি লোটাইয়া কৃতকৃতার্ব মানিল ॥
 চান্দরার কহে প্রভু অস্বাস্থ্য বিকল ।
 তব আগমনমাত্রো হইল নির্মল ॥
 হেন পর ছাড়ি হার হার কি করিছ ।
 কেবল পাপের কুণে পড়িয়া মজিছ ॥
 আমা-সম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি ।
 লক্ষ অংশে নাহি হবে অগাই মাধাই ॥
 অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার ।
 চান্দরার জ্ঞাতা করি এই নাম ধর ॥
 কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হইল ।
 অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল ॥
 হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র ।
 দীক্ষা দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গতন্ত্র ॥
 শুদ্ধমাধুর্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া ।
 দীক্ষা দিল ঠাকুর যে বচন আনিঞা ॥

কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ ।
 সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ ॥
 শুন বাপু চান্দরার এই মোর বাক্য ।
 এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি সৌখ্য ॥
 পরের অনিষ্ট কভু কারমনোবাক্যে ।
 কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে ॥
 বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে ।
 ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিধে তাহাও না সহে ॥
 তেমতিহ জানিবে যে অন্তের শরীরে ।
 অলপ দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে ॥
 ধন-জন-সুহৃদাদি-বিরোগ তেমতি ।
 আপনার সমান জানিবে অল্প প্রতি ॥
 প্রাণিবধ পশুহিংসা নির্দয়ের কায ।
 অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ ॥
 আশ্রয়িক ধর্ম সেই তামসের মধ্যো ।
 কখন সে শ্রেয় নহে পর-পরিচ্ছেদে ॥
 বিচার করিয়া দেখ ইহা বড় বিপর্যয় ।
 এমন কোথাও বা যে হইতে পারয় ॥
 পরের মন্তক কাটি আপন মঙ্গল ।
 কভু নাহি হয় হয় নরকেতে স্থল ॥
 আত্মস্তিক প্রের মাঝ হরি ভক্তি বিনে ।
 হয় নাহি হবার নহে কভু কোন জনে ॥
 অতএব পরদুঃখ নিজদুঃখ মানি ।
 সবারে করিবে দয়া পুত্রবৎ জানি ॥
 অধর্ম না কর মতি কারবাক্যমনে ।
 সদাচারে বিরোধী অধর্ম আচরণে ॥
 অন্তর মলিন হয় রজ-তম-মর্শে ॥
 বুদ্ধিনাশ যায় তার ভক্তি কোথা রমে ॥
 পুণ্য যে বাধানে লোক তাহা না কর্তব্য ।
 ভক্তি-ব্যক্তিচার হয় অনন্ততা ধর্ম ॥
 পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠ বধা ।
 কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে অনন্ততা তথা ॥
 ঐকান্তিক নহে শাস্ত্র কহয়ে বিচিহ্ন ।
 অতএব ধর্মধর্ম দুই হের মত ॥

মনঃশিকারাম্—

নধর্মঃ নাধর্মঃ শ্রিতিকুলনিকৃতঃ কিল কৃক ।
 ব্রহ্মে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপারিচর্যামিহ তত্ব ॥
 শ্রিতিকুলনিকৃত ধর্ম ও অধর্ম মনঃসংযোগ না
 ৭১১১, ব্রহ্মধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা কর ।

শ্রীমহাপ্রভু—

আজ্ঞারৈব শুণান্ দোষান্
মহাদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্ম্যান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্
মাং ভজ্যেত স সন্তমঃ ॥

মৎকর্তৃক আজ্ঞাপ্ত হইয়াও, মহাদিষ্ট ধর্ম-
ধর্মের দোষগুণ বিদিত হইয়াও, সম্যাকরূপে
স্বধর্ম বিসর্জন পূর্বক যিনি আমার ভজনা
করেন, তিনিই সন্তম ।

চান্দরায় কহে প্রভু তোমার চরণ ।
আশ্রয় করিহু যবে শুদ্ধ হৈল মন ॥
অধর্ম সে দূরে রহ অস্ত্র যে ধর্ম ।
এবে জান হইতেছে অধর্মের সম ॥
এক কৃকভক্তি বিনে সকলি অনর্থ ।
এবে বুঝিলাম প্রভু যত সব বার্থ ॥
হেন মহাপাপী মুক্তি সূচ দুরাচার ।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম তোমার ॥
তবে গোষ্ঠীবর্গেতে সন্তোষরায় আদি ।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি ॥
বিদায় হইয়া তবে চলিলেন গৃহে ।
বিলসে কহিল। কিছু চান্দরায় সহে ॥
এক কথা কহি তব হিতের কারণ ।
দেবদ্রব্য আর রাজস্ব হরণ ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সূচ ।
রাজস্বহরণে বাপু সদাই বিরম ॥
তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে চড়াইয়া ।
বহু অর্থ অস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিয়া ॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষরায় গিয়া ।
গৃহে পৌছিয়া আইলা বিবর্ষ হইয়া ॥
প্রভু আজায় রাজকর বুঝি দিল ।
সেই হইতে শিষ্ট শাস্ত সুবভাব হৈল ।
শ্রীমান্ ঠাকুরমহাপ্রভুর চরণ ।
পরশমণির সহ না করি তুলন ॥
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি ।
অতএব হারি হারি বলিহারি বাই ॥
যার স্পর্শমাত্র হে পাপী চান্দরায় ।
তুবনপাবন হৈল মহান্ আশ্রয় ॥
ঠাকুরমহাপ্রভুর শ্রীচরণ করি আশ ।
ঐহার তক্তের ৩৭ গার কৃকদাস ॥

অন্ত উপাসনা ভেজি কৃষ্ণাশ্রিত
ইদানীন্ত পুণ্য চরিত্রে চরিত্র ॥

শ্রীভাইয়া দেবকীনন্দক রাই ।

দেবকীনন্দন নাম ভাইয়া করি বাখানি ।
নিবাস জামালপুর আটা মহাপ্রদী ॥
কাটোয়ার কোজদার নবাব সরকারে ।
শক্তি-উপাসক হয়ে ভজ্যে বামাচারে ॥
প্রথম-সংসারে এক পুত্র জনমিল ।
পুত্রটি রহিল শ্রীর বিরোগ হইল ॥
যমুনার তীরে ঘর নির্ভানি যমুনা ।
জান আদি করে সখা সন্ধাদি বন্দনা ॥
হস্তা বে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন ।
দশন উপরে করি চৌকীর আসন ॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া ।
দেবী পূজা করে এক বড়াই করিয়া ॥
রক্তচন্দনের কোঁটা সর্বাঙ্গে লেপিয়া ।
মহাঐত্তরবের ভায় আকার হইয়া ॥
রক্তচন্দন জবাগুপ্প তাম্র শঙ্খ ।
পূজায় বসিয়া করিদস্ত পরিষক ॥
বিত্তীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা ।
বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা ॥
ভাইয়ার স্মৃতি বহু পূর্বের আছিল ।
কিংবা হঠাৎকার কোন সাধু কৃপা হৈল ॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা ।
বাপ-ঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্য ॥
শ্রীআচার্য্য-প্রভুর ঘরের হয়ে শিষ্য ।
ভক্তিমতে জানবান্ দূত সুরহস্ত ॥
লিখন পঠন জানে গ্রন্থের বিগার ।
সুন্দর ভক্তিমতে বোধ অধিকার ॥
সদাচারমত সাধুগণে অভিলাষ ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণমুখে মনের বিলাস ॥
বিবাহের পরে যবে নববধূগমনে ।
ব্যবহারমতে আইলা স্বামীর ভবনে ॥
আসিয়া দেখে সব বিপর্য্যয় ভাব ।
তমোগুণময় শাস্ত্র এতৎ বভাব ॥
হুহু করি চলে দেখিতে করাল ।
রক্তচন্দন অঙ্গে জবাগুপ্পমালা ॥

কাটা ছেঁড়া মস্তমাস সদা ব্যবহার ।
 দোগিনীচক্ষেতে বসি করয়ে আহার ।
 এতক দেখিয়া কস্তা চমকিয়া চার ।
 এই বুঝি হয় মোর খণ্ডর আলর ॥
 আশা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈল ।
 কি দোধ আমারে হেন পক্ষেতে ডারিল ।
 পিতামাতা না জানি কতক ধন পাইয়া ।
 অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া ॥
 কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ হইয়া নির্দয় ।
 কিংবা কোন সাধুর কপিত্ত অপচয় ॥
 বিলাপ করিয়া কান্দি ভূমে গড়ি যায় ।
 এখন আমার তবে কি হবে উপায় ॥
 এ সঙ্গে এ ভোজনেন্তে কতু না রহিক ।
 কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব ॥
 মনুষ্য দলভ হেন জনম পাইয়ে ।
 সদগুরুচরণ পাইলু পিতার আশ্রয়ে ॥
 কৃষ্ণভক্তিनिधि পাব সাধ কৈলু চিতে ।
 আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে ॥
 সমুদ্রে ডুবিলু রত্ন আকাজকা করিয়া ।
 রত্ন হাতে নাহি আইল মরিলু ডুবিয়া ॥
 হার হ'র কি করিব কি হবে উপায় ।
 দাসীরে করয়ে তুঞ্জে বিষ লয়ে আর ॥
 বিষ পান করি আজি পরাণ ত্যজিব ।
 কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব ॥
 দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে ।
 আশ্রয়ভাণ্ডী হইয়া কি নরকে যাইবে ॥
 তেঁহ কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয় ।
 আশ্রয়ভাণ্ডীরে কৃষ্ণ না হয় সদয় ॥
 তবে কি আমার গতি হইবে এখন ।
 পলাইতে পথ নাই অবলাজনম ॥
 উপায় আছে এইমাত্র দেখি তবে ।
 অনাহার করিয়া পরীর ত্যজি তবে ॥
 এতক ভাবিয়া ভূমে কান্দি গড়ি যায় ।
 হেন সাধুজনে কতু বিয় কি জন্ময় ॥
 কৃষ্ণ বার একনাথ তার কোথা বিয় ।
 বিয়ের মন্তকে পাশ দিয়া রাহে ময় ॥
 ভোজন করিতে ডাকে শান্তদী নন্দে ।
 কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকরিয়া কান্দে ॥
 পঞ্চদশ নারীগণ আসিয়া মিলয় ।
 সব কহে মায়েয়ে না দেখিয়া কান্দয় ॥

ভুগিয়া কহরে শিশ খাও আইস মাতা ।
 কেহ না জানে তার মরমে ব্যথা ॥
 এইমত দুই দিন উপবাসে গেল ।
 অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল ॥
 তবে তাঁর শান্তদী নন্দ পুন কহে ।
 কি তোমার ইচ্ছা কহ তাহ করি নহে ॥
 তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ ।
 একমুষ্টি চাউল একটা একপাত্র দেহ ॥
 জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব ।
 আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব ॥
 নহিলে না খাব প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয় ।
 প্রাণপণ যাথে কৈলু তাথে কারে ভয় ॥
 এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয় ।
 কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ভোম নয় ॥
 অন্ন নাহি খাবে যন্ন করিবে কেমনে ।
 এ তো বড় তপ্তি দেখি অসদত মেনে ॥
 কেহ কহে আগো উনি বৈষ্ণবের বি ।
 না খাবে শাক্তের অন্ন এই হবে বুঝি ॥
 ইহা কহি হাসিয়া নিন্দয়ে নারীগণ ।
 শান্তদী নন্দ বহু তিরস্কার কৈলা ॥
 তপ্তি কৈল প্রাণত্যাগ সেহ তো না ভাল ।
 হাড়ী চাউল-আদি আনি যথাযোগ্য দিল ॥
 স্বপাক করিয়া কস্তা কৃষ্ণে নিবেদিয়া ।
 খাইল কিঞ্চিৎ প্রাণধারণ লাগিয়া ॥
 প্রতিদিন এইমত কতদিন যায় ।
 বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয় ॥
 সোয়ামী শুনিঞা তাহা ভৎসন করয়ে ।
 তুঞ্জে মোর গুরু হৈলি কহিয়া কহয়ে ॥
 তথাচ নাহিক চুকে পুনঃপুন কহে ।
 নাহি শুনে ভাইয়া মুখ হেঁট করি রাহে ॥
 কিছু কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের দেখ গণ ।
 ক্রমে ক্রমে তার কিছু ভয় হৈল ন্যূন ॥
 স্ত্রীর ভজন-স্নাত-চরিত্র দেখিয়া ।
 মনে প্রশংসয়ে কিছু দ্রবীকৃত হিয়া ॥
 কথোক দিবস পরে পুত্রটী মরিল ।
 শোকেতে কাঁতর ভাইয়া আকুল হইল ॥
 স্ত্রী কহে কান্দ কেনে কি করিবে আর ।
 শ্রীকৃষ্ণবিমুখ যেই এই গতি তার ॥
 শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার ।
 কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনিধি পার ॥

হৃৎধের সময় বিনে বখার্ব না বুঝে ।
 কৃষ্ণে নাহি গছে মন শুনিলে না রিখে ॥
 তখন ভাইয়ার কিছু চিত্ত নরমিল ।
 শ্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল ॥
 তারে কহে তুমি অমুযোগ যে করহ ।
 তোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ ॥
 তেঁহ কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ ।
 নকুবা যে ব্যর্থ এই অর্থ আর দেহ ॥
 ভাইয়া কহে যে আশ্রয় করিয়াছি আমি ।
 শ্রী কহে মর্থ তার নাহি জান তুমি ॥
 গণেশ পার্শ্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন ।
 বহুজন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হন ॥
 কৃষ্ণ বিনে সংসারতারণে কার শক্তি ।
 কদাচ না হয় ইহা সর্ব-শাস্ত্র-উক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিন্শিতং তং পরিপূর্ণকামং,
 শ্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
 বিনোদসর্পভ্যপরং হি বালিশঃ,
 ঋণাস্থলেনাভিতি-মতি সিকুম্ ॥ ৭ ॥

যিনি বিশ্বয়ের অতীত, যিনি আত্মলাভেই
 পূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে
 বিমর্জিত পূর্বক যে ব্যক্তি অপরের আশ্রয়াকাজী
 হয়, সে মূর্থ সারমেয়পুচ্ছধারণে মহাসাগর পার
 হইতে বাগনা করে ।

অতএব হরি ভক্ত সর্বসিদ্ধ হবে ।
 দেবীও তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে ॥
 ভাইয়া কহে ভাল তবে বিচার করিয়া ।
 কর্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া ॥
 শ্রী কহে তবে যদি করহ বিচার ।
 ব্রাহ্মণপণ্ডিতস্থানে না পাইবে সার ॥
 গোসাঞি মোহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব ।
 লইয়া বিচারো পাবে সিদ্ধান্ত আসব ॥
 তবে ভাইয়া সব গোসাঞি মহান্ত লইয়া ।
 বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া ॥
 তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল ।
 কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল ॥
 পরিহার হৈল শ্রীমান্ আচার্য্য প্রভুর ।
 আশ্রয় করিল যালিহাটির ঠাকুর ॥

আপনার পরিজন যে কেহ আছিল ।
 সকল সহিত হরি-আশ্রয় করিল ॥
 শুদ্ধসত্ত্ব সদাচার পরমপবিত্র ।
 আশ্রয়মাত্রেরে হৈল মহাযোগ্যপাত্র ॥
 যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন ।
 মহাভাগবত হৈল অনন্তশরণ ॥
 গরিপার বাণী সেবা প্রকাশ করিল ।
 নন্দহুলাল নাম তাহার হইল ॥
 সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণব-সেবন ।
 প্রেম্যানন্দে করে সেই আশ্চর্য্যকথন ॥
 অতাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায় ।
 স্নানাদি দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায় ॥
 তবে শুনন্তাইয়া মহাশয়ের চরিত্র ।
 আশ্চর্য্যকথন সেই পরম পবিত্র ॥
 চমৎকার দেখে হরিশক্তির মহিমা ।
 ভাইয়ার জন্মিল তাহে বৈরাগ্যের সীমা ॥
 ঠাকুর সেবার আর শ্রীর কার্য ॥
 গ্রাম ভূমি রাধি আর কৈল বিতরণ ॥
 দৌলত লোটায়্যা দিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ।
 বৃন্দাবন গেলা কৃষ্ণ অমুরাগ-ভাবে ॥
 যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম কবে ।
 অবাচকবৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে ॥
 কথোক দিবসে কৃষ্ণচরণ পাইলা ।
 বুঝা নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি লীলা ॥
 যে শ্রীর সঙ্গেতে মহামোহ উপভব ।
 সেই শ্রী হৈতে হৈল ভক্তির উদয় ॥
 অস্ত আশ্রয় জীবহিংসা তেরাগরা ।
 ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল দিরা ॥
 সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতক কহিব ।
 কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব ॥
 বহুকাণ প্রকট থাকিলা বৃদ্ধ হইল ।
 দিবানিশি শ্রীগৌরান্দ জিহবার বস্ত্রিল ॥
 আঁখে প্রেমধারা বলে গদ্যাক্রোশকার ।
 দুটি আঁখি বাহি দধারজনী বহর ॥
 অপ্রকট সময় শ্রীগৌরান্দ বলিয়া ।
 নামের সহিত গেল স্বধামে চলিয়া ॥
 তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে ।
 কোন জন্মে কছু পাই কোনো ভাগ্য হৈতে ।
 তবে এই সংসারের যাতনা জানাই ।
 পরমরতন কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাই ॥

তাঁহা দৌহার চরণসেবন অমুরাগে ॥
অমুরাগ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-আদি-
ভক্তচরিত্রবর্ণনং সপ্তদশ-মালা ॥১৭॥

অষ্টাদশ মালা ।



শ্রীরাজা-রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের চরিত্র বর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঐদেবতন্ত্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীরাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায় ।

পদ্মাপারের রাজা পুঁটিয়া রাজধানী ।
রবীন্দ্রনারায়ণ নাম বুদ্ধিমান ধনী ॥
ভাটপাড়ার ভটাচার্য্যদিগের সেবক ।
শক্তি শিববক্তি-মহামায়া-উপাসক ॥
দুর্গামূর্ত্তিপ্রতিমা গৃহেতে সেবা হয় ।
বামাচারমত পঞ্চ-মকার করয় ॥
পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা ।
কর্ণপের চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা ॥
শ্রীপাট মালাটি শ্রীমান্ আচার্য্যসন্ধান ।
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষ্ণব হুঁজন ॥
বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন ।
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন একজন ॥
কতক দিবসে নিজ কার্য্য উদ্ধারিয়া ।
কিরিয়া আইসে দৌহে একত্রে মিলিয়া ॥
পুঁটিয়া মোকাসে আসি সন্ধ্যাকাল হৈল ।
রজনীবাণনহেতু রাজগৃহে গেল ॥
অতিথি জানিঞা তবে রাজভূত্যগণ ।
ধাকিবার স্থান দিলা হসিতে আসন ॥
ছইদণ্ড রাজপরে ছই থালী তরি ।
নানান মিঠায় আর-সামগ্রী লুচি পুরী ॥

কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিল ।
কোথাকার জব্য বলি বৈষ্ণব পুছিল ॥
বিপ্র কহে বৈকানীর কালীর প্রসাদ ।
বৈষ্ণব কহেন হয় বাবস্থা বিবাদ ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই ।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানয়ে সবাই ॥
অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহা শুনিঞা কোপিল ।
বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ডংসনা করিল ॥
কালীর প্রসাদ যেমন না খাইনি তুঞি ।
ইহার সাজাই কালী দিব তোবে মুঞি ॥
বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ ।
আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ ॥
তবে বিপ্র ক্ষত গিয়া রাজারে কহিল ।
রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিসম হৈল ॥
দুয়ারী লোকেরে তবে কহিল কহিতে ।
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেহ যাইতে ॥
প্রভাতে বৈষ্ণব চলি যাইবার কালে ।
রাজার হুকুম নাঞি যাইতে দারী বলে ॥
বৈষ্ণব বুঝিলা সেই প্রসাদ কারণ ।
রাজা তুমি কোধে কৈল এই প্রকরণ ॥
ভাল ভাল খেদি নাঞি দেখি কি করয় ।
আমিহ করিব ইহার বিহিত যে হয় ॥
পণ্ডিত বৈষ্ণব যে সাধনে তেজীরান্ ।
তাহাতে গোলামীদিগের ধেমত প্রধান ॥
রায়ের মহারাজ শ্রীনন্দকুমার ।
কালকণ্ঠসম রক্তপ্রতাপ তাঁহার ॥
রাজা-রাজোড়া বত যাহার অধীন ।
চাহে রাখে চাহে মাংসে চাহে লহে ছিন ॥
শ্রীপাটমালাটিয়া যে দাস তেঁহ হয় ।
যেহেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায় ॥
দারোয়ান যদি নাহি দিলেন বাইতে ।
বলিয়া রহিলা কোনো কোভ নাহি চিতে ॥
কথোক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইলা ।
বৈষ্ণব দৌহারে লোক দিয়া ডাকাইলা ॥
ডাকিয়া কহয়ে হারে বৈরাগী বেটারা ।
কালীর প্রসাদ নাকি না খাইসু তোরা ॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ বটে সত্য ।
কর্তব্য যে বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম নিত্য ॥
অভদেবপূজা আদি প্রসাদভোজন ।
অকর্তব্য ইহা হয় শাস্ত্রনিরূপণ ॥

সাহিত্যিক ছই দোষ প্রসাদ-ভোজন ।
 বৈষ্ণবতা যায় আর দেবদ্বয় হরণ ।
 বিশেষ ব্রাহ্মণপন্থ অধিক নিষেধে ।
 চান্দ্রোদয় করিবারে হয় কহে বেদে ॥
 ইহা শুনি রাজা কটু ক'হয় কহয় ।
 হাঁসে মুচ বৈরাগী এ কোন্ শাস্ত্রে কর ॥
 রাজা ব'দ কটু কথা ক'হতে লাগিল ।
 তবে কিছু বৈষ্ণব তাহারে শুনাইল ॥
 থাক থাক মহারাজ পচাল না পাড় ।
 ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দড় ॥
 তর কি দেখাও তুমি হেন জমিদার ।
 শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর ॥
 স্তানার ঠাকুরবাটীর ভৃত্য আমি ।
 আম'রেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল ।
 অন্তঃকরণেতে কিছু তর উপজিল ॥
 তখন শিখিল হৈয়া বিনয়পূর্বক ।
 জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া লম্বুখ ॥
 আপনি করিলে যেই কথোপকথন ।
 তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ ॥
 বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যদি শুন ।
 বিশেষে ইহার ক্র.ম. কহি তবে পুন ॥
 ইহার প্রমাণ ভাগবত শাস্ত্র হয় ।
 অন্যত্র শাস্ত্রেরও বহু নিষেধ আছেয় ॥
 হরিভক্তি-বিলাসেতে সিদ্ধাস্ত করিলা ।
 অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ তাঁহা দিলা ॥
 স্মার্তবাস্তবশেষ মত তোমা সভাকার ।
 তাহার সিদ্ধাস্ত এত করহ বিচার ॥
 বৈষ্ণব হইয়া নিজ দেবের প্রসাদ ।
 না খাইব যাথে নিজ ধর্ম যায় বদ ॥

কালে—

পাথনং বিষ্ণুর্নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধির্ধিতিঃ শ্রুতম্ ।
 অস্তদেবস্ত নৈবেদ্যং ভুক্ত্য চান্দ্রোদয়ং চরেৎ ॥

বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই দেব, ঋষি ও সিদ্ধমুন্দ পবিত্র
 বিবেচনা করেন । অপরাপর দেবতার নৈবেদ্য
 ভোজনে চান্দ্রোদয়ের অন্তর্ধান করিবে ।

রাজার যে ক্রোধ-খণ্ড য'ব দূরে গেল ।
 বৈষ্ণবের বাক্য কিছু লইতে লাগিল ॥

সাধুর লক্ষেতে দেখ কি রূপগ্রন্থাই ।
 আছিল কি রাজা পরে উঠে কোন্ ভাব ॥

পান্দ্রোদয়ং—

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যং নাস্তিনির্মাণ্যবেব চ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভুক্ত বস্তুই ভক্ষণ করিবে, অন্তের
 নির্মাণ্য ভোক্তব্য নহে ।

অস্তদেবস্ত নির্মাণ্যং ভক্ষ্যপেরাদিকং দ্বিতঃ ।

সাত্ত্বৈতজ্ঞ ন তদগ্রাহ্যং সুরাতুলো ন সংশয়ঃ ॥

অস্ত দেবতাগণের ভক্ষ্যপেরাদি নির্মাণ্য অগ্রাহ্য
 এবং মদ্যমদ্য শন্দেহ নাই ।

নৈবেদ্যগ্রহণস্পর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা ।

দেবতানাঞ্চ যৎ পেরং ন কুর্বাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ ॥

হে বিপ্র ! সুধী বৈষ্ণববৃন্দ অপরাপর দেবতা-
 গণের পের, নৈবেদ্য গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন ও ভক্ষণ
 করিবেন না ।

নাস্ত্রীয়াদহবেবস্ত নির্মাণ্যং বৈষ্ণবঃ সদা ।

নাস্ত্রোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কঠাগতা যদি ॥

প্রাণ কঠাগত হইলেও, বৈষ্ণববৃন্দ অস্ত দেবতা-
 গণের উপাসনা কিংবা তাঁহাদিগের নির্মাণ্য গ্রহণ
 করিবেন না ।

দেবতাস্তরস্ত নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।

ন কার্য্যনাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মুনিপুঙ্গব ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! অস্ত দেবতার নৈবেদ্য, পত্র,
 পুষ্প, ফল ও জল, কৃষ্ণভুক্তবৃন্দের ভক্ষণীয় নহে উহা
 অগ্রাহ্য ।

যদভক্ষ্যং তেব নির্মাণ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।

তদভুক্ত্যস্ত যদি মৃঢ়াত্মা তৎসর্বং সুরয়া সমম্ ॥

দেবতাগণের ভক্ষ্য যে নির্মাণ্য, পত্র, পুষ্প, ফল
 ও জল যদি কোন মৃঢ়াত্মা ভক্ষণ করে, তৎসমস্ত
 মন্দের তুল্য ।

প্রাণত্যাগং বরং কুর্বাৎ কাল কুটাদিতোজটনৈঃ ।

তথাপি দেবতাচ্ছিন্নভোজনস্ত ন বৈষ্ণবঃ ॥

কালকুটাদি ভক্ষণে বরং প্রাণবিলম্বন করিবেন,
 তথাপি বৈষ্ণববৃন্দ দেবতাদিগের উচ্ছিন্ন ভক্ষণ
 করিবেন না ।

রাজা কহে অকদেবপ্রসাদ খাইলে ।
দেবদত্ত করণ হয় ইহা যে কহিলে ॥
বিষ্ণুর প্রসাদে সেই দোষ নাহি হয় ।
সাধু কহে না'হ হয় দেবের আজ্ঞার ॥
দেবতার মধ্যে তাঁরে না হয় গণনা ।
সর্বময় বেঁহ বস্তু নাহি বাহা বিনা ॥
সর্বোৎকর্ষ বেঁহ নাহি নিজ পরকীয় ।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয় ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন-বস্ত্র-আদি যত ।
আসন ভূষণ গৃহ দেহ অভিমত ॥
ব্যবহার অবশ্যকর্তব্য শাস্ত্রে কহে ।
বিষ্ণুর নিবেদিত বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে ॥
গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয় ।
ভক্তি না ক্ষুরয়ে আর নরকে বৈসয় ।

শ্রীমদ্ভাগবত—

তয়োপযুক্তশ্চ গন্ধবানোহনকারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং কয়েম হি ॥

তোমার উপযোগী মালা-গন্ধ-বস্ত্র-ভূষণে অলঙ্কৃত
হইয়া, উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মাথাকে
কর করিতে পারি ।

শুকঃ পৰ্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালং বিচারয়েৎ ॥

শুক, পর্যুষিত অথবা দূরদেশ হইতে আনীত
হইলেও প্রসাদ প্রাপ্তমাত্রেই ভোক্তব্য, তাহাতে
কখন কালবিচার করিবে না ।

অপরাধা যথা—

শক্তৌ গোপোপচারস্ত অনিবেদিতভক্ষণম্ ।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ কলানীনামনর্পণম্ ॥

শক্তি বিস্তারনেও গোপ উপচারে পূজা, অনি-
বেদিত ভব্যভোজন এবং যথাকালজাত কলানি ভগ-
বানকে প্রদান না করা,—অপরাধ বলিয়া গণনীয় ।

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা ।
হরি বিনা উপার নাহিক যাহা যথা ॥
প্রেমভক্তিসুখদ য়ে কহিব পশ্চাতে ।
আত্যন্তিক প্রের নাহি কহি শুন যাতে ॥
মুক্তিদাতৃশক্তি আর কার নাই ।
দ্বিবিধ যে দাতা আর আনিহ সবাই ॥

হরির অধীন সর আশ্রয় হাবর ।
হরি সভাকার প্রভু সকলি কিসর ॥
নানার্থগতিক শাস্ত্র লোক বিফলিতে ।
কহয়ে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে ॥
কালনিক শাস্ত্র কথোক্তলি প্রকাশিল ।
তম-ভগ্নী লোক তাহে প্রামাণ্য করিল ॥
মহামায়া তুমি যারে কহিছ দৈবরী ।
দ্বিগুণ-আত্মিকা তেঁহ হরির কিসরী ॥
রজ-তম-বিষয় বে দেন সভাকার ।
যে বিষয়মোহমদে ভুলিছে সংসার ॥
অতএব মহারাজ হরি বিনা পতি ।
ত্রিভুগতে নাহি আর কোন যে যুক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সক্ং ব্রহ্মসুতম ইতি প্রকৃতেঃশ্রুতৈশ্চ-
যুক্তৈঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধত্তে ।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিকিহরেতি সাজ্জা,
শ্রেয়াংসি তত্র ধনু সঙ্কতনোন্মূণাং স্মৃতাঃ ॥

সক, ব্রহ্ম, তমঃ প্রকৃতির এই গুণব্রহ্মসুতম ব্রহ্ম এক
পরমপুরুষ ব্রহ্মও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই সংজ্ঞাত্রে
এই সংসার ধারণ করেন ; তথাপি মনুষ্যের পক্ষে সঙ্ক-
বরূপ বাসুদেবই শ্রেয়োজনক সন্দেহ নাই ।

শ্রীমদগীতারাম্—

যেহ প্যক্তং বৈতাত্ত্বিকা বদন্তে প্রকরাস্বিতাঃ ।
তেহপি মামেব কোত্তম ! ন গন্তাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

হে কুন্তিনন্দন ! গীতার অপরাপর দেবতার
ভক্ত হইয়া প্রকা সহকারে তাঁহাদের ভক্তনা করে,
তাঁহারাও আমারই ভক্ত সত্য ; তবে তাহাদিগের
ভক্তনা বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন নহে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিন্ধিতং তং পরিপূর্ণকামং,
শ্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্
বিনোপসর্পত্যপরং হি বাগিশং,
খলাঙ্গুলেনাতিতিত্ত্বত্বং সিন্ধুং ॥

যিনি বিশ্বের অতীত, যিনি আশ্র লাভেই
পূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে
বিসর্জন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অপরের প্রার্থী হয়, সে

যুগ কুরু-লাঙ্গল-বারণে মহা-সাগরপার হইতে ইচ্ছা করে ।

প্রথমে শ্রুত—

মুহূৰ্ত্ত বা ঘোররূপান্ হিমা ভূতপতীনথ ।
নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভজন্তি হননরবঃ ॥

মুহূৰ্ত্তগণ, ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া,
এবং অপরায়ণ দেবতার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না
হইয়া নারায়ণের শাস্ত মূর্ত্তির ভজন করিলে ।

বহুশাস্ত্রে অনেক তো আছেই প্রমাণ ।
গীতা ভাগবত ছই হয় যে প্রধান ॥
তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয় ।
তবে যে হতক শুন আগমাদিচর ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি ।
এ সব কারণ কেহ আজ বুঝে নাহি ॥
শ্রীমান্ ভগবান্ অজ্ঞা দিলা মহাদেবে ।
কল্পিত আগম করি মোহ কর জীবে ॥
আমাকে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয় ।
তাঁহে মোর ভাষা বাধে সৃষ্টিবুদ্ধি হয় ॥
তবে মহাদেব সৃষ্টি করিলা আগম ।
দেখাইলা কল আশ্রয়িত মনোরম ॥
সহজে লোকের রজ-তমের স্বভাব ।
তাহাতে দেখিল শাস্ত্র সেই-অমৃতব ॥
সেই পথে গমন করিয়া লোক রিখে ।
হরি যৈ পরম গতি তাহা নাহি বুঝে ॥

পাশ্বে—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈশ্চ জনান্ মধ্বিমুখান কুরু ।
মাঞ্চ গোপন যেন স্তাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

কল্পিত আগম সৃষ্টি করিয়া মৎপ্রতি জনগণকে
বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর; তাহাতে
এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন থাকিবে ।

ঐক্যভিধেয়েত ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণে ।
ভগবান্ কহিলা ঐমত পঞ্চাননে ॥
তোমার শক্তির আরাধনা-আদি যত্ন ।
আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র ॥
সংসারমোচন কাহা হৈতে নাহি হয় ।
তাহার এক ইতিহাস শুন মহাশয় ॥

পদ্মপুরাণেতে ইহা প্রচুররূপ হয় ।
কানীতে যে হৈল রামনামের উদয় ॥
শ্রীমান্ কানীনাথের যে ভক্ত কণ্ঠাগুলি ।
তুই কৈল মহাদেবে ভজি সবে মেলি ॥
বর মাগিল কল সংসারমুক্তি ।
দেব কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি ॥
পুনঃপুন তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে ।
মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে ॥
ইন্দির ধ্যান করি এসর করিলা ।
নিজভক্তগণহেতু মুক্তি প্রার্থিলা ॥
ভগবান্ নিজ ব্রহ্ম রাম নাম দিলা ।
কানীর রতন এই হইল কহিলা ॥
কানীপুরে যার দেহপতন হইবে ।
তৎকালীন এই নাম তার কর্ণে দিবে ॥
নিশ্চয় হইবে মুক্তি নাহিক সন্দেহ ।
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগুণ সহ ॥
গদগদভাবে মহাদেব রামনাম ।
পাইয়া ধারণ কৈলা কণ্ঠে অবিরাম ॥
কানীতে মরয়ে যেই পশু কীট নর ।
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার ॥
প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ অগতে জানয় ।
অতএব হরি বিনে নাহিক উপায় ॥
অন্ত শাস্ত্রে বজি কোথাও অন্তদেব হৈতে ।
মুক্তিফল কহে তাহা না তাও প্রতীতে ॥
রজ-তম-শাস্ত্র বিনে সাস্ত্রিকে না কহে ।
লোকবিভ্রমহেতু যথার্থ সে নহে ॥
যদি কহ অযথার্থ শাস্ত্রে কহিলে ।
তাহার কারণ শুন শাস্ত্রেতেই বলে ॥
পরোক্ষবাদ যে শব্দশাস্ত্রেতে কহয় ।
হরি তুই তাহে বটসন্দর্ভে বলয় ॥
সন্দর্ভশব্দের অর্থ গূঢ়ার্থ প্রকাশ ।
অতএব সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তনির্ব্যাস ॥
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কহিল তাহা শুন ।
যাহা হৈতে অধিক বিচার নাহি পুন ॥
শাস্ত্রের স্বভাব সাতে বিচার করিল ।
সর্বশাস্ত্রে ঐক্য করি সমাধান কৈল ॥
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয় ।
রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয় ॥
কোথাও লক্ষণা-গৌণ আদি শব্দে কহে ।
লোকে আর বুঝে শাস্ত্রে ঐক্য না করয়ে ॥

না বুঝিয়া কহে শাস্ত্রে নানা মতে কহে ।
 সব এক-ঐক্য নানা মত কতু নহে ॥
 নানা মত শাস্ত্রে কতু ব্যভিচার নহে ।
 তাহা হৈলে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা হরে ॥
 তবে যে বিরোধ-মত-কল্পিত আগম ।
 তামসিক সেই শুন তাহার মরম ॥
 যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী ।
 তামস করিয় তাহা জানিবে যে সুধী ॥
 সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন ।
 যাথে মনে সন্দেহ না হইবেক পুন ॥
 দশধা-প্রমাণ-মধ্যে চারি যে প্রধান ।
 প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান ॥
 তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই ।
 ব্যভিচার দেখি তাতে সুপ্রতীত নাই ॥
 জল-বরিষণ-অস্তে ধূমদরশন ।
 মায়ামুণ্ড দরশনে করয়ে ক্রন্দন ॥
 শব্দ-শাস্ত্রে যে নাহিক ব্যভিচার ।
 ঐতিহ্য যে সাধুপরাম্পরা সেহ সার ॥
 তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয় ।
 তুমি কহ একবাক্য এ বড় সংশয় ॥
 নানা মত নানা বিধি নানা শাস্ত্রে দেখি ।
 আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম জ্ঞানি ॥
 সেই দেখ নানা মত বিচারিতে নায়ে ।
 ব্যভিচার বলি নানা বিধান আচরে ॥
 কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্তনিদান ।
 মূলশ্রুতিবিচার যে ইহার প্রমাণ ॥
 সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে ব্যভিচার যথা ।
 তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা ॥
 সদাচারবিপর্য্যয় মকরাদি যত ।
 হাড়মাল জটা ভঙ্গ বিকূতে বিরত ॥
 বিষ্ণু ভেজি উপাসনা দেবতা-অন্তর ।
 একাদশী জন্মাষ্টমী আর মতান্তর ॥
 অস্ত্রদেব-উপাসক-স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র ।
 দীক্ষা শিক্ষা কহেন পুণ্ড্র-ভঙ্গ-যন্ত্র ॥
 কেশ-অবতার আর ঈশ্বর নিঃশক্তি ।
 মায়াবাদমত যাহা নিন্দনীয় অতি ।
 • বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম পারিপদ ।
 সপ্তম কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাণ ॥
 সেই শাস্ত্র না শুনিবে কর্ণে দিবে বাণ ।
 যে অহা আদরে নাহি বৈস তার সাধ ॥

ভগবত-আজ্ঞার শিব বিপ্রকণ ধরি ।
 বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি ॥
 শাকুরি ভাষা যে তাহা অজ্ঞে প্রশংসয় ।
 এ বৃত্তান্ত শ্রবণ শিব গৌরীয়ে কহয় ॥

পাদ্যে—

• মায়াবাদমসংচ্ছাদ্যঃ প্রচ্ছন্নঃ বৌদ্ধমুচ্যতে ।
 ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥

অসংশয় মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া কথিত ।
 হে দেবি ! ব্রাহ্মণমূর্তিধারণ পূর্বক কলিযুগে মৎকর্তৃক
 উহা বিহিত হইয়াছে ।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধি যতেক ।
 অনুর মোহের হেতু কহে পরতেক ॥
 মনুষ্যেই দৈবানুর দুইমত জন্মে ।
 কৃষ্ণভক্ত দেব-অংশে অস্ত্র অস্ত্রে রমে ॥

পাদ্যে—

যৌ ভূতসর্গৌ লৌকেহশ্মিন
 দৈবৌ হ্যনুর এব চ ।
 বিকৃতকর্তা ভবেদ্দৈবৌ
 হ্যনুরভিপর্য্যয়ঃ ॥

ইহলোকে দৈবী ও তানুরী দুইরূপ প্রাণি-সৃষ্টি ;
 দৈবী সৃষ্টি বিকৃতকর্তৃগণ এবং তানুর সৃষ্টি
 ভবিষ্যতীতগণ ।

তামস-পুরাণ ছয় ইহা যদি কহ ।
 তামস যে কহে তার কারণ শুনহ ॥
 তামস কল্পিতে তার উদ্ভব হইল ।
 যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল ॥
 সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয় ।
 অনুর মোহের হেতু জানিহ নিশ্চয় ॥
 নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয় ।
 যে হয় তামসমত তাহি গ্রাহ্য নয় ॥
 অতএব আগম পুরাণ-শ্রুতি মতে ।
 নির্ভণ শ্রীকৃষ্ণচর্য্য জানিহ জগতে ॥
 বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে তত্ত্ব কর ।
 আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর ॥
 সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয় ।
 সেই শুদ্ধ ইষ্টদেব বন্ধু কেহ নয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শুকন'স শ্রীং একনো ন স শ্রীং,
পিতা ন স শ্রীজ্ঞাননৌ ন স। শ্রীং ।
দৈবং ন তং শ্রীং পশ্চি স শ্রীং,
ন যোচেদেদ্যঃ সমুপেতমুত্থাম্ ॥

তিনি শূন্য নহেন, স্বপ্ন নহেন, পিতা নহেন,
জননী নহেন, দেবতা নহেন, পতি নহেন—যিনি
বৃত্তা হইতে মোচন করিতে না পারেন ।

ইহাতে দৃষ্টান্ত দেখে প্রত্যক্ষ আছয় ।
পূর্বে সাধুগণ হেন সকলি তেজস্বী ॥
হরিভক্তি প্রতিকূল শূন্য বলিবাজ ।
উপেক্ষা করিয়া সাধু লাগে নিককাজ ॥

পাদ্যে—

বামনায় মহীদানে বাণঃ পরমবৈষ্ণবঃ ।
লজ্জয়িত্বা গুরোক'জ্ঞ' ত্যাগ এব বিধীয়তে ॥

শুকবাক্য লজ্জনে বামনদেবকে পৃথিবীদান করিয়া
ধনিকায় পরমবৈষ্ণব হও তে ত্যাগেরই বিধান
হইতেছে ।

স্বপ্ন তেজিলা মহাবাজ বিভীষণ ।
উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ তাই যে রাবণ ॥
পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত ।
যেহেতুক ভক্তিপথে করিল বিবাদ ॥
শ্রীমান্ ভক্তনিজ কৈকেয়ী মাতারে ।
ত্যাগ করি মন্তক সাহিলা কাটিবারে ॥
দেবতা ত্যজিলা শ্রীমান্ বশিষ্ঠ দেবর্ষি ।
কোনকালে ছিলা তেঁহ শক্তির উপাসী ॥
মহামায়া স্থানে তেঁহ চাহিলেন মুক্তি ।
তেঁহ কহে যোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি ॥
সংসার-মোচনহেতু এক হরিভক্তি ।
তাহা বিহু কাহার নাহিক সেই শক্তি ॥
ঐশ্বর্য তন তাঁহারে তেজিয়া বিজয়নি ।
বিচারিয়া হইলেন লইল শরণি ।
পতি-পুত্র-আদি ত্যাগ কৈল বহু জন ।
কৃতভক্তি অহুকুল সেই বন্ধুজন ॥

আগমে—

বিহুভক্তিং বিনা রাজন্ । যো চাত্তমুপদিশতি ।
আত্মনা সহিতঃ তত পিতরং নরকং নরং ॥

হে রাজন্ । বিহুভক্তি বিনর্জন পূর্বক নরকগণ
কিছুই দেখিতে পার না ; তাহার আত্মনাদের সহিত
পিতৃকুলও নরকগামী করে ।

রাজা কহে তবে কেন আত্মপণ্ডিত ।
সকলি সমান কহে বিহুর সহিত ॥০
সাধু কহে তারি তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে ।
বিহু সর্কেশ্বর তাঁর সম কেহ নহে ॥
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্ম-কল্প আদি করি ।
পূর্বব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি ॥
ব্রহ্মা মারাদীন কল্প ঈশ্বর আবৃত ।
নিগুণ শ্রীহরি সর্বশাস্ত্রের সম্বিত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শিবঃ শক্তিবুক্তঃ শব্দং ত্রিলিঙ্গা শব্দসংবৃতঃ ।
হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতঃ পরঃ ॥

শিব শক্তি-সম্বিত এবং ত্রিবিধলিঙ্গসম্পন্ন শ্রীহরি
নিগুণ, দৃশ্যমান, প্রকৃতির অতীত পুরুষ ।

বিহুসহ অস্ত্র দেব যে কার সমান ।
পাশতীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

পাদ্যে

যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকল্পাদির্দৈবতৈঃ ।
সময়েনৈব বীক্ষেত স পাশতী তবেদ্রবম্ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-কল্প প্রভৃতি স্রষ্টব্য নারায়ণের
সহিত তুল্যভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি পাশত
মনোহ নাই ।

বিহু বিনে শিব যে পৃথক না মন্তব ।
বিহুর অংশাংশ করি মানিতে কর্তব্য ॥
অথবা হরির ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠতম ।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক ধীহী-সম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিয়গানাত্ বধা গজা দেবানামচ্যুতো বধা ॥
বৈকবানাত্ বধা শত্রুঃ পুরাণানামিত্যং তথা ॥

গজা যেমন নদীসমূহের, নান্নায়ণ যেমন দেবতা-
দিগের এবং শত্রু যেমন বৈকবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই
গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) তদ্রূপ পুরাণের মধ্যে প্রথিত ।

অতএব সর্বদর্শ্য তেজি হরি ভক্ত ।
সংসার নিগুঢ় দৃঢ় চর্যার ত্যজ ॥

শ্রীমদগীতায়াম্—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিত্যামিত্যুচ ।

সর্বধর্ম্য বিসর্জন পূর্বক একমাত্র আমার শরণ
লও, আমি তোমার সর্বপাপ দূর করিব, শোক
করিত না ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অজ্ঞৈরব্যং গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্ ॥

ধর্ম্যান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজ্যেত স সন্তমঃ ॥

মৎকর্তৃক অজ্ঞপ্ত হইয়াও, মদাদিষ্টে ধর্মের দোষ
গুণ বিদিত হইয়াও, সম্যাক্রূপে স্বধর্ম পরিত্যাগ
করিয়া যিনি আমার ভজনা করেন তিনিই সন্তম্ ।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণেকং শরণং ব্রজ ।

যাদৃশী ভা'না যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের
শরণাগত হও, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তা
সিদ্ধি লাভ হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভ্যক্তা স্বধর্মং চরণাভ্যুজং হরে-

র্ত্তময়ং কোহপ্য পতেৎ ততো যদি ।

• যত্র ক বাহুভদ্রভূদমুখ্য কিং,

কো বাধ আশ্রোতব্রততাং স্বধর্মতঃ ॥

যদি কেহ স্বধর্ম-পরিত্যাগে শ্রীহরির পাদপদ্ম-
ভজনায় অসিদ্ধ অবস্থায় পতিত হয়, তবে তাহার
অভদ্র-হেতুই বা কি অন্তত হয় ; আর বাহারা
শ্রীহরির ভজনা করেন না, মাত্র স্বধর্ম হইতেই বা
তাঁহাদের কি অর্থলাভ হয় ?

সর্বধর্ম-পদে কৃষ্ণভক্তির ইতি ।

কর্ম রোগ জ্ঞান অস্ত উপাসনা আর ॥

পরিত্যজ্য পদে যত কৃতং যে সাকল্যে ।

ভেজিয়া তত্র হরি পারে সর্বকলে ॥

কর্ত্ত যে প্রত্যয় করি ত্যাগের অন্তর ।

কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার ॥

সর্বধর্মদোষগুণ বিচার করহ ।

সকল ভেজিয়া হরিচরণ ভজহ ॥

শান্ত মতি তার সেই করে না ভজরে ।

হরির কল'কে ভজে আকরে ভেজিরে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুখুবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনধ ।

নারায়ণকলাঃ শাস্তা ততস্তি হনুমুদরঃ ॥

মুখুবল ঘোররূপী ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ
করিয়া অবিষেবভ'বে নারায়ণের শাস্তমূর্ত্তির উপাসনা
করে ।

যে-তক জীবের মোহ বুদ্ধির ব্যত্যয় ।

আচারে সে-তক নাহি বুঝয়ে নিশ্চয় ॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যো ববে নির্বেদ জন্ময় ।

শ্রোতব্য যে শ্রুত সকলি তেজয় ॥

শ্রোতব্য যে যত ধর্মশাস্ত্র অভিমত ।

শ্রুত যাহা কৃত গুরু উপদেশ যত ॥

কৃত করণীয় যত সকলি ভেজিয়া ।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ভজে নির্বেদ পাইয়া ॥

কৃষ্ণ-উপদেশটা গুরু আশ্রয় করিয়া ।

কৃষ্ণভক্তি পরাৎপরমহত্ব জানিঞা ॥

চক্ষুমান্ হর তবে দেখিবারে পার ।

পরমনির্বৃত্তি তবে তখন জন্ময় ॥

শ্রীভগবদগীতায়াম্—

যদা তে বোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিত্যতি ।

তদা গম্যসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্ত চ ॥

যখন তে'মার বুদ্ধি মোহারণ্য লঙ্ঘন করিবে,
তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত
হইবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যৎকামা ব্রহ্মণ' জ'রমব্রহ্মণবিদোহিবলাঃ ।

ব্রহ্ম মা' পরম' প্রাপুঃ সকাচ্ছতসহস্রণঃ ॥

যৎপ্রতি কামনাবিশিষ্ট অবলাগণের সহিত যতি
জীড়ার আধি উপপতিব্রহ্মণ প্রতীকমান হইলেও
তাঁহারা আমাকে পরব্রহ্মরূপেই লাভ করিয়াছিল,
এব' তাঁহাদিগের সজলাভে অপর শতসহস্র-ব্যক্তিও
আমাকে সেইভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ওষধা ব্রহ্ম-বাৎসল্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।

প্রবৃত্তক' নিবৃত্তক' শ্রোতব্য' শ্রুতমেব চ ॥

মাহেকমেকশরণমাখানঃ সৰ্বদেহিনাম্ ।

যাহি সৰ্বাঙ্গভাবেন ময়্য। ত্র। অকুতোভয়ঃ ॥

সেই হেতু হে উদ্ধব । তুমি প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত, ক্রত, প্রোত্তব্য, বিধি ও নিবেদ্য সমস্ত বিসর্জন পূৰ্ব্বক সৰ্বভূতের আত্মা একমাত্র আমারই শরণ লও, আমার সৰ্বাঙ্গভাবে দ্বারা তুমি নিশ্চয় অকুতোভয় হইবে ।

অষ্টমস্কন্ধের শেষে রাজা স্যতত্রত ।

মন্ত্রনৈব প্রতি সাধু কহে এইমত ॥

অন্ত উপদেষ্টা উপদেশ-আদি ত্যাগ্য ।

টীকাতে বাখানে চক্রবর্তী যে আচার্য্য ॥

পাদোত্তরখণ্ডে—

শৈবশাক্তগাণপত্যসৌরস্ত দেবপূজকম্ ।

গৌবিন্দশরণং পশ্চাৎবেদ্যদি স বৈষ্ণবঃ ॥

শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর এবং দেবপূজক জনাৰ্দ্দনের শরণাপন্ন হন, পশ্চাৎ তাঁহারাও বৈষ্ণব হন ।

শাক্তান্ত বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গেত আকুণ্ঠে হরে ।

শাক্তই বৈষ্ণব হইয়া শ্রীহরি কর্তৃক জ্ঞান প্রাপ্ত হন ।

অতএব অন্ত ছাড়ি হরির আশ্রয় ।

অবশ্যকর্তব্য ইহা নাহিক সংশয় ॥

কর্ম জ ন হই যে তাহাতে নাহি প্রের ।

সেই মাত্র কেবল জীবের ভ্রমময় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।

ঐরত্তেঃ মলয়া তক্ত্যা হরিরহুদ্বিভূষণম্ ॥

দানে নহে, তপস্কার নহে, শৌচে নহে, ব্রত-ব্রিতে নহে, কেবল নির্মল ভক্তিতেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, অস্ত সমস্তই বিভূষণ ।

অতএব কর্ম কর্তৃ নাহি হয় প্রের ।

সংসার ভ্রমণমাত্র তাহাতে নিশ্চয় ॥

হরিতক্তি মিথ্যে বিনে সেই সিদ্ধ নহে ॥

প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সৰ্বশাস্ত্রে কহে ॥

কেবল যে জ্ঞান হরিতাবেতে বর্জিত ।

তাহাতেও প্রের নাহি বিশেষে অনহিত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদয়া তে বিভো,

ক্লিষ্টস্তি যে কেবলবোধলকরে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যক্লে,

নাভদ্যথা স্থলভূতাবধাতিনাম্ ॥

হে বিভো ! ভবদীয় ভক্তিমাৰ্গে কল্যাণ স্রোত প্রবাহিত, যাহারা কেবল জ্ঞানমার্গাহুসারী, তাহারা ক্লেশই পাইয়া থাকে ; স্থলভূতাবধাতির যেমন বৃহত্তর দর্শনে আগড়ার অবধাত করে, তাহারাও সেইরূপ বৃথা ক্লেশ পায় ।

যেহনোহরবিনাক । বিমুক্তমানিন-

স্বাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আক্লিষ্ট ক্লিষ্টে ন পরং পদং ততঃ,

পতন্ত্যধোহন'দৃতবুদ্ধ্যন্তঃ ॥

হে পদপলাশলোচন । আর যাহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির অভাব, অথচ যাহারা বিমুক্ত্যভিমাত্রী, অতি কষ্টে পরমপদে আরোহণ করিয়াও, আপনাদের পার্শ্বদর্শনের প্রতি অনাদর বশতঃ তাহারা পতিত হয় ।

শুদ্ধভক্তি বিনে কৃষ্ণ কর্তৃ নাহি পায় ।

জ্ঞান-কর্ম-আদি তেজি ভজন যে প্রের ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অকামঃ সৰ্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেন ভক্তিযোগেন বহ্নেত পুরুষঃ পরম্ ॥

উদারমতি ব্যক্তি কামনাশূন্য, সৰ্বকামনাবিশিষ্ট, মোক্ষাভিলাষী হইয়াও তীব্র আভ্যাস দ্বারা পরম পুরুষেরই ভজনা করেন ।

তীব্রভক্তি পদে জ্ঞানকর্ম-অনাবৃত ।

টীকাকার-চক্রবর্তী-আচার্য্য-সম্মত ॥

ভক্তিরসামৃতসিকৌ—

অস্যাভিলাষিতাশূন্যঃ জ্ঞানকর্মাভনাবৃতম্ ।

আহুকুলোন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্যাভিলাষিতাহীন, জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা আবৃত নহে, অথচ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে অহুকুল অহুশীলন, তাহাই উত্তম ভক্তি ।

জ্ঞানমিত্রা তকতি যে আশ্রয় করয় ।

নির্কামের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

ভক্তিহীন জ্ঞান কৰ্ম বিফল কেবল।
অধঃপতনমাত্র হয় তার ফল ॥
নিকাম যে কৰ্ম করে বিফুর শ্রীত্যাগ।
তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থ ॥
অন্তর্যুক্তির প্রতি কারণ সে হয়।
মনঃশুদ্ধি হইলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি প্রতি কভু কৰ্ম কারণ না হন ॥
কৰ্মার্ণব ভক্তি যে কেচিৎ মতে কন।
পরম্পরারূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন ॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়।
বিনে সাধুসঙ্গ আর নাহিক উপায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়েণ ভক্তিয়োগেন সংসর্জেন বিনোদ্যেব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক প্রায়ণং হি সত্যমহম্ ॥

হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গপ্রসারে ভক্তিয়োগ ব্যতীত
সংসার-জাণের আর উপায় নাই; আমি সাধুগণেরই
পরম আশ্রয় ॥

জ্ঞান-কৰ্ম ত্যজি ভজে অনন্যভাবেতে।
প্রশংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে ॥
সদাচারহীন যদি ছুরাচার হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় সেই সাধু করি যানি তার ॥

অপি চেৎ সূতরাচারো ভজতে মামনন্যতাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ ব্যবসিতো হি সং ॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে আমার ভজনা করে,
সূতরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞাত
হইবে; কেন না, সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত ॥

কৃষ্ণভক্ত চতুর্কর্ণ নাহিক মাগয়।
মুমুক্ষু যে কৃষ্ণভক্তিয়োগ্য নাহি হয় ॥
নিকাম অনন্য শুদ্ধমাধুর্য ভকতি।
এইমাত্র কার বার ফল প্রেমরতি ॥
অন্ত অন্ত যোগ-ধর্ম সিদ্ধি অষ্টাদশ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধি হয় প্রেমরস ॥
অন্য অন্য যোগ-ধর্মে সিদ্ধি ধর্ম অর্থ কাম।
শ্রীকৃষ্ণভজনে মিলে ব্রহ্ম প্রেমধাম ॥
প্রাকৃত যে সিদ্ধি ভক্ত দৃক্শ্রীত না করে।
মুক্তিচতুষ্টয়নাম নাহি লুপ্ত উরে ॥

প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ খাড়া চাহে।
দিলেও যে না লয় অনর্থ মানে তাহে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সালোকাসাষ্টি সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যকল্পপাত।
দীরমানং ন গৃহীতি বিনা যৎসেবনং জনাঃ ॥

সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য, সমীপাবস্থান,
সমান রূপ এবং সর্ববিষয়ে সমম প্রদান করিলেও
মদীর ভক্তবৃন্দ আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ
করেন না।

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত ॥
সেই মগ্ন সদা তার তুচ্ছ ত্রিজগৎ ॥
অতএব মহারাজ সদা ভজ করি।
পরাম্পর পরম-ব্রহ্ম সত্যের উপরি ॥
সচ্চিদ্র আনন্দময় শ্রীমলবিগ্রহ।
স্বরূপ শক্তি ধাম পরিকর সহ ॥
বেদের তাৎপর্য শ্রীমলসুন্দরভজন।
আর বত কহে সেই ত্রিবর্গসাধন ॥
পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন।
বার বার ভজ গোপীনাথের চরণ ॥

শ্রীমদুদ্ভটনাচার্য্যভ্যক্ত ভাষ্যে—

চিদানন্দাকারং জলদকৃতিসারং প্রতিগিহাং,
ব্রহ্মস্রীণাং হারং ভবজলধিগারং কৃতধিরাম্।
বিহঙ্গং তুভারং বিদগ্ধদবতারং মুহুরহো,
হরিং বারংবারং ভজন কুশলারম্ভকৃতিনঃ।

প্রতিবাণী ধারাকে চিদানন্দরূপ জলদশ্রীমল-
কান্তি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, রাজাদিনাদিপের
বিনি কর্ণহার-স্বরূপ; আত্মসংযমীপের বিনি ভব-
সাগরের একমাত্র কর্ণধার, বিনি তুভার হরণার্থ যুগে
যুগে নানা অবতাররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, হে
হিতব্রতাহুষ্ঠাতৃগণ, তোমরা সেই শ্রীহরিকে বার বার
ভজনা কর।

বংশীবিশুভিতকরাং নবনীরদাতাং
পীতাম্বুজাং অরুণবিষকলাধরৌষ্ঠাং ॥
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাং অরবিন্দ নেত্রাং,
কৃষ্ণাং পরাং কিমপি ভক্তমহং ন জানে ॥

বংশীবিশুভিতহস্ত, জলদকান্তি, পীতবাসী, অরুণ-
বিষাধরৌষ্ঠ, পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখ, কমলনেত্র, সেই
শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোনও পরমভক্তই আমি জানি না।

অঙ্গসংহিতায়াম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাহির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দমূর্তি, আদি ও
অনাদি, গোবিন্দ এবং সর্বকারণকারণম্ ।

কৃষ্ণের চিৎরূপ রূপ মায়িক করিয়া ।

যে অধম কহে সেই জন মন্দধিরা ॥

তার মুখদর্শনে মহাপাপ জন্মে ।

সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্মে ॥

তার স্পর্শে প্রারম্ভিত করিতে জুয়ার ।

শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য রামাহঙ্ক বাণী কর ॥

বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি ।

স্মরণ করিব উঠি নাথ বিষ্ণু হরি ॥

মারাবাদ-ভাব্য-কল্পনার্থ মধ্বাচার্য্য ।

দুখিলা শতেক-মতে মত শঙ্করাচার্য্য ।

শত দোষ দিয়া শতদুখী নামেতে ।

গ্রন্থপুত্র একাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে ॥

কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সংসঙ্গকরণ ।

নিভাস্ত প্রেরাংশ এই বেদের বচন ॥

শুক কৃষ্ণ বৈষ্ণবে যত্নের নাহি রতি ।

নিম্নক পাণ্ডু সে বিরোধী ভক্তি প্রতি ॥

বিষয়-আত্মক অবৈষ্ণব দ্বিত্ব-বিট ।

সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট ।

তার সঙ্গ না করিব সদা স'বধান ।

আপনা রাখিতে এই পরমবিধান ॥

কর্মী জানী ন'নাদেবদেবী যেই নর ।

তার সঙ্গ বিশেষতঃ সদা নিম্নকর ॥

কাত্যায়নসংহিতায়াম্—

বরং হৃদবহুজ্ঞানাপজ্ঞানস্বর্বাবস্থিতঃ ।

ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশম্যম্ ॥

পজ্ঞানভিত্তরে নিরন্তর অগ্নিশিখার অবস্থানও
বরং সহ হয়, তথাপি শ্রীহরির চিন্তায় বিমুখব্যক্তির
সংসর্গজনিত পীড়া সহ হয় না ।

বিষ্ণুহস্তে চ—

আকিঞ্চনং তরং যন্তে ব্যালব্যাজললোকসান্ ।

ন সঙ্গঃ শলাযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্ ॥

সর্প, ব্যাল ও জললোকের আলিঙ্গনও বরং ভয়ঃ
যুক্তি জান করি, কিন্তু নানাদেবৈকসেবী শলাযুক্ত

ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও ভাল বলিয়া জান
করি না ।

সবার অরজল গ্রহণ নিম্নত ।

বৈষ্ণবে অর খাটতে হয় যে উচিত ॥

অভাবে কিঞ্চিৎ জল মাগিয়া খাইব ।

শাক্তাদির অর ত্যাগ অবশ্য করিব ॥

পাদে—

‘প্রার্থয়েদবৈষ্ণবান্নঃ’ তদভাবে জলং পিবেৎ ।

সঙ্গং বিবর্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনাক্ত বৈষ্ণবঃ ॥

বৈষ্ণবের সকাশ হইতে অর প্রার্থনা করিবে,
তদভাবে জল মাত্র পান করিবে; বৈষ্ণব সর্বথা
এক বেই শাক্তাদির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন ।

ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেবাং দ্রব্যামমেধ্যাবৎ ।

নান্নাং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাক্ত বেশ্মনি ॥

শাক্তাদির দ্রব্য অপত্তি, তাহা প্রার্থনা করা
অনুচিত । শাক্ত ও শৈবগণের অর কখনও গ্রহণ
করিবে না ।

বিশেষতঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে পাদোদক ।

পরমপদার্থ সেই কহিব কি-তক ॥

তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায় ।

যাতে চতুর্কর্গ মিলে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥

ন ব্রহ্মপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্কাণহেতুনা ।

পরং নির্কাণহেতুচ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টেভোজনম্ ॥

বৈষ্ণবে কন্যাসম্প্রদান পরম নির্কাণের কারণ;
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে ভোজনও পরমনির্কাণের হেতু ।

শ্রী-ভাগবতে—

উচ্ছিষ্টেনৈব নহুমোদিতো দ্বিজৈঃ ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সেবন ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত ।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

শ্রীবিষ্ণুতৈবৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্ ।

সর্বতীর্থময়ং পীড়া কুর্যাদাচমনং ন হি ॥

শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদোদক সর্বতীর্থময় ও
পবিত্র; তাহা পান করিয়া আচমন করিতে
নাই ।

নীচ উচ্চ জাতি বলি নাহি বিচারিব ।
জাতিবুদ্ধি করিলে নরকে যাব প্রব ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্র বা ভগবন্তকং নিষাদং খণ্ডং তথা ।
বীকতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং প্রব ॥

ভগবন্তক শূদ্র, ব্যাধ বা চণ্ডালকে যে ব্যক্তি
পাণ্য জাতির ন্যায় দেখে, সে নরকগামী হয়
সন্দেহ নাই ।

বৈষ্ণবের গৃহ বিষ্ণুসহিত সমান ।
অবশ্যকর্তব্য এই বৈদ্যের বিধান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং কৃষ্ণাশ্রমার্থে যত্নযোগ্য চ সৌভদম্ ।
পরিচর্য্যাকোত্তরত্র মহৎশু নৃষু সাধুযু ॥

এই প্রকারে কৃষ্ণাশ্রমার্থে যত্নযোগ্য সহিত সৌভাদ
এবং জড় ও চেতন উভয়ত্রী এবং যত্নযোগ্যের সাধু-
গণের ও মহৎগণের পরিচর্যা করিবে ।

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণব-সেবন ।
সেই গৃহ হয় তার শ্মশানসমান ॥
পণ্ডিত সমান সেই গাধার সমান ॥
কুকুরের তুল্য কৃষ্ণবহির্মুখ জন ॥

পাদ্যে—

যদাঙ্গীরে কৃষ্ণসেবা কার্য্যসেবা তথৈব চ ।
শ্মশানতুল্যং তদগৃহং স এব খণ্ডগাধমঃ ॥

যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের সেবা না
হয়, তাহার গৃহ শ্মশানদৃশ, এবং সে ব্যক্তি
চণ্ডালদৃশ ।

তদ্বন্দ্বিরং চিত্তাতুল্যং ওদ্বন্দ্বনং ধরোপমম্ ॥
শুনতুল্যং তদাশ্রমঃ বঃ কার্য্যকৃষ্ণবহির্মুখঃ ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তগণের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
বিমুখ, তাহার গৃহ চিত্তাতুল্য, তাহার পরিচর্য্য গর্দভ-
তুল্য এবং তাহার বদন কুকুরতুল্য ।

বৈষ্ণব-সেবন বিনে কৃষ্ণভক্ত নহে ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীমুখেরে কহে ॥

অধিপুত্রাণে—

যে যে ভক্তজনঃ পার্শ্ব । ন যে ভক্তাশ্রমে তে জনঃ ॥

যে পার্শ্ব । যদিও কেবল আমার ভক্ত, তাহার
আমার প্রকৃত ভক্ত নহে ।

প্রাতঃকালে কবে বৈষ্ণবের নামগান ।
ভাগবতোক্তম সেই কৃষ্ণের সমান ॥

দ্বারকাধিপাত্রে—

মিত্যং যে প্রাতঃকথায় বৈষ্ণবানাম কীর্তনম্ ।
কুর্কন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণভূত্যাঃ কলৌ বলে ॥

হে বলিরাগ । প্রত্যহ প্রভাতে গাজোখান করিয়া
যাহারা বৈষ্ণবগণাকীর্তন করেন, এই কলিমুগে
তাহারা কৃষ্ণভূত্যা ও ভাগবত ।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার ।
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার ॥
কিছুদূর আচার্য্য প্রভুর গৃহ গৈতে ।
একঘর কামার আছিল সে গ্রামেতে ॥
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছিলে ।
রোঙা বলি সবে তারে কোতুকে ডাকিলে ॥
প্রভুগৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে ।
উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সভার বিশেষে ॥
বিড়ালসভাব যে সভাব গৃহে যার ॥
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথার ॥
দৈবাৎ তাহার মুখে এক কণা ছিল :
কামারের বধুর অগ্রেতে মুখ দিল ॥
সেই কণা মুখ তৈতে অরে রহি গেল ।
না জানি অরের সহ বধু তা খাইল ॥
খাইলে মাত্র সে কৃষ্ণ-উন্মাদ হইল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিলে লাগিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে ।
তুত ঘাড় চাপিল কামারগুলা বলে ॥
ওঝা আনি ঝাড়াও কতক তুক করে ।
কান্দে সগেঞ্জী বুক চাপড়িয়া মরে ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ।
ইতর লোকের মুখে কামার শুনিলা ॥
কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভুর পা ।
রক্ষা কর প্রভু মোর বধুটা মরম ॥
প্রভু কহে কহ তার কি ব্যাধি হইল ।
কামার কহে তুত ঘাড়তে চাপিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে ।
ছই চক্রে জল পড়ে ঘর ভেসে চলে ॥

সর্বজ্ঞ আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন মনে ।
এ দশা হইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে ॥
কাম্যারকে কহেন প্রভু আরে মূর্থ জন ।
ভূত নহে কৃষ্ণপ্রেম হৈল বড় জন ।
কাম্যার কানিরা কহে তাহে কাজ নাই ।
ভাল বাথে হয় প্রভু করহ তাহাই ॥
হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কাম্যারে ।
ইহার ঔষধ তবে কহিয়ে তোমারে ॥
যজমানিঞা এক বিপ্র ব্রাহ্মণের ঘরে ।
একমুঠি অন্ন আনি খাওয়াও তাহারে ॥
ইহা শুনি কাম্যার গলে বস্ত্র জড়াইয়া ।
দণ্ডবৎ করি হর্ষে চলিল ধাইয়া ॥
অনেক যজমান যার হেন বিপ্র জানি ।
একমুঠি অন্ন মাগি খাওয়াইল আনি ॥
খাওয়াইবা যাত্রা বধু পূর্ববৎ হইল ।
হরিভক্তি উড়ে গেল আপনা নিমিল ॥
অতএব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা ।
এমতি জানিবে যার নাহিক উপমা ॥
যদি কহ এত যে দেখিতে নাহি পাই ।
তাহা শুন যেহেতু তৎকালে কলে নাঞি ॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধ বাহার প্রচুর ।
তার কল প্রাপ্ত হইতে হয় বহুদূর ॥
বৈষ্ণব-অধরাগুত খাইতে খাইতে ।
অপরাধ কর পার প্রকাশে পশ্চাতে ॥
বৈষ্ণবনিকটে অপরাধ তীক্ষ্ণবিষে ।
সর্বনাশ হয় নরকেতে বাস শেষে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আয়ুঃ প্রিয়ঃ বশো ধর্মঃ লোকানাশিব এব চ ।
হস্তি জেরাংসি সর্বাণি পুংসো মহমতিক্রমঃ ॥
মহজ্ঞানের অতিক্রমকারী ব্যক্তির আয়ু, প্রীতি, বশ,
ধর্ম, দেবাদি লোক, বাহনীর বস্তু এবং সর্বপ্রকার
মঙ্গল বিনষ্ট হয় ।

অপরাধে সাবধান যেই সুখী হয় ।
অভিশীত্র কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয় ॥
রাজা কহে যজমানিঞা ব্রাহ্মণের অগ্রে ।
হরিভক্তি নাশ যার কহ কি কারণে ॥
সাদু কহে বিপ্র যজমানের যজিয়া ।
মানাদেব-প্রসাদ প্রাপ্ত-আদি অন্ন লৈয়া ॥

পাক-ভাদি করি খায় বাথে ভক্তি যার ।
যেহেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খার ॥
সেবা-অপরাধ নামাপরাধ কহি জন ।
যেহেতুক সাধন করিলে পুনঃপুন ॥
প্রেম নাহি জন্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি হয় ।
নহে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয় ॥
নাম-অপরাধে নাম গ্রহণেতে যার ।
সেবা-অপরাধ নরে নরক ভুঞ্জয় ॥
তবে যদি বল তার উপায় কি নাই ।
উপায় অছয়ে কিন্তু অতিকৃষ্ণ তাই ॥
একান্ত জিহ্বায় যার সদা নাম বৈসে ।
কৃপা করি অপরাধ কেমনে তবে সে ॥
কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যার ।
অপরাধমাত্র ভক্তিবাধাকে জন্মায় ॥
সেবা অপরাধ কহি শুনহ প্রথমে ।
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে ॥

সেবা-অপরাধ ।

ভগবত-শাস্ত্রেতে করিয়া অনাদর ।
অন্ত অন্ত শাস্ত্র-অবগাদিতে আদর ॥
ভগবত-বিগ্রহ অগ্রে তামূল চর্ষণ ।
এরওপক্ষেতে পুষ্প রাখিয়া অর্চন ॥
আনুরকালেতে পূজা পীঠে তথা ভূমে ।
বলিয়া পূজন নাহি করিবেক ভূমে ॥
নামকালে বামহস্তে স্পর্শ না করিবে ।
পর্য্যুষিত বাচিত বা পুষ্পে না পূজিবে ॥
পূজাকালে নিম্নবন নিজগর্ভে প্রকাশন ।
না করিবে অর্ঘ্যচন্দ্র-ভিলক-ধারণ ॥
পাদদ্ব্যোত বিনে নাহি মন্দিরে গমন ।
না করিবে অবৈষ্ণবপক নিবেদন ॥
কাপালিক কিংবা অবৈষ্ণব দরশন ।
না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান ॥
নখানু-জলেতে আন নাহিক করিবে ।
বর্ষাক্ত দেহেতে তথা পূজা না করিবে ॥
রাজারতক্ষণ অঙ্গকারে হরিস্পর্শ ।
বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্পণ ॥
বাত বিনে শ্রীমন্দিরবার উন্মোচন ।
কুহুরদৃষ্ট তদনীরসামগ্রী অর্পণ ॥

পূজাকালে মৌনভঙ্গ অস্ত্রবাক্যব্যয় ।
 বিড়ম্ব্যভ্যাগ তৎকালীন না জরায় ॥
 গন্ধ-মালাদিক দান-পূর্বে ধূপদান ।
 অনহ পুষ্পেতে পূজা অদস্তধাবন ।
 শ্রীসক কুরিয়া দেহসংস্কারাদি বিনে ॥
 রক্তঃখলা শ্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্চনে ॥
 যুতকম্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয় ।
 রক্ত নীল মলিন অর্ধোত পরকীয় ॥
 বস্ত্র-পরিধানে পূজাদিক না করিবে ।
 পূজাকালে যুতকশরীর না হেরিবে ॥
 অধিক-উদ্বিগ্নকালে অর্চনকারণ ।
 পূজাকালে নহে আপন-মকুৎ-মোচন ॥
 ক্রোধ কর্যা আর শ্মশান হৈতে আগমন ।
 কুমুদ পিণাক যুক করিয়া ভোজন ॥
 তৈলাভ্যঙ্গ শব্দেতে অর্চনকারণ ।
 হরির স্পর্শ হরির কর্ণ পাতক বহন ॥
 বানে চড়ি কিম্বা পদে পাড়কা সহিত ।
 গমন ভগবত-গৃহেইনা হয় উচিত ॥
 উৎসব অদর্শন অপ্রণাম তদগ্রত ।
 উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত ॥
 একহস্তে প্রণাম বামে রাধি প্রদক্ষিণ ।
 পাদ প্রসারণ অগ্রে পর্য্যক বন্ধন ॥
 শরন ভোজন মিথ্যা ভাষা উচ্চভাষা ।
 রোদনাদি অগ্রে যুক অন্যত্র যুবা ॥
 নিগ্রহাঙ্গুগ্রহ নরে জুরভাষণ ।
 কথলাবরণ পর নিম্নিত স্তবন ॥
 অঙ্গীলভাষণ অধোবায়ু বিমেষ ক্ষণ ।
 মুখ্যকাল ত্যজি শক্তে পূজাদিক গোণ ॥
 ভোজনপানাদি পর্ণ ঔষধসেবন ॥
 যৎকিঞ্চ অনিবেদিতমাত্রেতে ভক্ষণ ॥
 যে কালে যে ফল মূল-আদি অনর্পণ ।
 আযুক্তাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনাদিক প্রদান ॥
 পচাং করিয়া বৈসে অন্যের বদন ।
 তদগ্রেতে ইহা না করিব কদাচন ॥
 শুক্ল অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিব ।
 কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তি তত্ত্ব বিজ্ঞাপা করিব ॥
 নিজবশ কখন অন্যদেবতামিহন ।
 বাক্যশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন ॥

অথ নামাপরাধ ।

সেবা অপরাধ হয় নামেতে ভঙ্গন ।
 নামাপরাধেতে ক্রব নরকে গমন ॥
 তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে ।
 তবে কমা হৈতে পারে কতু কালক্রম

অপরাধ যথা ।

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান ।
 গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্যসমান ॥
 বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র-আগম-নিবন ।
 নামে অর্থবাদ আর কুব্যাখ্যাকরণ ॥
 নামবলে পাপকর্মে করয়ে প্রবৃত্তি ।
 নাম ন্যূন জ্ঞানে অন্যশুভকর্মে মতি ॥
 অশ্রদ্ধালু জনে করে নাম উপদেশ ।
 নামের মাংসাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস ॥
 বৈষ্ণবের নিন্দা-আদি কিঞ্চিৎ-করণ ।
 নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ ॥
 নামে ভগবানে হয় একই সমান ।
 তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফলদান ॥
 এই দশ নাম-অপরাধের কারণ ।
 নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেমধন ॥
 অতএব অপরাধে হও সাবধান ।
 হরির নামেতে শীঘ্র লহগা শরণ ॥
 নাম মন্ত্রে অতএব জানিয়া জপ তাই ।
 কলিকালে বিশেষতঃ আর গতি নাই ॥
 “কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব” যে ইত্যাদি করিয়া ।
 অনেক প্রমাণ হয় অগত ভরিয়া ॥
 কৃষ্ণনামের মাত্র এই গতি এক হয় ।
 নাম বিণা আর কিছু নাহিক উপায় ॥

অথ চৌষটি অঙ্গ ভক্তি ।

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন ।
 সঙ্কল্পবিজ্ঞান শিখা সৎমার্গে গমন ॥
 কৃষ্ণপ্রীতে ভোগভ্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
 দেহরক্ষাভ্যাগ ত্যাগ অন্য অভিলাষ ॥
 একাদশী ব্রত ধাত্রী অখণ্ড-সেবন ।
 বিপ্র-গো-দৈবকব অপরাধ বর্জন ॥

অবৈক্যং সৰ্বং জ্ঞানং বহুশিষ্য ভাগ ।
 বহুশিষ্য ব্যাধি হানিভেদে বিরাগ ॥
 অস্ত্রশিষ্য অনাশ্রিত্য নিন্দা না করিব ।
 শোক মোহ-ক্রোধাদির বশ না হইব ॥
 বিষ্ণু বৈক্য-ভক্ত নিন্দা না শুনিব ।
 গ্রাম্য কথা প্রাণীমাত্র উদ্বেগ না দিব ॥
 শ্রবণ কীৰ্ত্তন পূজা শ্রবণ বন্দন ।
 পরিচর্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
 নৃত্যগীত দণ্ডবৎ নতি অভ্যুত্থান ।
 অমৃতভাষা ভগবানের গৃহেতে গমন ॥
 পরিজ্ঞান স্তবপাঠ অঙ্গ সংকীৰ্ত্তন ।
 ধূপ মালা পদ্ম অ'দি প্রসাদ সেবন ॥
 আরাট্রিক মহে'ৎসব শ্রীমূৰ্ত্তি দর্শন ।
 প্রিয়বস্ত্রদান ধ্যান তদীয় সেবন ॥
 তদীয় যে যে চাহি হয়ে প্রেষ্ঠ তক্তি অঙ্গ ।
 তুলসী-সেবন-আদি বৈক্য-সেবা-সঙ্গ ॥
 মধুরায়ণে বাস শ্রীমদ্ভাগবত ।
 শ্রবণ কর্তব্য সহ সজাতীয় সত ॥

রসায়নসিদ্ধি—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাখ্যাদৌ রসিতৈঃ সহ ।
 সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাষ্টৌ সঙ্গঃ স্বভো ববে ॥

রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আখ্যান
 হইবে এবং সমবাসনাপরায়ণ, আপনা অপেক্ষা প্রধান,
 সমুত্তম সাধুসঙ্গ ভজনের অঙ্গ ।

কৃষ্ণার্থে অধিলেষ্ঠা তৎকৃপাবলোকন ।
 জন্মযাত্রামহোৎসব একান্ত শরণ ॥
 কান্তিকেরত্নত দৃঢ়নিয়ম কর্তব্য ।
 যত্নে কহিল সারাংশের হয় সৰ্ব্ব ॥
 তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাঁচ অঙ্গে !
 কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যার অতি-অঙ্গ সঙ্গ ॥
 সাধুসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত-আখ্যান ।
 মধুরায়ণে বাস নামসংকীৰ্ত্তন ॥
 শ্রীমূৰ্ত্তিসেবন অঙ্গ-পিরীতি পূৰ্ব্বক ।
 পঞ্চ সহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্য-ভারক ।
 চৌষষ্টি অঙ্গের মধ্যে নব অঙ্গ প্রেষ্ঠ ।
 নব অঙ্গ আখ্যান অঙ্গিক সুমিষ্ট ॥

বধা—

শ্রবণ কীৰ্ত্তনং বিকোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।
 অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাত্মনিবেদনম্ ॥
 ইতি পুংসার্পিতা বিকো ভক্তিশ্চৈককণিকা ।
 ক্রিয়েত ভাগবত্যাঙ্গা তদ্ব্যক্তেহদীতমুত্তমম্ ॥

বিষ্ণুর নাম-শ্রবণ-শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, শ্রবণ, তদীয় পাদ-
 সেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য ও আত্ম-
 নিবেদন,—এই নবলক্ষণা ভক্তি পুরুষ কর্তৃক যদি
 একমাত্র ভগবান্ হরিতে অর্পিত হয়, তাহাই উত্তম
 অমূল্যম্ ।

শ্রবণ কীৰ্ত্তন শ্রবণ পূজন বন্দন ।
 পরিচর্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
 আশ্রয় করিয়া এই নববিধা ভক্তি ।
 শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুক্তি ॥
 কৃষ্ণ বিনে গতি নাই এ তিন জগতে ।
 বেদবিধি সৰ্ব্বশাস্ত্র সাধুর সম্মতে ॥

শ্রীধরখামিপাণানাম্—

তপস্ত তাপৈঃ প্রপত্ত্ব পৰ্বতা-
 দটন্ত তীর্থানি পঠন্ত চাগমান্ ।
 বজন্ত বাগৈবিবদন্ত বাটৈ-
 হ'স্মিৎ বিনা নৈব যুতিং তরন্তি ॥

তপস্তাপ তাপেই সমস্ত হউন, গিরি হইতেই
 পতিত হউন, তীর্থাদিই পৰ্ব্বতের ককন, আগমাদিই
 অধারন করুন, যাগ-যজ্ঞেরই অমুষ্ঠান করুন । অথবা
 তর্কাত্মক বিবাদই করুন, শ্রীহরির সাহায্য ভিন্ন কেহ
 যত্নশূন্য হইতে জ্ঞান পাইতে পারেন না ।

নানা সিদ্ধি-ব্রহ্মাদি তাবৎ চমৎকার ।
 কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ জন্মে বৈশে যার ॥

মহাত্মনস্ত—

ব্রহ্মা সিদ্ধিব্রহ্মবিজয়িতা সত্যধর্মী সমাধি-
 ব্রহ্মানন্দো গুরুপিতৃ চমৎকারয়তোব তাবৎ ।
 যাবৎ প্রেমপাংমধুরি পু-বশী কার-সিদ্ধৌষধীনাং,
 গন্ধোৎপাতঃকরণশরণীপাহতাং ন প্রোচতি ॥

যাবৎ মধুরায়ণের বশীকরণে সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমে
 গন্ধ পর্যন্ত অন্তঃকরণগণের পণিক না হয়, তাবৎ
 সিদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসজ্জিত বা বিজয়িতা, সত্যধর্মীরাহ
 সমান এবং প্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ চমৎকৃত করিতে পারে ।

শ্রুণু সগর হরি রূপের অবধি ।
 লীলারসময় প্রেমানন্দ বসনিধি ॥
 তাঁহারে না ভজি আর কাহ'রে ভজিবে ।
 বাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইবে ॥
 প্রেমরত্নধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া ।
 কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ।
 এ হেন রতনধন তাহা তেরাগিয়া ।
 কাহারে ভজিয়া আর কি ধন লাগিয়া ॥
 ভজ ভজ কিশোরকিশোরী সুখময় ।
 ইহার অধিক আর কি ধন আছয় ॥
 প্রেমের সম্পূর্ণ ভরি রাখহ দৌহার ।
 ইহার অধিক ধন আর কি আছয় ॥
 দেহ গেহ জীবনের আশা তেরাগিয়া ।
 প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া ॥
 'দয়াল শ্রীকৃষ্ণ' একবার যেই কহে ।
 'প্রণমোহ্মি তব' কায় মন-বাক্যে সহে ॥
 তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে প্রতিজ্ঞা করিল ।
 বড়ই ভরসা নিজভক্তগণে দিল ॥

শ্রীরামায়ণে—

সকলদেব প্রণমো বস্তুবান্ধীতি চ বাচতে ।
 অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেত্যদ্ব্রতং মম ॥

“তোমারই হইলাম” বলিয়া আমার ঋণশোধ
 হইয়া যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমি নিরন্তর
 তাহাকে অভয় প্রদান করি ; ইহা আমার ব্রত ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—

দৈবী শ্রেয়া গুণময়ী মম মাতা হৃদয়য়া ।
 যামেব বে প্রণম্যন্তে সাক্ষাৎসেতাং তরন্তি তে ॥

আমার মাতা—দৈবী, গুণময়ী, হৃদয় ; যাহারা
 আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই মাতা হইতে
 উত্তীর্ণ হন ।

হৃদয়্য হৃদয় মাতা হৃদয়তরণ ।
 হরির অ'প্রমোদে করয়ে লজ্জন ॥
 এমন দয়াল জিজ্ঞাস্তে নাহি আন ।
 পুতনায়ে দিলা যেই মাতৃপতিদান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো বকো যং স্তনকালকূটং
 জিহ্বাসম্মানপারদপ্যাসাধী ।
 লেভে গতিং ধাক্ষ্যচিহ্নাং ততোহন্তং,
 কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেয ॥

‘অসাধী পুতনা কালকূটপূর্ণ স্তনপান করাইয়া
 যাহাকে বধ করিতে গিয়াও ধাক্কীঘোপা গতি লাভ
 করিয়াছিল, তিনি ব্যতীত এমন দয়ালু কে আছে—
 যাহার শরণ গ্রহণ করিব ?

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার ।
 নীচ-উচ্চ-জাতিভেদ না করে বিচার ॥
 যেই ভঞ্জে সেই পায় চণ্ডাল কি যবনে ।
 সর্বের অধিকারী তর শ্রীকৃষ্ণ হজনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—

কিরাতহৃণাকু পুলিন্দপুরুশা
 আভীরককা যবনা শকাদয়ঃ ।
 যেহন্যে চ পাপা যদগাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
 শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥

কিরাত, হণ, অকু, পুলিন্দ পুরুশ, আভীর, কক
 যবন ও শকাদি জাতিগণ ও অপরাধর পাপিগণ
 যাহাকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধিলাভ করে, সেই
 প্রভাবিত বিষ্ণুকে নমস্কার ॥

নীরব হইয়া রাজা তনিতে তনিতে ।
 নদানে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে ॥
 গদগদভাবে বৈষ্ণব পদ ধরি ।
 গোটাইয়া কান্দে রাজা সুকারি সুকারি ॥
 বৈষ্ণব হৃদয়ে লজ্জা আলিঙ্গন করি ।
 দৌড়ে গলাগলি কান্দে সঙরি সঙরি ॥
 তবে রাজা সংবরণ করিয়া বৈষ্ণবে ।
 করযোড়ে করে জুতি গদগদভাবে ॥
 বুঝিলাম আমার উদ্ধারহেতু হরি ।
 তোমা পাঠাইলা ভবগাগরের তরী ॥
 আমি মূঢ় না ভজিয়া কবিতু উপেক্ষা ।
 তুমি দয়াময় না ছাড়িষ্ঠা কৈলে রক্ষা ॥
 সাধুর অস্তাব হই দয়ালু হৃদয় ।
 দীনহীন জনপ্রতি সদাই সদয় ॥
 অপরাধ যত সব কম মহাশয় ।
 এবে মোর গতি তাঁর করহ উপায় ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণ মূঞি আশ্রয় করিব ।
 একান্ত করিহু পণ এবে না তুলিব ॥
 বৈকুণ্ঠ কহেন তব পরম উপায় ।
 কহি তবে শুন যাথে সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 শ্রীপাট মালিহাটী শ্রীমান্ আচার্য্য সন্তান ॥
 তাঁ-সবার পদাশ্রয় পরমকল্যাণ ॥
 সৎ-সম্প্রদায় নিত্যসিদ্ধ তেঁই সব হন ।
 আবির্ভাব মাত্র লোকনিস্তার কারণ ॥
 শ্রীচৈতন্যে ॥ নিত্যপারিষদ ঐহো সব ।
 আশ্রয় করিলে সব হবে অমৃতব ॥
 গুরুপদ আশ্রয় কর্তব্য সম্প্রদায় ।
 সম্প্রদায়বিহীন দীক্ষা নিফলতা হয় ॥
 শ্রীমাদ্বী কৃষ্ণ সনক হয় চারি বৃন্দ ॥
 বৈকুণ্ঠসম্প্রদায় কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তিবহ ॥

পাশ্বে—

কলৌ ধনু ভবিষ্যন্তি চন্দ্রাঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
 কলিযুগে নিশ্চিত চারিটি ধর্মসম্প্রদায় হইবে ।

অন্যত্র—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্ৰান্তে নিফল মতাঃ ॥
 সম্প্রদায়শূন্য যে মন্ত্ৰ, তাহা বিফল ।
 ভক্তি অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী-বিনে ।
 সম্প্রদায়ী বিনে যত দেখে তুবনে ॥
 কৃষ্ণনিষ্ঠ কেহ নহে ব্যভিচারী হয় ।
 কর্ম জ্ঞান বিনে ভক্তিমর্ম না বুঝে ॥
 অন্য উপাসক স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে ।
 বিপর্যয় হয় সেই সংসার না তরে ॥

পাশ্বে তথা মারদপকরায়ে হরিভক্তিবিনাসোক্তনু—
 বৈকুণ্ঠোপদিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ॥

বৈকুণ্ঠের উপদিষ্ট মন্ত্ৰদ্বারা নরকগামী হইতে
 হয় ।

সম্প্রদায় সর্বত্র পূর্বাণর যে প্রসিদ্ধ ।
 যোগে জ্ঞান ভক্তিমূর্ত্তে সাধুশাস্ত্রে সিদ্ধ ॥
 প্রতিপ্রবর্তক ভাগবতপ্রবর্তক ।
 ব্যতিপ্রবর্তক হরিভক্তির সাধক ॥
 ইত্যাদি করিয়া সর্বযত্নের সম্প্রদায় ।
 সর্বত্র প্রকট হয় স্বস্বসিদ্ধিপ্রদ ॥
 শ্রীধরগোবিন্দী ভাগবতের চীকার ।
 সম্প্রদায় অমুরোধ করিয়া সিদ্ধি ॥

সম্প্রদায়রকাহেতু আচার্য্যে প্রতী ।
 স্থানে স্থানে হয়ে শিষ্যকরণের বিধি ॥
 শ্রীমান্ মাধবাচার্য্য আমো ভাবো স্থান স্থানে ।
 সম্প্রদায়-অমুরোধ করিয়া বাধানে ॥
 অল্পপরে কা কথা যে ব্রাহ্মণভোজন ।
 সম্প্রদায়ী বিগ্রে করাইব যে বিধান ॥
 অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায় ।
 দীক্ষা আদি করিব শ্রীভক্তির বিধি হয় ॥
 বাতায় হইলে সেই কাজে না কুলায় ।
 পরিশ্রমমাত্র হিতে বিপরীত হয় ॥
 মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে ।
 ঠাকুর ছিনিয়া গৈলা অসম্প্রদায়-স্থানে ॥
 এ সকল বিবরণ বিশেষ-বস্তার ।
 মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার ॥
 জয়সিংহ রাজার সংগ্রহগ্রন্থ শূর ।
 জয়সিংহ নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর ॥
 প্রাচীন আর গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধাস্তনীপকা ।
 দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর করকা ॥
 বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন ।
 আশ্রয় করিলা শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান ॥
 রাধাকৃষ্ণ মন্ত্ৰরত্ন পাইয়া রাজার ।
 মন ডুবি গেল হৈল ভক্তি চমৎকার ॥
 যে চরণস্পর্শে হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য ।
 কত কত মৃত্ত যাথে হৈল মূর্নিবর্ত্য ॥
 অচিরাতে হৈল রাজা মহাভাগবত ।
 গোবিন্দবিগ্রহসেবা কৈল নিজমাথ ॥
 এতেক যে রাজকর্ম তথাচ যে মতি ।
 এক তিল ঐচরণে নাহিক বিরতি ॥

যথা—

ধীরো ন মুহুতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ,
 পুথ্যাপুথ্যবিষয়েক্ষণতৎপরোহপি ।
 সঙ্গীতবাদ্যলয়তালবশং-গতাপি,
 মৌলিন্দুস্তপরিরক্ষণধীন-টীব ॥

মুকুন্দনিবিষ্টচেতা ধীর ব্যক্তি, পুথ্যাপুথ্য বিষয়-
 কার্য-পরিদর্শনে নিরন্ত থাকিবার মোহ প্রাপ্ত হন
 না । যেমন নর্ত্তকী সঙ্গীত বাজলয়তালবশে নিমুক্ত
 থাকিয়াও মন্তকহু কুস্তপরিরক্ষণে মতি হিয় রাখিয়া
 থাকে ।

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবেক্ষক হন ।
রাজা অবেক্ষক আর অনর্থকারণ ॥
সে দেশ পায়ণী হয় দানবসমান ।
কৃষ্ণভক্তি নাহি রয় বাহাতে কল্যাণ ॥
যে দেশে বৈক্ষক রাজা প্রজার সৌভাগ্য ।
নতুবা পায়ণী হয় পাইয়া কুমারগ ॥

পাণ্ডে—

যজ্ঞাজ্যে ন নৃপঃ কাঞ্চোঁ বিধান বিপ্রস্তথৈব চ ।
তত্র পায়ণীনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে রাজ্যে রাজা কৃষ্ণভক্ত এবং ব্রাহ্মণ বিধান
না হন, সে রাজ্যে লোক পায়ণী হয় সন্দেহ নাই ।

যদ্যে দেশে বৈক্ষকো রাজা শাস্ত্রভূতস্বরস্তথা ।
স দেশঃ পরমশ্রীয়াঃ প্রজাশ্চ সুখিনোত্তমাঃ ॥

যে দেশে নৃপতি বিষ্ণুভক্ত হন এবং দেবতা শাস্ত্র-
ভূত সেই দেশ পরম শ্রীয়া এবং তত্রত্য প্রজাবৃন্দ
পরম সুখী ।

কতক দিবস পরে বৃন্দাবন গেলা ।
সর্ববৈক্ষকের সেবা সম্মান করিলা ॥
অরপুরে গোবিন্দের পোষাক যে দিলা ।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা ॥
অতাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশ অতিশয় ।
• ঘোষণে সকল লোক বাণবৃন্দচর ॥
পরে ব্রহ্মভূমে দয়া করিলেন তাঁরে ।
সকল হইল শুভ আশাতরুবারে ॥
তীহার চরণযুগে করি এই আশ ।
কৃষ্ণদাসের ইথে যেন না হয়ে নৈরাশ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীরাজা-রবীন্দ্রনারায়ণ-
চরিত্রবর্ণনং নাম অষ্টাদশ-মালা ॥১৮॥

উনবিংশ মালা ।

— * —

শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-আদিগুণবর্ণন ।

কর শ্রীচৈতন্যহরি কর নিত্যানন্দ ।
কুমারৈতচন্দ্র কর গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কর রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর ।

বুধুরি নিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ ।
শাস্ত্রজ্ঞ প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাজ ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু নিজগৃহের সম্মুখে ।
হুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথাসুখে ॥
বৃন্দতলাতে বসি আছেন ঠাকুর ।
বিতা করি রামচন্দ্র যান নিজপুর ॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে ।
শিবিকা রাখিলা সেই বৃন্দের তলাতে ॥
বহু লোকজন নানা বাস্তবক যত ।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সহিত ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গউরবরণ ।
সুদৃষ্ট সৌন্দর্য্য বধা জিনিঞা মদন ॥
প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকারে বসি ।
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি ॥
এই যে পুরুষ হেনে সৌন্দর্য্য যে হয় ।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সে শোভয় ॥
পুন কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর ।
হা হা কি আশ্চর্য্য এই তব সারাপুর ॥
যে জীর সজ হয় নরক-দুয়ার ।
সে জীর লাগি লোক করে হাহাকার ॥
মহামহোৎসব করি মজল আচরে ।
শুদ্ধ অমজলে মজলাচরণ করে ॥
দ্রীসকে মহামত্ত আসক্ত হইয়া ।
কৃষ্ণ না তজিয়া বুলে সংসার ত্রিবিয়া ॥
একেলা আছিল পুন হুইজন হৈল ।
সন্তান অগ্নিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥

ভরণপোষণহেতু নানা ব্যবসার ।
 নানাহুঃখে কিরিতা তাহাতে কাল যায় ।
 কতু অপমান কতু রাজদণ্ড হয় ॥
 সুখের লাগিতা ফিরে হুঃখে কাল যায় ।
 ধনলোভে নানাপাপ সঞ্চয় করিয়া ।
 সংসার ভ্রমরে আর নরক ভুঞ্জিয়া ।
 এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ ।
 অর্থব্যয় করি কিনে মারার কলহ ॥
 গলে ফাঁসি দিল মায়ী তাহা না বুঝিয়া ।
 মজলাচরণ করে কোতুক করিয়া ॥
 অমঙ্গলে শুভক্ষান সদাই করিয়া ।
 উৎসাহ করয়ে জীব কৃতার্থ মানিয়া ॥
 কত্মা সস্ত্রদানকালে বরণ অঙ্গুরী ।
 অঙ্গুরীতে পরাইয়া দেয় কর ধরি ॥
 অঙ্গুরী সে নহে মারী অধিকার ছাড়ি ।
 যার পাছে দিল তার হাতে হাতকড়ি ॥
 বর-কত্মা করে দৌছে মাণ্য যে বদল ।
 মাণ্য সেই নহে গলে দিল দৃঢ় জেল ॥
 শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র আবরণ ।
 শুভ নহে সেই হয়ে পিশাচী ঈশ্বর ॥
 হস্তে হস্ত সঁপে সেই মায়ী অধিকারী ।
 স্বাক্ষসী মহামল দিল নিজ অঙ্গুরী ॥
 মায়ী নিজ অধিকার কারয়া জীবেরে ।
 নানা বাস্তোস্তম করি মঙ্গল আচরে ॥
 শিবিকার বসি রামচন্দ্র সব শুনি ।
 যুগার ধিকার করে আপনা আপনি ॥
 পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল ।
 ঘরে গেলা কিন্তু মনে উৎসাহ না হৈল ॥
 দুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া ।
 প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া ॥
 কান্দিয়া শ্রীআচার্য্য যে প্রভুর চরণে ।
 পড়িয়া কহেন কিছু কাতর বচবে ॥
 প্রভু মোরে কৃপা কর লইছ শরণ ।
 বিষয়-কুসঙ্গে মোর জড়িও জীবন ॥
 অধম চরিত্তি মো হুঃখীল পাপাচার ।
 আমারে করহ দয়া ঘৃচুক সংসার ॥
 এতেক কাকুতি তবে শুনি দয়াময় ।
 দয়া উপজিল তুলি লইল হৃদয় ॥
 প্রভু কহে চিন্তা নাহি কৃষ্ণ কৃপাময় ।
 অবস্ত করিব দয়া নাহিক সংশয় ॥

তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিত ।
 পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে ॥
 শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিল ।
 রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈল ॥
 তুই বৈরা প্রভু মনে করিয়া বিচার ।
 যোগ্যপাত্র বটে তত্ত্বিশাস্ত্র পটাবল ॥
 এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া ।
 রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দিল শক্তি সকারিয়া ॥
 তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয় ।
 ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহানু আশয় ॥
 প্রভু অতি শ্রীতি কৈলী নিজ আশ্রয় ॥
 রামচন্দ্র জানে বেন রতন অমূল্য ॥
 গুরুভক্ত এমন ভগতে নাহি কোথা ।
 পরম আশ্রয় তার শুন এক কথা ॥
 একদিন প্রভু রাজ্যে কৃষ্ণকথা-বলে ।
 আজিনার ফিরিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে ॥
 এক বে খড়ের বড় আছে আজিনায় ।
 প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয় ॥
 খড়-বড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন ।
 প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সর্পই দেখেন ॥
 কহে বটে বটে প্রভু বড় সর্প হয় ।
 পুন প্রভু কহে নাহি খড়-বড় হয় ॥
 সর্প ঘুঁচ পুন রামচন্দ্র দেখে বড় ।
 অর্জুন যেমন পক্ষিচক্রে মারে শর ॥
 আর এক কহি শুন অপূর্ব কথনে ।
 শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন যেমনে ॥
 একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ-মননে ।
 দেখে জলকেলি কৃষ্ণ করেন গোপীমনে ॥
 আপনি নিত্য নিজ গোপীদেহে বেলি ।
 আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি ॥
 হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল ।
 খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল ॥
 আর আর সখীগণে খুঁজিয়া না পাইলা ।
 প্রভু তবে খুঁজিবারে যমুনা নামিলা ॥
 খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্ত রাজি গেলা ।
 বাহু নাহি একাসনে বসিয়া রহিলা ॥
 শ্রীমতী-গৌরাঙ্গপ্রিয়া-ঠাকুরাণী-আদি ।
 কান্দিয়া আকুল চক্রে বহে জলনদী ॥
 ভক্তবৃন্দ শতেক বীরহাযীর রাজন ।
 ব্যস্তমস্ত সব করয়ে জলন ॥

সাত দিন রাতি ধ্যানভঙ্গ না হইলা ।
 সতে কহে প্রভু বুঝি লীলা সংঘরিলা ॥
 কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সব-স্থানে ।
 প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাগ জানে ॥
 অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ ।
 শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ ॥
 এইকালে রামচন্দ্র আসি উপনীত ।
 তাঁহারে দেখিয়া সবে হৈলা হরষিত ॥
 তেঁহ কহে বাস্তব সবে হেতু কি ইহার ।
 সবে কহে প্রভুর আন্তর্য ব্যবহার ॥
 রামচন্দ্র অষ্টাদ করিয়া প্রভুপদে ।
 বুঝিয়া যে অন্তর্বৃত্তি ভাসরে আনন্দে ॥
 প্রভু নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া ।
 ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া ॥
 দেখেন যে প্রভু ত'ব বসুনার জলে ।
 শ্রীমণীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে ॥
 আপনিহ নিজ সিদ্ধদেহ আরোপিয়া ।
 প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া ॥
 খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্রতলে ।
 পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয় যে কুণ্ডলে ॥
 ছই সখী কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে ।
 পরাইলা গিয়া শ্রীমণীর গণ্ডায়ে ॥
 এসময় হইয়া প্যারি তাবুলচর্কিত ।
 দৌহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত ॥
 চর্কিত তাবুল সেই দৌহে হস্তে করি ॥
 এ দেহেতে ক্ষুর্ত্তি হৈলে চমৎকারী ॥
 বাহু হৈল দৌহাকার তাবুলসহিত ।
 চারিদিকে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত ॥
 তাবুলের সৌরভেতে আমোদ করিল ।
 সকলেই প্রেমানন্দে মুচ্ছিত হইল ॥
 তাবুল বাটিয়া সত্যাকারে প্রভু দিল ।
 প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল ॥
 ত্রিভুগতে পরমহর্ষত যে অমৃত ।
 যে অমৃত লাগিয়া ব্রহ্মা আদি ধরে ব্রত ॥
 শ্রীআচার্য্য প্রভুর শুভ চরণ-আশ্রয় ।
 অনাগ্রাসে হৈল সত্যাকার শুভোদয় ॥
 অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ।
 আচার্য্য প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজ-রাজ ॥
 রামচন্দ্র-কবিরাজ-ঠাকুরের উক্তি ।
 অপূর্ণ শুভ এক সুসিদ্ধান্ত মুক্তি ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গামানে যান ।
 যান-পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন ॥
 একত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে ।
 যান করি শিবপূজা করে বসি তটে ॥
 কবিরাজে কাঁহারো কচেন কোথমনে ।
 পূজা কর শিবপূজা না'হ কর কেনে ॥
 কবিরাজ কচেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর ।
 কাহারে না পূজি এই হয় সদাচার ॥
 অনন্তভাবেতে কৃষ্ণ ভজিতে উচিত ।
 গীতা ভাগবতে ইহা আছরে বিদিত ॥
 তথাচ ব্রাহ্মণগণ বন্দ্য না বুঝিয়া ।
 কষ্টভাবে কহে পুন হাত চালাইয়া ॥
 তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে ।
 শিব-আরাধনা নাহি করি সেব করে ॥
 মহাতম-স্বভাব ব্রাহ্মণগণে ছেরি ।
 কবিরাজ কহে কিছু বোড়হাত করি ॥
 মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি ।
 আমি মূর্খ শত্রু কিছু বিচারিতে নারি ॥
 বাতাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিহু ।
 উপাস্ত শ্রীকৃষ্ণ জান শরণ লইহু ॥
 এতক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈলা ।
 ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মউন হইলা ॥

শ্লোক—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোহপি শৈবঃ স্বয়ম্ ।
 তথা সমতরাস্ত বা বিধিহরাদি মূর্ত্তিভয়ম্ ॥
 বিলোক্য ভববেধমোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্ৰমম্ ।
 প্রথম্য শিরসা হি তৌ বরহুপেন্দ্রদাস্তং শ্রিতাঃ ॥
 প্রহ্লাদ-ঐব-রাবণামুজ-বলি-বাসাস্তরীযাদয়-
 স্তে বৈবিকুপরাগণা বিধিতবঃপ্রোষ্ঠা জগদ্বন্দ্বিতাঃ ।
 যেহস্তে রাবণ বাণ পৌণ্ড্র-ক-বৃকাঃ
 ক্রৌঞ্চাক্রকাত্তা অমৌ, বহুভা
 ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেন্তস্মাজগদৈরিণঃ ॥

শিবই বৈষ্ণব হউন আর বিষ্ণুই শৈব হউন, কিংবা
 বিধি, বিষ্ণু, শিব তিনটি মূর্ত্তিই এক হউন, আমরা
 শিব এবং ব্রহ্মাকে নত মস্তকে নমস্কার করিয়া এবং
 উর্হাদের ভক্তগণের মধ্যে ক্রম দেখিয়া বিষ্ণুরই দাগ
 আশ্রয় করিলাম । প্রহ্লাদ, ঐব, রামামুজ, বলি, বাস
 এবং অদ্বৈত প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুভক্ত সন্তরাং
 অগরাপর সকল দেবতারই শ্রীতিপাত্ত এবং জগতের

অঙ্গরূপে অর্চিত হইয়াছেন ; কিন্তু র'বণ, বাণ,
কুক, বুক, ক্রোক এবং অন্ধকাশি, ব্রহ্মাণ্ড শিবের
ভক্ত হইলেও তাঁহাদেরই প্রিয় ছিলেন না ; সুতরাং
শ্রীকৃষ্ণেরও প্রীতিপাত্র নহেন । তজ্জন্ত তাঁহারা নিখিল
অপত্যের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছিলেন ।

শ্লোক'র্থ ।

শিব বিষ্ণু ভক্ত কিংবা বিষ্ণু শৈব হন ।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান ॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ইহা সত্যকার ।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিষু নিচায় ॥
বিষ্ণু ভক্তনীর বলি লইষু শরণ ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ ॥
হরির ভক্তত প্রব ব্যাস বিভীষণ ।
প্রহ্লাদাশ্বমেরীষ বলি আদি বহু জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সত্য'ক'র প্রিয়তম ।
সর্বদেবতার মাত্ত প্রীতমাণ সম ॥
সর্বগুণাগর সর্বজনহিতকারি ।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসংগরের তরী ॥
ব্রহ্মা শিব ভক্ত বাণ রাবণ পোণ্ডুক ।
বুক'স্বর আদি করি নরক ক্রোকক ॥
কেহ বুদ্ধ চহে নিজ ইষ্টদেব সনে ।
কেহ নিজবল হইতে তুচ্ছ করি ম'নে ॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভজ্য করিয়ায়ে ।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্টদেবতারে ॥
কেহ ত কৈলাস প্রভু হইতে চাহিল ।

* ইহা অনোচিত বাক্য গোষ্ঠীকে কহিল ॥
কি আশ্চর্য্য বার ভক্ত তার নহে প্রিয় ।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীর ॥
অপত্যের বৈরী সর্বজনবিস্বকারী ।
ইহা দেখি অ'শ্রয় করিষু দুই হরি ॥
অন্তএব হরি বিনে না দেখি উপায় ।
সুখতি যে দূরে থাক তম নাহি ব্যয় ॥
হরির ভক্তত যুক্তি পর্য্যন্ত না চ'হে ।
কেবল প্রভুর প্রেমানেন্দে ভাসি রহে ॥

শ্রীমন্তাগবতে—

আত্মারাম্যন্ত দুঃখো নিগ্রহা অপ্যক্রমে ।
কুর্নভ্যহৈতুকীং তত্ত্বনিখলুতত্ত্বণো হরিঃ ॥
নিরুৎসাহ, বিধি-নিষেধাতীত, আত্মারাম দুনিবুল

শ্রীহরির এই প্রকার গুণ দেখিয়া তাঁহাঁক অহৈতুকী
ভক্তি করেন ।

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর ।
রসিক ভক্তত বাহা-সম নাহি আর ॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্ম ছন্দয়ে ধরিয়া ।
বড় আশা কৃষ্ণদাস আছয়ে করিয়া ॥

শ্রীজগন্নাথ মাধবদাস ।

* জগন্নাথ মাধব দাস কৃষ্ণ-অম্বুজাগে ।
অর্থ দারা পুত্র গৃহ সকলি তোরাগে ॥
নীলাগরিধামে সিদ্ধতীরে বাস কৈল ।
এক ভ হইয়া সুখবাহা তেরাগিল ॥
ভিকা নাহি করে অবাচকবৃত্তি কৈল ।
তিনদিন উপবাসে অমনি রহিল ॥
দয় লু শ্রীংগর থ উৎকর্ষা হইয়া ।
লক্ষ্মীরে প'ঠ'ন প্রভু যতন করিয়া ॥
রাত্রে শরনের কালে সে'প'র খালীতে ।
নিজ নি লাগয়ে ভোগ আছে নিয়মিতে ॥
সেই অন্নখালী হাতে ত্রৈলোক্যসুন্দরী ।
গেলেন লইয়া ম ধবদাসের কোঠরি ॥
কলমল অঙ্গে নানা মণি-অন্তরণ ।
কম্বুম্ পদ্ম তাহে কর্ণরসায়ন ॥
বিছাতের তার সাধু দেখি চমকিত ।
খালী রাখি ঠাকুরানী হৈলা অন্তহিত ॥
অপেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল মন ।
বুঝিলাম ইহ জগন্নাথের করণ ॥
বর্ণখালী প্রণাম শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরানী ॥
আনিলেন রূপা করি উপবাসী জানি ॥
তা'বাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া ।
খালীখানি বাহিরেতে রাখিলা ধুইয়া ॥
হোথা প্রাতঃকালে বর্ণখালি না পাইয়া ।
পাণ্ডাপণ চতুর্দিকে না পার খুঁজিয়া ॥
পরস্পর চোর বলি কলহ করিয়া ।
মাধবদাসের হানে পাইল বাইয়া ।
এই চোর কেবতে আনিল চুরি করি ।
ইহা কহি বাকি আনে বেজাবাত করি ॥
সাধু চুপ করি রহে কিছু না কহয় ।
বতেক নিগ্রহ প্রভু পিঠ পাতি লয় ॥

আদেশ করিয়া প্রভু সেবকগণেরে ।
 উহারে যে মারিল সে লাগিল আমারে ॥ ৭
 মোর পিঠ ফুলিয়া রহিল বেজাঘাতে ।
 খালী পাঠাইলু যুগ্ম অঙ্গের সহিতে ॥
 পূর্বাঙ্গের বৃত্তান্ত কহিলা জগন্নাথ ।
 তুনি হাহাকার করি শিরে হানে হাত ॥
 হেন প্রিয়পাত্রে বত নিগ্রহ করিলু ।
 জগন্নাথ বাজিল যে ইহা না জানিলু ॥
 পরিহার করিল অনেক সাধু-স্থানে ।
 নিন্দা আর স্তুতি তাঁর একুই সমানে ॥
 সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব ।
 প্রকাশ হইল কৈল লোকে অমৃতব ॥
 মাধবদাসের গীড়া হইল আশ্রয় ।
 বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয় ॥
 জল আনিবার শক্তি নাহিক শরীরে ।
 জগন্নাথ দেখি হুঃখ হইল অন্তরে ॥
 ছন্দরূপে জলপাত্র লইয়া আপনি ।
 জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমণি ॥
 মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি ।
 কালালের এত দয়া কিবা স্বার্থ মানি ॥
 তেঁহ কহে অস্ত্র নহে মুই জগন্নাথ ।
 হুঃখ দেখি আইলু তব ধোয়াইতে হাত ॥
 মাধব কহেন তব এ ত অনোচিত ।
 হেন কৰ্ম কেনে কর যাহাতে অনীত ।
 রত্নসিংহাসনে বৈস দেবনরে সেবে ।
 কত রাজা ঘারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে ॥
 আমি নীচ কালাল যে আমারে সেবিতে ।
 কেমনে আইলা নিজ জ্ঞান ধোয়াইতে ॥
 লোকে তুনি পরিহাস ইহাতে করিবে ।
 লক্ষীঠাকুরানী যে এখনি লজ্জা দিবে ॥
 জগন্নাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব ।
 তথাপি তোমার হুঃখ দেখিতে নারিব ॥
 সাধু কহে নিন্দা কেনে স্বীকার করহ ।
 পিড়াই আমার নহে ভাল করি দেহ ॥
 গীড়াশক্তি সাধুর যে তাৎপর্য্য নহে ।
 পাছে জগন্নাথে কেহ নিন্দাবাক্য কহে ॥
 এই তরে সাধুর প্রেমের রীত হয় ।
 শুদ্ধ মাধুর্য্য তাঁর নিকর ভাবায় ॥
 পুরীর ভিতরে একদিন মাধোদাস ।
 রাজিবোগে রহে শীতকাল মাঘমাস ॥

শীত লাগে বুঝিয়া মেহেতে জগন্নাথ ।
 অঙ্গ হৈতে উঠাইয়া দিলা সকলাত ॥
 প্রাতঃকালে দেখে সবে মাধবের গায় ।
 সকলাত বহুশ্রুত শ্রীঅঙ্গের হয় ॥
 বুঝিল সবাই জগন্নাথ পরাইল ।
 তরে পাণ্ডাগণ কেহ কিছু না কহিল ॥
 উঠিয়া দেখয়ে গারে অপূর্ব বসন ।
 টান মারি ফেলিয়া না কৈলা বস্ত্র-জ্ঞান ॥
 যদি বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন ।
 টান মারি ফেলি দিলা হইল কেমন ॥
 শুদ্ধমাধুর্য্য ভাব প্রেমাকারাকার ।
 হেন দশা বার সে বিচার কোথা তার ॥
 মাধোদাস-জগন্নাথে শুদ্ধ সখ্যভাব ।
 সমতা কোতুক সদা বাতে অমৃতাব ॥
 একদিন বড়ই কোতুক হৈল তন ।
 জগন্নাথ মাধোদাসে কহে পুনঃপুন ॥
 সত্যবাদী গোপালের বাগে চল বাই ।
 চুরি করি হুজনে কাঁটাল গিয়া খাই ॥
 মাধব কহেন ভাই আমি তো না যাব ।
 যাইতে হয় তুমি যাও মানা না করিব ॥
 স্বাভাবিক স্বভাব মাধব সাধুতম ॥
 উহারে আইসে বহু রকম সকম ॥
 মাধব একান্ত নাহি যাইতে চাহিলা ।
 চল চল বলি তাঁরে ধরি নিয়া গেলা ॥
 সলাপ মারিয়া দোহে বাগিচাতে গেলা ।
 বড় এক সুপক কাঁটাল নামাইলা ॥
 খাইবার উদ্ভোগ করিতে ছইজনে ।
 চোর আইল বাগানে জানিল মালিগণে ॥
 ধর ধর করি সবে ছুটিয়া চলিল ।
 হাহা তুনি জগন্নাথ আগে পলাইল ॥
 মাধব উদাররীত বসিয়া রহিলা ।
 তাঁরে গিয়া মালিগণ ধরিয়া বাজিলা ।
 মালিগণ তাঁহার মহিমা নাহি জানে ।
 কাঁটাল সহিত তাঁরে পাকড়িয়া আনে ॥
 তেঁহ কহে মুই চোর কতু নহি ভাই ।
 চোর যে তাঁহারে চল দেখাইয়া দেই ॥
 জগন্নাথ জোরাবরি আনিলা আমারে ।
 দেখাইয়া দেই চল বাজি আনি তাঁরে ॥
 সন্দেশে আনিয়া ঘোরে পঠতা করিয়া ।
 আপনি পলায়া গেল ঘোরে বাজাইয়া ॥

খুঁট শঠের কৰ্ম দেখে দেখি তাই ।
 আপনি হইল সাধু আমারে বান্ধাই ॥
 দেখাইয়া দিইঁচল আনহ বান্ধিয়া ।
 কাঁটালের দাম লহ তাঁহায়ে ধরিয়া ॥
 প্রীত না হয় যদি তবে দেখিয়া ।
 পলাইতে তাঁর বন্ধ রহিল পড়িয়া ॥
 কাঁটাঝোড়ে পীতাম্বর বসন পাইবৈ ।
 অগম্য চোর কি না প্রীত হইবে ॥
 মালিগণ কহে এ কি প্রলাপ কহয় ।
 চুরি করি চোর অগম্যথেরে দেখায় ॥
 প্রাতে পাণ্ডাগণ সবে আসিয়া দেখিয়া ।
 হাহাকার করি দিলা বন্ধন খুলিয়া ॥
 সাধুহানে পুনর্বার বৃত্তান্ত শুনিয়া ।
 চমকিত হৈলা সবে আশ্চর্য মানিয়া ॥
 শ্রীঅঙ্গের উত্তরীর বস্ত্র কিছু দূরে ।
 পড়ি গেল পলাইয়া যাইতে সঙ্করে ॥
 উঠাইয়া নিয়া আসি পুলক অনুরে ।
 অনেক কাঁঠাল নারিকেল ভারে ভারে ॥
 পাঠাইয়া দিল অগম্যথের নিকটে ।
 ভৎসনাৎ এ কোতুক গ্রামে গ্রামে রটে ॥
 ক্রোধাবিত হইয়া মাধব শীত্র গিয়া ।
 অগম্যথ কহে বহু ভৎসনা করিয়া ॥
 হীরা চোরা খুঁট খুঁট শঠ লম্পটিয়া ।
 কুই চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া ॥
 চোরা যে বৃত্তাব তোর আছে পূৰ্ব হৈতে ।
 ননীচোর বলি খ্যাতি আছরে অগতে ॥
 নীরীচোর মনচোর প্রসিদ্ধ যে হয় ।
 কাঁঠাল তরুর বলি আর হৈল তার ।
 হার হার কি সহজ স্মাধুৰ্য্য ভাব ।
 গাঢ়প্রেম যথা তথা এই মিষ্ট ভাব ॥
 গালি নহে সেই বেদভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ ।
 বেদভক্তি আপনারে মানয়ে কনিষ্ঠ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

“প্রিয়া যদি মন করি করয়ে ভৎসন ।
 বেদভক্তি হৈতে সেই হয়ে মোর মন ॥
 এতক ভৎসন শুনি হাসে অগম্যথ ।
 আনন্দে মগন হরি উলসিত পাত ॥
 কতক দ্বিগুণ পরে মনে কিছু হৈল ।
 বৃন্দাবন দরশনে উৎকর্ষা অশ্লিল ॥

শ্রীমান্ অগম্যথ-আজ্ঞা লইয়া চলিল ।
 পথে নিজনিবা এক গ্রীষ্ম গৃহে গেঁধা ॥
 ভকতিপূৰ্ব্বক নারী বহু সেবা কৈলা ।
 পরে তথা হইতে উঠি গমন করিল ॥
 অগম্যথ সুকুমার চলে সাধুসনে ।
 পাছে পাছে চলে সদা তেঁহ নাহি জানে ॥
 উঠিয়া যাওন কালে নারী তা দেখিলা ।
 অপূৰ্ব্ব বালক দেখি চমৎকার হৈলা ॥
 শুককে পুছরে আঁহা হেন সুকুমার ।
 কোথা হৈতে আনিলে এ ছাওয়ার কাহার ॥
 আঁহা মরি হেন রূপ হেন সুকুমার ।
 ইটাইয়া কেমনে আনিলে সমিভ্যার ॥
 মাধব শুনিয়া কিছু চমকিত হৈলা ।
 অন্তরে বুঝিয়া কিছু বাক্য না কহিলা ॥
 চলিয়া গেলেন পথে লয়ে কৃষ্ণনাম ।
 কতদিনে উত্তরিল বৃন্দাবন-ধাম ॥
 বৃন্দাবন-দরশনে ভাসে প্রেমানন্দে ।
 হাসে গায় নাচে সাধু ভূমে পড়ি কান্দে ॥
 সৰ্বলীলাস্থান মনমোহন গোবিন্দ ।
 দরশন করিয়া বাড়য়ে প্রেমানন্দ ॥
 শ্রীল-নিধুবনে শ্রীমান্ বক্‌বিহারী ।
 হেরিয়া মোহিত হৈল রূপের মাধুরী ॥
 বিরক্ত শ্রী-স্বামি-হরিদাস সেবা করে ।
 কত বা প্রণয় আর কত বা আদরে ॥
 হেরিয়া মাধবদাস চমকিত হৈলা ।
 প্রেমানন্দে মগ্ন সাধু নাচিতে লাগিলা ॥
 কতক নৃত্য গীত আদি তথা করি ।
 বমুনায় তীরে গেলা প্রেমাক্তি সংবারি ॥
 কিছুই না মিলে সাধু রহে উপবসী ।
 পরদিন বমুনায় তীরে আছে বসি ॥
 কতগুলি চনাভাজা কেহ আনি দিলা ।
 বক্‌বিহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা ॥
 এসাদ পাইয়া তাঁহা বসিয়া আছেন ।
 কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গান করিছেন ॥
 হোথা নিধুবনে বক্‌বিহারীর ভোগ ।
 স্বামী হরিদাস কৈল নানা উপযোগ ॥
 মিষ্টায় পকায় ব্যঞ্জনাদি কত ।
 দশদণ্ডমধ্যেতে প্রস্তুত হৈল বত ॥
 সম্মুখে বিহারীজীর ধরিলেন আনি ।
 ছায়ার স্তুতি দিলা যেমন নিতানি ॥

নির্মিত চই নগ্ন ভোজন করেন ।
 তবে ঘর খুলি গিয়া আচমনী দেন ॥
 ভোজন করিলেন পরে শ্রীহস্তপরশে ।
 পরিপূর্ণ হয় পুন সবাই দরশে ॥
 কিন্তু 'নতি ভোজনের হি কিছু থাকে ।
 আর কেহনা'ই বুঝে স্বামী মাত্র দেখে ॥
 সেদিন না দেখি তাহা মনে হৈল দিবা ।
 বড়ই উদ্ভিগ্ন চিত্তে জনমিল বাধা ॥
 করবোড় করিয়া বিহারীজীর আগে ।
 পুছেন শ্রীহরিনাম অতি অমুরাগে ॥
 কেনে আজি নাহি খণ্ডি কি বিষ হইল ।
 বিহারী কহেন মোর ক্ষুধা না জন্মিল ॥
 জগন্নাথী মাধোদাস যমুনার তীরে ।
 খাওয়াইলা চনাভাজা অপূর্ব আমারে ॥
 তাহাতে ভরিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ ।
 উদরস্পন্দন তাতে হইল বিশেষ ॥
 এত শুনি স্বামী তবে মুচকী হাসিলা ।
 বাহিরে আইলা আর কিছু না কহিলা ॥
 হরিষ বিষাদ মনে চুই উপ জল ।
 চনা খাইল বাল তাহে শিষ্য জন্মিল ॥
 হর্ষ হৈল দেখিতে কেমন ভক্ত সেই ।
 না খাওয়াইয়া ত'প্ত জন্মাইল যেই ॥
 অন্তরে আনন্দ হৈতে ক্রোধের স্তার ।
 চেলাগণে স্বামী তবে ডাকিয়া কহর ॥
 দীর্ঘসময়ে মাধববাস যে কে বটে ।
 ধ্যান করয়ে বসি যমুনার তটে ॥
 শীঘ্র আনহ তারে বিহারী কহিল ।
 চনা খাওয়াইয়া তেঁহ পেট কুণাইল ॥
 এত শুনি চেলাগণ খাইয়া চলর ।
 সাধুরে খাইয়া সবে ঘেরিয়া পুত্র ॥
 জগন্নাথী মাধোদাস কার নাম হয় ।
 তেঁহ কহে মাধোদাস মুই হয় হয় ॥
 চেলাগণ কহে তবে এখনি উঠহ ।
 আজ! শ্রীবিহারীজীর শীঘ্র চলহ ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত-হিরা ।
 পুলক হইল অঙ্গ চলিল খাইয়া ॥
 নিধুংস গিয়া হেরি মধুর মুরতি ।
 প্রেমানন্দসাগরে ভাসয়ে মহামতি ॥
 হরিদাস-স্বামী বহু সন্মান করিয়া ।
 বসাইলা সমুখেতে আনন্দিত হিরা ॥

অনিমিষে আপাদমস্তক নিরখর ।
 এই যে মহাত্ম্যাব ইহার জদর ॥
 কৃষ্ণ নিরন্তর বাস করয়ে নিত্য ॥
 কৃষ্ণ বশীভূত হন ইহার একান্ত ॥
 এতেক ভাবিয়া সাধু মুচকি হাসিলা ।
 কহেন শ্রীমাধোদাসে পেরে করিয়া ॥
 চনা খাওয়াইয়া তুমি পেট কুণাইলে ।
 মিষ্টার পকার কিছু খাইতে না দিলে ॥
 পীড়া জন্মাইলা দেহে উদগার উঠিছে ।
 অই দেখ মিষ্টান্নাদি পাড়িয়া রহিছে ॥
 সেই চনা-ভাজাতে কা না জানি কতেক ।
 আশ্বাদ আছিল বাতে বিপরীত এতেক ॥
 তোমার গুণেতে না অমৃত হইল ।
 এতেক মিষ্টান্ন দ্রব্য যেহেতু তেজিল ॥
 শুনিতে শুনিতে তবে শ্রীমাধোদাসে ।
 কাল ক্যা ক'র চাহে অভূত রসে ॥
 একবার নিরখয়ে শ্রীবিহারীজীর পানে ।
 আরবার 'নরখয়ে স্বামিজী'-বদনে ॥
 চনা-ভোগ দিন প্রাতে স্রবণ হইল ।
 সেই অনুসারে সাধু চি স্ততে লাগিল ॥
 বুঝলা যে সেই চনা খ ইয়া বিহারী ।
 প্রকল কারিয়া কহে হৈল পেট ভ'রী ॥
 শুনিয়া কাহিনী সাধু মুচ্ছ'গত রৈল ।
 আপনারে ধিকার যে করিতে লাগিল ॥
 ধিক্ ধিক্ মেরে চেন কমলবদনে ।
 চনা খাওয়াইলু কিছু দয়া নৈল মনে ॥
 দীর্ঘ-সর-ননী বেই মুখে না রে'চর ।
 সে বদনে চনা খাওয়াইতে কি কুর'র ॥
 দরদর ধরা বহি পড়ে ছনর'নে ।
 হরিদাস-ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে ॥
 এই যে মহাত্ম্য ক্রিহো বড় অধিকারী ।
 ইহার সমান নাহি দেখি জগ ভরি ॥
 পুলক হইয়া স্বামী আগমন করি ।
 দৌহে প্রেমানন্দে কান্দে দৌহে কণ্ঠ ধরি ॥
 তবে স্বামী তাঁরে রাখি দিন দুই তিন ।
 কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে রাজিদিন ॥
 শ্রীমান্ মাধবদাস তথা হৈতে গিয়া ।
 শ্রীমন্-ভাণ্ডীর রট দর্শন করিয়া ॥
 ভাণ্ডীরবনেতে এক উচ্চ টিলা হয় ।
 ভাণ্ডীর উপরে বরদারাদি আছর ॥

তথায় আছে এক ব্রহ্মচারী-শ্রমণ ।
 নিরুপদ স্বভাব নাহি জানে ত'জিনেশে ॥
 তপস গোপন স্বত শুভ চিনি আদি ।
 ঘর ভরা আছে যেমন রাখে মুদি ॥
 অতিথি বৈকবে এক রতি নাহি দেয় ।
 চাহিলে মারিতে খায় আপনি না খায় ॥
 দক্ষীর শিকলি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া ।
 উপর হইতে উঠার পুন টানিয়া ॥
 সেই টিপাতলে সাধু রহিল পড়িয়া ।
 কৃষ্ণনামপ্রেমরসে পূর্ণাক্ত হিয়া ॥
 উপর হইতে সেই ব্যক্তি ফুকারয় ।
 কে রে বেটা উঠিয়া বা না রহ এখায় ॥
 পুনঃপুন গালি যদি পাড়িতে লাগিল ।
 সর্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঝিল ॥
 সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর ।
 প্রতিজ্ঞা একান্ত যার পর-উপকার ॥
 মনেতে চিন্তিল এই মূঢ় অভাজন ।
 ইহার মঙ্গল কিছু করিব-শ্রবণ ॥
 এত ভাবি হঠাৎকার চড়িল উপরে ॥
 দেখে নানাসামগ্রী আছে ঘরে ঘরে ।
 তারে প্রীতবাক্যে সাধু বুঝাইতে চাহে ।
 নাহি শুনে তাহ গালি পাড়ি যাইতে কহে ॥
 দেখিলেন সাধু পাত্র নহে বুঝার ।
 বিচারিলা আর কিছু উপায় তাহার ॥
 টিলা হৈতে নামিলা চলিল মহাশয় ।
 বতক সামগ্রী তার ঘরেতে আছয় ॥
 কীড়ায় হইল সব ব্যাপে ঘরদার ।
 হেরিয়া কান্দয়ে সেই করিয়া ফুৎকার ॥
 বাইরা বাইরা গড়ে সাধুর চরণে ।
 মহাশয় ঘোর সর্বনাশ কৈলে কেনে ॥
 বাইতে আমার ঘরে কিছুই না পাইলে ।
 বুঝি সেই কে পে সব কীড়া পাড়াইলে ॥
 আইল কিরিয়া পুন ভাল করগিলে ।
 অর্ধেক তে'মারে দিব ক'হিছু নিশ্চরে ॥
 মহাশয় শুনি তাহা মুচকি হাসয় ।
 বিনয় করিয়া পুন তাহাকে কহয় ॥
 ভাল হবে তবে যদি শুন মোর কথা ।
 হেঁহ কহে অবশ্য বে নাহিক অতথা ॥
 সাধু কহে তুমি নিরুপদ-ব্রহ্মচারী ।
 নাহি তব পিতা-মাতা নাহি কতা-পুত্র ॥

সঙ্কর করহ তুমি কাহার লাগিয়া ।
 অতিথি বৈকবে কেনে না দেওবাটিয়া ॥
 বুখা কেন কালক্ষেপ বসিয়া কর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেনে নাহিক ভজহ ॥
 স'ংখ্যা আধ্যাত্মিক যোগ-আদি জ্ঞানইলা ।
 শ্রীকৃষ্ণভজন-পশ্চাতে কহিল ॥
 প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইয়া তত্ত্বিত্ব ।
 পশ্চাতে কহিল য'তে পরম মহত্ব ॥
 যত্নপি বৈরাগ্য ভক্তি-অঙ্গ নাহি হয় ।
 তথাপিহ ঈশ্বর উপযোগিতা সহ ॥
 যে হেতুক প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইলা ।
 পশ্চ'ৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে পলিলা ॥
 শুনিতে শুনিতে তার মন কিরি গেল ।
 সাধুসঙ্গ-কল্পবৃক্ষ তৎকালে কলিল ॥
 সেইকালে জন্মিল শ্রীকৃষ্ণ-অমুর'গ ।
 তদগতমানস হৈল সব করি তা গ ॥
 মহাজন যে কহিল ইহার প্রম'ণ ।
 তাহা কহি শুন ইথে কর অ'ধান ॥
 সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব'শাস্ত্রে কর ।
 লবা ম'ত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 তবে শ্রীমাধবদাস শ্রীকৃষ্ণাবন ।
 পুন চলে নীল'চলচক্রে'র চরণ ॥
 কতোক দূরেতে ত'র আছে এক শিষ্য ।
 কৃষ্ণপরাশর সেই পরমরহস্য ॥
 সেই প্র'মে গিয়া পরম্পরা লোকঘ'রে ।
 শুনিয়া তাহ'র বণ আনন্দ অন্তরে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-বৈকব সেবানন্দে কাল যার ।
 যাত্রে সব বৈকব গিয়া তথাই মিলয় ॥
 হরিসঙ্কীৰ্ত্তন নৃত্য গীত গ্রহণাঠে ।
 প্রতিদিন এইরূপ করি নিশি কাটে ॥
 এতক শুনিয়া সাধু তাহা দেখিবারে ।
 উৎসাহ হইল কিন্তু মনেতে বিচারে ॥
 প্রকাশ রূপেতে গেলে আমারে লইয়া ।
 উৎসব করিবে নানা সে সব ছাড়িয়া ॥
 অতএব যুই কোন ছরভাব করি ।
 বাইরা তাহার গৃহে সে আনন্দ হেরি ॥
 এতক চিন্তিয়া সাধু গেলা সন্ধ্যা অস্তে ।
 যে সময় সঙ্কীৰ্ত্তন করে সব সন্তে ॥
 কিছুদূর আদিবাসে বসি মহাশয় ।
 কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনরসে আনন্দে ভুজয় ॥

সে সব সুরঙ্গ দেখি লোভ জনমিল ।
 প্রতিদিন শুনিবার উপায় স্থজিল ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তন বিরামেতে বিশ্রামের কালে ।
 নিজ সেই শিষ্য-স্থানে গিয়া কিছু বলে ॥
 কাকাল হই যে মুই কেহ মোর নাই ।
 পেটের নিমিত্ত মাত্র কিরিয়া বেড়াই ॥
 আপনে যদ্যপি রাখ তবে থাকি হেথা ।
 কিছুই না চাহি মাত্র চাহি পেটভাতা ॥
 গুরু সেবার মোরে নিযুক্ত করহ ।
 অনুগ্রহ করি মোরে যদ্যপি রাখহ ॥
 তেঁহ বলে ভাল ভাল তবেত থাকহ ।
 কেবল যে পেটভাতে যদ্যপিহ রহ ॥
 তবে তারে গো-সেবার অন্য যে মহলে ।
 নিযুক্ত করিহা তবে রাখ কতৃহলে ॥
 মহা-অনুভব সিদ্ধ শ্রীমাধবদাস ।
 ছয়রূপে শিষ্যগৃহে করি অপ্রকাশ ॥
 রহিলেন ভক্তিরূপ দেখিবার আশে ।
 বাহা শুনি স ধুগণে হৃদয় উল্লসে ॥
 হা হা কিবা আর্জি তাঁর বলি হারি যাই ।
 না জানিয়া কৃষ্ণরস কেমনি বা সেই ॥
 তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমনি বা হয় ।
 বাহার সঙ্গুণেতে মজিলা মহাশয় ॥
 মো-সভার সে গুণের বিন্দু ন স্পর্শিল ।
 ধিকার এ দেহে কেন বিধি সিরঞ্জিল ॥
 হায় হায় ধিক্ ধিক্ ছিছি থুথু থুথু ।
 'আমা-হেন মহাপাতকীর মুখে শু ॥
 বরঞ্চ যে পশুজন্য আমা হৈত ভাল ।
 কে মোর পাবাণ দিয়া হিয়া নিরমিল ॥
 পশু যে অজ্ঞান কিন্তু অপরাধহীন ।
 কৃষ্ণনাম শুনি বস্ত্রশক্ত্যে হয় জ্ঞান ॥
 অপর ধী জানিয়া যে মো-হেন পশুরে ।
 প্রেমদান দূরে রহ সস'র না তারে ॥
 কিছু না বুঝিহু ভক্তি মর্ম না জানিহু ।
 হেন যে সুরার সিদ্ধ বণা না স্পর্শিহু ॥
 কেমন কঠিন করি কেমন বিখাতা ।
 নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা ॥
 ইহার উপায় নাহি দেখি ত্রিকুবনে ।
 এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে ॥
 তাঁহার অতরুপদ করিলাম সার ।
 তেঁহ বিনে নাহি দেখি এ দুঃখের পার ॥

তেঁহ কি করিবে দয়া হেরি মুই ছার ।
 যে করণ তাঁহার চরণে দিহু ভার ॥
 ভরসা করিহু তাঁর যে করে বিচার ।
 হইবে কপালে তবে যে থাকে আমার ॥
 তবে শ্রীমাধব দাস গো-সেবার ছলে ।
 একমাস রহি সেই কোতুক নেহালে ॥
 অ'র এক শিষ্য তথা আইল মাধবের ।
 দুই পরমার্গ ভাট মিলে বের বের ॥
 দুই তিন দিন সাধু রহি তাঁর ঘরে ।
 একদিন গেলা সাধু গোহাল-দুয়ারে ॥
 হেথৈ গিয়া এক বাক্তি মুদিত নয়ান ।
 দর দর ধারী চক্ষে করয়ে ধর'ন ॥
 কৃশাক মলিন যেন কাকালের প্রায় ।
 অন্ধকার গোহালেতে বসিয়া ধোয় ॥
 বিষয় হইয়া তথা পুছে কোন লোকে ।
 সে কহয়ে হেথার রাখ'ল মিনসা থাকে ॥
 মনে ভাবে রাখ'লের হেন কি চরিত্র ।
 বাহ নাহি প্রেম-জলে পুরিত হ'নেত্র ॥
 ঘনাইয়া ধীরে ধীরে নিকট বাইরা ।
 মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিরা ॥
 নিজগুরু শ্রীমাধবদাসের আকৃতি ।
 যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি ॥
 অখচ রাখাল হেথা আছে গো সেব'র ।
 বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহি হয় ॥
 তট হইয়া গিয়া কহয়ে ভারেবরে ।
 হের আইস দেখ দেখি কে গোহালি-বরে ॥
 তেঁহ কহে কহ কেটা দেখিলে কাহ'রে ।
 বড় যে চঞ্চল তুমি কি হেতু কহ মোরে ॥
 তেঁহ কহে ভাল তাহা করিব পশ্যতে ।
 অ'গে নিরখহ আসি গোহালি য়রেতে ॥
 চমকিত হইয়া বাইরা তথা গেলা ।
 দেখিয়া তাঁহারে গিয়া কাঁঠবৎ হৈলা ॥
 মুখে নাহি সরে বাণী মনে ধকধকি ।
 গুরু যে আমার এ কি চমৎকার দেখি ॥
 গোলমাল দেখি সব লোক জমা হৈল ।
 পরস্পর কি কি বলি কুকার পড়িল ॥
 তবে সাধু নিজগুরু শ্রীমাধব দাস ।
 জানিয়া কহয়ে হা হা এ কি সর্বনাশ ॥
 হেন ছয়রূপে কেনে করিলে এ কর্ম ।
 ইহার কারণ কিছু নাহি জানি মর্ম ॥

এত কহি মহাশয়ের চরণ ধরিয়া ।
 দাবিতেই বাহু হইল চাহে চমকিয়া ॥
 দেখে শিষ্যগণ কাহে বহু জনরব ।
 লজ্জিত হইয়া সাধু মুখে নাহি রব ॥
 শিষ্য চরণেতে গড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
 কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গড়ি দিয়া ॥
 কেনে প্রভু এত বিচক্ষণ কৈছে মোরে ।
 হৈম কৰ্ম কেনে কৈল কি তব অন্তরে ॥
 যদি ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে ।
 দণ্ড করি তবে কেনে না কৈলে শোধনে
 অপরাধ ক্ষেম প্রভু কৃপাদৃষ্টে হের ।
 ঘরে আইস তব শ্রীচরণ ধৌত কর ॥
 তবে উঠি মহাশয় কদম্বেতে ধরি ।
 অঙ্গে হস্ত বুলায় নরনে বহে বারি ॥
 তব অপরাধ নাহি না করিহ খেন ।
 ইহার কারণে শুন কহি তবে ভের ॥
 তুমি মোর অতিপ্রিয় শৃঙ্গের সাগর ।
 কুবনে নাহিক দেখি সমান তোমার ॥
 তোমার যে ভক্তিরস রস দেখিবারে ।
 ছাপাইয়া আসিয়া রহিছ তব ঘরে ॥
 আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে ।
 রসভঙ্গ হবে হেতু রহি হরভাবে ॥
 তবে সাধু ঘরে গৈয়া শুশ্রূষা করিয়া ।
 প্রেমানন্দে মগ্ন হৈল নিজ পাসরিয়া ॥
 মহামহোৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ ।
 যে আনন্দ হৈল তথা না বার কখন ॥
 কতক দিবস সাধু থাকিয়া তথায় ।
 চলিলেন অগরাধ ধরিয়া জদর ॥
 কথক দূরেতে আর এক শিষ্য হয় ।
 বণিক সে জাত্যাংশে বাণিজ্যব্যবসায় ॥
 বণিক শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল ।
 মোর গৃহে যবে বলি প্রার্থনা করিল ॥
 তাহে অঙ্গীকার কৈল সেই অহুসারে ।
 বণিকের গৃহে গেলা কৃপা করি তারে ॥
 গৃহে গিয়া দেখেন বণিক নাহি ঘরে ।
 তাঁর স্ত্রী সন্মান করিলা সাধুবরে ॥
 পদ ধোয়াইয়া দিলা বসিতে আসন ।
 ব্যস্তমস্ত হৈল ভোজন কারণ ॥
 এক বিপ্র অন্তরঙ্গ কোঠারি উপরে ।
 পাকের উত্তোপে আছে আগনার তরে ॥

স্ত্রী স্নিগ্ধ বিনয় করিয়া বিপ্রের কণ্ঠে ।
 অতিথি বৈষ্ণব এক আইলা মোর গৃহে ॥
 একমুষ্টি তণ্ডুল দিই তোমার হাতিতে ।
 ছ'জন্য হবে তাঁরে না হবে রাঙ্কিটে ॥
 এতেক কহিতে বিপ্র রাগত হইয়া ।
 কহেন তোমার হেন কে আস্তে রহিয়া ॥
 আমি ত নারিব তুমি তাঁহারে রাঙ্কিও ।
 নহে চাহ এ সব সামগ্রী নিরা যাও ॥
 তাহা শুনি স্ত্রী ভরে নামিয়া আইল ।
 সে সব বস্তাস্ত সাধু শুনিত পাইল ॥
 মাধবের শিষ্য হন সেই যে ব্রাহ্মণ ।
 গুরু আসিয়াছেন বলি না জানে তখন ॥
 বণিকের স্ত্রী তবে দুগ্ধাদি আনিয়া ।
 সাধুরে ভোজন করাইল আউটির ॥
 সাধু দুগ্ধ পান করি উঠিয়া চলিল ।
 যাইতে বণিক সহ পথে দেখা হৈল ॥
 বণিক চরণে ধরি পুনশ্চ আনিলা ।
 বড় ভক্তিতাব করি গৃহে বসাইলা ॥
 তখন যে সেই বিপ্র নামিয়া আসিয়া ।
 দণ্ডবৎ কৈল নিজ অভীষ্ট জানিয়া ॥
 সাধু কহে তব মুখ মুই না দেখিব ।
 মোর আগে রহ যদি হেথা না রহিব ॥
 বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের অর্থে ।
 এক মুষ্টি তণ্ডুল তোমার পাকপাত্রে ॥
 চাহিল দিবারে তুমি তাহা না পারিলে ।
 উপেক্ষা করিলে আর রাগত হইলে ॥
 আমি ইহা নাহি কহি বার্ষে আগনার ।
 বৈষ্ণবের প্রতি তব এই ব্যবহার ॥
 বুঝিছ বৈষ্ণব তুমি বহিমুখ হও ।
 শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কতু অধিকারী নও ॥
 তবে বিপ্র কাকুবান করিতে লাগিলা ।
 কাতর দেখিয়া সাধু প্রসন্ন হইলা ॥
 শাসন করিয়া শিষ্যে শোধন করিলা ।
 দয়ার্জ হইলা কিছু কোপ না রহিলা ॥
 তবে শ্রীমাধবদাস তথা হৈতে গিয়া ।
 পূর্বশ্রমে গেলা মাতা দর্শন লাগিয়া ॥
 পরিক্রমা করি কৈল দণ্ডবৎ নতি ।
 মাতা অঙ্গে হস্ত দিয়া সেহ কৈলা অতি ॥
 মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোক্তম ।
 পূর্বাশ্রমে আইলা বরি মানিলা বিবর ॥

অহুরোধ করি পুন্নে তৎসন করিয়া ।
এখানে আসিতে তব উচিত না ছিল ॥
স্ত্রী, পুত্র, গৃহ তব পূর্বের আছয় ।
হঠাৎ জন্মিবে মোহ কি তাহে বিশ্বয় ॥
অতএব শীঘ্র বাপু স্থানান্তর যাহ ।
পুন এককর্ণ এই স্থানে নাহি রহ ॥
মাতার যে উপদেশ প্রশংসা করিয়া ।
দণ্ডবৎ করি মাত্র গেলেন চলিয়া ॥
পুরুষোত্তম শ্রীমান্ জগন্নাথ স্থানে ।
দাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে ॥
জগন্নাথ তাঁহে দেখি হৈলা আনন্দিত ।
পূর্ব যে সখ্যতাব্যবহাইল উদিত ॥
শ্রীমান্ মাধবদাসের গুণগন ।
গাইয়া যাগয়ে কৃষ্ণদাস শ্রীচরণ ॥

শ্রীসুরদাস ।

শ্রীল-সুরদাস সাধু জগতে বিখ্যাত ।
পরম-রসিক কৃষ্ণ-নিষ্ঠ দৃঢ়-ব্রত ॥
তাহার কবিত্ব শুনি ধেন কে আছয় ।
অস্তর-পুলক-ভাবে শির না চালয় ॥
মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী ।
শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎ বাস বৃন্দাবনভূমি ॥
অষ্টাদশ শিকি য়েহ উপেক্ষা করিল ।
চারি মুক্তি আদি চতুর্কর্গ ভেদাগিল ॥
শিষ্য অনুশিষ্য ক্রমে জগৎ তারিল ।
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল ॥
শ্রীমান্ সুরদাস সাধু জিজগৎশুর ।
জগতের আরাধা মনুষ্য-সুরাসুর ॥

শ্রীকেশবভট্ট ।

শ্রীকেশবভট্ট শাস্ত্র শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত ।
সিদ্ধ পকতিবান্ পরম-বিরক্ত ॥
মোছলমান সদা ঘেঁটা হিন্দুর ধরমে ।
মধুরায় কৈল বাসা তীর্থ যে বিশ্রামে ॥
যেই হিন্দু জানে যার জোয়াবরি করি ।
মোছলমানগণ ভ্রষ্ট করে ধরি ধরি ॥

শ্রীমান্ ভট্টজীউ দেখি বড়ই অনর্থ ।
আপনি চলিয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ ॥
ভট্টজীর উপরে যতেক মোছল মান ।
উদ্যুক্ত হইল সবে করিতে আক্রমণ ॥
সেইকালে ভট্টজীউ হস্তার করিল ।
যতেক যবনগণ পদপ্রায় হৈল ॥
অভেতে বিধের জালা হঠতে লাগিলা ।
ছট্‌কট্‌ করি সব মৃত্যুবৎ হৈলা ॥
প্রধান যে পীর তেঁহ দেখি সভার গতি ।
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি ॥
তবে মহাশয় তারে প্রশয় হইয়া ।
সভাকারে স্নহ কৈল কৃপাদৃষ্টি দিয়া ॥
সেই হেতে দোরাড্যা না করে মোছলমান ।
নির্ভয় হইয়া লোক তীর্থে করে মান ॥
কেশব ভট্টের গুণ কথা নাহি বার ।
কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল ইহার ॥

শ্রীহরিবাস নাম পরমমহাস্ত ।
যার গুণগান কহি নাহি হয় অন্ত ॥
দেবী মহামায়া যারে গৌরব করিয়া ।
কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা কৈল যার স্থানে গিয়া ॥
গ্রামভুক্ত যত লোক দেবীর শাসনে ।
বৈষ্ণব হইল দীক্ষা কৈল যার স্থানে ॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহিব বিস্তারি ।
ইথে অবিশ্বাস নাহি কর হেলা করি ॥
সত্যবাদী ভিত্তিহীন সর্বস্ব নিম্পূহ ।
নাভাজী কহিল যাহা অতি সত্যবহ ॥
চটখাবল নাম এক গ্রাম হয় ।
ভ্রমিয়া শ্রীহরিবাস গেলেন তথায় ॥
এক বাগিচার দেবী-মণ্ডপ আছয় ।
সেইখানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয় ॥
যেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে ।
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে ॥
দেখিয়া শ্রীহরিবাস চমকিত হৈলা ।
জীব-হিংসা দেখি বড় কাতর হৈলা ॥
রুষ্ট হইয়া কিছু তবে দেবীরে কহয় ।
এ যে কর্ম তোমার উচিত কভু নয় ॥

এ ত ইত্যরের কন্ম নির্দয় বে হয় ।
 অগ্ন্যাতা বলি সবে তোমারে পূজয় ॥
 অগ্ন্যাতা কেমনে হইতে চাহ তুমি ।
 বিবদুষ্টি না করে যে সভাকার আমি ॥
 তোমারে দেখি যে কার অনুগ্রহ কর ।
 কার মাথা কাটিয়া রক্ত-পান কর ॥
 এতেক শুনিয়া দেবী লজ্জিত হইলা ।
 সাধু হুঃখ তাবিয়া অন্তর উঠি গেল ॥
 উপবাস করি সাধু রহিলা পড়িলা ।
 দেবীর উচিত আজি করিব বলিলা ॥
 দেবী অমিদারের বস্ত্রার রূপ ধরি ।
 রক্তনের সামগ্রী তুল আদি করি ॥
 লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি ।
 রক্তন করিয়া খাও কহে হাত জুড়ি ॥
 শরণ লইলু মোরে কর অনুগ্রহ ।
 কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ-দীক্ষা দেহ ॥
 তাহার অমৃত বাক্য আর স্মরণিতে ।
 পরিতোষ হৈল সাধু তুষ্ট হৈল চিত্তে ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া রসুই করিয়া ।
 ভোজন করি' অন্ন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া ॥
 রায়ে দেবী গ্রামে ভয়ঙ্কর রূপ ধরি ।
 গিয়া উপদ্রব করে হত্কার করি ॥
 কাহারে ধরিয়া আছাড়েরে ভূমিতল ।
 ক'হারে চাপড় চড় কাহারে মারে কৌল ॥
 কার বড় ভাদি পাড়ে কার হাড়িকুড়ি ।
 ভুতি নতি কররে সবেই হাত যুড়ি ॥
 কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা করি ।
 ক্ষেম অপরাধ কেনে মার অবিচারি ॥
 তবে দেবী কহে যদি পারণে বাচিব ।
 মোর আজ্ঞা মত প্রাতে সবাই করিবে ॥
 সবে কহে যেই আজ্ঞা অবশ্য পালিব ।
 প্রাতঃকালে সেই আজ্ঞা আপনি করিব ॥
 তবে কহে মুঠ দেবী গ্রামের তোমার ।
 মুঠ তুষ্ট হব ভাল হবে সভাকার ॥
 বাগিচার আই যে বৈষ্ণব উত্তরিল ।
 মুঠ তার স্থানে কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা কৈল ॥
 তাঁর স্থানে গ্রামের সহিত সবে গিয়া ।
 কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কর উৎসব করিয়া ॥
 সবেই বৈষ্ণব হও শ্রীকৃষ্ণ ভজহ ।
 মুঠ ধীর দাসী মোর ইষ্টদেব গৌহ ॥

প্রকারে ভীষণতর চুৎকে কহিল ।
 অজ বিজ সাংকার শ্রদ্ধা উপজিল ॥
 আর কহে দেবী আজি হৈতে বোই জনে ।
 জীবহিংসা করিবেক আমার সদনে ॥
 তাহার উচিত ফল তৎকণ'ৎ দিব ।
 পরিবার সহ তারে সবংশে মারিব ॥
 দেবীর আজ্ঞা সবে নিশ্চয় করিলা ।
 দেবী যথা সাধু বসি তথা চলি গেল ॥
 ঘোড়হস্ত করি কিছু করিও লাগিলা ।
 মুঠ তব স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলা ॥
 মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর ।
 জীবহিংসা আর নাহি হবে গৃহে মোর ॥
 কল্য এই গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইবে ।
 তোমার চরণ আসি আশ্রয় করিবে ॥
 সর্বজ্ঞ শ্রীহরিবাস অনুভব কৈলা ।
 দেবীর বাক্যেতে অতি সন্তুষ্ট হইলা ॥
 দেবীর সম্মান করি তথা বসাইয়া ।
 কৃষ্ণকথারসে নিশি গোহ'র আগিয়া ॥
 প্রাতঃকালে প্রাতের বাল বৃদ্ধ বনিত ॥
 সাধুর নিকটে গেল কৃষ্ণমন্ত্র লৈতে ॥
 দীক্ষা করি গ্রামশুদ্ধ হইল বৈষ্ণব ।
 হলহলি পড়ি গেল মহাকলরব ॥
 তুলসীর মালা কাণে লগাট তিলক ।
 দেখিতে সুন্দর বেশ ক বলা আলোক ॥
 সন্ধ্যা' কি ভক্তিদেবী মূর্তিমান্ হৈল ।
 অথবা বৈকুণ্ঠ আসি অবতাব কৈল ॥
 মহাম'হাৎসব চটখাবল নগরে ।
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা হৈল ঘরে ঘরে ॥
 ইথে যদি কেহ কর কুতর্ক বিশেষ ।
 দেবী বৈষ্ণবের স্থানে কৈল উপদেশ ॥
 ইথে কি বিস্ময় এ তে' সুসন্ত হইল ।
 কৃষ্ণভক্ত দেবত গণের পূজ্য হয় ॥
 কৃষ্ণভক্তসমান দেবতাগণ নহে ।
 ইহার সন্দেহ কিবা সর্বগাত্রে কহে ॥

যথা—

বিবৃথাঃ কিং পুনঃ সর্কে অজঃ শক্রো ভবেদ্ যদি ।
 ন কেহ'পি সমতাং যাক্তি কৃষ্ণভক্তস্ত নারদ ॥
 হে নারদ । নিখিল দেবগণের কথা কহিব কি,
 যখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনরায় প্রাহত হন, কৃষ্ণ-
 ভক্তের সন্তিত সমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ।

সে বিচার দূরে রহ সাক্ষাৎ দেখহ ।
কৃষ্ণের স্বরূপ হন বৈষ্ণব-বিগ্রহ ॥
চৌষটি-ভজন-অঙ্গ-মধ্যে উক্ত সেবা ।
পরমরহস্য আর ছাড়ি দেবী-দেবা ॥
কৃষ্ণের সেবন হৈতে অধিক বৈষ্ণবে ।
সাধুশাস্ত্রমতীসিক্ত সেবন করিবে ॥

তথা—

মন্ত্ৰভূপূজাভ্যাসিকা ॥
মদীর ভক্তই অধিক পূজার যোগ্য ।
অতএব বৈষ্ণব কৃষ্ণের মূর্তি হয় ।
নর নর সৰ্বস্বার্থ্য ইথে কি বিষয় ॥
ছোট বড় বৈষ্ণবের সেবা আরম্ভনে ।
সৰ্বকল পাই আর সংসার-মোচনে ॥
সেহ ফল অল্প কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মিলে ।
এ ফল মিলয়ে কোন দেবতা পূজিলে ॥
কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকু সংসার না যায় ।
ত্রিভুগের ফল-পাধ্য দেবগণ হয় ॥
দেবগণ মুক্ত নহে যে মুক্তি প্রার্থয়ে ।
হরিতক্তি সেই মুক্তি বিষয় দেখয়ে ॥
অতাবে জীবমুক্ত মুক্তি না চাহিয়ে ।
শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে দিলেও না লয়ে ॥

শ্রীভাগবৎ—

সালোক্যসাষ্টিসামীপ্য-সাক্ষিপ্যকতমপ্যত ।
দীপমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মংসেবনং জনা ॥
সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য,
সাক্ষিপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিলেও মদীর ভক্ত জন
মংসেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না ।
অতএব দেবগণ হৈতে হরিতক্ত ।
শ্রেষ্ঠতম পরাংপর সার দেব-উক্ত ॥
হরিতক্তগণে যেই সামান্ত গণন ।
নিজ গলে ছুরি দিল কে রাখিবে তার ॥
হরিদাস-ঠাকুরের যারা প্রণময় ।
চৈতন্তচরিতামৃতে এসিদ্ধ অ'ছয় ॥
অতএব সংশয় ইহাতে কিছু নাই ।
বৈষ্ণব পরমপূজ্য সত্যকার ঠাই ॥
শ্রীল-হরিশ্যাম প্রভু পতিতপাবন ।
তিনি কৃষ্ণদাস চাহে চরণে শরণ ॥
ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীরামচন্দ্র কটীরাজ-আদি-
গুণবর্ণনং উনবিংশ-মালা ॥ ১৯ ॥

বিংশ মালা ।

—*—

ত্রিপুরদাস আদি-ভক্তগুণবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্তহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈবতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীদীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ ॥

শ্রীত্রিপুরদাস ।

শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস ন'মেতে কারহ ।
একান্ত শ্রীনাথদীর পদে হন নাস্ত ॥
মোহবের প'ংখ্য-সরকারে ধনব'ন্ ।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব-অর্থ সকলি লোটন ॥
নীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে ন'খদীর ।
জড়াও অনেক বহু দেন ভক্ত ধীর ॥
স'ল টু বনাত রেছাই নানামত ।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিষত ॥
কতদিন পবে সেই ত্রিপুর কারহ ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ ॥
কিছুনা নাহি অর্থ থাইতে না জান ।
তথাচ জড়াও নাথদীর অঙ্গে দেন ॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময় ।
কিছুই সঙ্গতি নাই ভাবেন উপায় ॥
গৃহে গিয়া নিজঘরে চৌদিক্ নেহারে ।
কিছু না দেখিলা সাধু ফাঁফর অন্তরে ॥
পিতলের দোরাতি একটীমাত্র ছিল ।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল ॥
একটা যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল ।
তাহে একখ'নি মোটা বসন কিনিল ॥
কিঞ্চিৎ কুসুমি র' করিয়া তাহাতে ।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে ॥
সুকুম'র সুন্দর শ্রীনাথদী আমার ।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তার ॥
কোড়িত হইয়া বস্ত্রখানি নিয়া দিলা ।
ঠাকুরের ডাক্তারী তা লইয়া রাখিলা ॥

আর আর বড় বড় মনুষ্য অনেক ।
 জাড়াও আনিয়া দিছে সালাদি বতেক ॥
 তাহার বেটন করি বাকিরা রাখিল ।
 ভাল ভাল বস্ত্র নাথকীকে পরাইল ।
 সেবাইত যে গোসাঞি তাঁরে নাথকী कहিল ।
 যোর অঙ্গে শীতনিবারণ নাহি হৈল ॥
 তা শুনি গোসাঞি সাল পাওরি বতেক ।
 পরাইল শ্রীমদেতে বতেক কতেক ॥
 তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে ।
 শতবস্ত্র দিলে শীত নিবারণ নহে ॥
 ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে ।
 তাহা বিনে যোর শীত নিবারণ নহে ॥
 এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি চিস্তির ।
 তাহার-গোমতা স্থানে গেলেন ধাইয়া ॥
 বাইরা কহেন এ বৎসর ঠাকুরের ।
 জাড়াও না পহুছে কি ত্রিপুরদাসের ॥
 ত্রিপুরদাসের বস্ত্র বিনে নাথকীর ।
 শীত নিবারণ নহে হইলা অস্থির ॥
 গোমতা শুনিয়া তাহারীয়ে জিজ্ঞাসিলা ।
 তাহারী কহেন এক মোটা বস্ত্র দিলা ॥
 লজ্জার ভোমার স্থানে নাহি লেখাইল ।
 আমি তাহা অস্ত্র বস্ত্রে বেটন করিল ॥
 শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয় ।
 মহামহিমা যে তার সবাই জানয় ॥
 দত্তে জিজ্ঞা কাটি তবে গোমতা কহয় ।
 হা হা কি করিয়াছ কর্ম অনোচিত হয় ॥
 শীত লইয়া আইল তাহাতেই কাম ।
 সেই সে সকল-সার সেই অনুপাম ॥
 মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট ।
 সাল পাওরি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ ।
 অচ্ছার বিদাট সিঁকে দিয়া ভক্তিদাণা ।
 প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাজা ॥
 নরানজলেতে ধোয়া উৎকর্থা-আতপে ।
 শুক হইল বার কিরণের তাপে ॥
 এক সেই বস্ত্র আর গোপীকনকরে ।
 তাহা বিনে শীতনিবারণ নাহি হয়ে ॥
 তবে সেই বস্ত্রখানি আনিয়া বাকিরা ।
 নাথকীর শ্রীমদে দিলেন উড়াইয়া ॥
 তখন বতেক শীত নিবারণ হৈল ।
 মহামোহনসহ কল্যাণচরণ হৈল ॥

সেহ যে ত্রিপুরদাসের অনুদাস ।
 অগ্নে অগ্নে হৈতে কৃষ্ণদাস কহে আশ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস মহানুভব ।

শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস সাধু মহা-অনুভব ।
 প্রেমনিধি সदा মগ্ন উদার অভাব ॥
 নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে সদাই মগন ।
 কৃষ্ণগুণগান বিনে নাহিক কখন ॥
 নৃত্য-গান-রসে কৃষ্ণ বশীভূত হৈল ।
 ভক্তবাৎসল্য হরি আপনা সঁপিল ॥
 একদিন দেখে সাধু দিল্লীর বাজারে ।
 অপূর্ব জিলাপি করি রাখে ধরে ধরে ॥
 দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ হেন সামগ্রী ।
 বৃথা অস্ত্রে খাবে এ ত নাথকীর বোগ্য ॥
 এতেক চিন্তিয়া কারে কিছু না কহিলা ।
 দোকানে বাইরা মনে মনে ভোগ দিলা ॥
 থালীর সহিতে সেই জিলাপির রাশি ।
 তৎক্ষণাত গোবর্দ্ধনে পহুছিল আসি ॥
 নাথকী খাইয়া তাহা অতিতৃপ্তি হৈল ।
 হোথা দোকানদার কহে জিলাপি কি হৈল
 চমকিত হইয়া ভাবয়ে সবে মেলি ।
 নাথকী খাইল বলি সাধু কুতূহলী ॥
 দোকানদারে কহে চিন্তা না করিহ ।
 নাথকীর স্থানে থালী জিলাপির সহ ॥
 গোবর্দ্ধনে গেল তথা ঠাকুর খাইল ।
 থালী শূন্য আন গিয়া বিশেষ কহিল ॥
 এতেক শুনিয়া তবে হালোয়াইগণ ।
 উৎসাহ করিল অতি আনন্দিত মন ॥
 দিল্লী আর গোবর্দ্ধনে পাঁচদিনের পথ ।
 হালুই আইল তথা চড়ি মনোরথ ॥
 নানান সামগ্রী অতি উত্তম উত্তম ।
 করিয়া লইয়া আইল করি বাস্তোত্তম ॥
 নাথকীর ভোগ দিয়া নিজ থালী লৈয়া ।
 চলিয়া গেলেন সবে আনন্দিত হিয়া ॥
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 শ্রীকৃষ্ণে ভকতি মাগে কৃষ্ণদাস ছার ॥

শ্রীকিষ্ঠলদাস ।

মধুরানিবাসী শ্রীকিষ্ঠলদাস নাম ।
 বালা রাজার পুরোহিত ভক্ত অভিরাম ॥
 কৃষ্ণেতে আটকি চিত্ত সর্বস্বত্যাগী ।
 সদাই বিরক্ত থাকে প্রেমরসরাগী ॥
 রাজা তাহা শুনি নিজ-পুরোহিত-ব্রীত ।
 দেখিতে করিলা বাজা ভিজি গেল চিত ॥
 একদিন একাদশী-জাগরণ রাত্রে ।
 ডাকিয়া আনিলা সেই প্রেমী মহাপাত্রে ॥
 দোমংলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে ।
 অনেক বৈষ্ণব তঁখা জাগরণে আইসে ॥
 কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী কীৰ্ত্তন নর্তন ।
 করিতে লাগিলা খেলি বৈষ্ণবের গণ ॥
 শ্রীমান্ বিষ্ঠলদাস শুনিতে শুনিতে ।
 প্রেম্যানন্দে অচেতন নাহিক সংবিতে ॥
 কতক রাত্রে পরে উঠি বাহ্যহীন ।
 নাচিতে লাগিল মাত্র প্রেমের অধীন ॥
 কোথায় পড়য়ে পদ কাহার উপরে ।
 স্মৃতিমাত্র নাহি ভাসে আনন্দ সাগরে ॥
 হকার উদ্ভূত নৃত্য করিতে করিতে ।
 ছাতের উপর হৈতে পড়িলা ভূমিতে ॥
 কৃষ্ণের করুণা কিছুমাত্র না লাগিল ।
 রাজা-আদি হাহাকার করিয়া উঠিল ॥
 শ্রী আসি নামি সবে ধরিয়া দেখয় ।
 কিঞ্চিৎ বেদনা দেহে নাহিক লাগয় ॥
 যতন করিয়া রাজা গৃহে পাঠাইল ।
 নিস্তানি ধরচ যে বন্ধান করি দিল ॥
 সাধু গৃহ ছাড়ি ষাটবরাতে রহিলা ।
 মাতার আগ্রহে শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা ॥
 গোবিন্দ-আজ্ঞাতে পুন গৃহেতে যাইয়া ।
 দিবস যাপন করে বৈষ্ণব সেবিয়া ॥
 কতক দিবসে এক পুত্র জনমিল ।
 রজিয়ার বলি নামকরণ করিল ॥
 অষ্টাদশ বর্ষ যবে বয়স হইল ।
 পিতার সমান কৃষ্ণে ভক্তি উপজিল ॥
 দৈবাধীন মৃত্তিকান্তিতরে কিছু ধন ।
 আর এক শ্রীবিগ্রহ অতিসুগঠন ॥

পাইয়া আনন্দে সেবা করিলা প্রকাশ ।
 পিতা তাহা দেখি অতি হইল উল্লাস ॥
 পিতা পুত্রে সেবা নৃত্য-সীত প্রেমে করি ।
 আনন্দে কাটার কাল দিবস শররী ॥
 র'জার তনয়া রজিয়ারের চরিত ।
 দেখিয়া অন্তরে বড় হৈল প্রজ্ঞাবিত ॥
 কৃষ্ণমঙ্গলীকা তাঁর স্থানেতে করিল ।
 তাহাতে পরম প্রেমশক্তি ভরিল ॥
 বিষ্ঠলের ঘরে এক নটিনী আইল ।
 ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল ॥
 রাগলীলা গান করে মধুর স্বরেতে ।
 বিষ্ঠল শুনিয়া প্রেমে নারে সংব্রিতে ॥
 ঘরে যত অলঙ্কার অর্থ বহু ছিল ।
 সকল আনিয়া নটিনীর আগে দিল ॥
 পেখে আর কোথ তে কিছু যদি না পাইল ।
 রজিয়ার-পুত্রের হাত ধরি সমর্পিল ॥
 নটিনী তাঁহার হাত ধরি বসাইল ।
 গান-অন্তে হস্ত ধরি লইয়া চলিল ॥
 তখন বিষ্ঠলদাস কহে নটিনীরে ।
 বহু অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে ॥
 রজিয়ার কহে পিতা অনোচিত হয় ।
 কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান করেছ আমার ॥
 এখন উচিত নহে পুন লইবারে ।
 বিষ্ঠল শুনিয়া লজ্জা পাইল অন্তরে ॥
 নটী রজিয়ারে লৈয়া পুত্রভাব করি ।
 লইয়া চলয়ে তবে আপন নগরী ॥
 হেনকালে রাজকন্ডা বৃত্তান্ত শুনিয়া ।
 তৎকণাৎ গুরুগৃহে আইল ধাইয়া ॥
 কহে নটিনী-আগে বিনয় করিয়া ।
 গুরু মোর ভিক্ষা দেহ করুণা করিয়া ॥
 নটী কহে তবে দিব ইহার সমান ।
 স্বর্ণ যদি দেও তুল করিয়া প্রমাণ ॥
 রাজকন্ডা কহে দিক্ স্বর্ণ কিবা কহ ।
 সরবস অর্থ গৃহ প্রাণ চাহ লহ ॥
 রাজার কন্ডার তাব-ভক্তি দেখিয়া ।
 পুলক হইয়া নটী কহয়ে বুঝিয়া ॥
 কিছু নাহি চাহি মুই গুরু তব লহ ।
 সুখে থাক মোর বাছা ঘরে চলি বাহ ॥
 তখাচ বে রাজকন্ডা নিজ অঙ্গ হৈতে ।
 সর্ব অলঙ্কার খুলি দিল সুরচিত্তে ॥

শুককে নইয়া নিজগৃহে চলি গেল ।
 পিত'র হ'নেতে বিতে বিশ্ব'স নহিল ॥
 পুন কোন দিন কারে দিবে প্রেমাপ্রশে ।
 প্রাণধন প্রভু মম হাবাইব শেবে ॥
 অপূৰ্ণ মন্দিরে রাখি সেবা আগন্তিল ।
 অলৌকিক কেহ কতু েন না দেখিল ॥
 পূজা গন্ধ মালা অলঙ্কার বস্ত্র দান ।
 জিসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন শুবন ॥
 বিবিধ সেবন করি দিবস যাপন ।
 ইথে কি বিচিত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
 শুকরূপ-কৃষ্ণ ভজনের যে মহত্ব
 বেদ-বিধি কহিতে না প রে তার তত্ত্ব ॥
 শুকর চরণ ভজি কৃষ্ণচন্দ্র পাই ।
 শুক ছাড়ি গোবিন্দ ভজিলে পাই নাই ॥
 অতএব রাজকন্তা ধস্ত ধস্ত হয় ।
 কৃষ্ণভজনের তত্ত্ব সেই সে জানয় ॥
 শ্রীমান্ বিষ্ঠলদাস আর রজিয়ার ।
 আর রাজকন্তা শুভমতি মহাশয় ॥
 সতাকার শ্রীচরণে করিয়া বিনতি ।
 কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণ-চরণে ভক্তি ॥

শ্রীনারায়ণ-ভট্ট ।

শ্রীমান্ নারায়ণ-ভট্ট বড় অধিকারী ।
 বাহার আশ্রয় শ্রীল-বলদেব হরি ॥
 শ্রীমান্ বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে হয় বাস ।
 দাউজীর সেবারসে বড়ই উন্নাস ॥
 নিরীহ নিশ্চেষ্ট মহাবিরক্ত উদার ।
 সৰ্ব্বজনাকর সদাচার-ব্যবহার ॥
 পৰ্বত উপরে স্থিতি নিতি শত শত ।
 বৈষ্ণবসেবনে হয় লেখা নাহি কত ॥
 নানান সামগ্রী পরিপূর্ণ যে তাণ্ডারে ।
 কোথা হৈতে আইসে কেহ কহিতে না পারে ॥
 অপ্রকটসময় হইল যবে আসি ।
 এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি ॥
 শেষকাল হৈল এবে প্রয়াগ চলহ ।
 তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু হুঃখ পাইল মনে ।
 কহ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে ॥

শ্রীবৃন্দাবনধামের যে মহিমা না জানে ।
 নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞানে ॥
 আমি ত শ্রীব্রজধামের অনুচর হই
 অজ্ঞ যে লোকের কিছু হিত করি মুই ॥
 এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজ ।
 শ্রবণ কবিল সেই অজ্ঞের সমাজে ॥
 শ্রবণ করিবামাত্র প্রকট হইল ।
 মহাকোলাহল করি তরঙ্গ চলিল ॥
 শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধাৰা ।
 তিন বর্ণে সুন্দর বহরে বেনী পারা ॥
 সৰ্ব্বতীর্থ মথুরামণ্ডলে করে বাস ।
 হরিভক্ত অনুরোধে হইল প্রকাশ ॥
 পৰ্বত উপর হৈতে দেখি অজ্ঞগণ ।
 পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন ॥
 এ কি আচম্বিতে দেখি নদীর প্রবাহ ।
 তিন বর্ণ অপূৰ্ণ যে-পোতা এ কি কহ ॥
 ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম ।
 সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহ হন সৰ্ব্ব-অভিরাম ॥
 যতেক তীর্থের তীর্থ সভার উপাত্ত ।
 সৰ্ব্বতীর্থ শ্রীল-মথুরার করে দাস্ত ॥
 তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ ।
 যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ ॥
 এতেক শুনিয়া সেই ধনী মহাজন ।
 অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ ॥
 আমি অজ্ঞ মূঢ় মুখ ইহা জানি নাই ।
 এবে বুঝিলাম শিখিলাম তব ঠাই ॥
 অপরাধ ক্ষেম মোর লইহু শরণ ।
 প্রসন্ন হইয়া স'ধু কৈল আশ্বাসন ॥
 অস্তাপিহ উঠাগ্রামে পৰ্বতের তলে ।
 নির খাল আছয়ে প্রয়াগ লোকে বলে ॥
 হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে ।
 হরি নিজভক্তপদরজ বাঁধা করে ॥
 ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা ।
 শ্রীমন্-ভাগবতে কহে মহিমার সীমা ॥
 শ্রীল-নারায়ণ-ভট্ট-মহাশয় চরণ ।
 রূপা-আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণদাস অজ্ঞজন ॥

পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন ।

(মূল হিন্দী ।)

শ্রীভক্তবল্লভ বরত সুহৃৎ ত সুখ নৈনা নদিয়ে ।
কলিতবসন্তারের তারণকারণ ।
তরলী সৃজিলা বিধি রূপ-সনাতন ॥
সর্ববেদশাস্ত্রসিদ্ধ মহন করিলা ।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি উদ্ধারিলা ॥
মীমাংসক মারাবাদী অশ্রু বকিরা ।
কৃকতক দেবে দিলা অমৃত বাটিয়া ॥
শ্রীল-রূপ-সনাতন-কৃত বত গ্রন্থ ।
নাভাজী দেখিরা হৈল চমৎকার বস্তু ॥
সুনিষ্ট সুহৃৎ সে বিচিত্র অলঙ্কার ।
পরমপাণ্ডিত্য সিদ্ধান্ত বেদসার ॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ এক ভাব ।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব ॥
নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল-সনাতন ।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে গেলা কথিতে মিলন ॥
শ্রীরূপগোস্বামী করি দণ্ডবৎ নতি ।
আসন আদি অর্পিতা সম্মান কৈলা অতি ॥
ভোজন কারণ ছুঃখ শরৎগাদি আনি ।
পরমায় আদি পাক করিলা আপনি ॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন ।
শ্রীমতী কিশোরজীউ টহল করেন ॥
দেখিরা নয়নে প্রেমধারা বহি যার ।
না কহে কাহারে কিছু বসিরা দেখর ॥
শ্রীরূপ রত্নন করি যুগলকিশোরে ।
কীর্ত্তোগ লাগাইলা পুলক অন্তরে ॥
কিশোর কিশোরী দৌড়ে ভোজন করেন ।
তাহাও সনাতন আভাসে দেখেন ॥
ভোজন করিরা যবে দৌড়ে চলি গেলা ।
শ্রীরূপের কণ্ঠ ধরি কান্দিতে লাগিলা ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব বলি হারি যাই ।
ভ্রাম-ভ্রামার খাওয়ার হৈলে করিরা রসুই ॥
কিন্তু এক দেখিরা যে ছুঃখ হৈল মনে ।
টহল করিলা প্যারী ভোমার রত্ননে ॥
তুমি মেনে বড় যে রত্নন না করিহ ।
সুহৃদ্যার প্যারীজীকে ছুঃখ নাহি দিহ ॥
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামী পাইয়া ।
কুটীরে চলিরা গেলা প্রেমানন্দ হিরা ॥
অবশেষে শ্রীল-রূপগোস্বামী পাইলা ।
স্বাহু আশ্বাসন করি আপনা ভুলিলা ॥

যে প্রসাদকণার মহাদেব যন্ত হৈল ।
যে প্রসাদ লাগিরা পার্বতী তপ কৈল ।
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তম শ্রীবিমলা ।
অভ্যপি করেন বাস অতি কুতূহলা ॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল-রূপ সনাতন ।
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন ॥
অতএব গোসাঞি শ্রীরূপ-সনাতন ।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব কাহিনী ।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরানী ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীমন্ রাধিকার রূপ ।
বর্ণন করিলা সে যে অতি অপূর্ণ ॥
বেণীর তুলনা দিলা কণীর সহিতে ।
শ্রীসনাতনের তাহে ছুঃখ হইল চিতে ॥
বিষধর সহ সুখা-ধরের তুলনা ।
না ভাইল মনে তাতে পাইল বেদনা ॥
কণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে ।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাতাসে ॥
সনাতনে জানাইতে কৈলা এক লীলা ।
হলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণতীরে বৃন্দভালে ।
ঝুলনার প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে ॥
কিছু দূরে হৈতে শ্রীমান্ সনাতন দেখে ।
প্যারীর বেণী যেন কণী লকলকে ॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন ।
তখন প্রশংসে তবে রূপের বর্ণন ॥
অন্ত ফণিধর্শনে উপবে মনে তর ।
সে ফণিধর্শনে হৈল আনন্দ উদর ॥
প্রেমানন্দে জাত্য হৈল বিবর্ণ শরীর ।
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অহির ॥
হেন বুঝি বেণী কণী ধংশন করিল ।
পরল-আকৃতে দেখে অমৃতে ব্যাপিল ॥
প্রেমামৃতে-ব্যাপি দেখে শ্রীল-সনাতন ।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় নাহিক চেতন ॥
প্যারী-পীতাম্বর হেরি আনন্দে ভাসিলা ।
চকিতমাত্রেতে দেখা দিরা দৌড়ে গেলা ॥
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া ।
আকবর পাংশা আইলা দর্শন লাগিরা ॥
ষোড়শবৎসে রাজা দাভাইরা তার আগে ।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করেন অমুরাগে ॥
সনাতন রাজদর্শন নিষা মানি ।
হেঁট-মাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী ॥

পুন আকবর সাহা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া ।
 আলাপ করিলা তবে সন্মান করিয়া ॥
 রাজা বহু ভক্তি নতি করিয়া চলিলা ।
 যাওনকালেতে রাজা কহিতে লাগিলা ॥
 গোপাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে ।
 ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ ত আমাকে ॥
 যে আকাঙ্ক্ষা করহ তাহা আহের করিব ।
 বাহা চাবে তাহা দিব ব্যর্থ না হইব ॥
 সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি ।
 পুন রাজা কহে পুন কহে নহি নহি ॥
 একান্ত বড়পি রাজা পুনঃপুন কহে ।
 তবে সনাতন কিছু ভদ্রি করি চাহে ॥
 অর্থ ত তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি ।
 এক যে বাসনা তবে যদি শুন কহি ॥
 এই যে বসুনাতির তোমার আশ্রয় ।
 ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অন্নস্থান হয় ॥
 এই স্থানটুকি মোর বান্ধাইয়া দেহ ।
 আর কিছু মুই তব স্থানে নাহি চাহে ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা ডাকি ভৃত্যগণে ।
 দাড়াইয়া দাড়াইয়া দেখেন সেইখানে ॥
 দেখে নানা মণি মুক্তা পরশ রতনে ।
 বসুনার তীর বান্ধা কতেক ভাঙ্গনে ॥
 মনোহর অলৌকিক পরমমোহন ।
 যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা-আদি গণ ॥
 শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল ।
 দেখিতে দেখিতে তেন আব না দেখিল ॥
 বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন ।
 স্বরূপ যে হরে এই পরমমোহন ॥
 আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল ।
 তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল ॥
 তুমি কিবা দিবে মুই পাইল যে ধন ।
 তার এক কপার কোটি কোটির যে ধন ॥
 তোমা-হেন লক্ষকোটি রাজার যে ধন ।
 অধিক নাহিক হবে না হবে সমান ॥
 এই ভাবে সনাতন বসুনার তীর ।
 বান্ধিতে কহিল এই আশার গন্তীর ॥
 এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিলা ।
 গোপাঞির আগে কহে শ্রবন করিয়া ॥
 এবে বৃন্দলাস তুমি এক জিজগতে ।
 মহা-আচা ধনি জন নাহি তোমা হৈতে ॥
 জিজগতনাথ বেই পরমমূল্য ।
 হুয়ারাখ্য বেই তেঁহ তোমাতে সুলভ ॥

অতএব তোমারে যে আমি দিব কি ।
 অ মি যে পাংশাহা অভিমান করিছি ॥
 এতেক কহিয়া তবে রাজা চলি গেল ।
 কিঞ্চিৎ মহিমা সনাতনের কহিল ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন চরণের আশ ।
 জগ্নে জগ্নে দৃঢ় আশা করে কৃষ্ণকল ॥

শ্রীহরিবংশ গোস্বামী ।

শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামী-চরিত্র ।
 অগতে ব্যাপিত হয় পরমপবিত্র ॥
 শ্রীমন্ গোপাল ভট্টদ্বীর শিষ্য তেঁহ ।
 মহাভক্তিবান্ তেঁহ রাধাকৃষ্ণ প্রেমবহ ॥
 এক একাদশীদিনে তাম্বুল প্রসাদি ।
 খাইলা বলিয়া গুরু কৈলা অপরাধি ॥
 অন্তরে গোপাঞি কষ্ট নাহি ত হইলা ।
 বাহ্যে লোকশিক্ষা হেতু শাসন করিলা ॥
 হরিবংশ গোপাঞির শিষ্য অমূল্যমে ।
 এবে রাধাবল্লভি গোপাঞি ব্রজধামে ॥
 শ্রীমন্ গোপাল ভট্ট শাসন করিল ।
 তাহাতে কিছুই মাত্র দোষ নাহি ছিল ॥
 আচার্য্য গোপালভট্ট তাহাতে প্রণালী ।
 কিরাইলা কি হেতুক না জানি কি বলি ॥
 যেহেতুক অস্ত অস্ত সম্প্রদায় সনে ।
 ব্যবহার আহার পরমার্থে নাহি বনে ॥
 বিচ্ছেদ হইল এক-পতঙ্গ না হয় ।
 রাজা জয়সিংহ বহু বিচার করয় ॥
 সে সব কহাতে এবে কল কিছু নাই ।
 কোটি কোটি দণ্ডবৎ সভাকার ঠাই ॥

শ্রীহরিদাস স্বামী ।

শ্রীমন্ হরিদাস স্বামী প্রসিদ্ধ অগতে ।
 শ্রীমন্ বঙ্কবিহারীর কৃপাপাত্র মতে ॥
 শ্রীমন্ বৃন্দাবনধামে নিধুবনে বাস ।
 বিরক্ত উদার প্রেমভক্তি রসরাস ॥
 শ্রীবঙ্কবিহারী কৃপা করিলে যেমনে ।
 আশ্চর্য্য কখন সেই শুনহ শ্রবণে ॥
 স্বতঃ প্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী ।
 নিধুবনে আছিলেন মৃত্তিকা ভিত্তি ॥

হরিদাস স্বামী প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা ।
 স্বামী বস্তু করি মাটি খুদি উঠাইলা ॥
 পরম সৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত ।
 ভুবনমোহন রূপ অতিচমৎকৃত ॥
 অভিষেক করি সিংহাসনে বসাইয়া ।
 সেবার নিযুক্ত হৈলা আনন্দিত হিয়া ॥
 অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামিঞা ।
 রাজা-রাজাড়া সব আনে করি ব্যাঞা ॥
 সেবার শৃঙ্খলা অতি সুন্দর হইলা ।
 স্বামী প্রেমাম্বলি আই রসেতে মাতিলা ॥
 শিষ্য বাইবারে এক ব্যক্তি নিবেদয় ।
 তার মধ্যে গুণ এক স্পর্শমণি হয় ॥
 স্বামী সর্বজ্ঞ তাহা জানিয়া কহয় ।
 এক স্পর্শমণি তব গাঁঠিতে আছয় ॥
 রজগুণ শক্তি তার তাহা ত থাকিতে ।
 শুক কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব না গছিবে চিতে ॥
 তাহা যদি দূর কর তবে যে কহিবে ।
 করিতে যে পারি যাতে কৃষ্ণভক্তি পাবে ॥
 নতুবা বাইয়া কর বিষয়সেবন ।
 গত'রাত পুনঃপুন সংসারভ্রমণ ॥
 এতেক শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুন কহে ।
 তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখি মোহে ॥
 পুন সাধু কহে যদি আমার সাক্ষাতে ।
 যমুনার দূর জলে পারহ ডারিতে ॥
 তবে মোর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র আসি লও ।
 শ্রীমন্ বিহারীজীর টাইনিয়া হও ॥
 তবে সেই ব্যক্তি স্পর্শমণিকে লইয়া ।
 যমুনার টান মারি দিল ফেলাইয়া ॥
 দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি ।
 কৃষ্ণদীক্ষা দিলা প্রশংসিয়া বেরি বেরি ॥
 সেবার বিহারীজীর নিযুক্ত করিল ।
 অলৌকিক চমৎকার রজ চটি গেল ॥
 এক মহাজন যে বিহারীজীর তরে ।
 বহুসূচ্য আতর পাঠায় লোকদ্বারে ॥
 স্বামী যে বালুকা পরি আছেন বসিয়া ।
 হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া ॥
 তখন বিহারীজীউ শরনে আছয় ।
 স্বার বস্তু অঙ্গে দিতে না হয় সময় ॥
 স্বামী হস্তে করি সেই আতরের শিশি ।
 তুমি ডারি দিলা সব সেইখানে বসি ॥
 লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহার ।
 হেন বস্তু ডারিলে উপরে বালুকার ॥

স্বামী কহে বিহারীজীর অঙ্গে পরাইলু ।
 বরঞ্চ দেখহ চল ঠাকুরের তলু ॥
 পায়েখানের তবে সময় হইল ।
 লোকেরে বাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল ॥
 শ্রীমন্ বহিয়া সেই আতর পড়িছে ।
 সদগন্ধেতে দশদিক্ আমোদ করিছে ॥
 অশ্রুচর্য্য মানিয়া সেই লোক চলি গেলা ।
 শ্রীকৃষ্ণভক্তের কেবা জানে কোন্ লীলা ॥
 শ্রীমন্ শ্রীহরিদাস-স্বামীর চরণ ।
 কৃপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে বরণ ॥

শ্রীহরিরাম ব্যাসজী ।

শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী ।
 মহা-অনুভব ভক্তিবান্ মহাপ্রেমী ॥
 ঝরাপরা নাম দেশ তথায় নিবাস ।
 সর্বতাপ করি য়েহ ব্রজে কৈলা বাস ॥
 শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুত্রী গোস্বামীর শিষ্য ।
 শিষ্য শ্রীমাধব নাম শিষ্ট শান্ত ধীর ॥
 তাঁর শিষ্য শ্রীম-হরিরাম যে গোসাক্ষি ।
 অতএব তাঁর বংশ মাধবী-সম্রাট ॥
 শ্রীমন্ ব্যাস কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবন ।
 বিনে নাহি তার জাতি-কুটুম্ব ভোজন ॥
 একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ ।
 তাই ভাতিজার করে পকার সমূহ ॥
 মিঠালাদি সামগ্রী ভাঙারে ভাঙারী ।
 আপনি হইল মনে পরামর্শ করি ॥
 অপূর্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে ।
 বৈষ্ণবের যোগ্য যাতে কৃষ্ণ ভূগু হবে ॥
 এতেক ভাবিয়া কারে কিছু না কহিয়া ।
 বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া ॥
 ভ্রাতা-আদি-গণ গালি পাড়িয়া কহয় ।
 বিবাহের কার্য্য এবে কি হবে উপায় ॥
 তেঁহ কহে অনর্থক কেনে কর এত ।
 বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত ॥
 ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্বকথন ।
 পরম নৈষ্ঠিক নাহি বাহার সমান ॥
 একদিন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে ।
 উচ্ছিষ্ট যে অন্ন নিয়া যায় হাড়িগণে ॥
 ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে ।
 কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন্ স্থানে ॥

হাড়িগণ কহে আনি অমুকের স্থানে ।
 মহোৎসব হইল খাইল সাধুগণে ॥
 তাহা শুনি ব্যাসজীউ আনন্দিত হৈল ।
 তাহা হৈতে একমুঠি লইয়া খাইল ॥
 বৈক্যবের উচ্ছিষ্ট এমতি গুণ তার ।
 খাইবামাত্রোতে হইল প্রেমের বিকার ॥
 জাতি-গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ ।
 ব্যাসজীর তাহে কিছু না লৈল অসহ ॥
 ঠাকুরানী সহ বঃব বৃন্দাবন গেলা ।
 মহিমা দেখিয়া সবে চমৎকার হৈলা ॥
 সেই জাতি-গোষ্ঠী আদি চরণে পড়িলা ।
 প্রার্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা ॥
 গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস ।
 তথায় নর্তকগণ করে লীলা রাস ॥
 নাচিতে নাচিতে রাধিকার বে নুপুর ।
 খসিয়া পড়িল ছিণ্ডি অঙ্গুলির ডোর ॥
 ব্যাসজী উঠিয়া ছিণ্ডি বজ্র-উপবীত ।
 মূগুর বান্ধিয়া দিল গদগদ চিত ॥
 কহে সাধু আজি মোর এ যজ্ঞোপবীত ।
 লকল হইল কর্ণে লাগিল উচিত ॥
 তিন পুত্র ব্যাসজীউ আপনার ধন ।
 বাটোয়ারা করিয়া দিবার হৈল মন ॥
 পুন বিচারিল অর্থ পাইয়া সবাই ।
 কৃষ্ণ না ভজিবে কহে হইয়া বিবই ॥
 বৈরাগ্য জন্মর কার ঐক্যক তজর ।
 পরামর্শ করি মনে চিহ্নিল উপায় ॥
 এক বাট কৈল ধনে খাট-বাটী ঘর ।
 এক বাট ঠাকুর ঐকিশোরী কিশোর ॥
 এক বাটে মালা ভ্রাম বক্রনী তিলক ।
 তিন বাটে কৈল এক গুনিতে কোতুক ॥
 গুলি বাট করি উঠাইলা তিন জন ।
 তিন জনে তিন বস্ত্র করিলা গ্রহণ ॥
 ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী ।
 বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি ।
 ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে বাইতে কহেন ।
 তেঁহ নাহি যান যনে পড়িয়া রহেন ॥
 তবে সাধু দূরে থাকি বৈক্যবসেবনে ।
 রাখিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে ॥
 একদিন ব্যাসজীউ বৈক্যবের সহ ।
 প্রগাঢ় পাইতে বৈসে করিতে উৎসাহ ॥
 ঠাকুরানী ছুড় পরিবেশন করিতে ।
 সুরখানা কাড়ি দিল ব্যাসজীর পাতে ॥

ব্যাসজী কহেন হা রে ছুটিনী কুস্কিত ।
 বড় সুরখানা দিলে মোরে আনি গুতি ॥
 আজি হৈতে মুখ নাহি দেখিব তোমার ।
 এত কহি তাঁহারে করিল বেরেকর ॥
 স্ত্রবোধ স্ত্রীলা তেঁহ পরামর্শ কৈল ।
 নিজ অলঙ্কার দশসহস্রের ছিল ॥ ৩
 লইয়া ঐব্যাসজীর নিকটে ধরিয়া ।
 করবোড়ে কহে কিছু মিনতি করিয়া ॥
 ঐমন্ কি.শারীজীর মন্দির যে নাই ।
 মন্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই ॥
 তাহার চরিত্র দেখি প্রমদ হইল ।
 তাহাতে কিশোরীজীর মন্দির বানিল ॥
 ব্যাসজীর প্রভাব কতক কহা যায় ।
 যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায় ॥
 হরিরাম ব্যাস আর ঐমানন্দধন ।
 আর হরিদাস স্বামী এই তিন জন ॥
 মহা-অগুভব সিদ্ধ তনিয়া পাতশা ।
 দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিয়া ॥
 লইয়া বাইতে রাজা এই তিন জনে ।
 যান পাঠাইয়া দিলা ঐবৃন্দাবনে ॥
 ইহারা বাইতে কহে সম্মত নহিলা ।
 তথাপিহ একান্ত করিয়া নিয়া গেলা ॥
 তিনই বিরক্ত অবধূতবেশ হয় ।
 অর্কোন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায় ॥
 পাতশা লইয়া বহু সন্মান করিল ।
 নির্জন পবিত্র স্থানে সত্বরে রাখিল ॥
 কৃষ্ণকথা পুছে রাজা স্তম্ভকর্তমতে ।
 সাধুগণ অতি ভুট হইল তাহাতে ॥
 ছই তিন দিন থাকি উৎকণ্ঠিত হৈলা ।
 বৃন্দাবনে বাইবারে রাজারে কহিলা ॥
 রাজা কহে এতক উৎকণ্ঠা কেনে হও ।
 কার কোন্ সেবা তোমা-সভাকার কও ॥
 এতক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা ।
 তিন দৌহা তিন জনে প্রেমোতে পড়িলা ॥
 ব্যাসজীর সেবা সদা পিকদানি হাতে ।
 থাকেন যুগলপার্শ্বে রত মহলেতে ॥

(দৌহা মূল হিন্দী ।)

নবকুমার চক্রচূড়া নৃপতি সামরো ।
 ঐরাধিকা ভবন মন পটরা ॥

শেব গৃহ আদি বৈকুণ্ঠ পরমস্থ ।
সব লোক থানে তবন রাজধানী ॥
মেঘ ছাপ্পান কোট রাগ নীচত রাঁহা ।
মুক্তি চারো আঁহা তরত পানি ॥
স্বর শব্দ পাহর পবন জল ইজ্রাণী ।
চরণদাসী ভেটু নিগধাণী ॥
ধর্ম কোতোয়াল শুক সূত নারদ আঁহা ।
করত চরাচর সনকাদি জানী ॥
সঙ্কণ পহরিয়া কাল বঁহুয়া রাঁহা ।
দাঁড়ি এত কর্ম কামরতি সুখ নিশানি ॥
কনক মরকত ধর নিকুঞ্জ কুসুমিত মহল ।
মধ্য কমনীয় রেনি আটানি ॥
পলন বিহরত দোউরাঁহা পৌছে কোউ ।
শ্রীবাসমহলন নিয়া পীকদানী ॥
হরিদাস ঠাকুরের চামর সেবন ।
আনন্দঘনের সেবা পাদসংবাহন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হৈল ।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিণ ॥
বাসজীকে অতিশীঘ্র কহিলা যাইতে ।
সদা কার্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে ॥
আর দুই জনকে কহেন স্তুতি করি ।
তেমরা চামর পদসেবা অধিকারী ॥
ভাহাতে কিঞ্চিং পৌন হৈলে ক্ষতি নাই ।
কৃপা করি রহ দুই দিন এই ঠাই ॥
বাসজী চলিয়া গেলা তাঁহার। রহিলা ।
দুই তিন দিন পরে তাঁহার।ও গেলা ॥
অতএব বাসজীর অলৌকিক লীলা ।
কিঞ্চিং কহিল সব কহিতে নারিলা ॥

শ্রীঅনিভগবান্ ।

শ্রীল-আনি-ভগবান্ নাম বড় সাধু ।
কৃষ্ণরসে মত্ত পান করে প্রেমমধু ॥
কণে পড়ে কণে উঠে মাতোয়ার-প্রায় ।
হৃদ্যাবন-দরশনে হইল আশর ॥
হৃদ্যাবনে গেলা বহু কুচ্ছে মহাশর ।
অশ্রুধারা অবিরাম দেখিতে না পার ॥
হৃদ্যাবন গিয়া দেখে রতন-অড়িত ।
ভূমি গৃহ বৃক্ষ শুভ বসুনার ভিত ॥
কল্পবৃক্ষময় কল্পলতা সুশোভিত ।
বেদিকে নেহারে হেরি হর চমকিত ॥

বসুনাগুলিনে দেখে শ্রীরাসমণ্ডল ।
ত্রিঙ্গমোহন শোভা পরম-বিরল ॥
তথাই বাইবামাজ জীৱগ হইল ।
গোপী-অভিমান হৈল সে দেহ ভুলিল ॥
গোপীসহ রাধাকৃষ্ণ হেরিয়া মোহিত ।
চারিপানে চাহে করে চমকিত-চিত ॥
গোপীগণ হাতে ধরি নিকটে আনিয়া ।
হাস্ত-পরিহার্য করে প্রণয় ভরিয়া ॥
রাসরসে কৃষ্ণ রসে হইল মগন ।
কণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পান ॥
বিরহে কাতর যে কতক দিন পরে ।
সে দেহ ছাড়িয়া সেই রসে নৃত্য করে ॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
সর্বসিদ্ধি পাইল য়েহ জিতিল সংসার ॥

শ্রীরসিক মুরারী ।

শ্রীমান্ রসিক মুরারি মহাভাগ ।
সিদ্ধ মহাস্ত কৃষ্ণে মহা-অনুরাগ ॥
সহস্রেক চেলা সকলেই শক্তিবন্ত ।
সকলেই শক্তিবন্ত সকলেই শান্ত ॥
ঠাকুর-সেবার আর বৈকব সেবার ।
গ্রাম ভূমি আছে তার চেলায় উপর ॥
গোমস্তা-স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে ।
শুদ্ধমতি গুরু-আজ্ঞা সাবধানে রাখে ॥
দৈবান্ত যে সেই গ্রাম রাজার আজ্ঞাতে ।
অন্ত কেহ আইলেক দখল করিতে ॥
শিষ্য সেই সমাচার শুককে লিখিলা ।
রসিক মুরারি ভাল বুঝিতে নারিলা ॥
শিষ্যকে লিখিলা তেঁহ পত্রপাঠ হেথা ।
চলিয়া আসিবে তুমি শুনিব কি কথা ॥
ভোজন করিতে বসি ছিলা সেই চেলা ।
হেনই সময়ে পত্র লোকে নিয়া দিলা ॥
ধাইতে ধাইতে সেই লিখন পঢ়িয়া ।
অমনি চলিল তবে অর তেয়াগিয়া ॥
আচমন নাহি করি সৰুড়া মুখেতে ।
হন্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিল ত্বরিতে ॥
শুকর অগ্রেতে গিয়া দণ্ডবৎ করি ।
দাঁড়াইল সঙ্কোচিত চক্রে বহে বারি ॥
রসিক মুরারি-জীউ প্রসন্নবদনে ।
পুছেন হন্তেতে বস্ত্র জড়াইলে কেনে ॥

শিষ্য কহে পাঠমাত্র আগিতে লিখিলা ।
 জোজন রাখিয়া অমনি চলি আইলা ॥
 আচমন করিতে যে হইবে গউন ।
 একারণে আইলু হাতে লপটি বসন ॥
 শিষ্যের এ রীত শুনি রসিক মুরারি ।
 প্রসন্ন হইয়া কহে যাও স্বরা করি ॥
 আচমন করিয়া আইস শীঘ্র করি ।
 তবে তারে বিশেষ পুছেন যে মুরারি ॥
 গ্রামরোধ করিল রাজার লোক আসি ।
 বিশেষ কহিলা তবে গুরুস্থানে বসি ॥
 রসিক মুরারি তবে সহস্রেক চেলা ।
 তাঁর সমিতিয়াই দিয়া আজ্ঞা করি দিলা ॥
 রাজার বে লোক সব দূর করি দেহ ।
 গ্রাম গিয়া আপন দখল করি লহ ॥
 তবে তেঁহ পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সঙ্গে ।
 গিয়া রাজভৃত্য সব দূর কৈল রঙ্গে ॥
 রাজা শুনি ক্রোধ করি ফৌজ পাঠাইলা ।
 এক মন্ত-হস্তী তার সমিতিয়াই দিলা ॥
 ইহাদিগের প্রতাপে সে ফৌজ পলাইল ।
 মন্তহস্তী আক্রমণ করিয়া আইল ॥
 গুরুভক্ত সেই শিষ্য হস্তীর শ্রবণে ।
 কৃষ্ণনাম দীক্ষা দিলা ধরিয়া তৎক্ষণে ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হস্তী নাচিতে লাগিলা ।
 মাহুতেরে দূরে টান মারি ফেলি দিলা ॥
 নাম গোপালদাস বলিয়া রাখিলা ।
 নাসে ঢীকা দিলা গলে তুলসীর মালা ॥
 গ্রামে গ্রামে কিরে হস্তী সবে প্রীতি করে ।
 শাস্ত স্বভাব করি অনিষ্ট না করে ॥
 রাজার লোকেতে যবে ধরিবারে যায় ।
 সে সব লোকেতে তবে মারিয়া ভাগায় ॥
 রসিক মুরারি-জীর আশ্রমে বধন ।
 বৈষ্ণব জোজন করে যার সে তখন ॥
 ছুয়ায়ে পড়িয়া থাকে বৈষ্ণব খাইলে ।
 উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিয়া বাহিরে ডারিলে ॥
 তাহাই খাইল যার আর নাহি চায় ।
 রসিক-মুরারি-জীউকৃপা করে তার ॥
 একদিন মহোৎসবে অনেক বৈষ্ণব ।
 প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সৌষ্ঠব ॥
 রসিক-মুরারি-জীউ শিষ্যে আজ্ঞা দিলা ।
 বৈষ্ণবের পানোদক লইতে বলিলা ॥
 তার মধ্যে একজনর সঙ্গে কুঠছিল ।
 তার পানোদক কৃপা করি না লইল ॥

গুরু আগে আনি দিল তেঁহ পান কীরি ।
 না পাইল স্বাদ কহে শিষ্যপানে হেরি ॥
 কহে তথা কহে পানোদক যে আসিল ।
 কুঠ অঙ্গে দেখি এক বৈষ্ণবের না মিল ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু শিষ্যেরে ভৎসিল ।
 পানোদক আন সেই বৈষ্ণব বধার ॥
 পুনর্বার গিয়া তাঁর পানোদক আনি ।
 দিলা তবে সাধু পান করিলা তখনি ॥
 পদ্মতের মধ্যে এক বৈষ্ণবের মতি ।
 বাতিক স্বভাবে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি ॥
 খাইতে খাইতে কহে সবাই পাইল ।
 পদ্মতের মধ্যে এক সাধু রহি থেলা ॥
 আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা ।
 সোঁটারে আমার সাধুমধ্যে না গণিলা ॥
 অতএব শীঘ্র এক পানোড়া আনহ ।
 সে কথাই মন-যোগ না করিলা কহে ॥
 তবে ক্রোধ করি নিজ পাত্র উঠাইয়া ।
 উচ্ছিষ্ট আয়ের সহমারিল ফেলিয়া ॥
 রসিক মুরারীজীর মুখে গিয়া লাগে ।
 সাধু মুহু হাসি তাহা খায় অগুরাগে ॥
 কহে মুই বৈষ্ণবের অধর-অমৃতে ।
 চেষ্টা না করিহু নাহি শ্রদ্ধা কৈহু চিতে ॥
 বৈষ্ণব-গোসাঞি মোরে করুণা করিয়া ।
 অধর অমৃত দিল মুখেতে ডারিয়া ॥
 সাধুর স্বভাব দেখে কৃতার্থ মানিলা ।
 সেই বৈষ্ণবের বহু সন্মান করিল ॥
 জীহান-রসিক-বিহারি শ্রীচরণে ।
 কোটি পরণাম করি কৃষ্ণদাস ভণে ॥

শ্রীসধনা ।

জাত্যংশে কসাই সে সধনা নাম হয় ।
 বাহার স্বরণে যার অন্তর, কথায় ॥
 কৃষ্ণগুণগান সদা বৈষ্ণবসেবক ।
 জাতিধর্ম নাহি করে জীবের হিংসক ॥
 কিনিয়া আনিয়া মাংস বেচি গুজুরান ।
 বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন ॥
 তেঁহ নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম ।
 বাটখারা বলি জানে পাথরের খুম ॥
 পথের কিনারে বসি বিকি কিনি করে ।
 দৈবান্ত বৈষ্ণব এক বাইতে তাহারে ॥

দাণ্ডাইয়া দেখিলা যে শালগ্রাম হয় ।
 মাংসের বাটখারা দেখি ছুঃখ উপজয় ॥
 তথা হৈতে লইবার মনস্থ করিলা ।
 ধীরে ধীরে সধনারে কহিতে লাগিলা ॥
 এই যে পাথরখানি মোরে তুমি দেহ ।
 আর এক বাটখারা দেই তাকা লহ ॥
 এখানি ত দিতে নারি সধনা কহয় ।
 যতেক ওজন করি ইহাতেই হয় ॥
 সের-পোয়া-অদিক ওজন করি যত ।
 ইহার এমন গুণ পূর্ণ হয় তত ॥
 বৈষ্ণব কহয়ে তাই অবশ্য আমারে ।
 অই যে পাথরখানি দিতে হবে তোরে ॥
 বৈষ্ণবের একান্ত আগ্রহ দেখি দিলা !
 তেঁহ নিজগৃহে লৈয়া অতিথ্যে কৈলা ॥
 চন্দন তুলসী পুষ্প আদি করি দিয়া ॥
 ভক্তিতে করিল পূজা ভোগ লাগাইয়া ॥
 স্নানযোগে তারে কহে ঠাকুর স্বপনে ।
 তুমি কেনে আমারে যে আনিলে এখানে ॥
 সাধনার স্থানে মুক্তি সুখ আছিলাম ।
 তার মুখে মোর গুণগান শুনিতাম ॥
 তাহাতে আমার বড় সুখ জনময় ।
 অতএব শীঘ্র নিয়া রাখহ তথায় ॥
 বৈষ্ণব চেতন পাই করয়ে বিচার ।
 কসাইর স্থানে যাইতে চাহে পুনর্বার ॥
 ইহাতেই বুঝি সেই বড় ভাগ্যবান্ ।
 প্রাকৃত না হবে সেই ভক্তির নিধান ॥
 এতেক বিচারি তবে ঠাকুর লইয়া ।
 প্রাতঃকালে সধনার বাটী গিয়া দিয়া ॥
 নিরখিয়া তার সাধু অন্তর-বাহির ।
 অনুভব কৈলা এই মহান্ গভীর ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁরে কহে ।
 এই বাটখারা তব প্রাকৃতিক নহে ॥
 শালগ্রাম ইহা তুমি ভজহ বাহারে ।
 সাক্ষাৎ সে ইহঁ কৃপা করিল তোমায়ে ॥
 আমি ছল করিয়া লইয়া গেহু ঘরে ,
 মোরে কৃপা নাহি কৈল দম্যত তোমায়ে ॥
 এতেক শুনিয়া সধনার চিত্ত জবে ।
 প্রাণের অধিক মানি রাখিলেক তবে ॥
 গৃহে পরিবার কুলাচার তেরাপিরা ।
 ভিন্ন এক স্থানে রহে ঠাকুর লইয়া ॥
 ভিক্ষা করি ঠাকুরের সেবন করয়ে ।
 নাহি কোন ব্যবসা না বাচয়ে কোথারে ॥

কতক দিবস পরে বাহা হইল মনে ।
 শ্রীপুরুষোত্তমে অগস্ত্য-দর্শনে ॥
 প্রেমাবেশে অগস্ত্য-দর্শনে চলিল ।
 সে-দেশীর স্বামী বহু পথেতে মিলিল ॥
 ততুল গোধূম সবে দেয় খাইবারে ।
 কসাই বনিয়া কেহ স্পর্শ নাহি করে ॥
 কতক দূরেতে গিয়া সজছাড়া হৈলা ॥
 ভিক্ষা করিবারে এক গ্রামমধ্যে গেলা ॥
 সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধু ভ্রষ্টা ।
 সধনা স্তম্ভর দেখি হৈল কামচেষ্টা ॥
 খাইবারে দিব বলি গৃহে লৈয়া গেলা ।
 স্বারোধ করি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা ॥
 তেঁহ কহে মুই জীব সঙ্গ নাহি করি ।
 বহু কহে মুই হৈনু নিশ্চয় তোমারি ॥
 বরঞ্চ স্বামীর মুই মস্তক কাটিয়া ।
 তোমার সাক্ষাতে আনি প্রত্যয় লাগিয়া ॥
 অন্তরে স্বামী তার নিদ্রিত আছিল ।
 ছুটিয়া যাইয়া তার মস্তক কাটিলা ॥
 ক'টা মুণ্ড আনিয়া সাধুর আগে ধরে ।
 কহয়ে তোমার হইনু থাক মোর ঘরে ।
 তাহাতেও যত্নপি দম্যত না দেখিল ।
 ক্রোধে তবে ভ্রষ্টা এক তুকান করিল ॥
 চীৎকার করিয়া কহে ওহে পাড়াপড়সি ॥
 চোর ধরিয়াছি সবে আঁগুয়াও আসি ॥
 আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল ।
 ধন নিয়া যাইতে কপাট ধারে দিল ॥
 এতেক শুনিয়া পাড়ার লোক যে আইল ।
 হাকিম আসিয়া সধনারে নিয়া গেল ॥
 হাকিম পুছরে তুমি যাহুয মারিলে ।
 তেঁহ মনে তাবে ইহা স্বীকার না কৈলে ॥
 কি জানি জীটাকে পাছে নিয়া দেয় শূলে ॥
 তারে ত বাঁচাই মোর যে থাকে কপালে ॥
 যে হয় সে হবে মুই স্বীকার করিব ।
 পর-উপকার ইহা অবশ্যকর্তব্য ॥
 এত তাবি সাধু কহে আমি মাঝিয়াছি ।
 অর্থগুলি বটে মুই চুরি করিয়াছি ॥
 ক্রোধের ভক্তের কতু হিংসা নাহি হয় ।
 দেখহ বাহারি পাপ তাহারি ফলয় ॥
 হোথা সেই ভ্রষ্টা জী দস্ত প্রকাশিয়া ।
 নিজ-মত জীর্ণপেয়ে কহে কুকারিয়া ॥
 গতির মাথা ত মুই স্বহস্তে কাটিল ।
 তথাপিহ ছষ্ট মোরে সুখ না চাহিল ॥

তাহার উচিত সাজা দিহু ভাল-মতে ।
 এখন গর্দান মারিবেক হাকিমিতে ॥
 পরস্পর সেই কথা প্রচার হইয়া ।
 ধরিয়া লইয়া গেল হাকিম শুনিয়া ॥
 সধনাকে সাধু জানি বিদায় করিল ।
 ছুট বে রাঁড়ের সাজা উচিত করিল ॥
 সধনা ঈকুৎসব গাইতে গাইতে ।
 গিয়া উত্তরিল ফটকের নিকটেতে ॥
 হোথা অগরাধ পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা ।
 সধনা নামেতে মোর ভক্ত এক আইলা ॥
 পালকিতে চড়াইয়া আনহ তাহারে ।
 আজ্ঞামাত্র সবে গেলা তারে আনিবারে ॥
 পালকিতে চড়াইয়া চামর করিয়া ।
 প্রভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিয়া ॥
 প্রভুত্ব-দরশনে আনন্দ হইল ।
 সধনা শ্রীমুখ হেরি আপনা ভুলিল ॥
 বাহার্য্য কণাই বলি পথে যুগা কৈল ।
 তাহার্য্য দেখিয়া সবে চমকিত হৈল ॥
 তখন তাহার্য্য সেই সধনা-চরণ ।
 ধূলিপাদোদক শিরে ধরে করে পান ॥
 সহস্র জন্মের পুণ্য দিয়া যদি মুই ।
 সে চরণরজ পাই তবে কিনে লই ॥
 কৃষ্ণভক্তিগুণের সাগরে অবগাই ।
 তাপ পাপ অ লা মোহ সংসার এড়াই ॥

শ্রীকানীশ্বর গোসাঞি ।

শ্রীমন্ কানীশ্বরগুরী গোস্বামীর শিষ্য ।
 প্রভুর সতীর্থ হন অগতে উপাশ্রয় ॥
 স্বভাব উপার অতি পণ্ডিত গভীর ।
 নিরীহ নিশ্চেষ্ট যোনি অতি সে সুধীর ॥
 মহাপ্রেমভাব শ্রীমন্ বৃন্দাবনধামে ।
 বাতুলের প্রায় কৃষ্ণ অবেষণে ভ্রমে ॥
 কড় উপবাস কড় শাক ফুল ভগ্ন ।
 কড় মাধুকরী কড় পান মাত্র জল ॥
 বহুনার তীরে পড়ি ডাকে উচ্চস্বরে ।
 হা হা বাধাকৃষ্ণ বলি সদাই ফুকারে ॥
 যেই তাঁর ঈশ্বর আশ্রয় করিল ।
 অনার্য্যসে বাধাকৃষ্ণচরণ পাইল ॥
 বেণুকুণ-নিকটে যে সমাজ তাঁহার ।
 অত্যাগ বিদায়মান কুণ্ডের তিতর ॥

নিত্যসিদ্ধ হন দেহত্যাগ মাত্র ছুটি ।
 নানালীলা করি জীব দেহ তত্ত্ববল ॥
 তাঁহার চরণ ভক্তি বহুক সদাই ।
 আশা-সত্য আশ্রয় যে আর কেহ নাই

শ্রীখোজেজী ।

খোজেজীউ মহাতাপবত হন সিদ্ধ ।
 বয়স অনেক কাল হইলেন বৃদ্ধ ॥
 শিষ্যগণে কহে মোর কাগপ্রাপ্ত হৈল ।
 বৈকুণ্ঠের দূত কোলে লইতে আইল ॥
 চলিলা মুই তবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ।
 কিন্তু এক কথা কহি শুন মন করি ॥
 যে সময় শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে বাইব ।
 সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ হব ॥
 ইহা কহি সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল ।
 কিন্তু যে হেথার ঘণ্টাবাদ না হইল ॥
 না বাজিল জানি শিষ্যগণ চিন্তা করে ।
 কারণ কিছু কেহ বুঝিতে না পারে ॥
 আর এক শিষ্য কোন দূরগ্রামে আছে ।
 সমাচার ইহঁরা দিলেন তাঁর কাছে ॥
 তেঁহ সিদ্ধ ভক্তিমাত্র দৃঢ়ভক্তিবান্ ।
 চলিয়া আইলা শুনি গুরুর পরাণ ॥
 পরমার্থ ভ্রাতাপণ সন্মান করিলা ।
 গুরুর যে বাক্যে তাহা তাঁরে শুনাইলা ॥
 বৈকুণ্ঠ বাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ হবে ।
 শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে আনিবে ॥
 কিন্তু তাহা না বাজিলা বড়ই সন্দেহ ।
 ইহার কারণ কিবা বিচারিয়া কহ ॥
 ইহা শুনি তেঁহ কহে কারণ আছর ।
 যাব যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয় ॥
 কৃষ্ণ তাহা পুরাইয়া নিজধামে লয় ।
 ইহার প্রমাণ ক্রম আদি করি হয় ॥
 স্বামী এই আশ্রয়তলে দেহ তেজিয়াছে ।
 আশ্রয়কে মিষ্ট আশ্রয় পাকি রহিয়াছে ॥
 দেহত্যাগকালে আশ্রয় থাকিতে হৈল মন ।
 আশ্রয়ভোগহেতু নহে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 আশ্রয়ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময় ।
 লইলেন তবে তাঁরে আপন আলয় ॥
 ইহা কহি তবে ভ্রাতাপণেরে কহয় ।
 আশ্রয়কে অই যে সুপক আশ্রয় হয় ॥

অইটি পাড়িয়া আন বুঝিবে নিশ্চয় ।
 যে কারণে স্বামীজী বৈকুণ্ঠে নাহি যায় ॥
 তবে বুকে ঠিঠি সেই আত্মটী আনিল ।
 অস্ত্রের দ্বারায় তাহা দোকাঁক করিল ॥
 ভিতর হইতে এক কীট নিকশিল ।
 নিকলিয়া মাত্র কীট দেহ ত্যাগ কৈল ॥
 দেহ তেজি দিবাক্রপ শ্রাম কলেবর ।
 চতুর্ভুজ বনমালা শঙ্খ-চক্রধর ॥
 হইয়া চলিলা স্বর্ণবিমানে চড়িয়া ।
 দেখিয়া হইলা সবে চমুকিত হিয়া ॥
 ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ লয় নিজধাম ।
 পাছে কেহ মনে কর প্রারদ্ধাদি কাম ॥
 প্রারদ্ধাদি কৰ্ম্ম সে ত প্রথমেতে যার ।
 কৃষ্ণভক্টে বাধা জগাইতে না পারয় ॥
 এই যে সাধুর আত্ম ভোগ যে করিল ।
 সুনামা বিপ্রেয় আর ধ্রুবে যথা হৈল ॥
 ভক্টে বুঝিবে কুতর্কিকে না বুঝিবে ।
 প্রারদ্ধের ভোগ বলি কুতর্কে কহিবে ॥
 খোজেন্তীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া ।
 বাসনা তেজিব চাহে কৃষ্ণদাস হিয়া ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ত্রিপুরদাস-আদি-ভক্ত-
 গুণবর্ণনং বিংশ-মালা ॥ ২০ ॥

একবিংশ মালা ।

—:—

বাঁকা-রাকা-আদি-ভক্ত-গুণবর্ণন ।

অয় শ্রীচৈতন্যহরি অয় নিত্যানন্দ ।
 অয় ঐতচন্দ্র অয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 অয় রূপ সনাতন ভট্ট-ব্রহ্মনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-ব্রহ্মনাথ ॥

শ্রীবাঁকা পতি রাকা স্ত্রী ।

বাঁকা নামে পতি রাকা নামে স্ত্রী ।
 পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী ॥
 কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্তপর ।
 তৃণ কাঠ বেচি করে দিন ওজুরান ॥
 নারদ গোসাঞি তাহা অন্তরীক হৈতে ।
 কৃষ্ণের ভক্ত বলি দয়া হৈল চিতে ॥

বৈকুণ্ঠে বাটয়া ভগবানেরে কহেম ।
 তোমার প্রণয় প্রভু বড়ই কঠিন ॥
 তোমার একান্ত ভক্ত বাঁকা রাকা হরে ।
 কাঠ বেচি খায় তাকা পূর' না পড়য়ে ॥
 এত দুঃখ কেনে লেহ তোমার ভক্ততে ।
 ভগবান্ কহে মোর দোষ নাহি তাতে ॥
 আমি দিতে চাহি ধন সে না তাহা লয় ।
 ধনে পাছে মোরে তুলে এই তার ভয় ॥
 লাক্ষাতে দেখেই দুই দেখাই তোমারে ।
 যবে বাঁকা রাকা যায় কাঠ আনিবারে ॥
 সেইকালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রাখলি ।
 রাখিলেন বনের বাহিরে পথে কেলি ॥
 বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল ।
 পশ্চাতে বাইতে রাকা বেধিতে পাইল ॥
 মোহরের তোড়া দেখি মনে মনে ভাবে ।
 স্বামী মোর আনিলে ত লইতে না দিবে ॥
 ধূলা মাটি চাপা দিয়া এখন ত রাখি ।
 পাছে কি বিচার করে তেঁহ তাহা বেধি ॥
 এত ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা ।
 দুই জনে দুই বোঝা কাঠ বান্ধি নিলা ॥
 ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাকা রহি ।
 স্বামীয়ে কহবে এক কথা শুন কহি ॥
 একখলি স্বর্ণমুদ্রা আঁর্ছবে পড়িয়া ।
 আমি রা খরাছি ধূল নাটি চাপা দিয়া ॥
 বাঁকা তাকা ত ন কহে ভাল করিয়াছ ।
 তার উপরে ধূলা মাটি যে দিয়াছ ॥
 উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও ।
 হেথা হৈতে চলহ স্বরায় পার হও ॥
 এত শুনি রাকা কিছু সজ্জিত হইয়া ।
 কাঠ নিয়ে চলে তার আশ তেরাগিয়া ॥
 অন্তরীকে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন ।
 তব ভক্তচরিত্র যে না যায় কখন ॥
 তোমার যে প্রেমসুধারস আবাদিল ।
 তার মন প্রাকৃত-বিবর-বাহ হৈল ॥
 পুন নাহি কহে তায়ে আটকিতে পারে ।
 প্রাকৃত-বিবর দিয়া এ তিন সংসারে ॥
 তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা ।
 কৃষ্ণদাস মুঢ় পানে ফিরে না চাহিলা ॥

শ্রীলডু ভক্ত

লডু নামে ভক্ত অতিশয় চমৎকার ।
 বাহুবলি নাহিক অন্তরে প্রেমাকার ॥
 প্রেমাবেশে অচেতন হাজে কোন স্থানে ।
 পাড়িয়া আছেন যথা মত্ত মদপানে ॥
 অস্ত্র প্রায়ে চোরগণ দেবী পূজা করে ।
 নরপশু খুঁজি বলে বলি দিবার তরে ॥
 সমুখে দেখে সেই মহাভাগবতে ।
 নরপশু বলি নিয়া গেলা বলি দিতে ॥
 পশুতুল্য চোরগুলা না চিনিল তাঁরে ।
 কাটিবার উদ্বোগ দেবীর আগে করে ॥
 কৃষ্ণের ভকতে হিংসা করয়ে জানিয়া ।
 ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া ॥
 খড়্গ হাতে করি দেবী কাটি চোরগুলা ।
 মত্ত লইয়া হস্তে লুফিতে লাগিলা ।
 জড়ভরতের অমুরাগে চোরগণে ।
 মত্তক কাটিয় যথা করি ক্রীড়নে ॥
 তেমতি মত্তক নিয়া কন্দুক খেলিলা ।
 ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা ॥
 কৃষ্ণভক্ত পঞ্চপাত ঘেই জন করে ।
 তাহার চরণে করি কোটি নমস্কারে ॥

শ্রীসন্ত ভক্ত ।

শ্রীল-সন্ত ভক্ত নাম পরম স্মৃজন ।
 বৈষ্ণবসেবনমাত্র তাঁহার ভজন ॥
 কোথা হৈতে আইসে জ্বা কেহ নাহি জানে ।
 বাজিয়া আনিয়ু কহে গোপালকারণে ॥
 একদিন সন্ত ভক্ত বাজারে গিয়াছে ।
 আর কোন বৈষ্ণব গৃহেতে আসি পুছে ॥
 সাধু ঘরে দেখি নাই গিয়াছে কোথায় ।
 সাধুর ঘরী কহে গিয়াছে চুলায় ॥
 এতেক শুনিয়া সে বৈষ্ণব করি গেলা ।
 বাইতে পথে তাই সনে দেখা হৈলা ॥
 সন্ত কহে কি কারণে ফরিয় চলিলে ।
 বুঝি মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে ॥
 বৈষ্ণব কহেন তব গৃহেতে বাইরে ।
 পুছিলাম সন্ত ইহ গেলেন কোথারে ॥
 তোমার ঘরী কহে গিয়াছে চুলায় ।
 তনিয়া চলিহু মুই কি বলিব তার ॥

ইহা শুনি সন্ত তাঁর চরণে ধরিয়া ।
 গৃহে আনি সেবা কৈল ভকতি করিয়া ॥
 তৎকণাৎ গৃহাশ্রম তেজিয়া চাষিলা ।
 একান্ত হইয়া গিয়া বনেতে বসিলা ॥
 কালে কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব পাইলেন সাধু ।
 আশ্বাসয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু ।
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 বৈষ্ণবের পদে মতি রহক আবার ॥

শ্রীত্রিলোক সোণার ।

ত্রিলোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয় ।
 একান্ত ভকতি তাঁর বৈষ্ণবসেবার ॥
 রাজার কঙ্কার বিভা কারণ তাঁহারে ।
 সোণার কলস দুই দিল গড়িবারে ॥
 ওজন করিয়া সাধা ঘরে নিয় গেলা ।
 বৈষ্ণব সেবনে বড় উৎসাহ হইলা ॥
 সেই স্বর্ণ সমুদায় বিক্রয় করিয়া ।
 মহামহোৎসব কৈলা বৈষ্ণব লইয়া ॥
 এমতি উৎসাহ হৈল বৈষ্ণবসেবনে ।
 পশ্চাৎ কি হবে ভাণা নাহি গণে মনে ॥
 হোথা বিবাহের তিন দিবস থাকিতে ।
 রাজদূত আইল স্বর্ণকলস লইতে ॥
 ত্রিলোক কহেন তাণ তৈয়ার না হয় ।
 তৈয়ার হইলে দিয়া আসিব তথায় ॥
 প্রভুর প্রতিজ্ঞা ধর্য হইয়া তখন ।
 বশীভূত হটলেন বিক্রীত যেমন ॥
 মহারাজ শ্রীচৈতন্য সাধিল যেমনে ।
 কি আশ্চর্য্য কথা সেই সুখদ শ্রবণে ॥
 পণ্ডিত গম্ভীর সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ।
 যতেক পুরুষোত্তমে দণ্ডীর আচার্য্য ॥
 সভাসদ প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ।
 ব্যবস্থা প্রমাণ্য ধীর স্বত্যাঙ্গি শাস্ত্রের ॥
 মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্নিরে ব.ব গেলা ।
 প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলা ॥
 অপূর্ণ সৌন্দর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক দেখিয়া ।
 কোলে করি নিয়া গেলা বিম্বিত হইয়া ॥
 নিজগৃহে নিয়া তবে শুশ্রূষা করিয়া ।
 গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহেন পুছিয়া ॥
 রূপ দেখি চমৎকার অলৌকিক প্রেম ।
 কেটা বাট কহ ইহ কোথা পূর্বাশ্রম ॥
 পরিচয় দিয়া পরে কহেন আচার্য্য ।
 ইহ শ্রীমান্ ভগবান্ অবতারবর্ষ ॥

তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য উপহাস কৈল ।
 আচার্য্য পাইয়া ক্ষোভ প্রভৃতি করিল ॥
 অনেক বিচার কৈল সার্কভৌম সনে ।
 ঈশ্বর ক'রয়া সার্কভৌম নাহি মানে ॥
 তবে শ্রীআচার্য্য সার্কভৌমে কহিল ।
 আ'ম এই ভিত্তে আঁক কাটিয়া রাখিল ॥
 প্রভুর করুণা যবে তোমারে হইবে ।
 তে'মার বুদ্ধির মোহ যবে দূরে যাবে ॥
 তুমি ত তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে ।
 এই মহাপুরুষের শরণ লইবে ॥
 ভট্টাচার্য্য কহেন ভাল ভাল তা পারিবে ।
 এখন স্বকার্য্যে যাহু পশ্চাতে শিখাবে ।
 ইহা কহি ভট্টাচার্য্য উড়াইয়া দিল ।
 আচার্য্য তখন তবে কিছু না বলিল ॥
 স্থল স্থল কহি কিছু সংক্ষেপ কথনে ।
 এ সকল লীলা প্রত্যক্ষ জিতুবনে ॥
 যেমতে পাইল রাজা প্রভুর চরণ ।
 তাহার প্রদক্ষে কহি এ সব কথন ॥
 তবে ভট্টাচার্য্য পুন কহয়ে প্রভুরে ।
 বেদান্ত গুনহ নাচ কাচ করি দূরে ॥
 প্রভু কহে যে আজ্ঞা বাহাতে মোর হিত ।
 হয় তাই কর কৃপা করি যে উচিত ॥
 মুখ মুই মোর নাহি দিগ-পাশ-জান ।
 দয়া করি কর যাতে মোর পরিজ্ঞান ॥
 ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে ।
 ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥
 এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাধানে ।
 সাতদিন ধরি প্রভু বসি মাত্র শুনে ।
 নির্বিশেষে ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান ।
 মার্য্যবাদময় বাণী পাশ্বে বিধান ॥
 এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য ।
 কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য ॥
 ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মোন কারি রহ ।
 বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ ॥
 প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ ।
 সকলি যে বিপর্য্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ ॥
 সৎ-চিৎ-আনন্দময় রূপ ভগবান্ ।
 অনন্ত স্বরূপশক্তি যোগময় হন ॥
 জীব নিত্যদাস সেব্যসেবকসম্বন্ধ ।
 ইহার অন্তথা কর বড়ই এ বন্দ ॥
 মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান ।
 লক্ষণা করিয়া সব কহ অবিধান ॥

ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য ।
 অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ ॥
 শুনি দম্ব হয় কর্ণ না সচে পরাণে ।
 ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে ॥
 কহ'র তুমি যে বড় আমারে শিখাও ।
 কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও ॥
 প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি ।
 কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি ॥
 তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল ।
 যাইট-প্রকার তার সমর্থ কারিল ॥
 শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে ।
 ইহা ত সামান্ত মনুষ্যের সাধা নহে ॥
 ভট্টাচার্য্য যে ছিল পাণ্ডিত্য-অভিমান ।
 গেল যদি তবে প্রভু হৈলা কৃপাবান্ ॥
 আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখয়ে প্রভুরে ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে ॥
 এতেক শুনিয়া লোক যাইয়া কহিলা ।
 জিলেক ভাগিরা এক বনে লুকাইলা ॥
 বিবাহের পূর্বদিন পুন লোক আইল ।
 লাগ না পাইয়া গিয়া রাজারে কহিল ॥
 রাজা শুনি নিজ ভূত গণেরে কহয়ে ।
 দর্শকারে বাকি আন যেখানে থাকয়ে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র দেখি নিজ ভক্তের উপর ।
 আপদ পড়িল বলি হইলা কাতর ॥
 ভক্তবৎসল ভক্তরক্ষার কারণ ।
 ছই স্বর্ণকলস যে অপূর্বগঠন ॥
 জিলে কেবল রূপ ধরি আপনি লইয়া ।
 রাজার নিকট প্রভু আইলা যাইয়া ॥
 রাজার সভায় নিয়া সন্মুখে রাখিলা ।
 রাজা সভাসদ সহ আনন্দ হইলা ॥
 সবাই প্রশংসে অতি সুগঠন হেরি ।
 পুনঃপুন দেখে রাজা নিজহস্তে ধরি ॥
 রাজা কহে এতেক গউন হৈল কেনে ।
 তেঁহ কহে বনাইতে করি সুগঠনে ॥
 মার্জ্জন করিতে গেলু সুমিষ্ট জলেতে ।
 পলাইল বলি মোর খাইয়া গৃহেতে ॥
 ঘেহবার করি মহা-উৎপাত করিল ।
 খেজমত করি তার এই ফল হৈল ॥
 এতেক কহিয়া প্রভু তজি উটাইলা ।
 ক্রোধ করিয়া চাণি পাঁচ পদ গেলা ॥
 কিয়াইয়া রাজা অতি লজ্জিত হইয়া ।
 নিজলোকে কহে জিলোকের বাণী গিয়া ॥

পদাভিকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন ।
কোন উপদ্রব তথা নাহি করে যেন ॥
ত্রিলোক জানেতে রাজ্য শিরোপা করিল ।
বহু অর্থ দিয়া পুন তাহারে তুলিল ॥
প্রভু সেই অর্থ আদি ত্রিলোকের ঘরে ।
লইয়া বাইয়া রাখি ধরি রূপান্তরে ॥
বনেতে ত্রিলোক বধা আছেন বসিয়া ।
খাণ্ডলামগ্রী নিয়া গেলেন চলিয়া ॥
সামগ্রী সমুখে দিয়া কহে ক্রততর ।
রাজা বহু অর্থ দিলা শীঘ্র যাহ ঘর ॥
সোণার কলস পাই অতি তুষ্ট হৈল ।
শাল শিরোপা বহু পুরস্কার দিল ।
কহিতে কহিতে হরি অন্তর্দীন হৈল ॥
ত্রিলোক অন্তরে অনুমানেতে বুঝিল ॥
আনিলাম কৃষ্ণ এই মায়া প্রকটিল ।
খাইয়া চলিল কিছু কারে না কহিল ॥
ঘরে গিয়া দেখে নানা দ্রব্য কতমত ।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় আর হইল শত শত ॥
অর্থ পাইয়া সাধু করে কৃষ্ণ-সেব ।
প্রোমানন্দে রহে যত্ন সদা রাজি দিবা ॥
সোণার কলস আনে বেই কারিগর ।
তাহার সহিত যে ত্রিলোক স্বর্ণকার ॥
আমার হৃদয় বহু সেই দুঃখনাব ।
অভয় চরণ বাহা বিনে নাহি আর ॥

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার ।

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী রাজা প্রতাপরুদ্র ।
বাহার স্মরণে নাশে সকল অভদ্র ॥
প্রতাপ প্রচণ্ড ধীর প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা ।
অস্ত্র কত্রিরে তাঁরে আগে মানি কাপুরুষতা ॥
কত্রিরের প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ়তর হয় ।
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধি শালাঘা করয় ॥
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রতিজ্ঞা ।
যে প্রতিজ্ঞা জিতুবনে প্রশংসয় বিজ্ঞ ॥
মুনি ঋষি তপস্বী বেদস তব শেষ ।
কোটি কর তপে যার না পার উদ্দেশ ॥
তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রদ করি তাহা ।
সাধিল আপন পণ নিজ সাধ্য বাহা ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীবানু গৌরচন্দ্র হরি ।
ঐহারে জিনিল তাঁর সনে হঠ করি ॥

গৌরচন্দ্র কহয়ে যে রাজদরশন ॥
কদাচ না করিব করিল দৃঢ় পণ ॥
মহারাজা কহে সুই অবশ্য মিলিব ।
শ্রীচরণে দৃঢ় মন আশ্র সমর্পিব ॥
রাজ্যধনু দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা ।
ধনু মহারাজ সেই প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥
অভয় পরম নিধি শ্রীচরণপদ্ম ।
জিনিয়া লইয়া হৃদে করিলেন বন্ধ ॥
শ্রামলসুন্দর বনমালা পীতবাস ।
শ্রীবৎস শোভিত স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস ॥
দেখি চমৎকার ভট্ট অনিমিষে চাহে ।
প্রোমানন্দে মুচ্ছিত সংবিৎ নাহি দেহে ॥
দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে ।
পূর্ণব্রহ্মরূপ পুন গৌরাজ নিরখে ॥
তখন যে গোপীনাথ আচার্যের বাক্য ।
স্মরণ হইল তাহা হইল প্রত্যক্ষ ॥
পরম ভক্তিতাবে যতন করিয়া ।
রাখিল আপন গৃহে সেবা নিরূপিয়া ॥
শুভভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে ।
এক মহাপুরুষ আইলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
শ্রীচৈতন্য নামশ্রীকৃষ্ণের অবতার ॥
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর ॥
অনির্বচনীয় সেই অলৌকিক রূপ ।
ত্রৈলে ক্যাজিনিয়া কান্তি পরম অমূপ ॥
রাজা শুনি চিন্তে কিছু আশ্চর্য্য মানিল ।
অনেক বিতর্ক করি ভাবিতে লাগিল ॥
পুরুষোত্তমমধ্যে চতুর্ভুজ হয় সবে ।
তার মধ্যে বিশেষ প্রকার কিছু হবে ॥
রাজা যদি এত মনে বিতর্ক করিলা ।
সর্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভুতা জানিলা ।
আরদিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে ।
ষড়্ভুজ প্রভু তিন অবতার মতে ॥
শ্রামবর্ণ ছই হস্ত মুরলিবদন ।
দুর্কাদলশ্রাম ছই হস্তে ধনুর্কোণ ।
হেমবর্ণ ছই হস্তে দণ্ড কুমণ্ডল ।
অপূর্ব সৌন্দর্য্য হেরি জুড়ায় নয়ান ॥
ভট্টাচার্য্য দেখি পুন রাজারে কহিল ।
অস্তঃপটে প্রভু নৃপে রূপাবানু হৈল ॥
রাজার অঙ্গিল মহা প্রেম-অমুরাগ ।
চৈতন্য হইল রাগ সর্বত্র বিরাগ ॥
শ্রীচৈতন্য ধ্যান জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ ।
শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর নাহি মনে আন ॥

শিষ্টলোক পাঠার শ্রীচৈতন্যচরণে ।
 একান্ত মিলিয়া চাহে লইতে শরণে ॥
 প্রভু তাহা নাহি শুনে উপেক্ষা করয় ।
 কহে সন্ন্যাসীর রাজভেট না জুয়ায় ॥
 তবে রাজা ভক্তবৃন্দগণের চরণে ।
 ধরিয়া পড়িল মিলিবারে প্রভুসনে ॥
 ভক্তগণ যোগ্যপাত্র জানিয়া রাজারে ।
 বোড় কর করি সবে কহয়ে প্রভুরে ॥
 রাজা তব চরণে শরণ লইবারে ।
 কাতর হইল একবার হের ভারে ॥
 প্রভু কহে হেন বাক্য পুন না কহিবে ।
 পুন যদি কহ তবে হেথা না দেখিবে ॥
 সন্ন্যাসীর অনুচিত রাজদরশন ।
 শ্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥
 এত শুনি ভক্তবৃন্দ আর না কহিলা ।
 রাজা তাহা শুনি অতি খেদিত হইলা ॥
 আর্জনাৎ করি কহে তাপিত হইয়া ।
 আইলা প্রভু ত্রিভুবননিষ্ঠার লাগিয়া ॥
 জগৎ তারিব একা প্রতাপ রুদ্র বিনে ।
 একান্ত যে এই কি প্রতিজ্ঞা কৈল মনে ॥
 শুনিলাম জগাই মাধাই তরাইল ।
 আমি ত পাতকী তবে কি দোষ করিল ॥
 তবে যদি উপেক্ষিলা কি কার্য বাচিয়া ।
 প্রাণ ত্যাগ করি তবে তাঁরে সন্মরিয়া ॥
 রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া ।
 রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দিয়া ॥
 পুনর্বার ভক্তবৃন্দ প্রভুহানে কহে ।
 তোমা বিনে রাজা প্রাণ তেজিবারে চাহে ॥
 অন্তরে রাজার প্রতি প্রভু কৃপাবান্ ।
 বাহ্যে কিছু লোকশিক্ষা হেতু করে ভাণ ॥
 কপট করিয়া পুন কহে ভক্তগণে ।
 নারায়ণ বলি দুই হস্ত দিয়া কাণে ॥
 মহাবিষয়ী যে রাজা তাহার মিলনে ।
 পুন যদি কহ তবে না রব এখানে ॥
 তবে ভক্তবৃন্দ তবে পুন না কহিল ।
 রাজার আগ্রহ দেখি চিন্তিত হইলা ॥
 প্রভুর প্রতিজ্ঞা নাহি করিব মিলন ।
 রাজার প্রতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জীবন ॥
 তবে ভক্তবৃন্দ এক উপায় স্থজিলা ।
 রায় রামানন্দ নৃপে উপদেশ দিলা ॥
 প্রভু যবে প্রোণাবষ্ট হইয়া রহিবে ।
 অর্ধবাহু দশাতাব বধন জানিবে ॥

সেইকালে রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক ।
 করিতে করিতে পাঠ বাইবে সন্মুখ ॥
 আনন্দে ধরিয়া এতু আলিঙ্গন দিবে ।
 কৃপা করিবেন তব বাহা পূর্ণ হবে ॥
 ইহা শুনি রাজা বড় আনন্দিত হৈল ।
 সেই শুভকাল লক্ষ্য করিয়া রহিল ॥
 রথ্যাগ্রে নর্ত্তন প্রভুর মহা চমৎকার ।
 প্রসিদ্ধ যে ধ্যান হৃদে আছে সবাংকার ॥
 নর্ত্তনের পরে ভক্তবৃন্দের সহিতে ।
 বিশ্রাম করিলা জগন্নাথের বাগিচাতে ॥
 অর্ধবাহুদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে ।
 অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দাণ্ডাইলা পাশে ॥
 রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করি ।
 উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহরি ॥
 প্রেমানন্দ-স্থখে কহে কে তুমি হে বন্ধু ।
 কর্ণেতে ঢালিলে মোর সুধারসসিন্ধু ॥

শ্লোক শ্রীগোপীগীতা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
 কবিত্তরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
 শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
 ভূবি গুণন্তি যে তুরিদা জনাঃ ॥

কৃষ্ণকথা সন্তপ্ত জীবনে সুধা বর্ষণ করে । তপ্ত-
 দশী কবিরূপ উহাকে পাপনাশকারী বলিয়া বর্ণন
 করেন । উহা শ্রবণ মঙ্গলময় ও শাস্তিদায়ক । এই
 পৃথিবীতে যাহারা বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণকথা কীর্তন
 করেন, তাঁহাবাই তুরিদা অর্থাৎ তুরিপরিমাণে অনুভূত-
 দাতা ।

এত কহি প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে ।
 গাঢ় আলিঙ্গন করি হনমান বুঝে ॥
 দৌড়ে ভূমে গড়ি কান্দে কৃষ্ণ আলিঙ্গনে ।
 আনন্দেতে জর জর করে ভক্তগণে ॥
 কতক্ষণে মহাপ্রভু সংবিৎ পাইল ।
 উঠিয়া সজ্জমে দেখে নৃপ আলিঙ্গিল ॥
 যতপি রাজারে প্রভু দৃঢ় কৃপা কৈল ।
 ভক্তগণ শিক্ষা হেতু ভক্তি উঠাইল ॥
 হি হি বিষয়ীর সঙ্গ হইল আমার ।
 নারায়ণ নারায়ণ এ কি তিরস্কার ॥
 শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র মহারাজ বীর ।
 বতেক কজ্জিরমণো এক মহাবীর ॥

বত দৃঢ়তমধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃঢ়ত ।
 গৌরাজ জিভিল বাধে অভূত-চরিত্র ॥
 তুচ্ছ রাজাগণ গ্রাধ জিতি করে স্নাধ্যা ।
 চৈতন্তে নাহিক রতি অতি সে দুর্ভাগ্য ॥
 ধন্ত ধন্ত ধন্ত রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র ॥
 বার পদরজে বার সংসার অভদ্র ॥
 প্রভুর পার্শ্বদ হৈল প্রোমানন্দে তাসে ।
 দেবগণ অশঙ্ক করয়ে আকাশে ॥
 সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ স্থল করিহু কীর্তন ।
 আমার শক্তি নহে বাহুগ্যালিখন ॥
 তাঁহার শ্রীচরণরজের এক কণ ।
 আশা করি কৃষ্ণদাস করে নিরীক্ষণ ॥

শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামী ।

গোবর্দ্ধনগ্রামে বাস শ্রীগোবিন্দদাস ।
 নাথজী গোপাল গোবর্দ্ধনে যার বাস ॥
 তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কেলি করে ।
 শুদ্ধভাবাক্রান্ত বাধে ঐশ্বর্য না ফুরে ॥
 গোবিন্দদাসেব দেখ সোভাগোর সীমা ।
 চমৎকাব-কারী বার নাহিক উপমা ॥
 অলপ বয়স হয় গোবিন্দদাসের ।
 পরিপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ॥
 গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর নহ !
 খেলাইতে যান মাঠে কবিতা উৎসাহ ॥
 একদিন দাগাগুলি খেলে হই জনে ।
 গোবিন্দের দাগা হৈল নাথজীর সনে ॥
 খেলা ছাড়ি নাথজী আইলা পলাইয়া ।
 গাছু গাছু গোবিন্দ ধরিতে যার ধার্য্য ॥
 নাথজী মন্দিরে গিয়া সিংহাসনোপরি ।
 দাগাইয়া নিজ গিরিধারি-ভক্তি করি ॥
 গোবিন্দ যাইয়া নাথজীর শিটে পরি ।
 তাকিয়া মারিল এক গুলি দস্ত করি ॥
 পুজারি সেবকগণ তাহার্য্য দেখিয়া ।
 সোরসায় করি সবে আইল হাঁকিয়া ॥
 ধরিত্তা তাহারে চড় চাপড় মারিয়া ।
 বাহির করিয়া দিলা গলে হাত দিয়া ॥
 কোষ করি গোবিন্দ কহয়ে নাথজীরে ।
 মোর দাগা ভক্তি গিয়া রহিল মন্দিরে ॥
 আর ঘোরে লোক দিয়া নিগ্রহ করিলি ।
 ভাল অরে হুট ছোঁড়া লিখাব যে কালি ॥

ইহার সাজাই তোরে ভ লমতে দিই ।
 সাজাই না দিবে তোরে জল না খাইব ॥
 এত কহি গোবিন্দ গৃহেতে নাহি খেল ।
 গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিল ॥
 হেথায় নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইলা ।
 গোসাঞিরে নাথজীউ কোধে জানাইলা ॥
 গে বিন্দ আমার সহ খেলিতে আইল ।
 নিগ্রহ করিয়া তাহে নিকলিয়া দিল ॥
 যতক মারিল মোর শরীরে বাজিল ।
 সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল ॥
 নিগ্রহ খাইয়া গিয়া গোবিন্দকুণ্ডের ।
 তীরে বসি আছে নাহি বার নিজঘর ॥
 অন্ন জল নাহি খায় উপবাসী হয় ।
 আমি নাহি খাব সে না আইলে হেথায় ॥
 এতক শুনিয়া বে চমক পড়ি গেলা ।
 পরম্পর সবে ব্যস্তসমস্ত হইলা ॥
 এত যে মহিমা গোবিন্দের জানি নাই ।
 হাহাকার করি মুচ্ছা হইলা গোসাঞি ॥
 গোবিন্দের তলাসে চলিলা সবে খাই ।
 ঘরে বনে মাঠে খুঁজি কোথাও না পাই ॥
 গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দেখে বাস আছে ।
 রাগাধিত হাতে এক ছড়ি নাচাইছে ॥
 নিকটে বাইয়া কহে বিনতি করিয়া ।
 নাথজী তোমার স্থানে দিলা পঠাইয়া ॥
 তোমা ন দেখিয়া তেঁহ কিছু না খাইলা ।
 তুমি রুষ্ট হইলে বলি উপবাস কৈলা ॥
 গোবিন্দ কহয়ে আঁধি হইয়া পলাইল ।
 আর মোরে নিগ্রহ করিয়া নিকাশিল ॥
 তাহে আমি এই ছড়ি দিয়া বে গিটিব ।
 যেমন সে তার আজি উচিত করিব ॥
 গোবিন্দের ভাব-ভক্তি তাঁহার্য্য বুঝিয়া ।
 কহেন শ্রীনাথজীর আশর্য্য জানিয়া ॥
 হারি মানি নাথজীউ তোমার নিকটে ।
 কহি পাঠাইল পুন খেলিবেক মাঠে ॥
 তাহা শুনি গোবিন্দ হর্ষ হইয়া কহয় ।
 হারি মানি নিজ তবে যাইব তথায় ॥
 ইহা কহি উঠিয়া চলিলা শ্রীমন্দিরে ।
 কটিতে লেঙ্গটি এক ধূলার ধুসরে ॥
 হাতে দাগা গুলি তাঁটা খেলার সামগ্র্য ।
 হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র ॥
 টিটকারি দিয়া কহে এখন কেমন ।
 হারি মানি মোর ঈষৎ বাঁচিলে যে ধন ॥

যন্নিরে বাইরা দেখে শ্রীমুখ মলিন ।
না খাইল আনিয়া হৃদয়ে হইল কীর্ণ ॥
গোবিন্দ কহরে ভাই খাও নাহি কেনে ।
বদন মলিন দেখি দগধে পরাণে ।
যন্নিরে কপাট দিয়া দৌছে বসি খায় ।
হাসিতে হাসিতে মহা আনন্দ উদয় ॥
তখন সকল লোক গোবিন্দদাসের ।
মহিমা আনিয়া ধূলি লয় চরণের ॥
এক দিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে ।
বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে ॥
নাথজী দেখিয়া তারে মুচকি হাসিয়া ।
আকন্দের ফলশুলা উঠাইয়া নিয়া ॥
কৌড়ছে করিয়া মুছ হাসিতে হাসিতে ।
হৃৎকজি করি যায় নাচিতে নাচিতে ॥
মুছ মুছ শব্দে গান করিতে করিতে ।
কভু গালবাগু কভু তুড়ি দিতে দিতে ॥
হেলিয়া ছলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে ।
নুপুর যুপুর বাজে চরণকমলে ॥
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ ।
ঝলমল করি বাজে কিঙ্কিনী কঙ্কণ ॥
নাসায় নোলক দোলে যেন পূর্ণশশী ।
গোবিন্দের সম্মুখে বাইরা হাসি হাসি ॥
কৌড়ছ হইতে আকন্দের ফল নিয়া ।
গোবিন্দের অঙ্গে মারে তাকিয়া তাকিয়া ॥
রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে ।
বাহু বিশ্বত সাধু জড়বত রহে ॥
পুনঃপুন নাথজীউ মরিতে মরিতে ।
বাহু হৈল গোবিন্দের উঠিল তুরিতে ॥
জলশৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া ।
নাথজীর পাছে পাছ চলয়ে খাইয়া ॥
আকন্দের ফল তুলি তুলি ফিকি মারে ।
হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে ॥
হার হার সে রূপ সে হান্ত সে গমন ।
সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন ॥
দেখি কি পরাণ কেহ ধরিবারে পারে ।
গোপীর কি মোহ কেবা সংবরিতে পারে ॥
আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে ।
দেবকৃত্য গন্ধর্বাদি-স্ত্রী লাখে লাখে ॥
পলাইয়া গিয়া নিজমন্দিরে রহিয়া ।
গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ড তীরেতে বসিয়া ॥
মাতা তাঁর আসি বহু ভৎসন করিয়া ।
শব্দেতে লইয়া গেল ভোজন লইয়া ॥

ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল ।
শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল ॥
মাতারে কহরে মুঠে নাহি ছোঁচাইল ।
মাতা তাহা শুনি পুন ভৎসন করিল ॥
অন্ন তেরাগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া ।
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী আনিয়া ॥
গোসাঞিরে আজ্ঞা দিয়া গোবিন্দ লাগিয়া
প্রসাদসামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া ॥
নানান সামগ্রী নানা প্রসাদ উপায় ।
খালি ভরি গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায় ॥
গোবিন্দ কহরে হাসি মারি খাবার ভয়ে ।
নাথজী আমার ভরে সামগ্রী পাঠায়ে ॥
মাতা শুনি কহে দূর দূর দৃষ্ট ছোঁড়া ।
বিশেষ না বুঝে তেঁহ ব্রজবাসী ভোয়া ॥
নাথজীর সহ নীল পুঞ্জের যে সম্বন্ধ ।
না বুঝি পুঞ্জের ভাব পড়ে গালি মন্দ ॥
গোবিন্দ-চরিত্র হয়ে সুখার সদন ।
সর্ব-মন-রঞ্জন বিশেষ সাধুজন ॥
গাইরা তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর ।
কৃষ্ণদাস মাগে এই কলির অনুর ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস গুণামালী !

কৃষ্ণদাস নাম এক ব্রাহ্মণকুমার ।
পঞ্চাল লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার ॥
বয়সে সপ্তমবর্ষ আচম্বিতে তাঁর ।
গৌরাজ উদয় হৈল হৃদয়-মাকার ॥
গৌরাজ নাহক দেখে নাম নাহি শুনে ।
প্রভু কি ভঙ্গি কেউদয় হৈল মন ॥
গৌড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিয়া ।
পশ্চিম-উদ্ধার হেতু এক ভঙ্গি কৈলা ॥
ভাগ্যবান আই বিপ্র-বালক-অন্তরে ।
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে ॥
নিত্যসিদ্ধ তেঁহ গৌরাজের অহুচর ।
জন্মাইলা পশ্চিমে লোক করিতে উদ্ধার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দেন বালক ।
কিছু নাহি তার চিত্তে করে ধকধক ॥
গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্বমুখে ।
খাইয়া চলিল শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে ॥
ছ'নরানে বহে ধারা উন্নতের স্রাব ।
কল জল পব্য মাত্র আহার করয় ॥

উপনীত হৈল আসি শ্রীকৃষ্ণাবন ।
 দরশন করিলা শ্রীধান-গোবর্দ্ধন ॥
 গোবর্দ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন ।
 করিয়া হইল শিশু আনন্দিত মন ॥
 শ্রীল-মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির সেবক ।
 গোপালের পূজারি দেখে অপূর্ব বালক ॥
 গোপাল হেরিয়া যে নয়ান বলে ভাবে ।
 গৌরাজ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে ।
 দেখিয়া আনন্দ হৈল পরম বতনে ।
 নিকটে রাখিয়া অতি প্রেমের বিধানে ॥
 সেবক হইল শিশু পূজারি স্থানে ।
 উৎকর্ষ হইল শ্রীগৌরাজ-দরশনে ॥
 গোড়দেশে বাইবারে উৎসৃষ্টি হইল ।
 সেইকালে গৌরাজ বৃন্দাবন আইল ॥
 দরশন করি শ্রীগৌরাজ বলি কান্দে ।
 বামন যেমন হাতে পাইলেক চান্দে ॥
 শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিলা যেই ।
 দেখিয়া জানিহু প্রভু তুমি হও সেই ॥
 শরণ লইহু প্রভু কৃপা কর মোরে ।
 নিজদাস বলিয়া করহ অঙ্গীকারে ॥
 মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্জ হইল ।
 নিজকর্তৃ হৈতে গুঞ্জামালী তাঁরে দিল ॥
 অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈল ।
 গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিল ॥
 সেই হইতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হইল ।
 গুঞ্জামালী বলি নাম ভুবনে ব্যাপিল ॥
 শক্তি সকারিয়া প্রভু আচ্ছা কৈল তাঁরে ।
 পশ্চিমদেশেতে কর ভক্তির প্রচারে ॥
 পঞ্চাব লাহোর আর মুলতানাদি করি ।
 শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি ॥
 তেঁহ কহে প্রভু মোর আছে কি শক্তি ॥
 আমার শাসনে কেনে লইবে ভক্তি ॥
 প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও ।
 মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও ॥
 প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া ।
 লোক নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥
 বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার ।
 অলৌকিক দরশন আকার প্রকার ॥
 যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয় ।
 শ্রীচৈতন্যপদে তাঁর মতি উপজয় ॥
 চৈতন্যে ভজয়ে লোক তার উপদেশে ।
 প্রভুর মোহাই যে কিরিল দেশে দেশে ॥

পরম্পরা সন্তানসকলে সবলোক ।
 বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের জৌগ ॥
 তথা নিজ ভ্রাতৃপুত্র বনয়ারি-চক্র ।
 তাঁরে শিষ্য-করি ভক্তি দিল প্রেমানন্দ ॥
 গাদির মহাস্ত করি তাঁরে বসাইল ।
 আপনি চলিল পুন গুজরাট যাইল ॥
 সেবার শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিল ।
 শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ তথায় প্রকাশিল ॥
 তথাকার লোক ধর্ম-কর্ম নাহি জানে ।
 শিশ্নোদরপরায়ণ ধনী সব জনে ॥
 গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া বৃন্দলোক !
 দয়ার্জ হইয়া মনে পাইল অতি দুখ ॥
 কৃপা করি নিজ শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া ।
 উদ্ধারিলা সব লোক কৃষ্ণমন্ত দিয় ॥
 বৈষ্ণব হইল সবে বলে হরি হরি ।
 প্রেমানে নাচয়ে বন্তেক নর নারী ॥
 প্রভুর যে গাদি বড় গোড়ীয়া আখ্যান ।
 ছোট গোড়ীয়ার তথা শুন বিবরণ ॥
 শ্রীঅষ্টৈত-প্রভুর শাখা চক্রপাণি নাম ।
 পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি ধাম ॥
 প্রভুর প্রেরিতে গেল পশ্চিম দিশাতে ।
 কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥
 গুজরাট গেলেন গুঞ্জামালি-নাম শুন ।
 মাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলানি ॥
 পরিচয় হইয়া মিলিয়া দুইজনে ।
 বহুরে আনন্দধারা দৌহার নয়নে ॥
 কতক-দিবস-পরে শ্রীল চক্রপাণি ।
 আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি ॥
 যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন ।
 শিষ্য প্রশিষ্য কৈল ভক্তি-বিতরণ ॥
 অষ্টৈতপ্রভুর দয়া দিল বহুজন ।
 চৈতন্যের জর বলি নাচে সর্বজন ॥
 ছোট গোড়ীয়া বলি গাদির খেয়াতি ।
 আচার্য্যের গাদি সেই সবার সম্মতি ॥
 ছোট গোড়ীয়া আর বড় যে গোড়ীয়া ।
 অদ্যাপিহ আছে যে খ্যাতি জনত ব্যাপিয়া ॥
 পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পঞ্চাবে আসিয়া ।
 ওলখা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া ॥
 সেবা প্রকাশিল বহু সেবক করিয়া ।
 জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥
 জনার্দন নামে বিপ্রকুলোত্তম শাস্ত ।
 শিষ্য করি তারে কৈল গাদির মহাস্ত ॥

তেঁহ নিজ ছোট ভাই শ্রামণী গোসাঞি ।
 তাঁহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই ॥
 পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিদ্ধনামে দেশ ।
 উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ ॥
 হিন্দু ত বতেক ছিল বৈষ্ণব করিলা ।
 মোহনমানু বত ছিল চরিত্তক হৈলা ॥
 গোসাঞির সঙ্কীৰ্ত্তন শুনিয়া ববন ।
 দীক্ষাতাবে সেই নাম করিল গ্রহণ ॥
 হরিনাম অপে মালা-তিলক ধারণ ।
 ববনের আচর্য তেজিল সৰ্বজন ॥
 বৈষ্ণব আচার করে নান্য সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 অদ্যাবধি সেই স্বাক্ষ্য মোহনমানগণ ॥
 সেহ পূজ্যতম হয় শাস্ত্র অভিমতে ।
 কৃষ্ণভক্ত পরিজ্ঞ সন্দেহ নাহি ইথে ॥

তথা হি—

ভক্তিবর্গবিধা হেবা যন্মিন স্নেছেহপি বর্ততে ॥

যদি অষ্ট প্রকার ভক্তি স্নেছে বিদ্যমান থাকে,
 সেও বৈষ্ণব হয় ।

তার পরে পঞ্জাব মুলতান গুজুরাত ।
 সুরত-আদি দেশে প্রভু চৈতন্তভক্ত ॥
 ক্রমে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্তদায় ।
 নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয় ॥
 কথক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামি-পরিবার ।
 শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার হয়ে বহুতর ॥
 তবে গুজামালী সৰ্ববিষয়ে তেজিয়া ।
 বৃন্দাবনে বাস কৈলা একাকী হইয়া ॥
 চৈতন্যপাদ গুজামালী মহামতি ।
 তাঁর শ্রীচরণে কৃষ্ণদাসের মুক্তি ॥

শ্রীমথুরাবাসি-বৈষ্ণবগণ ।

আর বত মথুরামণ্ডলবাসী সাধু ।
 কতোকগুলিনেরে করি নামগানসাধু ॥
 রঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাণ্ড ।
 গুজামালী বিঠ্ঠল শ্রীরামানন্দ জসু ॥
 গোবিন্দ মুরলি গোতি শ্রীবৃন্দনন্দন ।
 হরি দাস মিশ্র আর মুকুন্দ ভগবান্ ॥
 চতুর্ভুজ বিকুন্ডাস আর রঘুনাথ ।
 মহা-অমৃতব নৃব কৃষ্ণ বার নাথ ॥

ইত্যাদি করিয়া বহু ব্রজের বৈষ্ণব ।
 কৃষ্ণদাস মাগে ইষ্টী-সবার কৃপালব ॥

কলিয়ুগে ভক্তরাজ বত নারীগণ ।
 তার মধ্যে কতকগুলি করিব গণন ॥
 সীতামালী গঙ্গা আর উমা ভটিয়ানী ।
 স্মৃতি কুমারী গৌরী গণেশদেবরাণী ॥
 স্বলা লখা মানবতী শুচি সত্যভামা ।
 যমুনা কমলা মৃগা দেবী কোলী রামা ॥
 জুগো জেবা হীরা হরিচেড়ী আর দেবকী ।
 কৃষ্ণদাসশিরে পদ দিয়া কর স্মৃতি ॥

শ্রীগণেশদে রাণী ।

গুড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথাকার ।
 মধুকর-সাহা নাম পাটরাণী তার ॥
 গণেশদে রাণী নাম সাধুসেবী হয় ।
 বৈষ্ণবের ভেক দেখি চরণে লুটায় ॥
 অব্যাহি ছায়াব গৃহে বৈষ্ণব ঘাটতে ।
 আনন্দে লইয়া রাণী সেবে বাধমতে ॥
 একদিন চোর এক বৈষ্ণবের বেশে ।
 অন্তরেতে গেলা চুরি করিবার আশে ॥
 রাণী দেখি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ।
 অতি সমাদর কৈল সোভাগ্য মানিয়া ॥
 নানামত সেবা কৈল পদপদ দিয়া ।
 চরণ সেবন কৈল ভক্তি করিয়া ॥
 নির্জন পাইয়া চোর নিজমূর্ত্তি ধরি ।
 কহে মোহরের খলি দেহ বাহির করি ॥
 আনন্দিত হৈয়া রাণী একখলি দিল ।
 আর দেহ বলি চোর রাগত হইল ॥
 আর দিব বলি রাণী সন্তত হইল ।
 তথাচ স্বভাব ছষ্ট দৌরাণ্য করিল ॥
 রাণীর উকতে তীক্ষ্ণ কাটারি মারিয়া ।
 মোহরের তোড়া নিয়া গেল পলাইয়া ॥
 রক্ত বহি যায় অতি হঃসহ বেদনা ।
 তথাপি প্রকাশ নাহি করিল স্মৃতি ॥
 বৈষ্ণবের নিন্দা পাছে করে লোকে শুনি ।
 এ কারণ প্রকাশ না করিলেক ধনী ॥
 পটি বাক্তি উকতে মৌনেতে পড়ি রহে ।
 রাজা বিজ্ঞাসিলেন রজোযোগ হয়ে রহে ॥

হই তিন দিন পরে পুন রাজ' কহে ।
 কি হইল এ ত তব রজোবোশ নহে ॥
 পীড়া কিছু হৈল কিংবা কারণ কি কও ।
 পীড়া দেখি তব দেহে অথচ ছাপাও ॥
 তবে রাণী পূর্বাঙ্গের বৃত্তান্ত কহিল ।
 অপরাধ লাগি কোন বৈষ্ণবে মারিল ॥
 না বুঝিয়া পাছে লোক বৈষ্ণব নিন্দয় ।
 এ কাবণে ন কহিলু রাধিনু কদম্ব ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা চমৎকার হৈল ।
 সাধু সাধু বলিয়া রাণীরে প্রশংসিল ॥
 এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্ণবের প্রতি !
 মুই না জানিহু মর্ম মোর ধিক্ মতি ॥
 অতএব বৈষ্ণবের ভেক দেখি মাত্র ।
 আদর কর্তব্য না বিচারি পাত্রাপাত্র ॥
 গণেশ-দেব রাণী পাদধৌত পানি ।
 কৃষ্ণদাস বাঞ্ছয়ে পরম জাতা জানি ॥

লাধা নামে ভক্ত লোকে ডোমজাতি কহে !
 কিন্তু দেব পিতৃ তাহে পূজিবারে চাহে ॥
 সাধু সত্বকে তেঁহ ভুবন পাবন ।
 অজ্ঞের সত্বকে নীচজাতি অভাজন ॥
 নাভাজী কহেন মোর মাথার মুকুট ।
 বৈষ্ণবসে 'নে যার ভক্তি অটুট ॥
 আকাল সময়ে মালা তিলক ধারণ ।
 করিয়া আইসে যে ইতর বত জন ॥
 বৈষ্ণবের বেশ দেখি বৈষ্ণবসমান ।
 সেবা-পূজা করে নাহি করে হের জ্ঞান ॥
 তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ চমৎকর ধরি ।
 বলদে বলদে বহু গম যব তরি ॥
 আনিয়া ঢালিয়া দিল। আগ্নিনার মাঝে ।
 দুহু বতী ছুটি গরু আনে দুহু-কাজে ॥
 আগ্নিনাতে আনি প্রভু অন্তর্দান কৈল ।
 কে আনিল কে রাখিল কেহ না জানিল ॥
 রাত্রে স্বপ্নে কহে হরি লাধা ভক্ততরে ।
 কুঠী ভরি রাখ গম গাই ছুটি ঘরে ॥
 যত গম নিতি নিতি খরচ করিবে ।
 না'হি ফুরাইবে দুহু অইমত পাবে ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু বকু হর্ষ হৈল ।
 কৈষ্ণবসেবার ককু খটা আরম্ভিল ॥

ভবে পুঙ্খবে ভবে অগ্নিরাধে দেহিবারে ।
 প্রেমাবেশে উৎকণ্ঠিত হইল অস্তরে ॥
 মাড়োয়াঃ দেশ হৈতে অষ্টাঙ্গ করিয়া ।
 চলিলেন মহাশয় গদগদ হিরা ॥
 বহুদিন পরে যবে নিকট হইল ।
 অগ্নিরাধে তবে পাণ্ড'গণে আজ্ঞা দিল ॥
 লাধা নামে ভক্ত এক আমার আসিছে ।
 য'নে চড়াইয়া দারে অ'ন মোর কাছে ॥
 অজ্ঞা পাইয়া তাহে প'লকিত্তে করি ।
 আনিয়া দিলেন তবে প্রভু বরাধরি ॥
 প্রভু ভূতা দরশনে আনন্দ হইল ।
 ভক্ততবৎসল হরি লোকেতে কেখিল ॥
 কতোক দিবস থাকি লাধাজী চলিল ।
 পথে পথে এক দিন ভাবিতে লাগিল ॥
 বিব'হের যে গা এক কন্তা ঘ'র হর ।
 ঘরে অর্থ কিছুমাত্র নাহিক সঞ্চয় ।
 বিব'হ কিমতে হবে নাহিক উপায় ।
 বাহা হর হইবেক কৃষ্ণের ইচ্ছায়
 ভক্তাধীন অগ্নিরাধে জ'নিয়া অস্তরে ।
 এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে ॥
 লাধা নামে ভক্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে ।
 সহস্রেক মুদ্রা দিবে না চাহিবে পরে ॥
 মহাজন স্বপ্ন দেখি বিচার করিয়া ।
 লাধার বরণী-স্থানে টাকা দিলা নিয়া ॥
 কি হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরানী ।
 তেঁহ কহে মুই কিছু হেতু নাহি জানি ॥
 শ্রীপুরুষোত্তম অগ্নিরাধের আজ্ঞা হৈল ।
 ইহ কহি মহাজন গৃহে চলি গেল ॥
 কত দিবসে গৃহে লাধাজী আইল ।
 টাকার প্রসঙ্গ শুনি চমকিত হৈল ॥
 বিচার করিয়া সাধু অস্তরে বুঝিল ।
 শ্রীমান্ অগ্নিরাধের হয় এ সকল লীলা ॥
 লাধাজীর শ্রীচরণ করিয়া ধ্যান ।
 কৃষ্ণদাস কিছু তাঁর করে গুণগান ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা বীকা-রাঁকা-আদি-ভক্তগুণকথনং
 একবিংশ-মালা ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ মালা ।

—•—

নরসী-ভক্ত-আদি-গুণকথন

জর শ্রীচৈতন্যহরি জর নিত্যানন্দ ।
জরাতকচন্দ্র জর গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জর রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীনরসী ভক্ত ।

জুনাগড় বাস হর কৃষ্ণ ভক্তিমন্ত ।
নরসী ভক্ত নাম সবার সুশাস্ত ॥
শক্তি নাহি করিবারে অর্থ উপার্জন ।
তাই অপমানে করে ভরণ-পোষণ ॥
নরসী যে ভূকান্ত হইয়া একদিনে ।
জল চাহে গিয়া 'নর ভাউকের স্থানে ॥
বেজার হইয়া কহে ভাউজ সুধরা ।
খাইতে আছহ মাত্র অতিথের পার' ॥
যোগ্যতা নাহিক কিছু আশিস কবিতা ।
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দিয়া ॥
এইমত কজিরত অনেক করিল ।
বাহির করিয়া দিল জল নাহি দিল ॥
ভাউজ এতেক যদি অপমান কৈল ।
অভিমানে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল ॥
প্রাণ তেয়াগিব বলি বনে প্রবেশিল ।
ব্যাঘ্রে খাউক বলি সন্মম করিল ॥
প্রবেশ করিল গিয়া বহুদূরবনে ।
এক শিবালয় হর তথা সুনির্জনে ॥
শিবের আলয়ে গিয়া পড়িয়া রহিল ।
সাত দিন অমাহার কিছু না খাইল ॥
আণ্ডতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া ।
বর দাগ কহে নিজমূর্তি প্রকাশিয়া ॥
নরসী কহে দণ্ডবৎ ভক্তি করি ।
কি বর দাগিব সুই বুঝিতে না পারি ॥
সর্বোত্তম বাহা হর তাহি মোরে দেহ ।
আপনি সকল জাম বিচার করহ ॥
চিহ্নিয়া দেখিল দৈব কৃষ্ণভক্তি বিনে ।
সর্বোত্তম কিছু নাই এ ভিন্ন ভবনে ॥

নরসীও বৈষ্ণব কৃষ্ণচরণ-আশ্রিত ।
কৃষ্ণপ্রেমদান হর ইহারে উচিত ॥
কৃষ্ণপ্রেমদাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর ।
বড় কৃপা কৈলা দেব নরসী উপর ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া ।
বৃন্দাবন গেলা দেব হরষিত হৈয়া ॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে ।
ভক্তির প্রভাবে দৌহে গোপীরূপ ধরে ॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা ।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা ॥
গোপীগণ তাঁরে ঠে'রে হাসিয়া কহর ।
কোথা হৈতে আইলা এ নুতন সখীদর ॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমান্ রাখাকৃষ্ণরূপ ।
গোপীগণশোভা রাসমণ্ডল অরূপ ॥
বিভোল হৈলা মুখে নাহি সরে বানী ।
গোপীগণ হাসেন ধরিয়া তাঁর পাণি ॥
এইরূপে অনেক বে কোতুক হইল ।
কণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পাইল ॥
হাহাকার করি মূর্ছা হইয়া পড়র ।
বাহা দেখিবার চাহে দেখিতে না পায় ॥
সেই রূপ সদাই হৃদয়ে বদ্ধ হইল ।
অন্ত চেষ্টা বাসনা সকল দূরে গেল ॥
পরে নিজ দেশে আসি গৃহে বসি থাকে ।
পাগল বলিয়া উপহাস করে লোকে ॥
এক বে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে ।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাঅন-স্থানে ॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিজ্ঞান করিয়া ।
নরসী ভক্ত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া ॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানি ।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা নরসীর স্থানে ॥
তাহারে কহেন একশত টাকা মুহ ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ ॥
তের বলে ভাল ভাল শত টাকা দেহ ॥
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লহ ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্রামল সাহা নামে ।
কহে বে ভূখর বড় শ্রীদ্বারকাধামে ॥
দ্বার হুণ্ডি চলে সর্বদেশ বেয়াপিয়া ।
বাবামাজ টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া ॥
উদার স্বভাব সাহজিক বৈষ্ণবের ।
না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের ॥
প্রত্যাহ করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিল ।
দ্বারকা যাইয়া কতদিনে উত্তরিলা ॥

ভাবল সাহা কে বলি সহরে খুঁজিয়া ।
 বেকার বৈকব সব লোকে জিজ্ঞাসিয়া ॥
 সবে বলে শ্রামল সাহাকে জ'নি নাই ।
 হেমকালে সমুখেতে ঘেঁষে এক ঠাই ॥
 একজন একখনি টাকা কান্দে করি ।
 আশিরা কহে বৈকবের বরাবরি ॥
 জুনাগড়ে হৈতে এক চিঠি আসিয়াছে-
 মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে ॥
 তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈকব কহেন ।
 হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন ॥
 শ্রামল সাহা কি তবে হয় তব নাম ।
 তেঁই কহে হয় হয় আমার আখ্যান ॥
 হুণ্ডি লইয়া তবে টাকা গুণি দিল ।
 তত্ক্ষণাত্ অম্বুজোদে বোঝা বহিয়া আনিল ॥
 শ্রামল সাহা যে কৃষ্ণ বখাৰ্খ লিখিল ।
 বৈকব সরল তাহা কিছু না বুঝিল ॥
 আর এক বড়ই কোতুক শুন কহি ।
 নরসীর সম বে কৃষ্ণের শ্রিয় নাহি ॥
 ছুই কড়া নরসীর তার একের পুত্রের ।
 বিবাহ দিবারে ইচ্ছা হইল মাগের ॥
 পিতাকে কহে মোর পুত্রের বিবাহ ।
 কড়া ঠাহরিয়া তার উদ্বোধন করহ ॥
 তেঁই কহে কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব ।
 জগতে যে করে সেই সম্পন্ন হইব ॥
 এত শুনি কড়া তার আপনি উদ্বোধগি ।
 হইয়া ঘটক ডাকি কহে কড়া লাগি ॥
 ঘটক বাইরা এক কড়া হির কৈল ।
 সম্বন্ধ করিয়া বিতা লগ্ন হির হইল ॥
 তখন শুনিল সব কড়াকর্তাগণ ।
 নরসী কালীল সদা করয়ে তজন ॥
 তাহার দোহিড তার অন্ন নাহি ঘরে ।
 ইহা শুনি সবে মেনি আর্জন্য করে ॥
 বিবাহের ছুই এক দিন যবে রহে ।
 নরসীর তনয়া নিজ পিতা স্থানে কহে ॥
 বিবাহের উদ্বোধন করহ শীঘ্র তবে ।
 নরসী কহে বার তার সেই বিতা দিবে ॥
 কড়া তার চিন্তে অতি ভাবিত হইল ।
 লগ্নপত্র দিয়া গেল লজ্জাকর হৈল ॥
 পিতা মনোযোগ না করিল কি হইবে ।
 ইহার সম্পন্ন তবে আর কে করিবে ॥
 এতক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল ।
 বিবাহের দিন অতি কোতুক জন্মিল ॥

নরসী নিজ প্রিয়তম সখা-মিত্র-ভর ।
 শ্রীকৃষ্ণ করিল সহ আইলা তথায় ॥
 হয়রূপে আসি বিবাহের আয়োজন ।
 করিল সখি সখে নিয়া বহজন ॥
 সন্ধ্যাকালে হাতী ঘোড়া বগাল দীপক ।
 লইয়া আশ্রয় তথা বস মত লোক ॥
 কোথা হৈতে আইসে তাণ কেহ না সমুখে ।
 নরসী আনিব বলি সব লোকে কুণ্ডে ॥
 বরসজ্জা বড়ই অতুল করি করি ।
 নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পরি ॥
 তেঁই কহে ভাল বস্ত্র পরিলে কি হবে ।
 চগহ বাইব মোরে বখা নিয়া বাবে ॥
 ছিণ্ডা কটিবেড়া বস্ত্র করতাল হাতে ।
 উঠিয়া চলিলা নাম গাইতে গাইতে ॥
 কৃষ্ণ সুচকিয়া হাসে দেখিয়া দেখিয়া ।
 এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁকে দিলেন চড়াইয়া ॥
 হস্তী পর চড়ি করতাল বাজাইয়া ।
 হয়ে কৃষ্ণ হরিনাম চলিল গাইয়া ॥
 আপনি শ্রীকৃষ্ণ অধাক হইয়া ।
 চলিলা সমৃদ্ধি কবি বরে র লইয়া ॥
 কড়াকর্তা-গৃহে গিয়া সবে পহুছিলা ।
 সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা ॥
 পূর্বে যে দারিদ্র বলি উপহাস কৈল ।
 বরের সমৃদ্ধি দেখি চমক লাগিল ॥
 লোকজনে খাইতে দিবার নাহি যোজ ।
 অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিৎ ॥
 বিবাহকালীন নরসী সত্যতে বসিয়া ।
 নামগান করে করতাল বাজাইয়া ॥
 চারিদিকে বেরি লোক বেধিতে আইল ।
 বাউল দেখিয়া লোক হাসিতে লাগিল ॥
 ভক্তবৎসল কৃষ্ণ যতন করিয়া ।
 এতক করিল ভক্ত্যশের লাগিয়া ॥
 সেই ভক্ত বশ-আদি দৃকপাত না করে ।
 তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষ্ণের অন্তরে ॥
 পরদিন বর নিয়া ঘরেতে আইলা ।
 লোকজন কোথা গেল কেহ না আনিলা ॥
 আর এক নরসীর কাহিনী যে শুন ।
 ভক্তপদপাত কৃষ্ণ করিলা যে পুন ॥
 নরসীর সেই কড়া স্বামীগৃহে গেল ।
 তাহার দরিদ্র অতি অন্নের বিকলা ॥
 খণ্ড খণ্ডকী কহে তোমার পিতারে ।
 কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার করে ॥

তাহা শুনি বার বার নিজ-গিঠা-হানে ।
 মাহুব পাঠায় কিছু অর্থের কারণে ॥
 নরসী তাহা নাহি শুনে মনে নাহি তার ।
 পুনর্বার বহু কান্না করিয়া পাঠায় ॥
 বরঞ্চ আমারে তেঁহ কিছু নাহি দেন ।
 একবার আসি মাত্র দেখা দিয়া যান ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু কস্তার বাটীতে ।
 সেই ছিঁড়াবস্ত্র বেশে করতাল হাতে ॥
 চলিলে পথে পথে কীর্তন করিতে ।
 উত্তরীয়া গিয়া তথা হরষিত-চিত্তে ॥
 বেহাই বেহানী তারা স্থান বে দেখিয়া ।
 নিরাশা হইল অর্থ-আশা তেরাগিয়া ॥
 অনাদর করি হাসি-বিজ্ঞপ করিয়া ।
 বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া ॥
 পুষ্প তুলসী নিয়া পূজাতে বসিল ।
 হেনকালে বড়-বৃষ্টি চইতে লাগিল ॥
 ভাঙ্গা ছাণেরেতে জল পড়িতে লাগিল ।
 পুষ্প তুলসীগুলি ভাসিয়া চলিল ॥
 তবে সাধু হাত বুড়ি ইন্দ্রেরে করয় ।
 কৃষ্ণপূজাব্য কেনে কর অপচয় ॥
 এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা ।
 চতুর্দিকে বর্ষে মুষলের ধার যথা ॥
 বিহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল ।
 কারণ কি তার কিছু বুঝিতে নাশিল ॥
 তবে তাঁর কস্তা তার পাকের সামিগ্র ।
 যথাশক্তি আনি দিল হৈয়া অতি ব্যগ্র ॥
 পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল ।
 ছুহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল ॥
 শ্বশুর-শ্বশুরী-আদি ইহারা দরিদ্র ।
 অন্ন না খাইতে জোড়ে সদাই অভদ্র ॥
 তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে ।
 শ্বশুর-শাশুর মোর আছিল আশয়ে ॥
 তুমি যদি শূন্তহস্তে আইলে দেখিয়া ।
 মোরে উপহাস করে গজনা করিয়া ॥
 ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে করয় ।
 শ্বশুরীকে কঃ তুমি কি তেঁহ চাহয় ॥
 বাহা চাহে তাহা দিব নাহিক সংশয় ।
 আমার প্রভুর ঘরে কি বা না আছয় ॥
 এত শুনি কন্যা তবে কহে ক্ষত গিয়া ।
 শ্বশুরী হানে তবে আনন্দিত হিয়া ॥
 পিতা মোর কহে বাহা চাহ তাহা দিব ।
 অতএব কহ তাঁর হানে কি চাহিব ॥

শ্বশুরী এ কথা শুনি ক্রোধাবেশে করয় ।
 বাহা চাহ তাহা দিবে কল্পতরু মত ॥
 কটিতে কেবল এক টেনাযাত্র হেরি ।
 ছাই না পাথর দিবে বুঝিতে না পারি ॥
 পানিহারায় দিতে হবে ছুইটা পাথর ।
 তাহা গিয়া চাহ তব পিতার গোচর ॥
 এত শুনি ছুঃখ ভাবি কিরিয়া আইল ।
 পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
 পিতা কহে মাতা তুমি ছুঃখ না ভাবিহ ।
 দিয়া যাব আমি কিবা চাহি তাহা কহ ॥
 জীৱ স্বভাব অন্য অন্য জীৱ স্থানে ।
 স্নান হইবে বড় শ্রেষ্ঠ করি যানে ॥
 পিতা স্থানে কহে তবে পাড়ার বতেক ।
 জীলোকেব বস্ত্র দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক ॥
 সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব ।
 পাথর যে চাহে শাপ তাহা আনি দিব ॥
 তবে সাধু স্তাম-সাহার স্থানে কহে ।
 গাড়ী ভরি ন মা বস্ত্র আইসে তার গৃহে ॥
 আর স্বর্ণময় এক আর রূপায়ময় ।
 দুইখানা পাথর যে আনিয়া ডারয় ॥
 গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে করে ।
 কহুন্ময় বস্ত্র বিলাইল সবাকারে ॥
 ঘরে তাঁর রহিল পাথর দুই খান ।
 সাধু তবে নিজস্থানে করলা পরাণ ॥
 কন্যা নিজ পিতার বেঁ ম'হমা দেখিয়া ।
 ভক্তিতে অশ্রু লোভ একান্ত হইয়া ॥
 শ্বশুর-আলয় ছাড়ি পিতৃগৃহে গেলা ।
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিব বল তাঁহারে কহিলা ॥
 শ্বশুর-আলয় সুই কছু নাহি যাব ।
 তোমার চক্ষুণে থাকি ভজন করিব ॥
 তাঁর ছোট ভগ্নী তাঁর বিবাহ না হয় ।
 তেঁহ কহে আমার যে আই আশা হয় ॥
 আমার প্রাতজ্ঞা এই বিভা না করিব ।
 স্তামল-সাহারে সুই একান্ত ভজিব ॥
 সেই মোর পতি সেঃ বহু যে বাক্যব ।
 মায়ায় প্রভাব ম ত্র অন্যো পতিভাব ।
 এতেক বিচার করি বহিনী যে ছুই ।
 হৃদয় উদাড়ি কহে পিতার স্থানে যাই ॥
 পিতা শুনি বড় দুঃখ হইল অন্তরে ।
 ভাল ভাল বলি প্রশংসয়ে দৌহাকারে ॥
 দুই কন্যা তাহারা লইয়া কৃষ্ণগুণ ।
 গান করে প্রেমামনে তাসি তিন জন ॥

গ্রামে গ্রামে বনে বনে নগরে বাজারে ।
 বাহু ক্ষুণ্ণ নাহি কৃষ্ণগান করি কিরে ॥
 নগরিয়া লোক তার মর্শ নাহি জানি ।
 নিশ্বাস করে ছুটে বাক্য করে কাণাকাণি ॥
 জাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহি করে ।
 তাহাতেও কোত কিছু নাহিক অন্তরে ॥
 সালক নামেতে রাজা-হানে ছুটে গিয়া ।
 ঠকাম করিল ছুটে অপবাদ দিয়া ।
 রাজা পদাভিক ধারে তলব করিলা ।
 তিনজন গাইতে গাইতে চলি গেলা ॥
 ক্রোধাবেশে রাজা কিছু কহিবারে চাহে ।
 কটু নাহি আইসে মুখে মৌন করি রাহে ॥
 তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সঙ্কোচ হৈল চিতে ।
 শুক-ভোজ করে রাজা করি ঘোড়হাতে ॥
 ঠাকুরের সঙ্ক্কা-আরতি-সময় হইল ।
 তা সভারে রাজা দর্শনে নিয়া গেলা ॥
 তিনজনে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল ।
 প্রেমাবেশে সাধুগণ উন্মত্ত হইল ॥
 রাজা পাত্র মিজ আদি চৌদিকে বেঁড়িয়া ।
 পানেতে মগন হৈল প্রেমাবি' হিয়া ।
 হেনকালে ঠাকুরের কণ্ঠেতে হ'তে ।
 এক পুষ্পহার আসি নরসীর গলেতে ॥
 আচরিতে পড়িল যে সবেরই দেখিল ।
 রাজার অন্তরে কিছু চরৎকার হৈল ॥
 ভকতি করিয়া রাজা পান ধোয়াইয়া ।
 লান্না মিষ্ট-অন্ন তাঁহা সব খাওয়াইয়া ॥
 অধর-অমৃত পানদে'দক পান করি ।
 চৌঁড়রা ফিরিয়া দিল নগরী নগরী ॥
 নরসী সাধুর উপহাস যে করিব ।
 অপবন কহি ছুটে করি যে মানিব ॥
 তার দণ্ড হবে বর-সর্বস্ব লুটিয়া ।
 মন্তক সুগুন করি দিব খেদাইয়া ॥
 তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা ।
 ছুই কন্যা আর তেঁহ নিম্পাপের সীমা ॥
 তাঁ সব-দর্শনে অগৎ পবিত্র হইল ।
 একা কৃষ্ণদাস মাত্র বঞ্চিত রহিল ॥

শ্রীঅঙ্গদ ভক্ত ।

দ্বায়সেন গড় দাঁথে বেশপতি রাজা ।
 তার জাতি খুঁটা হন বুকে মহাতেজা

রাজার চাকর সেসাপতির প্রধানী
 রাজা খুঁড়া বলি তারে করে বহুধীন ॥
 অঙ্গদ তাহার নাম অতি মৃত্যুভীতি ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানো নাহি কৃষ্ণে রতি ॥
 শ্রীবাধা হন তেঁহ অত্যন্ত শ্রীজিহ্বা ।
 কিন্তু তাঁর শ্রী হন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত ॥
 পরম বৈষ্ণব তেঁহ দৃঢ়ভক্তিমতী ।
 সুশীল সুশাস্ত দান্ত সাধুর প্রকৃতি ॥
 স্বামীয়ে কহেন সদা কৃষ্ণ ভজিবারে ।
 মূর্খের স্বভাব তেঁহ গ্রোহ নাহি করে ॥
 একদিন শ্রীর গুরুদেবগৃহে আইলা ।
 অঙ্গরে লইয়া সতী সেবন করিলা ॥
 অঙ্গদ তাঁহার স্বামী তাহা ত দেখিয়া ।
 শ্রীকে কহয়ে কিছু ভৎসন করিয়া ॥
 গৃহমধ্যে কেন পরপুরুষ আনিলে ।
 বুঝি নারী হইয়া যে স্বভঙ্গা হইলে ॥
 ইহার কি তাব কিছু বুঝিতে না পারি ।
 বুঝি ভ্রষ্টা হইলে ইহা অনুমান করি ॥
 এইমত রমণীয়ে ভৎসনা করিল ।
 তাঁর গুরুকে কিছু হুকীকা কহিল ॥
 তাহা শুনি শ্রীর মনে হুঃখ উপজিল ।
 হায় হায় বিধি মোর হেন সঙ্গ দিল ॥
 নির্বোধ অমূঢ় স্বামী নাহি বুঝে ধর্ম্ম ।
 বুঝিলাম মোর ভাগ্যে বিধির এ কর্ম্ম ॥
 সহজে শ্রীলোক দুই নাহিক উপায় ।
 ইহার প্রারম্ভিক প্রাণ-ত্যাগ জুরায় ॥
 এত ভাবি অনাহারে পড়িয়া রহিল ।
 পরাণ ছাড়িব বলি নিশ্চয় জানিল ॥
 স্বামী তাঁর অঙ্গদ যে স্বভাবে শ্রীজিত ।
 মানিনী দেখিয়া তবে হৈল পদানত ॥
 কাতর হইয়া বহু সাধনা করিল ।
 কহে এবে তাহি যে করিব যাহা বল ॥
 নারী কহে তবে আমি পরাণ রাখিব ।
 অঙ্গদ তবে আমি গ্রহণ করিব ।
 যদি মোর এক কথা করহ শ্রবণ ।
 যাহা বলি তাহা যদি করহ গ্রহণ ॥
 অঙ্গদ কহেন কুমার যে আজ্ঞা করিবে ।
 অবশ্য করিব তাহা অস্তথা না হবে ॥
 শ্রী কহে তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজহ ।
 আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ ॥
 অঙ্গদ কহেন তাহা অবশ্য করিব ।
 মরিতেও কহ যদি তাহাও মানিব ॥

অঙ্গ কৃষ্ণভক্তির যে মর্ম নাহি জানে ।
নারীর সোহাগ হেতু করিবারে জানে ॥
তবে সেই নারীর গুরু স্থান হইতে ।
মহাদীক্ষা কৈল স্রীর অমুরোধ-মতে ॥
নিমাত সম্প্রদায় হন গুরু অগ্রাকৃত ।
তাহার স্পর্শের গুণ দেখ চমৎকৃত ॥
আশ্রয় মাতেতে তার চক্ষু খুলি গেল ।
অজানতিমির নাশি প্রকাশ হইল ॥
ক্রমে ক্রমে মন যদি গছিল কৃষ্ণেতে ।
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হৈল বহু লাগিল হইতে ॥
পরম্পর পরম পদার্থ মহানিধি ।
জানিয়া তাহাতে তবে ডুবে নিরবধি ॥
কার-মন বাক্যে তবে স্রীরে প্রশংসে ।
তোমা হৈতে মোর ভবভ্রগতি বিনাশে ॥
তোমা হৈতে পাইলু মূই ঐক্যে ভক্তি ।
তোমারে যে গুরু-সম মানিতে যুক্তি ॥
স্রী কিবা পুত্র কিবা পুত্র কেনে নর ।
কৃষ্ণে মতি বাধা হৈতে সেই গুরু হর ॥
বিগ্রহ কিংবা ভ্রাতা কিংবা শূদ্র কেনে নর ।
যেই কৃষ্ণভক্তবেত্তা সেই গুরু হর ॥

“পদ্মাবল্যাম্—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাঃ স্তমসসূচাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমুকলোক স্তলভো বশ্যচ মুক্তিপ্রিয়ঃ ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়ানচপুরস্চর্যাং মনাগীকতে,
মস্ত্রোহর্য রসনাস্পৃগেব কগতি ঐক্যকনামাম্বকঃ ॥

• যিনি হিরমনা সিদ্ধবৃক্ষের আকর্ষণশক্তি সদৃশ,
যিনি অশেষপ্রকার পাপের মোচনকর্তা, যিনি মুক
ব্যতীত চণ্ডাল বাবৎ সকলের পক্ষেই সহজ-লভ্য,
যিনি একমাত্র মোক্ষপ্রদ; কি দীক্ষা, কি দক্ষিণা,
কি পুরস্চরণ কিছুতেই যাহাকে লক্ষ্য করিতে পারে
না, সেই ঐক্যকনাম-মূলক মন্ত্র একবার উচ্চারিত
হইবামাত্রই ফলদাতা হর ।

কৃতার্থ মানিয়া রমণীয়ে প্রশংসয় ।
কি আশ্চর্য দেখেহ সদগুরু আশ্রয় ॥
চূর্ঘটঘটন সদগুরু চরণ ।
অদ্যাপিহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন ॥
অসম্প্রদায় উপদিষ্ট তার মতি গতি ।
সম্প্রদায়নিষ্ঠ বৈ তাহার প্রকৃতি ॥
সুবোধ যে হর সেই অকৃতব করে ।
বর্ষর যে তার কিছু না হয় গোচরে ॥

তবে ঐক্যকনাম রাজবিসয় ছাড়িয়া ।
ঐক্যকনাম করে গৃহেতে বসিয়া ॥
রাজা বোলাইলা বুকে বাইতে হইবে ।
তঁহে কহে আমি হৈতে তাহা না চলিবে ॥
বহু-জীব-হিংসা কর বুকের আড়ালে ।
অন্যারে পাঠাও আমি হৈতে না হইবে ॥
তখাচ না শুনি রাজা বুকে পাঠাইল ।
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা বাইতে হইল ॥
বুকে গিয়া প্রতিযোগী রাজারে জিতিল ।
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হীরা ছিল ॥
নির্মল স্তম্ভর মূল স্তম্ভর হীরে ।
পাইয়া অঙ্গবাসী অন্তরে বিচারে ॥
এই যে অপূর্ণ জব্য অক্সযোগ্য নহে ।
পর্যাব পুরুষোত্তমে অগম্য-দেহে ॥
এতক ভাবিয়া হীরা বতনে রাখিল ।
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে আইল ॥
লুটিয়া আনিল বত সব জব্য দিল ।
হীরাখানি নাহি দিল গোপনে রাখিল ॥
পরে পরম্পরা রাজা হীরার বখন ।
শুনিয়া অন্তরে কিছু হৈল ক্রোধমন ॥
অঙ্গদের স্থানে হীরা লাগিল রাজন ।
তঁহে কহে নাহি দিব থাকিতে জীবন ॥
অঙ্গ কার যোগ্য নহে সে হীরা-বতন ।
অগম্য-অঙ্গ যোগ্য হইবে ভূষণ ॥
এতক শুনিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হৈল ।
খুড়া বলি বখনে যে কিছু না করিল ॥
পুনঃপুন চাহিতে ও যদ্যপি না দিলা ।
রাজা তার বহু-বার সকলি ঘেঁষিলা ॥
সামুদ্র একান্ত মনে অগম্যে দিব ।
পরাণ তেজিতে কর তাহাও তেজিব ॥
এত ভাবি হীরাখানি বাকি পাগড়িতে ।
কতগুলি সওয়ার লইল নিজ সাথে ॥
পলাইয়া চলিল ঐপুৰোত্তমপথে ।
রাজা শুনি পাগ্রে কহে ধরিয়া আনিতে ॥
পাঁচশত সওয়ার পাড় পাঠায় অমনি ।
অঙ্গদ দুইয়ের ধরি আনক এখনি ॥
হীরাখানি যদি দেয় আপন ইচ্ছায় ।
লইয়া আসিবে তবে ছাড়িয়া তাহার ॥
লড়িতে প্রবর্ত হই যদি হয় তবে ।
হীরা যে লইবে তার মতক ছেদিবে ॥
এতক শুনিয়া সব সওয়ার চলিল ।
কতদূরে লাগ পাই তাহারে ঘেঁষিল ॥

তাঁরে কহে হীরা দেহ নতুবা তোমার ।
 মন্তক ছেদিব ইহা হকুম রাজার ॥
 কঁকর হইয়া তেঁহ ভাবে মনে মনে ।
 ইহার যে উপায় কি করিষ এখনে ॥
 এক পরামর্শ ঠাহরিল নিজ মনে ।
 সওয়ারগণেরে বলে বৈস এইখানে ॥
 এই পুরুষীতে আমি মান করি ।
 পশ্চাতে তোমার গুণে হীরা দিব ধরি ॥
 এত কহি মানপূতা করিয়া অঙ্গন ।
 হীরা ধুলি হস্তে লৈল তাহারি বিপদ ॥
 দান করি জগন্নাথ চরণ-কমল ।
 স্তুতি করি কহে কিছু হইয়া বিকল ॥
 তোমার কারণে এতু হীরা রেখেছিহু ।
 দুর্ভাগা যে আমি পরাইতে না পারিহু ॥
 এ হেন সামগ্রী পরিবেক কোন ছার ।
 ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার ॥
 তোমার উদ্দেশে এই ভলে সমর্পিহু ।
 যে ইচ্ছা তোমার কর পদে নিবেদিহু ॥
 এত কহি অগাধ জলেতে দিল ডারি ।
 দেখিয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা করি ॥
 পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে ত্রুট হৈলা ।
 ভাল ভাল হীরা মো সবার হাতে আইলা ॥
 জলে হৈতে তলাসি এখনি উঠাইব ।
 বার যাকু অঙ্গদের পিছে না করিব ॥
 অঙ্গর শ্রীপুরুষোত্তমপথে চলি গেলা ।
 সওয়ারগণেতে হীরা তলাসে লাগিলা ॥
 দীর্ঘ বল সোঁচাইয়া পক্ষ উঠাইলা ।
 অনেক বতন কৈল হীরা না পাইলা ॥
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিলা ।
 উপায় না দেখি রাজা নিরন্ত হইলা ॥
 হোখা শ্রীপুরুষোত্তমে অঙ্গন বাইয়া ।
 দেখে শ্রীবদনে হীরা শোভে বলকি ॥
 পাণ্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে ।
 কোথা হৈছে আইল হীরা প্রভুর কপালে ॥
 জগন্নাথ আবেশ করিলা পাণ্ডাগণে ।
 কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে ॥
 অঙ্গর তাহার নাম কেহে মোর আইল ।
 তাহারে জানাও সুই হীরা যে পরিল ॥
 তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তলাস করিয়া ।
 বহু সমাদর করি আনি সন্মানিয়া ॥
 জগন্নাথ-আজ্ঞা সেই হীরার বৃত্তান্ত ।
 কহিল তাঁহাদের যে সকল অচোপাত ॥

দরশন করাইল নিরা শ্রীবদন ।
 হীরা ভালে শোভে দেখি উল্লসিত মন ॥
 প্রেমামনে গদগদ পুলকশরীর ॥
 দয়াল প্রভুর গুণ দেখিয়া অস্থির ॥
 জগন্নাথ শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস ।
 এতু ভূতা দৌহাকার অন্তরে উল্লাস ॥
 সেই হীরা অস্তাবধি কপালে শোভয় ।
 পর্কে পর্কে পরয়ে সন্তত না পরয় ॥
 সেই শ্রীঅঙ্গদের বে পদধূলিকণ ।
 বহুপুণ্যফলে যদি পাই সে ব্রতন ॥
 তবে এই তাপজর সংসার এড়াই ।
 কৃষ্ণভক্তি অমল্যব্রতন-ধন পাই ॥

শ্রীকৃষ্ণর রাজা শ্রীচতুর্ভুজ ।

চতুর্ভুজ নাম ককরির মহারাজা ।
 মহাতাগবত দুই অংশে মহাতেজা ॥
 বৈষ্ণবসেবাস শ্রীত কার মন-বাক্যে ।
 গৃহে হৈতে চারি ক্রোশ তক চৌকি রাখে ॥
 বৈষ্ণব দেখিয়া মাত্র বতন করিয়া ।
 একান্ত বলিয়া আনে চরণে ধরিয়া ।
 সুবিধি শোধি-রূপে করয়ে সেবন ।
 যাওন কালেতে তাঁরে দেয় বহুধন ॥
 এই ব্রত রাজার অন্তর্ধর্ম্মেতে বিরত ।
 প্রতিদিন বৈষ্ণব আইসে শত শত ॥
 সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভূক্বেশেবে ।
 খাইয়া ভকতিপূর্ণ অশেষবিশেষে ॥
 আর এক কোন রাজা পশ্চিমদেশীর ।
 এ সব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান হৈল হের ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি যেই জন যায় ।
 তাহারে পূজয়ে আর উচ্ছিষ্ট ভুজয় ॥
 জানিয়া শুনিয়া নাহি বৈষ্ণব সেবয়ে ।
 তাঁড় এক পাঠাই সুই দেখি কি করয়ে ॥
 এত কহি ডোম এক তাঁড় আনাইয়া ;
 পাঠাইল বৈষ্ণবের ভেক বানাইয়া ॥
 ককরির রাজার গৃহে উপনীত হৈল ।
 বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল ॥
 কুজিম বৈষ্ণব তাঁড় ডোমজাতি হয় ।
 অস্ত রাজা তাঁরে পাঠাইল অঙ্গার ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা কোন পরস্পরা ।
 তথাচ ভকতি কৈলা করিয়া সুখায়া ॥

বৈষ্ণবের তেঁকমাত্র দেখিয়া ভকতি ।
 অবশ্য কর্তব্য বিচারিলা মহামতি ॥
 বহু ভক্তি-নতি সেবা ভকতি করিল ।
 অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইল ॥
 ভাঁড় মনে ভাবে মুই ঠকাইয়া লৈলু ।
 রাজা মনে ভাবে মুই কৃতার্থ হইলু ॥
 ভাঁড় যে বৈষ্ণব তবে বিদায় মাগিল ।
 ভাল ভাল কহি রাজা বিশেষ কহিল ॥
 শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি ।
 তোমা পাঠাইল মোরে পবিত্র বিচারি ॥
 তেঁহ বড় দয়ালু আমার হিতকারী ।
 তাঁরে এক জব্য আমি দিব মূল্য তারি ॥
 বতন করিয়া নিয়া দিবে তাঁর স্থানে ।
 পৌছ-সমাচার বেন পাঠায় এখানে ॥
 ইহা শুনি ভাঁড় কিছু কণ্ঠিত হইল ।
 আমি যে কপট বুঝি রাজা তা জানিল ॥
 তবে রাজা সাঁচা এক জরির ফালিতে ।
 এককড়া কাণা কড়ি বান্ধিয়া তাহাতে ॥
 মোহর করিয়া দিলা বতন করিয়া ।
 ভাঁড়ের হস্তেতে দিলা চলিল লইয়া ॥
 সেই রাজা-স্থানে গিয়া কহিল হাসিয়া ।
 মোরে বহু ভক্তি কৈল বৈষ্ণব জানিয়া ॥
 তুমি মোরে পাঠাইলা জানিল কেমনে ।
 তোমারেও বহুভক্তি কৈল কারণে ॥
 আর কি অপূৰ্ণ জব্য তোমার কারণে ।
 মোর হস্তে দিয়া পাঠাইলেন বতনে ॥
 এত কহি জরির ফালির যে পুটলি ।
 রাজার হস্তেতে দিলা অতি প্রাধা করি ॥
 রাজা খুলি দেখে কাণা কড়ি এক কড়া ।
 সুন্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া ॥
 দেখিয়া রাজন তবে ভাবে মনে মন ।
 পাঠাইল কাণা কড়ি কড়া কি কারণ ॥
 গাঢ় মিত্র সভাসদ সভারে পুছিল ।
 আত্মোপাস্ত সব বিবরণ জানাইল ॥
 পূৰ্বাপর শুনি সবে বিচার করিল ।
 তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় কহিল ॥
 ভাঁড় যে বৈষ্ণবে তুমি পাঠাইলে তথা ।
 তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা হেথা ॥
 ভাঁড় যে সে কাণাকড়ি তেঁক যে সে জরি ।
 কাণাকড়ি লবু কিছু জরি দীপ্ত করি ॥

জরির আদর কাণাকড়ির কি মূল ।
 জরি-আচ্ছাদিত-হেতু জরি-সমতুল ॥
 অতএব পূজনীয় তেঁক আচ্ছাদিত ।
 ভাঁড় পূজনীয় হৈল তাহার সহিত ॥
 ভেদের মহিমা-গুণ এমতি যে হয় ।
 চণ্ডাল হইলে তবে পূজিতে জুয়ায় ॥
 রাজা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয় ।
 সভাসদ কহে আদিপুরাণাদি কর ॥
 চোর তেঁক ধরি চুরি করিবারে গেল ।
 জানিয়াও রাজা তার সন্মান করিল ॥
 বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল ।
 প্রীত হইয়া রাজা চমকিত হৈল ॥
 এত শুনি রাজা বহু প্রশংসা করিল ।
 আপনারে অপরাধী করিয়া মানিল ॥
 আপনি চলিল করুরির রাজা-পাশ ।
 চরণে পড়িয়া ক্ষেমাইল নিজদোষ ॥
 দুই জনে মেলামেলি করি কৃষ্ণকথা ।
 কহিয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু বথা ॥
 করুরির রাজা এক প্রার্থনা করিয়া ।
 কহেন তাঁহার দুটি হস্তেতে ধরিয়া ॥
 শুনি এক পড়া 'শুয়া' আছরে তোমার ।
 কৃষ্ণগুণ গান করে অতি চমৎকার ॥
 পক্ষীটী আমারে যদি দেহ কৃপা করি ।
 তেঁহ কহে ক্ষেম মোরে তাহা ত না পারি ॥
 রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পারি ।
 শুয়া যে আমার প্রিয় তাহা দিতে নারি ॥
 আমার সুসঙ্গ সেই উপদেশকর্তা ।
 গুরু করি মানি তারে সেই মোর জাতা ॥
 বিষ্ণু-উন্মত্ত মুই হবে থাকি ভুলি ।
 চেতন করায় সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ॥
 তাহার প্রসাদে মুই কৃষ্ণনাম শুনি ।
 শ্রবণ করায় বুঝি মোরে মুঢ় জানি ॥
 তুলসীর মালা গলে ভিগক শোভয় ।
 কৃষ্ণের অধরাযুত বনে নাহি খায় ॥
 অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব গুণ ।
 কৃষ্ণভক্তিমাতে তাঁর কিছু নাহি ন্যূন ॥
 করুরির রাজা শুনি চমৎকার হৈল ।
 এতেক আসক্তি শুনি পুন না চাহিল ॥
 পুন সেই রাজা কহে গদগদভাবে ।
 তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল এবে ॥

বৈষ্ণবেরে ছোট বড় করিয়া আনিত ।
 ভজন করয়ে কি না পরধ করিত ॥
 এবে মোর সে চণ্ডাল রোগ শান্তি হৈল ॥
 তোমার শরণমাজে পবিত্র হইল ।
 এবে সুই বৈষ্ণবেরে দেখি তেক মাত্র ॥
 শরণ লইব পদে দেখিয়া পবিত্র ।
 রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে কিবা ।
 যাতে গুরু করি মানি শুয়া কর সেবা ॥
 এতাদৃক মতি যদি শর্ত্তীক্সে হয় ।
 তবে সুই ধন্য হই তোমার কুপার ॥
 তবে সেই রাজা নিজ গৃহে চলি গেলা ।
 করির রাজা বহু সতগাদ ধরিল ॥
 করির রাজা চতুর্ভুজ নৃপমণি ।
 আর সেই অস্ত রাজা মহাতত্ত্বধনী ॥
 আর সেই গুরাপক্ষী মহাপূজ্যতম ।
 কৃষ্ণদাস হৃদয়েতে ককর বিশ্রাম ॥

শ্রীমীরাবাই ।

মেরতা গ্রামেতে জন্ম যীরাবাই নাম ।
 রাণা বে রাজার বধু গুণে অমুপাম ॥
 একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্তমানস ।
 প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ ॥
 অস্ত কথা অস্ত চেষ্টা অন্য সঙ্গহীন ।
 কাম-ক্রোধ-লোভ আদি আপনা অধীন ॥
 অন্তরে শ্রীমূর্ত্তি এক প্রকাশ করিয়া ।
 বতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হিয়া ॥
 অষ্টকাল যখন সে সেবার নিয়ম ।
 পিরীতে করয়ে শুদ্ধ হৃদয় নিকাম ॥
 বৈষ্ণব অব্যাহি-দার সঙ্গ আইসে বার ।
 বধা কৃষ্ণসেবা তথা বৈষ্ণবসেবার ॥
 নৃত্যগীত বাস্তব করে বৈষ্ণব সহিত ।
 কৃষ্ণসঙ্গেরে বাই সঙ্গ আনন্দিত ॥
 গানশব্দ অশব্দ অমুনিবৃত্তিত ।
 যাতে জীবীভূত হৈল একক্ষের চিত ॥
 বাইজীর গানশক্তি আকৃষক শাহা ।
 পাতশা শুনিতে মনে করিল উৎসাহা ॥
 তানসেনে সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেণে ।
 বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উদ্যাসে ॥

বৈষ্ণব জানিয়া বাই সমাদর কৈল ॥
 গান শুনিবারে তবে পাতশা কহিল ॥
 ঠাকুরের আগে বাই গাইতে লাগিল ॥
 গান শুনি তানসেন আপনা নিবিল ॥
 পাতশা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল ॥
 প্রেমাবেশে ছুইজনা অধৈর্য্য হইল ॥
 পাতশা চণ্ডিয়া গেলা তবে রাজা স্নান ॥
 অন্তরে বৈষ্ণব বাওয়া করি দিল মন ॥
 বধু স্তম্ভা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈল ॥
 চুটিয়া কাটিতে গেলা তলোয়ার নিয়া ॥
 বাইজীর উপরে গিয়া তলোয়ার হানিল ॥
 কাটিবার থাকু কাজ অজে না কুটিল ॥
 বিষ-আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয় ॥
 হরির ভক্তজনে বিস্ময় কে করয় ॥
 বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল ॥
 বাইজী অন্তরে কিছু কোড়িত হইল ॥
 গৃহ হৈতে নিকাশিলা গেলা বৃন্দাবন ॥
 রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা নিজজন ॥
 ধরিয়া আনিতে চাহে ছুইতে না পারে ॥
 আশ্বিনের শিখা যেন দেহ দহ করে ॥
 কিরিয়া চলিল সবে বত পাছে আইল ॥
 তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল ॥
 অপরাধ মানি আর কিছু না কহিল ॥
 কৃষ্ণপ্রিয় জন এই নিশ্চয় জানিল ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন ॥
 বাহা হৈল শ্রীকৃষ্ণ-গোপন্যমী দরশন ॥
 কহি পাঠাইল শ্রীকৃষ্ণেরে কার দ্বারে ॥
 দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে ॥
 গোপাঙ্কি কহেন সুই করি বনে বাস ॥
 নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গাষ ॥
 এ কথা শুনিয়া বাই কোড পাই মনে ॥
 পুন কহি পাঠাইল গোপাঙ্কির স্থানে ॥
 এতদিন শুনি নাই শ্রীকৃষ্ণ-বৃন্দাবনে ॥
 আর কেহ পুরুষ আহরে কৃষ্ণ বিনে ॥
 পুরুষ কোকিল প্রমদাদির অগম্য ॥
 তেঁহ যে খাইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম ॥
 প্যারীজীর প্রিয়সখী ললিতা জানিলে ॥
 কখনে রহিবে তেঁহ অস্তঃ পুরুষলে ॥
 এতক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা ॥
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিছু লজিত হইলা ॥

কহিতে কহিলা পুন বাইজীর স্থানে ।
কৃপা করি আসি যেন যেন দরশনে ॥
তবে বাই কষ্টমানে গোসাঞির স্থানে ।
বাইরা অটাক করি পড়িলা চরণে ॥
পরমসুন্দরী বাই অঙ্গপ বয়সে ।
গোপী-উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ
হুইজন পরস্পর কৃষ্ণকথা-রসে ।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ উল্লাসে ॥
বাইজীর কত গুণ কথা নাহি যায় ।
কৃষ্ণদাস মাগে তাঁর চরণ সহায় ॥

শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজা ।

পৃথ্বীনাথ নাম রাজা গুরুভক্ত অতি ।
সর্বদা গুরুকে দিলা স্নেহসম মতি ॥
গুরু নাহি লৈলা তারে পুন সমর্পণা ।
গুরু আজ্ঞা হেতু কষ্টে গ্রহণ করিলা ॥
গুরু শ্রীধারকানাথ দর্শনে চলিলা ।
তাঁহার সহিত রাজা গমন করিলা ॥
দৃঢ় ভক্তিতাবে করে গুরুর সেবন ।
নীচসেবা করে তেজি রাজ-অভিমান ॥
গুরু সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইল ।
কতদূর বাইতে তাঁরে আদেশ করিলা ॥
পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরি বাহ ।
ঘরেতে বসিয়া গিয়া মোর নাম লহ ।
প্রসন্ন হইহু আমি তোমার উপর ॥
গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার ॥
ধারকাদর্শন আর গোমতীতে স্নান ।
ধারকা সম্বন্ধে তপ্তমুদ্রা যে ধারণ ॥
গৃহেতে বসিয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে ।
গৃহেতে বাইব সব তোমার সম্বন্ধে ॥
স্বপন দেখিরা রাজা চেতন পাইয়া ।
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া ॥
কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিলা গৃহেতে বাইতে ।
কি করি ইহার কিছু না পারি বুঝিতে ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈল যেই গুরুকৃপা হৈতে ।
তাঁর সেবা ছাড়ি নাহি পারি গৃহে বাইতে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পালন নাহি মোর দোষ ।
গুরু-রূপে তেঁহ যদি থাকেন সন্তোষ ॥

অতএব গুরুসেবা ছাড়িতে নাহিব ।
নরকে বাইতে হই বরঞ্চ বাইব ॥
এত ভাবি গুরুসেবা করিয়া চলিলা ।
অন্তরে রহিলা কারে কিছু না কহিলা ॥
পুনর্বার কৃষ্ণ কহে পৃথ্বীনাথ তুমি ।
ঘরে ফিরি বাহ স্নেহসম হইহু আমি ॥
গুরু যে তোমার সে ত আমার স্মৃতি ।
মোর বাক্য রাখ বাতে অমার শ্রীতি ॥
পুনর্বার স্বপন দেখিরা বিচারয় ।
পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি করি উপায় ॥
গুরুর সাক্ষাতে তবে বিবরি কহিলা ।
গুরু শুনি চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥
আহা মরি বাপু তব বলিহারি বাই ।
তুমি ধন্য তোমার জগতে সম নাই ॥
কৃষ্ণকৃপামৃত এত তোমার উপর ।
ঘরে বাহ বাপু সেই আজ্ঞা কল্প সার ॥
গুরু যদি উপদেশ এতেক কহিলা ।
তবে মহারাজা ঘরে ফিরিয়া চলিলা ॥
গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল ।
গুরুসেবা ছাড়ি চিন্ত প্রসন্ন নহিল ॥
হুই চারি দিন পাছে দেখে রাজিয়োগে ।
গোমতী পাবন-নদী আইলেন বেগে ॥
শ্রীধারকানাথ শ্রীমান্ টীকম রণ ছোড় ।
হুই যে ঠাকুর দেখে গৃহের ভিতর ॥
ধারকার অমৃত তপ্তমুদ্রা দিয়া ।
বাহসুলে রাজার বলিল ছাবা দিয়া ॥
বহু সাধু সন্ত আনি রাজা দেবাইল ।
দেখিরা সকলে নিম্ন কৃতার্থ মানিল ॥
আনন্দে গোমতী নদী স্নান সবে কৈল ।
ধারকানাথের পদে প্রণাম করিল ॥
রাজার মহিমা দেখি আশ্চর্য মানিল ।
স্তব-স্তোত্র করি বহু সৎকার করিল ॥
বৈষ্ণবনাথ দেবস্থানে এক অক্ষ নিল ।
চক্ষু লাগি কৈল বহু তপ ত্রুত পূজ ॥
মহাদেব আজ্ঞা দিলা অমুক যে দেশে ।
পৃথ্বীনাথ নাম এক সাধু রাজা বৈসে ॥
তাঁহার গায়ত্র-বজ্রে জীথি মুহু গিয়া ।
চক্ষুমান হবে সব শান্তিকে পাইয়া ॥
আজ্ঞা বাইরা তাঁর গায়ত্রা লইয়া ।
চক্ষুমান হৈল চক্ষু তাহাতে মুছিয়া ॥

কৃষ্ণের করুণা যারে তাহার মহিমা ।
 ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পার সীমা ॥
 ব্রহ্মাও শোধিতে পারে কটাক-কিরণে ।
 তাহে কি আশ্চর্য্য কার অকচক্ষুদানে ॥
 গুরুভক্তি বিনে কত কৃষ্ণ নাহি পাই ।
 ইথে বুঝি আমি মবার অধিকার নাই ॥
 মহারাজ পৃথ্বীনাথ-চরণে পড়িয়া ।
 গুরুভক্তি মাগে কৃষ্ণদাস অভাগিয়া ॥

শ্রীমধুকর সাহা !

ওড়ছো নামেতে গ্রাম মধুকর সাহা ।
 বৈষ্ণবে বে কত প্রীত নাহি যার কহা ॥
 বখান ম সারগ্রাহী মধুকরতুল্য ।
 অমলশরণ কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য ॥
 বৈষ্ণবের নামগান বৈষ্ণবস্বরূপ ।
 এমত্যা বৈষ্ণব-পূজা-চরণ-সেবন ॥
 বিদ্বৎ লোক যত পাবণ নিম্নক ।
 ভবের বতাবে তারা দেখি পার ছথ ॥
 ঘেব করি তারা এক গাধার গলায় ।
 তুলসীর মালা দিয়া তিলক নাসায় ।
 মধুকর-সাহার গৃহে হাঁকাইয়া দিল ।
 মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল ॥
 ভগবদ্ভক্তের তেক ইহার বে হয় ।
 ইহ পুণ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায় ॥
 ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয় ।
 সাধকের ধর্ম্মহানি শাস্ত্রেতে কহয় ॥
 কৃষ্ণের ভক্ত ইহ মোর প্রভুর দাস ।
 মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস ॥
 এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি ।
 চরণ-কালন করি কহি মিষ্টবাণী ॥
 গন্ধ-পুষ্প-আদি দিয়া করিল পূজন
 রত্ন করিয় করাইলেন ভোজন ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম গদগদভাবে কৈল ।
 সেবন সন্মান করি বিদায় করিল ॥
 অন্তএব ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি ।
 ধন্য বে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণে রতি ॥
 রসামৃতলিঙ্গপ্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোসাঞি ।
 বৈষ্ণবের মাঝাখোড়ে কহিল তাহাই ॥

বৈষ্ণব হৃদয় মতি সেহ পূজ্যতম ॥
 পদ-পদ সেহ বদি লয় কৃষ্ণনাম ॥
 সেহ ত পরমপূজ্য দূরে থাকু সেহ ।
 গাধার শরীরে বদি তেক দেখি কই ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম সন্মান নাহি করে ।
 কেমন ভরসা তার কি সাহস করে ॥
 অপরাধে ভর নাহি মরকে না ডরে ।
 কৃষ্ণভক্তিধনে বুঝি আকাজক না মরে ॥
 সর্ব্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে ।
 এই যে আশরে শ্রীল গোস্বামীদ্বী কহে ॥
 অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন ।
 বিচার কর্তব্য নহে তেক-দরশন ॥
 মাঝেতে আদর পূজা সৎকার কর্তব্য ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেবা ॥
 অতএব মধুকর সাহা যে করিল ।
 ধন্য বটে আশাধীর সিদ্ধান্তে মিলিল ॥
 তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।
 কুমতি বাড়ুক কৃষ্ণদাস অভাগার ॥

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কানীপুরে বাস ।
 জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তরে আকাশ ॥
 বেদান্ত পণ্ডিত যে শঙ্করীভাব্যমতে ।
 শ্রীবিগ্রহ নাহি নামে দুই নাশ যাতে ॥
 যতেক দণ্ডীর গুরু কানীতে প্রামাণ্য ।
 আপনারে মানে ইষ্টব্রহ্মেতে অভিন্ন ॥
 মায়াবাদী ঐশ্বরের স্বরূপশক্তি ।
 যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম মতি ॥
 ভক্তি যে পদার্থ তাঁর মন্য নাহি জানে ।
 প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে ॥
 বেদের তাৎপর্য্য অর্থ প্রেম যে পর্য্যন্ত ।
 কল্পিতার্থ বাদে তার নাহি জানে অন্ত ॥

প্রমাণঃ তন্ম—

মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
 মর্দৈব বিহিতং দেবি । কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিমা ॥
 মায়াবাদময় অসৎ শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র নামে কথিত ।
 হে দেবি ! কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া
 উহা প্রণয়ন করিয়াছি ।

সেইকালে মহাপ্রভু একটী শ্রীকৈতবে ।
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যস্ত ত্রিভুগতে ॥
প্রভুর প্রেমভক্তি যেই অলৌকিক ক্রিয় ।
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শুনিয়া ॥
প্রসন্ন না হৈল তাকে লোক প্রতারক ।
ভাবকালি দেখি তুলে ইতর যে লোক ॥
এত কহি এক শ্লোক আপনি রচিয়া ।
পাঠাইলা মহাপ্রভুর স্থানে লোক দিয়' ॥

শ্লোকঃ—

যজ্ঞান্তে মণিকর্ণিকাঃ মলসরঃ স্বদীর্ঘিকা দীর্ঘিকা,
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভূতে শব্দঃ স্বয়ং বচ্ছতি ।
তন্নিরন্তরতথামনি স্মরনিপোনির্কীগম'র্গে স্থিতে,
মূঢ়ে হন্যত্র মরীচিকাস্থ পশুবৎ প্রত্যাশয়'
ধাবতি ইতি ॥

যেখানে মণিকর্ণিকা, অমলসরোবর প্রভৃতি পুণ্য-
তোয়া দীর্ঘিকা এবং স্বদীর্ঘিকা শোভমান; যেখানে
শব্দ স্বয়ং জীবগণকে "তারক"—এই জলভ অক্ষর-
রত্নদান করিতেছেন এবং যে স্থান মদনের ক্রীড়াভূমি
নহে, সুখ্যাই স্মরনপুর মুক্তিপথস্বরূপ একরূপ অদ্ভুত
স্থান পরিত্যাপ পূর্বক পশুবৎ প্রত্যাশায় মোহিনী
মূর্তিতে বিমূঢ় হইয়া মরীচিকালোভে অস্ত্রাধাৰিত
হয় ।

শ্লোক পড়িয়া প্রভু মূঢ়কি হাসিলা ।

তাহার উত্তর শ্লোক লিখি পাঠাইলা ॥

শ্লোকঃ—

যশোভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাধু ভাগীরথী
কাশীনাং পতিরর্কমস্ত ভজতে শ্রীবিখ্যনাথঃ স্বয়ম্ ।
এতশ্চেব হি নাম শব্দনগরে নিস্তারকং তারকং
ভগ্নাৎ কৃষ্ণ পদাধুজং ভব সখে ! শ্রীপাদ !
নির্কীগদম্ ॥

যাহার যশস্জল হইতে মণিকর্ণিকার উদ্ভব এবং
যাহার চরণকমল হইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জন্ম;
শব্দ অর্কাল বলিয়া যাহাকে ভজন করেন এবং শিব-
নগরে যাহার তারক নাম জীবগণের নিস্তারকার্য্যে
সিদ্ধ আছে, হে সখে শ্রীপাদ ! তুমি সেই মোক্ষদারী
শ্রীকৃষ্ণচরণকমল ভজন কর ।

পুন এক শ্লোক তেঁহ লিখি পাঠাইলা ।
প্রভু দেখি কহু বলি আদর না কৈলা ॥

শ্লোকঃ—

বিখ্যামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ে' বাতাসুপর্ণাশনা-
স্তেহপি জীমূখপঙ্কজং স্তলনিতং দৃষ্টে'ব
মোহ' গতঃ ।
শালস্রং সমুত' পয়োদধিমুতং বে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেবামিত্রিয় নিগ্রহে যদি ভবেদ্বিক্রান্তরেৎ
সাগরম্ ॥

পরাশর, বিখ্যামিত্র প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ বায়ু, জল,
বৃক্ষপর্ণ মাত্র ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণগণের যে কমলীয়-
কান্তি মুখপদ্ম দর্শন করিয়া বিমূঢ় হইয়া ছিলেন, দধি-
স্থতশালস্রভোজী মানবের যদি ভক্ষণে মোহাজ্বর
হওয়া অসম্ভব হয়, তবে বিক্রাপর্কতেবৎ সাগর উত্তীর্ণ
হওয়া সম্ভব ।

ভক্তবৃন্দ দেখি তার উত্তর লিখিলা ।
শ্লোক লিখি পাঠাইল প্রভু না জানিলা ॥

সিংহো বলী বিরদশুকরমাংসভোগী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্ ।
পারাবতঃ খলু শিলাখণ্ডভোজী,
কামী ভবেদুদ্ভুতিনং বদ কোহত্র হেতুঃ ॥

সিংহ সর্কাপেকা বলিষ্ঠ এবং হস্তী ও শূকরের
মাংস ভোজন করিয়াও সংবৎসরে কেবলমাত্র একবার
ইন্দ্রিয়স্থে রত হয় । কিন্তু শিলাখণ্ডভোজী পারাবত
নিরন্তর রতিক্রিয়ার রত থাকে, ইহার কারণ কি,
বল দেখি ?

তবে মহাপ্রভু যবে বৃন্দাবন গেলা ।
প্রকাশানন্দের তবে মতি ফিরাইলা ॥
কাশীপুরে প্রভু তবে থাকি হুই মাস ।
যত বহিমুখ ছিল কৈল নিজ দাস ॥
প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া ।
মার্য্যবাদপাণ্ডিত্য দিলেন যুচাইয়া ॥
কল্পিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা ।
প্রভুর আশ্রয় ভেজ দেখিতে পাইলা ॥
শিষ্য সমিতিয়াই সব বৈষ্ণব হইল ।
প্রভুর চরণতলে শরণ লইল ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার ।
 সংক্ষেপে কহিলু যেন শক্তি আমার ॥
 কৃষ্ণসেবানন্দ ভক্তি প্রধান মানিল ।
 আর যে যতেক মত হের বুদ্ধি হৈল ॥
 সেই মুখে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন করি ।
 ভক্তি কৈল প্রভুর অন্তরপদ ধরি ॥
 মুখ মুই সে বিচার ভক্তি বে করিল ।
 বুঝিতে না পারি তাহা বর্ণিতে নারিল ॥
 প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল ।
 প্রভু প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥
 অতঃপর তাঁহার মহিমা কি পর্য্যন্ত ।
 মহা ভাগবত হৈলা পরম সুশাস্ত ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে নাহি জানে আন ।
 চৈতন্য পরম-ধর্ম চৈতন্য গেরান ॥
 চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধ্যান ॥
 চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে বাখান ॥
 চৈতন্য শ্রবণে দেখে চৈতন্য স্বপনে ।
 যে দিকে কিয়ার আঁখি শ্রীচৈতন্য মান ॥
 কণে কণে কহে প্রভু বড় দয়াময় ।
 কুতর্কিক মুই মোর খুচাইলে সংশয় ॥
 বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময় ।
 শুক তর্কিকে দিলে ভক্তির আশ্রয় ॥
 তবে অল্পরূপে লীলা-গুণ বে প্রভুর ।
 বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাপুর ॥
 শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নাম সুমধুর ।
 মধুর বর্ণন চমৎকার রসপূর্ণ ॥
 আশ্রয়ে অনুত আর অবশে মঙ্গল ।
 শুনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল ॥
 শুনিতে শুনিতে আর বাড়য়ে পিরাস । *
 প্রেমদাস করিয়া হৃদয়ে করে বাস ॥
 শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-গুণ ।
 সংক্ষেপে ক'হু কিছু শোধিতে অপন ॥
 মুখ মুই বিস্তার করিতে নাহি জানি ।
 সাধ করে মনে বলি করি টানাটানি ॥
 শ্রীমান্ প্রকাশানন্দ নিত্যসিদ্ধ হন ।
 লীলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন ॥
 কতক শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার ।
 শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ আরাধ্য সত্যর ॥

তাঁহার চরণে মুই ॥
 বৈকুণ্ঠের স্থানে এই উদ্দেশ্য পহিহু ॥
 শ্রীশ্রী বৈকুণ্ঠ-চরণের কৃপা আশী ।
 করিয়া আছয়ে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা নরসী-ভক্ত-আদি-গুণকথনং
 ভাবিংশ-মালা ॥২২॥

ত্রয়োবিংশ মালা

নিবাহি-গ্রামীয় সাধু আদিভক্তগুণ বর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দে চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 শ্রীদীঘ গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ।
 জয় রূপসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ॥

নিবাহি-গ্রামেতে কোন সাধু ।

নিবাহি-গ্রামেতে গ্রামে একজন চে র ।
 আজন্ম করয়ে চুরি পাপাচারে ভোর ॥
 হাজার টাকার এক থলি চুরি করি ।
 আনিলা কাহার তাতে তুল হৈল তারি ॥
 প্রসিদ্ধ যে চোর বত ধরিয়া নিয়া যায় ।
 হাকিম তা-সভাকারে পরীক্ষা করায় ॥
 তাহা জানি সেই চোর চিন্তিত হইল ।
 কি করি উপায় বলি ভাবিতে লাগিল ॥
 আমারে ধরিয়া নিয়া পরীক্ষা করাবে ।
 ঠেকিলে গর্দান গবে কিংবা শালে দিবে ॥
 সেই গ্রামে কে'থাও হয় পুরাণের কথা ।
 দৈবাত্ত শুনিতে সেই চোর গেল তথা ॥
 বাইরা শুনয়ে কৃষ্ণমন্ত্রের গ্রন্থ ।
 হইতেছে সেইক'ণ মহিমাকথন ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র গ্রন্থমাত্রেরে পুনর্জন্ম ।
 হয় ক্ষয় পায় বত প্রারদ্ধাদি কর্ত ॥
 বিজয়ক হয় তার দুর্জাতিহ বার ।
 গায়ত্রীদীক্ষাতে যথা নিপ্র দ্বিজ হয় ॥

তথা—

পিতৃগোত্রের বা কন্যা স্বামীগোত্রের গোত্রিকা ।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ বিজয়ং জায়তে নৃণাম্ ॥

বিবাহের পর কন্যা যেমন পিতৃগোত্র বিসর্জন
পূর্বক স্বামী-গোত্রবিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত
হইলে মানব বিজয় পায় ।

বসিয়া শুনিল চোর এ সব কথন ।
ঘরে গিয়া হর্ষ হৈয়া ভাবে মনে মন ॥
টকা চুরি করিয়াছি আমি ত নিশ্চয় ।
পরীক্ষা করবে কালি ধরিয়া অশ্রমায় ॥
চোর ধরা নিশ্চয় পড়িব পরীক্ষায় ।
অতএব যে শুনিলাম পরম উপায় ॥
পুরাণে কহিল কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষামাত্র ।
সে জনম বার হয় বিজ মহাপাত্র ॥
অতএব শীঘ্র আমি কৃষ্ণমন্ত্র লই ।
পরীক্ষাতে উত্তরিব জন্মান্তর হই ॥
এত ভাবি-এক যে বৈষ্ণব স্থানে গেল ।
কৃষ্ণমন্ত্র দেহ বলি বিনতি করিলা ॥
বৈষ্ণব কহেন আজি নহে কালি দিব ।
তঁহ কহে নহি, নহি এখনি লইব ॥
একান্ত আগ্রহ দেখি সাধু দীক্ষা দিলা ।
দীক্ষা করি মনে মনে আনন্দিত হৈলা ॥
পরদিনে হাকিমের পদাতি আসিয়া ।

ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বলিয়া ॥
গোইন্দা কহয়ে এই চোর চুরি কৈল ।
রাজা তাহা শুনি তর্ক করিতে লাগিল ॥
তঁহ কহে মহারাজ চোর কতু নহি ।
এ জন্মেতে আমি চুরি কতু করি নাহি ॥
বরঞ্চ আমারে কোন পরীক্ষা করাও ।
ঠেকি বর্দি তবে মোর ধন প্রাণ লও ।
তবে ত'রে কহে রাজা পরীক্ষা করাতে ।
তপত সাবল কহে হস্তেতে লইতে ॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে আছর ।
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈলে পুনর্জন্ম হয় ॥
অতএব কহে সুই এ জন্মে কথন ।
চুরি করি থাকি কিংবা পাণাদিক কোন ॥
তবে এই হস্ত মোর সাবলে জলিবে ।
নতুবা আমার হিংসা কিছু না হইবে ॥

এতক কহির হস্তে সাবল লইল ।
অগ্নিবত-লৌহ হস্তে শীতল ঠেকিল ॥
শুদ্ধ জানিয়া তারে শ্রীতি কৈল ।
গোইন্দার গর্দান রতে আজ্ঞা দিল ॥
তবে সাধু গোইন্দার প্রাণ যায় জানি ।
দয়ার্জ হইয়া কহে বুড়ি ছই পাণি ॥
মহারাজ উহার অপরাধ কিছুই নাই ।
মিথ্যা না কহিল চুরি কৈলু সত্য সুই ॥
এ জন্মে না কৈলু পূর্বজন্মেতে করিলু ।
যদবধি কৃষ্ণমন্ত্র-আশ্রয় না কৈলু ॥
এত কহি আত্মোপাস্ত সবলি কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥
তবে রাজা তারে বহু সন্মান করিল ।
গোইন্দার প্রানদান করি ছাড়ি দিল ॥
অতএব কৃষ্ণমন্ত্রমাহিমা এমতি ।
অপরাধী জনে কতু না হয় ত্রুতীতি ॥
গুরুকৃপা মন্ত্রবলে সেই যে তস্কর ।
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
মূল সহ পাপে মতি তৎকালে ছুটিল ।
অনন্তভাবেতে কৃষ্ণশরণ লইল ॥
ভুবনপাবন তাঁর চরণের রজ ।
আমা সব পাতকীর যাহা নিরা কাজ ॥
সেই শ্রীচরণরজ বাঞ্ছে কৃষ্ণদাস ।
জনমে জনমে করে দাস হৈতে আশ ॥

শ্রীঅন্য-সুরদাস ।

পরগণে সড়িলা নাম তাহাতে বৈসয় ।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয় ॥
পাংশার চাকর তের লঙ্কের তসিল ।
করেন কিন্তু যেমন শ্রীকৃষ্ণের শীল ॥
সুরদাস নাম কিন্তু কমললোচন ।
রূপে গুণে শীলে সর্বলোকের রজন ॥
মহাজন-লোক গুড়-বেপারের তরে ।
শত মোন গাড়ী তারি আনিল বাজারে ॥
অতি চমৎকার গুড় মিছিরির প্রায় ।
নজরে দেখিরা সুরদাস মহাশয় ॥
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত ।
হেন বস্ত্র শ্রীমদনমোহন উচিত ॥

এত ভাবি সব গুড় আটক করিয়া ।
 বতন করিয়া নিল ছনা দাম দিয়া ॥
 সেইক্ষণে গাড়ী সহ শ্রীবৃন্দাবন ।
 চালাই করিয়া যথা মদনমোহন ॥
 দ্বিতীয়-প্রহর-রাত্রি-কালে আসী গাড়ী ।
 পহঁছিল বৃন্দাবন শ্রীজীয়ের বাড়ী ॥
 ছমারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সবে ।
 গাড়োয়ান ফুকারয় করি উচ্চরবে ॥
 সড়িলা হইতে গুড় আইল শত মোন ।
 ভাঙারে উঠাও আসি দেহ লোকজন ॥
 ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক ।
 আজি রহ প্রাতঃকালে উঠান বারেক ॥
 ঘর না খুলিল হোথা মদনমোহন ।
 তখন যে পুজারিরে কহেন স্বপন ॥
 সুরদাস গুড় পাঠাইল মোর তরে ।
 সন্ধ্যার বে' খাইছ তাহে পেট নাহি ভরে ॥
 অতএব গুড় বে ভাঙারে উঠাইয়া ।
 মালপুয়া কর কিছু আমার লাগিয়া ॥
 এখনি করহ তবে না হয় গটন ।
 ক্ষুধা মোর হইয়াছে অতি অসহন ॥
 স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উঠিয়া পুজারি
 ঘর খুলি বাহিরে আইলা দ্রুত করি ॥
 তটস্থ হইয়া গুড় ভাঙারে উঠায় ।
 স্থান চোকা করি তবে কড়াই চড়ায় ॥
 অতিশীঘ্র মালপুয়া প্রচুর করিল ।
 মদনমোহন-আগে ভোগ লাগাইল ॥
 আনন্দ করিয়া শ্রীমদনমোহন ।
 প্রসাদ রাখিলা ভক্তগণের কারণ ॥
 যথা সুরদাস তাঁর স্থানে সেই রাখে ।
 মালপুয়া প্রসাদ পহঁছিল এক পাখে ॥
 স্বপন দেখিয়া সুরদাস চমকিয়া ।
 উঠিয়া প্রসাদ পাইল অ'নন্ডিত হিয়া ॥
 গদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল ।
 নিজ ভয় তনু ধস্ত করিয়া মানিল ॥
 সেই সুরদাস সেই পুজারিঠাকুর ।
 সেই গুড় মালপুয়া অসাহ মধুর ॥
 তাঁহা-সবা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা ।
 ভক্তি দিয়া নিস্তারন করিয়া করুণা ॥

শ্রীমুরারি দাস ভক্ত ।

শ্রীমুরারিদাস নামে পরমবৈষ্ণব ।
 লোকাপেক্ষা চামারের কুলোতে উদ্ভব ॥
 অতি শিষ্ট শাস্ত্র যুহু প্রিয়ংবদ ধীর ।
 গ্রাম্যবার্তাহীন বুদ্ধিমান্ মতি স্থির ॥
 আপনাতে নীচ-দৈন্ত বুদ্ধি দস্তহীন ।
 জিতেন্দ্রিয় সদাচার ভক্তিতে প্রবীণ ॥
 রসিক-মুরারি-জীউ মহাস্ত প্রধান ।
 তাঁরে দেখি হৈল কিছু চমৎকারজান ॥
 প্রসন্ন হইয়া সাধু চিত্ত পুস্কিত ।
 হঠাৎ তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত ॥
 মুরারি তাঁহায়ে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া ।
 মুখে না আইসে বাণী ভয়ে ভীত হিয়া ॥
 হাত কচালিয়া পাছু পাছু হাঁটি যায় ।
 কি করিবে কি কহিবে কিছু ন' জুয়ায় ॥
 আসন দিবার উপযুক্ত নাহি ঘরে ।
 বসিতেও কহিতে নাহিক পারে ডরে ॥
 অষ্টোজ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া ।
 রসিক-মুরারি কোলে করিলা ধাইয়া ॥
 তেঁহ কহে মোরে স্পর্শ ন কর ঠাকুর ।
 নীচজাতি মুই সম না হয় কুজুর ॥
 রসিক-মুরারি কহে তুমি সাধুভ্রম ।
 তোমায়ে স্পর্শিয়া মুই হইব উত্তম ॥
 এত কহি বসি তাঁহা করি কোন ছল ।
 পান কৈলা মুরারিদাসের পানজল ॥
 জতি-নতি করি বহু উঠিয়া আইল ।
 পানোদক পান করি কৃতার্থ মানিলা ॥
 তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিলা ।
 মুরারি-দাসের পানোদক গুড় খাইল ॥
 শুনিয়া রাজার কিছু অবজ্ঞা করিল ।
 মুচির চরণোদক কেমনে খাইল ॥
 রসিক মুরারি-জীউ জানিয়া অন্তরে ।
 রাজার অজ্ঞতা নাশ করিবার তরে ॥
 রাজার নিকটে তবে আপনি চলিলা ।
 দেখিয়াও রাজা সমাদর নাহি কৈলা ॥
 মুচকি হাসিয়া সাধু নিকটে বসিয়া ।
 কহিতে লাগিল। বৃদ্ধো অজ্ঞতা বুঝিয়া ॥
 আমি গুড় আইছ বে নিকটে তোমার ।
 প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার ॥

রাজা ক্ষেপে কহে এথা কি কাজ আহর ।
 মুরারি-মুচর বাড়ী যাও মহাশয় ॥
 শুনিলাম তার পাদোদক পান কৈলে ।
 লোকে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলে ।
 এত শুনি সাধু মনে বিচার করিল ।
 ইহার কুমতি শাস্তি করিতে হইল ॥
 রসিক মুরারি তবে কহেন রাজারে ।
 আরে মুখ শোন কিছু হিত কহি তোরে ॥
 বুঝিলাম পাদোদক মুরারিদাসের ।
 পান কৈলু জানি তব উদয় তমের ॥
 বড় মুখ তুমি তব নাহি কিছু জান ।
 কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান ॥
 বৈষ্ণব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান ।
 হরিতত্ত্ব বলি তুমি আপনারে ম'ন ॥
 বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি হয় ।
 কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তি না জন্ময় ॥
 বৈষ্ণবেতে নীচবুদ্ধি বড় অপরাধ ।
 সর্বনাশ হয় সর্বধর্ম যায় বাদ ॥
 চণ্ডালের বংশে জন্ম হরিতত্ত্ব হয় ।
 পরমপাশন সেই বেদ দূচ কর ॥
 কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যখন বা হয় ।
 সেব্যতম হয় সেই অবশ্য নিশ্চয় ॥
 উত্তম-ভক্তি এই শাস্ত্রের প্রমাণ ।
 লোকশাস্ত্র ধর্মমার্গে করয়ে বাধান ॥
 এত কহি শাস্ত্রের প্রমাণ বহু দিলা ।
 তোর মুখ না দেখিব রাজারে কহিলা ।
 এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল ।
 গুরু উপেক্ষা শুনি ভয়েতে কাঁপিলা ॥
 তখন গুরুর পদে পড়িয়া কান্দয় ।
 শরণ লইলু প্রভু না তেজ আমার ॥
 আমি মুখ নাহি জানি এবে বুঝিলাম ।
 নীচ যে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দূচ জানিলাম ॥
 বৈষ্ণবের সেবা সুই একান্ত করিব ।
 পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব ॥
 তোমার চরণে য়েই অপরাধ কৈলু ।
 সে সকল ক্ষেম মোর শরণ লইলু ॥
 তখন প্রসন্ন হৈলা রসিক মুরারি ।
 রাজার মন্তকে শ্রীচরণ দিলা ধরি ॥
 রাজা সেই হৈতে করে বৈষ্ণবসেবন ।
 বৈষ্ণবে অনন্ত রতি একান্ত শরণ ॥

কৃষ্ণের কৃপা তবে হঠাৎ হইল ।
 রাজ্যত্যাগ করি বনে গমন করিল ॥
 রসিক-মুরারি আর শ্রীমুরারিদাস ।
 অর মহারাজ মোরে করহ আশ্বাস ॥
 শ্রীচরণ ধর মোর মন্তক-উপরে ।
 তবে সে নিস্তার পাই এ দুঃখসাগরে

শ্রীতুলসীদাস মহান্ত

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত ।
 অলৌকিক অদভূত ব'হ'র চরিত ॥
 পূর্বে তেঁহ অ'ছিল বাঙ্গালী মুনিবর ।
 লোকের নিস্তার হেতু কৈলা অবতার ॥
 লৌকিক-লীলাতে এক ব্রহ্মণের ঘরে ।
 জন্মিলেন মহাশয় লোকব্যবহারে ॥
 কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালী কৈল ।
 স্ত্রীর বশীভূ বিপ্র একান্ত হইল ॥
 একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গে বিনে নাহি রহে ।
 যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসাই গিয়া কহে ॥
 বসিতে কহিলে বৈসে উঠিতে উঠয় ।
 কাষ্ঠের পুতলী যেন কুটকে ন'চয় ॥
 স্ত্রীর বাপের বাটী হইতে লইতে ।
 পুনঃপুন আইসে লোক না দেয় বাইতে ॥
 অনেক ক'ষ্টে যদি পাঠাইয়া দিলা ।
 স্ত্রীর ক্ষেদ্রে ঘ'র রহিতে নারিলা ॥
 কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা ।
 স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিত হইলা ॥
 ভৎসন করিলা বহু স্বামীর উপর ।
 হারে সূচ হতভাগা নির্লজ্জ বর্বর ॥
 স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও ।
 ছি ছি থিক থিক লজ্জা তুমি নাহি পাও ॥
 লোকে উপহাস করে স্থণা ন হি হয় ।
 গলায় রসুড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায় ॥
 এত আর্তি তব যদি জৈশ্বরে হইত ।
 না জানি ভাগোর ফল তবে কি না হৈত ॥
 এতেক ভৎসন যত্নপি স্ত্রী করিল ।
 শুনিয়া বিপ্রের কিছু পিৎকার জন্মিল ॥
 তৎকালে হইল মনে বিবেক উদয় ।
 অমনি ফিরিয়া আইলা ঘরেও না যায় ॥

সর্বভ্যাগ কবি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ।
 আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ ॥
 বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার ।
 অদভূত হৈল তবে প্রেমের বিকার ॥
 অন্নকালে রামচন্দ্রের অনুকম্পা হৈল ।
 * অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল ॥
 শ্রীমান্ রঘুনাথ লীলা চরিত্র বর্ণন ।
 ভাষা-ছন্দে করি কৈল ভুবন-পাবন ॥
 তাঁহার মুহিমা কিছু কহি শুন আর ।
 যার পদতলে ভূত পাইল নিস্তার ॥
 কালীঃ অন্তঃ সাধু আর কোন স্থানে ।
 কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে ॥
 * এক বৃক্ষতলে গিরি বিশ্রাম করিলা ।
 পাক করি খাইবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥
 সেই বৃক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে ।
 যাতনাশরীর দিবানিশি ছুঃখে দহে ॥
 সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধোত কৈলা ।
 পদ-ধোত-ছিটা গিয়া বৃক্ষেতে লাগিলা ॥
 অৎকণাৎ সেই ভূত নিস্তার হইল ।
 দিবাদেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিলা ॥
 দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে ।
 কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা করি মো'রে ॥
 তেঁহ কহে ভূতযোনি আছিলাম আমি ।
 চরণ-অমৃত দিয় তরাইলে তুমি ॥
 স্তুতি-নতি করি নিজ বৃত্তান্ত কহিলা ।
 বুঝিয়া তুলসীদাস কহিতে লাগিলা ॥
 বৈকুণ্ঠের প'বিষদ এবে হৈলে তুমি ।
 এক বে প্রার্থনা তব ঠাই করি আমি ॥
 শ্রীরামদর্শন আমি কি উপারে পাই ।
 কৃপা করি কহ মোর নিবেদন এই ॥
 তেঁহ কহে তুমি সাধু যোগ্যপ'ত্র হও ।
 তথাপিহ এক যুক্তি কহি তাহা লও ॥
 শ্রীল হনুমান্ রামচন্দ্র-প্রিয়তম ।
 তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম ॥
 তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা ।
 তেঁহ কহে কহি শুন লাগ পাবে যথা ॥
 এই গ্রামে অমুক বে ব্রাহ্মণগৃহেতে ।
 তিনি আইসেন রামারণপ্রবণেতে ॥
 মনুষ্যবেশেতে অবস্থতবেশধারী ।
 অমুক দিকেতে বৈসেন হরারণ করি ॥

পাঠ-অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি ।
 ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি ॥
 তুমি যোগ্যপ'ত্র শ্রীম'ন্ হনুমান্ জানি ।
 দেখাইবে অবশ্য তোমা'রে রঘুমণি ॥
 এত কহি তেঁহ পরব্যোম চল গেলা ॥
 রামারণ যথা ইহ তথায় চলিলা ॥
 দেখেন সহস্র লোক চারিভিতে হয় ।
 অবধোত বেশ কোন জন নিবধয় ॥
 সেইরূপ একব্যক্তি দেখেন বসিয়া ।
 শ্রীরামচরিত্র শুনি পুলকিত হিয়া ॥
 তথায় বাসিয়া সাধু শ্রবণ করয় ।
 মধ্যে মধ্যে দৌড়ে দৌহাপানে নিরধয় ॥
 দৌহার অন্তরকথা দৌহাতে বুঝিয়া ।
 ক্রণেক ক্রণে আনন্দে হাসয় মুচকিয়া ॥
 পাঠ অস্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা ।
 অমনি যে হনুমান্ গমন করিলা ॥
 তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টোঙ্গ হইয়া ।
 পড়িলা প্রণাম করি চরণে ধরিয়া ॥
 মুহু হাসি হনুমান্ আলিঙ্গন কৈল ।
 তুলসী অভীষ্ট আপনার বে কহিল ॥
 তব প্রিয় রামচন্দ্র আমা'রে দেখাও ।
 অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও ॥
 প্রসন্ন হইয়া তবেই নিকরূপ ধরি ।
 বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি ॥
 হনুমানে বহু তবে স্তুতি নতি কৈলা ।
 তেঁহ চলি গেলা ইহ নিজ স্থানে অ ইলা ॥
 সহজেই র'মচন্দ্র তাহে কৃপাবান্ ।
 তবে বে এতেক চেণ্টা উৎকণ্ঠা কারণ ॥
 তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ।
 প্রসিদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্বজন ॥
 এক বে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া ।
 তীর্থভ্রমণ করি বেড়াই ফিরিয়া ॥
 কালীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে ।
 রামনাম মহামন্ত্র অপরে বধনে ॥
 তুলসীদাসের স্থানে গিয়া প্রণমিয়া ।
 পূর্ষাপর কহে নিজকর্ম বিবরিয়া ॥
 মুই ছুই অধম বে গোহত্যা করিছ ।
 বেহেতুক তীর্থভ্রমণে নিকশিছ ॥
 শ্রীমান্ তুলসীদাস অ শর্যা জানির ।
 তাঁর মূৰ্খপানে তাহে চকিত হইয়া ॥

রামনাম জপে আর কুদ্র পাপ অস্ত ।
তীর্থভ্রমণ করে অ'র কহে অস্ত ॥
তবে সাধু কোথাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে ।
হাঁ রে ছুটে কুমতি দেখিতে নাহি তোরে ॥
রামনাম জপিতেছে আর প্রারশ্চিহ্ন ।
কারণ ভীবিহু আর ভ্রমিতেছ তীর্থ ॥
আনন্দ এক নামে বত পাপ হরয় ।
গোটা কলে পাপী তাহা করিতে নারয় ॥
শ্রীমন্মাম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে ।
পাপ বার শুভ হয় সর্ব তৎক্ষণাত ॥

প্রমাণ—

অংহঃ সংহরদধিলঃ
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্ত ।
তরগিরিব তিমিরজলধিঃ
জয়াত জগন্মলং হরেনাম ॥

স্বর্গাদেব উদিত হইলেই যেমন বসুমতীর নিখিল
অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই ভবসাগর
তরলীকরূপ জগন্মলকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারিত
হইবামাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া সর্বোপরি
বিরাজ করে ।

হেন পরাংপর যে তারকব্রহ্ম নাম ।
তাতে অন্ন বুদ্ধি করি করে অস্ত্র কাম ॥
অস্ত্র ধর্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে ।
নাম অস্ত্র যজ্ঞ অঙ্গী করিয়া আচারে ॥
সেই অপরাধে তার নিস্তার না হয় ।
নাশি যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ শক্তি অধিকাণী নহে ।
তময়ন হয় দস্ত্র অহঙ্কার সহ ॥
অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর ।
যদি আত্মস্তিক নিজ হিত চেষ্টা কর ॥
সর্বধর্ম তেজি তবে রামচন্দ্র ভজ ।
অন্য অভিলাষ কুটীনাটি সব তেজ ॥
প্রারশ্চিহ্ন করিতেও না হইবে আর ।
আনন্দ পাপ আর বাইবে সংসার ॥
প্রেমানন্দ মহোৎসব অনাসে পাইবে ।
ইহার অধিক লাভ আর কোথা পাবে ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র চমকিত হৈলা ।
সাধুর চরণে তবে শরণ লইলা ॥

তবে কৃ ॥ করিলেন প্রসন্ন হইয়া ।
বিপ্র ভাগ্যত হৈল সকল ছাড়িয়া ॥
বিপ্র কহে মহাশয় কৃপা করি মোরে ॥
নামের মহিমা যদি কিঞ্চিৎ আমারে ॥
শুনাতো জনম মোর হউক সফল ।
তোমার প্রসাদে পাইনু ভক্তিজ্ঞানদল ॥
তবে সাধু প্রেমাবেশে কণ্ঠসা করিয়া ।
নামের মহিমা কিছু কহে ছুটে হৈয়া ॥

নামের মহিমা কথন ।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বানামনামিনোঃ ॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণ-চৈতন্যরস-
বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ; নাম ও নামী অভিন্ন ।

শ্রীমন্মাম চিন্তামণি সর্বফলদাতা ।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা ॥
নিত্যমুক্ত নিঃশরণ পরংপর বিভূ ।
নাম নামী অভেদ ত্রিভুগতের প্রভূ ॥

যথ —

মধু মধুর মত্তমলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লীসংকলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকলপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর ! নরমাত্রে তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

ও ভৃগুবর ! কৃষ্ণনামাত্মক অতি মধুর এবং
সর্বকল্যাণের আলয় ; সকল নিগম-সমূহের পরম
উপাদেয় ফল এবং চিদানন্দস্বরূপ । সুতরাং এই
মধুর কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় একজীব'র মাত্রও
ব্যক্তাব্যক্তরূপে উচ্চারিত হইলে জনগণের জ্ঞান
করিয়া থাকেন ।

মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল ।
সহস্রবল্লী যে বেল তাহার সংকল ॥
চিৎস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম একবার ।
হেলা কিংবা শ্রদ্ধাক্রমে করয়ে উচ্চার ॥
নরমাত্রে কেহ হয় তারয়ে সংসার ।
মাহিক করয়ে পাতাপাতের বিচার ॥

নরমাত্র কহেন যে তাঁর বিবরণ ।
 শুনহঁ বিস্তার তার অপূর্ণ কথন ॥
 যবন-চণ্ডাল-আদি যত নীচগণ ।
 অধিকারী নহে কোন কর্ম যজ্ঞ দান ॥
 এবং মহাপাতকাদিকৃত সেই নর ।
 তাহার নাহিক কোন কর্মে অধিকার ॥
 এ সব অনধিকারী যজ্ঞাদি ক'বল ।
 ব্যর্থ হয় তার কিছু ফল নাহি মিলে ।
 কৃষ্ণনাম তেমন দুর্বল নাহি হন ।
 সকল ধর্মের প্রভু মহাবলবান্ ॥
 সকল ধর্মের ফলদাতা মহাবিভু ।
 কেহ কল দ্বিত নাহে ন'ম বিন কভু ॥
 চণ্ডাল যবন খস স্নেহ-আদি গণ ।
 একবার হেলায় যত্নপি করে গান ॥
 নিশ্চয় সে হয় জ্ঞান ন হিক সমেহ ।
 জীবনযুক্তি হয় আত্মকুল সহ ॥
 অতএব কৃষ্ণনাম জগতের সাধ ।
 সকলের জ্ঞাতা সেই সবার অধিকার ॥
 এমন ম'মা ক'র আছয়ে ভুবন ।
 হেলা করি একবার গাঃ যেই জনে ॥
 নীচ উচ্চ না বাছে পাতকী প্রদ'হীন ।
 পবিত্র করয়ে তাবে কহয়ে প্রবীণ ॥

যথা—

“চেতোদর্পণমার্জনং
 ভবমহাদাবারির্নির্কীর্ণং,
 শ্রেয়ঃকৈরবচস্ক্রিকাবিতরণং
 বিভাবধুজীবনম্ ।
 আনন্দাধিবর্জনং প্রতিপদং
 পূর্ণামৃতবাদনং,
 সর্কীয়ন্নপনং পরং বিজয়তে
 শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনম্ ॥”

যাঁহার নামপ্রভাবে চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জিত হয়,
 তাঁহার প্রভাবে সংসারারণ্যের মহাদাবারি নির্কীর্ণিত
 হয়, যিনি নিখিল মঙ্গলের নিধান, যিনি বিভাবধুর
 জীবনধর, যাঁহার নাম শ্রবণে আনন্দ-জলধি
 ঝলিয়া উঠে, যাঁহার প্রতি চরণ-বিক্ষেপে সুধা-বর্ষণ
 হয়, যিনি সর্বজীবকে নিজ আনন্দবারিধি-সিকনে
 রিঙ্গিত করেন সেই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ণন সর্বশ্রেষ্ঠ
 ইহা দোতা পাইতেছে ।

মার্জন করেন চিত্তরূপ বেদর্পণ ।
 ভবমহাদাবারি করেন নির্কীর্ণণ ॥
 শ্রেয়ঃরূপ কৈরব যে চক্ষিমা তাহার ।
 অমঙ্গল নাশি করে মঙ্গল বিস্তার ॥
 অবিজ্ঞানশক বিভাবধুর জীবন ।
 বাহা বিনে বিভা নাশ হয় অমুকণ ॥
 প্রতিপদ আনন্দ-অমৃতিকে বর্জন ।
 প্রেম-অমৃত-রস করান আত্মাঙ্গ ॥
 সর্বৈশ্বর্য স্নিগ্ধ করি নিবৃত্তি করার ।
 অতএব কৃষ্ণ নামসঙ্কীর্ণন জয় ॥

যথা—

হরামধেয়শ্রবণাকীর্ণনাদ্-
 যৎপ্রহ্বণ'দ্যৎশ্র গা পি কটং .
 শ্বাদোহ'পি সত্ত্বঃ সর্বনাঃ কল্পতে,
 কৃতঃ পুংস্তে ভগবৎ দর্শনাৎ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ণন করিলে, যাঁহাকে
 শ্রবণ ও শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সৌম্যাগের যোগ্যতা
 লাভ করে, 'হ দেব ! তোমাকে স'ক্ষাৎ দর্শন করিয়া
 যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

যে করে ভগবান্নাম-শ্রবণ কীর্ণন ।
 স্নেহ-আদি করি খস চণ্ডাল যবন ॥
 তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অর্হ হয় ।
 হৃদ'ভিত্তি বার বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥

যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
 স্তত্রার্চিতা নিয়মিতঃ শ্রবণে ন কালঃ ।
 এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান্নামপি,
 হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

হে ভগবন্ ! তুমি বিভিন্ন-স্বভাব জীবের জন্ত
 নিজের বাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া কতই নাম
 প্রচার করিও, ঐ সমস্ত নামশ্রবণেরও কালকাল
 নাই । কিন্তু আমি এতই হৃদ'গত যে তোমার
 এরূপ কৃপা বিভ্রমানেও তাদৃশ নামে আমার অনুরাগ
 জন্মিগ না ।

কৃষ্ণতুলা কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত ।
 অপ্রাকৃত সর্বশক্তি নামেতে অর্পিত ॥
 তাহে কালকাল নাহি কীর্ণনে বিচার ।
 এত কৃপা জগতের জীবের উপর ॥

তথাপি হৃদৈব জীম্বে হেন যে পদার্থে
অমুরাগ না জগিয়া মগ্নয়ে অনর্থে ॥
নামসংকীর্ণনে দেখে কাল'কাল ন'স্তি ।
সর্বদা লইবে নাম দূত করি অস্তি ॥

যথা—০

ন দেশনিয়মস্তম্ভিন্ ন কালনিয়মস্তথা
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেনার্মি লুক্ক ॥

হে বাধ । শ্রীহরির এই মহিমান্বয় নামকীর্ণনে
কোন দেশ-কাল-নিয়ম নাই ; উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও
কোনপ্রকার নিষেধ ন'ই ।

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে ।
নামসঙ্কীর্ণন শু'চ অশৌচ না বাধে ॥
স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম ।
উচ্ছিষ্টমুখেতে জপ বেদের বচন ॥
অতএব হরির নামেতে সদাচার ।
জিহ্বায় ধারণ কর কাল না বিচার ॥

যথা—

নামৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং শ্রীভ্রমূলং পতংব ।
শুদ্ধং বাগুচ্ছবর্ণং ব্যবহিতবহিতং তারয়েত্যেব সত্যম্ ॥

যে হরির নাম উচ্চারিত হইলে, স্মরণ করিলে
অথবা জপ করিলে শুদ্ধভাবে অশুদ্ধ ব্যবহৃত হইলে,
কোনরূপ অদ্বীন হইলে যে সংসার হইতে উদ্ধার
করেন, ইহা সত্য ।

এক কৃষ্ণনাম যই মুখে উচ্চারয় ।
কিংবা যে স্মরণ করে কর্ণে বা শুনয় ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাতে নাই ।
আশ্চর্য্য মহিমা হেন ত্রিজগতে নাই ।
যথা অক্ষরে কিন্তু ব্যবধান বিন ।
ক্রম জ্ঞাপ করে বেদে সত্য করি ভণ ॥
এব-কারে অন্যবাবচ্ছেদ করি কতে ।
এতাদৃশ সত্য কোন ধর্ম্ম হৈতে নহে ॥

যথা—

অংকঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকলনোকস্ত ।
তরুণিরিব তিমিরজলধিঃ
জয়তি জগন্মলং হরেনার্মি ॥

আদিত্যাদেব উদিত হইলেই যেমন বসুমতীর
নিখিল অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই ভব-
সাগরের তরুণীস্বরূপ জগন্মলকারী শ্রীহরির নাম
উচ্চারিত হইবামাত্রই সমস্ত পা বিনষ্ট করিয়া
সর্বোপরি বিরাজ কবে ।

এক নাম উচ্চারণ-উদ্বোধ হইতে ।
অখিলপাতক : রে তরে ভব হৈতে ॥
যে, রতিমির-ভবসংসারের তরি ।
জয় জয় জগন্মল নাম হরি ॥
অতএব সর্বধর্ম্ম তেজিয়া আধার ।
হে জিহ্বা কেবল হরিনাম কর সার ॥

যথা—

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনরত্যেব লোকান্ ।
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্ ।
যোগাভ্যাসঃ পরমনিঃসন্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ,
সর্বং ত্যক্তা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণতি যৌতু ॥

স্বর্গার্থী স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং মুক্তিকাজী লোক
সকল দীনদশাপন্ন ও ক্লেশভাগীই হইয়া থাকে ।
যোগাভ্যাস পরম বিরস, সন্তরাং সে সকল প্রয়াসের
আবশ্যক ।ক ? আশি সমস্ত ছাড়িয়া হে কৃষ্ণ, হে
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে থাকিব ।

স্বর্গার্থী হইয়া মানাকর্ম্ম যেই করে ।
দীনহীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে ॥
মুখু মুখু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান ।
ক্লেশমাত্র তার যে হারায় প্রেমধন ॥
যোগীর যে যোগ সেহ পরমবিরস ।
অরে মন সব তেজি হও মোর বশ ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ যতনে তেজহ ।
আমার রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ॥
এক স্ত্রী স্বামীয় সহ সতী হৈতে যার ।
সাধু তাহা দেখি মন বিচার করয় ॥
এই কী এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যে মানিয়া ।
প্রাণাত্তিক দেহ : ত করে জ'নাইয়া ॥
স্বর্গ ভোগ ফল অতিদুচ্ছ না বুঝিয়া ।
পরম যে ধর্ম্ম করি অন্তরে গানিয়া ॥
অ ত্যস্তিক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া ।
কৃত্ত অর্থ পার পরিণাম না বুঝিয়া ॥

সম্মুখে দারুণ কাল সংসার আনল ।
 কলুষলোভে নাহি বুঝে তার বল ॥
 দয়ালুদয় সাধু এতক চিন্তিয়া ।
 স্ত্রীঃ নিকটে গেণা করুণা করিয়া ॥
 মহাস্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী ।
 প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাবে করি ॥
 সেই যে স্মৃত্ত তাব সাক্ষাতে ফলিল ।
 শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল ॥
 আগে ত নারীকে অতি প্রশংসা করিলা ।
 শেষে ক্রম ক্রমে তব কাহিতে লাগিলা ॥
 শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে ।
 ইহাতে যে পরলোকে কি গতি পাইবে ॥
 নারী কহে স্বামীসঙ্গে স্বর্গেতে বাইব ।
 চৌদ্দ ম হস্তকাল বিষয় তুঞ্জিব ॥
 সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে ।
 তেঁহ কহে কৰ্ম্মক্ষেপে যে হয় হইবে ॥
 সাধু কহে কৰ্ম্মক্ষয় ইথে ত না হৈল ।
 দারুণ সংসারজালা তবে ত না গেল ॥
 যদি কহ বহুকাল সুখ-আনন্দন ।
 বহু জ্ঞান করিতেছ মোহের কারণ ॥
 বহনহে সেই অতি অল্পকাল হয় ।
 কালের প্রবাহে কত ইন্দ্র বহি যায় ॥
 লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে ।
 চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে ॥
 স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয় ।
 সেই থাকু ব্রহ্মাণ্ড যে ইহা নাশ যায় ॥
 জীব কত কত ব্রহ্মার আশু যে পর্য্যন্ত ।
 ব্রমণ করিছে তার নাহি হয় অন্ত ॥
 অতএব অল্পসুখ বিষয় লাগিলা ।
 মিথ্যা মারামোহে মরে দেহ জ্বালাইয়া ॥
 নারী কহে মহাপর কর্তব্য কি হয় ।
 জন্ম মৃত্যু মারা-মোহ কি করিলে যায় ॥
 সাধু কহে মাতা তব ব্রহ্মা যদি হয় ।
 তবে কিছু কহি শুন ইহাব উপায় ॥
 জীবন্ত শরীর পোড়াইয়া বাহ্য নহে ।
 সৰ্ব্ব ধর্ম আচরিয়া বেদ বত কহে ॥
 সুন্দর বিধানে করিলেও বা না হয় ।
 শ্রীরামচরণ প্রমাণ সুখে পায় ॥
 রামনাম মহামন্ত্র যে জন অপয় ।
 সেই ধন্ত ধন্ত সেই জৈলোক্যবিজয় ॥

এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া ।
 জীবনমুক্ত হয় নির্মল হইয়া ॥
 পুনঃপুন সাধনেতে কি হয় না জানি ।
 চতুর্দর্শ নাহি চাহে অতি তুচ্ছ মানি ॥
 যে বর্গ ল'গিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ ।
 তার নাম শুনিতেহ কর্ণে হস্ত দৈন ॥
 তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া ।
 সেই রামচন্দ্রে ভক্ত শরণ লইয়া ।
 দেবগণ পিতৃগণ ধন্ত ধন্ত করে ।
 সর্বগুণ সহ বৈসে তাঁহার শরীর ॥

তথা—

“যন্তাশ্চি ভক্তিভগবতাকিঞ্চনা”

তুমি দেহ পোড়াইতেছ ক্ষুদ্রকল-আটে ।
 সেই মহ কল পান্ন সুখে অনায়াসে ॥
 প্রেমভক্তি মহাকল সর্বফলের কল ।
 সর্বসুখময় সর্বশুভর মঙ্গল ॥
 নিত'সুখ সে তার বাহ্যিক বিন'শ ।
 চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাস ॥
 স্বর্গ যে অনিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রিত ।
 ঈর্ষাদি-মাৎসর্ঘ্য ভয়-বিচ্ছেদ ত্রৈত ॥
 বৈকুণ্ঠ পরম ধর্ম নিত্য চিদানন্দ ।
 ঈর্ষা রাগ দ্বৈষ মোহ নাহি মারাগন্ধ ।
 অতএব শ্রীরামপদে শরণ যে লয় ॥
 তাঁহার মহিমা কিছু কহা ত হে যায় ॥
 এতক শুনিয়া শ্রীর মন কিরি গেল ।
 স্বামি-সহগমনেতে নিবর্ত্ত হইল ॥
 তুলসীদাসের পদে শরণ লইল ।
 মোহ দূর গেল চিত্ত প্রকাশ হইল ॥
 কহে মোর কর্তব্য কি কহ মহাপর ।
 কৃপা করি কহ যাহে মোর হিত হয় ॥
 তবে সাধু রামচন্দ্রে উপদেশ দিল ।
 তাঁহার কৃপাতে তাঁর রং কিরি গেল ॥
 ভক্তগণ প্রেমভক্তি উদয় হইল ।
 জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুমান হইল ॥
 শ্রীমান্ তুলসীদাস নিজভক্তিবলে ।
 শক্তিসংস্কার কৈলা ভাসে প্রেমজলে ॥
 কৃপা করি স্বামীয়েহ বাঁচাইয়া দিল ।
 তাহারেও রামচন্দ্রচরণে সঁপিলা ॥

এই কথা শুনিয়া ত'ব আকবর শালা ।
 স'ধুর দর্শনে তাঁর হইল উৎসাহা ॥
 বতন করিয়া তবে নিয়া গেলা তাঁরে ।
 সম্মান করিয়া কিছু কহে মৃদুস্বরে ॥
 তোমার জহুরা যে শুনিমু পরম্পরা ।
 সতীর স্বামীরে তুমি বঁচাইল' মরা ॥
 আমি কিছু চাহি তব জহুরা দেখিতে ।
 স'ধু কহে জহুরা কি না পারি বুঝিতে ॥
 কাকাল ভিক্ষুক মুই উদর লাগিগা ।
 ঘ'রে ঘ'রে ফিরি বুলি খাটকা করিয়া ॥
 এইমাত্র জানি মুই জহুরা না জানি ।
 রাজা কহে কপট কহিলে এই ব'ণী ॥
 পুনঃপুন পাংশা কহে সাধু দৈন্ত্য করে ।
 তাহাতে সজ্ঞোষ চৈল পাংশা অন্তরে ॥
 সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল ।
 ভকতবৎসল রাম সঙ্কিতে নারিল ॥
 হনুমানে আজ্ঞা দিলা কুবুজি রাজার ।
 উচিত করিয়া কর ভক্তে উদ্ধার ॥
 হনুমান নিজ অংগুষ্ঠ কপিগণ ।
 পাঠাইলা রাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ ॥
 সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল ।
 রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল ॥
 অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিল ।
 শুভ্র উপাড়িয়া ঘায়ে ক্ষেপণ করিল ॥
 স্ত্রী বালক বৃদ্ধ লোক ধরিয়া ধরিয়া ।
 দূরে টান মারি ফেলি আছাড় মারিয়া ॥
 ঘর-দ্বার নুটি অর্ধ নদীতে ফেলায় ।
 ছড়ায় করিয়া সবে লক্ষ লক্ষ ধায় ॥
 বিপদ পড়িল রাজা জীবরে অপার ।
 মুক্তি করি কোনমতে নাহি প্রতিকার ॥
 সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল ।
 পরম্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল ॥
 রাজার সভায় এক হিন্দু প্র'মাণিক ।
 শিষ্ট শাস্ত ধর্মভীত বুদ্ধিতে অধিক ॥
 করবে ড় করি তেঁহ রাজারে কহেন ।
 এ যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ ॥
 তুলসীদাসের বাত অশমন হৈল ।
 যেহেতুক এ দরজা বিপদ পড়িল ॥
 তাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে ।
 কয়েদ হইতে আনাইয়া ভক্তি করে ॥

বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ স্মজন ।
 প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেষ্ঠ জন ॥
 অপরাধ হইতে মোরে বঁচাইয়া লহ ।
 প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ ॥
 স'ধুর স্বভাব স্মৃথে ছুঃখে অপমানে ।
 স'মান কিঞ্চিৎ নাহি ক্ষোভ মানি মনে ॥
 প্রসন্ন হইয়া নূপে আশীষ কহিলা ।
 সকল আপদ সেইরূপে দূরে গেলা ॥
 যত্নপি ভকতমনে ক্ষোভ নাহি হয় ।
 ভকতবৎসল হরি তেঁহ না সহয় ॥
 ভক্ত অপরাধ গোঁ মূঢ়জন করে ।
 পক্ষপাত করি হরি দণ্ড করে তারে ॥
 শাস্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেলা সাধু ।
 মজল হইল যথা তম নাশে বিধু ॥
 তাঁর শ্রীচরণশুণ কীর্তন করিয়া ।
 কৃষ্ণদাস প্রে'ম মাগে দস্তে তৃণ দিয়া ॥

শ্রীকরমানন্দ ।

করম'নন্দ নামে সাধু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ।
 শাস্ত নিষ্ঠ বার সম নাহিক দ্বিতীয় ॥
 কৃষ্ণদরশন করি বহু গুণ কৈলা ।
 নিজ দ'ম মানি দৈন্ত্য করিতে লাগিলা ॥
 অধম যে আমি মোর নাম সেই লয় ।
 নরকে গমন করে পুণ্য বার ক্ষয় ॥
 হরি কহে তুমি কেন অধম হইবে ।
 তোমার যে নাম লয় সে বৈকুণ্ঠে যাবে ॥
 বিশেষ ক'হিমু মুই আজি যে হইতে ।
 ওব নাম যেই লবে প্রীতপূর্ব চিত্তে ॥
 সেইজন প্রেমভক্তি পাইবে নিশ্চিতে ।
 অচিরে মু'হ হবে সংসার হইতে ॥
 অতএব যে কবে সন্ধান বড় হয় ।
 পরম উপায় বার প্রেমভিক্ষাশয় ॥
 করমানন্দ করমানন্দ উপ সবে তাই ।
 প্রেম অমৃত পাইতে ইহা-সম নাই ॥
 আমি ত বান্ধিমু গলে কবচ করিয়া ।
 কৃষ্ণনামনিধি প'র্ষে রাখিমু ধরিয়া ॥
 উদর তুমি যে মোর যদি তীক্ষ্ণ করে ।
 গোপিলাস বীজ দেখি বিধাত, কি করে ॥

ভাগ্যহীন করে করতলর আশ্রয় ।
তথাচ তাহার দারিদ্রতা নাহি যায় ॥
সমুদ্রে ডুবয়ে যদি রত্নের লাগিয়ে ।
রত্ন নাহি হাতে আইসে গুণ্ডলি উঠয়ে ॥

(দৌহা মূল হিন্দী)

ভাগ্যহীন জন সমুদ্রে ডুবে যাণ রত্ন কি চেরি ।
কর লাগে যুগা উঠে উহ করমকি ফেরি ॥
কৃষ্ণদাস অভাগিয়া বড় ভাগ্যহীন ।
শরণ না দেয় কেহ দেখি দীনদীন ॥

নাথজীর মন্দিরের দূর য়ে আশ্রয় ।
দরশন করাইল সবাই বেড়িয়া ॥
হাড়ি ঠাকুর বলি তাঁর নাম হৈল ।
ভাগবত বলি সবে পূজিতে লাগিল ॥
জীবিকা বাড়ায় দিল প্রসাদে বন্ধন ।
ন থকী সন্তুষ্ট হৈল দেখি তাঁর মান ॥
সেই হাড়ি ঠাকুরের বিষ্ঠায় জনম ।
কৃষ্ণদাস মাগে কর করি-ত করম ॥

শ্রীপরশুরাম রাজগুরু

শ্রীকাল ভক্ত ।

গোবর্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির ।
ঝাড়ুকসি করিয়া ছিটায় সদা নীর ॥
মন্দিরের পাশে এক আছয়ে ঝরকা ।
নাথজীর চরণ তাহাতে যায় দেখা ॥
সেইখান হৈতে হাড়ি দরশন করে ।
আনন্দে মগন হয় পুলকেতে ভরে ॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায় ।
গোসাঞি দেখিয়া তাকা মনে হুঃখ পায় ॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি ম রি দেখে ।
খাস্ত-পানীর ঠাকুরের আগে থাকে ॥
অনোচিত হয় বলি মন্দির-পশ্চাত ।
এত ভিত্ত বানাইয়া দিল হাতাহাত ॥
পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া ।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাত দিয়া ॥
রাত্রিযোগে নাথজী গোসাঞি-হানে কহে ।
মুই বড় হুঃখ পাউনু পরাণে না সফে ॥
ঝরকা করিয়া যোধ দেওয়াল পাতিয়া ।
হাড়ির সে দরশন দি প ছুটাইয়া ॥
তাহে মোর বড় হুঃখ ইল অন্তরে ।
দেওয়াল পাতিলে মোর বৃকের উপরে ॥
এতেক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি ।
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিল সেই রাত্রে বাই ॥
হাড়ির বাটিতে গিয়া ভক্তি নতি করি ।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি ॥

পরশুরাম নাম এক রাজগুরু জন ।
মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের প্রধান ॥
কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া উৎকর্ষা সদাই ।
বহু ধন-জন কিন্তু তাতে মন নাই ॥
তথাচ জন্ময়ে বাধা ক'ম্পেপেক্ষণে ।
নিরপেক্ষ হ'য়া যে না হয় ভজনে ॥
তাহাতে ক্ষোভিত অতি উৎকর্ষিত মন ।
উপায় কি করি কার লইব শরণ ॥
দৈবায় বৈষ্ণব এক গৃহেতে আইলা ।
ভক্তি করিয়া তাঁর আতিথ্য করিলা ॥
তঁহে অতি বিজ্ঞতম পণ্ডিত স্মজন ।
সুখ হৈল তাঁর সনে করি আলাপন ॥
তঁহারে কহেন কিছু নিবেদন করি ।
এ দুস্তর মায়া হইতে কি উপায়ে তরি ॥
অর্থ পরিবার-রক্ষা-মুতে কাল যায় ।
কৃষ্ণে নাহি মন গছে ভজন না হয় ॥
তাহার উপায় কিছু কহ মহাশয় ।
কৃপা কর মোরে যাতে মোর হিত হয় ॥
তবে সেই বৈষ্ণব কহেন উপদেশ ।
অপূর্ব সুখের কথা পরম উদ্দেশ ॥
মহাশয় তব মন কৃষ্ণে লাগিয়াছে ।
কিন্তু যে বিষয়-রিণু বাধা করিতেছে ॥
সম্যক্ প্রকারে মন ধারণ না হয় ।
উক অয়ে কিরি যেন বিড়াল বেড়ায় ॥
এতেক বিষয় যার এত পরিবার ।
শ্রীকৃষ্ণে অনভ্যস্ত কোথা হয় তার ॥

মন নিরপেক্ষ বিনে স্থিরি নাহি হয় ।
অন্ত চেষ্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয় ।
এক মন স্মৃতি কীট কতেক বিষয় ।
গ্রহণ করিতে তার কি শক্তি হয় ॥
স্বাভাবিক বিষয়লাগিয়া যুক্ত মন ।
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে পতন ॥
স্মৃতি তৃণ অগ্নি যথা একত্র সংযোগে ।
দাহ বিনে নাহি থাকে উত্তর বিভাগে ॥
অতএব মহাশয় বিষয় তেজিয়া ।
এইক্ষণে চল বন বিহিত জানিয়া ॥
তঁহে কহে মহাশয় যে কহিলে সত্য ।
যোগভ্রষ্টকারী এই সংসার অনিত্য ॥
অতএব কৃপা করি সঙ্গ মোরে লহ ।
ম'রাবদ্ধ হৈতে মোরে উদ্ধার করহ ॥
এতেক বিচার করি সর্বত্যাগ করি ।
পরিত্যক্তকরে গেলা ইন্দ্রিয় সম্বরী ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন নিয়োজিয়া ।
আচেন কতক দিন নিবৃত্তি পাইয়া ॥
রাখা হেথা শুনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া ।
অমুক পর্বতে গুরু বসিলেন গিয়া ॥
সেবাক্ষেত্রে দুই হাজার যুগ্ম পাঠাইল ।
তঁহে তাহা দেখি অতি বিষম হইল ॥
বেই মায়া ছাড়াইতে বৈরাগ্য করিল ।
সেই মায়া পুন পাছে পাছে গোড়াইল ॥
বৈষ্ণবে কহে এবে উদ্ধার করহ ।
ইহা হৈতে নিয়া মোরে পুনশ্চ পলাহ ॥
বৈষ্ণব কহেন বটে যে কহিলে সত্য ।
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আশ ॥
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিল ।
না করিয়া দুই জনে পলাইয়া গেল ॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করি দুই জন ।
আনন্দে মগন বিবাহ-নিশি নাহি জান ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুইজন ।
পরমনিবৃত্তি হৈল পাইলা বৃন্দাবন ॥
উহা দৌহারী শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ ।
কৃষ্ণগন মাগে প্রেমভকতিরতন ॥

শ্রীগদাধর ভট্ট ।

পদ ধর-ভট্ট নাম রসিক ভকত ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-রসে উনমত ॥
এক পদ বানাইয়া ভট্ট-মহাশয় ।
শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে আনন্দে পাঠায় ॥
বৃন্দাবনে গোস্বামী পাইয়া সেই পদ ।
উৎখলিল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ ॥
গোস্বামীজী ভট্টজেকে লিখি পাঠাইলা ।
পদ পাঠাইলা যে সে স্মৃতি সঞ্চিতা ॥
পদের যে স্বাদ আশ্বাদিতে বৃন্দাবনে ।
বিনি নাহি রস চড়ে গৃহের অঙ্গনে ॥
ভট্টজী পাইয়া লিপি মন্তকে ধরিয়া ।
ছনয়নে গলে ধারা পড়য়ে বাহিয়া ॥
পত্নী পঠ করি ভট্ট চলিলা আপনি ।
শ্রীবৃন্দাবন যথা শ্রীজীবগোস্বামী ॥
বাইয়া পড়িলা পদ গোস্বামী তুলিয়া ।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয়ে ধরিয়া ॥
পরম্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
রজনী-দিবস যার রসের প্রসঙ্গে ॥
ভট্টজী কহেন মোরে কৃপাবলোকন ।
করিয়া বিস্তারি কহ রসপ্রকরণ ॥
গোস্বামী শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া ।
রাধাকৃষ্ণরসলীলা কহে বিস্তারিয়া ॥
শুণ শুণ ভট্ট তবে অপূর্বকথন ।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা রসপ্রকরণ ॥

রসপ্রকরণ যথা ।

নাভাজীউ রসতত্ত্ব পষ্ট না বর্ণিলা ।
কেবল কহিলা যাত্র ভট্টে শুনাইলা ॥
অতএব নাভাজীর আশয় অমৃত ।
বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুচ রসরীতি ॥
কর্ণরসায়ন রাধাকৃষ্ণের চরিত ।
শ্রীল-জীবগোস্বামীর শ্রীমুখগলিত ।
রসপ্রকরণ অত্র সাধুর চরিত ।
দৌহা-আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত ॥

(দৌহা হিন্দী)

রসময়সুখতি যো গোকুল নিত্যবিহার ।
মনমে উপজি বাসনা গৌর ভের অবতার ॥

রাধাপ্রেম নিজমাধুরী ঠর আপনেহি সীত ।
 ইহ আশ্বাদন-হেতবে মনমে উপজে শ্রীত ॥
 নিশিদিন রাধাতাব ধর ভ্রাম ভের চ্যুতি গৌর ।
 মন ঠর আনন-মরনমে রাধা বিনা নাহি ঠর ॥
 মনমে রাধাতাব ধরি আশ্বাদত নিজপ্রীত ।
 হির বসি রূপগোসাঞিকে প্রকটিলে রসরীত ॥
 তিনি করি উজ্জলনীলমণি নিজগণে হিরাহার ।
 ভরশায়ে সববসিকোকো বসোসাগরকে পার ॥
 সো অমৃত লব বধাশক্তি তিহি পদপঙ্কজ আশ ।
 যুগলপ্রেমেরসবোধিকা রচতু হৈ হরিদাস ॥

রস যে কেমন কি বিধানে কিবা নাম ।
 কিঞ্চিৎ লিখিব যুগলের পদকাম ॥
 শ্রীল-রূপগোন্দামীর চরণকমল ।
 স্রবণ করিয়া যাতে হইবে সফল ॥

অথ রসভেদলক্ষণ ।

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ ।
 তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য সপ্ত গৌণ রস ॥

অথ গৌণরস ।

হাস্ত অস্তুত বীর করুণ আর রোদ্র ।
 ভরানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাতন্ত্র ॥
 অভদ্র যে সেই ভদ্ররূপে প্রকাশয় ।
 পাণ্ডবিশেষে চমৎকার রস হয় ॥

মুখ্যপঞ্চ ।

শান্ত দাস্ত সখ আর বাৎসল্য শৃঙ্গার ।
 পঞ্চ-মুখ্যম্বোধো যে শৃঙ্গাররস সার ॥
 লক্ষ্যোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুররস হয় ।
 তাহাই কহিব কিছু শক্তি অমৃত র ॥

অথ রস-উৎপত্তিলক্ষণ ।

বিভাব অনুভাবে মেলি সাত্বিক সঞ্চারী ।
 স্থায়ী ভাব রস হয় চমৎকারকারী ॥

তত্র বিভাব ।

বিভাব যে দুই অবলম্বন উদীপন ।
 আশ্রয় বিবর দুই বিধি আলম্বন ॥
 বিবরালম্বন কৃষ্ণ রসমধুরপ ।
 রসিধশেখর সর্বনাথকেই কুশল ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা ।

মনমোহন স্তব্ধচরণ—
 কমলচ্যুতি হেরিয়া যুবতি ।
 কুলগৌরব— লাজ বৃহতি
 তেজিয়া করে কাননে কলতি ॥
 কেলিকলানিধি ছলিত ভ্রামর
 যুবতীগণমে জাক মিলে ।
 ধন্ত ধন্ত সেই পূণ্যপুঙ্কজ
 ধরনী জনমে অতি ভাগ্যকলে ॥
 অতি বমণীয় মধুর দেহ
 সকল স্তলক্ষণ অতি বলবন্ত ॥
 নবযুবা নীল— লাবণ্য প্রিয়বদ
 মধুর হাস বদনে রসবন্ত ॥
 রহ প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক
 শিরোমণি ললিত স্মরী ।
 করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবস্ত্র স্মরী
 স্রাবদূক গভীর ॥
 স্তব্ধ বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
 ত্রিভুবনমোহন পুরুষবর ।
 অমুপম স্তব্ধ মোহন মুরলী
 করকমলে শোভিত মনোহর ॥
 সকলকীর্তিধর অভুলিত ত্রিভুবনে
 সবগুণসাগর নায়কনিধি ।
 নিত্য বেহারত জীবনাবন—
 ভূবি উজ্জল-সরসে নিরবধি ॥

অথ নায়কভেদ ।

ব্রজ আর মধুরা দারকা তিন ধামে ।
 পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে ॥
 লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী ।
 রসের মাধুরী বংশী মাধুরীর ধুরী ॥
 বস্ত্রবেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে ।
 বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে ॥
 অতএব পূর্ণতম ভ্রাম নটরাজ ।
 পূর্ণব্রজ সনাতন ব্রজেতে বিরাজ ॥
 ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরশান্ত আর ।
 ধীরললিত এই চারি যে প্রকার ॥
 এ চারি বস্ত্রাব কৃষ্ণচন্দ্রে এক বর্ডে ।
 সাহসিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে ॥

বাদন রস আর চারি যে স্বভাব ।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব ॥
অথ ধীরোদাত্ত-লক্ষণ ।

স্বভাব বিনয়ী মুহু কল্পণা গভীর ।
নির্দাতির্ক শীলযুক্ত অভ্যাস্ত ধীর ।

ধীরোদাত্ত ।

সর্বত্র সমান ভাব আশ্র-পরকীরে ।
সহিষ্ণুতা বিনয়ী বিবেকী শাস্তাশরে ॥

ধীরোদাত্ত ।

অহঙ্কার মৎসর কপট ক্রোধ বল ।
সত্য প্রকাশ স্পর্ধা-ব্যাপক চপল ॥
ধীরোদাত্ত স্বভাবের লক্ষণ যে এহি ।
ললিত কৃষ্ণের যে সহজ ভাব কহি ॥

ললিত ।

প্রেরণী অধীন নবযুবা বিনয়তা ।
নিশ্চিত সদাই পরিহাস চঞ্চলতা ॥
পতি-উপপতি ভাবে বাদন যে রস ।
পুন বে দ্বিগুণ হৈরা করয়ে প্রকাশ ॥
কল্পকা-বিবাহ আর অস্ত্রের উপপতি ।
ভাবভেদ আই যে চকিণ রসরীতি ॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই ।
অশুকুল দক্ষিণ ঘৃষ্ঠ আর শঠতাই ॥
এই সব নামভেদ নারকের ভেদে ।
পুন কহি তাহার লক্ষণ বে বিভেদ ॥

অত্র অশুকুল-লক্ষণ ।

অতাপেকা অতি অহুরাগ যে একেতে ।
অশুকুল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে ॥

তন্ত উদাহরণ. শ্রীরাধা প্রতি সখী উক্তি ।

গোকুলনগরে, অনেক রূপসী,
আছরে নবযৌবনী ।
কেনিকলারসে, রূপে গুণে ধনী,
তোমা-সম নাহি গণি ॥
বেহেতু নাগর, সে সব নাগরী,
হেয়রা নাহিক কুলে ।
কিরে নাহি চার, তোমায়ে চিত্তর,
কর দিয়া ক্রতিমূলে ॥

কি গুণে বেহেতু, কি গুণ করেছ,
কি রসেতে ভুলায়েছ ।
তোমা বিনে নাহি, জানে দিবা-নিশি,
কি ভাগ্য কুয়ি করেছ ॥

অথ দক্ষিণ ।

অনেক-রমণী সনে বিহার করয় ।
সবাতে সমান ভাব দক্ষিণ কহয় ॥

তদ্বৎসা—

বহু গোপী-সনে কৃষ্ণ বিহার করিতে ।
সমান আর ভাব দেখিয়া সবাতে ॥
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা ।
স্বাভাবিক পূর্ববৎ হেয়রা ধর্মতা ॥

অথ শঠ ।

সম্মুখেতে অতি প্রিয় কহয়ে বচন ।
অসাক্ষাতে নিদরে যে শঠের লক্ষণ ॥

তদ্বৎসা—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অহুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিগার ।
বাইতে কুঞ্জ বিপিনে, চন্দ্রাবলী সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার ॥
হাসিয়া কহয়ে সখী, বড় যে কোতুক দেখি,
এনা বেশে গমন কোথারে ।
কোম রমণীর প্রেমে, বাধিত হৈয়াছ কাষে,
ক্রতগতি যাইছ তথারে ॥
বাইতে নারিবে তথা পাও পাবে মনে বেধা,
আজি তোমার না দিব ছাড়িয়া ।
মো-দবার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুবুখী,
তোমার বাব তথায় লইয়া ॥
এত কহি মুচকিয়া, বসনি ধরিলি সিয়া ॥
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী ।
আমি ত তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী-হানে বাই,
কিন্তু দুই আমি শীঘ্র করি ॥
সখী কহে তা না হবে, কি কাজে কোথায় যাবে,
বল আমি বাইয়া করিব ॥
বেধানে যে কাজে কবে, তখনি করিব সবে,
যাহা চাহ তাহা আমি দিব ॥

কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরী ত না লাগিবে,
নিশ্চয় যে বাইতে হইল ।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে,
তবে সখী শীত্র করি চল ॥
চন্দ্রাবলী-চন্দ্রানন, সুধা আশে মোর মন-
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত ।
মিলাইয়া তাহা মনে, অমিয়ার সিঞ্চে,
প্রাণদান দিয়া কর হিত ॥
তবে চন্দ্রাবলী-স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে,
মিলাইলা শৈব্যা-আদি সখী ।
চন্দ্রাবলী বিধুবধী, আনন্দে পরম সুখী,
প্রাণনাথ বদন নিরখি ॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয়বা 'য় নানাভাতি,
কহে কিন্তু মন রাধিকা ত ।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনি,
তোমা সম না দেখি অগতে ॥
বিদ্যার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি,
রসময়ী সু-রমণীমণি ।
বভেক প্রেমসী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি ॥

বিনয়পূর্বক রহ রজনী বঞ্চিয়া ।
প্রভাতে শ্রীরাধা-স্থানে আসি দেখা দিয়া ॥
চন্দ্রাবলীর নিন্দা কহে ভজি করি ।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি ॥

অথ ধৃষ্ট ।

অন্তমারিকার ভোগচিহ্ন দেহে হয় ।
প্রত্যক্ষ দর্শন তথাপিহ করে নয় ॥
বস্ত্রেতে মুছয়ে আর কহে চিহ্ন কোথা ।
লাজভর নাহি মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্টতা ॥
ঐনকিশোর ইহা ভেদ ছেদানববই ।
বিয়োগজন হরি কহিল যে এই ॥

অথ আশ্রয় আলম্বন ।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবলতা নারিক। ।
কৃষ্ণের সমান গুণ অগতে অধিকা ॥
দেব-নর-আদি জিতুবনে বত নারী ।
গভীর মুকুটমণি ক্রোধে স্তম্ভরী ॥

রূপে গুণে বিদ্যাতে চমৎকারকরী ।
হেরিয়া লজ্জিত সব অগতের নারী ॥
সফল যৌবন কৃষ্ণমনে স্মর কেলি ।
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য ভাগি ভাগি ॥
প্রথমে নারিক। হয় বিবিধ প্রকার ।
স্বকীর। যে বিবাহিত। পরকীর। আর ॥
স্বকীর। যে ধর্মপরা পতিব্রতা হয় ।
পতিশুশ্রূষণে রত পতিসুধময় ॥
স্বায়ংকার শ্রীকৃষ্ণলী-আদি বত গণ ।
পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী জানে অগজ ॥
ব্রজে পরকীর।ভাব শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে ।
লোক দেব ধর্ম ছাড়ি মজিলা পিরীতে ॥
কুল শীল গৌরব সব লোকলজ্জা ভয় ।
কৃষ্ণপ্রেম-অমুরাগে গোপিকা ছাড়য় ॥
অনেক আপদ যে সম্পদ করি যানে ।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটি কোটি প্রাণতুল্য জানে ॥
যতপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে আরভাব হয় ।
সতীগণ পদ সেবে লক্ষ্মী প্রাণসর ॥
পরকীর। হুই মত পরোচ। কলঙ্ক।
কন্যকা যে বিবাহিত। অন্য যে পরোচিকা ॥
ধন্যা-আদি নাম গোপ কন্যাসহশ্রেক ।
মুখ্যস্বভাব বিবাহিত। সবে পরভেক ॥
কাত্যায়নীব্রতপরা ইহ সব হন ।
কৃষ্ণমনে বিভা নাহি জানে গুরুজন ॥
লুকাছাপ। কৃষ্ণমনে বনেতে বিহার ।
স্বকীর। হইয়া পরকীর। ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ-অমুরাগে পিতা মাতারে ছাপায় ।
কৃষ্ণসঙ্গে পাছে কোন বাধা জনমায় ॥
পরোচার লক্ষণ কহি শুন ত'র কথা ।
গোপের রমণী নব-যৌবন অবস্থ ॥
বয়েন কিশোরী রাধাদিক শত শত ।
পরমমধুরী রূপে গুণে সূচরিত ॥
নিভাসিহু অসংখ্য সাধন সিদ্ধ আর ।
তাহার মধ্যেতে ভাব কত যে প্রকার ॥
সকল গোপিনীমোহনের সম্মোহিনী ।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীল-রাধা-ঠাকুরানী ॥
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমধুরী ।
সবার মুকুটমণি হরি-মন-হারী ॥

অমিত-জিগদীক্ষক ।

নবীন কিশোরী হেম— বরণ সু-উজ্জল,
অতি কমলীর শরীর ।
কুচ-কলস-যুগ, কঠিন সুচিকণ,
শ্রামমন বাহাতে সুধির ॥
লোল দুগ্ধকল, হস্তবধন সুদু,
নিম্নি সুধারসধার ।
কর-পদ-নখ-মণি, অগ্রে রতনতুয়া,
আপনারে করয়ে দিকার ।
মিজ অঙ্গেতে বোল, শিখার যে শোভয়ে,
তাহার শুনহ বোল নাম ॥
বাহাতে কুঙ্কর মন, সদাই মোহন করে,
উদ্বীপন করে হিরা কাম ।
মজ্জন রঞ্জন,— অঞ্জন মোহন,
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে ।
নাসিকা অগ্রে, শোভিত গজমতি,
বক্ষে যে বিরাজ ॥
কটিতে নীলপট, নীবিবন্ধ সুশোভিত,
বেণী রচিত কুচভারে ।
মল্লিকা-মাল, প্রকলিত বেষ্টিত,
কুচপরি কুঙ্কম সারে ॥
মণিময় ভূষণ প্রবণোপরি লোলিত,
মৃগ দ-তিলক সুনাসে ।
ইন্দুমুখে চিবুকে, নীলবিন্দু প্রকাশিত,
শ্রামমন বন্ধ সেই কাঁসে ॥
নীলাকমল, কমলকরে সুশোভিত,
তাড়ুলে লোহিত অধরে ।
কপালে দুগ্ধকলে, বরী সুচিকিত,
পদযুগে মহারব-সারে ॥

অথ দ্বাদশ আভরণ ।

শিরে রত্নকুণ শোভে কর্ণে টাপকলি ।
পদক মুকুতা-মালা লম্বি হালি হালি ॥
করেতে কর্ণ চুড়ি নিতম্বে রসনা ।
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা ॥
চরণ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুর্চুকি ।
নুপুর স্তম্বর বোলে বাজরে সুমুকি ॥
দ্বাদশ আভরণ হয় প্যারীকীর অঙ্গে ।
পরমশোভিত • তুয়া প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে ॥

• পরম যত্নিত—পারীভর ।

অথ শ্রীরাধিকার গুণ ।

নবযৌবনী ধনী, বধু-রস-লাবণি,
অতি চঞ্চল ছগভক্তি ।
হেরিরা মোহন মন-রজি ॥
গীত-বাক্য-আদি, বিদগধতা নিধি,
বচনচাতুরী কত ছান্দে ।
কৌতুক-কলা-রসে, ভবিষ্য সুবিনোদ,
রসময়-হরি-মন বান্ধে ॥
বিনয় করুণা-ধীর, লাজলীল সুগভীর,
মর্যাদক পর-উপকারী ।
মহাভাব-প্রেমবতী, অঙ্গে অমুভাব জ্যোতি,
শুদ্ধ সমর্থ্য রতি ভাবি ॥
ব্রজে সকলের মাত, রূপে গুণে ধন্য ধন্য,
সকল লোকেতে প্রশংসয় ।
গুরুজন ঘরে ঘরে, আদর সভাই করে,
প্রাণসম সকলে মানয় ॥
সখীর প্রাণে, আনন্দ কদরে,
প্রিয়াগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা ।
কৃষ্ণ বশীভূত, প্রণয় সহিত,
প্রাণের অধিক প্রেষ্ঠা ॥
শ্রীরাধিকা বত, গুণে অলঙ্কৃত,
কৃষ্ণেতে ততক নহে ।
যে হেতু মোহন, শ্রীরাধিকা বিন,
কণেক গুণে না রহে ॥

সেই পরকীয়া আর স্বকীয়াতে হই ।
তিন তিন ভেবে নারিকার গুণ কই ॥
মুখা আর মধ্য প্রসন্না তিন নাম ।
পৃথক পৃথক কহি অতি অমুপাম ॥

তজ মুখা-লক্ষণ ।

মবীন বংসে নব-ময়ূখ উদয় ।
৩তিতে বামতা অতি লজ্জাবৃত কর ॥
অস্তরে বাসনা বাজে লাজেতে ছাপায় ।
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলায় ॥
মানবিন্দুতা নাহি জানে মুখা মতি ।
কান্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রতি ॥
প্রিয়-প্রীত-বাক্যেতে হইয়া অতি সুখী ।
মান হুরে যার হয় প্রকলিতমুখী ॥
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে মুচকি হাসিয়া ।
পুনঃপুন উরজ কাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া ॥

বসনে কাঁপিয়া পুন বদন ফিরাই ॥
 প্রিয়ে প্রিয়বাক্যে কর আনন্দ হৃদয় ॥
 ছল ছুতা করি প্রিয়-বদন হেরয় ॥
 সুরতি-সঙ্গ-প্রসঙ্গে অন্তরে ডর কর ॥
 সুখা-সঙ্গবিশেষ-রসেতে হরি সুখী ॥
 সে রস দেখিয়া আনন্দিত সব সুখী ॥

অথ মধ্যা-লক্ষণ ॥

প্রিয়ের সহিত, ধব মিলনে জীবত,
 লজ্জিত কিকিৎ পরধর বচনে ॥
 কহরে প্রিয়ের সনে, সুরত প্রসঙ্গে,
 অন্তরে সম্মতি রমণে ॥
 তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত,
 পুষ্ট হইতে কিছু নীন ॥
 অঙ্গ সুজ্যোতি, ভাব-হাস-বুত,
 বিদগ্ধতা কটি খীণ ॥
 প্রিয়ের সহিত, নরানে নরানে,
 বচন কহিতে আঁধি ॥
 কিকিৎ কুঞ্চিত, করির! নরান,
 লাজে হর হেঁটুখী ॥
 রসিক নাগর, হৃদয়েতে ববে,
 কর চালাইতে চাহে ॥
 ছুই বাহু দিয়া, হৃদয় চাপিয়া,
 হাসিয়া হাসিয়া কহে ॥
 পুষ্পপুন মোর, হৃদয়ে চালাও,
 কর করি জোরাবরি ॥
 তোমার কি কিছু, খাতি ধন মোর,
 হৃদয়ে রেখেছি ধরি ॥
 নাগর কহরে, তোমার হৃদয়ে,
 রতন-নাগর কর ॥
 আমি সুদারি, উহাই দেখিয়া,
 লোভ মোর উপজয় ॥

(দোহা সওইরা হিন্দী)

অবধী প্রিয়জননমো নরনে ন জোড়ত
 নেক নিহারি ফিরি হসিঁকে ॥
 অব বরকুচ চলে, হরিকে তব বাধত
 হের চকরা কুচসিঁকে ॥

পুনি বোলত হের মন,—মোহকী অঙ্গ হের
 অঙ্গমে তুমসে বলিঁকে ॥
 কেলি কলোলমে, লোল জিরা সুখী,
 তুলি রহি তুজবকন খসিঁকে ॥
 ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা নাই ?
 মান-বিদগ্ধতা তিন অতি অনুপায় ॥

তত্র ধীরমধ্যা-লক্ষণ ॥

ধীরমধ্যা প্রিয় যদি অপরাধ করে ॥
 বক্র-উক্তিভেদে তৎসে প্রেমবাক্য-বারে ॥
 ত্রিপদী ॥

আহা মধ্যো বাই, কতু দেখি নাই,
 এমন বেশ তোমার ॥
 হরি ছাড়ি আকু, হর হইয়াছ,
 অপরূপ রূপসার ॥
 ভালোতে যাবক, অঙ্গনের তাহে,
 লেখা ত্রিলোচন ভাল ॥
 প্রেমসীর অঙ্গে, অঙ্গ-ঘরিষণে,
 চন্দন বিভূতি মাল ॥
 চন্দনের বিন্দু, আধো মিশিরাছে,
 আধো শব্দ শোভিরাছে ॥
 সহজে তুমি ত, পশুপতি হও,
 শীত্র বাও সতীকাছে ॥
 নাগর কহরে, এ গোপনগরে,
 তোমা সম সতী কে বা ॥
 পশুপতি সুই, করিতে আইলু,
 তোমারি চরণসেবা ॥
 অথ অধীরা মধ্যা ॥

অধীরা মধ্যা রাগা মানিনী হইয়া ॥
 কঠোর উক্তিভেদে কহে প্রিয়েরে তৎসিরা ॥

তদ্ব্যথা—

উচ কুচ পুষ্ট কেঠোরতনী কোন্ ॥
 রসিক-রমণী হরি নিল তব মন ॥
 সে অথ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে ॥
 শীত্র বাও তুংখ সে বে পাইবেক মনে ॥
 তোমা-হের নাগর পাইয়া সে রমণী ॥
 কেমন করেছে টোনা খসিঁ সেই ধনী ॥

গুণহীন কুরপিনী আমি অরসজ ।
হেথা তব যোগ্য নহে যাঁহা যথাযোগ্য ।
ভুলিয়া এসেছ কিংবা দিশা লাগিয়াছে ।
শীঘ্র গমন কব ধনী জানে পাছে ॥

অথ ধীরাধীরমধ্যা ।

ধীরাধীরমধ্যার লক্ষণ সেই হয় ।
বক্র-উক্তিহেতু মানে প্রিয়কে ভৎসয় ॥

তদ্ব্যথা—

হেথা কেন হে নাগর কি কাজ হেথার ।
কে কহিল আসিবারে নিজ অভিপ্রায় ॥
কান্ধাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল ।
এবে বাহু কহ গিয়া কার্য্য সিদ্ধ হৈল ॥
চরণধাবক শিরে ধর তুমি বার ।
তাহার চরণ গিয়া পূজ বার বার ॥
সেই দেবী এসয় হইয়া বর দিবে ।
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে ॥

অথ প্রগল্ভতা ।

সর্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয় ।
মুগ্ধা প্রগল্ভতা গুণ তাহাতে বর্তয় ॥
প্রগল্ভতা-লক্ষণ এবে কহি কিছু শুন ।
একা রাধিকাতে বর্তে সকল এ গুণ ॥
পূর্ণ-বোবন মদ-অস রতিরসে ।
উৎসাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে ॥
প্রৌঢ় বচন ক্রিয়া হাস পরিহাস ।
প্রগল্ভতা রীতি ইহ প্রিয় যাতে বশ ॥

তদ্ব্যথা—

প্রিয়ের সহিত, কোতুকাচারিত,
হাস পরিহাস সদা ।
হিয়া হিয়া মিলি, রঙ্গে রসকেলি,
করয়ে হইয়া সুদা ॥
প্রিয়ে রতি যবে' চাহে ধনী তব,
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া ।
অভিলাষ মনে, জানায় বতনে,
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া ॥
রতিরসরঙ্গে, মাতি প্রিয়সঙ্গে,
বিহরে নিলজ-প্রাণ ।
বিপরীত রতি, বিপরীত রীতি,
করি প্রিয় মুখ দেয় ॥

মানিনী যখন, হয়েন তখন,
তাড়ন ভৎসন করে ।
ধীরাধীরা আর, অধীরা প্রকার,
আর ধীরা পরচারে

অথ ধীর প্রগল্ভতা ॥

ধীরপ্রগল্ভতা রতিরসেতে উদাস ।
মানের সময়ে কহে প্রিয়বৎ ভাষ ॥

তদ্ব্যথা—

রসিক নাগর অপরাধী যবে হরি ।
অগমনকালে দূরে হইতে নেহারি ॥
আইস আইস বলি আদর করিয়া ।
বসনে বীজন করে কাছে বসাইয়া ॥
অন্তরে উদাগ বাহু প্রগল্ভের প্রায় ।
বিস বদন কিন্তু রক্ত তা কহয় ॥
প্রিয়ে কুচে কর দিতে কর না রোধয় ।
চুষন করিতে মুখ বাড়াইয়া দেয় ॥
আলিঙ্গন করিতে আপনি আলিঙ্গয় ।
হৈল ত এখন বলি উদাস কহয় ॥

অথ অধীরপ্রগল্ভতা ।

অধীরপ্রগল্ভতা যবে মানবতী হয় ।
নিম্নেহের জ্ঞায় বাক্য কঠোর কহয় ॥
তাড়ন ভৎসন করে নরনের ভঙ্গী ।
মালায় বন্ধন করে গর্জে যেন ভঙ্গী ॥
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ করি ।
গালি দেয় ক্রুর শঠ বলিয়া স্তম্ভয়ী ॥
রসিক নাগর তাহে আনন্দিত হিয়া ।
বাহুতে বিনয় করে ভয় প্রকাশিয়া ॥

অথ ধীরাধীরপ্রগল্ভতা ।

অধীরা ধীরার গুণ হই যাতে বর্তে ।
ধীরাধীরপ্রগল্ভতা বে জানিহ তাহাতে ॥

তদ্ব্যথা—

মানের পোষণ করে আবরতাযেতে ।
বাহুতে সহজ প্রায় উদাস রতিতে ॥
কখন নিম্নেহবৎ কষ্টবাক্য কহে ।
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে মৌনে রহে ॥
মধ্যপ্রগল্ভ, এই তিন তিন মত ।
হয় আর মুগ্ধা একের সহ সাত ॥

স্বকীয়া-পরকীয়া-মতে তাহার দ্বিগুণ ।
কঙ্ককা মিলিয়া বে পোনর হয় পুন ।
সেই পোনর আর আট প্রকার গণন ।
অষ্ট-নারিকা-মতে কহে বিজ্ঞজন ।
তবে কহি শুন সেই আটের লক্ষণ ।
কৃষ্ণদাস চিন্তে যাহা করয়ে ধারণ ॥

অথ অষ্টনারিকা-ব্যবস্থা ।

প্রথম নারিকা অভিসারিকা অবস্থা ।
দ্বিতীয় বাসকজ্জা তিন উৎকষ্টিতা ।
চতুর্থ যে বিপ্রলঙ্কা পঞ্চম খণ্ডিতা ।
ষষ্ঠ বিরহাবস্থা কলহাস্তরিতা ।
স্বাধীনভর্তৃকা সাত প্রোষিতভর্তৃকা ।
সহিত গণনা আট রসামরটীকা ॥

তত্র অভিসারিকা-লক্ষণ ।

প্রিয়ের মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন ।
সঙ্কোচপূর্বক অভিসারের লক্ষণ ।
ইহাতে বে বৈধ ভূবা ছই ত প্রকার ।
শুভ্রবস্ত্র শুক্লপক্ষে শুভ্র মণিহার ।
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল আভরণ ।
মৃগমদ আদি করি অঙ্গেতে লেপন ।
দূরে হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানন ।
যেহেতু শুক্লকৃষ্ণ বেশে বাহিরার ॥

অথ বাসকসজ্জা ।

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি ।
গৃহশয্যা মালা তাম্বুল প্রভৃতি বারি ॥
চন্দনাদি নানাগন্ধ বসন ভূষণ ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ ॥

অথ উৎকষ্টিতা ।

প্রিয়-আগমন হবে দীর্ঘ না করয় ।
পথপানে চাহি রহে উৎকর্ষা হৃদয় ॥
বিরহে তাপিত অতি করয়ে বিলাপ ।
নয়নে গলয়ে বারি কহয়ে প্রলাপ ॥
সখীগণ আশ্বাস করয়ে কতমতে ।
এখনি আসিবে প্রিয় হির কর চিতে ॥
হোথা প্রিয়-আগমন সঙ্কটকুঞ্জেতে ।
করিতেই দেখা চন্দ্রাবলী সখী সাথে ॥
ধরি নিরা গেল চন্দ্রাবলীর সখীগণে ।

তথা বিপ্রলঙ্কা ।

সখীর আশ্বাসে ধনী হির করি মন ।
প্রিয়-আগমন-পথ করে নিরীক্ষণ ॥
বৃক্ষের বে পরে পড়ে শব্দ যদি হয় ।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈসরথ ॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ের কারণে ।
কিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে ॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায় ।
না আইলা যবে-তবে মানবতী হয় ॥

অথ খণ্ডিতা ।

অন্যানারিকা ভোগ করিয়া নারক ।
আইসে অঙ্গেতে নখচিহ্নাদি বাবক ॥
দেখিয়া কোপিতা মনে ভৎসনাদি করি ।
উপেক্ষা করয়ে যে খণ্ডিতাবতী নারী ॥

তদ্বৎসা—

প্রভাতসময়ে,	বনশোভা অতি,
	নানাকুল বিকসিত ।
কুলিত লতা,	পরমশোভিতা,
	বৃক্ষ ফল-ফুল-যুত ॥
কোকিল কুহরে,	নাচয়ে ময়ূরে,
	মধুর শ্রীবন্দাবনে ।
রতন অভিভূত,	অতি সুললিত,
	বেদী হয় স্থানে স্থানে ॥
হেনই সময়,	বিদগধ-রাজ,
	মদনমোহন হরি ।
চন্দ্রাবলী সহ,	বিহার করিয়া,
	সঙরি আইসে প্যারী ॥
সঙ্কট করিয়া,	না আইলু ভাবিয়া,
	ভয়েতে কম্পিত হিয়া ।
ধূমতি অতি,	চাতুরী বুকতি,
	চলে ভিতে ভাগাইয়া ॥
তালেতে সিন্দূর-	বয়ানে কাশর,
	হৃদয়ে নখের রেখা ।
কঙ্কণের দাগ,	রহে বাহ্যভাগ,
	রক্তচিহ্ন দিছে দেখা ॥
অন্তরসঙ্কোচে,	নিজমেহে তাহা,
	অনুভব কিছু নাই ।
অপরাধ জানি,	পাছে শ্রবণী,
	উপেক্ষায়ে মোরে রাই ॥

ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে পথে,
চলয়ে নাগরবার ।
রজনী আগিয়া, ঢুলুঢুলু আঁধি,
লোহিত নদান তার ॥
যথারে মানিনী, রাই সুবদনী,
স্ক্রের তিতবে বসি ।
ধীরে ধীরে গিয়া, দেখা দিল তথা,
নাগর গোকুলশলী ॥
সব সখীগণে, বিরসবদনে,
হেরিয়া নয়ানকোণে ।
কোপ করি কহে, কে বট তুমি তে,
হোথা যাক কি কারণে ॥
নিজ মহিসাদ, রাখিব বে সাধ,
যদি থাকে তব মনে ।
বচন রাখহ, শীত্র চলি বাহ,
ফিরিয়া নিজভবনে ॥
হরি ডরি চিতে, দাগুাইয়া ভিতে,
ঘোড় করি ছুটি কর ।
নয়নযুগল, করে ছল ছল,
কম্পিত ছুটি অধর ॥
পারী সুবদনী, মানিনী ভাবিনী,
হেরিয়া পিয়ার বেশ ।
দ্বিগুন কোপেতে, উরি গেলা চিতে,
কহয়ে কিছু শেষে ॥
আইস আইস পিয়া, এ বেশ করিয়া,
সাজায়া কে দিল তোমা ।
বড় সাধ করি, রসিকা নাগরী,
কোন যে সুন্দরী রামা ॥
বদন কাজর, আলতা সুন্দর,
ডালে পরায়্যাছে ভাল ।
দেখাইতে মো'রে, আইলে নিশিভো'রে,
দেখিহু এখন চল ॥
কিবা কাজ আর, এখানে তোমার,
এখন চলিয়া যাহ ।
আমার দুখিনী, কুরুপা রমনী,
মোদিকে কেনে কান্দাহ ॥
শঠের শিখর, তুমি যে নাগর,
তোমারে বিশেষ জানি ।
তালমতে আর, জানিহু তোমার,
ডাল হৈল এবে মানি ॥

কুলের গৌরব, রহি গেলা সব
সদয়হৃদয় বিধি ।
কথায় তোমার, না তুলিব আর,
যাবৎ জীবনাবধি ॥
তবে কর ঘোড়ি, কিছু কহে হরি,
বিরস বদন করি ॥
তোমা বিনে মুই, আর জানি নাই,
জিজগতে কোন নারী ॥
আলতা সিন্দূর, কোথা ভালে মোর,
কি দেখিয়া কি कहিলে ।
তবে বুঝি হবে, কাণ্ডকার গুঁড়ি,
লেগেছে মোর কপালে ॥
পুন প্যারী কহে, বটে বটে অহে,
ধট্টের মুকুটমণি ।
হাতের কঙ্কন, দেখিতে দর্পণ,
চাচে বা কোন নয়নী ॥
কেথা হৈতে যাহ, মিছে কেন রহ,
চ তুরী কবিয়া বাত ।
তুমি যে আমার, যেমন স্বজন,
সকলি হইমু জ্ঞাত ॥
চন্দ্রাবলীশূদ্রা, পান কর গিয়া,
পরমস্থখে ভাসিবে ।
সব ছখ বাবে, আনন্দ পাইবে,
যুগে যুগে জীয়ে রবে ॥

পুন হরি স্তুতি যত করে বার বার ।
তত দেখে মানের গৌরব বাড়ি আর ॥
রসিক নাগর তবে মরম বুঝিয়া ।
নীতাস্বর গলে ভারি কাতর হইয়া ।
চরণে ধরিয়া কহে ক্ষেম মোরে রাই ।
নিশ্চয় কহিলু তোমা বিনে কারু নই ।
দুর্জয় মানের সিক্ত তরঙ্গে ব্যাপিল ।
কৃপা না করিল ধনী ফিরিয়া বসিল ॥
নাগর বুঝিয়া যে রাইয়ের অনাদর ।
অভিমানে গমন করিল বনাস্বর ॥

अथ कमलहातुरिता ।

মান-অঙ্গে পিয়ার বিচ্ছেদের সূচন।
অনুভূতিতে সেই কলহাস্তরিতা-লক্ষণ।

তদ্বৎ—

পিরার বিচ্ছেদে, ভাপিত হইয়া,
 কুঞ্জে হৈতে নিকশিয়া ।
 উৎফুল্ল বন, করয়ে রোদন,
 সখীমুখ নিরখিয়া ॥
 হা রে সখি মোর, প্রাণনাথ কোথা,
 কোন পথে গেল কহ ।
 আমার পরাণ, রাখহ যতপি,
 সেই পথে মোরে লহ ॥
 আহা মরি মরি, কমলনয়নে,
 কত বা ঝরিল বারি ।
 চরণে ধরিয়া, সাধন কত বা,
 কত ব যতন করি ॥
 মোর মুখে আগি, ফিরে না চাহিমু,
 কঠিন হৃদয় মোর ।
 সে চান্দবদন, মলিন হেরিয়া,
 দয়া না হইল তোরা ॥
 সখী কুহে রাই, এ হেন যুক্তি,
 তোমার হইল কেন ।
 যারে না দেখিলে, পরাণে মরহ,
 তারে মান কি কারণে ॥
 এখন পোহক, বিরহ অনলে,
 মোরা কি করিব বল ।
 বর্গ ফেলি দিলে, আঁচলেতে গিরা,
 ম'ন শিখেছিলে ভাল ॥
 রাই কহে সখি, একে কৃষ্ণহারা,
 হইয়া পরাণ যায় ।
 আর তাহে তোরা, গজ্ঞন-বচনে,
 আনল হানিহ প্রায় ॥
 যাবার সময়, তোরাও গো সখি,
 সবাই এখানে ছিলি ।
 আমি মৈলে তোরা, ভালবাস নহে,
 ফিরিয়া কেন না রাখিলি ॥
 তবে সখীগণ, যুক্তি করিয়া,
 কৃষ্ণ-অন্বেষণে গেলা ।
 বেতসীর কুঞ্জ, হইতে তখন,
 নাগর আনিয়া দিলা ॥

(কবিত্ব হিন্দী)

তেজো যুগাকী তেতো পুজি পুজি দেয়ন কোঁ
 কাঙপদ সেঙন কোঁ সাধন মরতু হের ।
 সেই কাহ্নদাসকী পায়নকে ধূর নেয়
 নেয় কীশোজু মিনতি কেঁরে
 জীয়েতে নটরতু হের ॥

দশন তনকা করি হাহা খায় ফেরি ফেরি
 নুতল চিতয়ে অব নয়নু খুরতু হের ।
 হরি মেরি বামতামে বাম ভেরো ভাগ আনি
 কাহ্ন বিন ম'ন হিয়ে আগ সিবরতু হের ॥

অথ স্বাধীনভর্তৃকা-লক্ষণ ।

নাটিকার অধীন-মতে বেশাদিরচন ॥
 নাটক করয়ে স্বাধীনভর্তৃকা-লক্ষণ ॥
 আলুয়াইয়া কেশ করে বেণীর রচন ।
 কুচযুগে করে পদ্মাবলির লিখন ॥
 চিবুকে কস্তুরীবিন্দু নাসায় তিলক ।
 গলে মণিহার দেয় চরণে শাবক ॥
 চুখ আলিঙ্গন করে আনন্দিত-হিয়া ।
 আজ্ঞাকারীবৎ থাকে কর পসারিয়া ॥

অথ প্রোষিতভর্তৃকা ।

প্রোষিতভর্তৃকা যার প্রিয় দূরদেশ ।
 বিরহিনী অঙ্গ মলিন ন হি বান্ধে কেশ ॥
 চিত্তার আকুল দীনমনা অঙ্গ ক্ষীণ ।
 হার হার হতশ করয়ে রাত্রিদিন ॥

তদ্বৎ—

হরি গেল মধুপুরী আমারে ছাড়িয়া ।
 প্রবোধিয়া গেলা কাগি আসিব বলিয়া ॥
 না আইল প্রিয় চিত্ত রহিল রহিল আশ্রয় ।
 না জানি সে কেলের আর কদিন আছয় ॥
 নথ গেল দিন গিখি আঁখি পথ হেরি ।
 চরণ অবশ ঘর-বাহির করি করি ॥
 চক্রে কিরণ বিষম জ্ঞান হয় ।
 কোকিলের ধ্বনি শেল হানয়ে হৃদয় ॥
 কি করিব রে সখি কোথায় বাইব ।
 কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ বহু পা । ॥
 প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী অনেক প্রকার ।
 শ্রীল-রাধিকাতে বর্তে সকল বিকার ॥

অথ স্বয়ংদূতী ।

স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী দুই ভেদ হয় ।
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয় ।

অথ স্বয়ংদূতী ।

অতি-অনুরাগে লাজ ভেঙ্গি প্রিয়সনে ।
মিলিবারে চাহে আভিযোগের কারণে ॥
স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি ।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনী স্তন্যরী ॥
তাহাতে যে হিন ভেদ-বাক্য কার মন ।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন ॥

তত্র আদিক ।

অঙ্গুলে ধ্বনি করে মুখে দেই হাত ।
অন্তমনা ভুলবাক্য কহে সখীসাত ॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয় ।
কর্ণকণ্ঠয়ন করি শুন দরশায় ॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন ।
পুনর্বার ছাড়ি করে তাড়নভংসন ॥
চঞ্চলনয়নে পুন ইধি-উধি চাহে ।
স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে ॥
অধর দংশন করে সখীর কণ্ঠেতে ।
মিছামিছি কহে কথা ধরিতা কণ্ঠেতে ॥

অথ চাক্ষুষ ।

জীবৎ নয়নে হেরি বদন কিরায় ।
হাসি হাসি চাহি পুন নয়ান ঢুলায় ॥
মুদ্রিত নয়ান পুন আধ আধ হেরি ।
কটাক্ষ করয়ে বামননয়ান পসারি ॥

অথ আপ্তদূতী ।

অতি অন্তরঙ্গা মন বুঝি কার্য করে ।
প্রিয়বদ চতুর আপ্তদূতী কহি তারে ॥
সেই আপ্তদূতী হয় তিন প্রকারিণী ।
অমিতার্থা নিম্ফটার্থা পত্নীহারিণী ॥

তত্র অমিতার্থা ।

দোহ-মন কথা বুঝি শীঘ্র বে মিলায় ।
স্বন্দর চতুর অমিতার্থ সে কহয় ॥

তদ্ব্যথা—

প্রিয়ের সাক্ষাতে দূতী বাইরা কহয় ।
কেমন হে তুমি তব কঠিন হৃদয় ॥
কামময় বিবাক্ত কটাক্ষের হানি ।
বিক্রিলে হৃদয়েতে অবলা কমলিনী ॥
তাহাতে ব্যথিত হৈয়া লাজভর তেজি ।
বনে বনে কিরয়ে গোমার প্রেমে মজি ॥
তুরিতে চলহ রাখ অবলার প্রাণ ।
বিরহ-অনল হৈতে কর পরিজ্ঞান ॥

অথ পত্নীহারী ।

পত্নী লইয়া বেঁহ জানায় সন্দেশ ।
ভৎসনের সহ কহে বিনয়-বিশেষ ॥
অনেক কোশল করি আনয়ে নাগব ।
পত্নীহারী দূতী ইহ পরমচতুর ॥

অথোদীপনবিভাব লক্ষণ ।

যাহাতে প্রতিমতাব হৃদে উপজয় ।
উদীপনভাব সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
দেই গুণ রূপ এক চারিণ ভূষণ ।
ইহ সব উদীপন-বিভাবের গুণ ॥

তত্র গুণ ।

কায়-মন-বাক্যে তিন গুণ অসাধারণ ।
তার মধ্যে কায়গুণ অনেক প্রকার ॥
বয়সে লাবণ্য রূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ।
অভিরূপ কোমলতা সাত কারকার্য্য ॥

তত্র বয়সে ।

বয়সে প্রকার চারি পরমমোহন ।
বয়ঃসন্ধি নবযুবা স্তব্যাক্তযৌবন ॥
পূর্ণযৌবন আর এ চারি প্রকার ।
পরমমধুর আশ্বাদয় বিধি হা ॥

অথ বয়ঃসন্ধি ।

শৈশবতা তরুণতা একত্র মিলয় ।
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয় ॥

অথ নবযৌবন ।

সৌন্দর্য্য বিশেষ বৃক্ষ-হলে প্রকাশয় ।
দৃষ্টের চঞ্চল মন্দহাস্ত সুখ হয় ॥
সদাই আনন্দ তব কোতুক বাড়য় ।
নবযৌবনের এই লক্ষণ কহয় ॥

অথ স্বাক্ষর যৌবন ।

চক্ষের দুই ভাগ পুটে অন্ধ সূচিকণ ।
জিবলি প্রকট হয় বেকত-যৌবন ॥

অথ পূর্ণযৌবন ।

মিবিড় নিভয় কীণ কটি অঙ্গে জ্যোতি ।
পুটে কুচ উক্সুগ কদলীর ভাতি ॥
পূর্ণযৌবন কুজচক্রে না সম্ভবে ।
কোন কোন প্রেমসীর গণেতে উদ্ভবে ॥

লাবণ্য ।

যদি মুক্তা জিনি অঙ্গে করে বলমলাট ।
যাহার বৈভবে হয় মন্থখের নাট ॥

অথ রূপ ।

সুসিদ্ধ উজ্জল বর্ণ যাহার পরশে ।
মারীপণ সূক্ষ্ম যাব মদনহতাশে ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি ইত্যাদি করিয়া ।
কিক্রিৎ কিক্রিৎ ভেদ জানে রসধিরা ॥
বিভাব-লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে ক'হিল ।
কৃষ্ণদাসের বুকে যাহা উপজিল ॥

অথ অমৃতাব-লক্ষণ ।

অমৃতের ভাব বাহুদেশে প্রকাশয় ।
হরিপ্রেমরসে সেই অমৃতাব হয় ॥
অলঙ্কার উত্তার বর্চক এ তিন ।
প্রকারে অমৃতাবরস শৃঙ্গারের চিন ॥
যৌবনের ভেজে উপজরে অলঙ্কার ।
বিশ্ণুপ্রতি প্রকার সেই আশ্চর্য্য বিকার ॥
প্রিয়ে তাহা হেরি ভাসে সুখের সাগরে ।
রসিকা রমণী ধনী রাধাতে সঞ্চারে ॥
অঙ্গ প্রথম তিন ভাব হাব করিলা ।
আপন-অধীন তিন রসময় লীলা ॥
শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্যভাব আর ।
প্রাগলভ্য ঔদাস্য বৈধব্য সপ্ত অলঙ্কার ॥
অবদ্রজ স্বতঃসিদ্ধ করয়ে প্রকাশ ।
যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস ॥
লীলা বিলাস বিভ্রম কিলকিক্রিত ।
বিচ্ছিন্ন বিবেক মোটারিত কুটমিত ॥
ললিত বিকৃতি আর এ দশ প্রকার ।
স্বভাবক বিশ্ণুপ্রতি এই ত অলঙ্কার ॥

তত্ত্ব ভাব-লক্ষণে ।

উজ্জলের প্রসঙ্গে পহিলা কহি ভাব ।
কোত্তিত করয়ে চিত্ত চঞ্চল স্বভাব ॥

তদ্বথা—

রতি প্রসঙ্গে স্ততি-লজ্জাশীল-মতি ।
নিকটে নাহিক যার সত্তর-প্রকৃতি ॥
অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গে বসন কাঁপয় ।
সখীর অঞ্চল ধরে ছাড়িয়া না দেয় ॥
সখী কহে তুমি ত ওহে রসিকশেখর ।
নবীন বরসে হয় সখীর আমার ॥
রসের বিভেদ নাহি জানয়ে রমণী ।
এতেক চঞ্চল কেনে হও হে আপনি ॥
ধীরে ধীরে সব কার্য্য সাধিবারে হয় ।
অসাধনে কোন কার্য্য হস্ত না মিলয় ॥

অথ হাব ।

ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক প্রকাশ
গ্রীবা বক্রে থাকে কিন্তু নরানবিকাশ ।

হেলা ।

হাব হৈতে হেলা আর কিছু প্রকাশয় ॥
শৃঙ্গার বিষয়ে দেখে গোতাপ্রকাশয় ॥

তদ্বথা—

সখীগণ বেড়ি,	মুচকি হাসয়ে,
	বদনে বসন দিয়া ।
কেম লো সখি,	বদন তোম'র,
	মলিন কিবা লাগিয়া ॥
আলুগালু বেশ,	অঙ্গেতে অলস,
	কাঁপিছে কুচযুগল ।
শ্বেদ বহি যার,	নরান শুমার,
	উঠিতে মাহিক বল ॥
অঙ্গে রোমাবলি,	উকসি উঠিছে,
	হৃদে দেখি মধ-চিন ।
না জানিয়া কিবা,	বিপদে পড়িলে,
	শরীর হয়েছে কীণ ॥
তাহা শুনি ধনী,	সুখাংগবদনী,
	লাজেতে কাঁপিল মুখ ।
সে শোভা দেখিয়া,	রসিক নাগর,

চুম্বন করিয়া, কুচে কর দিবে,
 ধনী মুখ অঙ্গ মোড়ি ।
 বাঙ বাঙ করি, করে কর ঠেলি,
 বসকে কঙ্কণ চুড়ি ॥
 নরান জুড়ি, করিয়া চাহবে,
 রোমনের সহ হাস ।
 গরু অভিলাষ,— আদি বেকরিয়া,
 সাত-মত পরকাশ ॥
 তাহা ত হেরিয়া, রসিক নাগর,
 ভাসবে সুখসাগরে ।
 অঙ্গ পুলকিত, সখীর সহিত,
 তাহার বাখান করে ॥
 অথ মোটায়িত ।

প্রিয়ের স্মরণ করি ভাবেতে ভাবিত ।
 মিলনে যে অভিলাষ সেই মোটায়িত ॥

তদ্বৎ—

প্রিয়ের মিলন, লাগিয়া সুন্দরী,
 রস অভিলাষে ভরি ।
 সময় নিরখে, উৎকর্ষা হইয়া,
 সখীর বদন হেরি ॥
 খেমে খেমে ধনি, বসকি উঠিয়া
 বাহির যাইয়া দেখে ॥
 কপেক পিয়ার, সহিত বিহার,—
 মনোরথ করি থাকে ॥
 খেমে অঙ্গ মুড়ি, আলিস তেজরে,
 পড়য়ে সখীর কোলে ।
 নিয়া বাঙ সখি, প্রাণনাথ যথা,
 আদারে সদাই বলে ॥
 অথ কুটমিত ।

কুচে কর দিতে প্রিয়ে ধনী অঙ্গ মোড়ি ।
 না না না না কহে তব করে কর ঘোড়ি ॥
 বাছে আহা উছ করে বেদনার স্তার ।
 মনে অভিলাষ ইহ কুটমিত হয় ॥

তদ্বৎ—

কেম হে নাগর, ঠেটাই না কর,
 কর মুড়ি তব পার ।
 পুনঃপুন কর, চালাই আমার,
 হৃদয়ে কিবা আছর ॥

তোমার কি কিছু খাতি ধন আছে,
 লইতে আইস তাহা ।
 কিংবা কিছু খাদ্য, লাড়ি কি মোদক,
 আছরে তা কর চাহা ॥
 ছক বাহ মেনে, বেদনা লাগরে,
 কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল ।
 টুটি গেল হার, নিম্ন যে তোমার,
 কস্তুরী-চিহ্ন মোছিল ॥
 আহা উছ মরি, কিঞ্চিৎ তোমার
 হৃদয়ে নাহিক দয়া ।
 এখনে কেমহ, পরে বাহা কহ,
 তুষিব তোমারেদিয়া ॥
 অথ বিবেক ।

অনাদর করি মান-গরবে করে রোধ ।
 তাহারে কহিয়ে যে অলকার বিবেক ॥

তদ্বৎ—

কুঞ্জে বসি প্যারী কৃষ্ণ সহ সখী সঙ্গে ।
 কোতুক করিয়া কৃষ্ণরচিত প্রসঙ্গে ॥
 হাসিয়া হাসিয়া সঙ্গীগণেরে কহয় ।
 এই যে কালীয়া ইহার কুটিল আশয় ॥
 অন্যরমণীর সনে বিহার করিয়া ।
 তোমা বই কারু নই কহেন আসিয়া ॥
 ইহার প্রেমসীগণে দেখেছ গো তোরা ।
 পরম রূপসী না কি সুরসিকা বরা ॥
 এতেক কহিতে সেই মর্যামের ভক্তি ।
 হেরিয়া শুনিয়া আর সেই বাক্য ব্যক্তি ॥
 আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কর্তৃহারে ।
 ধুলি পরাইল প্যারী গলে নিজকরে ॥
 প্যারীকী সে হার ধরি নাসার শুদ্রিয়া ।
 মোর দোষ নাই বলি নাক সিটকিয়া ॥
 কহয়ে ইহাতে তব প্রেমসীগণের ।
 অঙ্গরু আছরে কুহুম যে শুনের ॥
 তোমারে সে ভাল লাগে মোরে নাহি তা ।
 এত বলি হার ধুলি টানিয়া ফেলার ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি আনন্দিত হৈলা ।
 বাছে কিছু সঙ্কোচিত ভক্তি প্রকাশিলা ॥

অথ ললিত ।

প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গ ভঙ্গিয়া ।
 ললিত কহয়ে তারে রসময়ীয়া ॥

তদ্ব্যর্থ—

প্রিয়সনে দর্শন হইতে চাঁৎকার ।
দণ্ডায় সুভক্তি করি অতি চমৎকার ॥
অড়ঘোমা টানি ঈষৎ ক্রকুটি করিয়া ।
চাহয়ে প্রিয়ের পানে ঈষৎ হাসিয়া ॥
বামপদে অঙ্গভার অর্পিয়া দাঁড়ায় ।
অঙ্গের সৌগন্ধে আলিকুল বেড়ি ধায় ॥

অথ বিকৃতি ।

কহিতে বিরল-কথা সলজ্জিত হয় ।
কৌড়া-উপবৃক্ত আদি বিকৃতি কহায় ।

অথ উদ্ভাস্বর ।

কৌড়ারস মনোবৃত্তে অলস তেজস্ব ।
জুস্তাত্যাগ করে খাস নাসায় বঁহয় ॥
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয় ।
উদ্ভাস্বর নাম সেই কৃষ্ণদাস কয় ॥

অথ সাধ্বিক লক্ষণ ।

প্রিয়েতে যে রতি প্রেমা উপজ্ঞে বিকার ।
সাধ্বিক কহিলে তারে সে অষ্ট-প্রকার ॥
স্বস্ত শ্বেদ রোমাঞ্চ আর স্বরভেদ ।
কম্প বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয় বিভেদ ॥

অথ সঞ্চারী ।

রতির বিকারে রয় তেত্রিশ যে ভাব ।
স্থায়ী হৈতে সঞ্চারে সঞ্চারী অনুভব ॥
নির্বেদ বিষাদ আর বিনতিদৈন্তৃত্য ।
চূর্ণলতা শ্রম মদ গর্ভ শঙ্কা জাস ॥
আবেগ উন্মাদ অপরাধ ব্যাধি প্রায় ।
মোহ জাড্য মতি লাজ অনসতা হয় ॥
বিতর্ক চিন্তা আর ঔৎসুক্য স্মৃতি ।
স্মৃতি ঔগ্র্য অমর্ষ অসুখা সুপ্তি ধৃতি ॥
চপলতা নিজা আর নিশিঙ্গাগরণ ।
ভাবের গোপন অবহিষ্ট হর্ষ মন ॥
এই যে তেত্রিশ ভাব মিলি রস হয় ।
প্রত্যেকে বর্ণিতে অতি পুস্তক বাড়ায় ॥
সঞ্চারী মিলিয়া ব্যক্তিকারীর উদয় ।
সকলের মূল রতি স্থায়ী ভাব হয় ॥

অথ স্থায়িতাব-লক্ষণ ।

স্থায়ী যে শৃঙ্গাররসে তিন মত হয় ।
তিন ধামে ব্যক্ত সেই তিন গুণোদয় ॥
সমর্থা সমঞ্জসা আর সাধারণী ।
মধুর রতির স্তন অপূর্ব কাহিনী ॥
কুজ'র সামান্ত রতি সাধারণী তেঁহ ।
দ্বারকামহিষীগণ সঞ্জসা যেহ ॥
ব্রজগোপীগণের সমর্থা রতি হয় ।
অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংসয় ॥
সন্তোষেচ্ছাময়ী আশ্রয়ধের তাৎপর্য ।
সাধারণী-লক্ষণ সাধরে নিজকার্য ॥
স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম ।
অলপ বাসনা যাতে সমঞ্জসা নাম ॥
সমর্গ শ্রীব্রজগোপী কামগন্ধহীন ।
প্রিয়সুখ তাৎপর্য শুদ্ধপ্রেমচিন ॥
তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ ।
মহাভাব অন্তে বধা ইক্ষু রসভাব ॥
ক্রমে বধা অন্তে শুদ্ধ শর্করা মিছরি ।
তেমতি বাড়য়ে প্রেমরসের মাধুরী ॥

তত্র প্রেমের লক্ষণ ।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিৎ না টলে ।
প্রেমের লক্ষণ সেই সাধুশাস্ত্রে বলে ॥

স্নেহের লক্ষণ ।

সেই প্রেম পরিণাক হৃদয়েতে হয় ।
'স্নেহ' নাম ধরি সুখ অধিক বাড়ায় ॥
স্নেহের স্বভাব হেরি কারা না পূরয় ।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায় ॥
সেই স্নেহ হইমত স্বত-মধু প্রায় ।
মধু সদা জ্বব রহে স্বত জমি যায় ॥
সহজে সুদৃষ্ট মধু অধিক আশ্রয় ।
স্নেহের মধুত্ব মতান্তর কিছু ভেদ ॥
মধুস্নেহ শ্রীরাধার চন্দ্রাবলি স্বত ।
অতএব দৃষ্টান্ত হয় বিশেষ সন্মত ॥

অথ মান লক্ষণ ।

স্নেহ-পরিণামে তবে 'মান' জন্ম হয় ।
বক্রগতি শোভা হয় রস সুখময় ॥

বসুনার তীরে সখি কাহারে দেখিছ ।
প্রাণ বন দেহ দুই সঁগিয়া আইছ ॥
না দেখিলে সখি তাঁরে প্রাণ বাহিরার ।
বুঝি ধর্ম কুল শীল সব নাশ যায় ॥

অথ চিত্রপট-দর্শন ।

কৃষ্ণের মুরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া ।
দেখাইলা হবে সখী বিশাখা আনিয়া ॥
দেখিয়া মুচ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া ।
হাহাকার করি কান্দে ক্রিতি মোটাইয়া ॥

অথ স্বপ্ন-দর্শন ।

আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিছ ।
অতি অপক্লপ রূপ অলঙ্কার-তম ॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ-নিহনি ।
কিশোর-বয়সে একজন কে না জানি ॥
তাহারে দেখিতে পুন লালসা জন্ময় ।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায় ॥

অথ শ্রবণ ।

বন্দি স্তুতি দ্বিতীয়ে সখামুখে আর ।
পূর্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার ॥
এ সখার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ ।
শুনিয়া শ্রীরাধা করে ধূলার লুণ্ঠন ॥

অথ বংশীদ্বতী ।

পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে ।
ফুল তুলি তুলি ফিরে সখীগণসনে ॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্বকাননে ।
হইতে আসিয়া তথা লাগিল অবশে ॥
হৃদয় পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ ।
অঙ্গ অবশ হইল উছলি অনঙ্গ ॥

অথ বন্দিস্তুতি ।

বৃষভাসুরাকার সত্য বন্দীগণ ।
শ্রীনন্দন-রূপ গুণ করে গান ॥
গোপনে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রীমতী ।
অধৈর্য হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মতি ॥

অথ মান ।

প্রেমের আশ্রয় গতি মান স্বাভাবিক ।
জনমে কখন হয় কখন অধিক ॥

সেই হইবত হেতু নিহেতু উপশে ।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥

তত্র সহেতুক ॥

কৃষ্ণ অন্তরিকার সনে বিহারাদি ।
করয়ে দেখয়ে শুনয়ে ধনী যদি ॥
কোপ করি মান করে প্রিয়ের উপর ।
সহেতুক মান সেই অপূর্ব মধুর ॥
লেহ বিনে ভয় জেধা বিনা যে প্রণয় ।
নাহি হয় ব'তে মান প্রেম প্রকাশয় ॥
শ্রবণ দর্শন অ'র এক অমুমান ।
তার মধ্যে শ্রবণ হয় দ্বিবিধ-বিধ'ন ॥
সখীমুখে শুনি আর শুকমুখে শুনি ।
মানিনী যে হয় তবে বিদগ্ধ-রমণী ॥

অনুমিতি ।

ভোগচিহ্ন বাক্যস্থলন আর স্বপ্ন তিন ।
মানের কারণ ইহ অমুমান-চিন ॥
অন্ত নারিকা-ভোগচিহ্ন প্রিয়দেহে ।
দেখিয়া করয়ে মান জেধায় না সহে ॥
নিকটে বসিয়া ভবে সতীনীর নাম ।
ববে লয় প্রিয় সেই বাক্যের স্থলন ॥
স্বপনে দেখিয়া প্রিয় অন্ত-রামা-সনে ।
বিহার করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে ॥

অথ নিহেতু মান-লক্ষণ ।

অকারণে উঠে যেই মানের তরঙ্গ ।
নিহেতুক হয় সেই এক রসরঙ্গ ॥
প্রেমের কুটিল-গতি সাহজিক হয় ।
বক্রগতি সদাই প্রকাশে সর্পপ্রায় ॥
হাসিয়া হাসিধা হরি সখীর সহিত ।
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় ক্রত ॥

অথ প্রেমবৈচিত্র্য-লক্ষণ ।

প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমমগ্নী ধনি ।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয়ে কোথা মনে গ'ণ ॥
চৌদিকে হেরিয়া কান্দে বিরহ-কৃত্রাণে ।
প্রেমবৈচিত্র্য ইহা হরি হরি হাঙ্গে ॥

তদ্যথা—

ভ্রামের নিকটে বসি, রত্নরসে হাসি হ'সি,
বিবিধ কোতুকে শিশুখী ।
বিহরয় প্রিয়সনে, চাক্রপাশে সখীগণে,
আনন্দিত সে কোতুক দেখি ॥
হেনই সময় চিত্তে, প্রেম-উদ্দীপন-রীতে,
প্রিয়ের বিচ্ছেদ-ক্ষুৰ্তি-ভাবে ॥
কাকিয়া সখীর স্থানে, কহরে কাতর মনে,
বিরহ-উৎকর্ষ মূঢ়রবে ॥
কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর-বেধা,
যুচাও আনিয়া মিলাইয়া ।
নতুবা না বাঁচে, প্রাণ, এ হৃদে করহ ত্রাণ,
নহে চল অ'মারে লইয়া ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হস্ত মুখে মন্দ মন্দ,
নিরথরে প্রহুঙ্গ-বদনে ।
সখীগণ চারিপাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কহে কিছু মধুর বচনে ॥
কহ সখি কি কারণে, বিরহিলী হৈলে কেনে,
প্রিয়ে তব গেল কোথাকারে ।
কহ ইহ ভ্রামলশনী, তোমার দক্ষিণে বসি,
রসের মাধুরী তব হেরে ॥
নয়ান পসারি চাহ, এই তব প্রিয়ে লহ,
ভেজ সখি বিরহবেদনা ।
তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
কুঞ্চিত করিয়া সুবদনা ॥
লজ্জিত সহাস্তমুখে, ওজস্বী অর্পিণী নাকে,
বৎকিঞ্চিৎ টানিয়া ঘোমটা ।
হেঁটবদনেতে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
হেরি হরি সে ভাবের ছটা ॥
পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারী চন্দ্রাননে,
চুষন করয়ে ঘন ঘন ।
পুনঃপুন আলিঙ্গয়, অশ্রু নয়ানে বর,
এই প্রেমবৈচিত্র্য লক্ষণ ॥

অথ প্রবাস ।

প্রেরসী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায় ।
তাহাতে যে রীতি সেই প্রবাস কহায় ॥
সেই সে প্রবাস সেই হই ত প্রকার ।
এক বে কিকিৎ-দূর দেশান্তর আর ॥

নিকটে প্রবাস গোচারণের কীরণ ।
দূর-দেশান্তর হয় মধুবাগমন ॥
নিকটে প্রবাসে হয় নিকটে মিলন ।
সব হৃদে দূরে বার করি দরশন ॥
সুদূর-গমনে হয় ছরস্বরবেদনা ।
তিন বে প্রকার সেহ অশোচ্য হুচনা ॥
ভাবী ভবন কৃত এই তিন হয় ।
সংক্ষেপে কহিল বিপ্রলস্ত-অভিপ্রায় ॥
ইহা যে দশদশা বিরহ-উদ্গাদ ।
তুনিতেই জন্মে ভক্তের অকরে বিষ দ ।

অথ দশদশা ।

চিত্তা জাগরে'দেগ কীণ মলিন ।
প্রলাপ ব্যাধি উদ্গাদ মুচ্ছা বরণ ॥
এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয় ।
তুনিতে বিদরে কৃষ্ণদাসের মদয় ॥

অথ সন্তোষ লক্ষণ ।

দরশন আলিঙ্গন চুষনাদি করি ।
তাহে যে উপজ্ঞে সুখ সন্তোষ বিচারি ॥
তাহাতে যে ভেদ ছই মুখা আর গৌন ।
মুখ্য চেতন আর গউন স্বপন ॥

ভক্ত মুখ্য ।

মুখ্য পুন চারি ভেদ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ ।
সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ চারি মুখ্য গণ্য ॥

তএ সংক্ষিপ্ত ।

পূর্বরূপ-অস্তে কৃষ্ণসনে যে মিলন ।
সংক্ষিপ্ত-সন্তোষ বলি তাহার গণন ॥

তদ্যথা ।

প্রথম মিলনে কৃষ্ণসনে সুবদনী ।
অঙ্গভঙ্গি করি হয় সুলজ্জ-বদনী ।
চুষন করিতে মুখ বস্ত্রে বাঁপয় ।
বুকে কর দিতে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলয় ॥
সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলায় ।
সত্তর অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয় ॥

অথ সঙ্কীর্ণ-সন্তোষ ।

মানের পক্ষাতে যে সন্তোষ-উপচার ।
সঙ্কীর্ণ সন্তোষ বলি গণনা তাহার ॥

নির্ভর সঙ্কোচহীন কিন্তু যে মানের ।
ঈশ্বর গতিতে হয় তজি সু-অন্বেষণ ।
সকলমুখসঙ্গে করে ব্যাক্যের তাড়ন ।
বদন ফিরায় মুখ করিতে চুখন ॥
কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয়পানে ।
আনন্দে ভাসিয়ে হরি অন্তরে বাধানে ॥

অথ সম্পন্ন সন্তোষ ।

এ গায় হইতে প্রিয় আসি যে সন্তোষ ।
সম্পন্ন যে সেই ঘাতে সর্ব উপযোগ ॥
ফিরিয়া আসিব সে যে হয় হইমত ।
এক প্রাণুর্ভাব আরি আগমন লোকবত ॥

প্রাণুর্ভাব ।

বিরহিনী প্রেমসীর রাধিতে পর'ণ ।
আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শন ॥
রতিকেলি আদি নানাক্রীড়া যায় করি ।
স্বপনের ভায় তাকা মানয়ে সুন্দরী ॥

অথ সমৃদ্ধিমান সন্তোষ ।

পরবশ-বাধা হৈতে ছুটি যে দর্শন ।
জলন্ত দর্শন সে সন্তোষ বিচক্ষণ ॥
রসময় সর্ব সর্ব উপচার তাহে হয় ।
সন্তোষ সমৃদ্ধি মান করিয়া কহয় ॥

অথ গৌণ-সন্তোষ-লক্ষণ ।

স্বপনেতে নানা রস-রসের সংযোগ ।
তাহাতে যে সুখ সেই গউণ সন্তোষ ॥
স্বপন দেখিয়া ধনী অতিপ্রমোদিত ।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত ॥

তদ্বস্থা ।

হাজু সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে ॥
স্বপনে দেখিছ, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিরে ॥
বদন চুখন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি ।
মাগার মুকুতা,— মৌলক হুগিছে,
তাহে শোভে সুখশরী ॥

উরজে কমল,—

করযুগ দিতে,

বাহু পসারিয়া তারে ।
ধবিতে চাহিছ, করে না পাইছ,
ছুটিয়া পলাইল দূরে ॥
ঘুমের ঘোটে তে, শয়্যার হাতাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি ।
ন' পাইয়া বন্ধ, কোত্তিত হইছ,
নরানে ঝরয়ে বারি ॥
তখন বুঝিছ, স্বপনে দেখিছ,
চেতন পাইয়া মনে ।
উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈছ হিরা,
কৃষ্ণদাস রস ভণে ॥

সংক্ষেপে কহিছ এই রস প্রকরণ ।
কিশোর কিশোরী দৌছে ইহার শোভন ॥
দেব-মর গন্ধর্বাদি যতক আছয় ।
কোথাও না সম্ভবে ইহ রসের বিষয় ॥
রসিক করিয়া অভিমানী যত হয় ।
বুধা অভিমান যাহ শোভা নাহি পায় ॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে রস না করে উদয় ।
সুধাকর বিনে সুধা নাহি বরিষয় ॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাধিবে ।
মৃত কামুক-স্থানে কভু না কহিবে ॥
অধিকাবী বিনে বেহ ইহ লীলারস ।
আশ্বাদিতে চায় সেই জন যায় নশ ॥
ইহা শুনি ভট্টকীউ আনন্দলাগরে ।
ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে ॥
ধোয়ের গ্রামের শ্রীকল্যাণসিংহ নাম ।
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধমতি অতি অমুপাম ॥
গৃহ ছাড়ি ভট্টকীউ গেলেন ইহা শুনি ।
কৌতুক দেখিতে তথা গেলেন আপনি ॥
বাইয়া শ্রীকৃষ্ণাবনে তথায় বসিয়া ।
উদাস হইল চিত্ত সে রস অনিয়া ॥
কৈহ গৃহত্যাগ করি ভট্টকীর সঙ্গে ।
মাতিলেন হইলেন কৃষ্ণরসরঙ্গে ॥
শ্রী তাঁর হৃৎক মানি ভট্টকীর পাশ ।
কহি পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস ॥
স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার পালন ।
কে করিবে তাঁরে কহ পাঠাইয়া দেন ॥

ভট্টজী কহেন তেঁহ অজ্ঞা মুখ'হন ।
 স্বামী কেটা অজ্ঞাবধি নাহিক জানেন ॥
 নিত্যস্বামী বেই তারে কহ ভজিবারে ।
 পালন করিবে সেই ভার ত লাগে যারে ॥
 অগতের পতি কৃষ্ণ তাঁ'হারে ছাড়িয়া ।
 ভ্রষ্টভাবে ফিরি কেনে অস্তরে চাহিয়া ॥
 এ কথা বাইয়া সেই লোক শুন'হৈল ।
 বুঝিতে নারিল জী প্রসন্ন নহিল ॥
 কোন গুণিজন-দ্বারে বাহু করিবারে ।
 পাঠাইলা কোনরূপে স্বামী আঠসে ধরে ॥
 গুণী গিয়া ছিটাকোটা-তন্ত্র মন্ত্র চলে ।
 করিল অনেক সব হইল বিফলে ॥
 সাধুসঙ্গ-ছিটাকোটা যাহারে লাগিল ।
 কৃষ্ণের প্রীতিরসে বে জন ভুলিল ॥
 তাহার প্রকৃতি ছিটাকোটার ভুলিতে ।
 অস্ত্রে কি কখন পারে উৎপথে লইতে ॥
 রাজার আগে নাহি হয় প্রজার দোহাই ।
 মন্তহস্তী পোরালেতে বাক্সা যায় নাই ॥
 অগৎ যাহার ২শ তারে বশীকার ।
 বে জন করিল তারে ঔষধি কি ছার ॥
 ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শুনিবারে ।
 ত্রিবিধ মনুষ্য চারিত্রিতে বৈসে ধরে ॥
 বৈষ্ণবগণের বেহে পূজ্যাকাশ' হয় ।
 এক বে তাঁ'হার দেহে প্রেম না জন্ময় ॥
 লজ্জিত হয়েন তেঁহ বৈষ্ণব-সভায় ।
 মনে মনে তার এক স্মৃজিল উপায় ॥
 গোপতে সূতার এ মরিচ রাখিয়া ।
 কথায় সময়ে কান্দে চক্ষে বুলাইয়া ॥
 কোন ব্যক্তি জানি তেঁহ ভট্টেরে কহিলা ।
 ভট্টজী মুচকি হাসি কহিতে লাগিলা ॥
 সাধু সাধু সেই ব্যক্তি ভাল বুঝিয়াছে ।
 সেই ভ্রষ্টচক্ষের উচিত করিয়ারে ॥
 কৃষ্ণকথা শুনি যেই চক্ষু নাহি বুঝে ।
 লঙ্কা-মরিচ দিতে উপযুক্ত হয় তারে ॥
 ভট্টজীর কত গুণ কহা নাহি যায় ।
 নির্বংশর লাভালাভে সমান হৃদয় ॥
 গৃহেতে থাকিতে চোর সিঁদু কাটি ধরে ।
 দ্রব্য নিকাশিয়া মোট বাক্স সিঁদু-ধারে ॥
 উঠাইতে নাহি পারে নিরের উপরে ।
 ভট্টজী দেখিয়া তাহা বরকার ধারে ॥

দয়া উপজিল ধীরে ধীরে তথা স্বই ।
 চোরের মস্তকে মোট দিবারে উঠাই ॥
 চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া ।
 ভট্টজী আশ্বাস করি রাখয়ে ধলিয়া ॥
 ভয় নাহি আমি কিছু না কহিব তোরে ।
 সামগ্রী লইয়া যাও বেচি'কিনি ধরে ॥
 চোর কুষ্ঠভাবে অতি লজ্জিত হইল ।
 ভট্টজীর আগ্রহে লইয়া ধরে গেল ॥
 ভট্টের পরশে তার চিত্তশুদ্ধি হইল ।
 সেই মোট সহ পরদিন তথা আইল ॥
 ভট্টজীর আচরণে সমর্পণ করি ।
 কান্দিয়া পড়িল নিজ উদ্ধারে বিচারি ॥
 কৃপা করি ভট্ট তারে নিজ শিষ্য কৈল ।
 শুদ্ধসত্ত্ব পরম যে ভাগবত হৈল ॥
 অপচর্যে ভুট তার কহিলু বিশেষ ।
 তবে শুন লাভেও নাহিক পরিতোষ ॥
 একদিন ঠাকুরের মন্দির-মার্জ্জন ।
 করিছেন ভট্টজীট আনন্দিত মন ॥
 সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে ।
 লইয়া আসিল বহু-ধন অলঙ্কারে ॥
 ভট্টজীকে এক শিষ্য বাইয়া কহিল ।
 শিষ্য'না করিব বলি তারে উপেক্ষিল ॥
 অতএব কৃষ্ণ প্রীত তাৎপর্য মাত্র ।
 ত্রৈলোক্য ঐশ্বর্য্য মুক্তি না মানে বিচিহ্ন ॥
 তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে অধিকার !
 কবে হেন শুভ ভাগ্য হইবে আমার ॥
 কবে তাঁর কৃপালেশকৃষ্ণনাস হবে ।
 এ দেহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঈষৎ পশিবে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে নিবাহি-গ্রামীর-সাধু-আদি-ভক্ত
 গুণবর্ণনং ত্রয়োবিংশ-মালা ॥২৩॥

চতুর্বিংশ মাল।

মাধবসিংহ-রাজরাণী-আদিত্য গুণবর্ণন ।

শ্রীমাধব সিংহের রাণী ।

জয় শ্রীশৈবন্তহরি জয় নিত্যানন্দ ।

জগদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
জয়পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ ।
মাধোসিংহ নাম রাজ্য-শ'সনে বসিষ্ঠ ॥
তার পাটরাণী অতি সুন্দরী সুশীলা ।
সুবুদ্ধি সুমতি সতী স্তন তাঁর লীলা ॥
একদিন রাণী গৃহে শ'নে আছরে ।
দাসী তাঁর পা'সেবা করয়ে বসিরে ॥
দাসী সেই কৃষ্ণভক্ত ভাবযুক্তমতি ।
সদা মুখে কৃষ্ণনাম জপে দিবারাত্রি ॥
রাণী গৌর পাদসেবা করিতে করিতে ।
নাম উচ্চারিয়া দাসী লাগিলা কান্দিতে ॥
নুতন কিশোর হে হে শ্রীনন্দ কিশোর ।
বলিয়া ফুকার করি প্রেমানন্দে ভোর ॥
অপূর্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে ॥
অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে ॥
রাণীর শুনিয়া তাহা হৃদয় জ্বলিল ।
কহে পুনঃপুন কহ আহা বল বল ॥
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল ।
দাসীরে প্রশংসা করি কহিতে লাগিল ॥
তুমি ত আমার পাদসেবা-যোগ্য নহ ।
দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ ॥
বিচার করিলে তব দাসীর যে দাসী ।
হৈতে যোগ্য ন' হইব বিনে ভাগ্যরাশি ॥
অতএব তুমি মোর পাদ ছাড়ি গেহ ।
শিগরে আইস শিগরে চরণ ধরহ ॥
এতেক কহিয়া পাচ আলিঙ্গন কৈল ।
হুইজনে প্রেমাংশে বিহ্বল হইল ॥
দাসী-কহে ঠাকুরাণি দেখহ ভাবিয়া ।
তুলিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া ॥

অনিত্য সে সুখ তাতে কত বা আশ'দ
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বা কি-জাতীর স্বাদ ॥
অনিত' বিষয়-সুখ হৈল আর গেল ।
কৃষ্ণাশ্রম পর'ংপর নিত্য করে আল ॥
রা ॥ কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিহু ।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিহু ॥
আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিহু ।
কৃষ্ণপ্রেমধন লাগি জীবন সঁপিহু ॥
এত কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরনী ।
যে ৎকণ্টা হৈল চিহ্নি ইন্দ্রনীলমণি ॥
তবে সর্ববিষয়বাসনা ভোগ তেজি ।
নৌতুন-কিশোর-প্রেমে মন গেল মজি ॥
ইন্দ্রনীলমণি ছবি মূর্তি প্রকাশিয়া ।
নির্জ্ঞান মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া ॥
ন'ন'ন শিখার ভোগ মনের সহিতে ।
কতমত প্রকার যে করে অ'নন্দেতে ॥
সাজাইয়া কাচাইয়া আপনি দেখয় ।
খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া বাতাস করয় ॥
পুষ্পমালা নিজহস্তে গাঁথিয়া পরায় ॥
চূরা-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয় ॥
শ্রীমতীর মনভাজি করিয়া বসায় ।
পঙ্কপাত করি নিজ কিশোরে ভৎসয় ॥
পুনর্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া ।
প্যারীরে সাধয়ে সুকুমারের হইয়া ॥
ত'তে যদি মানভঙ্গ না হৈল কিয়া ॥
চরণে ধরিতে কৃষ্ণ কহয়ে ঠারিয়া ।
গলেতে বসন দিয়া চরণ ধরায় ।
তা দেখি পরমানন্দসাগরে ডুবয় ॥
এইরূপ রসরস কিশোর কিশোরী ।
লইয়া করয়ে রাণী দিবস-শরীরী ॥
আনন্দসাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে ।
কিশোর কিশোরী দৌহার নানাশীলা রচে ॥
দিনে দিনে সেবানন্দে অ'নন্দ বাড়িল ।
একদিন মনে কিছু উৎসাহ হইল ॥
ছগরের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়ে ।
যুগলকিশোর কিবা সুখ বিহরয় ॥
ততেক আদির করে প্যারীজীর প্রতি ।
বাহাতে পরমানন্দ নিজমনোবৃত্তি ॥
মনে হৈল এই যে পরমানন্দসার ।
একেলা যে আশ্বাদিতে নহে চমৎকার ॥

বৈষ্ণবসহিত রস আবাদিতে সুখ ॥
 নতুবা অন্তরে শুমরিয়া হয় চুখ ॥
 বৈষ্ণবসেবাও বিনে কৃষ্ণের পিরীতি ।
 নাহি হয় শুনিয়াছি ভজনমান প্রতি ॥
 ইহা বলি আরম্ভিল বৈষ্ণবসেবন ।
 যুখে যুখে আসিতে লাগিলা সাধুগণ ॥
 নানান-জাতীয় লাড়ু পেড়া মিষ্ট অন্ন ।
 পাকোয়ান করি নিজ হস্তে ভিন্ন ভিন্ন ॥
 কৃষ্ণে নিবেদিয়া সাধুগণেরে খাওয়ার ।
 ভক্তশেষ চরণ-অমৃত শেবে পায় ॥
 নুতন কিশোর আগে বৈষ্ণবসহিত ।
 মৃত্যু গীত ইষ্টগোষ্ঠী করে মনোনীত ॥
 মালা চন্দন দিয়া পুজয়ে বৈষ্ণবে ।
 চরণ সেবয়ে নিজহস্তে ভক্তিতাবে ॥
 অন্তরে বৈষ্ণবগণ সদা আইসে যায় ।
 বেপর্দা দেখিয়া দেওয়ানানি কোত পায় ॥
 দেওয়ান রাণীর হ'নে কহি পাঠাইলা ।
 র'জরানী হৈয়া কেনে পর্দা বুটাইলা ॥
 রাণীকহে রাণী নাম না কহিও মে রে ।
 দাসীনাম লিখি দিহু যুগলকিশোরে ॥
 পর্দা উঠাইয়া নুতন কিশোরের সঙ্গে ।
 অঙ্গ সর্ম্পিহু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে ॥
 জাতি পাতি তেয়াগিহু বৈষ্ণবসনাজে ।
 চতুর্ভুজ তেয়াগিহু পিরীতের কাজে ॥
 জীবনের আশা তেয়াগিহু পাইগারে ।
 যুগলের সেবাদরশন ব্রজপুরে ॥
 সরস ধরম নাম ধন জন প্রাণ ।
 যুগলের বালাইয়ের সনে তেজিলাম ॥
 এ কুর যিপুয় হাত যদি ছাড়াইহু ।
 তবে আর কারে তর নির্ভয় হইহু ॥
 অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ ।
 জীচরণে স'পিয়াছি দেহ পর্দা সহ ॥
 এ সব কাহিনী তবে দেওয়ান শুনিয়া ।
 মউন হউল তবে কোত্তিত হইয়া ॥
 রাজা মাধোসিংহ পুত্র প্রেমসিংহ সনে ।
 কাবেল গিয়াছে রাজ্যশাসনকার ॥
 রাণীর বেপর্দা আর বাক্যবিবরণ ।
 বিস্তারিত লিখি পাঠাইলেন দেওয়ানে ॥
 রাজা পত্নী পাইয়া পুত্রেরে কহে ডাকি ।
 ভব মাতা নাড়া সঙ্গে নাড়া হৈল না কি ॥

বেপর্দা হইয়া বেচ্ছাময় আচরিল ।
 ইহা কহি দেওয়ানের পত্র দেখাইল ॥
 প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল ।
 বুঝিলাম মাতা বড় পদে আরোহিল ॥
 পিতারে কহয়ে এত বুঝিলাম ভাল ।
 মাতা মোর তিন কুল উজ্জল করিল ॥
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা ব্রত ধরিয়াছে ।
 ইহা বিনে ভাগ্য আর জগতে কি আছে ॥
 প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধুমত কহে ।
 র'জা বিপর্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে ॥
 রাগত হইয়া রাজা পুত্রেরে ডাকিল ।
 রাণীর মন্তকচ্ছেদ করিতে কহিল ॥
 প্রেমসিংহ কহে মোর মন্তক থাকিতে ।
 কার স ধ্য আছে মোর মাতারে হিংসিতে ॥
 এত কহি প্রেমসিংহ সৈন্ত সাজাইয়া ।
 উদযুক্ত হইল যুদ্ধে প্রতাপ করিয়া ॥
 রাজাও করিতে যুদ্ধ প্রবর্ত হইল ।
 শিষ্টলোক মধ্যে থাক দৌহা ধামাইল ॥
 ক্রোধে রাজা রাণীর মন্তক ছেদিবা র ।
 গৃহেতে চলিলা ক্ষত বাঁড়িনী সওয়ারে ॥
 গৃহে গিয়া মজ্জী সনে পরামর্শ কৈল ।
 হঠাৎ জীহত্যা করা উচিত নহিল ॥
 বৃহৎ বে ব্যাঘ্র পালা আছে পিঁজিরাতে ।
 তাহা নিরা ছাড়ি দিল রাণীর গৃহেতে ॥
 ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম করিল ।
 কৃষ্ণভক্ত প্রতি সেই উদ্যম ব্যর্থ হৈল ॥
 খাটবে কি ব্যাঘ্র সেই বৈষ্ণব হইল ॥
 রাণীর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণ সেবা পূজা রাণী করিতেছে বসি ।
 সেইকালে ব্যাঘ্র তথা দাড়াইল আসি ॥
 রাণী দেখি ঘেহ করি তাহাকে ডাকিল ।
 আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ॥
 পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠ নাচিতে লাগিল ॥
 কণ্ঠে তুলসীর মালা তিলক নাসার ।
 রচিয়া দিলেন রাণী আনন্দ হিয়ার ॥
 তখন বুঝিল রাজা প্রাকৃত না হবে ।
 আমার দৌরাভ্য এত কৃষ্ণ না সহিবে ॥
 এই অপরাধে মোরে না জানি কি হয় ।
 বিচারিলা অপরাধ তখন উপায় ॥

পাছ যিহ্ন লভাসন সব সবিত্যার ।
 রাণীর নিকটে গেলা করি পরিহার ॥
 নিকটে বাইরা রাজা অষ্টাজে পড়িল ।
 নিজ দ্রী বলি অভিমান নাহি কৈল ॥
 যোড়হস্তে স্বব স্তোত্র অনেক করিল ।
 অপরাধ ক্ষেম বলি কাকুবাদ কৈল ॥
 রাণী কহে ঘোরে এত পরিহার কেন ।
 অপরাধ কি করিলে মুই ত না জান ॥
 বাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মজল হইবে ।
 মুই তব অধীন দয়া, অবশ্য রাখিবে ॥
 রাজা কহে তুমি ত অধীন কার নহ ।
 সৃষ্টি স্থিতি নাশ তুমি করিতে পারহ ॥
 বাহার অধীন এই জগত সংসার ।
 সে তব অধীন তাহে বিচিহ্ন কি তার ॥
 অতএব যেই ইচ্ছা তাই তুমি কর ।
 তোম'রে সহায় করি রাজ্য মুই করো ॥
 এত পরিহার করি রাজা চলি গেলা ।
 অর্থে সামর্থ্যে রাজা অমুকুল হৈলা ॥
 একদিন মানসিংহ মাধো সিংহ হুই ॥
 নৌকার সমাল করে দরিয়ার বাই ।
 হেন কালে প্রচণ্ড বাতাস বড় হৈল ।
 দরিয়ার বড় ঢেউ তুফান উঠিল ॥
 ঝলকে ঝলকে জল নৌকার উঠয় ।
 নৌকা ডুবি যায় প্রায় হইল সংশয় ॥
 ভরে অসাড় ভাব রাজা হুইজন ।
 ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ ॥
 বিচ'রিয়া সেই রাণীর স্মরণ করিল ।
 চক্ষুর নিমিষে সর্ব আপদ ঘুটিল ॥
 বড় বাতাস নাহি দরিয়া স্তব্ধির ।
 অনারাসে তরণী লাগিল গিয়া তীর ॥
 গৃহেতে বাইরা রাজা রাণীয়ে এণতি ।
 করিয়া কহিল হাত যুড়ি বহু স্তুতি ॥
 বিপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা ।
 ভুক্তি মুক্তি আদি কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি প্রদা ।
 হরিত্যক্তি বিনে আর যেন কেউ নাই ॥
 ত্রিভুগতে এমন কদাচ নাই নাই ॥
 অতএব সেই যে রাণীর পদযুগে ।
 হরি অমুখাগ অর্থ কৃষ্ণদাস মাগে ॥

শ্রীবিদুর-নাম ভক্ত ।

বিদুর ন'মেতে ভক্ত বৈত'রণ গ্রামে ।
 নিবস্তুর সাধুসেবা করয়ে নিকামে ॥
 বৈষ্ণবেতে প্রীতি তাঁর একান্ত ভাবেতে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তাঁরে হৈল যাহা হৈতে ॥
 বরিষা না হৈল আকাল বৎসর ॥
 বৈষ্ণবসেবার হেতু উদ্ভিগ্ন অন্তর ॥
 ভূমি চাষ করিবারে করিলা বুকতি ।
 জল নাহি বীজ নাহি কিসে হবে ক্ষেতি ॥
 ভাবিয়া ইহা কিছু পার নাহি পার ।
 কৃষ্ণচন্দ্র রাজিবোগে স্বপনে কহয় ॥
 চাস গিয়া চস তুমি অন্ন উপজিবে ।
 বিনা জল বিনা বীজ ধাত্তাদি ফলিবে ॥
 অ'দেশ পাইয়া সাধু ভূমি চাস দিল ।
 দুই চারি দিনে ভূম অঙ্কুরিত হৈল ॥
 ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফল হইল ।
 বহু অন্ন মৈল গৃহে আনি স্তু প কৈল ॥
 পাড়ার সকল লোক দেখি চমকিত ।
 জানিল কৃষ্ণের কৃপা হইল বিদিত ॥
 বৈষ্ণব সেবার দেন মহিমা অপার ।
 কৃষ্ণ-কৃপা অনারাসে হয় হঠাৎকার ॥
 হেন যে বৈষ্ণবপাদপুষ্পে রতি মতি ।
 বিধাতা বঞ্চিত কৃষ্ণদাস পাপ প্রতি ॥

শ্রীচতুরস্রামী ।

চতুরস্রামী নাম এক ভক্ত প্রধান ।
 তুলা নিন্দা স্তুতি আর অপমান ॥
 কৃষ্ণকতাৎপর্য আর সকল বিষয় ।
 অনাসক্ত যথা পদ্মপত্র জলাশয় ॥
 গৃহেতে অ'ইলা গুরু আনন্দিত হৈলা ।
 কারয়ন-বাক্যে সেবা করিতে লাগিলা ॥
 গৃহেতে যুবতী ভার্য্যা গুরুর সেবার ।
 নিযুক্ত করিল পাছে ক্রটি কিছু হয় ॥
 শয়ন করিলে গুরুর চরণ সেবয় ।
 দৈবাত্ত মনেতে কিছু হৈল অপচয় ॥
 শ্রীর সহিত তাঁর অঙ্গসদ হৈল ।
 চতুরস্রামী তাহা বিশেষ জানিল ॥

কোভ না করিল কিছু প্রকাশ মা কৈল
মনে মনে ধর্মার্থ বিচার করিল ॥
এই স্ত্রী মোর স্পর্শযোগ্য না হইল ।
গুরুদেব যার অঙ্গে পরশ করিল ॥
এতক ভাবিয়া গুরুস্থানে নিবেদন ।
এই স্ত্রী গৃহ অর্ধ যে মোর আছন ॥
এই সকল অর্পিছে সুই এই শ্রীচরণে ।
গ্রহণ করিয়া কর বাহা নয় মনে ॥
গুরু নিজ দোষ ভাবি লজ্জিত হইলা ।
মাথা হেট করি লাজে মউনে রহিলা ।
চতুরখারী তবে নিজগুরু চরণে ।
সর্বস্ব অর্পণ করি গেলা বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণচরণারবিন্দে ।
সঁপিলা মানস নিজ পরম আনন্দে ॥
উহার চরণে কোটি কোটি পরণাম ।
বাহা হৈতে অনায়াসে পূরে সর্বকাম ॥

পুনশ্চ শ্রীকবীরজীর ।

কাশীবাসী সাহা এক মহাব্যাধিগ্রস্ত ।
সহিষ্ণুতা নাহিক হয় সদাই অসুস্থ ॥
গদাগ্রপ্রবেশ করিবারে সাঁহা যার ।
হেনকালে কবীরজী তাহারে কহয় ॥
প্রাণ কেনে ভেজ ইহার ঔষধ আছয় ।
আমি ভাল করি আটস যদি মনে লয় ॥
কৃতার্থ মানিয়া সাহা সাধুর চরণে ।
পড়িয়া কাকুতি করে বাতনাকরণে ॥
সাধুর স্বভাব পরহুঃখেতে কাতর ।
রামনাম-মহামন্ত্র অপে তিনবার ॥
তৎকালে নির্ঝাধি পুষ্টশরীর হইল ।
সাধু গুরুস্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
গুরু রাম নাম তাঁরে কোপ করি কহে
অপরাধী তুই তোম মতি শুদ্ধ নহে ॥
এক রামনামে হয় ব্রহ্মাণ্ডশোধন ।
ক্ষুদ্র বিষয়েতে কৈলি তিন উচ্চারণ ॥
তাহা শুনি কবিরজী লজ্জিত হইয়া ।
পরিহার করে গুরু চরণে ধরিয়া ॥
হেন রামনাম যে জিহ্বাতের লায় ।
প্রাক্ষণ করিয়া মানি কি হবে আশায় ॥

জগে-জগে অপরাধ কতক করিল ॥
যেহেতুক ভক্তি পথে বঞ্চিত হইল ॥

কেবলকুর্বা ন মে এক জাত্যাংশে কুমার ।
ভাগবতোক্তম মহিমার নাহি পার ॥
কৃষ্ণপ্রেমানেন্দ্রে সুখী উদার চরিত ।
বৈষ্ণবসেবার তাঁর একান্ত পিরীত ॥
উপায় করয়ে বাহা বৈষ্ণবসেবার ।
লুঠাইয়া দেয় ঘরে কিছু না রাখয় ॥
একদিন ছুই চারি বৈষ্ণব আইলা ।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু না দেখিলা ॥
বাগারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে ।
সামগ্রী মাগিলা সধুসেবার কারণে ॥
বণিক কহয়ে খাদ্যসামগ্রী যে লবে ।
ইহার যে মূল্য হৈতে কর্ম করি দিবে ॥
কুয়া বনিতেন্দ্রে মোর তাহাতে খাটিবে ।
ভিতর পশিয়া মাটি খুদিয়া উঠাবে ॥
কেবল কহেন ভাল করিব তাহাই ।
বৈষ্ণবসেবার সিধা দেহ লৈয়া যাই ॥
এতক কহিয়া সাধু সামগ্রী আনিয়া ।
বৈষ্ণবসেবন কৈল আনন্দ হিয়া ॥
পরে সেই বণিকের কুয়া খুদিবারে ।
গেলেন তথায় পূর্ববাক্য অনুসারে ॥
কুয়ার ভিতর পশি মৃত্তিকা খুদিতে ।
ধসিয়া পড়িল কুয়া দুই দিক হৈতে ॥
উপরে সকল লোক হাহাকার করি ।
কহয়ে কেবল কুয়াগণ-মধ্যে গেল মরি ॥
লোক মার' গেল বলি কুয়া না খুদিল ॥
কান্দ হইয়া লবে ঘরে চলি গেল ॥
কেহ কোন কার্যক্রমে একমাস পরে ।
গেল সেই বুজারজী-গাফেলা ভিতরে ॥
মৃত্তিকা-ভিতর হৈতে অপূর্ব সুস্বরে ।
শুনে রাম-কৃষ্ণ-নাম কে জানি উচ্চারে ॥
প্রায়ে গিয়া সেই ব্যক্তি রহত কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক ধাইয়া চলিল ॥
আশ্চর্য মানিয়া লোক মৃত্তিকা খুদিয়া ।
দেখেন কেবল নাম লয়েন বসিয়া ॥

একটুক মৃত্তিকা মা পড়ে তাঁর গার ॥
 কিছু মাত্র বেদন' ব্যামহ নাহি পার ॥
 ছই দিক্ হইতে পড়িয়া ছই চাল ॥
 মেরাপের ন্যায় মধ্যে রহে সন্ধিস্থল ॥
 তার মধ্যে বসি সাধু হরিনাম লয় ॥
 যার নিজজন তেঁই আহার যোগায় ॥
 দেখে তথা আছে খাদ্যসামগ্রী কতেক ॥
 ভাণ্ডভরা অল নানা মিষ্টায় অনেক ॥
 উঠাইয়া গৃহে তাঁরে আনিল সবাই ॥
 জনতা হইল লোক নাহর সামাই ॥
 কেহ দণ্ডবত নতি করিয়া পড়য় ॥
 কেহ পাদোদক খায় স্তবন করয় ॥
 এক জীবিকামূর্ত্তি ডুওরপুর হৈতে ॥
 নির্মাণ করিয়া আনে বিক্রয় করিতে ॥
 কেবলকুবার বাটী আসি উত্তরিল ॥
 সাধু তাহা দেখি মনে লালসা হইল ॥
 সেবা করিবারে মনে উৎসাহ জন্মিল ॥
 পুষ্পমূল্য কি লইবে ভাস্করে পুছিল ॥
 সাধুর আশ্রয় দেখি বহু মূল্য কহে ॥
 অসমর্থ হেতু সাধু চুপ করি রহে ॥
 ভাস্কর ঠাকুর নিয়া চলিবারে চাহে ॥
 উঠাইতে নাহি পারি চারিপানে চাহে ॥
 ক্রমে ছই চারি পাঁচ সাত লোকে ঝাঁকে ॥
 উঠাইতে না পারিয়া হাত দিলা নাকে ॥
 বুঝিলা মরম এই সাধুর ইচ্ছার ॥
 ঠাকুর হইল ভারি বাইতে না চায় ॥
 তবে সে ভাস্করগণ সাধুর চরণে ॥
 পড়িয়া কহয়ে লহ করত গ্রহণে ॥
 আমরা বলদমাত্র বেড়াই বহিরা ॥
 বেচিতে বেড়াই আর অর্থের লাগিয়া ॥
 তোমার ঠাকুর তুমি ধরে নিয়া সেব ॥
 মূল্য অর্থ মোরা কিছুমাত্র নাহি লব ॥
 এতেক বলিয়া সেই ভাস্করগণ গেল ॥
 সাধু তবে ঠাকুরের সেবা আরম্ভিল ॥
 পরম-পিরীতি-ভক্তি-ভাবে সেবা করে ॥
 ঠাকুর একান্ত বশীকৃত হৈলা তাঁরে ॥
 অনেক হইল চেলা প্রেমভক্তিবান্ ॥
 গ্রামে গ্রামে সর্বলোক করে পূজ্যমান ॥
 স্ত্রী তাঁর অন্নবুদ্ধি ভক্তিহীনপ্রায় ॥
 সাধুসন্ত দেখি তাঁর মান্য না করয় ॥

কেবল দেখিয়া তাহা ক্রোধিত অন্তরে ॥
 বুঝাইলে নাহি বুঝে গ্রাহ নাহি করে ॥
 একদিন তাঁর ভ্রাতা প্রাকৃতকুমার ॥
 অবৈষ্ণব অন্তব্য না জানে ব্যবহার ॥
 গাধায় চড়িয়া আইল কগিনীর স্থান ॥
 তেঁহ তাঁরে আদর করিয়া বহমান ॥
 রন্ধন করিল অতি পরিপাটী করি ॥
 নানাজাতি ব্যঞ্জন পিষ্টক-আদি পুরি ॥
 ভ্রাতার কারণ বহু অয়োজন কৈল ॥
 অনেক সামগ্রী স্ত্রী প্রস্তুত করিল ॥
 ইতরের যোগ্য নহে কৃষ্ণভক্ত বিনে ॥
 তাহাই করিব বাতে খায় সাধুগণে ॥
 এতেক ভাবিয়া কোন ছল করি সাধু ॥
 অল্প কর্ণে পাঠাইয়া দিল নিজ বধু ॥
 হেথা বসে সামগ্রী যতেক উপচার ॥
 বৈষ্ণবে খাওয়ার সার করিয়া বিচার ॥
 হেনকালে স্ত্রী তাঁর আসিয়া দেখিল ॥
 ভাল জ্বা বসে সব বৈষ্ণবে খাইল ॥
 দেখিয়া সে সব ব্যবহার ক্রোধে জ্বলি ॥
 বৈষ্ণবগণেরে গালি দিল কটু বলি ॥
 তাহা শুনি কেবলের সঙ্কীর্ণতা না হৈল ॥
 কুটি ধরি স্ত্রীকে তবে বাহির করি দিল ॥
 অসতী যে সেই স্ত্রী বাগে চল গেল ॥
 তখনি যাইয়া এক উপপাত কৈলা ॥
 তাহাতে জন্মিল ছই তিন কন্তা পুত্র ॥
 দারিদ্র্যতা তাহার সহিত হৈল মিজ ॥
 আকাল সময় হৈল খাইতে না পার ॥
 কাদাল হইয়া কিরে তিক্তা না মিলয় ॥
 কেবলের বাটি নিত্য মহোৎসব হয় ॥
 কাদাল গরিব যেই যার সেই পার ॥
 খাইতে না পাইয়া বালকগুলি মাতে ॥
 তথায় বাইয়া বসিলা দরজাতে ॥
 কেবলকুবার এক শিষ্য শাস্তমতি ॥
 শুক্লর সাক্ষাতে কহে করিয়া বিনতি ॥
 মোর মাতা শুক্ল অতি কেলেশ পাইয়া ॥
 ছুরারে আলা রাখ পালন করিয়া ॥
 কেবল কহেন সেই নহে মোর ভাৰ্য্যা ॥
 ব্যভিচারি সেই মোর বহুকাল-ভাৰ্য্যা ॥
 ক্রোধে পড়ি আসিয়াছে দেই খাইবারে ॥
 অন্ন দিতে উপযুক্ত হয় সজাকারে ॥

বাহিরে রাখিয়া তারে আকালপর্যন্ত ।
 গালন করিলা সাধু বাতে দরাবন্ত ॥
 আকাল-অতীতে তারে বিদায় করিল ।
 মাগি গিয়া থাক এবে তাহারে কহিল ॥
 আর কিছু কহিলেন অপূৰ্ণ কথন ।
 বাহাতে তাহার মনে হইল চেতন ॥
 তোমার যে স্বামী হতে হৈল কি তোমার ।
 একমুষ্টি অন্ন দিতে শক্তি নৈল তার ।
 আমার যে স্বামী তাঁর দেধহ মহিমা ।
 ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা যে গৃহিণী ঐশ্বর্যমা ॥
 মোরে পালিতেছে আর মোর পরিবার ।
 আর নিজজন কত হাজার হাজার ॥
 এতেকু অনিরা তার বিবেক অগ্নিল ।
 আপনা খিৎকার করি মন দৃঢ় কৈল ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন সমর্পিলা ।
 পাইল নির্কৃতি সব অজ্ঞান তেজিয়া ॥
 কেবলকুবারপায় কোটি পরণাম ।
 পরম সুখান্ত বেঁহ কৃষ্ণভক্তধাম ॥

শ্রীহরিদাস বণিক্ ।

হরিদাস বণিক্ বাস কাশীর নিতট ।
 নিবাস সুশাস্ত অতি শুভ নিরুপট ॥
 বহুকালাবধি আশা করিয়াছে মনে ।
 বৃন্দাবনধামে গিয়া শরীর-তেজনে ॥
 পীড়িত হইয়া অতি সঙ্কট হইলা ।
 ডুলি চড়ি শ্রীজগতি জীঘাম চলিলা ॥
 যাইতে যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত হৈলা ।
 সেইখানে বৃন্দাবন দরশন দিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাসহ শ্রীরাগমণ্ডলে ।
 দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে ॥
 দেহত্যাগ করিয়া পাইয়া গোপীদেহ ।
 বিহারে মাতিলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সহ ॥
 তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া অরণ ।
 কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভক্তিরতন ॥

শ্রীকরমেতি বাই ।

খড়্গল্যা গ্রামেতে বাস রাজ-পুরোহিত ।
 পরশুরাম নাম তাঁর কৰ্তা অচরিত ॥

করমেতি তাঁর নাম অলপ বয়েস ॥
 স্বামীর বর নাহি যায় বিবাহের শেষ ॥
 তাঁহার চরিত্র-কথা অতি চমৎকার ।
 এমন আশ্চর্য্য কিছু নাহি শুনি আর ॥
 একে শ্রী তাহাতে হয় বালিকা-বয়েস ।
 বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে এতেক আবেশ ॥
 মহা অমুরাগ-পরাকার্তা ঐকান্তিক ।
 দেহ-অমুরোধ নাহি কি কব অধিক ॥
 প্রাকৃতিক-মতি কৃষ্ণে হঠাৎ লাগিল ।
 কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরূহে বিকল ॥
 নির্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয় ।
 প্রেমাবেশে হাসে কান্দে পাগলীর প্রায় ॥
 কৃষ্ণলীলা প্রফুল্লিত কমল দেখিয়া ।
 মন মত্ত মধুকর পড়িল মাতিয়া ॥
 কৃষ্ণরূপ-অমৃতের সাগরে পড়িল ।
 উঠিতে না পারে সুখে ডুবিয়া রহিল ॥
 কৃষ্ণগুণ-কল্পলতা জড়াইয়া অঙ্গে ।
 চালাইতে নারে অঙ্গ শুভ্র রসরঙ্গে ॥
 কৃষ্ণনাম-কল্পবৃক্ষ হৃদয়ে রূপিয়া ।
 প্রেমানন্দ-ফল খায় বুকিয়া বুকিয়া ॥
 কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে ত্রিভুগতে আর !
 কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সুখসার ॥
 এইরূপ রসে থাকে কতদিন পথে ।
 কইতে আইল বাইতে হবে স্বামিঘরে ॥
 স্বামিসঙ্গ বিবতুল্য করিয়া মানয় ।
 বিশেষে বিবরী সেই অবৈষ্ণব হয় ॥
 বড়ই পড়িল শোচ চিন্তায় আকুল ।
 উপায় হইবে কি ইহার অমূল ॥
 তথায় বাইলে মোর কুসঙ্গ সঙ্করে ।
 মন বুদ্ধি হরি লবে বিষয়-তরুরে ॥
 কৃষ্ণভক্তি-পরশরতন হারাইব ।
 হার হার মোর তবে কি দশা হইব ॥
 রাজপ্রভাতে মোরে লইয়া যাইবে ।
 ইহার বুকতি হুই কি করি কি হবে ॥
 বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ।
 স্থির হৈল চিন্তে তবে যাই পলাইয়া ॥
 বৃন্দাবন যাই কথা বৃগলকিশোর ।
 নিত্যসখীসঙ্গে সঙ্গে করয়ে বিহার ॥
 পুনঃপুন মন বুঝাইয়া ধনী কহে ।
 কাতর হইয়া কুটিচক্ষে ধারা রহে ॥

আরে মন মোরে কিছু অনুকূল হও ।
 কৃষ্ণ-অবেষণে মোরে শীঘ্র নিয়া বাও ॥
 কমলবদন শুভ সুখময়ধাম ॥
 রসের সাগর রূপে শুণে অনুপাম ।
 তাহারে মিলাও মোরে এই হিত কর ।
 চল তবে এই অভাগীর কর ধর ॥
 লইয়া বাইরা পাছে আছাড় মারহ ।
 পুনর্বার গৃহকাসে কিরিয়া আনহ ॥
 তেজ্য যেই ঘৃণান্দিত বিধরের সহ ।
 মিলাইয়া পাছে পুন বীজ্যনি করহ ॥
 তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি ।
 হে মন মোর নহে পাছে করহ চাকুরী ॥
 যে পথে চলিবে দৃঢ় সেই পথে যাবে ।
 পুন পাছুপাচন নাহি কিরিয়া চাহিবে ॥
 সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা ।
 তেজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা বাসা ॥
 প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অবেষণে ।
 কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে ॥
 দৃঢ় কর প্রতিজ্ঞা যে বেগবাস্তব খাস ।
 যে সাধনে পাই সেই বোণে কর আশ ॥
 এতেক চিন্তিয়া ধনী অর্জুনিশিযোগে ।
 ঘর হইতে বাহিরিল মহা-অনুরাগে ॥
 বাটা হৈতে বাহির হৈতে না পারিয়া ।
 কোঠার উপর হৈতে পড়ে লক্ষ দিয়া ॥
 কৃষ্ণ অনুরাগ-বন্ধু ধরি নামাইল ।
 কিকিৎ পরীয়ে নাহি বেদনা লাগিল ॥
 পড়িয়া চলিল ধনী বৃন্দাবনপথে ।
 তল্লাস পড়িয়া গেলা গৃহেতে প্রভাতে ॥
 হাহাকার করে সবে কন্যা কোথা গেল ।
 লোকধর্মভয়ে সবে অধোমুখ হৈল ॥
 রাজার নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ কহিল ।
 মহারাজ মোর নাক কাণ কাটা গেল ।
 কন্যা মোর রাজিযোগে কোথাকারে গেল ।
 কি জানি কি ছুঃখ তাবি বনে প্রবেশিল ॥
 রাজা তনি তৎক্ষণে চতুর্দিকে লোক ।
 পাঠাইল তলাসে পাইয়া মন-ছুখ ॥
 বাঁড়িনী উটেতে চড়ি চলিল খুঁজিতে ।
 দূর হৈতে বাই তাহা পাইল দেখিতে ॥
 বুকিল আমার তথ্যে লোক আসিতেছে ।
 ক্ষত চলি যার কণে কণে চার পাছে ॥

মরদানেমধ্যে লুকাইতে নাহি স্থান ।
 বৃত্ত এক উট পড়ি আছরে দেখেন ॥
 উদর-ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে ।
 গহ্বরের জার চাম শুকাইয়া আছে ॥
 ছুর্গন্ধি কেলদ তাতে অতিশয় হয় ।
 ভিতর পশিয়া গিয়া লুকাইয়া রয় ॥
 বিষয়ের ছুর্গন্ধি ন'কুতা নাহি হৈল ।
 উটে যে ছুর্গন্ধি সেহ সুগন্ধি মানিল ॥
 কৃষ্ণ-অনুরাগের এমতি রীত হয় ।
 পরম যে ছুঃখ তাহে বাধা না জন্ময় ॥
 তিনদিন উপবাসী তাহাব ভিতরে ।
 রহিয়া কেবল কৃষ্ণনামে প্রাণ ধরে ॥
 লোক জন কিরি গেল দেখা না পাইয়া ।
 বাহির হইয়া বাই গজাতে বাইয়া ॥
 গজায় ন করি শ্রীমদ্বন্দ্যাবন গেলা ।
 দরশন করিয়া পরমানন্দ হৈলা ॥
 ব্রহ্মকুণ্ডীতে চোর বনের ভিতর ।
 বসিয়া চিত্তয়ে কৃষ্ণ আনন্দ-অঙ্কুর ॥
 পিতা তাঁর পরশুরাম চুঁড়িতে চুঁড়িতে ।
 বৃন্দাবন গেলা ছুই চারি লোক সাথে ॥
 বনে বনে কিরি বহু অবেষণ করি ।
 না দেখিয়া উঠি এক উচ্চ বৃক্ষোপরি ।
 বৃক্ষ হৈতে নিরখয়ে চারি দিক-পানে ।
 দেখে বসি আছে বনে ধ্যানপরায়ণে ॥
 নামিয়া নিকট গিয়া দেখে চমৎকার ।
 বাহুবলি নাহি চক্রে বহে গজাধার ॥
 তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক ব্যাপিয়া ।
 মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য দেখিয়া ॥
 অষ্টোজ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার ।
 পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য ব্যবহার ॥
 কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেনে নয় ।
 যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পুণ্যতম হয় ॥
 বহুকণ পরে বাইজীর বাহু হৈল ।
 আঁধি মেলি সম্মুখেতে পিতারে দেখিল ॥
 নমস্কার করি হেঁটমাথে বসি রহে ।
 বিনয়পূর্বক তবে পিতা কিছু কহে ॥
 মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কাজ ।
 যবে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিরাজ ॥
 তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী ।
 অমৃতান্তিবিভক্ত হৈলু তোমায়ে নিরখি ॥

তেঁহ কহে পিতা কেন এত ভুতি কর ।
 মোর লাগি এত কেনে আগ্রহ বিহার ॥
 জামলসুন্দর-সিদ্ধতরঙ্গ-পাথারে ।
 ডুবিরাহে মোর মন উঠিতে না পারে ॥
 দেহ নিয়া গিয়া মোর কি কাজ আছয় ।
 বুধা কেনে আগ্রহ করহ মো-বিষয় ॥
 মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও ।
 মরিল যে জন তার পাছে কেন ধাও ॥
 কালিয়া-পাথারে যেই ডুবিয়া মরিল ।
 সংসারের কর্মে সেই অযোগ্য হইল ॥
 অতএব পিতা শুন যবে চলি বাহ ।
 ঘরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আশ্বাদ করহ ॥
 বিবর-বিষমে বুধা ইঞ্জির চরাও ।
 দূরে তেজ তাহা সুধাসাগরে ডুবাও ॥
 বড় সুখ পাবে দুঃখ বাইবেক দূর ।
 দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর ॥
 ক'হতে কহিতে ধনী নয়ানের জলে ।
 ভাসিয়া হইয়া মুচ্ছা পড়িল ভূতলে ॥
 পরশুরাম দেখিয়া কটার ব্যবহার ।
 চমৎকৃত আপনারে করিয়া ধিক্কার ॥
 কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র ঘরে চলি গেল ।
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
 রাজা শুনি প্রশংসিয়া তাঁরে দেখিবারে ।
 বৃন্দাবন গেলা বুধা বাইকী বিহারে ॥
 দেখে বসুনার তীরে বসিয়া একাকী ।
 কৃষ্ণনাম জপিছে কুরিছে ছই আঁখি ॥
 অটোল করিয়া রাজা প্রশংসা করিল ।
 দৈবত নামাইয়া মাথা বাই প্রণমিল ॥
 রাজা বহুবাক্য ভুতি বহুকণ কৈল ।
 বাইকীউ একবার দৃষ্টি না করিল ॥
 তবে রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছুদূরে ।
 কুটীর করিতে আরম্ভিল তাঁর তরে ॥
 তেঁহ কহে অকর্তব্যকুটীর বনাইতে ।
 বহু জীবহিংসা হবে যুক্তকা খুদিতে ॥
 তখাচ রাজন পাক কুটীর বানারা ।
 দিলেন তাঁহার দেহরক্ষার লাগিয়া ॥
 বনমধ্যে তাহাতে রহিলা সতী ধনী ।
 কৃক কৃক বলি ডাকে দিবসরজনী ॥

শাক মূল ফল কড়ু চনা চাবাইরা ।
 প্রাণরক্ষাহেতু মাত্র থাকেন খাইরা ॥
 কৃষ্ণের প্রেরণী তেঁহ প্রেরণী পাইলা ।
 ধীর গুণ নাতাকীউ গুলকে বর্ণিলা ॥
 তাঁর সেই কুঠরী অদ্যপি বর্তমান ।
 না ভাঙ্গে না টুটে তাহা আছয়ে সন্মান ॥
 কর্মোতি বাইর কুটীর বলি খাত হয় ।
 তাহাতে কখন কোন বৈফল্য রহয় ॥
 তাঁর শ্রীচরণগুণ বর্ণিতে বর্ণিতে ।
 কণমাত্র শাস্তি হৈল কৃষ্ণদাস-চিত্তে ॥
 কিকিৎ জবিল চিত্ত পূর্ববৎ পুন ।
 কুঞ্জরশউচ বিনে তৈল বাতি যেন ॥

শ্রীখড়গসেন ।

গোয়ালিন্দর স্থানে এক বসতি করহ ।
 কৃষ্ণ-অমুরাগে সাধু সদা মনে ব্যস্ত ॥
 বড়ই উৎকর্ষা চিত্তে কৃষ্ণদরশনে ।
 হাহাকার করয়ে সদাই রাত্রি-দিনে ॥
 রাসযাত্রাপূর্বে সাধু ঠাকুরের আগে ।
 উদ্যন্তের জাগ্র নৃত্য করে অমুরাগে ॥
 করিতে করিতে নৃত্য বিরহ-আবেশে ।
 পড়িলা ভূমেতে প্রাণ অমনি নিকশে ॥
 অমনি শ্রীনিত্যরাসলীলায় প্রবেশ ।
 শ্রীকৃষ্ণসহিত নৃত্য হাস-পরিহাস ॥
 ভক্তির মহিমা মহা-অপার-সমুদ্র ।
 বঞ্চিত অমৃত কৃষ্ণদাসিয়া অভয় ॥

শ্রীপ্রেমনিধি ।

প্রেমনিধি নাম সাধু আগরা নিবাস ।
 তজ্জাচার অতি যতি শুদ্ধ সুপ্রকাশ ॥
 কৃষ্ণসেবারসে মন মগন সদাই ।
 অষ্ট-বাম যখন যে সেবার জট নাই ।
 আগরা সহরস্থান অনেক বন ।
 জল আনিবারে নারে পরশ-কারণ ॥
 লোকভিত্তি নাহি থাকে অনেক নিশিতে ।
 সেইকালে জলহেতু ব্যয় বসুনাতে ॥
 একদিন যোর মেঘ বর্ষে অভিশয় ।
 মহা-অন্ধকার পথ দেখা নাহি ব্যয় ॥
 কলসী লইয়া সাধু চলিল বসুনা ।
 মশাল লইয়া ব্যয় দেখে একজন ॥

যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায় ।
 কে যায় মশাল ধরি সাধু না জানয় ॥
 যমুনার জল ভরি কিরিয়া আনিতে ।
 আগে আগে আইসে পুন সেই সেই পথে ॥
 প্রেমনিধি নিজগৃহে প্রবেশ করিল ।
 মশালজী কোথায় গেল আর না দেখিল ॥
 ঘরে আসি চিন্তায় আকুল সাধুবর ।
 মশাল ধরিয়া আগে কে চলিল মোর ॥
 ঠাকুরের ঘরে যবে প্রবেশ করিল ।
 সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দেখিল ॥
 ক্রীতান্তে মশাল-জল-তৈল লাগিয়াছে ।
 চরণেতে কাণ অঙ্গে ঘর্ষ হইয়াছে ॥
 আর্জনা করি সাধু মুছাইয়া দিলা ।
 সেই হৈতে রাতে আর যমুনা না গেলা ॥
 বৈকালে শ্রীভাগবত নিতি পাঠ করে ।
 গ্রামস্থ যে স্ত্রী পুরুষ আইসে শুনিবারে ॥
 হুট ঘেঁটী লোক গিয়া কহয়ে পাংশারে ॥
 প্রেমনিধি পরশ্রী নিয়া আইসে ঘরে ॥
 ক্রোধ করি পাংশা ধরি আনিতে কহিল ।
 চরি চোবদার ধরি আনিবারে গেল ॥
 বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিরা ।
 পানার্থক জল পাছে দিবার লাগিয়া ॥
 বাইবার কালে সেই সময়ে চোবদার ।
 ধরিয়া লইয়া গেল নিকট পাংশায় ॥
 পাংশা জকুম কৈল কয়েদ রাখিতে ।
 কয়েদ করিল নিয়া পঞ্চতথানাতে ॥
 অন্তরে বড়ই হুঃখ রহয়ে সাধুর ।
 জল না পাইলা রহে তৃষ্ণায় ঠাকুর ॥
 রাজিযোগে পাংশা নিজামর স্বপনে ।
 কোথাস্থিত বন্ধোপরি বসি একজনে ॥
 বাড় মুচাড়িয়া ধরি কহে বার বার ।
 প্রেমনিধি সাধু প্রিয়ভক্ত সে আমার ॥
 তৃষ্ণাসমে জল দিতেছিল যে আমার ॥
 জল দিতে নাহি দিল তুড়ুক তোমার ॥
 তৃষ্ণার্ত রহিলু মুই জল না পাইয়া ।
 এ হুঃখ মিটাব আজি তোমারে যারিয়া ॥
 এখান ছাড়াইয়া ঘরে পাঠ্য তাহারে ।
 মকুবা এখনি বধ করিব তোমারে ॥
 এতেক স্বপন দেখি জাগিয়া বিচারে ।
 তখনি ডাকিয়া নিজগণ-অনুচরে ॥

প্রেমনিধি সাধুরে তখনি আনাইয়া ।
 ভূতি-নতি করি বহু চরণে পড়িয়া ॥
 কহয়ে ঠাকুর তব তৃষ্ণার্ত আছয় ।
 জলপান করাও এখনি গিয়া তার ॥
 ছই চারি মশাল সহিত দিল তার ।
 আনন্দিত-হিয়া সাধু গিয়া শীতল ॥
 মান করি পুন ভোগ-রাগ আদি দিল ।
 কর্পূর বাসিত জল পান করাইল ॥
 লোকে ধন্য ধন্য সবে করিতে লাগিল ।
 তাঁহার প্রসাদে কত বৈষ্ণব হইল ॥
 বিবর-বিষম-তৃষ্ণা শান্তির কারণে ।
 কৃষ্ণদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে ॥

শ্রীকেবলরাম ভক্ত ।

ভক্ত শ্রীকেবলরাম সাধু সদাচারে ।
 তাঁহার সমান কেহ নাহিক সংসারে ॥
 পরমদয়ালু পরহঃখেতে কাতর ।
 কৃষ্ণভক্তি জানয়ে করিয়া রত্নসার ॥
 যারে দেখে তারে কহে কৃষ্ণপদ ভজ ।
 বিবর-বিষম-বিষ এইক্ষেণে তে'জ ॥
 সাম দান দণ্ড ভেদ উপায় করয়ে ।
 কোনমতে কৃষ্ণভক্তি লওয়াইতে চারে ॥
 চরণে ধরিয়া পড়ে ছাড়িয়া না দেয় ।
 যে পর্যন্ত কৃষ্ণপদ নাহিক ভজয় ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্নতবৎ ফিরে ।
 সব লোক জ্ঞান কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে ॥
 তাঁহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল ।
 দাক্ষণ সংসারসিদ্ধ উদ্ধার করিল ।
 কৃষ্ণনাম ঘরে ঘরে উচ্চৈঃস্বরে গায় ।
 ভবনদীতীরে যেন ধোয়ারি বৈসয় ॥
 পার-হওনের কালে বহুলোক যেলি ।
 কোলাহল করে যেন হয়ে কুতূহলী ॥
 দয়ার সাগর গুণনিধি মহাশয় ।
 জীবের দেখিয়া হুঃখ হুঃখিত হৃদয় ॥
 পথে কোন লোক এক বলদের দেহে ।
 বেজাবাত কৈল দেখি সাধু পুন কহে ॥
 কেনে তাই আদ্যারে করিলা বেজাবাত ।
 সেই কহে কেন হেন কহ মিথ্যাবাত ॥
 সাধু কহে হয় নয় দেখ ভাই সবে ।
 বেজাবাতচিহ্ন পূর্বে দেখ সবে তবে ॥

গো-বিশ্র-বৈষ্ণব-অপমান মহাশয় ।
সহিতে না পারে দেখে দহরে হৃদয় ॥
তাহার সদগুণ-দয়া-ভক্তির কলিকা ।
কৃষ্ণদাস মাগে মানি প্রাণের অধিকা

শ্রীনরবরের রাজা ।

সরস্বত-দেশের রাজা মহাভাগবত ।
সাধন-নিরম পাষণের রেখবত ॥
স্বরণ মনন পূজা দণ্ডবত-নতি ।
আর বে নিরম কত আছে নিতি নিতি ॥
তাহার অন্যথা একতিল নাহি হয় ।
রাজ্য ধন পুত্র দারা প্রাণ যদি যায় ॥
একদিন নিরমিত পূজার বসিয়া ।
হেনকালে পাংশা তার নগরে আসিয়া ॥
আছরে রাজন কৃষ্ণে মন অরোপিয়া ।
বোলাইলা কার্য লাগি লোক পাঠাইয়া ॥
তাঁহে না আইলা রাজা উত্তর না দিলা ।
কিরিয়া আসিয়া লোক পাংশারে কহিলা ॥
না আইলা শুনি পাংশা ক্রোধ বে করিয়া ।
আপনি চলিলা সঙ্গে কউক লইয়া ॥
রাজা বধা পূজা করে তথায় বাইয়া ।
কটু কহি ডাকে হস্তে তলোয়ার নিয়া ॥
তখাচ উত্তর নাহি দিল নৃপবর ।
ক্রোধাবেশে পাংশা তবে করিলা ওয়ার ॥
একপদ কাটিয়া ডারিল তথাপিহ ।
বাহু নাহি কৃষ্ণে মন সর্কোজির সহ ॥
পাংশার মনেতে কিছু চমৎকার হৈল ।
হুই দণ্ড নিরখিয়া ডাবিতে লাগিল ॥
এই যে পুরুষ এ ত সামান্য না হয় ।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইবে নিশ্চয় ॥
রাজার মিরথ তবে সমাপন কৈল ।
ঠাকুরেরে দণ্ডবৎ উঠিয়া করিল ॥
চরণে বেদনা তবে অনুভব হৈল ।
মুচ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল ॥
লজ্জিত হইয়া তবে পাংশাহ আপনি ।
ধরিয়া তুলিয়া তাঁরে কহে স্তুতিবাণী ॥
শ্রদ্ধা করিয়া তাঁর পীড়াশান্তি কৈল ।
প্রায়-ভূম-আদি বহু ইনাম করিল ॥

সেই ঠাকুরের সেবা নানা বিধিমতে ।
অদ্যাপি বরাদ্দ আছে সরকার কৈতে ॥
অলৌকিক সেই মহাশয় চরিত্র ।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে এ কোন বিচিত্র ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।
ধন্য হই যদি পাদরজ পাই তাঁর

শ্রীজগদেব পমার ।

জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার ।
কৃষ্ণভক্তসমাজে তুলনা নাহি ধার ॥
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগ্যবতী ।
কৃষ্ণভক্ত তেঁহ অতি সুশীলা সুমতি ॥
বিবাহ দিবারে রাজা উদ্বুদ্ধ হইল ।
কত্তা কার দ্বারে নিজ মত জানাইল ॥
জগদেব পমার যদি মোর স্বামী হয় ।
নতুবা কাটারি দিব গলায় নিশ্চয় ॥
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল ।
কত্তার চরিত্র বুঝি আনন্দ হইল ॥
জগদেব সাধু কৃষ্ণভক্ত মহাশয় ।
এই হেতু কত্তা মোর বরিতে চাহয় ॥
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাই ।
হেন ভাগবত মোর হইবে জামাই ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ডাকি জগদেবে ।
বিনয়পূর্বক কিছু কহে মুহূর্ত্তে ॥
তুমি মোর কত্তা অঙ্গীকর কৃপা করি ।
যে প্রসাদে এ ছত্তর ভবসিদ্ধ তরি ॥
পমার কহেন যুই বিভা না করিব ।
বনেতে গমন করি শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
বহু যত্ন কৈলা রাজা না হৈল সম্মত ।
কত্তারে বিশেষ তবে কহিল পরত ॥
কত্তা শুনি বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে ।
অন্ন-জল তেরাগিব তাহার কারণে ॥
রাজা-রাণী শোকাকুলি উপায় না দেখি ।
কত্তার আগ্রহে অতিশয় মনহুঃখী ॥
একদিন রাজার সতায় নাচে নটী ।
কৃষ্ণলীলা গায় নটী অতি পরিপাটী ॥
পমারে করিলা নিমন্ত্রণ শুনিবারে ।
পমার শুনিতে আইলা আনন্দ-অন্তরে ॥

সন্মান করিয়া রাজা বসাইলা তাঁরে ।
 গান শুনি মহাতাব সাধুর সকারে ॥
 আনন্দসাগরে ভাসি কহে নটিনীরে ।
 অমৃত করালে পান কি দিব তোমারে ॥
 ধন কিছু নাহি মোর দেহ মাত্র এই ।
 কি দিয়া শুধিব ঞ্চ ঞ্চ চাহ দিই ॥
 হাসিয়া নটিনী কহে প্রাণ চাহি দেহ ।
 শুনিয়া কহয়ে সাধু এই দিই লহ ॥
 এত কহি নিজ মাথা কাটিয়া তৎক্ষণে ।
 অমনি ডারিয়া দিল নটিনী চরণে ॥
 চিকের তিতর হুইতে রাজকন্যা দেখি ।
 কানিয়া আকুল হৈল যবে ছুটি আঁখি ॥
 পমার আমার স্বামী মরিল বলিয়া ।
 কান্দে ধনী হুই কর বুকেতে হানিয়া ॥
 রাজা-রানী আদি সবে সাধুনা করিতে ।
 কহে মোর প্রাণ চাহে বাহির হইতে ॥
 যদি মোর এ পরাণ রাখিবারে চাহ ।
 পমারের কাটাযুগু আনি মোরে দেহ ॥
 তবে সেই কাটাযুগু তারে আনি দিল ।
 রাজকন্যা তাহা এক খালিতে রাখিল ॥
 সন্মুখ হইয়া যবে দেখয়ে নরান ।
 পশ্চাৎ হইয়া মুণ্ড ফিরয়ে আপনে ॥
 পুন খালি ফিরাইয়া সন্মুখ করায় ।
 পুন মুণ্ড অ'পনিহ পশ্চাৎ করয় ॥
 দ্বীপজ না করিব প্রতিজ্ঞা আছিল ।
 মরিয়াও সেই মনস্কাম প্রকাশিল ॥
 পুন রাজকন্যা সেই খড় আনাইয়া ।
 মুণ্ড কক্ষোপরি ধরি দিল বসাইয়া ॥
 বসাইয়া মাত্র ঘোড় লাগি পূর্ববৎ ।
 হৈল শরীর যাতে কৃষ্ণের শুকত ॥
 চেতন পাইয়া পুন ফিরিয়া বসিল ।
 রাজকন্যা বহু স্তুতি করিতে লাগিল ॥
 অঙ্গসজ তোমারে করিতে নাহি কহি ।
 দাসী অঙ্গীকার মোরে কর মাত্র এই ॥
 তোমার সেবার সুই কৃতার্থ হইব ।
 কৃষ্ণ-নাম-লীল'-শুন সদাই শুনিব ॥
 এই বাহ্যামাত্র মোর কৃপা কর মোরে ।
 নতুবা তেজিব প্রাণ কহিল তোমারে ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত হৈল ।
 কৃষ্ণ-অমুরাঙ্গী রাজকন্যারে বুঝিল ॥

হৃদয়ে অগ্নিল মূখ প্রসন্ন হইয়া ।
 অঙ্গীকার কৈল তার দ্বীপ মানিয়া ॥
 চতুর্দিকে লোক সব দেখি চমৎকার ।
 প্রশংসা করয়ে করে অরুণকার ॥
 তবে ছুই জনে শেজি বিষয় বিভাগ ।
 নির্জনে থাকয়ে সন ছাড়ি অন্য যোগ ॥
 কৃষ্ণকথা-আলাপন বিনে অন্য কথা ।
 যথার প্রসঙ্গ হয় নাহি যান তথা ॥
 পূর্ণ কৃষ্ণকৃপা হৈল দৌহার উপরে ।
 ডুবিল দৌহের মন প্রেমের পাথারে ॥
 প্রেমামৃত-সিদ্ধনীয়ে দৌহে ক্রীড়া করে ।
 পরমনিবৃত্তি হৈল মায়া গেল দূরে ॥
 রাজার বৈষ্ণবে রতি হয় আসাধারণ ।
 কৃষ্ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ-নিষ্ঠা-শান্তি নিশ্চয়সর ॥
 আর এক কন্যা তাঁর আছয়ে যুবতী ।
 ধর্ম্মেতে নাহিক মতি স্বভাব অসতী ॥
 এক যে বৈষ্ণব গৃহে কতক দিবস ।
 থাকয়ে অন্তরে যার আছয়ে বিশ্বাস ॥
 কিন্তু অন্তস্পর্শে সেই কন্যার সহিত ।
 আসক্তি জন্মিয়া দৌহে হইল পিরীত ॥
 রাজা প্রাতঃকালে উঠি বাহির বাইতে ।
 দৌহে মেলি ক্রীড়া করে ছাতে সেই পথে ॥
 দৈবাৎ অলসে নিজা গৌর হুই জনে ।
 উলঙ্গ হইয়া দৌহে করি আলিঙ্গনে ॥
 রজনী প্রভাত হৈল তাহা নাহি জানে ।
 হেনকালে রাজা যার মুখ প্রক্ষালনে ॥
 আগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সহিত ।
 শুতিয়া আছয়ে কিছু নাহিক সংবিৎ ॥
 দেখিয়া রাজন্ কিছু বিচার করিল ।
 যতপি বৈষ্ণব হেন অতিক্রম কৈল ॥
 তথাপি আমার ইহঁ দণ্ড-অর্হ নহে ।
 বৈষ্ণবের দণ্ডকর্তা কত রাজা নহে ॥
 কৃষ্ণের শুকত হয় কৃষ্ণ যার প্রভু ।
 অন্যের শাসন-অর্হ নহে সেই কতু ॥
 এতেক বিচার করি কিছু না কহিয়া ।
 নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি লইয়া ॥
 তাহা দৌহার অঙ্গে ঢাকি গেলেন চলিয়া ।
 নিদ্রাভঙ্গ হৈল দৌহে উঠে চমকিয়া ॥
 রাজার উড়নি অঙ্গে দেখিয়া ভাবয় ।
 কল্লিত হইয়া উঠি গেলা নিজালয় ॥

বৈষ্ণব সত্তর অতি কল্পিত অস্তরে ।
 রাজা তাহা দেখি অতি সন্মান আচরে ॥
 পূর্বে নৈতে অধিক ভক্তি আচরিল ।
 বৈষ্ণব অস্তরে তবে আনন্দ পাইল ॥
 বৈষ্ণবে এতক ভক্তি অতএব ধন্য ।
 সাধু সাধু সেই এক জিজগতে মান্য ॥
 নির্মলসংমধ্যে তাঁরে মানি শ্রেষ্ঠ করি ।
 তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কারি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমাধবসিংহ-রাজরাণী-আদি-
 ভক্তগুণবর্ণনং চতুর্বিংশ-মালা ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ মালা

—●—

কৃষ্ণদাস সোণার-আদি-ভক্তগুণবর্ণন ।

শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দেবচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

কৃষ্ণদাস নাম হয় সোণার বৈষ্ণব ।
 কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শুদ্ধপ্রেমভাব ॥
 দিবা রাত্রি নাহি জানে প্রেমসেবানন্দে ।
 চকোর যেমন সুখা পান করে চন্দ্রে ।
 প্রোতঃকাল অবধি গদ্যার শ্রোত-ন্যায় ।
 বধন যে সেবা তারকটি নাহি হয় ॥
 মধ্যে মধ্যে নিরমিত নৃত্য-গীত-বাদ্য ।
 করে নিতানি সাধু অহুরাগ-সিদ্ধ ॥
 একদিন নৃত্যগীত করিতে করিতে ।
 পারের নুপুর খলি পড়িল ভূমিতে ॥
 নৃত্য দেখি ঠাকুরের আনন্দ জন্মিল ।
 কিঙ্ক রসাতল হৈল নুপুর খসিল ॥
 আপনি সামান্য বালকের রূপ ধরি ।
 নুপুর চরণে পরাইলা বহু করি ॥
 কে ভূমি কহিতে সাধু আর দেখে নাই
 সশর সাধুর মনে হইল বড়ই ॥

সেহাবেশে অহুরাগ অনেক করিল ।
 প্রণয়কলহেতে খিৎকার বহু দিল ॥
 ভৃত্যের চরণ ধরি নুপুর পরালে ॥
 হি হি তব লাজ নাই যুগা না করিলে ॥
 ঠাকুর শুনিয়া তাহা মুচকিয়া হাসে ।
 তাহার মরম নাহি বুঝে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস সাধুর ।

গোবর্দ্ধনবাসী কৃষ্ণদাস মহাশয় ।
 গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভক্তির আলয় ॥
 দিবানিশি কৃষ্ণনাম উচ্চারণে গার ।
 আহার-বিহার কুখা-ভুখা না বাধয় ।
 কৃষ্ণ বলি সদাই করুণা করি ভাকে ।
 উন্নত সদাই সাধু প্রেমানন্দ সুখে ॥
 একদিন গোফার ছায়ায় এক ব্যাঘ্র ।
 আসি দাড়াইল ভয়ঙ্কর-মূর্তি উগ্র ॥
 সাধু তারে দেখি বহু সন্মান করিল ।
 অতিথি বলিয়া আনি আসন অর্পিল ॥
 থাইতে কি দিব বলি করয়ে চিন্তন ।
 মাংসভোগী হয় ব্যাঘ্র আদি পশুগণ ॥
 মাংস আর কোথা পাব নিজ অঙ্গ বিনা ।
 এত ভাবি নিজ পাদ কাটিয়া আপনা ॥
 ব্যাঘ্রেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল ।
 ব্যাঘ্র তা ভোজন করি উঠিয়া চলিল ॥
 কন্য়ার আকার পাছে কেহ কর মনে ।
 সাধুর আশর গুহু কেহ নাহি জানে ॥
 পরহুখে হুঃখী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব ।
 নাহি দেখে নিজ সুখ-হুঃখ লাভালাভ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি করিয়া কামনা ।
 তাঁহার চরণে চাহি সঁপিতে আপনা ॥

শ্রীগদাধর ভক্ত ।

বরহামপুরের সন্নিকটে এক গ্রাম ।
 তাহাতে বসতি হয় গদাধর নাম ॥
 অপূর্বমন্দিরে কৃষ্ণসেবা অহুগাম ।
 গাল খেহারী হয়ে ত ঠাকুরের নাম ॥
 দিবানিশি নানা উপচারে সেবা করে ।
 বৈষ্ণবে পিরীত সেবা কতক প্রকারে ॥

কিন্তু যে সঞ্চয় অর্থ অন্ন আদি করি ।
কিছুমাত্র নাহিক রাখয়ে ধরে ধরি ॥
অন্ন-জল-কল-মূল যখন যে পায় ।
সংসার করিয়া ভোগ তখনি লাগায় ॥
তথাপিহ নিতি হয় মহামহোৎসব ।
নানা ভোগ লাগে ধার শতেক বৈষ্ণব ॥
কুণ্ঠেতে এসন্ন যেই তার কি অভাব ।
না চাহিতে হয় তার চতুর্ভুজ লাভ ॥
এক দিবস যে গ্রহর দুই হৈল ।
সেবা নাহি হয় দ্রব্য কিছু না মিলিল ॥
আনন্দে বসিয়া সাধু কৃষ্ণগুণ গায় ।
ঠাকুর আনিবে মনে আছয়ে নিশ্চয় ॥
হেনকা ল এক মহাজন দুইশত ।
টাকা দিয়া ঠাকুরে করিল প্রণিপাত ॥
সেই দুই শত টাকা তখনি লইয়া ।
সামগ্রী আনিয়া নানা পাকাদি করিয়া ॥
ভোগর'গ দিয়া মহামহোৎসব কৈল ।
কল্য হইবেক বলি কিছু না রাখিল ॥
নিতি নিতি এইমত করে মহোৎসব ।
প্রেম্যানন্দে কাটে কাল নাহি কোন ক্ষোভ ॥
মোরা যে বিষয়শুখ মস্তকে ধরিল ।
তুঁহ সেই বিষয়ের মাথে পদ দিল ॥
বিষয় নামাইয়া ভূমে তাঁর পাদদ্বয় ।
মস্তকে ধারণ করি শক্তি নাহি হয় ॥
যেহেতুক মায়ার যে চরণ-আঘাতে ।
না মরি না বাঁচি সদা মগ্ন যাতনাতে ॥
বৈষ্ণব গোসাঁঞি বিনে ইহার উপায় ॥
অনেক চুড়িয়া কৃষ্ণদাস না দেখয় ॥

শ্রীভগবান্দাস ।

ভগবান্দাস নাম একান্ত নৈষ্ঠিক ।
ভজননিয়ম যেন পাবাণের রেখ ॥
রাজা ছল করি তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবারে ।
সহরে ঢেঁড়য়া দিল নিজভৃত্যদ্বারে ॥
তিলক তুলসী মালা যে জন ধরিব ।
তৃতীয় বিদগে তার মস্তক ছেদিব ॥
অনৈষ্ঠিক বাহারা তাহারা তাহা শুনি ।
কণ্ঠ-তিলক-হীন হইল অমনি ॥

ভগবান্দাস কহে এ বড় প্রমাণ ।
কণ্ঠ তিলক ছাড়ি জীবনে কি সাধ ॥
যায় যাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা কল ।
যতপি ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল ॥
পরাণ থাকিতে এ ত না পারি ছাড়িতে ।
মৃত্যু ত নিশ্চয় আছে কি তার তাহাতে ॥
এত কহি সর্ব্বাঙ্গে তিলক-ছাব কৈল ।
কণ্ঠ ভরিয়া কণ্ঠ ধারণ করিল ॥
দুই তিন দিন পরে রাজা বোলাইল ।
ভক্তিনিষ্ঠা জানি তাঁরে পরিতোষ হৈল ॥
বাহারা ভয়েতে মালা-তিলক ছাড়িল ।
তাহাদিগের লজ্জা দিয়া ভক্তি শিখাইল ॥
রাজার চরণে করি কোটি পরণাম ।
আমা-সবাকারে যদি শিখায় ধরম ॥

শ্রীসুবার দেওয়ান ।

সুবার দেওয়ান এক বড় ভক্তিমান ।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণপদে মন ॥
স্বভাব সুশান্ত নিম্নংসব দয়ালীল ।
কৃষ্ণ বিনে মিথ্যাকার দেখয়ে অখিল ॥
শ্রী তাঁর তেমতি সুবিজ্ঞা কৃষ্ণভক্তা ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে সমান অনুরক্তা ॥
গুরু-গৃহে আইলেন অতি ভক্তিতাবে ।
শ্রী পুরুষ মিলি কার-মন বাক্যে সেবে ॥
গুরুর গমনকালে বিদায় কারণ ।
কি দিব জীকে তবে পুছে দেওয়ান ॥
শ্রী কহে যতপি আমারে জিজ্ঞাসহ ।
তবে যে উচিত যদি মোর বাক্য লহ ।
'সর্ব্বস্ব গুরুবে দত্তাৎ' এই ত প্রমাণ ।
যারে সমর্পণ যে করিলে দেহ প্রাণ ॥
অতএব গৃহ-অর্থ সকলি সঁপিয়া ।
চলহ বাহির হই এক বস্ত্র নিয়া ॥
কৃষ্ণ পাইবার পথ বড়ই সুগম ।
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন ॥
যার দ্রব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্ন সার ।
ইহাতে কি পরামর্শ কিবা সে বিচার ॥
শ্রীর স্তব্রবাক্য সাধুর সম্মত ।
বেদের নিগূঢ় সার পরম সিদ্ধান্ত ॥

তনিয়া দেওয়ান তাঁরে প্রশংসিঞা করে ।
 গদগদ করে ছুটি চক্ষে ধারা বহে ॥
 ধন্ত তুমি তোমার বাল্যই নিরা মরি ।
 প্রীত এমন মতি কভু নাহি চেরি ॥
 তোমার মায়ার আমি হইয়া মোহিত ।
 সঞ্চর করি যে মুই অর্থে মোর প্রীত ॥
 সেই তুমি তাতে যদি অনাসক্ত হৈয়া ॥
 গুরুকে সর্বস্ব দিতে ছুট হৈল হিয়া ।
 ইহার অধিক আর সুখ কিবা আছে ।
 এ মোহে তরিত্ন বাতে কৃষ্ণ পাব পাছে ॥
 ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য কর্তব্য ।
 চল নিকশিয়া যাই দিয়া সব দ্রব্য ॥
 তবে প্রী নিজ অঙ্গ-ভূষণ বতেক ।
 খুলিয়া ধরিল অঙ্গ অঙ্গের প্রত্যেক ॥
 ছুই হাতে ছুই গা ছি বাকি রাঙ্গা সূত্র ।
 স্বামী বর্তমান চিহ্ন রাখিলেন মাত্র ॥
 ছুই বস্ত্র ছ'জন্য পরিধান হয় ।
 তাহাই লইয়া মাত্র দৌড়ে নিকশয় ॥
 গুরুকে সর্বস্ব সাধু অমর্ষণ কৈল ।
 গুরু তাহা নাহি নিল দৌড়ে হেঁট হৈল ।
 সাধু প্রী-পুরুষে মেলি চাহে সমর্পিতে ।
 গুরু শিষ্য প্রতি স্নেহে না চ'হেন নিতে ॥
 গুরু আজ্ঞা করি তবে গৃহে চলি গেলা ।
 আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে বসতি করিলা ॥
 গুরু সেই অর্থ কিছু গ্রহণ না কৈলা ।
 কিন্তু ছলে বলে পাছে তারি সাত কৈলা ॥
 তাঁহার চরণ রক্ত হৃদয়ে অর্পিলা ।
 ভক্তির কণা নাগে এ কৃষ্ণদাসিয়া ॥

শ্রীলালমতী বাই ।

লালমতি বাই নাম গুন তাঁর কথা ।
 ভক্তিপথে নাহি বুঝি তাঁহার সমতা ॥
 বুঝি তেঁহ ভক্তিদেবীর প্রিয়ধাম ।
 অথবা দেবীর তাঁর অঙ্গেতে বিশ্রাম ॥
 কিংবা তাঁর অঙ্গের কিরণ লালমতি ।
 কিংবা তেঁহ অরং প্রকাশরূপে হিতি ॥
 গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এক করি অ
 অস্ত্র দেবা দেবী জ্ঞান ধর্ম নাহি মানে ॥

অনন্যমাধুর্য্য দৃঢ় অচলা ভক্তি ॥
 অষ্ট সাধিক মহাপ্রেমময় রতি ॥
 দিবা-নিশি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণময় দেখে ।
 কৃষ্ণনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি মুখে ॥
 আহার বিহার নিদ্রা কোন চেষ্টা নাহি ॥
 হা হা কৃষ্ণ বলিয়া ফুৎকারে রহি রহি ॥
 বৈষ্ণব দেখিয়া শ্রীল-কৃষ্ণবুদ্ধি করি ।
 প্রেমাবেশে কান্দায় চরণযুগ ধরি ॥
 বৈষ্ণব-অধরামৃত-পানোদক-রজ ।
 সেবন করেন সদা ধরেন হৃদিমাক ॥
 বৈষ্ণবের গুণগান করে বেই নীত ।
 ছুঁকাসারে ভগবান্ কহে ছন্দ গাঁথা গীত ॥
 নাম গুণ লীলা সদা উচ্চস্বরে গায় ।
 ছুই চক্ষে যেন গঙ্গাধারা বহি যায় ॥
 কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ বাতে চারি ওষে সম ।
 চেরে একে একে চারি নাহিক বিষম ॥

(দোহা হিন্দী)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক ।
 ইনকে পদ বন্দন কটের নাশে বিঘন অনেক ॥
 অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধান্ত ।
 উপনিষদের মতে সিদ্ধান্ত নিতান্ত ॥
 চারি একে একে চারি জানিয়া নিশ্চয় ।
 শরণ লইতে তবে কৃষ্ণদাস ধার ॥
 ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীকৃষ্ণদাস-সোণার-আদি-
 ভক্তগুণকথনং পঞ্চবিংশ-মালা ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ মালা ।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-সহ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট-ব্রহ্মনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-ব্রহ্মনাথ ॥
 এবে কহি বৃন্দাবনধামের মহিমা ।
 পরম অকৃত যায় নাহি হয় সীমা ॥
 মথুরামণ্ডল ব্যাপি লীলা অকুল ।
 গিরি নদী বৃন্দ বন মহিমা অকুল ॥

কুণ-সরোবর আদি ভুবনগাধন ।
 প্রধান প্রধান কিছু করিব বর্ণন ॥
 সপ্ত গিরি চারি ধাম ছয়াদশ বন ।
 ছয়াদশ উপবন পরমমোহন ॥
 ত্রিসপ্ত কদম্বখণ্ডি সপ্ত বট হর ।
 সপ্ত নদী সপ্ত সরোবর বিরাজয় ॥
 চৌরাসীতি কুণ্ড চৌরাসীতি হয় কুণ ॥
 অসংখ্য লীলার স্থান লীলা অমূল্য ॥
 তাঁ-সবার নামসংকীৰ্ত্তন পুন করি ।
 মহিমা শুণেয় কথা কহিবারে নারি ॥
 বর্ষানের গিরি নন্দীশ্বর গিরিবর ।
 কাশ্যবনে গিরি কৃষ্ণদচিহ্নধর ॥
 চরণপাহাড়ি বলি ধ্যাত ত্রিজগতে ।
 অস্ত্রাপি দর্শন শ্রীচরণ চিহ্ন তাতে ॥
 কদম্বখণ্ডির গিরি পরমমোহন ।
 যথা গুহ্য রাসলীলা সহ-গোপীগণ ॥
 আদিবাস্তি গিরিবর পরমসুখময় ।
 বসিনাথরূপে তথা কানন সুখময় ॥
 চরণপাহাড়ি যথা চরণ গঙ্গা হয় ।
 গো-মহিষ-আদি তথা পদ চিহ্নচয় ॥
 সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা ।
 বেদ-বিধি-মগোচর না হয় বর্ণিমা ॥
 ইহ-সবার মহিমা যে প্রত্যেকে বর্ণিতে ।
 নারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বুদ্ধিতে ॥
 প্রথমে শ্রীনন্দীশ্বর-গুণগান করি ।
 চিদানন্দময় নিত্য ব্রহ্মময় গিরি ॥
 যোগপীঠ যোগেশ্বর অগত-আরাধ্য ।
 পরাংপর কৃষ্ণকীড়'ধাম নিত্যসিদ্ধ ॥
 পিতা শ্রীগনেশ্বরাজা মাতা শ্রীব্রহ্মোদা ।
 গো-গোপ-গোপিকা সহ যথা লীলা সদা ॥
 প্রাতঃকালে মাতা গাজোখান করাইয়া ॥
 ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিয়া ॥
 অশ্রুজলে ভাসি যায় শুনে ক্ষীর বহে ।
 রেহে মাতা নাহি ছাড়ে কণ্ঠে ধরি রহে ॥
 স্বর্ণ-অলঙ্কার কৃষ্ণ-অঙ্গেতে শোভিত ।
 নীলরতন যেন সোণার অর্জিত ॥
 ব্রহ্মোদামাতার কণ্ঠে ভাল শোভা করে ।
 ত্রৈলোক্য উপমা তার নাহিক দিবারে ॥
 মাথের আঘরে কৃষ্ণ আলুধাইয়া গা ।
 নাচার দুখানি পদ আধ আধ রা ॥

বদন মাথের স্বর্কে করে কণ্ঠ ধরি ।
 যুগ্ম হস্ত শ্রীবদনে চমৎকারকারী ॥
 নাসার গোলক গজমতি আন্দোলিত ।
 কি আশ্চর্য্য তাহা হেরি ভুবন মোহিত ॥
 লালন করয়ে মাতা ছাড়িতে না পারে ।
 ভ্রূমেতে রাখিতে মাতার অন্তর বিদরে ॥
 কতকণ পরে তবে দাসগণ ঘারে ।
 সুখপ্রকালন-আদি করান সত্বরে ॥
 অলঙ্কার-বস্ত্র পরাইয়া তবে দিলা ।
 মলরাম সহ গোদোহন-হেতু গেলা ॥
 গো-দোহন করে মধুমঙ্গল সহিতে ।
 হেনকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে ॥
 কৃষ্ণ লাগি অন্ন আদি পাক করিবারে ।
 আইসেন শ্রীব্রহ্মোদা-মাতার আগারে ॥
 নব-গোচারণে নিশা সোণার পুতলী ।
 ক্ষীণ মধ্যভাগ তাহে শোভয়ে জিবলী ॥
 অঙ্গের ছটার দশদিক্ আলোকিত ।
 সুস্থির চপলা যেন বেড়িয়া উদিত ॥
 স্নানর কুটিল নব কাদম্বিনী তিনি ।
 স্থলগাফা কেশ পৃষ্ঠে লোঠন দোলনি ॥
 অপূর্ব লোহিত কটবসন ঘাগরা ।
 বালোর তাহার প্রান্তে দোলে মণি-হীরা ॥
 সুন্দর নীল বস্ত্র অঙ্গে ঝুঁড়ুনি শোভয় ।
 মণি মুক্তা হীরা অরি খচিত তাহার ॥
 চরণে ঘুঘুর হেমনুপুর পঞ্চম ।
 চালাইতে চরণ বাজিছে ঝম্‌ঝম্ ॥
 কটিতে কি কণী কণ্ঠে মুক্তার হারি ।
 মণি-চক্রহার শোভে উরু-উপরি ॥
 অমূল্য রতন মণি সোণার অর্জিত ।
 বক্ষঃস্থল শোভা কবে কৃষ্ণমনো'নীত ॥
 কণ্ঠে রত্ন টেঁড়ি তাহে বুদ্ধি লটকে ।
 নাসাতলে মুক্তা দোলে বিজুরী চমকে ॥
 নাসার তিলক মৃগমদ সুশোভন ।
 চিবুকে কস্তুরীবিন্দু শ্রীকৃষ্ণমোহন ॥
 সিন্দূরের বিন্দু ভাল অলক কুন্তল ।
 অর্ধকুণ্ডলীরূপে করে কলমল ॥
 সোণার কমলে যেন ভ্রমরার পাঁতি ।
 হেমচন্দ্রোপরি যেন নবঘনতাতি ॥
 তাহার উপরে শোভে মণিময় সিঁতি ॥
 হেম-অঙ্কিতনে আন্দোলিত মুক্তাপাতি ॥

তাহে লগ্ন মধ্যে মণি মণিক্য রচিত ।
 চৌদিকে মুকুতা গাঁথি পরম শোভিত ॥
 টীকা আন্দোলারমান সুচিকণ ভাণে ।
 তাহে চমৎকার শোভা বদনকমলে ॥
 বাহুগুণে বাজুবদ্ধ রতনে অঙ্কিত ।
 তাঁটক তাবিজ তাহে ঝাঁপ সুগলিত ॥
 নীলমণি-চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া ।
 আঙ্গুলে অঙ্গুরী হীরামণিক-কলয়া ॥
 গজেন্দ্রগমনে আইসে সঙ্গে সহচরী ।
 সমান বয়েস বেশ পরমসুন্দরী ॥
 কৃষ্ণকথা-আলাপনে হাসিতে খেলিতে ।
 লোহিত পুষ্পে ॥ গেণ্ডু লুকিতে লুকিতে ॥
 গোষ্ঠের খিড়িকে আসি উপনীত হৈল ।
 কৃষ্ণ হেরি হৃদয়কমল বিকসিল ॥
 সখীসহ পবন আনন্দে মগ্ন হৈলা ।
 আড়নরাশি হেরি চমকিত ভেলা ॥
 প্রেমের বিকার লোকভরে সামাগিয়া ।
 সুবদনে দিলা আড়ঘোমটা টাঙ্গিয়া ॥
 সেই যে গ্রীবার তদ্বি শ্রীহস্তের শোভা ।
 করতল রক্ত করপৃষ্ঠ স্বর্ণ-আভা ॥
 তাহাতে রতনাসুরী পরমমোহন ।
 হেরিয়া ক্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলা মগন ॥
 আর তাহে ছলক্রমে বস্ত্রান উঘারি ।
 ঘোমটা খুলিয়া চাহে নয়ান পসারি ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পুনক হৃদয় ।
 নিজানুসন্ধান তুলি চমকিয়া চার ॥
 প্রাক্কম-কমল হেরি যেমন ভ্রমর ।
 পূর্ণচন্দ্র হেরি বেন লোভিত চকোর ॥
 নবঘনপানে বেন চাতক চাহর ।
 চন্দ্রের উদরে বেন সিদ্ধ উখলর ॥
 তেমনি কৃষ্ণের হৃদি-নয়ান উন্মত্ত ।
 রসলোভী জানিয়া রসের পরতত্ত্ব ॥
 ডুবিয়া রসের সিদ্ধ উঠিতে নারর ।
 আঁধি মন-হীন কৃষ্ণ করাদি চালর ॥
 দোহন করয়ে বাঁটে ছুঁই নাহি করে ।
 তথুই চালর হস্ত বাহু নাহি ফুরে ॥
 ধবলীর ভরমে ধবলপদ * ছানি ।
 ভ্রমচেষ্ঠা দোহন করয়ে মুষ্টি বান্ধি ॥

দৌহ-মন দৌহো প্রেমসাগরে মগ্নন ।
 দৌহাকার ভ্রমচেষ্ঠা আশ্রবিস্মরণ ॥
 প্রমাদ হেরিয়া ললিতাদি সখীগণ ।
 উপায় চিন্তিয়া তার কৈলা সমাধান ॥
 প্যারীকীর সমুখ করিয়া আচ্ছাদন ।
 ঘেরিয়া চলিলা সবে করি আবরণ ॥
 নন্দালয়ে যাইয়া শ্রীশোভাচরণে ।
 প্রণাম করিলা সবে সুনন্দ্রবদনে ॥
 মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনন্দিত হৈলা ।
 ক্রেড়ে কবি শত শত বদন চুম্বিলা ॥
 আহা বৎস তোমার বাল্যই লইয়া মরি ।
 তোমা সম গুণবতী ব্রজে নাহি হেরি ॥
 রূপে গুণে নীলে কন্ঠে কুণল রঞ্জন ।
 এমন বালিকা আর না দেখি ছুবনে ॥
 আহা মরি কোন্ বিধি সিরঞ্জিল তোমা ।
 ত্রিভুবনে তোমা সম নাহিক উপমা ॥
 আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সুন্দর ।
 তাহার সহিত হয় তুলনা তোমার ॥
 বিধাতা বিমুখ মোরে বঞ্চনা করিল ।
 হেন যে রূপনী বধু মোর না হইল ॥
 তথাচ আমি র স্বাভাবিক হয় জ্ঞান ।
 তোমায়ে দেখিরা মোর বধুর সমান ॥
 এত কহি বন্ধঃস্থলে স্নেহাবেশে রাখি ।
 বদন চুম্বয়ে মাতা ছলছল আঁধি ॥
 তবে আজ্ঞা দিলে রঞ্জন বাইতে ।
 লইয়া রোহিণী মাতা চলিলা তুরিতে ॥
 অঙ্গুগতা দাসী শ্রীচরণ-ধোয়াইলা ।
 সোণার পুতলী গৌরী রঞ্জন চলিলা ॥
 যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা ।
 কণমাতে পাক কৈল অমৃতনির্মিতা ॥
 এতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন ।
 শাল্য পিষ্টক কীর স্বাদ বিলক্ষণ ॥
 অস্ত্র গোপীগণ জলপানীয় সামগ্র ।
 বানাইয়া সুন্দর হইয়া চিত্তব্যঞ্জ ॥
 উৎকর্ষা হইয়া মাতা কৃষ্ণে বোলাইয়া ।
 স্নান করাইয়া জলপান করাইয়া ॥
 শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীবামাদিগণ ।
 কৃষ্ণের বতক সখা প্রণয়ভাজন ॥
 কৃষ্ণ বলরামে মাতা সবার সহিত ।
 ভোজন করায় অতিথিবে আদ্রচিত ॥

ভোজনকালীন কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে ।
কত বা কোতুক কবে হাসে কত রঙ্গে ॥
বর্ণিতে নারিহু তাহা বিস্তার করিয়া ।
সংক্ষেপে কহিহু কিছু ভোজনের ক্রিয়া ॥
সমাগন করিয়া ভোজন আচমন ।
শয়ান করিয়া করি তাবুলচর্চন ॥
হুই দণ্ড শয়ন করিয়া উঠি তবে ।
গৌচারণে গেল দশদণ্ড বেল যবে ॥
মেহেতে কাতর মাতা সাজাইয়া দিল ।
গোধন লইয়া সখীগণে গোঠে গেল ॥
কৃষ্ণের অধরাশ্রুত ধনিষ্ঠা আনিয়া ।
প্যারীজীকে দিলী অতি গোপন করিয়া ॥
সখীগণে মিলি প্যারী ভোজন করিয়া ।
কৃষ্ণদরশনহেতু উৎকণ্ঠা হইল ॥
যশোমতী মাতা বহু আদর করিয়া ।
মণি অলঙ্কার বস্ত্র দিগা পরাইয়া ॥
কুন্দলতা সহ গৃহে দিল পাঠাইয়া ।
ঘরে গিয়া অট্টালিকা উপরে চড়িয়া ॥
কৃষ্ণদরশন কবে উৎকণ্ঠা হইয়া ।
প্রেমোন্মত্তে মূচ্ছিতা সখী রাখয়ে ধরিয়া ॥
কৃষ্ণ চলি গেলা বনে না মিলে দর্শন ।
বিহবে কাতর হেরি মিলি সখীগণ ॥
গুরুজন অনুমতি লইয়া আইল ॥
সূর্য্যপূজা ছলে বনে লইয়া চলিলা ॥
বৃন্দাবন গিয়া রাখাকুণ্ডতীরকূলে ।
অতিশ্রিত স্থানে যাতে কৃষ্ণমন রঞ্জে ॥
তথায় মিলন হৈল কৃষ্ণের সহিত ।
বাসনা পূরিল নিজ নিজ মনোনিীত ॥
অতএব শ্রীল-নন্দীশ্বরে নিত্যলীলা ।
অনাদ্যন্ত অখণ্ডিত পরম রসিলা ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ধাম ।
জিজ্ঞাসিতে এক পুণ্য মাণ্য অভিরাম ॥
তীহার চরণে করি কোটি কোটি নতি ।
মরণে জীবনে মো সবার বেঁধ গতি ॥

অথ কাম্যবনে চরণ পাহাড়ি—মহিমা বর্ণন

কাম্যবনে বহু লীলা কহিতে নারিব ।
চরণপাহাড়িগুণ কিকিৎ বর্ণিব ॥

লুকালুকি কুণ্ড হয় তাহার পার্শ্বেতে ।
গোপীগণ কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে তাতে ॥
জলফেলাফেলি করি পিচকারি কেলি ।
করিতে কারিতে কহে গোপীগণ মেলি ॥
জলে ডুবি থাকিতে কে কতক্ষণ পারে ।
আইস সকণে ডুবি কহেন কৃষ্ণেরে ॥
ইহা কহি গোপীগণ আপনে আপনে ।
অঁধি ঠাণাঠা র করে হাসত বদনে ॥
ছল করি হারাইব ইহাতে কৃষ্ণেরে ।
কেমন চতুর আজি বুঝব উহারে ॥
কৃষ্ণসহ এককালে সবাই ডুবিব ।
চতুরাই করি মোরা উঠিয়া রাহিব ॥
কৃষ্ণ উঠিবার সময়ে জানি ডুব দিব ।
আগেতে উঠিলা বনি ছলে হারাইব ॥
পাছে হাততালি দিয়া ঢাটকারি দিব ।
পণ করি চূড়া বাশী ছানিয়া লইব ॥
এতেক যুগাত কার ডুবে কৃষ্ণসহ ।
খেলিতে খেলিতে হৈল প্রেমের কলহ ॥
কৃষ্ণ কহে জিনিলাম তোমরা হারিলে ।
গোপীগণ কহে তুমি লাজ না মানিলে ॥
হারিয়া জিনিতে চাহ করিয়া অন্যায় ।
বাশী কাড়িয়া লব দোখ কে রাখয় ॥
কৃষ্ণ কহে পুন আইস, ডুবি পণ করি ।
তোমরা ষষ্ঠাংগ হারি কিংবা আমি হারি ॥
তোমরা শতেক চুষ আলঙ্কন দিবে ।
নতুবা যে মোর স্থানে বুঝিয়া লইবে ॥
কৃষ্ণের চাতুর্য্য আর বাক্যের কোশল ।
হুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজনফল ॥
গোপী তাহা না বুঝিয়া অঙ্গীকার কৈল ।
পুন বুঝি মূর্চকিয়া মুখ ফিরাইল ॥
পুনর্বার এককালে ডুবিয়া সবাই ।
গোপীগণ উঠি দেখে কৃষ্ণ উঠে নাই ॥
বহুকণ হৈল যদি কৃষ্ণ না উঠিল ।
মুখস্থানি হৈল সত্যার ভয় জন্মাইল ॥
কৃষ্ণ কেনে না উঠিল কি হেতু ইহার ।
অঁধি ছল ছল সব কহে পরস্পর ॥
বুঝিয়া সবাই বুণে জলের ভিতর ।
কানিয়া আকুণ সব বিকল অন্তর ॥
মণিহারী কণী ঘেঁষ প্রাণ বিনে দেহ ।
ভেষজি না মিলি কৃষ্ণ স্থির নহে কেহ ॥

ব্যাধের বাণেতে যেন চঞ্চল হরিণী ।
 ইধি উধি ধার কান্দি করি উচ্ছ্বসি ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র ডুবি জলের তিতর হইয়া ।
 গমন করিয়া গিরা পর্বতে চড়িয়া ॥
 গোপীগণে কাতর দেখিয়া দুঃখ হৈল ।
 পর্বতশিখর হৈতে বংগী বাজাইল ।
 সে যে বংশীধ্বনি তার উমণা না হয় ।
 অন্যপর কার কথা পাষণে দ্রবয় ॥
 পর্বতসহিত দ্রুবি মোহবৎ হৈল ।
 শ্রীচরণপদ্মচিহ্ন তাহাতে হইল ॥
 সুমধুর কোটি কোটি অমৃত-নির্মিত ।
 শুনি চমৎকার গোপী হইল মোহিত ॥
 সর্ব তাপ গেল দূর আনন্দমাগবে ।
 ভাসিল জানিয়া কৃষ্ণ পর্বত-উপরে ॥
 সুখের সাগর কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ।
 হেরিয়া গোপিকা দেহ ধরিতে না পারি ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে মিলি পুন সুখ কোতুকে ।
 বিহার কর য দিবা নিশি নাহি দেখে ॥
 অতএব চরণপাদি ধন্ত ধন্ত ।
 যন্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণচিহ্ন ॥
 কদম্বখণ্ডিত গিরি যাহা রসলীলা ।
 শোভা করে ফলে ফুলে গিরি ধাত শিলা ॥
 আদিবজ্রি গিরিবর পরমমহত্ব ।
 নরনারায়ণরূপে যথা কহে তব ॥
 অদ্যাপি বিরাজমান চতুর্ভুজরূপে ।
 নিজ নাম ধ্যান করে নিজ নাম জপে ॥
 ঐশ্বর্যমার্গের ভক্তি অধিকারিণ ।
 সুনি যোগী ঋষিগণের আশ্রয়ের স্থান ॥
 চরণপাদি ধ্যাত ধন্ত গিরিবর ।
 কৃষ্ণবলরাম গো-মহিষ অমুচর ॥
 সবাকার পদচিহ্ন অদ্যাপি প্রকাশ ।
 কৃষ্ণপদচিহ্নোক্ত গঙ্গা তাঁর পাশ ॥
 শ্রীচরণগঙ্গা বলি তাঁহার খেয়াতি ।
 ভুবনপাবনী তেঁহ সর্বলোকগতি ॥
 একদিন কৃষ্ণ বলরাম সখা সঙ্গে ।
 গো-মহিষ-চারণ করয়ে রসরঙ্গে ॥
 কোতুকী হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি কৈল ।
 যধুর ধ্বনিতে গিরি দ্রবীভূত হৈল ॥
 বেখানে যে সখাগণ গো মহিষ ছিল ।
 সজাকার পদচিহ্ন পর্বতে হইল ॥

কৃষ্ণ বলরাম-পদচিহ্ন স্থানে স্থানে ।
 হাঁটু পাড়ি বসি ছিল সখা কোন স্থানে ॥
 তাহার যে চিহ্নদর্শন অদ্যাপি হ ॥
 অলৌকিক দুর্গত জগতে শুভাক্ষ ॥
 চরণপাদি গিরিবর পদছায়া ।
 আশ্রয় করিয়া হর তাপ পাশ মাঝে ॥
 শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ।
 তাঁহার ভূগনা নাই ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥
 অতঃপর কা কথা শ্রীবৈকুণ্ঠের সনে ।
 না হয় ভূগনা তাঁর মহিমা কে জানে ॥
 কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন ।
 গোবর্দ্ধন বিনে নাহি শোভে বৃন্দাবন ॥
 মথুরামণ্ডলে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ।
 বৃন্দাবনসর্বোত্তম গিরি গোবর্দ্ধন ॥

তথা—

বৈকুণ্ঠজনিভো বরা মধুপুরী তজ্জাপি রানোৎসবাদ্-
 বৃন্দারণ্যমুদারপাশিরমণাং তজ্জাপি গোবর্দ্ধনঃ ।
 রাধাকুণ্ডমহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাং,
 কুর্ধ্যাদন্ত বিরাজতে গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥

মধুপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, এইজন্য বৈকুণ্ঠ হইতে
 শ্রেষ্ঠতম । তথায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন ।
 উদারপাশি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী বলিয়া তাহাতে
 আচার গোবর্দ্ধন । গোকুলপতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশিত
 প্রেমামৃতসিঞ্চন হেতু এই গোবর্দ্ধন গিরিমধ্যস্থ রাধা-
 কুণ্ড শ্রেষ্ঠ । সুতরাং কোনবিবেকী ব্যক্তি গোবর্দ্ধন
 পর্বততটস্থিত এই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবে ?

গোবর্দ্ধন দর্শনে কৃষ্ণ-দর্শন ।
 গোবর্দ্ধনশিলা-পূজা কৃষ্ণের পূজন ॥
 গোবর্দ্ধনশিলারূপে ত্রৈলোক্য নন্দন ।
 ইহাতে কুতর্ক যার সেই অরুজন ॥
 গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য যে লীলা ।
 রাধাসহ নানাকেলি পরম রসিলা ॥
 কন্দ মূল কল জল পুষ্প মুক্তা মণি ।
 অজস্র সুখদ স্বাদ কতেক ভাঙনি ॥
 মণিময় স্থান গৃহে উচ্চ নীচ স্থানে ॥
 কমলতা তরু শোভে তোরণগঠনে ॥
 পনস ধর্জুর তাল গুবাক শিয়াল ।
 লতা আশ্র-বৃক্ষ আশ্র বেল বংশ শাল ॥

নানাবৃক্ষ শ্রেণীমত পরমশোভিত ।
বৃন্দমূলে স্তম্ভ বদ্ধ রতনে জড়িত ॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় প্রেয়সী সহিত ।
রাসলীলা সদা করে বসন্ত উচিত ॥
গোবর্দ্ধননামের মহিমা পরাৎপর ।
শ্রবণ মাত্রেতে হয় কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
শ্রবণ দর্শন আদি পরম সাধন ।
অন্ন সঙ্গে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন চরণে শরণ ।
লইলু করিহু নিজ দেহ-সমর্পণ ॥

মৃগ সারোবর ।

মৃগ সারোবর হয় পরম মোহন ।
তাহার মহিমা গুণ না যায় কখন ॥
নরন নামাতে সারোবর রমণীয় ।
নাভারুণ সারোবর মহামহোদয় ॥
চন্দ্র সারোবর চন্দ্রাবলীজীর হয় ।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্লতরুময় ॥
কুসুম-সারোবর-তীরে কুসুমবিহার ।
নন্দগ্রামে পাবন-সারোবর মনোহর ॥
বিশাখা-সখীর পিতা পাবন আভীর ।
তাহার নির্মিত হয় সুধাসম নীর ॥
প্রেম-সারোবর যবে কিশোরী কিশোর ।
সঙ্কেতমিলন হৈল গোপতে দৌহার ॥
বিচ্ছেদকালে যে দৌহার নরান করিল ।
তাঁহাতে স্নানর সারোবর জনমিল ॥
মান সারোবর যার পরমমাধুরী ।
মান-করি যথা গিয়া বাসিলেন প্যারী ॥
কৃষ্ণের সুখদ অতি আনন্দজনক ।
অতিশয় মহিমা পাবন সর্বলোক ॥

মৃগ বট ।

মৃগ বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা সমুৎকল ।
অতিশয় উচ্চ হন অতিশয় স্থল ॥
ভাণ্ডীর নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে ।
সখাগণ সনে নিত্য নান' খেলা খেলে ॥
শিলায় নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে ।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে ॥
বংশীবট নাম বৃক্ষতলে দাড়াইয়া ।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া ॥

অক্ষরবটের তলে রাগাদিক করে ।
সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহারে ॥
প্রথম মিলন যবে রাধাসনে হৈল ।
দ্বিতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল ॥
সন্ধ্যা অস্তে কৃষ্ণ আসি তথায় রহিল ।
দ্বিতীগণ কিশোরীরে আনি মিলাইল ॥
মুগ্ধাবস্থা নবীন যে নাগক সতি ।
কখন মিলন নাহি ভয়েতে কম্পিত ॥
কৃষ্ণের ভিতর ধনী না যায় চলিয়া ।
রবেন সখীর কটি ধরি জড়াইয়া ॥
না না সখি চল আমি হেথা না রহিব ।
উহার নিকটে মুই কি করিতে যাব ॥
আধ আধ রোদন কিঞ্চিৎ রোব করি ।
টানয়ে সখীর কর ধরি জোরাবরি ॥
সখীগণ কহে কেনে ভীতপ্রায় সখি ।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি হেরি হও সুখী ॥
পরম বাঞ্ছিত অভিলাষের রহন ।
বহুদুঃখ মিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ধন ॥
রসের সাগর কৃষ্ণ রূপের অবধি ।
হৃদয়ে ধারণ কর হেন গুণনিধি ॥
রস য় হেন যে উরজ চক্রবাকে ।
চরাও অমিয়-সুখ হৃদ কৃষ্ণবক্ষে ॥
হেন পদমুখ কৃষ্ণ নীলপদ্ম-মুখে ।
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ সুখে ॥
কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণকাস্তি দিয়া ।
অধিক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া ॥
হেম-ভূজ-মৃগাল গ্রীবায় সমর্পিয়া ।
মধুকর । তৃপ্ত কর মুখমধু দিয়া ॥
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-পার্শ্বে রাকা-চন্দ্রানন ।
উদয় করাত হবে পরম মোহন ॥
রসময় কৃষ্ণচন্দ্র তুমি রসময়ী ।
দৌহা রস পানে দৌহে করহ অবধি ॥
তাহা শুনি কিশোরীর আনন্দ অপার ।
অস্তরে বাসনা কিন্তু বাহে তাবাস্তর ॥
তবে সখী পৃষ্ঠে কর দিয়া বাহু ধরি ।
কৃষ্ণ আগে লইয়া বায়েন সবে ঘেরি ॥
নহি নহি পুনঃপুন বলিয়া চলেন ।
ছুই পদ আগে যান এক পদ পিছনে ॥
উহার নিকটে কেনে মোরে নিরা বাহ ।
কি কাজ আছেরে তোমা-সবার তা কহ ॥

কৃষ্ণরূপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস ।
 লজ্জা-ভয় হেতু বাহে অন্যথা প্রকাশ ॥
 অন্তর আশায় চাহে উড়িয়া পড়িতে ।
 লজ্জা যে বৃহত্তী রাধা রাখে সঙ্কোচিতে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র হেরিয়া সে পরমরূপসী ।
 চমকিয়া চাহয়ে অনঙ্গরসে ভাসি ।
 হেন চমৎকার রূপ কভু নাহি ভেরি ।
 এ কি অপরূপ কান্তি ভুবনসুন্দরী ॥
 সোণার লতিকা কিবা তড়িতে অড়িত ।
 হেম-রাঁকা-চন্দ্র কিবা ভূমেতে উদ্ভিত ॥
 স্বর্ণ কমলিনী কিবা পুঞ্জ সৌদামিনী ।
 কে নু বিধি নিরমিল এ হেন রমণী ॥
 অন্তরে না সহে বাজ উক্ হুক্ হুক্ ।
 অনিনিধে চাহিয়া বহরে তুলি ভুক্ ॥
 সখীগণ ধরাধরি নিকটে আনিতে ।
 আগুসারি কৃষ্ণ কর ধরিতে চাহিতে ॥
 বন্ধার করিয়া কহে কর ফেলে ঠেলি ।
 শপথ কতক দেয় বসময় গালি ॥
 ছুট লম্পট ধুই মানা কর সই ।
 মোর অঙ্গস্পর্শ যেন কভু করে নাই ॥
 যে মোর অঙ্গেতে হাত দিবে জে'রাবরি ।
 গোধন শপথ তার বংশী যাবে চুরি ॥
 সখীগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জন্মায় ।
 শির হেলাইয়া পুন উলটিয়া ধায় ॥
 সখীগণ ধরি পুন অনেক তুষিয়া ।
 কৃষ্ণের নিকটে দিলা বামে বসাইয়া ॥
 যদিপিহ উৎকর্ষা পরম হৃদিমার ।
 তথাপিহ না না না না কহে কহি লাজ ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র ধরি তবে আলিজিতে চাহে ।
 জীবৎ রোদন মুখে না না না না কহে ॥
 উঠিয়া যাইতে পুন উদ্যম করিল ।
 কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধঃস্থলে ধরি আগলিল ॥
 জীবৎ রোদন করি করেছে ঠেলয় ।
 লক্ষরূপ দিয়া সখীগণেরে ধরয় ॥
 তাহাতে যে আভরণ শব্দ কমকে ।
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাস্য চমকে ॥
 অনিনিধে চাহে হৃদি করে হুক্ হুক্ ।
 হাত যোড়ে সখী আগে নাচাইয়া ভুক্ ॥
 মুচকি হাসিয়া সখীগণ আশ্বাসয় ।
 হির হও কৈস তব পুরিবে আশয় ॥

তবে কৃষ্ণ ভ্রাম বসিলেন ভূমি তলে ।
 হাসিয়া রমণীগণ শেষে কিছু বলে ॥
 এত কেনে দিশাহারা হইলে নাগর ।
 আকাশের চান্দ কি হঠাৎ মিলে কর ॥
 কুখার্ত হইলে কিবা গোণ নাহি সহে ।
 অমৃতের আশ্রয় কি মুখ মেলি রহে ॥
 এত কাঁহ বদনে বসন দিয়া হাসে ।
 চেতন পাইয়া কৃষ্ণ আসনেতে বৈসে ॥
 পুনর্বার ধরি সবে আনি কৃষ্ণবামে ।
 বসাইল সখীগণ তুষি ক্রমে ক্রমে ॥
 বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে পশ্চাৎ করিয়া ।
 সখীর বস্ত্র ধরি আড়বোমটা টানিয়া ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণে কহে আঁখি ঠারি ।
 তোমরা বাহিরে বাহ দ্বার কক্ করি ॥
 মুচকি হাসিয়া সখীগণে উঠি যায় ।
 অঞ্চল ধরিয়া রহে নাহিক ছাড়য় ॥
 কৃষ্ণ কথাছলে অন্তমনা করাইয়া ।
 ছুটিয়া বাহিব গেলা দ্বার লাগাইয়া ॥
 কৃষ্ণের কম্পিত অঙ্গ মদন হতাশে ।
 কমলে ভ্রমর যেন মধুর পিয়াসে ॥
 হুক্ হুক্ হিয়া অতি চঞ্চল হইল ।
 আলিঙ্গন করিবারে উদ্যম করিল ॥
 প্যারী করে কব ঠেলি উঠি একত্বিতে ।
 দাণ্ডাইলা কাঁপে অঙ্গ লজ্জা-ভয় রীতে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র খাই বহু বিনতি করয়ে ।
 মদনে মোহিত হৈয়া চরণে পড়য়ে ॥
 চরণে পড়য়ে কহে প্রসন্ন যে হও ।
 স্মর ধরতর হৈতে আমারে তরাও ॥
 কৃষ্ণের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে ।
 মনেতে বাসনা কিন্তু লাজে ভজি করে ॥
 তবে উদ্যন্তের জায় অধৈর্য্য হইয়া ।
 গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ করে ধরি হিয়া ॥
 কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে প্যারী বিংশ হইলা ।
 লোমাক্ষ শরীর বন্ধে ধরি শয্যায় রহিলা ॥
 লজ্জা ভয় গেল নিজ দেহ পাসরিলা ।
 কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধে ধরি শয্যায় লইলা ॥
 আলিঙ্গন চুখন করয়ে বারে বারে ।
 আকাশের চান্দ যেন মেলি গেল করে ॥
 চাতকের মিলে যেন মেঘবরিষথ ।
 শতাব্দী সুখিতে যেন মিলে সুখাপান ॥

কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে ।
 চিবুক ধরিয়া পুন বদন হেরয়ে ॥
 কণ্ঠে কণ্ঠে বন্ধে বন্ধে কপোলে কপোলে ।
 মিলিয়া চুষয়ে পুন বদনকমলে ॥
 নিরিখর হেমগিরি হৃদয়ে ধরিয়া ।
 সহিতে না পারে তার পড়ে আলুরাইয়া ॥
 অঙ্গুলি-অগ্রেতে য়েহ পূর্কে ধরে গিরি ।
 এবে হেমগিরি ধরে হৃদয় পসারি ॥
 তথাচ না পারে তার তার সহিবারে ।
 ভূমে রাখি কোপে পুন উঠার উপরে ॥
 বন্ধ দিয়া চূর্ণ করিবারে চাহে গিরি ।
 ভ্রমাইয়া উপাড়িতে চাহি করে ধরি ॥
 ক্রীড়ারস বিশেষ অমৃত পান করি ।
 হাত উপজিল তবে হেরিয়া স্তম্ভরী ॥
 স্তম্ভরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া ।
 বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ত্র সংবরিয়া ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র পবন করয়ে বস্ত্র দিয়া ।
 মিষ্টবাক্য কহি মুখে দেয় মুছাইয়া ॥
 ধনি করপদে কর ঝঙ্কার করিয়া ।
 উৎফুল্ল বদন কোপে ফেয়ার ঠেলিয়া ॥
 পুন কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল ।
 রসের উল্লাসে দৌড়ে রজনী বঞ্চিল ॥
 প্রেতাভসময়ে সখীগণ কুঞ্জে আসি ।
 বদনে বসন দিয়া কহে হাসি হাসি ॥
 কি করহ সখী হেথা কুঞ্জের তিতর ।
 গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগর ॥
 আহা মরি অঙ্গে কত বেশ ছিন্নভিন্ন ।
 মুখ স্নান দেখি তাহে তাড়ুনের চিহ্ন ॥
 কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি কেমন গোয়ার ।
 ছি ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ॥
 সোণার সতিকা রাই নব-কমলিনী ।
 দলন করিলে করি মাতোয়ারা জিনি ॥
 লীড়া দিলে সর্ব অঙ্গে পেষণ করিয়া ।
 উঠিতে না পারে রাই ধরনী ধরিয়া ॥
 এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মুচকিয়া ।
 লজ্জার উঠয়ে রাই বস্ত্র সংবরিয়া ॥
 বমকিয়া তুরিতে সখীর আড়ে গিয়া ।
 তর্জন করয়ে সখীগণেরে তৎসিরা ॥
 চিহ্না ইকি বলিস্ গো কিসের বা চিহ্ন ।
 অঙ্গ বা দলিল কেটা কিবা ছিন্নভিন্ন ॥

তোদের সহিত আর কোথাও না বাব ।
 মিথ্যা অপবাদ এত সহিতে নারিব ॥
 কবাট মুদিয়া মোরে রাখি গেল কুঞ্জে ।
 পুন নানা কথা কহি মিছামিছি গঞ্জে ॥
 আমি ঘরে যাই বলি ক্রোধভাবে ধার ।
 ধরতর করি ছুই চারি পদ যার ॥
 বিপর্যয় বস্ত্র গোরী অঙ্গেতে আছর ।
 তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহর ॥
 সখি তুমি ঘরে যাও তার নাহি দার ।
 পরের বসন কেনে উড়ি যাও গার ॥
 তাহা শুনি নিজ-অঙ্গবস্ত্র-পানে চার ।
 লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে গা দাঁড়ার ॥
 সখীগণ পরস্পর মুচকি হাসর ।
 সে কোতুক দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসর ॥
 তবে রাই জীবৎ রোদন মুহু হান্ত ।
 লজ্জার সহিত সে যে পরম রহস্ত ॥
 আঁখি কচালিয়া পাছু গ্রীবা ফিরাইয়া ।
 জীবৎ কুঞ্চিত আড়নরনে চাহিয়া ॥
 সখীগণে কহে মোর বস্ত্র দেহ আনি ।
 দেহে মোর উড়াইলি কাহার উড়ানি ॥
 সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া ।
 আমরা কখন দিহু উড়ানি আনিয়া ॥
 কাহার সহিত তুমি পরিবর্ত কৈলে ।
 পুরুষের বস্ত্র কোথা কি আনি পাইলে ॥
 তাহা শুনি ক্রোধমনে বঙ্কিমনরানে ।
 চাহিয়া তৎসন তবে করে সখীগণে ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে তবে সখীগণ রঞ্জে ।
 নীলবস্ত্র নিয়া পরাইল রাই-অঙ্গে ॥
 নিজ অঙ্গ হৈতে রাই পীতবস্ত্র ধুলি ।
 ঝঙ্কার করিয়া টান মারি দিল কেলি ॥
 সে ভলি দেখিয়া কৃষ্ণ-আনন্দ-সাগরে ।
 ভাসিয়া না পার কুল তরঙ্গে সাঁতারে ॥
 তবে নিশি অবসান সূর্য্যের উদয় ।
 বুঝিয়া তঁহু হৈল সখীগণচর ॥
 রাই লইয়া বাইতে সবে উদ্যম করিয়া ।
 কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিকৃৎসাহ হইলা ॥
 রাই-মুখ স্নান হৈল অন্তরে কাতর ।
 ছল করি কৃষ্ণপানে চাহে বারেবার ॥
 অতএব হেন রসলীলা যে সঙ্কেতে ।
 তাহার তুলন্য দিতে কি আছে ভগতে ॥

সঙ্কেতে-বটের পদে শরণ লইতে ।
 বড়ই বাসনা হয় কৃষ্ণদাস চিতে ॥
 নন্দবট নন্দ মহারাজের পীরিতি ।
 গোচারণকালে স্নিগ্ধছায়ে বৈসে তথি ।
 বহুগণসহ নানা কথোপকথনে ।
 বৈসেন করে । মিষ্ট অন্ন জল পাণে ॥
 শ্রীমদ্রাজ-মহাস্ব-অনুকূল ।
 ধন্য যে পরম শ্রেষ্ঠ সেই বটমূল ॥
 অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার ।
 উপাস্ত পরম ইষ্ট তেঁহ যে আমার ॥

অথযাবট ।

যাবট কিশোরীজীর গ্রামের ভূষণ ।
 যাবট বলিয়া সেই গ্রামের আখ্যান ॥
 অভিমহালয় মণিমানিক্যে নির্মাণ ।
 ঐশ্বর্য-গোধন-আদি নাহিক গণন ॥
 শ্রীমতীর পতি অভিমানী অভিমন্য ॥
 নগুংসক দৃষ্টিমাত্র পুরুষের চিহ্ন ॥
 জটিল শাণ্ডী আর নন্দা কুটিল ।
 দেবর হুঁখ নামে গোষ্ঠে সদা খেলা ॥
 অনন্দমঞ্জরী ভগিনীর তেঁহ পতি ।
 ভগিনীর সহ এক ঘরেতে বসতি ॥
 কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহ পরমরূপসী ।
 তুলনা নাহিক যার জিনি কোটি শলী ।
 সহজে মঞ্জরী সখী পরমপ্রেয়সী ।
 শ্রীমতীর ভগ্নী তাহে অধিক সরসী ॥
 শ্রীমতীর মহল নির্জন মণিময় ।
 সুন্দর যে শোভা তার বর্ণন না হয় ॥
 গৃহ সব হেমময় জড়াও মণিতে ।
 তাহাতে রচনা লতাঝুটা চারিত্তিতে ॥
 সুতার ঝালর সুদ্র হ তার সহিত ।
 পাটের খোপনা তাহে অতি সুললিত ॥
 ক্ষটিকমণির খাড়া বলমল করে ।
 অপূর্ণ তোরণ শোভে হোঁর মনোহরে ।
 পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন ।
 নানা চিত্ররেখা হয় স্বর্ণেতে জোঁটন ॥
 অপূর্ণ পালঙ্ক করিহস্তেতে নিশ্চিত ।
 হৃদয়েণবৎ শয্যা তাহাতে শোভিত ॥
 পালঙ্কের অধো হয় কমল বিছানা ।
 তাহাতে ঝালি পাখি পাটের খোপনা

মান-ভোজনের বেশরচনের স্থান ॥
 পৃথক পৃথক হয় অপূর্ণ নির্মাণ ॥
 সখী আর সেবা রা মঞ্জরীর গণ ।
 দাসী আদি করি তার না হয় গণন ॥
 প্রেমে সেবা করে সবে পরম উৎসাহে ।
 তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে ॥
 শ্রীমতীর সুখের সুখী ছুঁখের যে স্বামী ।
 কিসে বা জন্ময়ে সুখ থাকিবে নিরুধি ॥
 কৃষ্ণপ্রোমানন্দে রাই সদা পুলকিত ।
 কৃষ্ণগুণকথা সেনে সদাই পিরীত ॥
 কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন সঙ্গম-কারণ ।
 সদা সখীগণ করে উপার চন্দন ॥
 অভিসার করিবার গোপত ছরার ।
 অছরে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার ॥
 অককার ঘরের ভিতর দিয়া বার ।
 বাহিরেতে বন আচ্ছাদন ছত্রাকার ॥
 তাহার কিঞ্চিৎ দূরে হয় গড়খাট ।
 তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাই ॥
 ছই পা র রত্নময় কেতকীর বন ।
 নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরম নির্জন ॥
 তলে শোভে কুমুদ কল্লার কুবলয় ।
 প্রসুপ্ত তাহে মত্ত মধুকর চয় ॥
 তাহা পার য বার যে পথ সুনির্দিষ্ট ।
 জলমধ্যে মণিস্তম্ভোপরি রত্নভিত ॥
 তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা ।
 আলিসা ছধারী তার স্বর্ণ-মণি-জটা ॥
 সাঁকো বলি লৌকিকভাষাতে বারে কহে ।
 পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে ॥
 অভিসার-সনে-সখীগণ আসি মিলি ।
 পরম সুন্দর করে কোতুক হলাহলি ॥
 কেহ নানা মিষ্ট-অন্ন বানাইয়া আনে ।
 কেহ কেহ মালা চন্দন পানদানে ॥
 কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য উপহার ।
 কৃষ্ণের নিমিত্ত হেতু কৃষ্ণে লটবাব ॥
 শ্রীমতীর বেশ লবে বানাইয়া দেন ।
 মধ্য মধ্য পরিণাম রত্নবচন ॥
 কৃষ্ণসুখহেতু কৃষ্ণ-মন-বৃত্ত জানি ।
 পারীজীর বেশ করে সকল রমণী ॥
 বেনীর রচনা কেহ করেন কোতুকে ।
 মণিগুচ্ছা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে ॥

অটো চটকিয়া যেন বর্ণময় কাঁপা ।
 মূলভাগে বেড়ি দিল মল্লিকার খোপা ॥
 নাসার তিলক কেহ কপালে সন্দূর ।
 অল মোছাইয়া লেপে কুঙ্কুম কপূর ॥
 কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তার অড়িত ।
 নাসার নোলক গজমতি সুললিত ॥
 কেহ ত স্নায় কণ্ঠে মণিমুক্তাহার ।
 রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার ॥
 চরণে নুপুর মণি-মুক্তার পঞ্চম ।
 বাহার মধুরধ্বনি কৃষ্ণমনোরম ॥
 কটিতে কিঙ্কিনী করে বলর-কঙ্কণ ।
 বাহাতে কৃষ্ণের মস্ত শ্রবণ-নয়ন ॥
 ইত্যাদি করিয়া ভূষা মালা বস্ত্র গন্ধে ।
 সাজাইয়া সবে মেলি পরম আনন্দে ॥
 কিবা অপরূপ রূপ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ।
 কিশোরসহিত মাত্র উপমা কিশোরী ॥
 তবে অভিসার করি প্যারীয়ে লইয়া ।
 চলিলেন সব সখী হরষিত হইয়া ॥
 সেবাপরা সখীগণ উৎসাহ করিয়া ।
 পরস্পর ঝকোড়েন হাসিয়া হাসিয়া ॥
 খাদ্যদ্রব্য ঝারি খালাগন্ধাদি যতেক ।
 সবে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক ॥
 বাহার যে উপযুক্ত সেবামতে নিয়া ।
 নানা বাস্যদ্রব্যবীণা-আদিক লইয়া ॥
 চুপে চুপে ধীর ধীর খিড়কি-দুয়ার ।
 খুলিয়া বাহির হৈল সস্তর-অস্তর ॥
 লঙ্ঘিতকুঞ্জেতে গিয়া প্রিয়াসনে মিলি ।
 পরানন্দ কোতুকে রসের ছলাছলি ॥
 কিশোর-কিশোরী দৌছে দৌড়া-দরশনে ।
 উপজিল মুহূর্ত্তস দৌহার বদনে ॥
 চক্ষে চক্ষ চাহি প্যারী ঈষৎ লজ্জায় ।
 কৃকিৎ নয়নে কিছু হেট-দৃষ্টে চায় ॥
 তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া ।
 কত না আদর করে বদন চুম্বিয়া ॥
 লানা-রস কোতুকেতে রজনী বঞ্চর ।
 কত যে কাহিনী তাহা কহা নাহি যায় ॥
 বাবট যে বট যথা শ্রীমতীর গৃহ ।
 কে কহিতে পারে তার মহিমাগুহ ॥
 কিঙ্কিৎ কহিছে মাত্র মন বুঝাইতে ।
 তাঁর কপোমুত-আশা কৃষ্ণদাস-চিতে ॥

অথ সপ্তমী ।

সপ্তমী হয় মহামহিমা অপার ।
 প্রত্যেক কহিতে নারি মূলর বিস্তার ॥
 কৃষ্ণগঙ্গা পাতালজাহ্নবী সরস্বতী ।
 মানসগঙ্গা অলকনন্দা যমুনা গোমতী ॥
 মানসগঙ্গা যিনি গোবর্দ্ধনে স্রোত-নদী ।
 যমুনার সহ মিলি রহে নিরবধি ॥
 অতুল মহিমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি ।
 নোকাখণ্ডলীলা কৈল লইয়া যুবতী ॥
 দধি দ্রুত বিকি ছলে রাধিকা সুন্দরী ।
 কৃষ্ণদশনে ঝারি সঙ্গে সহচরী ॥
 দধির পসরা মাখে সব গোপীগণে ।
 উত্তরিলা মনসগঙ্গার তীরবনে ॥
 হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র বসিকশেখর ।
 নৌকা এক চড়ি আঠসে অতি ধরতর ॥
 বেধিয়া রমণীগণ যেন নাহি দেখে ।
 পারে রাধি নৌকা অন্য দিকেতে নিয়খে ॥
 নাবিকস্বরূপ কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ ।
 অনিমিখে চাহে সবে আনন্দে মগন ॥
 ঠারিয়া কহয়ে রাই তবে ললিতারে ।
 ডাকহ নাবিকে সখী গার করিবারে ॥
 ললিতা সুন্দরী তবে ঈষৎ হাসিয়া ।
 ডাকহ নাবিকে তবে মধুর করিয়া ॥
 কে তুমি খেরারি অহে পাব করি দেহ ।
 নৌকা নিয়া আইস উপযুক্ত কড়ি লহ ॥
 কৃষ্ণ তাহা শুনিয়াও নাহি দেয় কাণ ।
 ইতি উধি চাহে তুড়ি নিয়া করে গান ॥
 পুনঃপুন ডাকিতেই কি'রয়া তাকার ।
 কে ডাকে কে ডাকে বলি হাঁকিয়া কহয় ॥
 পার হইবার সময় এখন যে নয় ।
 বুঝিয়া বদ্যপি দান দেহ তবে হয় ॥
 ইহা কহি মুখ কিরাইয়া বসি রহে ।
 মুচকিয়া সখীগণ পুনর্বার কহে ॥
 আইস বুঝিয়া দিব বেতন তোমার ।
 বাহা চাহ তাহা দিব শীঘ্র কর পার ॥
 তবে কৃষ্ণ কহে পুন ধর্ম সাক্ষী করি ।
 বাহা চ'হি তাহা দিব তবে আমি তরি ॥
 বদনে বসন দিয়া কাসে সখীগণ ।
 প্রিয়সখী পানে সবে চাহি যেনেখন ॥

নাবিকেরে কহে আইস যা চাহ তা দিব ।
 শীঘ্র পার কর মোরা দরার বাইব ॥
 শ্রীমতী কহেন সাধ যা চাহ তা দিব ।
 তা কেনে কাহলি বড় অজ্ঞান হইব ॥
 তাহা শুনি সখীগণ হাসিয়া উঠিল ।
 তোম র কি ভয় সাধি এতেক হইল ॥
 রত্নদেবী কহে তবে নানারঙ্গ করি ।
 ভয় নাই কেনে সাধি দেখহ বিচারি ॥
 বেতন দিব'র দায় বিচার ত যার ।
 হৃদয়েতে আগে তার দায় আপনার ॥
 অতএব এবে এড়াইতে পথ নাই ।
 প'ড় গেল। স্তম্ভাফাঁদে বা করে গোসাঞি ।
 রাহুসুখে প'ড় গেল। পূর্ণ শশধর ।
 কমলিনী তেরিয়া কি ছাড়য়ে ভ্রমর ॥
 ভাবিলে কি হবে হেম সুখা ঘটয় ।
 আজি লোঠা গেল তার নাহিক সংশয় ॥
 তবে সুবদনী লাজে বদন কাঁপিয়া ।
 কষ্টপ্রায় কহে কিছু বক্তার করিয়া ॥
 তুচ্ছভক্তি কার কহে দূর লো পামরি ।
 নিজ মনবৃত্তি কহ পরের উপরি ॥
 বেতন দিবার সাধ থাকে যদি তোর ।
 দেগা লো বাইরা তু' তাহার কি ঘোর ॥
 হাস-পরিহাসে চড় কৌতুক হইল ।
 অন্তরে কিশোরীজীর আনন্দে পূরিল ॥
 প্রফুল্লবদনে কৃষ্ণ নৌকা ধীরে ধীরে ।
 বাহিয়া আইলা গোপিকার বরাবরে ॥
 হেমে লড়া সুবিচল মনোহর তরী ।
 রত্ন-কেরোয়াল তাহে স্বর্ণময় সুরি ॥
 বন্ধে কেরোয়াল শোভে চরণে চরণ ।
 হেরিয়া গোপিকাগণ প্রেমোতে মগন ॥
 পরস্পর কহে সবে ছলছল আঁধি ।
 কিবা অপরূপ রূপ দেখ দেখি সাধি ॥
 ধমুনা করেছে আলো নবীন কাণ্ডারী ।
 স্তম্ভ-অঙ্গ অলধর সৌন্দর্যমণী তরি ॥
 জিতল-ভজিয়া রূপে অমিয়া খেলিছে ।
 হাসির হিলোলে কত মুকুতা পড়িছে ॥
 শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য নদীতরঙ্গ ঢালছে ।
 রূপের মাধুরীরসে স্রোত বহিতেছে ॥
 প্রতিবিম্ব অলমধ্যে তরঙ্গ সচল ।
 কোটি কোটি চক্রে জিনি পরম উজ্জল ॥

তবে গোপী কহে অহে সুন্দর কাণ্ডারী ।
 মোরা পারে বাব শীঘ্র দেহ পার করি ॥
 কৃষ্ণ কহে পার করি তার নাহি-দার ।
 বেতন কি দিবে তাহা করহ নিশ্চয় ॥
 ললিতা কহেন যোগ্য বেতন যে লুহ ।
 আট কোড়ি পাবে দধি-পদারের সহ ॥
 কৃষ্ণ কহে তোমার উচিত কথা নহে ।
 বিচার করিয়া কহ রহে সহে যাচ্ছে ॥
 পরমসুন্দরী তাহে নবীনা যুবতী ।
 ভূষণে শোভিত কত'হার হীরা যতি ॥
 আর তাহে রূপের হিলোলে মুহু হাসি ।
 হৃদয়ে শোভয়ে কিবা রতন-কলসী ॥
 তোমা সেবা সম আচ্য কে আছয়ে আর ।
 ছোট কথা উপযুক্ত না হয় তোমার ॥
 অতএব তোম সবার পার বে করিতে ।
 কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহি বিচার সম্মতে ॥
 তাহা শুনি ললিতা কহয়ে রহ রহ ।
 আপনা সমুঝি মুখ সামলিয়া কহ ॥
 কুলবতী সতীগণে ইঙ্গিত করহ ।
 বুঝিবে পশ্চাৎ যদি পুনরায় কহ ॥
 কৃষ্ণ কহে স্বরূপ কহিতে যদি কঠ ।
 না কহিব বরঞ্চ নৌকার আসি উঠ ॥
 অর্থ রতন মুদ্রা কিছুই না লব ।
 তোমা-সবার ব্যয় নাহি তাহাই লইব ॥
 তোমার পশ্চাতে কেউ নবীন-কিশোরী ।
 তড়িত-লতিকা কিংবা সোণার গাগরি ॥
 অমিয়া নিন্দিয়া মুহু মুহু মন্দ হাসি ।
 বদন-সৌন্দর্য্য হেরি কান্দে কোটি শশী ॥
 আহা মরি এমন রূপসী জিতুবনে ।
 কতু দেখি নাই কতু ন' শুনি শ্রবণে ॥
 উহার সহিত একবার আলিঙ্গন ।
 ইহা মাত্র চাহি নাহি চাহি কোন ধন ॥
 ইহাতে যে তোমা-সবার ব্যয় কিছু নাহি ।
 শপথ করিয়ে যদি আর কিছু চাহি ॥
 অনারাসে পার হৈয়া বাও বিনি অর্থে ।
 মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে ॥
 ললিতা কহেন পুন নিল'জ্ঞ বে তুমি ।
 ভৎসনা করিয়া তোমার হারিলাম আমি ।
 পুন যদি কই কহ তবে সাক্ষা পাবে ।
 সাধার চালিয়া দধি পশ্চাতে আসিবে ॥

তব কৃষ্ণ বেন তাহা শুনে শুনে নাই ।
 কহে যে কহিলাম ভাল দেও যে তাহাই ॥
 স্বরায় নৌকার চড় উহার অগ্রেতে ।
 চড়াইয়া বসাত্ত আনি আমার পার্শ্বেতে ॥
 গোপীগণ মুচকিয়া হাসিয়া কহয় ।
 হাসি পার হুঃখ ধরে না কহিলে নয় ॥
 গ্রামে নাহি মানে হৈলে আপনি মণ্ডল ।
 গরের রমণী দেখি হইলে চঞ্চল ॥
 আজ্ঞা করিতেছ নিজ বামে বসাইতে ।
 তর লজ্জা নাহিক কিঞ্চিৎ তব চিতে ॥
 পুন কৃষ্ণ কহে ভাল যে ইচ্ছা তোমার ।
 যেখানে বসাত্ত সেই সৌভাগ্য আমার ॥
 মুচকিয়া গোপীগণ নৌকার চড়িলা ।
 শ্রীমতীরে ঘেরি সবে চৌদিকে বসিলা ॥
 রাখাকৃষ্ণ মিলনে মনে সবার আনন্দ ।
 বাছে কিছু প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ ॥
 কৃষ্ণদরশনে প্যারীর নয়ান চঞ্চল ।
 যতনে নিবারে তবু করয়ে উছল ॥
 আনমনা হইয়া বসিল সবে নার ।
 আন কথা কহে সবে কৃষ্ণে না তাকায় ॥
 চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ প্যারীকে দেখিতে ।
 ইধি উধি ফিরে কেঁদয়াল করি হাতে ॥
 মাখগঙ্গা-পাখারে লইয়া যবে তরী ।
 মন্দ মন্দ হাসিতে খেলিতে গেলা হরি ॥
 হেন কালে ঘোর অন্ধকার করি মেঘে ।
 চৌদিক ঘেরিয়া সে আইল মহাবেগে ॥
 প্রচণ্ড বহরে বায়ু উছলে তরঙ্গ ।
 কৃষ্ণের তাহাতে কিছু নাহি ভুরুভঙ্গ ॥
 নৌকার বলকে অল উঠিয়া ভরিল ।
 মন্দ মন্দ বুড়িয়ারা পড়িতে লাগিল ॥
 উছল পাছল হয় নৌকা না ঠাহরে ।
 গোপীগণ স্থির হৈয়া বসিতে না পারে ॥
 উলটিয়া পড়ে গুড়া অড়াইয়া ধরে ।
 পরস্পর অড়াঅড়ি করি ধরে ডরে ॥
 দধি স্নাত উলটিয়া সব পড়ি গেল ।
 অন্দের উড়নি খসি কোথায় পড়িল ॥
 উড়াইয়া বায়ুবেগে নিয়া গেল দূর ।
 সর্বদা উদাস হৈল স্তম্ভরোগের ॥
 কৃষ্ণের যে মনোরথ বিধি ঘটাইল ।
 মূলত দর্শন অনায়াসে যে হইল ॥

উরজ উদর পৃষ্ঠ-আদি কেশপাশ ।
 অনিমেধে হেরে কৃষ্ণ পরম উন্মাদ ॥
 কিশোরীর পানে চাহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া ।
 মুচকি মুচকি হাসে আঁধি মটকিয়া ॥
 ঈর্ষা-ক্রোধ-ভাবে আঁধি আড়ম্বুড়ি করি
 কৃষ্ণপানে চাহে রাই স্তম্ভরী নাগরী ॥
 ক্রভঙ্গি করিয়া গালি পাড়ে যুহু যুহু ।
 তাহাতে যে শাকা স্রুখা উগারয়ে বিধু ॥
 সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-সুন্দর ।
 স্মর-ধরতর-শরে আপনা ভুলয় ॥
 তবে গোপীগণ ঝড়-তুফান দেখিয়া ।
 তরঙ্গে অস্থির নৌকা প্রমাদ পণিয়া ॥
 কৃষ্ণের অনিষ্টচিত্তা জগরে ভাবিয়া ।
 কৃষ্ণসুখপান চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
 কাতর হইয়া তবে ষোড়পানি করি ।
 কহয়ে কৃষ্ণেরে কিছু চক্ষে বহে বারি ॥
 ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি ।
 হেদে হে নাগর কান্ন স্তম্ভর কাণ্ডারী ॥
 প্রচণ্ড পবন তাহে নদী বেগবান্ ।
 উছলিতে তরঙ্গ বে প্রলয় সমান ॥
 তাহে ঘোর মেঘারক্ত বিন্দু পড়িতেছে ।
 বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে ॥
 আমরা মরি যে তার লাগি ভাবি নাই ।
 তোমার অনিষ্ট পাছে হয় ভয় পাই ॥
 তথাপিহ পরিহাস করে রসরাজ ।
 বনাইয়া গিয়া বৈসে গোপীর সমাজ ॥
 অধিক টলমল নৌকা করিতে লাগিল ।
 ভয়েতে কিশোরী কৃষ্ণের কণ্ঠেতে ধরিল ॥
 পরম আনন্দে কৃষ্ণ বন্ধেতে রাখিয়া ।
 শত শত চুস দিল চিবুকে ধরিয়া ॥
 তবে তরী কৃষ্ণ পারে লইয়া যে গেল ।
 প্রণয় ভৎসন গোপী করিতে লাগিল ॥
 দধি হুঙ্ক-মাখনাদি কৃষ্ণে খাওয়াইয়া ।
 কণ্ঠে নিজ নিজ গৃহে ফেলেন চলিয়া ॥
 হেন রসরাজ যে মানসগঙ্গোপরি ।
 আনন্দে করয়ে সদা-কিশোর-কিশোরী ॥
 তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে ।
 জীবের শক্তি নহে এ তিন সংসারে ॥
 শ্রীমদানঙ্গদা কৃপাদৃষ্টে হের ।
 কৃষ্ণরাস পরিহার করে অসীকার ॥

তত্র শ্রীকালিন্দী ।

শ্রীমতী কালিন্দী জলে সম। কৃষ্ণ-রস ।
জলক্লেদী-আদি করে গোপীকার সম ॥
অন্যাপিহ গো গোপ গোপীগণ সঙ্গে ।
বহুনার জলে বিহরয়ে নানারঙ্গে ॥
অহো কি দুর্ভাগ্য ভাগ্যহীন এই জন ।
বহুনার জল বেট না করিল পান ॥

শ্লোকঃ—

অহো অভাগ্যঃ লোকত্ব ন পীতং বহুনাঙ্গলম্ ।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥

যে স্থানে কংসনিহন শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ ও
গোপীকার সঙ্গে নিয়ত সর্বদা কেলি-ক্রীড়া-রসে
নিমগ্ন, সেই বহুনাঙ্গল যে ব্যক্তি পান না করিল,
তাহার কি দুর্ভাগ্য !

অতএব বহুনার মহিমাবর্ণন ।
মরে কি করিবে নাহি পারে দেবগণ ॥
বহুনার জলক্রীড়া গোপিকাসহিত ।
চমৎকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত ॥
কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-ঠাকুর বর্ণিলা ।
জিতুবন-জন-মন মোহিত করিলা ॥
আমি কি বর্ণিব তাহে, সুখ বুদ্ধিহত ।
বর্ণিতে বিস্তের মুখ কৈল আচ্ছাদিত ॥
অতএব সংক্ষেপে শ্রীযসুনা মহিমা ।
কহিল কিঞ্চিৎ তার না পাইল সীমা ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড ।

চৌরাসীতি কুপ আর চৌরাসীতি কুণ্ড ।
সর্বতীর্থ শিরোমণি জিনিয়া ব্রহ্মাণ্ড ।
রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড পরাংপর সার ।
ত্রিভঙ্গত-মধ্যেতে উপমা নাহি আর ॥
তার মধ্যে শ্রীল-রাধাকুণ্ডের মহত্ব ।
ব্রহ্মা-শিব আদি বার নাহি জানে তত্ব ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর বাহ্যে পরব্যোমে ।
বাহার, অধিক সম নাহি কোন ধামে ॥
বৃন্দাবন পরাংপর সর্বশ্রেষ্ঠতম ।
তাহার মধ্যেতে সর্বোত্তম অতুণম ॥

বর্ণা—

রাধা রাধা প্রিয়া বিকোত্ততাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্বগোপীসু সৈবৈক। বিকোত্ততাস্তবমতা ॥

রাধা কৃষ্ণের বেরণ প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তাঁহার
তুচ্ছপই প্রিয়। সমস্ত গোপিকারমধ্যে শ্রীরাধাই
শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রেমসী ।

রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা সমান প্রেম জনমে তাহার ॥
স্নান-পান-মাত্র ছুটে সংসারের কীসি ।
তৎকণাৎ হয় সেই রাধিকার দাসী ॥
কুণ্ডের একটি কিছু কহিব সংক্ষেপে ।
আর শ্রামকুণ্ড একটিনা যেইরূপে ॥
শ্রামকুণ্ডস্থানে শ্রীরাধিকা প্রীত হন ।
রাধাকুণ্ডে নৈ কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন ॥
এতদিন শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ ।
কোতুকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেন ওলাহন ॥
বৎসানুরবধ তুমি সেচ্ছায় করিলে ।
অতএব মহাপাপ গোবধী হইলে ॥
তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বদ্যপি করিবে ।
তবে তুমি আমা সবার স্পর্শযোগ্য হবে ॥
পৃথিবীর সর্বতীর্থে স্নান যদি কর ।
তবে মহাপাপ হৈতে শুদ্ধ হৈতে পার ॥
অতএব আমা-সবাকারে ন' ছুঁইহ ।
মো-সবাব 'নকট হইতে দূরে বাহ ॥
তাহা শুনি কঁাকর হইয়া কৃষ্ণ কহে ।
ভাল ভাল প্রায়শ্চিত্ত যে করিব নহে ॥
তবে কৃষ্ণ মুরলীর প্রান্তভাগ দিয়া ।
কুণ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খুঁদিয়া ॥
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্থ গঙ্গা আদি করি ।
স্বরণ করিলা সবাকারে প্রভু হরি ॥
তৎকণাৎ আইলা সকলে মূর্ত্তি ধরি ।
দাণ্ডাইল' কৃষ্ণ-আগে যোড়হস্ত করি ॥
গোপীগণ দেখি তাহা চমৎকার হৈল ।
এ সব অপূর্বরূপ কোথা হৈতে আইল ॥
কৃষ্ণ কহে ইহঁ হন সব তীর্থগণ ।
ইহঁ-সবা এই কুণ্ডে করিয়ে স্নান ॥
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব ।
তোমা সবার অঙ্গ আলিঙ্গনে বোণ্য হব ॥
মুচকি হাসিয়া গোপী কহে পরস্পর ।
কি কহক জানে এই কালিয়া কিশোর ॥
তীর্থগণে ইহার আজ্ঞার সব আইল ।
কিবা মত জানে কিবা যোগসিদ্ধি কৈল ॥

তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুণ্ডেতে স্থাপিত ।
 স্নান কৈল গোপিকার সন্মুখে বহিরা ॥
 অপূৰ্ণ কুণ্ডের শোভা বলমল করে ।
 সৰ্বতীর্থময় মহামহিম বিস্তারে ॥
 দেখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা-অস্তরে ।
 আমিহ অঁমনি কুণ্ড করিব সত্বরে ॥
 এত ভাবি সখীগণ সহিত কিশোরী ।
 দেখয়ে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণ দীর্ঘা করি ॥
 পরস্পর কহে লবে উহার উত্তম ।
 খুদিব যে কুণ্ড মোরা পরমমোহন ॥
 তীর্থগণে বোলাইয় আমরা আনিব ।
 কৃষ্ণের কুণ্ডের জল ছেঁচিয়া লইব ॥
 এত কহি কহ নিল গুথুনা লকড়ি ।
 কহ নিল শিলাটুক কহ নিল খড়ি ॥
 খুদিতে লাগিল সবে কুণ্ড করিবারে ।
 রাধিকা স্কন্ধরী নিজ কঙ্কণে অঁচড়ে ॥
 খুদিতে খুদিতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল ।
 কিন্তু জল না হৈল তীর্থ না আইল ॥
 সবার বদনপানে সবাই চাহয় ।
 বদনে বসন ঝাঁপি মুচকি হাসয়ে ॥
 দীর্ঘ ফিরাইরে মুখ কৃষ্ণপানে চাহে ।
 লজ্জিত হইয়া সবে ঠারঠারি কহে ॥
 লজ্জার বিষয় সখি কি করি উপায় ।
 তীর্থ দূরে থাকু দেখি জল নাহি হয় ॥
 কৃষ্ণ দূরে থাকি দেখি মুহু মুহু হাসে ।
 কিশোরীর দেখি রজ প্রেমানন্দে ভাসে ॥
 তবে সব সখীগণ যুক্তি করিল ।
 লাজ থাইয়া কৃষ্ণহানে যাইতে হৈল ॥
 কৃষ্ণের নিকটে গিয়া স্কন্ধরীগণ ।
 ভক্তি করিয়া কিছু হাসিয়া কহেন ॥
 তুমি যে খুদিলে কুণ্ড তীর্থ যে আনিলে ।
 বুঝিতে নাহিহু কিবা কুহক করিলে ॥
 আমা-সবা নারীগণে কিংবা ভুলাইলে ।
 প্রায়শ্চল্য করি বালি মিথ্যা যে কহিলে ॥
 অতএব মোরা এই কুণ্ড যে খুদিহু ।
 ইথে তীর্থগণ আদি স্নান-পান বিহু ॥
 প্রতীতি না হবে আমা-সবাকার মনে ।
 গেল কি না গেল পাপ আনিব কেমনে ॥
 অতএব তীর্থগণ তব কুণ্ড হৈতে ।
 মো-সবার কুণ্ডে আনি স্নান কর তাতে ॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈল ,
 সে ভক্তি দেখিয়া স্তম্ভসাগরে ভাসিল ॥
 তবে কহে ভাল ভাল তাহাই করিব ।
 বাহা হৈতে তোমা-সবার প্রতীতি হইব ॥
 এত কহি সৰ্বতীর্থ সেই কুণ্ডে অঁনি ।
 স্নান কৈল কৃষ্ণ যে পাবনশিরোমণি ॥
 শ্রীরাধিকা মনে বড় আনন্দিত হৈল ।
 সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণসনে চতুর্থাই কেমন করিহু ।
 ছলে কলে নিজ কুণ্ডে তীর্থ আনাইহু ॥
 হাঁসিয়া কৃষ্ণেরে সবে টিটকারি দেন ।
 কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দসাগরে ভাসেন ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র প্যারীসঙ্গে জলকৈল কৈল ।
 রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখিল ॥
 নিজ সৰ্বশক্তি রাধিকার সৰ্বশক্তি ।
 সম্যকপ্রকারে যে অর্পিতা প্রেম রতি ॥
 রাধিকা স্বরূপ হন কৃষ্ণের স্বরূপ ।
 ত্রৈলোক্যের মধ্যে এক পরম অমুপ ॥
 নিগুণ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পর ।
 ত্রিজগতে যার সম উর্দ্ধ নাহি আর ॥
 কৃষ্ণের প্রেমসী যথা রাধিকাস্কন্ধরী ।
 হেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতি প্রিয়করী ॥
 রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দৌহা মূর্তি ।
 দুই কুণ্ড সঙ্গমে দৌহার মন-বৃত্তি ॥
 রত্ন-সিংহাসন সেই সঙ্গম উপরে ।
 তমালের তরুতলে সদাই বিহরে ॥
 রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীরের যে শোভা ।
 বর্ণন না হয় বাতে রাধাকৃষ্ণ লোভা ॥
 অষ্ট-সখী-কুণ্ড কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত ।
 মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত ॥
 শ্রীল-রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কৃপা কর ।
 কৃষ্ণদাসমস্তকে চরণছায়া ধর ॥

চারি ধাম ।

চারি ধাম হয় শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে ।
 বাহার প্রকাশ রূপ অস্ত অস্ত হলে ॥
 রামনাথ বজ্রীনাথ জগন্নাথ-কন্ড ।
 শ্রীল-হারকানাথ পরমমহৎ ॥
 বাহার স্মরণে হয় সংসারমোচন ।
 দর্শনের জগ তাহা না যার বর্ণন ॥

অতঃপর অস্ত লীলাহান বে বর্ণিব ।
কিকিৎ বর্ণিব মাজ সকল নারিব ॥
সাধুগণ কহিতে পারেন সর্বহান ।
মো-সবার অন্তর-অগম্য বে লহান ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন কদম্বখণ্ডি ।

গোবর্দ্ধন নিকটে কদম্বখণ্ডি হই ।
তথা পাশাক্রীড়া দৌহে অর পরাজয় ॥
পণ করি খেলে রাধাকৃষ্ণ দৌহ জনে ।
চৌদিকে বেষ্টিত ললিতাদি সখীগণে ॥
শ্রীমধুমঙ্গল জুবলাদি ধর্মসখা ।
কৃষ্ণপক্ষপাত করি করে লেখা জোখা ॥
চতুর শ্রীমতীপক্ষ বত সখীগণে ।
হারিলেও অজায় করিয়া সবে জিনে ॥
কৃষ্ণের সুয়লী হার চূড়া গুণামালা ।
গোলমাল করি হারাইয়া কাড়ি নিলা ॥
কৃষ্ণের বয়স সব আঁটিতে না পারি ।
ললিতার ডরে সব রহে চূপ করি ॥
কৃষ্ণের পরমমুখ প্যারীজীর জয়ে ।
ভজি করি হারি সেই কোতুক দেখরে ॥
চুষ আলিঙ্গন পণ হয় ত যখন ।
যতনে জিনিতে চাহে শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
তিনবার পণে হারি তবে শ্রীকৃষ্ণ কহে ।
পুন বে খেলিব পণ রাধ মোর সহে ॥
আমি যদি হারি মধুমঙ্গলে লবে ।
আপন জোরেতে বাকি নিয়া যাবে সবে ॥
তুমি যদি হার প্যারী প্রিয়সখী তব ।
ললিতা জুবরীকে আমারে সাঁপি দব ॥
এ কথা শুনিয়া রাই জ্রকুটি করিয়া ।
কোথাবশে কৃষ্ণে কিছু কহরে তৎসিরা ॥
মুখ সামালিয়া কথা কহ বিচারিয়া ।
নিজ মরিয়াই গোপীসমাজে রাখিয়া ॥
তোমার বে বটু মধুমঙ্গল যেমন ।
তেমন সহস্র বিপ্র আনিয়া এখন ॥
করাইয়া ভোজর দক্ষিণা কোড়ি কোড়ি ।
বিদায় করিতে পারি দিয়া দশ বুড়ি ॥
আমার ললিতা-সখী রূপে গুণে শীলে ।
এমন একটা নাহি জিকুবনে মিলে ॥
ইহার সহিত তব বটু প্রাঙ্গণে ॥
কোন অংশে সমান করিলে কি বিচারে ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল খেল ত এবারি ।
বে উচিত হয় পাছে করিব বিচারি ॥
এত কহি পুন দৌহে খেলিতে লগিলা ।
ললিতা মুচকি হাসি মউনে রহিলা ॥
খেলাতে খেলাতে তবে কৃষ্ণ হারি গেল ।
নিজ দায় পাইয়া শ্রীললিতা উঠিলা ॥
তা দেখিয়া বটু তবে পলাইয়া যায় ।
রমকিয়া ললিতা সমুখ আগুলায় ॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলা বটুরে ।
বিকাইলে পথে বাকি নিয়া যাব তোরে ॥
প্যারীজীর আগে আনি বসাইলা তারে ।
গলায় বসন আর চাহে বাকিবায়ে ॥
বটু কহে মোরে বাকি করি কি বিচার ।
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শক্তি উহার ॥
উহার বা কে মানে ও ত গোয়ালিয়া ।
মুই বিপ্র মোরে পুজি আদর করিয়া ॥
গোপীগণ কহে মোরা তাহা না শুনিব ।
কৃষ্ণ পণ করিয়াছে বাকি নিয়া যাব ॥
তবে বটু কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চনাদে ।
রক্ষা কর বলিয়া কপট করি কান্দে ॥
কৃষ্ণ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার ।
আর বাহা কহ দিব বে ইচ্ছা তোমার ॥
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ ।
ভাল ভাল বটুরে লইয়া তবে বাহ ॥
তবে কৃষ্ণ বংশী বাক্স রাখিয়া বটুরে ।
খালাস করিয়া পুনর্বার খেলা করে ॥
কৃষ্ণেরে তৎসরে তবে শ্রীমধুমঙ্গল ।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল ॥
ভোহার সহিত আর কোথাও না যাব ।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিব ॥
খেলায় করিয়া পণ বাক্সাও আমারে ।
কোনদিন কোথায় বেচিয়া যাবে মোরে ॥
যরে গিয়া আজি কব ব্রজেশ্বরী স্থানে ।
কৃষ্ণ বে তোমার মিথ্যা বার গোচারণে ॥
গোপের রমণী নিয়া যেন বিহরয় ।
তার মধ্যে এই যে ললিতা গোপী হয় ॥
ইহার সহিত যে পিরীতি অতিশয় ।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সদাই কিরয় ॥
ব্রজপুরে যরে যরে সবারে কহিব ।
কালি হৈতে যনেতে আসিবাঁ যুটাইব ॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপীগণ ।
কৌতুকে হাসরে সবে ঝাঁপিয়া বদন ॥
সেই পাশা-লীলা-স্থানে কোটি নমস্কার ।
পরমশরণ্য এক জগত-ভিতর ॥

অথ বহু-লীলাস্থান-বর্ণন ।

গোবর্দ্ধন বেড়ি হয় বহু লীলাস্থান ।
অসখ্য গগন সব না হয় বর্ণন ॥
শ্রীকৃষ্ণপশ্চিমে যুধরাষ্ট্র-নামে গ্রাম ।
শ্রীমতীর অনুকূল শ্রীযুধরাধাম ॥
নিকটে স্মরন-সরোবর সনোহর ।
কুসুম-সরোবর বলি খেয়াতি যাহার ॥
গোবর্দ্ধন-উত্তরে শ্রীকেশিকুঞ্জবন ।
যথা শঙ্খচূড় দৈত্যো পাইল মরণ ॥
সিংহাসন-সহিত শ্রীরাধিকা লইয়া ।
বাঠতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেশেতে ধরিয়া ॥
মুঠাঘাত মাতি তার মস্তক হইতে ।
শ্রমস্তক-মাণি দিলা দাঁড়জীর হাতে ॥
বলদেব বিচার করিয়া কিছু মনে ।
পাঠাইলা কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকার স্থানে ॥
বিলাসবদন-নাম স্থান কিছু দূর ।
রাসলীলা-রসকেলি তথায় প্রচুর ॥
দানঘাটি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণদানী কৈলা ।
শ্রীরাধিকাসনে রসকেলি বিস্তারিলা ॥
যে স্থানে বসিয়া কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর ।
ধরিয়া যে মহাপ্রভু কান্দীলা বিস্তর ॥
দান-নিবর্তন কুণ্ড নিকটে তাহার ।
দান-হলে রাধাকৃষ্ণের যথায় বিহার ॥
কুণ্ডাটকে দান-গোসাক্ষি বর্ণন করিলা ।
দান-নিবর্তন কুণ্ড তাহাতে কহিলা ॥
তাহার নিকটে হয় শোকরাই নাম ।
মহিমা অপার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম ॥
পরে নিরুগাণ্ড যথা মিলি গোপীগণ ।
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাবেশে কৈল নির্মল ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর ।
গাঁঠনি নামেতে গ্রামে লীলা চমৎকার ॥
প্যারীসহ কৃষ্ণ বনবিহার করয় ।
হাস-পরিহাসে চলে সঙ্গে সখীচর ॥

পশ্চাৎ হইতে তবে ললিতা সুলক্ষী ॥
দৌহার উড়নি বস্ত্র ধরি চূপ করি ॥
মুচকি হাসিয়া গাঁঠিছড়া বাকি দিল ।
ঠাঠাঠারি করি তবে হাসিতে লাগিল ॥
বদনে বসন দিয়া পরম্পর হাসে ।
হাসিয়া চলিয়া পড়ে কেহ না প্রকাশে ॥
ঈষৎ নয়ানে প্রিয়সখী পানে চাহে ।
অক্কেতে ঠেসাঠেসি কাণে কাণে কহে ॥
প্রিয়াজী দেখিয়া তাহা চকিত নয়ানে ।
পুছরে সব্বস্ব কহ সখি হাস কেনে ॥
কেহ নাহি কহে কিছু করতালি পিটি ।
হলুহলু ধ্বনি করে ভ্রমে পড়ে লুটি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে হেতুক বিশেষ জানিয়া ।
না প্রকাশি আনন্দে হাসরে মুচকিয়া ॥
ফাঁকর হইয়া রাই চারি পানে চাহে ।
কি হেতু হাসরে সবে কেহ নাহি কহে ॥
আকাশ-পাতাল ভাবি না হয় নিশ্চয় ।
সবার বদনপানে ফেলফেল চায় ॥
আজি শুভলগ্ন হয় কহে সখীগণে ।
কিশোরীর বিত্তা হৈল কিশোরের মনে ॥
তবে বস্ত্র পালাটয়া পড়িতে শ্রীবাধা ।
টান পড়ি গেল বস্ত্রে দেখে গাঁঠি বাক্সা ॥
তখন বুঝিয়া রাই লজ্জিত হইয়া ।
সখীগণে তৎসেন বহু জ্রকুটি করিয়া ॥
বস্ত্র আকর্ষিয়া গাঁঠি খুলিবারে চারে ।
কৃষ্ণ চতুর্থাই কারি টানিয়া রাধারে ॥
হাসির সহিত রাই ঈষৎ রোদন ।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করয়ে তৎসন ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন ।
তৎসন সে নহে মানে সূখা বরিষণ ॥
এইমত নানা রঙ্গ রস-কুতূহলে ।
গেঁঠেলায় রাধাকৃষ্ণ বন ভ্রমি বুলে ॥
সেই গেঁঠেলা গ্রাম তার ধূলিকণ ।
জন্মে জন্মে যোর হউ মস্তকে ভূষণ ॥
গোলাবকুণ্ড যে হয় শ্রীকৃষ্ণনির্মিত ।
কদম্বের বৃক্ষ চারিপাশে সুললিত ॥
শোভার নাহিক সীমা অতি সুনির্জন ।
হোরি খেলায় যথায় লৈয়া প্রিয়াগণ ॥
নারদ গোস্বামীজীর পরে দানকুণ্ড ।
তাহার পশ্চিমে হয় সুনির্ঘ কুণ্ড ॥

পরে প্রমোদকুণ্ড বিহারের স্থান ।
 প্রমোদে মগন কৈলা তথা গোপীগণ ॥
 পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে নয়ন-সরে বর ।
 সেতুবন্ধরাধা স্থান পশ্চিমে তাহার ॥
 পরে বদি বদ্রীনাথ নর ন'রাগণ ।
 তথা শিব গৌরী দৌড়ে বিরাজ করেন ॥
 তথাই অলকানন্দা স্নানার্জন স্থান ।
 নিকটেতে গন্ধশিলা পরমমোহন ॥
 পরে দ্বিপ-নামে গ্রাম রাজার আলয় ।
 সেইরূপ সরোবর নাটাবন হয় ॥
 সাগরি-শেখর নাম ধবলা পর্বত ।
 শ্রীমতী হিন্দোলা দোলে সহ সখীযুগ ॥
 পর্বতগহ্বরে কৃষ্ণকুণ্ড-স্নানার্জন ।
 পরে ইন্দুলিকা-গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান ॥
 কনয়ারে কঙ্কয়ুনি ধ্যান করিলেন ।
 যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন ॥
 কাম্যানে বহু লীলাস্থান যে অনন্ত ।
 কিঞ্চিৎ বর্ণিব আর নাহি পাই অস্ত ॥
 বিমলকুণ্ডের শোভা পরমমোহন ।
 মহিমা অপান যার না হয় বর্ণন ॥
 পরে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরে সেতুবন্ধ ।
 সাগর আনিয়া ইচ্ছার আপ ন কৃষ্ণচন্দ্র ॥
 তাহার বৃত্তান্ত শুন ঋপূর্ব কথন ।
 ঐশ্বর্য দেখিয়া নাহি ভুলে গোপীগণ ॥
 একদিন কৃষ্ণ গোপীগণ সহ তথা ।
 বিহারে কহে হাস-পরিহাস-কথা ॥
 হেনকালে তথা এক বানর আইল ।
 হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
 এই যে বানর তারে নাম অবতারে ।
 রাবণ বধিতে সেতু বান্ধিহু সাগরে ॥
 তাহা শুনি গোপী হাসি লুটিয়া পড়িল ।
 পরস্পর শ্লেষ করি কহিতে লাগিল ॥
 শুনেছ গো অপরূপ আর এক কথা ।
 ইনি না কি রামরূপে পঞ্চবটী যথা ॥
 বানর ভয়ঙ্ক নিয়া সাগর বান্ধিয়া ।
 সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বধিয়া ॥
 ভীষ্ম হইল ইহার প্রণাম করহ ।
 পুত্র-পাতি আনিয়া যে বর মাগি লহ ॥
 এইমত কাহ সবে শেলেষ করিয়া ।
 নমস্কার করে গোপী হাসিয়া হাসিয়া ॥

কৃষ্ণ সেই রতনজি দেখি আনন্দিত ।
 পুলক হইয়া যেন অমৃতে সিঞ্চিত ॥
 পুন কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কহিহু ।
 রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈহু ॥
 বরঞ্চ দেখিয়া বদি দেখিবারে চাহ ।
 এখানে সমুদ্র আনি বস্ত্র'পক কহ ॥
 সাগরবন্ধন করি সাক্ষাত দেখহ ।
 তবে মোর বচনে যে প্রত্যয় বাটহ ॥
 তাহা শুনি গোপী কহে ঐবা হেলাইয়া ।
 ভাল ভাল বাক্য দেখি সমুদ্র আনিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ সমুদ্রেতে স্রবণ করিল ।
 আজ্ঞাকারী দিহু ওথা তৎকণে আইল ॥
 মহাকোলাহল শব্দ প্রেচ্ছ তরঙ্গ ।
 ব্যাপক হইয়া আইসে করি নানা রঙ্গ ॥
 গোপিকা দেখিয়া তরে কম্পিত হইয়া ।
 ধরিলেন কৃষ্ণকণ্ঠ বাহু পসারিয়া ॥
 কৃষ্ণ সুখী হইয়া কোতুক করি কহে ।
 সেতুবন্ধ করি তবে আইস মোর সহে ॥
 পাথর বহিয়া আন তোমরা সবাই ।
 মোর হস্তে দেহ মুই জলেতে বসাই ॥
 তবে গোপীগণ সবে মাথার করিয়া ।
 পাথর বহিয়া আনে হরষিত হৈয়া ॥
 পাথর লইয়া কৃষ্ণ জলেতে রাখয় ।
 নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহয় ॥
 এইমত সাগরবন্ধন কৈলা করি ।
 রামেশ্বর মহাদেবে আনয়ে সগরি ॥
 সেতুবন্ধোপরি মহাদেব যে বসিল ।
 পূর্ব সেতুবন্ধোপরি যথা বাস কৈল ॥
 গোপীগণ দেখিয়া সে সব বিবরণ ।
 চমৎকার হৈল মুখে না সয়ে বচন ॥
 ভাবিয়া করিল হির সবাই মেলিয়া ।
 কৃষ্ণ কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া ॥
 এ সব করিয়া যো সবারে দেখাইল ।
 নতুবা সাগর এথা কেমনে আইল ॥
 অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ।
 দেখিয়া না মানে মানে ইন্দ্রজালকার্য ॥
 সেই যে সাগর সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।
 কৃপা করি ইহা যেন গোপিকা-চক্ষর ॥
 পৌদ-পিছোলি খেলিলেন সঙ্গে সখীগণ ।
 পর্বতে তাহার চিহ্ন অজাপি দর্শন ॥

শিশু বৎস সহ বনে করিলা ভোজন ।
 তাহার যে খালী হুই আছে বর্তমান ॥
 কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয় ।
 অধিক লিখিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
 পরে কুবতানু পুর বর্ষান আখ্যান ।
 চৌদিকে প্রাচীর হয় অতি শোভাবান ॥
 বর্ষান পর্বতোপরি রাজার আলয় ।
 ঐলোক্যের পূজা কুবতানু মহাশয় ॥
 লাললাড়িনী-জীউ তথায় বিরাজে ।
 বিচিত্র দেউল কুঞ্জ নানা বাস্ত বাজে ॥
 গ্রামে অষ্টমখী-সহ প্যারী বে বৈসয় ।
 নিকটে শ্রীকুবতানু মহারাজ হয় ॥
 বামে শ্রীকৃত্তিকা-মাতা সমুখে শ্রীদাম ।
 তাঁর গুণ কে কহিবে কৃষ্ণপ্রিয়তম ॥
 পূর্বে কুবতানুকুণ্ড ভানুখোর নামে ।
 কৃত্তিকা-মাতার কুণ্ড শোভে ত'র ব মে ॥
 বিলাস-ন মেতে বন ধূলিখেলার স্থান ।
 যথা বর পাইলা প্যারী দুর্কাসার স্থান ।
 সখীসঙ্গে সুধামুখী বসি ধূলি খেলে ।
 তথা দিরা শ্রীদুর্কাসা যান হেনকালে ॥
 আর যত বালিকা যেন কেহ না উঠিলা ।
 রাধিকা উঠিয়া দণ্ডবৎ নতি কৈলা ॥
 পরমরূপসী তাতে সৌভক্ততা দেখি ।
 মুনিবর অন্তরে হইলা বড় সুখী ॥
 প্রসন্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে ।
 কহিতে ন' জানে বালা চূপ করি রহে ॥
 সুখিয়া ত মুনিবর বিচার করিল ।
 জীজাতির উচিত যেই বর দান কৈল ॥
 তুমি যে করিবে পাক অমৃত-সমান ।
 হইবেক যেই তাহা করিবে ভোজন ॥
 পরমামৃতজি তাঁর হইবে বিস্তর ।
 কাস্ত-পুষ্টি হইবে নিব্যাধি কলেবর ॥
 পরে শ্রীসঙ্কেতবট সঙ্কেত-বিহারী ।
 প্রেমসরোবর আর অনেক মাধুরী ॥
 পরেতে শ্রীমন্দীখর নন্দর আলয় ।
 কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালা অতি উচ্চ হয় ॥
 বর্ষাতে শ্রীকিশোরীর গৃহের ছায়ার ।
 মন্দীখরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালার ॥
 ছায়ার সমান দোহে দোহাদৃষ্টি হয় ।
 দোহে দোহে ছেরি সুধামাগরে আসয় ॥

শ্রীনাগহরদেব হন গ্রামের দক্ষিণে ।
 পূর্বে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্বস্থানে ॥
 কৃষ্ণপদচিহ্ন এক পাশাণে শোভয় ।
 ললিতাকুণ্ডের বামো সূর্য্যকুণ্ড হয় ॥
 বিশাখার কুণ্ড তার অধিকোণ-স্থানে ।
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরম শোভনে ॥
 তাহার নৈঋতে পৌর্ণমাসীর ভবন ।
 তাহাই শ্রীমন্দীখরী-ঠাকুরাণী-স্থান ॥
 পশ্চিমে শ্রীশোভনাকুণ্ড পরম কানন ।
 কৃষ্ণের সাধনা হেতু রহে হাউগণ ॥
 মান করেন মাতা জলেতে নামিয়া ।
 ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া ॥
 কান্ধিলে সাধনা করেন চাঁউ দেখাইয়া ।
 ভয়েতে না কান্দে কৃষ্ণ থাকেন বসিয়া ॥
 শ্রীমান-সনাতন-প্রভু-গোবিন্দ-জীউর ।
 অতুল মহিমা-স্থান ভজনকুটীর ॥
 অনন্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয় ।
 অধিক কহিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
 ধাবট-আখ্যান গ্রাম শুভ সুখময় ।
 গোপ গোপপুত্র আভমনোর আলয় ॥
 শ্রীমতীর গৃহে অভিনব পতিশ্রয় ।
 শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য ॥
 অতি উচ্চ রত্ন-অট্টালিকাতে বসিয়া ।
 সখীসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসরস হিরা ॥
 লালস শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাত্র মনোবৃত্তি ।
 দেহ গেহ ধন জন সর্বত্র বিরক্তি ॥
 পূর্বেতে কিশোরীবট পরমমোহন ।
 কোতুকে কুণ্ডরে রাই সহ সখীগণ ॥
 সিদ্ধি সরোবর আদি বহু লীলাস্থান ।
 সংক্ষেপে ক'হল কিছু ধাবট-আখ্যান ॥
 পরে শ্রীমালিনীকুণ্ড মালিনী-অরয় ।
 মালিনী সহিত প্যারী অন্তর আশয় ॥
 নির্জনে বসিয়া কহে আনন্দে উল্লাসে ।
 মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমযানন্দে আসে ॥
 ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয় ।
 তথা হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কেত করয় ॥
 কুতুহল ধনি কোকিলেরা রব করে ।
 রাই তাহা শুনি তথা করে অভিসারে ॥
 শ্রীমন্দীখরের পূর্বে আজনক-গ্রাম ।
 কৃষ্ণ রাই-চন্দ্র পরাইলেন অঙ্গন ॥

দক্ষিণ করেল চক্রাবর্তী নগর ।
 রাসকলি-স্থান তথা বুলনা স্তম্বর ॥
 সাহার বলিরা গ্রাম উপনন্দ-স্থান ।
 মর্ণনামেতে গ্রামে সূর্য্যকুণ্ড হন ॥
 সূর্য্যের সুরতি তথা ভীরে বিরাজর ।
 সূর্য্যপূজাছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলর ॥
 সাহারের পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের ঈশান ।
 শঙ্খচূড়বধ-আদি-বহু-লীলা-স্থান ॥
 সাঁখির ঈশানকোণে উমরাই গ্রাম ।
 প্যারী বাহা রাজা হৈল রাজপট্টধাম ॥
 বৃন্দাবনেখরী রাধা সখীগণ জানি ।
 রাজ-অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নাহি গণ ॥
 তাহা শুনি সখীগণ কৃষ্ণে কৈল রাজা ।
 বৃন্দাবনে মানিরা কৃষ্ণের সব প্রজা ॥
 তাহা দেখি জোর বরি কৃষ্ণে উঠাইয়া ।
 ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া ॥
 কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন ন'ম ।
 বজ্রনাভ তথা কৈল জগাশয় গ্রাম ॥
 কৃষ্ণেরে করিরা প্রজা হাসি সখীগণে ।
 প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃন্দাবনে ॥
 সখীগণে কহেন শ্রীললিতা স্তম্বরী ।
 বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেখরী ॥
 শুনিলাম আর কেটা রাজা না কি হৈল ।
 প্যারীদীর রাজ্যে আসি অধিকার কৈল ॥
 ধরিয়া আনহ শৌর্য্য যাইয়া তাহারে ।
 দণ্ড করি বন্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে ॥
 তবে ছই চারি সখী বাইয়া কহরে ।
 প্যারীদীর রাজ্যে কেটা রাজা নাকি হরে ॥
 এত বড় যোগ্যতা বে আছেয়ে কাহার ।
 উঠিয়া চলহ শ'ত্রু হুকুম রাজার ॥
 ইহা কহি হাত পাকড়িয়া উঠাইয়া ।
 ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া ॥
 প্যারীর সম্মুখে খাড়া করিরা রাখিলা ।
 ঘোমটা টানিরা প্যারী দ্বিধা হাসিলা ॥
 ষোড়শ করি কৃষ্ণ দাঁড়াইলা আগে ।
 পাত্র শ্রীললিতা বসি প্যারীর বামভাগে ।
 প্রতাপ করিরা তেঁহ কহে সখীগণে ।
 এই কি মূপতি হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে ॥
 ভালমতে দেহ সবে ইহার সাজাই ॥
 কৃষ্ণ কহে মোর কিছু অপরাধ নাই ॥

আজ্ঞামাত্রে আইলাম মহারাজার স্থানে ।
 বে দণ্ড করিতে হয় করহ এখনে ॥
 ললিতা কহেন নিজহস্তে তুমি রাই ।
 বে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই ॥
 কুঞ্জ-কারাগারে নিয়া লইয়া নির্জজ্ঞে ।
 বাহুবলতা দিয়া করিরা বন্ধনে ॥
 হেমগিরিঘর বন্ধস্থলে চাপাইয়া ।
 দশনে বন্দন কত করহ দাবিরা ॥
 ইহা শুনি বন্ধনে বসন দিয়া ধনী ।
 লাজে অধোমুখ হৈল কমলবদনী ॥
 ললিতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই ।
 ক্রোধভাবে করি তৎসে ক্রভ'জ চরাই ॥
 সে ভদি দেখিরা কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর ।
 দৌহার দর্শনে হুটে মন দৌহাকার ॥
 দৌহে দৌহা মিলি স্তম্বসাগরে ভাসিল ।
 সখীগণ হেরি মহা কোতুকী হৈল ॥
 কুশস্থলী দ্বারকালীলার প্রকরণ ।
 বাবট নিকট হয় বকথরা গ্রাম ॥
 হারোয়াল নামে গ্রাম পাশক্রীড়া যথা ।
 কৃষ্ণ হারিলেন রাধিকার স্থানে তথা ॥
 কৃষ্ণের ময়ূর যুগ বাক্ষিবা লইয়া ।
 সখীগণ চলিলেন পণ্ডিতে জিনিয়া ॥
 দাইগ্রামে কৃষ্ণ দধি খাইলা যথার ।
 বটবৃক্ষে পড়ে দোনা অস্তাপিহ হয় ॥
 শেবশাঙ্গী গ্রামে বিরাজয়ে শেবশাঙ্গী ।
 অনন্তশস্যায় প্রভু আছেন সদাই ॥
 ক্ষীরসিদ্ধ পুষ্পোদ্ভান তাহার অগ্রেতে ।
 ত্রজের সীমানা খাখা আছেয়ে তথাতে ॥
 উজানি-নগর হয় খয়ের গ্রামের পূর্বে ।
 যমুনা উজান কহে মুরলীর রবে ॥
 রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈল ॥
 বাবুকোণে বৎসাসুর-দৈত্য-বধ হৈল ॥
 গো-বৎস-হরণ আনি ব্রহ্মা যথা কৈল ।
 পূর্বেতে ভূষণ-বন নানালীলা হৈল ॥
 স্তম্বর রতন-ভূষা আ'ন সখীগণ ।
 পর'ইল শ্রীকৃষ্ণেরে করিরা বতন ॥
 আগিয়ারা গ্রাম যথা মুক্তাটবী বন ।
 তথাই অক্ষয়বট দাবাধিমোচন ॥
 পূর্বে তপ-বন যথা কচ্ছা গোপীগণ ।
 কাটাঘরীপূজা করি গাইল বন্দন ॥

যথা যমুনার চীরঘাট কৃষ্ণ যথা ।
 বসন করিল গোপিকার করি নতা ॥
 নিকটেতে গোপীঘাট যথা গোপীসঙ্গে ।
 ছল করি কৃষ্ণচন্দ্র বিরহিল রঙ্গে ॥
 নন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দরাজেরে ।
 যথা হৈতে লৈরা যার বন্ধনের চরে ॥
 তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন পুলিন ।
 সখাসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র করিলা ভোজন ॥
 সেহালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেখারী ।
 রূপের তুলনা দিতে জিজ্ঞাসিতে নাই ॥
 শ্রীনন্দঘাটের পূর্বপারে অগ্নিকোণে ।
 ভ্রমর কৃষ্ণে ভ্রম করাইল সেই স্থানে ॥
 বাহুবলু আদি খেলা সখাগণ-সনে ।
 পুন্দর ভাণ্ডীরবন তাহার দক্ষিণে ॥
 সখাগণ-সনে তথা সদাই ক্রীড়ন ।
 ভাণ্ডীরনামেতে বট একাদশ বন ॥
 পরে বিশ্ববনে সখাসনে নানা রঙ্গে ।
 লক্ষী তপ করে তথা অদ্যাপি না ভঙ্গে ॥
 আসে কৃষ্ণসনে লক্ষী রাস ইচ্ছা কৈল ।
 ব্রজের অশ্রুগা নহে কৃষ্ণ না লইল ॥
 ভে-কারণে লক্ষীদেবী তপস্তা করয়ে ।
 রাস না পাইলা তবু কান্ত নাহি হয়ে ॥
 অষ্টম শ্রীমহাবন কৃষ্ণজন্মস্থান ।
 অনন্ত হীর'র স্থান তথায় যে হন ॥
 মথুরামণ্ডলমধ্যে চক্ৰিশ কামন ।
 নিত্যলীলা কৃষ্ণের পরমমোহন ॥
 ছয়দশ বন ছয়দশ উপবন ।
 তা সবার নাম শুন করিব কীর্তন ॥
 বাহার স্রগে মিলে কৃষ্ণশ্রেয়ধন ।
 আশ্চর্য্য তাহাতে কিবা সংসার-মোচন ॥
 যমুনার পশ্চিমে যে হয় সপ্তবন ।
 মধুতাল কুমুদ বহলা কাম্যবন ॥
 বৃন্দাবন আর যে খদির নামে বন ।
 এই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্বাংগে হন ॥
 ভদ্র ভাণ্ডীর বেল লোহ মহাবন ।
 এই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ গণন ॥
 আর উপবন সে হয় যে দ্বাদশ ।
 পরম মহিমা সর্ববেদে গায় বন ॥
 অধিকানন কোট আর যে খেলন ।
 নেত্রদ্বার জেওলাই ছদ্ম তপ বন ॥

কোকিল ভূষণ বচ্ছ সুখাটী বন ।
 আর যে বিলাসবন দ্বাদশ গণন ॥
 এই যে চক্ৰিশ বন ভূবনগাবন ।
 কৃষ্ণকীড়া-স্থানে পূজ্য স্বরগীর হন ॥
 এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান ।
 মহিমা-উদ্দেশে করি কৃষ্ণলীলা গান ॥
 বৃন্দাবনমধ্যে নিধুবন-আদি করি ।
 অষ্টকুঞ্জ আর রাসস্থলী সুমধুরী ॥
 কিকিৎ মহিমা গান করিব মানস ।
 কুজবনে যেন সিদ্ধলজ্জনে সাহস ॥
 শ্রীমন্ মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম ।
 পরমমহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম ॥
 পরম সৌন্দর্য্য মহিমায় পরাংপর ।
 ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যে সম নাহি যার ॥
 মথুরানামের যে মহিমা চমৎকার ।
 স্বল্পপুরাণাদি শাস্ত্রে করয়ে ফুৎকার ॥
 পরমপদার্থ হয় মথুরা এই নাম ।
 কোটি-প্রণব-তুল্য সর্বকামধাম ॥
 ব্রহ্মময় ধাম শ্রুতিগণ গুণ গার ।
 গোপালতাপনী শ্রুতি দেখে হয় নর ॥

তথাচ শ্রুতি:—

“ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি” ॥

গোপালপুরী ব্রহ্মস্বরূপা ।

আর বহু শাস্ত্রে বহু মহিমা কহয় ।
 শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না রয় ॥
 সাধুমাগে মহাজন-উক্তি যে শুনহ ।
 ‘অপূর্ব বারতা বাহা কর্ণসুধাবহ ॥
 সর্বগ অনন্ত বিভূ কৃষ্ণতমুসম ।
 উপবাস ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥
 এই যে অপূর্ব-কথা সর্বশাস্ত্রমার ।
 মথিরা শ্রীকৃষ্ণদাস করিলা উদ্ধার ॥
 সর্বজ গমন আর অনন্ত অপার ।
 সর্বশক্তিবৃদ্ধ যার নাহি পাণ্ডাবার ॥
 অধিক কি আর কৃষ্ণতমুর সমান ।
 উপর কি অধ ব্যাপি সর্বজ নিধান ॥
 লীলা যার নাহি যারা প্রত্যক্ষ দেখহ ।
 অন্যের কা কথা যে ব্রহ্মার হৈল মোহ ॥
 ব্রজের একদেশে কোটি বৈকুণ্ঠ দেখিল ।
 অপার মহিমা দেখি কাঁকর হইল ॥

তাহাতে কাহার সাধ্য মহিমা কখন ।
সম্যক্ কহিতে চাহে সেই মূৰ্খজন ॥
মধুরার মধ্যে বৃন্দাবন অতিশ্রেষ্ঠ ।
তার মধ্যে রাধা-ভায়-কুন্ত হন ত্যোষ্ঠ ॥
তাহার অধিক শ্রীমন্ গিরি গোবর্ধন ।
তাহার অধিক নাহি তাহার সমান ॥

বৈকুণ্ঠান্নিতো বরা মধুপুরী ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মহেতু মধুপুরী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

যতপি কৃষ্ণের দেহ শ্রীম-বৃন্দাবন ।
তথাপিহ সেবা-সেবক-রূপ হন ॥
সম্যক্ প্রকারে শ্রীমন্ বৃন্দাবনধাম ।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য মাত্র মনকার ॥
ফুলে ফুলে জলে নানামতে কৃষ্ণ সেবে ।
হৃদয়ে চরণ ধরে আনন্দ-উৎসবে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন ধরি ।
পর শোভিত অঙ্গ ত্রৈলোক্যানুন্দরী ॥
শ্রীরাধার প্রিয়সখী রাধার অঙ্গনা ॥
রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্ত্রাঙ্গনা ॥
রাধা বিনে শোভা নাহি নাহিক আনন্দ ।
কৃষ্ণের নাহিক সুখ বেহ সর্বানন্দ ॥

অনুবৈবৰ্ত্তে—

কৃষ্ণ বৃন্দাবনৌ বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥

শ্রীরাধিকার নাম ;—কৃষ্ণা, বৃন্দাবনৌ, বৃন্দা বৃন্দা-
বন-বিনোদিনী ।

রাধার শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণে সুখ দিতে ।
দেহ ন'পি সেবরে পরম আনন্দেতে ॥
অতএব তদীয় সম্ভব বৃন্দাবন ।
ভাগবতগণ-চূড়ামণিতে গণন ॥

শ্রীরাসনৃতসিদ্ধৌ—

তদীয়াঙ্গলনী-শাস্ত্র-মধুরা বৈকুণ্ঠাদয়ঃ ॥

তুলসী, শাস্ত্রাদি, মধুরা এবং বৈকুণ্ঠগণ শ্রীকৃষ্ণাত্মক ।

আর কতকগুলি স্থানের মহিমা কহিব ।
অধিক কহিতে মোর শক্তি নহিব ॥
যে যে লীলা যে যে স্থানে লীলার সহিত ।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব বখানকতি উচিত ॥
যোগ-ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয়স্থান হয় ।
বখা মাতা পিতা বন্ধ প্রেমসীর চর ॥

বিশেষ পরমশ্রেষ্ঠ বন-কুন্ড আদি ।
রাধাসহ নিলনের সুখের অবধি ॥
বৃন্দাবনভূমি হয় চিত্তামণিময় ।
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষ-লতাচর ॥
সুরতি যতক লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষী কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ॥

অন্যগংহিতারাম্—

চিত্তামণিপ্রকরসদৃশ কল্পবৃক্ষ—
লক্ষাবুতেষু সুরতীরতিগালয়ভূম্ ।
লক্ষীগণতশতসংখ্যমসেব্যমানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

চিত্তামণি-সমূহে রচিত, লক্ষ লক্ষ কল্প-বৃক্ষোপরি
যশিত মনোহর স্থানে শত সহস্র লক্ষীবারা সাদরে
সেব্যমান সুরতি বায়ু দ্বারা উপসেবিত অথবা বহুল
গাভীগণের প লনকারী আদিপুরুষ গোবিন্দের সেবা
করি ।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় শ্রীম বৃন্দাবন ।
রাধাকৃষ্ণ বিহারের পরম মোহন ॥
মহারাগহনী হয় বসুনাগুলিনে ।
বাঁহা রাসজীড়া শতকোটি গোপী সনে ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা পরমপ্রেমণী ।
তাহার রহস্ত গুন প্রবণসরসী ॥
বৃন্দাবনমোতাগ্য শ্রীরাধিকার গুণ ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পরমমোহন ॥
শরৎ-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের উদয় ।
বৃন্দাবনশোভা যে তা কহনে না যায় ॥
চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে ।
ছায়া মধ্যে মধ্যে শাখা চন্দ্র উজ্জ্বলারে ॥
মল্লিকা মালতী সুখী অশোক চম্পক ।
কুল করবীর নবমল্লী কুববক ॥
নানা পুষ্প প্রকুসিত শ্রেণীবদ্ধমতে ।
ঝামরিয়া রহে তাতে ভঙ্গ বৃথে বৃথে ॥
সৌগন্ধি তাহাতে হয় কাম উদ্বীপন ।
আনন্দ কোতুক তাহে চন্দ্রের কিরণ ।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রু মধুবিদু করে ।
নানাবর্ণ নানাজাতি শোভে ধরে ধরে ॥
নানা পক্ষ নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী ।
মধুর কোকিল কুল আদি কলরু ধনি ॥

শুক শরী কৃষ্ণগণ গায় প্রেমাম্বল ।
 মধুর মধুরী নাচে নানা ছন্দে বকে ॥
 বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীল লতার বেষ্টিত ।
 নীলবর্ণ বৃক্ষ বর্ণলতার শোভিত ॥
 রতনের পুষ্পগুচ্ছাসমূহ তাহার ।
 মণিবৎ ফল তাহে অপূৰ্ণ শোভয় ॥
 নানা-রত্নময় বৃক্ষ শ্রেণী দুই দিকে ।
 রতনে অঙ্কিত পথ হয় মধ্যভাগে ।
 দুই পার্শ্বে মধ্য মধ্য সরোবর হয় ।
 চারিদিকে ঘাট নানাবর্ণ মণিময় ॥
 রতনের বৃক্ষ চারিদিকে হিলোলা ।
 হেম-মণিময় তাহে চমকে চপলা ॥
 সরোবর প্রকুলিত কুমুদ কমল ।
 বর্ণ নীল রক্ত শ্বেত পরম বিরল ॥
 ভ্রমর গুঞ্জে তাতে শ্রবণমুগ্ধ ।
 নানাজাতি পক্ষী মেলি করয়ে শব্দ ॥
 রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে বিহরে কোতুকে ।
 হেরিয়া বৃক্ষাদি পশু পক্ষী পায় সুখে ॥
 যমুনার তীরে হেমমণিতে অঙ্কিত ।
 মণিময় ঘাট স্থানে স্থানে মনোহীত ॥
 দুই পার্শ্বে ঘাটের শোভয়ে রত্নবোধি ।
 কতক শোভা যে তাহে নাহিক অবধি ॥
 দ্বানকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে ।
 তৈল গন্ধ মর্দন করেন বঁস সাতে ॥
 কৃষ্ণসনে জলক্রীড়া করেন যখন ।
 সখীগণ জল ফেলাফেলি হয় রণ ॥
 তথা দাণ্ডাইয়া সেবাপর্য্য সখীগণ ।
 রহস্ত দেখেন কহে ঠজিতবচন ॥
 যমুনার দুই তীরে নব্রহ্মান বৃক্ষ ।
 নানা ফল ফুল শোভে ডাকে নানা পক্ষ ॥
 কুমুদ কলসার পদ্ম প্রকুলিত জলে ।
 নির্মল সুস্বিচ্ছ জলে হংস আদি বুলে ॥
 পুষ্পের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় অগ্নি মধুমিত ॥
 তীরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে ।
 যাতে রাধা ভ্রাম নিত্য আনন্দে বিহরে ॥
 কেতকী চম্পক নাগকেশর বকুল ।
 অশোক কিংকর নীপ কদম্ব পাকুল ॥
 নানাজাতি বৃক্ষলতা মিলিয়া সুন্দর ।
 পুথক্ পুথক্ কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর ॥

তাহার যে শোভা তার বর্ণন না হয় ।
 অন্যের কা কথা ব্রজা শিবা না পারয় ॥
 লতার নির্মিত গৃহ লতা খাম খুঁটি ।
 দালান তেওয়ারি ঘর অতি পরিপাটি ॥
 লতার তোরণ তাকে পুষ্প প্রকুলিত ।
 স্বয়ং গঠন তাহে নানা শ্রী নির্মিত ॥
 কমল কলসার পারিক্রান্ত জাতি বৃথী ।
 রজন মল্লিকা আদি নানা পুষ্পপাতি ॥
 সুন্দর যে লতা স্নিগ্ধ পত্রের সহিত ।
 গৃহের ভিতর উচ্চ-অথতে শোভিত ॥
 নানা রত্নভজিতে দেওয়ার-প্রায় রূপে ।
 সুন্দর গঠনে রহে চারিদিকে ব্যাপে ॥
 স্বর্ণেতে অড়াও মণি মুকুতার ন্যায় ।
 শোভা করে হেরি চিত্ত চমৎকার হয় ॥
 লতাময় পুষ্প-বৃক্ষ শোভে নানাবর্ণে ।
 তোরণ কবাট ঘর বধা মণি-স্বর্ণে ॥
 উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া ।
 চৌদিকে বিকসিত নানাপুষ্পে বেড়া ॥
 অপূৰ্ণ গঠন অলৌকিক শোভা তার ।
 পুষ্পের কলস প্রতি চূড়াতে শোভয় ॥
 নানা পক্ষীগণ বসি ডাকয়ে মধুর ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে উঠি মধু পিরাসে ভ্রমর ॥
 কুঞ্জে । ভিতর স্থল মণিরত্নময় ।
 তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয় ॥
 চতুর্দিকে অষ্টদল রতন-নিৰ্ম্মাণ ।
 ললিতাদি অষ্ট সখী বসিবার স্থান ॥
 মধ্যকিঞ্জেতে রাধা-কৃষ্ণ বিরাজয় ।
 ত্রৈলোক্যমোহন শোভা চমৎক'রময় ॥
 কুঞ্জ আদি-শোভা দেবে বর্ণিতে না পারে ।
 বনে প্রেমী ভক্ত রাধাকৃষ্ণের কিঙ্করে ॥
 মো-হেন ভকতিহীন জনার হৃদয় ।
 তাহাতে অবোধ সুখ সুন্দর করয় ॥
 শরদ জ্যেষ্ঠা নিশি বনশোভা হেরী ।
 উৎসাহ হইল কেলি সহ ব্রজনারী ॥
 শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রিমা হেরিয়া ।
 উদ্যোপনা রাধামুখ চন্দ্রিমা হইয়া ॥
 বংশীবটতলে গিয়া মুরলী বাজায় ।
 লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণচয় ॥
 মোহন মধুর কলধ্বনি রসময় ।
 কুলের রমণী সাতে অনন্দে নাচয় ॥

কুলধর্ম-রক্ষা ছিতি বাহির করয় ।
 লজ্জা তার অতিমান গৌরব ছাড়য় ॥
 ছুতাজ বজন বহুবাক্যব অগণ ।
 তপতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ ॥
 মুরলীর ধনি শুনি ব্রজবধুগণ ।
 কতক'-আদি যে গোপী কোটি অগণন ॥
 মোহিত হইয়া সবে ছুটিয়া বাইল ।
 গুরুভর লোকলজ্জা গণন না কৈল ॥
 কেহ বা বন্ধনে কেহ হৃদ্য আবর্তনে ।
 কেহ ছিল নিজ গুরুজন্য সেবনে ॥
 অন্ন পরিবেশনে আছিল কেহ কেহ ।
 ভোজনে আছিল কেহ গুরুজন সহ ॥
 অন্তের বালকে হৃদ্যপান করাইতে ।
 আছিল কেহ বা নিজ বেশ রচনাতে ॥
 যেই যেই যেইমত যেখানে আছিল ।
 অমনি চলিলা কোন অপেক্ষা না কৈলা ॥
 ভোজনে আছিল আচমন না করিলা ।
 পরিবেশনের থালী অমনি রাখিলা ॥
 বালকে ভূমেতে ডারি গুরুসেবা তেজি ।
 ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মজি ॥
 উৎকর্ষার বেশ-বিপর্যয় কার হৈল ।
 ভ্রমে চরণের ভূষা করেছে পরিণ ॥
 কর্তের যে হার-মতি চরণে পরিণ ।
 চক্ষে না ভঞ্জন দিয়া হৃদয়ে রাখিলা ॥
 অঙ্গ-আবরণ বস্ত্র কটিতে পরিণ ।
 কটির বাঘরা বস্ত্র মস্তকে উড়িণা ॥
 ছুটিয়া বাইতে উন্নতের স্তার ব্রজ ।
 পদ-আতরণে অড়াইয়া গেল বস্ত্র ॥
 থসাইয়া লইতে সে ব্যাজ না সহিল ।
 হিচড়িয়া টানি লইতে ছিড়িয়া রহিল ॥
 এইমত প্রতি ধরে ধরে গোপীগণ ।
 বাইয়া চলিলা লক্ষ্য করি বংশীগান ॥
 বধা কৃষ্ণচন্দ্রে রহে বংশীবটতটে ।
 ঘেরিলা যাইয়া সবে তাঁহার নিকটে ॥
 হেথা কোন কোন গোপ কোন গোপীগণে ।
 বাইতে না দিলা ধরি রাখিলা সমনে ॥
 গৃহের ভিতর রাখে দার রুদ্ধ করি ।
 তাঁহার সবার পূর্বে পাইলেন হরি ॥
 শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁরা প্রাণ তেরাগিলা ।
 তৎকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে বাইয়া মিলিলা ॥

বিচ্ছেদেতে তীব্রতাগ অন্ত নাশিল ॥
 পরম নিবৃত্তি হৈল শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া ॥
 কিঞ্চিৎ সাধনে তাঁ-সবার নান ছিল ।
 তে কারণ ঈদৃক বে বাধা জনমিল ॥
 উৎকর্ষাতে প্রেমপরাকর্ষা জনমিল ।
 যেহেতুক বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল ॥
 যদি বল ব্রজে অন্য স্বভাবত সিদ্ধ ।
 সাধনে নান ইহা বড়ই বিকল্প ॥
 তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্য্য-টীকাতে ।
 যেযুক্তি কহিলা সে বিকল্প নহে তাতে ॥
 প্রেমপরাকর্ষা সাধনের সিদ্ধদশা ॥
 ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তিবোগ্য সেই মহাবশা ॥
 সেই প্রেম হৈতে যদি কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ।
 থাকিতে শরীর তার পড়ে বধা তথা ॥
 তথাপিহ ব্রজে তেঁহ জনম লভিয়া ।
 যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণ পায় নিজ নিজ ভাবে ।
 ইহা অসম্ভব নহে বিচারি বুঝিবে ॥
 প্রেমভাব পক্ষ আর কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ।
 আশ্রিত পক্ষত্র স্বাভাবিকভাবে বধা ॥
 বস্ত্র এক কিন্তু যাত্র স্বাভাবিক বিশেষ ।
 তথা সে অপক প্রেম আর পরিশেষ ॥
 সেই আশ্রিত পারিষদ স্নানাদি সেই হয় ।
 তথা যে অপক প্রেম পক্ষতাকে পায় ॥
 আর এক যুক্তি টীকা আচার্য্য কহয় ।
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকটসময় ॥
 প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্রজে করিতে যম ॥
 পারিলে তাহার সাক্ষী যায় দৈত্যগণ ॥
 অতএব অন্ত-যে-দেশীয় গোপকন্তা ।
 ব্রজগোপ বিবাহিতা যে-হেতুক বধা ॥
 ব্রজগোপ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণভোগ্য বোগ্য ।
 অতএব দেহ তেজি গোপীসম স্নান ॥
 চিদানন্দময়দেহ কৃষ্ণ প্রেম্যানন্দ ।
 পরম-পুরুষার্থ-পরাকর্ষা সূখকন্দ ॥
 পাইলা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সর্ব-গোপী-সহ ।
 মিলিয়া ঘেরিলা সবে করিণা উৎসাহ ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে রক্ত অঙ্গসঙ্গ অভিলাষে ।
 হাব-ভাব-লীলা-কলাবিনাস প্রকাশে ॥
 গোপিকার প্রেম-আর্তি-আগ্রহ বুঝিতে ।
 কল্পনা-বিশ্রাম-আদি কোতুক দেখিতে ॥

ভজি করি কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-স্মার ।
 উপেক্ষাবচন কহে অরসজ-প্রার ॥
 এ যোর রজনী কুলরমণী হইয়া ।
 বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া ॥
 বনশোভা দেখিতে কি আমারে দেখিতে ।
 দেখিলে চলিয়া বাহ স্বগৃহে তুরিতে ॥
 এ মহে উচিত কুলবতী নারীগণে ।
 রজনীতে গৃহ তেজি বাইতে বিপিনে ॥
 হামি-আদি-গুরুসেবা স্ত্রীগণের ধর্ম ।
 অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্ম ॥
 কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপীগণ ।
 ঈষৎ হইল কোধ মানি অপমান ॥
 কহে অহে ধৃষ্ট মোরা তোমার নিকটে ।
 না আসি আইনু মোরা যমুনার তটে ॥
 কুসুম-টোটন করি বাইব গৃহেতে ।
 তুমি কেনে এত হৈলে উৎকণ্ঠিত চিতে ॥
 তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুলি ।
 লইয়া গৃহেতে যাও আমি তাহি বলি ॥
 মানভরে গোপীগণ ফিরে বাইতে চাহে ।
 না চলে চরণ কিছু ইজিতেতে কহে ॥
 অবিদগ্ধ কেমত তুমি হে নিষ্ঠুরাই ।
 তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাট ॥
 নবীন যুবতীবৃন্দ বিদগ্ধা রূপসী ।
 কুলবতী নাহী মোরা বনমধ্যে আসি ॥
 নির্জনে নবীন যুবা তুমি যে আছহ ।
 দেখিয়া ফাঁফর হৈনু এবে বাই গৃহ ॥
 পুন কৃষ্ণ কহে শীঘ্র বাহ নিজগৃহে ।
 তবে গোপী হৃদেতে কান্দিয়া কিছু কহে ॥
 বংশীধ্বনিতে আকর্ষিয়া মো সবারে ।
 কুল-গৃহ-হামি-আদি করাইয়া দূরে ॥
 আনিয়া এখন কহ নিষ্ঠুর বচন ।
 গৃহেতে না যাব আর তেজিব জীবন ॥
 মগ্ধ-অনলে তপ্ত দেহ মো-সবার ।
 জুড়াও তাপিত অঙ্গ শিরে দিয়া কর ॥
 গোপিকার অহুরাগ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ।
 প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ ॥
 আগনাকে সাপরাধি মানি পুন কহে ।
 তোমা-সবার উপেক্ষা আমার কতু নহে ॥
 যতক কহিহু যে বুঝিতে পার নাহি ।
 এত কহি সেই বাক্য ফিরাইয়া কহি ॥

প্রতিকূল অর্থ অহুকূল ব্যাখ্যা করি ।
 গোপিকারে শুনাইয়া তুবিলা শ্রীহরি ॥
 তাহ' শুনি গোপীগণ আনন্দিত হৈয়া ।
 মুচকি হাসিয়া দিলা যোমটা টানিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সবারে আলিঙ্গিয়া ।
 পুলিনে লইয়া গেল বিহার লাগিয়া ॥
 পরম উৎসাহে গোপীগণ হেমানন্দে ।
 মত্ত হৈল কৃষ্ণমনে কলারসমদে ॥
 হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ যে প্রেরসী ।
 তারে নিয়া অকর্দান হৈল ব্রজশশী ॥
 কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী চারিপানে চার ।
 আচম্বিতে বজ্র যেন পড়িল মাথার ॥
 হাহাকার করি সবে লোঠার ধরণী ।
 বিরহে কাতর কান্দে যতক রমণী ॥
 কৃষ্ণ-অনেষণে ফিরে বিভোল হইয়া ।
 বৃক্ষ-আদি-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া ॥
 আশ্র পনস অশ্ব কপিথ পিয়াল ।
 কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল ॥
 উত্তর নাহিক যদি দিলা বৃক্ষগণ ।
 তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ ॥
 তুমি-সব হও কৃষ্ণসখার সমান ।
 তে কারণে মো-সবারে করিলে গোপন ॥
 আগে গিয়া কহে পুন তুলসি কল্যাণি ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া সৌভাগ্যের ধনী ॥
 তুমি মো-সবার হও সখীর সমান ।
 কৃষ্ণ কোথা কহি হৃদে কর পরিজ্ঞান ॥
 তেঁহ যদি না কহিলা আগে চলি যার ।
 কৃষ্ণপদ-চিহ্ন তথা দেখিবারে পার ॥
 মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্ন ।
 হোরি ঈর্ষা-মানে মতি হৈল দৈন্ত ॥
 ললিতাদি সখী পুন বুঝিলা মরম ।
 ইহ রাধা মো-সবার সখী প্রিয়তম ॥
 হরিষ হইল তাহে বিষম বিচ্ছেদে ।
 সৌভাগ্য তাহার সবে প্রশংসে আহ্লাদে ॥
 প্রতিপক্ষগণ নিন্দে সপত্নীত্ব-ভাবে ।
 যার যেই ভাবে নিন্দা-ভক্তি করে সবে ॥
 আগে দেখে কুসুমিত বৃক্ষের তলাতে ।
 ছিন্নভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে ॥
 তাহা দেখি বিতর্ক করয়ে সবে মেলি ।
 এই পুষ্পতরু হৈতে কৃষ্ণ পুষ্প তুলি ॥

সেই ভাগ্যবতী প্রেমসীর বেশ কৈল ।
 প্রণয়ে তাহার মনোরথ পূরাইল ॥
 প্রিয়মুখে ভুগ পড়ে তাহা নিবারিতে ।
 ভাল ভাঙ্গি নিল পুষ্প শুচ্ছের সহিতে ॥
 উন্মত্তের প্রায় পুন কহে লতাগণে ।
 তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে ॥
 কৃষ্ণকে দেখেছ কেহ এ পথে যাইতে ।
 এক যে পরমশ্রেষ্ঠ প্রেমসী সহিতে ॥
 তোমা-সবা মনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে ।
 যে-হেতুক সিদ্ধ প্রকল্পিত পুষ্পমানে ॥
 বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল ।
 গোপী সহ রাস বিহারের বাহা হৈল ॥
 কিন্তু সকলেরে বঞ্চিত রাখিল লইয়া ।
 অন্তর্দীন কৈল সবারকারে হুঃখ দিয়া ॥
 পুন গিয়া মিলিলেও রাখিল-সহিত ।
 ঈর্ষাদি করিবে রূপ না হবে উচিত ॥
 অতএব ইহারেও ছাড়ি অন্তর্দীন ।
 করি যে সবার প্রতি হইবে সমান ॥
 এত ভাবি স্বপ্নে চড়া দোষ ছল করি ।
 অন্তর্দীন কৈল তাঁরে বনে ছাড়ি হরি ॥
 কৃষ্ণ বিরহতে ভেঁহ কাঁদে হইয়া ।
 কান্দয়ে বিতোল চিত্ত ভূমেতে পড়িয়া ॥
 হেথা গোপীগণ সবে যাইতে যাইতে ।
 বিরহিনী তাঁহাদের দেখয়ে সন্মুখেতে ॥
 শঠতা বুঝিয়া কৃষ্ণ সবাই নিশ্বরে ।
 মুখ মুছাইয়া গলে ধরিয়া কান্দয়ে ॥
 তাঁহারে লইয়া পুন কৃষ্ণে অঘোষিতে ।
 চলিল পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে ॥
 বাবৎ আছিল জ্যোৎস্না তাবৎ চলিল ।
 ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া কিরিল ॥
 পুন বনু'র চর-পুলিনে আসিয়া ।
 লীলাসুকরণ করে তাদাক্য পাইয়া ॥
 কেহ ত পূতনাবধ শকটভঞ্জন ।
 কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গিরি গোবর্ধন ॥
 ইত্যাদি করিয়া লীলা কতকণ করি ।
 কৃষ্ণবিরহের বেগ সহিতে না পারি ॥
 উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ করিয়া ।
 উর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখচন্দ্র সঙরিয়া ॥
 হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ মদনমোহন ।
 অবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥

নবধন জিনি রূপ শ্রীচন্দ্রবদন ।
 না দেখিয়া এই দেখ নিকাশে জীবন ॥
 আমরা অসুখ তব ব্রজের রমণী ।
 গোপিকানন্দন ব্রজে নহ কি আপনি ॥
 অতএব মো সবার মুখ নিরখিয়া ।
 দরশন দেহ নাথ করুণা করিয়া ॥
 গোপীকার ক্রন্দন করুণা শুনি হরি ।
 আপনারে অপরাধী মানি শীত্র করি ॥
 'আইলা তথায় যথা গোপী প্রলাপয়ে ।
 সে যে চমৎকার রূপ বর্ণন না হয়ে ॥

মহর-গমনে আইসে, অজভক্তি রসরসে,
 মন্দ মন্দ হাসিতে বদন ।
 পীতাম্বর বনমালা, কচি অচিকুণ কালা,
 শোভা মনমথের মদন ॥
 পরম সুন্দররূপ, সুবিন্দু রসরূপ,
 নারীগণ-মন-মোহনীর ॥
 চরণে নুপুর বাজে, নানা অতরণ সাজে,
 রূপ কোটি মদন জিনিয়া ॥
 দূরে হৈতে গোপীগণ, হেরি চমকিত মন,
 চঞ্চল নয়নে সবে চ'হে ।
 দারিদ্রের হারাধন, পাইলে যথা হৃষ্ট মন,
 প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে ॥
 তেমতি শ্রীকৃষ্ণ, পাইয়া গোপিকাগণ,
 ধাইয়া চলিল উর্দ্ধ্বাসে ।
 কার আলুসাইল কেশ, কার ছিন্নভিন্ন বেশ,
 পড়ি গেল উত্তরীয় বাসে ॥
 উন্মত্ত-পাগলী-প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে যার,
 প্রেমানে বাক্যফুটি নাই ।
 কেহ গিয়া কণ্ঠ ধরে, কেহ ধরে গিয়া করে,
 কেহ ত বসন ধরে বাই ॥
 কেহ আলিঙ্গন করে, কেহ পদ ধরি করে,
 হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াইল ।
 করপদমে চুষন, করে কেহ বনেঘন
 চর্কিত তাম্বুল কেহ লৈল ॥
 কোন শ্রেষ্ঠ প্রেমদী, কোথাবশে মুখশী
 জুড়ি করিয়া ভূরভি ।
 নাগার অঙ্গুলি দিয়া, শ্রীমুখে নয়নপরি
 দূরে থাকি সহ নিজ সঙ্গী ॥

বনে যে ভেজিয়া গেলা, ছঃখ অপমান দিলা
তাহা মনে স্মরণ করিয়া ॥
সহজে স্বভাব-বাসা, উৎকট-কুটিল-প্রোমা,
নানাবেশে রহে দাড়াইয়া ॥
ললিতা স্নানস্বীয়খী, তাহার পার্শ্বেতে থাকি,
কৃষ্ণরূপ স্নানময় নিধি ।
নয়ান-দ্বারায় করি, হৃদয় মাঝারে ভরি,
অস্তরে হেরয়ে আঁখি মুদি ॥
নিজ দেহ পানসরিয়া, স্নানসিদ্ধি ডুবি গৈলা,
ধ্যানে তপা করিবৃতি হৈলা ।
বিশাখাদি সখীগণ, নিরখি শ্রীসন্ধানন,
চিত্র-পুস্তলিকা-প্রায় ভেলা ॥
স্বভাব যেমন যার, মধ্যা প্রগল্ভা আর,
ধীরমধ্যা-আদি করি যত ।
ভেমতি সবার রীতি, স্বভাবত কৃষ্ণপীতি,
এ নিল সবার সেইমত ॥
তার মধ্যে বামা অতি, স্নানমধ্যা-স্বভাব-মতি,
যেহ দূরে ক্রকুটি করিয়া ॥
নয়ান অর্পিয়া রহে, মানে কিছু নাহি কহে,
তার ভাবে স্নানী কৃষ্ণ-হিয়া ॥
অস্তরে আনন্দ-মতি, বাহ্যে তার কিছু রীতি,
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি ।
ঘোড় করে স্তুতি করি, আলিঙ্গয়ে হৃদে ধরি,
কৃষ্ণস্পর্শে জুড়াইল পরানী ॥
* সর্বদুঃখ গেল দূরে, ভাসি স্নানসিদ্ধিনীয়ে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া রহিল ।
ললিতাদি নিজগণ, হেরিয়া আনন্দ মন, *
প্রিয়সখী-সৌভাগ্য জানিল ॥
তবে কৃষ্ণ হর্ষমনে, যতেক গোপিনীগণে,
রাস-বিলাস-হেতু লৈয়া ।
চৌদিকে রমণীবৃন্দ, হেমময় সেই ইন্দু,
তার মধ্যে চলয়ে রসিয়া ॥
পুলিন স্নানস্থান, বালুকার যত ভাগ,
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ ।
ঝলমল শোভা করে, যাতে কৃষ্ণমন হরে,
তথা চলে হইয়া উন্নাস ॥

গোপীগণ সবে মেলি, পুন ছাড়ি যাবে বলি,
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর ।
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী করিয়া ধরে,
পাছে হার হই পুনর্কার ॥

তবে কৃষ্ণ গোপী-সহ পুলিনে বাইয়া ।
অদভুত রাসলীলা রচনা করিয়া ॥
নাচয়ে গোপিকা-সহ ত্রিমণ্ডলী করি ।
মধ্যে এক মূর্ত্ত্য নাচে রাধা-সহ হরি ॥
ত্রিমণ্ডলী পংক্তি তার অদভুত কখন ।
অঁত চমৎকার ত'র না হয় বর্ণন ॥
হুই হুই গোপী মধ্যে কৃষ্ণ এক এক ।
সর্বগোপী-মধ্যে কৃষ্ণ প্রত্যেক প্রত্যেক ॥
অসংখ্য গোপিকা ৭৩ কোটি শঙ্ক মাজ ।
অসংখ্য-প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে সর্বত্র ॥
এইমত ত্রিমণ্ডলী প্রিয়গণ সনে ।
মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে ॥
দাসিকাদি করি নানা বাস্তবদ্বয় লৈয়া ।
বাক্যের স্তার বাস্তব আনন্দিত হিয়া ॥
এইমত চমৎকৃত মণ্ডলী বাক্ষিয়া ।
অলাতচক্রে তার নাচয়ে ত্রিমণ্ডলী ॥
বর্জুল-আকার তিন মণ্ডলীতে হরি ।
গোপীগণে নাচে নানা রঙ্গরস ভরি ॥ *

গোপী মাঝে মাঝে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
সে শোভা কহা নাহি যায় ।
হেমমতে অজিত মহামরকত,
যথা শোভে মণিচর ॥
নাগরী সমূহ, নগরের সহ,
বাহু দিয়া বাহুমূলে ।
নাচে নানা রঙ্গে, রসের ভরজে,
সুরজ-মৃদঙ্গ তালে ॥
নুপুর কিকিণী, বলরার ধ্বনি,
সুমধুর কোলাহলে ।
বীণা-বেণু-গান, ক্রতি রসারন,
হৃকুল রাসমণ্ডলে ॥

স্বর্ণ-গদ্যিনি, নাগরী রঙ্গিনী, ব্রজের অঙ্গুগ',— তার সে সুতর্গা,
 বাতিযোগ রঙ্গরসে । কখন না হয়, ব্রজ নাহি পার,
 তুরতনি করি, নাচয়ে সুন্দরী, সে রস না মিলে তার ॥
 বদনে মুচকি হাসে ॥ অতএব হরি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী,
 হলালুতা করি, রসিকা নাগরী, লক্ষ্মীরে উগেকা কৈল ।
 দেখায় উরজ-পাণ । অভিমানে দেবী, মনে হুঃখ ভাবি,
 রসিক নাগরে, লুবধ ভ্রমরে, তাহে তপ আচরিল ॥
 করয়ে আগন বশ ॥ অদ্যাপি জীবনে, অতি সুনির্জনে,
 হরিসুখ দিতে, মন মন বাতে, তপ কহে লক্ষ্মী দেবী ।
 উড়ায় উরজ-বাস । নরানুগলে, ভাসে প্রেমজলে,
 সে সব হেরিয়া, নাগরের হিরা, শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবি ॥
 উঠয়ে মদন আস ॥ ইহাতে ব্রহ্ম, গোপিকার সহ,
 চুষ-আলিঙ্গন, বদনে বদন, কতক পিরীতি হরি ।
 অর্পিয়া পুলক হিরা । বিহার করয়, সুখ আবাদয়,
 চিবুক ধরিয়া, নাগর রসিয়া, প্রেমময় রসে ভরি ॥
 চর্কিত তাম্বুল দিয়া ॥ অতি অঙ্গুপম, বৃন্দাবনধাম,
 নাচিতে নাগরী,— গণের কবরী, জিজ্ঞাসতে একসার ।
 আলুয়াইয়া পড়িতেছে । তার মধ্যে অতি, পুলিন খেলাতি,
 বতন করিয়া, মুঠেতে ধরিয়া, বধায় রাসবিহার ॥
 মাপটিয়া বাকি দিছে ॥ গরম মহিমা, নাহি হয় সীমা,
 হাস পারিহাস, রসের উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণ-সুখের স্থান ।
 আনন্দে মগন হিরা । কল্যাবধি রাস, করিলা বিলাস,
 মধ্যে রাধাভাম, অতি অঙ্গুপাম, জানিলা নিশি-সমান ॥
 নাচয়ে কর ধরিয়া ॥ কৃষ্ণদাস চিতে, শরণ লইতে,
 গৌরাঙ্গী সুন্দরী, সোণার পাগরী, চাহে জীপুলিন রজে ॥
 রসময়ী ইন্দুধী । চরিত করবার, লৈতে নাহি দেয়,
 গরম রসিলা, হাব-ভাব লীলা, দৃঢ় দেহাসক্তি কাজে ॥
 করি ভ্রামে করে সুখী ॥ বত দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
 যত দেবগণ, আকাশ হইতে করে ।
 দেবীগণ বত, হেরিয়া মুর্ছিত, ॥
 দগধ মদন-শরে ॥
 বরং লক্ষ্মী আসি, সে লীলা প্রশংসি,
 মদন-মোহন সনে ।
 বিহার করিতে, উৎকণ্ঠিত চিতে,
 প্রার্থয়ে শ্রীকৃষ্ণহানে ॥
 ব্রজ সমাধুবা, কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য,
 নাহি ব্রজবাসীগণে ।
 বাতে গোপীগণ, হয়ে কৃষ্ণমন,
 নাহিক ঐশ্বর্য্য-কণে ॥

নিকটে জিনিধুবন পরমনির্জন ।
 তাহার মহিমা গুণ প্রবণরঞ্জন ॥
 কললতামণ্ডপ শোভিত চারিপাশে ।
 মধ্যে রত্নগৃহ কোটি সূর্য্যের প্রকাশে ॥
 ছয়ার অষ্টক তাহে তোরণ সুন্দর ।
 মণিতে নির্মিত গোতে মুকুতা ঝালর ॥
 জরির বিছানা মনোহর সুদর্শন ।
 স্বর্ণের লতিকা ফুল পরম মোহন ॥
 কমল বালিশ মণি স্বর্ণেতে অঙ্কিত ।
 বাম্পা লটকিছে তাহে হেরি হয়ে চিত ॥

গৃহমধ্যে শোভয়ে পরম চমৎকার ।
 রাধাকৃষ্ণ সখীগণে করয়ে বিহার ॥
 রাধিকার বেশ বনাইল কৃষ্ণচন্দ্র ।
 তাহা হেরি সখীগণ পাইলা আনন্দ ॥
 চিকিপি লইয়া করে কেশ আঁচড়িল ।
 লোটন বাক্সিয়া মল্লিকার মালা দিল ॥
 কস্তুরীর পদ্মবল্লী হৃদয়ে লিখিল ।
 মণি মুক্তা হার হীরা কর্তে পরাইল ॥
 নয়নে কজ্জল নাসে তিলক স্নন্দর ।
 চিবুকে কস্তুরীবিন্দু দিল মনোহর ॥
 সিংহার সিন্দূর নাসে মতি পরাইয়া ।
 পুনঃপুন হেরে মুখ মোহিত হইয়া ॥
 করেছে কঙ্কণ আদি চরণে নুপুর ।
 পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কপূর ॥
 আপনি সাজায় পুন আপনি হেরয়ে ।
 চন্দ্রসুধাপানে যেন চকোর মাতর ॥
 সখীগণ বদনে বসন দিয়া হাসে ।
 স্নানমুখী স্নলজ্জিত মুখ পানে বাসে ॥
 দ্বৈত হাসিয়া সখীগণ পানে চাহে ।
 সে শোভা হেরিয়া কৃষ্ণ অনিমিখে রহে ॥
 হৃদনার ভক্তি হেরা হৃদনে মোহিত ।
 সখীগণ তাহা হেরি হৈল চমকিত ॥
 সখীগণ আনন্দউল্লাসরসে ভরি ।
 উঠায় কোতুক এক সুরঙ্গ মাধুরী ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ বিবাহ-ঘোড়ন ।
 হাসি হাসি করে সবে পরম মোহন ॥
 মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়ে ।
 দাঁড় করাইল আনি ছাউনিতলায়ে ॥
 গাঁঠি-ছড়া বাকি দেয় দৌহার বসনে ।
 হুলুহলু ধ্বনি করে কোন গোপীগণে ॥
 মালা বদল করি দৌহা-গলে দেয় ।
 হাসিয়া চলিয়া পড়ে কেহ কার গায় ॥
 অন্তরে কিশোরীজীর পরম আনন্দ ।
 বাহ্যে রোষ করি সখীগণে কহে মন্দ ॥
 হা রে ছার পামরি পরপুরুষচারিণি ।
 কলঙ্কিনি নিলজ্জা কুলের খাঁকারিণি ॥
 তোরা গিয়া বিতা পরপুরুষেতে কর ।
 মুই কুলবতী হই বাই নিজ ঘর ॥

বসনের গাঁঠি মোর খসাইয়া দে ।
 ধর্ম বাঁচাইয়া মুই গৃহে বাই বে ॥
 বনে আনি নিজ মনস্কাম পুরাইলি ।
 কুলের রমণী মোর কুলে দিলি কালী ॥
 আর ত তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব ।
 তোমা সবার রীত ঘরে বাইয়া কহিব ॥
 এত শুনি সখীগণ কহয়ে মুচকি ।
 তুমি কুলবতী সত্য বটে বটে সখি ॥
 কালিয়ার অঙ্গসঙ্গে পতিব্রতা হৈলে ।
 এখনি করিয়া ত্রুত কুঞ্জ হৈতে আইলে ॥
 লজ্জিত হইয়া প্যারী বদন ফিরায়ে ।
 কৃষ্ণ প্রমোদিত সেই ভক্তি দেখায়ে ॥
 বর সাজি সখীমাঝে দাঁড়ায় আপনে ।
 কোতুকী হইয়া চাহে বন্ধিম নয়ানে ॥
 প্রণয়কোন্দল শুনি সখীগণ-সহ ।
 প্রেমোদয়ে অশ্রু কম্প পুলকিত দেহ ॥
 রাধাকৃষ্ণ বিবাহমঙ্গল-গান করি ।
 সখীগণ নাচয়ে চৌদিক ফিরি ফিরি ॥
 ক্রোধভক্তি করি ঘরে চলি যায় প্যারী ।
 ফিরাইয়া আনে গিয়া কেহ আশুসারি ॥
 ললিতা ভৎসয়ে ভক্তি করি সখীগণে ॥
 মুচকি হাসিয়া কহে মটকি নয়ানে ॥
 মোর প্রিয়সখীর সহিত করি বাদ ।
 শ্রীনন্দনন্দন-সাথে দেহ পরিবাদ ॥
 এত কহি গাঢ় আলিঙ্গন সখীসনে ।
 করি প্রেমোদয়ে দৌহে হৈলা অচেতন ॥
 কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণসনে প্যারীয়ে লইয়া ।
 আনন্দিত হৈল সবে বামে বসাইয়া ॥
 পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল ।
 বিবাহকোতুক এক বড় রস হৈল ॥
 সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃষ্টি কর ।
 স্বরূপ প্রকাশি মোর হৃদয়ে বিহর ॥
 বৃন্দাবনে গহ্বর বন রাধারাগ ।
 পরম শোভিত হেরি অন্বে অমুরাগ ॥
 পরে দাবানলকুণ্ড দাব অগ্নি পান ।
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগণে কৈল জ্ঞান ॥
 উত্তরে বরাহদেব গরুড় সহিত ।
 পরে শ্রীশোভনি-মুনির আশ্রম শোভিত ॥
 কালিদাস হস্ত পরম মহাভীর্ণ ।
 পূর্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ হিত নিত্য ॥

শ্রীশ্রীভক্তমালি গ্রন্থ ।

যে 'কদম্বক' হৈতে কৃষ্ণ কাঁপ দিয়া ।
 নৃত্য কৈল কালি'নাগের মাথার চড়িয়া ॥
 রাখে সেই বনমধ্যে নন্দরাজ-আদি ।
 তুফার্ত্ত হইয়া জল কৈল কুপ খুদি ॥
 নন্দকুপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে ।
 সর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে ॥
 প্রবোধানন্দ-সরস্বতী শ্রীগৌরাজ-গুণ ।
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে বর্ণন ॥
 আর শ্রীলব্ধাবন শতক যে নামে ।
 করিলে য়েহ যাতে সাধুমন রমে ॥
 সেই সরস্বতী গোখামীরে যে সমাধ ।
 তথা কালি দমন লীলা করেন আশ্বাদ ॥-
 কালিদমনমূর্ত্তি তথাই প্রকাশ ।
 শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত হয় কালি'নাগ-পাশ ॥
 হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিরা ।
 নাগপত্নী স্তুতি করে চৌদিক বেড়িয়া ॥
 ষাদশ আদিত্য টীলা তাহার নিকটে
 ষাদশ আদিত্য আইলা যমুনার তটে ॥
 হুদ হৈতে কৃষ্ণ যবে উঠিয়া টীলাতে ॥
 অতিশয় শ্রীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে ॥
 ছাদশ সূর্য্য কৃষ্ণসেবার কারণ ।
 আসি তাপ দিয়া কৈল শীতনিবারণ ॥
 ষাদশ আদিত্য টীলা তাহাতে ধেরাতি ।
 ষাদশ আদিত্যঘাট যমুনার তথি ॥
 আদিত্যের তাপে পুন ঘর্ষ যে হইল ।
 স্রোতে বহি ঘর্ষ গিয়া যমুনার মিলিল ॥
 প্রভঞ্জন নামে মহাতীর্থ হৈল সেই ।
 জবাটবী তাহার কিঞ্চিৎ দূরে বাই ॥
 শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা জবাপুন্দ্রোদ্যান ।
 কৃষ্ণ সহ তথা হয় নবীন মিলন ॥
 ষাদশ আদিত্য টীলা উপরি গোখামী ।
 শ্রীল-সনাতন স্থান য়েই লোকখামী ॥
 মহাপ্রভু তথা জগদানন্দের পাঠাইলা ।
 প্রভুর কারণ স্থান তথার করিলা ॥
 তথা শ্রীমদ্রদনমোহন প্রকটিল ।
 শ্রীমদ্রদনমোহন মহা কৃপা প্রকাশিলা ॥
 গোসাঞির সমাজ হয় নিকটে তাহার ।
 কৃষ্ণপ্রেমমূর্ত্তি হয় দর্শনে যাহার ॥
 টীলার পূর্বেতে যে অষ্টৈতবট নাম ।
 শ্রীঅষ্টৈতবটু যথা করিলা বিপ্রায় ॥

তথার অষ্টৈত প্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ ।
 অনেক করেন ভাগবতগণ বাস ॥
 যুগলঘাট নাম তার পূর্ব্বদিকে হয় ।
 যুগলকিশোর শ্রীমন্দিরে বিরাজয় ॥
 পরেতে বিহার ঘাট বনভূমি আসি ।
 গোপী সহ বিহরিলা বৃন্দাবনশশী ॥
 পূর্বেতে ধুমরঘাট তপস্বীর বেশে ।
 সখাসঙ্গে জীড়া কৈল কোতুক-আবেশে ॥
 তাঁরে আমলীর বৃক্ষ পুরাতনী হয় ।
 তলে বসি রাধাবাম শ্রীকৃষ্ণ জপয় ॥
 দূরেতে ভ্রমরঘাট তাঁরে পুষ্পোদ্যান ।
 ভ্রমর ঝঞ্ঝারে বহু কদম্বের বন ॥
 বনবিহারে সমে রাধাকসৌরভে ।
 অলিগণ পুষ্পভান পড়ে মধুলোভে ॥
 পাণিতল দিয়া ধনী নিবারিতে চাহে ।
 কমল বস্ত্র পুন বৈসে গিয়া তাহে ॥
 ভয়ে ভীত অলিগণ নিবারিতে নারি ।
 কৃষ্ণের বসনাকলে লুকাইয়া গৌরী ॥
 তাহে আনন্দিত হৈল কৃষ্ণচন্দ্রহিরা ।
 চূষন করিল কত চিবুক ধরিয়া ॥
 ভ্রমরঘাটেতে পারীসঙ্গে কত রঙ্গে ।
 রসের লতিকা সব সঙ্গীগণ সঙ্গে ॥
 পরে কেশিঘাট তথা কেশিদৈত্য মারি ।
 অঙ্গমার্জ্জুনাদি কৈল যে ঘাটে উতারি ॥
 ধীর সমীরণ তন্ত পরে স্রশোতন ।
 শীতল স্রমিষ্ট বহে মলয়াপবন ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণবিহারের অতি প্রিয়স্থান ।
 মণিকর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন ॥
 শ্রীমন্ গোবিন্দাণ য়েহ পণ্ডিত গোসাঞি ।
 ধীর বশীভূত শ্রীমন্ গোবিন্দ নিতাই ॥
 তাহার সমাজ আর শ্রামরায়জীর ।
 বিরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর ॥
 তথা আক্কাগিয়া বট লুকলুকানি খেলা ।
 ছলে রাধা কৃষ্ণসনে বিহার করিলা ॥
 শ্রীমন্ আচার্য্য প্রভু চৈতন্য অভেদ ।
 যাহার আশ্রয়ে ভবপ্রহি হয় ছেদ ॥
 ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ অবশ্রম মিলয় ।
 বৃন্দাবনে গোবিন্দের পূর্ব্ব আজ্ঞা হয় ।
 বেহ লক্ষ প্রহি গৈলা গৌড়দেশ গেলা ।
 স্বমামুখ্য প্রেমভক্তি লোকে প্রচারিলা ॥

তাঁহার সমাজ তথা স্তম্ভর বিরাজে ।
 আর ছর চক্রবর্তী সেই পুরীমাঝে ॥
 শ্রীরাধামাধবজীউ কৈশোর সুবর্তি ।
 জয়দেব ঠাকুরের পরম পিরীতি ॥
 আসিতে চাহিলা তেঁহ ব্রজে নিজধাম ।
 ছোট হৈলা সেবকের পুরাইতে কাম ॥
 জয়দেব ঝুলির ভিতর করি নিয়া ।
 বৃন্দাবন আসি ধীরসমীরে স্থাপিয়া ॥
 জয়পুরের রাজা নিয়া গেলা নিজস্থলে ।
 সেবা কৈলা পরে তাঁর সিদ্ধিপ্রাপ্তি-হৈলে ॥
 তাঁহার মন্দির ধীরসমীরে আঁহর ।
 প্রতিবিম্ব-মূর্তি সে মন্দিরে বিরাজয় ॥
 অগ্রে শ্রীবক্রেত্বর পণ্ডিত গোস্বামীর ।
 সমাজ তথায় রহে সাধুগণ ধীর ॥
 পরে শ্রীসংশীবট পরম মহিমা ।
 যার গুণকীর্তনে নাহিক হয় সীমা ॥
 মণিকর্ণিকাঃ ঘাট তাহার নিকটে ।
 মুনিকন্ঠাগণ স্থান করি বৈসে তটে ॥
 উপরে গোবিন্দবট কৃষ্ণশ্যামজে ॥
 ক্রীড়ারস কোতুক করয়ে নানারঙ্গে ।
 ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশ্বর নাম ।
 বাঁহার দর্শনমাত্র পূরে সর্বকাম ॥
 কৃষ্ণসনে সখাভাবে নৃত্য য়েঁহ কৈলা ।
 গোস্বামীরে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে কহিলা ॥
 পরেতে পুর্লনে হয় মহারাসস্থলী ।
 শত শত সাধু সন্ত রহে কুতূহলী ॥
 তথায় গমনমাত্র জন্মরে বিরতি ।
 তৎকণাৎ পায় সেই কৃষ্ণভক্তিশক্তি ॥
 দিবানি নি স্থানে স্থানে হরিসংকীর্তন ।
 হইতেছে শ্রীল ভগ তের পঠন ॥
 চৌদিক বেড়িয়া কৃষ্ণসেবা দেবালয় ।
 নানামহোৎসব যাত্রা নিতি নিতি হয় ॥
 জ্ঞানগুণরি নাম করি কেহ কহে ।
 নিকটে গভীর বন মন হরে তাহে ॥
 দ্বাপরযুগের বৃক্ষ নৌকনের স্থায় ॥
 বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ পাখি ॥
 দরশনমাত্র হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন ।
 সাধুকুপা বিনে তাহা নহে দরশন ॥
 পরে রাধাবাগ পূর্বে পানিঘাট দূরে ।
 কত দেবালয় কহি গ্রামের ভিতরে ॥

অনন্ত অপার সব কথা নাহি যায় ।
 কিঞ্চিৎ কহিব বাহা ক্ষুরে জিহবার ॥
 গদাধর চৈতন্ত স্তম্ভর দরশন ।
 অতিচমৎকার রূপ পাণ্ডুরদলন ॥
 শ্রীনৃসিংহদেব আর শ্রীনন্দনানন্দ ।
 জ্ঞানকীরমণ বাধা গোকুল-আনন্দ ॥
 শ্রীরাধাবিনোদ দুই সেবা গোস্বামীর ।
 শ্রীল লোকনাথ য়েঁহ পরম স্তম্ভীর ॥
 মহাপ্রভু রূপা করি দাস গোস্বামীরে ।
 গোবর্দ্ধন শিলা দিলা সেবা করিবারে ॥
 সেই শিলা অস্ত্রাপি গোকুলানন্দে হয় ।
 বংশীবদনরূপে দেখাশিলা তার ॥
 লোকনাথ-গোস্বামীর সমাজ তথায় ।
 যার শিষ্য শ্রীমন্ ঠাকুর মহাশয় ॥
 শ্রীরাধারমণজীউ ভুবনমোহন ।
 অলৌকিক রূপ চমৎকার দরশন ॥
 শ্রীমন্ গোপালভট্ট গোস্বামীর গুণে ।
 শালগ্রাম হইল রূপ প্রকাশে আপনে ॥
 শ্রীল শোপীনাথজীউ বৃন্দাবনাধীশ ।
 শ্রীরাধা জাকবীজীও জীবনের ঈশ ॥
 শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীর যে সমাধি ।
 তথাই দর্শনে ঘুচে মনের বিবাদ ॥
 জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীজীর কুঞ্জ ।
 প্রভুর পার্শ্বদ য়েঁহ মহিমাতে পুঞ্জ ॥
 বিষ্ণুমঙ্গলজীর আমলীতলা স্থান ।
 যথায় পাইলা সাধু কৃষ্ণদরশন ॥
 ব্রহ্মকুণ্ড তথা ব্রহ্মা তপস্তা করিলা ।
 চৌদিক বেড়িয়া সাধুগণ বাস কৈলা ॥
 দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূরে গৌরাজ নিতাই ।
 কান্দালের প্রভু করি কহয়ে সবাই ॥
 কুণ্ডে উত্তরে হয় অশোকের বৃক্ষ ।
 বৈশাখমাসের যে বাদলী গুরুপক্ষ ॥
 বহু পুষ্পগুচ্ছ তাহে হয় বিকসিত ।
 সাধুর প্রত্যক্ষ হয় অন্তে অবিসিত ॥
 ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা ।
 এবে কাম্যবনে য়েঁহ বাইরা রহিলা ॥
 রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লৈয়া যায় ।
 কাম্যবন গিয়া তথা বিশ্রাম করয় ॥
 রাজ্যে রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্বেগে ।
 লইয়া বাইতে চাহে তুলি রথযোগে ॥

উঠাইতে নাহি পারে দশজনে ধরি ।
 বাবার বাসনা নহে হইলেন তারী ॥
 আশর বুঝিয়া রাজা নিরন্ত হইল ।
 তথায় মন্দির আদি বানাইয়া দিল ॥
 সেই হৈতে বৃন্দাজীউ রহে কাণ্ডবনে ॥
 গৌরাকী স্তম্ভরী চান্দ বলকে বদনে ॥
 যোগপীঠ উত্তরে শ্রীগোপাল আছিল ।
 ছোট গিঞে কৃপা করি সাক্ষী দিতে গেল ॥
 গুড়দেশে অত্যাধি বিরাজ করয় ।
 সাক্ষীগোপাল বাল খ্যাতি তার হয় ॥
 যোগপীঠে তাঁহার যে মন্দির অত্যাপি ।
 আছরে বৈষ্ণবগণ তাহে সেবা স্থাপি ॥
 দক্ষিণে শ্রীহনুমান গোবিন্দের দ্বারী ।
 তাঁহার মহিমা অতি চমৎকারকারী ॥
 একদিন অঙ্গে বর্ষ বাহিয়া চলিল ।
 তাহা দেখি ভরে লোক কম্পাশ্বিত হৈল ॥
 পরে বৃন্দাবনে কালযবন আইল ।
 কতল করিয়া শোক মারিতে লাগিল ॥
 ছবুভদলন শ্রীল বীর হনুমান্ ।
 পরমদয়াল সাধুস্বভাব মহান্ ॥
 ব্রজবাসিন্যেন হিংসা করে ছরাচার ।
 দেখিয়া করিলা এক শব্দ চীৎকার ॥
 এচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি ।
 যবন কতকগুলো মরিল অমনি ॥
 গলাইয়া কতকগুলো গেল দেশান্তর ।
 ব্রজবাসী স্তম্ভ হৈল গেল বিয় ডর ॥
 পূর্বেতে সমাধিকুঞ্জ স্তম্ভর প্রাচীন ।
 সমাজ শ্রীরঘুনাথতট গোবামীর ॥
 ধীর নামে মিলে কৃষ্ণ ভকতি রতন ।
 পরম দয়ালু বেঁহ পতিতপাবন ॥
 কানীশ্বর গোবামীজী তাহার বামেতে ।
 প্রভুর সতীর্থ বেঁহ পিরীতি প্রভূতে ॥
 মোক্ষ হরিদাস গোসাঞি তাহার দক্ষিণে ।
 এবং যে সমাজ বহু গোবামীর গণে ॥
 পূর্বে বেণুকূপ সখাগণের সহিতে ।
 তৃষ্ণাতুর হৈলা কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে ॥
 বেণুর কোশল ধ্বনি করিলা তখন ।
 কূপ প্রকাশিয়া তথা কৈল জলপান ॥
 বেণুকূপ তার নাম রহয়ে একটি ।
 তাহার দক্ষিণে স্থান নাম ব্রজবাটী ॥

সখাসঙ্গে মগ্নযুক্ত করি তথা-গেলা ।
 নিকটে চরণকূপ চরণে খুদিল ॥
 তথায় ওলালডাঙ্গা করি খাত স্থান ।
 ওলাল খেলিলা তথা সহ গোপীগণ ॥
 তাহার কিঞ্চিদূরে এক বৃক্ষ হয় ।
 কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তার ॥
 অস্ত্রের আঘাতে রক্ত দেখিতে লাগিল ।
 ভয়ে না কাটিল আর বিশ্বয় হইল ॥
 রাজ্যে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুই বহু জন্মে ।
 আরাধনা করি বাস কৈঁমু ব্রজভূমে ॥
 হিংসা না করিহ মোর করিমু মিনতি ।
 এমত কানিবে ব্রজে যত বৃক্ষজাতি ॥
 দাক্ষণে গোবিন্দকুণ্ড মহিমা অপার ॥
 রাধাকৃষ্ণ-বিহারের স্থান মনোহর ॥
 নারদ-ঠাকুর বৃন্দাবনজীর আজ্ঞার ।
 স্থান করি গোপীকূপ হইলা তথায় ॥
 গোপীর আবেশে নিজ পূর্ব পাসরিলা ।
 বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখিতে পাইলা ॥
 নিভৃত-নিকুঞ্জ পুরে অতি রমণীয় ।
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই স্থান অতিপ্রিয় ॥
 নিতানি বিহার তাতে অনুভব হয় ।
 প্রাতে পুষ্পয্যা ছিন্নভিন্ন দেখা যায় ॥
 তার পূর্বে ব্যাঘ্রেরা নির্জন কানন ।
 তহুত্তরে শ্রীঅধৈত-প্রভু-দরশন ॥
 নিকটে শ্রীপোর্নমাসী যোগমায়ী বন ।
 কৃষ্ণলীলা-অনুকূল অপূর্ব দর্শন ॥
 (তথায় চিড়িয়া-কুঞ্জ শ্রীনন্দনন্দন ।
 সাধ করি সখা-সহ চিড়িয়া পালন ॥
 কুঞ্জবিহারি-জীউ অপূর্ব দর্শন ।)
 পরে শ্রীগোবিন্দকুঞ্জ পরমমোহন ॥
 গোলকুঞ্জে রঘুনাথ-তট যে গোসাঞি ।
 শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই ॥
 উত্তরে শিঙ্গারবট পূর্ব যে কথিত ।
 পার্শ্বে শ্রীলোটনকুঞ্জ পরমমহন ॥
 শ্রীরাধিকা মান করি তথায় আসিলা ।
 পড়িয়া রহিলা ত্বনে কেশ আলুরাইয়া ॥
 কৃষ্ণ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া ।
 আপন হস্তেতে দিলা লোটন বান্ধিয়া ॥
 নিকটে শ্রীজীবগোস্বামীর প্রাণধন ।
 রাধা-দামোদরকূপ পরমমোহন ॥

গোদামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া ।
 নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া ॥
 অদ্যাপি তাঁর সেবা শ্রীমন্নিবে হয় ।
 ভাগ্যবান্ লোক সব বাইরা দেখয় ॥
 শ্রীমদ-শ্রীকৃষ্ণ-গোসাক্ষি গুরু-শিষ্যো ।
 হুই পার্শ্বে দৌহাকার সমাজে একাশে ॥
 রূপ-গোদামীর পদ ধৌত স্থান কর ।
 তাঁর রক্ত-স্পর্শ অতি ভাগ্যোভে মিলয় ॥
 নিকটে আছেন চেকুলা শ্রীরাধামাধব-
 বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর বড়ই প্রভাব ॥
 পরে আশলীতলা-বধা পতিতপাবন ।
 গৌরাক বসিলা ববে আইলা বৃন্দাবন ॥
 অদ্যাপি সে আশলী-বৃক্ষ আছে বর্তমান ।
 মহা প্রভু তাঁর তলে পরমশোভন ॥
 বড়-ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে ।
 দুয়ে শ্রীমদ্বন্দ্র কিশোরী সহ রাজে ॥
 নৈমিত্তে শ্রীমহাদেব বনধণ্ডি স্থান ।
 বৃন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন ॥
 দুয়ে গিরা বোমপীঠ গোবিন্দ আলয় ।
 মদ্রমরী ধ্যান বধা সাধকে করয় ॥
 চকুর-শিরোমণি আদি বহু দেবালয় ।
 অসংখ্য গগন সব কথা নাহি যায় ॥
 নিতৃত-নিকুঞ্জ-বন পরমমোহন ।
 একদিন কৃষ্ণ তাহে করি আগমন ॥
 প্যারী আগমন পথ করি নিরীক্ষণ ।
 বৃন্দায় সহিত কহে কথোপকথন ॥
 কথায় কথায় নিদ্রা আকর্ষণ হৈল ।
 অলসে বালিশে হেলি তথা সুমাইল ॥
 হেনকালে সখীসঙ্গে প্যারীজী আইলা ।
 কৃষ্ণবৃন্দচন্দ্র হেরি আনন্দিত হৈলা ॥
 নিঃশব্দ করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বেতে বসিরা ।
 সখীসহ বৃহ বৃহ মুচকি হাসিরা ॥
 কৃষ্ণের করেতে হৈতে মুরলী লইল ।
 হৃদয়ে তাখিরা প্রেম-আনন্দে ভাসিল ॥
 পুন করে ধরি দেখে উলটি পালটি ॥
 শ্রবণ করিরা তাঁর গান পরিপাটি ॥
 যে মধুর-গানে কুলবতীর কুল নাশে ।
 রহিতে না দেয় ঘো-সবারে গৃহবাসে ॥
 লোকলজ্জা ছাড়াইরা বনে আকর্ষণ ।
 তোমারি এ গুণ তুমি কুবন-বিজয় ॥

এতেক ভাবিরা কিছু কহরে সুন্দরী ।
 তুই বৈতু তোমার এ সব গুণ হেরি ॥
 অতএব তোমারে কিছু আশীর্বাদ করি ।
 যামা হৈতে আমা-সবার মঙ্গল বিচারি ॥
 বশোবস্ত হও তুমি নিশ্চিন্ত হইরা ।
 আর মৃদুস্বর হও সুধর সুচিরা ॥
 হৃদয় তোমার পুর হউক বাটিতি ।
 অন্তরের কোর বাউ সুখে কর স্থিতি ॥
 অচিরে এ সব মঙ্গল যে হউক ।
 সর্বচ্ছিত্র নাশি নিধি প্রসন্ন হউক ॥
 তোমার মদর পুর হৈলে সবাচার ।
 মঙ্গল যে হয় থাকে ধর্মের বিচার ॥
 তাহা শুনি বৃন্দাজিউ হাসিরা কহয় ।
 বড় ত করিলে তুমি আশীষ উহার ॥
 যদি পুর ছিহ্ননাশ মৃদুস্বর হৈলে ।
 তবে কি উহার তুমি বংশীধ রাখিলে ॥
 জাগিরা শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনি আনন্দিত ।
 প্যারী-বৃন্দচন্দ্র হেরি পুলকিত চিত ॥
 হাস-পরিহাসে বড় কৌতুক হইল ।
 রাধাকৃষ্ণে মিলি প্রেমসাগরে ভাসিল ॥
 নিতৃত-নিকুঞ্জে-বনে সদাই বিহার ।
 অতএব তাঁহার যে মহিমা অপার ॥
 সংক্ষেপে কহিল বৃন্দাবন-গুণগান ।
 কিকিৎ মহিমা আর করিব বর্ণন ॥
 শাস্ত্রের শাসন কতকগুলি এবে লিখি ।
 বিজ্ঞতম জন ইহা বুঝিবে নিরখি ॥
 ভাষা-অর্থ লিখিতে যে পুস্তক বাঢ়য় ।
 যে-যেতুক কেবল লিখিহু শ্লোকচয় ॥

শ্লোকাঃ—

বৈকুণ্ঠ কোটিকোটীপ্রণীতমপি নো বদ্রভোলেশ-
 বাজং,
 প্রোদীলংসৌতগং তন্নবমপি লততে
 তদ্ব্যভাবোজ্জলারঃ ।
 কুর্কীরন্ তক্তিকোটীর্ভগবতি হু তথা-
 প্যদুতপ্রেমমূর্ত্তেঃ,
 শ্রীরাধার অতৈকরতিদুরধিগমাং নোমি
 বৃন্দাটবীং তাম্ ॥

যে বৃন্দাবনে রক্তকণা হইতে অসীর সৌভাগ্য-
 মহিমা প্রোদীলিত হইতেছে, বৈকুণ্ঠকে কোটি কোটি

জগৎ ওপার্শ্বিত করিলেও যে বৃন্দাবনের সেই
রজঃকণ'র কণামাত্রও লাভ করিতে পারে না, আর
শ্রীকৃষ্ণভক্তির কোটি রূপের অংগভাষণ করিলেও যে
বৃন্দাবন অঙ্কুর প্রেমমুষ্টি শ্রীরাধা'র অতন্তবৃন্দের
পক্ষে অতীব হর্গম, সেই বৃন্দারণ্যকে কোটি নমস্কার ।

রে রে সংসারমগ্নাচ্চা ! শিকামেকান্ততঃ শৃণু ।
বদীচ্ছসি স্তব্ধং সাক্ষং বাসং কুরু মধে : পুরে ॥
বদীচ্ছঃ পারসংসারং বহিষ্কর মাধুরং কুরু ।
সৌকা সা প্রেরকঃ ক্রোধো ভোঃ শিবে ! পারকারকঃ ॥
অহো লোকো মহানক্সো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি ।
মাধুর্যে বিভ্রমানেহপি সংসৃতিং ভজতে সদা ॥
মাধুর্যং বোনিমতুলাং লক্ষা ভাগ্যাত্ত বোগতঃ ।
বুধৈবাবুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী ॥
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পশি চৈব হি ।
বজ্র তজ্জ বৃত্তা মেবি বৃত্তিঃ যান্তি ন চাক্ষুধা ॥

রে সংসারমুগ্ধ ধনি ! অন্ততঃ মদীর একটি
উপদেশ মনোবোগ পূর্জক আকর্ষণ কর । যদি
অপার সুখলালসা কর, তবে মথুরায় অবস্থিতি কর ।
যদি হৃদয় তব সাগর পার হইতে চাও, তবে মথুরা-
পুরীকেই তরণী কর । মথুরাপুরী ভবসাগর পারের
একমাত্র নৌকাবরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণই উহার কর্ণধার ।
মথুরাপুরী বিভ্রমানে থাকিতেও অগজজনচক্রস্থান হই-
য়াও বোহাঙ্কতা নিবন্ধন সংসারকেই সর্বদা ভজনা
করে; যাহারা মথুরা-পুরী দর্শন না করিয়াছে,
তাহাদের আয়ু বৃথাই কর হইয়াছে । হে দেবি !
মথুরার যে কোন তীর্থে, গৃহে, চত্বরে, পথে বা
যেখানে সেখানে বৃত্তা হইলে ভীষণ যে মুক্তিপ্রাপ্ত
হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বিনা সাংখ্যেন বোগেন বিনা বাস্যবিচিন্তনম্ ।
বিনা ব্রততপোদাতৈঃ প্রয়ো বৈ প্রাপিনামিহ ॥
“মথুরায়াং বসিষ্যামি যান্তামি মথুরামহম্ ।
ইতি যন্ত ভবেদবুদ্ধিঃ সোহপি বদ্ধাধিবৃত্তাতে ॥
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাধুবনানিতাঃ ।
লক্ষ্যপিতৃভাবো বে চ মাধুর্যে হরিলোকগাঃ ॥
ত্রৈলোক্যবর্তিতীর্ণানাং সেবনাদ্ভুততা হি বা ।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরান্ধর্শমাত্রতঃ ॥”
অতঃ সূতা কীর্তিতা চ বাহিতা প্রেক্ষিতা পতা ।
স্পৃষ্টাশ্রিতা মেবিতা চ মথুরাতীর্ণা নৃণাম্ ॥

সাংখ্য, বোগ, বরূপ-বাস-চিন্তা, ব্রত, তপন ও
তপস্যা বিনা এই মথুরাধামে প্রেরণা লাভ হইয়া
থাকে । “আমি মথুরায় বাস করিব,” “আমি মথু-
রায় বাইব,” যাহার মনে এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়,
তিনিও ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হন; এই মথুরাধামে
সর্পদষ্ট, পশু কর্তৃক নিহত, অগ্নিদগ্ধ ও জলনিমগ্ন হইয়া
যাহাদের অপমৃত্যু হয়, তাঁহারাও বৈকুণ্ঠে গমন
করেন । ত্রৈলোক্য-মধাবর্তী সমুদায় তীর্থের সেবা
করিয়াও বাহ্য প্রাপ্ত হওয়া বর না, মথুরা ভূমি স্পর্শ-
মাত্রই পরম আনন্দময়ী প্রেমসিদ্ধি লাভ হইয়া
থাকে । অতঃ, সূতা, কীর্তিত, বাহিত, প্রেক্ষিত, পত,
স্পৃষ্ট, আশ্রিত বা মেবিত হইলে মথুরাপুরী জনগণের
অতীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে ।

অহো অভাগ্যং লোকস্ত ন পীতং যমুনাজলম্ ।
গৌ-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে বজ্র ক্রীড়তি কংসহা ॥

যেখানে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ ও
গোপিকাগণের সহিত কেনি-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন
রহিয়াছেন, যে লোক সেই যমুনাজল পান না করিল,
তাহার কি দুর্ভাগ্য ।

বৃন্দাবনে নিত'লীলা শ্রীল-ভাগবতে ।
শ্রীল-ভক্তদেব কহে গদগদ চিতে ।
এবং শ্রীলকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়ি অকৃত্তরে ।
কত্ব এক পদ নাহি বাহ ধামান্তরে ॥
তবে যে মথুরা-দ্বারাবতীতে গমন ।
প্রকাশ-রূপেতে নর ব্রহ্মজ্ঞানন্দন ॥

শ্রীভাগবতে—

অয়তি জননিবাসো দেবকীঅশ্রবাদো,
যদ্বয়পরিষৎ বৈদেহীতিব্রতধর্মম্ ।
স্থিরচরবৃদ্ধিনয়ঃ স্ত্যগ্নিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্জয়ন্ কামদেবম্ ॥

যিনি নিখিলজনগণের আশ্রয়-বরূপ, দেবকী-
গর্ভসম্ভাত বলিয়া যাহার খ্যাতি, যিনি বানবগণের
সহিত অধর্ম বিনষ্ট করিয়া সমস্ত প্রাণীর সংসার-দুঃখ
নিরাকৃত এবং স্ত্যগ্নিতশ্রীমুখের সৌন্দর্য্য ব্রজবনিতা
ও পুরজীগণের কামদেববর্জন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ
সর্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন ।

ভয়ে —

কৃষ্ণোহতো বহুসন্ততো যন্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি ॥

বহুবংশসন্তৃত শ্রীকৃষ্ণ, পৃথক্, আর বিনি
গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া
এক পাদও অস্ত্রস্থানে গমন করেন নাই ।

মহুযাজনমে স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণভজন ।
অস্ত্র আশ্রয়-আদি সব অকারণ ॥
বশ শ্রীবর্ণাশ্রমাচার-আদি যত ।
পরিশ্রমমাত্র সর্ব ধর্ম তপ ত্রত ॥
হরিগুণ-শ্রী-গাদি বিস্তৃত য জন ।
আশ্রয় নাহিক বার শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

বাদ্যে—

যশঃপ্রিয়মে পরিশ্রমঃ পরো,
বর্ণাশ্রমাচারতপঃ শ্রুতাদিষু ।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
গুণানুবাদশ্রবণাদরাগভিঃ ॥

বর্ণাশ্রমাচার, তপশ্চরণ এবং শাস্ত্রজ্ঞান কেবলমাত্র
বশ ও ঐশ্বর্যালাভের জন্য ; কিন্তু শ্রীধর-পাদ-পদ্ম-
গুণানুবাদ-শ্রবণে অবিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে ।

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীবৃন্দাবনমহিমাবর্ণনং
ষড়্বিংশ-মালা ॥২৬॥

সপ্তবিংশ মালা ।

—*—

এই মুকুম ও কলশ্রুতি ।

জয় শ্রীচৈতন্যহারি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঐশ্বর্যচক্রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এবে গ্রন্থ-অনুযায়ী বৈকুণ্ঠের নাম ।
কীর্তন করিব সর্বমঙ্গলের ধাম ॥
মহারাজ শ্রবণে সর্বগ্রন্থের অবশ ।
কল মিলে শুভ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ ॥

প্রথম মালার হরগুণী-বন্দন ।
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থমহিমা-কথন ॥
নাভাজীর প্রথম অবস্থা যে কাহিনী ।
গুরুকৃপা হৈতে হৈলা কৃষ্ণভক্তি-খনি ॥
দ্বিতীয় মালার মহাপ্রভুর চরণ ।
স্বরূপ করিয়া কৈল ভক্তগুণগান ॥
শ্রীদাস-গোস্বামী শ্রীল-রূপ সনাতন ।
ভট্ট গোস্বামীর মধুপণ্ডিতের গুণ ॥
যথাক্রমে আছে শ্রীল-নাভাজী বর্ণন ।
তেমতি বর্ণিলু নাহি জানি দোষ-গুণ ॥
তৃতীয়ে শ্রীল-গৌরচন্দ্রের পার্শদ ।
স্বরূপবর্ণন যাতে নাহিক বিবাদ ॥
চতুর্থ-মালার চন্দ্রাদেশ ভাগবত ।
অজামিল আর শ্রীল বৈকুণ্ঠ পার্শদ ॥
জয় বিজয়-আদি কমলা গরুড় ।
যোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর ॥
হনুমান্ বিভীষণ স্তম্ভগা শবরী ।
অটায়ু শ্রীঅমরীষ তাঁর লক্ষ নারী ॥
সুদামা ব্রাহ্মণ আর চন্দ্রহাসরাজা ।
প্রধান ভক্তগুণ ভক্তো মহাশ্রী ॥
পঞ্চম মালার শ্রীল-কুশোদী দ্রোণদী ।
শ্রুতদেব মহাপাত্র সত্যব্রত আদি ॥
রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বাসীকি-ধর ।
কুম্ভাজয় রাণী হরিশ্চন্দ্র মহাশয় ॥
বিক্রান্তবী মনুরধ্বজ অলক রাজন ।
রক্তিদেব রাজা যৌহ রহে অনশন ॥
ষষ্ঠ-মালাতে পুরু ইন্দ্রাক্ষ প্রভৃতি ।
গুরুরাজ চর্চামধ্যে চৈতন্য ভক্তি ॥
নিমি নব বোগেন্দ্রের গুণের বর্ণন ।
পরীক্ষিত আদি নবা ভক্তজ-বাজন ॥
পুন মহারাজা পরীক্ষিতের কথন ।
ভক্তদেব গোস্বামীর গুণের বর্ণন ॥
সপ্তম-মালার শ্রীল প্রহ্লাদ-চারিত্র ।
অষ্টমে অকুর বাল যশ যে পবিত্র ।
অগস্ত্য পুলহ আদি মহর্ষিচরণ ।
আর শ্রীমহাগবতশাস্ত্র-গুণগান ॥
অষ্টাদশ স্তুতি আর পুরাণ কথন ।
শ্রীরাঘচন্দ্র পার্শদাদি-গুণগান ॥
নবম শ্রীনন্দরাজ শ্রীযশোদা মাতা ।
আর ব্রজপরিবার গোপ-গোপী কথা ॥

বশমেতে সপ্তদীপে বসত ভক্ত হয় ।
 মমকার কার-মনে সবাকার পারি ॥
 বৈকুণ্ঠের অষ্ট কলী শ্রীজয়-বিজয় ।
 চারি সপ্তদার গুরু চারি মহাশয় ॥
 শ্রীসপ্তদার তথা বাধ্য সপ্তদার ।
 আদ্যোপান্ত বসত গুরুপ্রাণলী বিস্তার ॥
 পুনঃ রামানুজ স্বামীর চরিত্র বর্ণন ।
 মন্ত্র প্রকাশিতা কৈল জীব নিস্তারণ ॥
 শিষ্য শ্রীশিষ্য তাঁর দেবাচার্য্য আদি ।
 আর নিম্নাচার্য্য বীর প্রতাপ অবধি ॥
 রামানুজ স্বামীর জামাতা লালচাৰ্য্য ।
 মৃত বৈকুণ্ঠেও বেহ করিলা সৎকার্য্য ॥
 একাদশে গুরুভক্ত এক শিষ্য বীর ।
 কমল কুটিল পদতলে বারবার ॥
 শ্রীজয়-বণিক পুত্র মরিবে জানিয়া ।
 বাঁচাইল বৈকুণ্ঠ-চরণোদক দিরা ॥
 কৃষ্ণদাস বৈকুণ্ঠের দ্বীর উদরে ।
 জন্মে যে বালক তাহারেও পূজা করে ॥
 কিঙ্করী আপন পিতা স্নেহে সাধুরে ।
 বৈকুণ্ঠ বাইতে দেখি ভক্তি নতি করে ॥
 অঙ্গদাস-স্থানে রাজা মানসিংহ আইল ।
 নিজ প্রয়োজন ছাড়ি দৃকপাত না কৈল ॥
 শঙ্কর-আচার্য্য ভক্তি-অর্থ আচ্ছাদিলা ।
 লোক বিড়ম্বিত পাছে কৃষ্ণভক্ত হৈলা ॥
 মামদেব ছিপি অতি মহানু আশয় ।
 বাহার অনেক লীলা লোকাভীত হয় ॥
 স্বদেশ-মাল'র শ্রীল-অন্নদেব ঠাকুর ।
 অর্জুন মিশ্র আর স্বামী শ্রীধর ॥
 শ্রীবিষমঙ্গল এই চারি মহাশয় ।
 চারি সমতুল-গুণ অগতে ঘোষয় ॥
 অন্নোদশে বর্ণন শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ ।
 বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণ কৈলা লালন-পালন ॥
 গুরুভক্তি নামেতে বিশ্র কৃষ্ণে বশ কৈল ॥
 প্রতিমা হইয়া অন্ন তোজন করিল ॥
 এক রাজপুত্র কড় বাক্য না কহিল ।
 যোগাতোমুখা বলি লে কে জান দিল ॥
 হরিদাস বৈরাগী যে ব্রাহ্মগণপেয়ে ।
 বৈকুণ্ঠ করিল প্রানতুঙ্গ সবাকারে ॥
 বিষ্ণুপুরী গোবামী শ্রীজগন্নাথ ধারে ।
 শ্রবণাক্য কহিলা আনিলা নিজপুরে ॥

জ্ঞানদাস বণিক ভক্তিযেয়ে ডেক দিলা ।
 বেদপাঠ করাইল অজ্ঞে বুঝাইয়া ॥
 ত্রিলোক-বণিক-প্রেমে বশীকৃত হৈলা ।
 আপনি আইলা হরি বলি টহলিয়া ॥
 বল্লভ আচার্য্য বীর দর্প চূর্ণ করি ।
 পঞ্চাং করিলা কৃপা গোবিন্দ শ্রীধর ॥
 ভক্তদাস রাজা গীতাভরণ তনিয়া ।
 রাবণে মারিব বলি চাঁঙ্গিল ধাইয়া ॥
 লীলা অনুকরণ শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ ।
 করিতে নৃসিংহাবেশ-কাড়ে তার সেহ ॥
 রতিবস্ত বাই কৃষ্ণের বন্ধন তনিয়া ॥
 প্রাণ তেরাগিল বাই অসহ হইয়া ॥
 পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধী মানি ॥
 কাটিলেন কোন ছলে আপনার পাণি ॥
 কন্দবাই নাম বীর অপূর্ব্ব খিচুড়ি ।
 ধাইলা শ্রীজগন্নাথ পরম আদরি ॥
 চতুর্দশ মালার শিল্পাপিঙ্গার বর্ণন ।
 তক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজার কথন ।
 অন্য এক ভক্তিনিষ্ঠ রাজার মহিলা ।
 বৈকুণ্ঠের অমুরাগে পুজি বিষ দিলা ॥
 মায়া আর ভাগিনা মিলিয়া চুই জন ।
 রজনী-ঠাকুরের মন্দির বানান ॥
 এক যে রাজার অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ছিল ।
 ছয়রূপে হরি তার ব্যাধি ভাল কৈল ॥
 মীননাথ রাজালোতে আসক্ত হইল ।
 গোবিন্দনাথ শিষ্য তারে উদ্ধার করিল ॥
 মহাজন সদাস্বতী ভাগবত ছিল ।
 পুজি মারি হরি তারে পরীক্ষা করিল ॥
 তুরন-চৌহানে হরি কৃপাবান হৈলা ।
 তলোয়ার বিষয়েতে লজ্জা নিবারিলা ॥
 রূপ-চতুর্ভূজ পূজারির অমুরোধে ।
 পাকা চুল শিরে ধরে রাজার বিবাহে ॥
 কমধুজ নাম সাধু বনেতে আছিল ।
 মৃত্যু হৈলে হনুমান বীর পতি কৈল ॥
 অন্নমল রাজন দৃঢ় ভক্তিনিয়মেতে ।
 কিকিৎ ধর্ম্ম তা নৈল আগদকালেতে ॥
 গোপ ভক্ত চুরি গেল মহিব বাহার ।
 হরি পুন আনি দিলা গৃহেতে তাহার ॥
 নিকিজন বিপ্র সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক কৈলা ।
 দহ্যবৃত্তি করি তারে হরি দেখা দিলা ॥

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী-সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ ।
 ছোট বিধে বড় বিধে দৌহাকার রঙ্গ ॥
 গোপালের নাকে মুক্তা পরাইল রানী ।
 তাঁহার বাৎসল্যভাব অপূর্ণ কাহিনী ॥
 রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া ।
 পলাইল ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া ॥
 নন্দদাস গৃহে মৃত বাছুর ডারিল ।
 তুড়ি দিয়া সাধু তারে জীয়াইয়া দিল ॥
 অল্ললীউ বৈষ্ণবেরে আশ্রয় খাওয়াইল ।
 রাজ-বাগিচার আশ্রয় স্থাপনে পড়িল ॥
 বারমুখী বেণী বৈষ্ণব-দরশনে ।
 বৈষ্ণব হইল লাঠাইয়া নিজ ধনে ॥
 ভক্ত প্রিয় রাজা ডোম-তাড় যে বৈষ্ণবে ।
 পুজিলা অনেক অর্থে বড় ভক্তিভাবে ॥
 ভক্ত রানী স্বামীর গোপন কৃষ্ণভক্তি ।
 প্রচার করিয়া প্রকাশিলা নিজশক্তি ॥
 গুরুনিষ্ঠ গুরুদৃষ্টে মরিয়া বাঁচিল ।
 করীরজী ছলে রামনাম মন্ত্র লৈল ॥
 ঘোড়শ-মালায় কইদাসের কথন ।
 গুরু রামানন্দ ধীরে করিল মোচন ॥
 পিপালীউ শক্তি উপাসনা করি ঘুরে ।
 শ্রী সহ মহাতাগবত হৈলা পরে ॥
 সপ্তদশ মালায় গোবিন্দ কবিরাজ ।
 চান্দয়ার দেবকী নন্দন ভক্তরাজ ॥
 ইঁহারা ছাড়িয়া শক্তি উপাসনা-তত্ত্ব ।
 বৈষ্ণব হইলা হৈল বড়ই মহত্ব ॥
 অষ্টাদশে রবীন্দ্রনারায়ণ মহারাজ ।
 বৈষ্ণব হইয়া কৈল অলৌকিক কাজ ॥
 উনবিংশতি মালায় শ্রীল শ্রীরামচন্দ্র ।
 কবিরাজ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সখ্য ॥
 জগন্নাথী মাধোদাস জগন্নাথে সখ্য ।
 সুরদাস ভাগবত গানশক্তি মুখ্য ॥
 শ্রীকেশবভট্টজীউ বড় কার্য্য কৈল ।
 প্রতিকূল যবনেরে দমন করিল ॥
 হরিব্যাসজীউ দীক্ষা দেবীরে বে দিল ।
 বলদান জীবহত্যা বারণ করিল ॥
 বিংশতি মালায় শ্রীল ত্রিপুরাদাসের ।
 বড়ই মহিমা বার জাড়াও বজ্রের ॥
 নাথজীর শীতনিবারণ বাতে হৈল ।
 কৃষ্ণদাস দিল্লী হৈতে জিলাপি খাওয়াইল ॥

শ্রীবিষ্ঠলদাস কৃষ্ণপ্রেমের বিত্বেবলে ।
 হাত হৈতে লক্ষ দিয়া পড়ে ভূমিতলে ॥
 নাগর-ভট্ট তীর্থরাজ কৃন্দাবনে ।
 দেখাইলা জীবনী প্রকট অজ্ঞানে ॥
 পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গুণগান ।
 কবীর আকার বেণী শ্রীমতী দেখান ॥
 ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হরিবংশ নাম ।
 রাধাবল্লভজীর আদি গুরু অভিরাম ॥
 হরিদাসস্বামী বৈষ্ণব নিধুবনবাসী ।
 বঙ্কবেহারীর ধারে হৈল কৃপারানী ॥
 হরিনাম ব্যাস যৈহ বড় অধিকারী ।
 ধীর বণ গায় অজ্ঞাপিহ ব্রজ ভরি ॥
 অ'ল-ভগবান নিত্য রাস যে দেখিল ।
 সধনা বীহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল ॥
 কানীশ্বর গোস্বামীজী ভুবনপাবন ।
 খে জেলীউ যিনি আশ্রয় করিলা ভোজন ॥
 একবিংশতি মালায় রাকা-বাকা দৌহে ।
 ভগবান্ দিল অর্থ ধূল দিল তাহে ॥
 বড়ভক্ত রক্ষাহেতু দেবী মহামায়া ।
 চোরগণে নষ্ট কৈল প্রতিম কাটিয়া ॥
 ত্রিলোক সোণার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
 সোণার কমল নিয়া দিল রাজ্যস্থানে ॥
 প্রতাপকন্ডের গুণ অমৃতের সার ।
 প্রভুতে যে অমুরাগ নাহি পারাপার ॥
 শ্রীগোবিন্দদাস স্বামী নাথজী সহিত ।
 সখ্য যে পরম ভাব ব্রজের উচিত ॥
 কৃষ্ণদাস গুজামালী গুজরাতি দেশে ।
 ভক্তি প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য-উপদেশে ॥
 মধুরামজলে রঘুনাথ গোপীনাথ ।
 রামদাস আদি করি অনেক মহত ॥
 শ্রী সাধুগণ সীতাকালি আর গঙ্গা ।
 উমা ভাটিয়ানী আদি বহু প্রেমে রাজা ॥
 গণেশদেবরানী যার উকতেতে চুরি ।
 মারিয়া বৈষ্ণববেশে আসি কৈল চুরি ॥
 লাধাজীউ জগৎ যে পবিত্র করিলা ।
 জগন্নাথ ধারে পূর্ণকৃপা প্রকাশন ॥
 দ্বাবিংশতি মালায় নরসী ভক্ত উপাখ্যান ।
 শ্রীরামমণ্ডল বৈষ্ণব করিলা দর্শন ॥
 অজয় ভক্ত হঠ করি রাজা সনে ।
 হীরা পরাইল জগন্নাথে প্রাণপণে ॥

করিরি রাজা মহাপরেশ বর্ণন ।
 তাঁড় বৈকুণ্ঠের বেঁহ পূজনা চরণ ॥
 দীরাবাই শ্রীকৃষ্ণ সহিত ভেট কৈল ।
 রণছোড়লী পৃথ্বীন ধ নুপে কৃপা কৈল ॥
 মধুকর সাহা সাধা-অঙ্গে দেখি ভেখ ।
 পূজা করিলেন তার করিয়া বিবেক ॥
 প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিমাগে আইলা ।
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রহ যে বর্ণনা ॥
 ত্রয়োবিংশে চোর কৃষ্ণমস্তকের প্রভাবে ।
 পরীকার জিতিল প্রশংসে পাছে গবে ॥
 মুরারি চামারগতি বৈকুণ্ঠ আনিয়া ।
 রসিকমুরারিভৌত কৃতার্থ মানিয়া ॥
 তাহার চরণোদক করিলেন পান ।
 শ্রীতুলসীদাস বেঁহ প্রেতে কৈল জ্ঞান ॥
 করমানন্দ ধীর নামে প্রেমভক্তি হয় ।
 কালান্তরে নাথজীর কৃপার উদয় ॥
 পরশুরাম বিপ্র সর্বভ্যাগ যে করিলা ।
 গদাধর ভট্ট জীব-গোপালকে মিলিলা ॥
 চতুর্বিংশতি মাল এক ব্যাজ তক্ত হৈল ।
 মাধবসিংহের রাণী উদ্দেশ দিল ॥
 বিহরনামেতে তক্ত বিনে বীজ জল ।
 খেতে জন্মাইলা শত মহিমা বিরল ॥
 চতুর সোরাঙ্গী নাম সাধু মহামতি ।
 শুককে সর্বস্ব দিয়া বৃন্দাবনো হিতি ॥
 পুন শ্রীকীর্তীকীর মহিমাকথন ।
 পর-উপকার কৈল ব্যাধি উপশম ॥
 কেবলকুবা যে সাধু কুণের ভিতর ।
 একমাস থাকিয়া আইলা পুন ঘর ॥
 হরিদাস বণিক বৃন্দাবনগমনেতে ॥
 পথে শ্রীকৃষ্ণান্ন পাইলা দেখিতে ॥
 করমেতি বাই বৃন্দাবন পাইলেন ।
 প্রেমনিধি আগে হরি দিয়া ধরিলেন ॥
 তক্ত কেবলরাম বহু উচ্চারিল ।
 নরবর-রাজার পাংগা চরণ কাটিল ॥
 জগদেব পামরে কৃষ্ণতক্ত আনি ।
 রাজকন্যা একাঙ্ক করিয়া কৈল স্বামী ॥
 পঞ্চবিংশতি মালে কৃষ্ণদাস নাম ।
 কৃষ্ণ আগে নাচিতে নাচিতে অবিরাম ॥
 নুপুর খসিল আনি শ্রীকৃষ্ণ আগনি ।
 পদ্মাইয়া দিল নৃত্যরসতক্ত আনি ॥

অন্য কৃষ্ণদাস ব্যাঙ্গে আতিথ্য করিলা ॥
 নিজ পাদ কাটিয়া খাইতে তারে দিল ॥
 গদাধর তক্ত কিছু না করে সফর ।
 তখনি লাগার ভোগ কৃষ্ণে বাহা পার ॥
 ভগবান্ ভক্তিনিষ্ঠ রাজার শাসনে ।
 বিরাম না কৈল মালা তিলক ধারণে ॥
 সর্বস্ব শুককে দিয়া স্তবাহ দেওয়ান ।
 বাহির হইল স্ত্রী-পুরুষ দুই জন ॥
 লাক্ষ্মণতি বাই ভক্তি অধিকারী বড় ।
 শুক-কৃষ্ণ-বৈকুণ্ঠেতে এক ভাব হুড় ॥
 বড়-বিংশ মালার শ্রীল বৃন্দাবনধাম ।
 সহিত শ্রীকৃষ্ণগীলা অমৃত সমান ॥
 মহিমাবর্ণন শুভ সুখদ মধুর ।
 মধুরেতে সমাপন রসময় পূর ॥
 ইহা সবার শ্রীচরণে লইয়া শরণ ।
 কৃষ্ণদাস ভক্তি মাগে করিয়া কীর্তন ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা তক্তগণ-নামকীর্তন
 সপ্তবিংশ মালা ॥ ১৭ ॥

ফলশ্রুতি ও উপসংহার ।

অর শ্রীচৈতন্য হরি অর নিত্যানন্দ ।
 অর শ্রীচৈতন্য অর গৌরতক্তবৃন্দ ॥
 অর রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

ভক্তমাল রত্নমালা, মনহুজে পরি পলে,
 ভূষণ করহ নিজদেহে ।
 যে রত্নকিরণছবি, আগে কোটি শশী রবি,
 শোভা শুণ কান্তি সম নহে ॥
 রবি বাহে আলোক করে অন্তর শুধিতে নারে,
 আনন্দজনক শশিগুণ ।
 প্রাকৃত আনন্দলেন, দরশনমাত্র শেব,
 জিকণে মহারী অতি নূন ॥
 ভক্তমাল রত্নবরে, অন্তর উজ্জলকরে,
 নিত্যানন্দলাগরে ভাগ্য ।
 হেন ভক্তমাল পরি, সদর উজ্জল করি,
 হৃদয়কর্ষ করহ আশয় ॥

যে রতন অর্গ মর্ত্য, পাশে নাহি যে অর্থ,
যাহা লাগি দেব-নাগ বুঝে ।
হেন যে রতন ধন, নাভাজী করিয়া পণ,
প্রকাশিয়া দিল মর্ত্য নরে ॥
অতএব ভক্তমাল, কর্ণে করি কুণ্ডল,
নিরবধি রাখহ ধরিয়া ।
এ হেন রতন আগে, চিন্তামণি দাস্ত মাগে,
নাহি পায় মরমে বুঝির ॥
অতএব বাহা চাহ, চতুর্কর্গ মাগি লহ,
ধেনেমাত্র পাইবে হেলায় ।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয় ॥
তাগজর যাবে দূরে, এড়াবে সংসার ঘোর,
পরম নিবৃত্তি হবে চিতে ।
সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দ সুখ পাবে,
অকানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে ॥
সুন্দর বিচার কর, প্রবেশ করিয়া হের,
ভক্ত মালে কি অর্থ মিলয় ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত ভক্তি, জগত ছল ভ শক্তি,
মিলে কৃষ্ণদাস গুণ গায় ॥

ভক্তমাল প্রবণেতে বধার্থ যে কল ।
হরিভক্তি মিলে মন করিয়া নির্মল ॥
ইহার সন্দেহ নাহি দেখহ ভাবিয়া ।
বিচার করহ তাই গাঢ় চিত্ত দিয়া ॥
ভক্তগণের গুণ কর্ম বিবেক স্বভাব ।
ভক্তি আচরণ অমুরাগ প্রেমভাব ॥
ভনিয়া মাত্র ত চিত্ত নির্মল হইয়া ।
লোভ জন্মে হরিপদ ভজন লাগিয়া ॥
বিষয়বিশ্রাগ জন্মে অনিত্য সংসার ।
এ সব সদ্বোধ তার জন্মে হঠাৎকার ॥
নিকাম ভকতি হয় শুদ্ধ যে পিরোতি ।
ক্রমে বাড়ি যায় ভক্তি রাগ প্রেম রতি ॥
সকল জ্ঞান যার আনন্দ জনমে ।
সর্ব গুণ সদাচার তার দেখে রমে ॥
আত্মব্রজ গ্রহে সর্বতত্ত্ব বিরাজয় ।
অতএব সর্বতত্ত্ব ইথে বেদ্য হয় ॥
বৈষ্ণবের গুণগান শ্রবণ মনন ।
বৈষ্ণবের মানদান চরণ-সেবন ॥

এই সে পরম কৃষ্ণভক্তির প্রধান ।
বৈষ্ণবে পূজিলে হয় কৃষ্ণের সন্ধান ॥
বিন ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সঙ্গ ।
ভক্তপূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বস ॥
ইহার প্রমণ ব'হু পূর্বেতে বর্ণিল ।
দৃঢ়তর বিশ্বমতে শাস্ত্র যে কহিল ॥
অতএব একান্ত যে শরণ্য জানিয়া ।
কৃষ্ণদাস গায় গুণ ভরসা করিয়া ॥
ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রহন করিল ।
চারিযুগের ভক্ত-নাম-গুণ প্রকাশিল ॥
অসংখ্য ভক্তের নামমাল্য যে গাঁথিয়া ।
পতিত জনার গলে দিল পরাইয়া ॥
তাহার বিস্তর টীকা প্রিয়দাস সাধু ।
বর্ণন করিলা অতি সুমধুর বাহু ॥
তার মধ্যে কতকগুলি ভক্তের মহিমা ।
গাইলাম সর্ব্বারম্ভে না পাইয়া সীমা ॥
অগ্র-পশ্চাত ক্রম মত নাহি জাদি ।
বৈষ্ণবের গুণগান এইমাত্র মানি ॥
গুণলীলাবর্ণনে যে অধিকতর কম ।
নাহি জানি কিছু মুই সমান বিষম ॥
ইহাতে যে অপরাধ বৈষ্ণব গোসাঞি ।
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই ॥
জিহ্বায় কহাও যাক্য তাহি মুই কহি ।
তোমার অধীন প্রভু স্বতন্ত্র নহি ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর কুলের ঠাকুর
কবে মুই হব এব পাছের কুকুর ॥
হে প্রভু করুণা দৃষ্টি কর অধমেরে ।
দশে তুণ ধরি কৃপা করহ পামরে ॥
চরণে ভকতি দেহ নিবেদন করি ।
নিজ-গুণলেশ দেহ দরাদৃষ্টে হেরি ॥
অসংখ্য অপার কোটি বৈষ্ণবের গণ ।
ছোট বড় বন্ধি মুই সবার চরণ ॥
বৈষ্ণব চরণধূলি মস্তকে ধারণ ।
করি মুই এই মোর ভজন-সাধন ॥
বৈষ্ণবের স্মরণে কৃষ্ণের মূর্তি হয় ।
বেদশাস্ত্রে সাধুমাংগে সুকারিয়া কর ॥
বৈষ্ণবের প্রতি যেই অঙ্গুর্য্য করয় ।
সর্ব-অমঙ্গল-ধাম সেই যার কর ॥
হরির চরণ আশ যে জন করিবে ।
অর্পণ করহ মতি একান্ত বৈষ্ণবে ॥

বৈকবে উপেক্ষা করি কৃষ্ণেরে ভজয় ।
 কৃষ্ণ তারে কোপ করি উপেক্ষা করয় ॥
 কুপুত্র যেমন পিতৃধনে অর্হ নহে ।
 সেই ভক্ত ভেদতি শ্রীমুখে কৃষ্ণ কহে ॥
 অতএব ভক্তমাল ভক্ত কথা সার ।
 পরম ঐশ্বর্য হৃদয় মাণিক আমার ॥
 করে বক্ত ভগ জগ করে জ্ঞান বল ।
 ভক্তমাল মহাবল আমার কেবল ॥
 ভক্তমাল গৌড়ভাষাছন্দে কৈলু গান ।
 নাতালীর শ্রীচরণ ছন্দে ধরি ধ্যান ॥
 বর্ণনের দোষ-গুণ বিচার করিতে ।
 গ্রাহ নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে ॥
 ভবাচ আদর করিবেন সাধুগণ ।
 যে হেতু বৈষ্ণবের মহিমা বর্ণন ॥
 অদোষদরশী সাধুগণমাত্র হন ।
 সহস্র বে দোষ করে গুণেতে গণন ॥
 অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব ।
 সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব ॥
 নাতালীর আজ্ঞা ইহ ভক্তমাল গ্রহ ।
 ১ নিম্নক পাবণ্ড আর বে জন বিপদ ॥
 অবৈক্যব নাস্তিক বৈষ্ণবে অবিশ্বাস ।
 তাহেও না শুনাবে নাহি কহিবে আত্মস
 তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর ।
 তার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ কর দূর ॥
 হে কৃষ্ণ হে অগরাধ শ্রীমধুসূদন ।
 দস্তে তুণ করি করি এই নিবেদন ॥
 বরক অধিতে পুড়ে মরি সেই সুখ ।
 সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খার তাহে নাহি দুখ ॥
 বরক কুড়ীয়ে খাউ জলে ডুবাইরা ।
 তথাপিহ ভর নাহি এই মোর হিরা ॥
 কিন্তু যে বৈক্যব প্রতি বিরুদ্ধ যে জন ।
 যে অধম বৈক্যবের করয়ে নিশ্চয়ন ॥
 বৈক্যবের অপমান ভ্রমে যেই করে ।
 অপরাধ করি যে না করে পরিহারে ॥
 তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কতু নাহি হয় ।
 তার অঙ্গ জল যেন খাইতে নাহি হয় ॥
 বৈক্যব গোলাগ্রি কৃষ্ণরসে আনন্দিত ।
 অতএব গাই কিছু মধুর সঙ্গীত ॥
 ভ্রবণ করিয়া ইহা মোরে শ্রীত হও ।
 অতীতার ভরি মোরে হাস করি সঙ্গ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসগীত ।

রাধাকুণ্ডলীয়ে কুণ্ড, কলপলতিকাপুণ্ড,
 পুন্দ্রশ্রেণী পরমসুন্দর ।
 সৌরতে আমোর অতি, নানাবর্ণে নান্য ভ্যোতি,
 বাঁকে বাঁকে গুহরে ভ্রমর ॥
 তার মধ্যে রাধাভায়, দুহু রূপ অহুগায়,
 জিতুবন বাহার নিহনি ।
 ভ্রাম নব কাদম্বিনী, রাই তাহে সৌদামিনী,
 কিংবা হেমজঙ্ঘা নীলমণি ॥
 কিংবা বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পশিরা তার
 মধুপান করয়ে উল্লাসে ।
 কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার,
 প্রকাশয়ে নবদনপাশে ॥
 হাসির অমৃতধার, দৌহে দৌহা পরস্পর,
 পান করি আনন্দিত হিরা ।
 রসিক নাগর হরি, রসিকা কিশোরী-গৌরী,
 মস্ত রসমাগরে ডুবিয়া ॥
 ভ্রাম-শ্রীঅদের শোভা, রাই শ্রীবদনে আভা,
 রাই প্রতিবিম্ব ভ্রাম-অঙ্গে ।
 পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারঠারি,
 করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে ॥
 কিশোর বরেন ভ্রাম, কিশোরী রূপের ধাম,
 দৌহা রূপে করিয়াছে আলো ।
 পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোরবাসে,
 অপরূপ সাজিয়াছে ভালো ॥
 পরিহাস রসরস, নানারস অদভঙ্গ,
 প্রিয়ানন্দে আনন্দহিরোলে ।
 হাসি হাসি কহে রাণী, কি শোভা তাহাতে জানি,
 গজমতি হোলে নাসাতলে ॥
 তা দেখে নাগরবরে, দেহ না ধরিতে পারে,
 রসে ডুবি আপনা পাসরে ।
 শত শত চুবে সুখ, গাইরা পরমসুখ,
 কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তরে ।

মধুরেতে সমাপন ভক্তমাল গ্রহ ।
 যথাশক্তি বর্ণিল জানিরা সাধুগণ ॥
 রাধাকৃষ্ণমাধুরী যে পাইরা কিঞ্চিৎ ।
 ভক্তমাল গ্রহোক্তম করিল পূরিত ॥
 ভক্তমাল মহামন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমহেতু ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

৩৩৭

চকুর বে হবে গাঢ়চিত্তে বিচারিবে ।
ভক্তমালপাঠাদিতে প্রেমধন পাবে ॥
ভক্তের চরিত্র তনি কব'য় বাইবে ।
সর্ব-অপরাধ ছুটি ভক্তি সকারিবে ॥
এলোঙে অগ্নিবে কুকচরণারবিন্দে ।
প্রেমীয় সিকুনিরে তাসিবে আনন্দে ॥

অতএব ভক্তমাল অবস্তা বে পাঠ্য ।
সেবা-পূজা ইষ্টতম প্রোতবা বরিষ্ট ॥
পদে পদে চমৎকার কর্ণ-ব্রসায়ন ।
মহিমা অতুল যাতে ভুবনপাবন ॥
শ্রীলকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ করি আশ ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ ৐ শ্রীহরি ৐ ॥

